আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

তৃতীয় খণ্ড

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত)

তৃতীয় খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

- ড. আহমদ আবূ মুলহিম
- ড. আলী নজীব আতাবী
- প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
- প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
- প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (তৃতীয় খণ্ড)
মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদ উন্নয়ন প্রকল্প

ইফাবা অনুবাদ সংকলন ঃ ২১০
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০৮৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-0716-2

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৪১০
রবিউস সানী ঃ ১৪২৪
জুন ঃ ২০০৩

প্রকাশক
আবদুস সালাম খান পাঠান
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরাপুল (১ম লেন)
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স সেতু অফসেট প্রেস
৩৭, আর এম দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য ঃ ২৩০·০০ (দুইশত ত্রিশ) টাকা মাত্র।

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (Islamic History : First to Last) (Vol.-III) written by ABUL FIDAA HAFIZ IBN KASIR AD-DAMESHKI (R) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003
Price : Tk 230.00; US $ 10.00

সম্পাদনা পরিষদ

- অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান — সভাপতি
- মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী — সদস্য
- পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ — সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
- মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর, নশর, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌উদী ও ইব্ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের তৃতীয় খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত'। গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনের জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজে আনজাম দিয়েছেন মাওলানা আবু তাহের সিদ্দিকী। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবদুস সালাম খান পাঠান
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচিপত্র

Contents

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

তৃতীয় খণ্ড

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা এবং প্রথম ওহী

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা এবং প্রথম ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন ৪০ বছর, তখন ওহীর সূচনা হয়।

ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন আব্বাস ও সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা)-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স ছিল ৪৩ বছর।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাত আলোর ন্যায় ফুটে উঠতো। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠলেন। তখন তিনি হেরাগুহায় একাকী অবস্থান করতে লাগলেন। সেখানে তিনি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একাধারে কয়েক রাত সেখানে ইবাদতরত থাকতেন। এ সময়ের জন্যে প্রয়োজনীয় আহার্যাদি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর হযরত খাদীজার কাছে ফিরে পুনরায় আহার্যাদি নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় তাঁর নিকট সত্য এল। তাঁর নিকট ফেরেশতা আসলেন এবং বললেন, আপনি পাঠ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তো পাঠ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে সজোরে চেপে ধরলেন। তাতে আমি আমার সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছি। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দেন এবং বলেন ঃ পড়ুন, আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে পারি না। তখন তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে সজোরে চেপে ধরেন। তাতে আমি আমার সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাই। তিনি আমাকে ছেড়ে দেন এবং বলেনঃ পড়ুন, আমি বললাম, আমি পাঠ করতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনি তৃতীয় বার আমাকে সজোরে চেপে ধরেন। আমি আমার সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাই। এবারও তিনি আমাকে ছেড়ে দেন এবং বলেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

— পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার প্রতিপালক তো মহান মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

এ আয়াতগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে এলেন। তখন তাঁর হৃৎপিণ্ড থরথর করে কাঁপছিল। তিনি ফিরে এলেন হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট এবং বললেন, আমাকে চাদরে ঢেকে দাও,[১] আমাকে চাদরে ঢেকে দাও! তিনি তাঁকে চাদরে ঢেকে দিলেন। এক সময় তাঁর ভয় কেটে গেল। তিনি হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট ওই ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি তো আমার জীবন সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েছি। খাদীজা (রা) বললেন, না কখনো নয়, আল্লাহ্র কসম, তিনি কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তা রক্ষা করেন, মেহমানদের সমাদর করেন, অন্যের বোঝা বহন করেন। নিঃস্ব ও কপর্দক হীনদের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। বিপদাপদে অন্যকে সাহায্য করেন।

এরপর হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে নিয়ে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা-এর নিকটে গেলেন। জাহিলী যুগে এ ব্যক্তি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় পুস্তকাদি লিপিবদ্ধ করতেন।

আল্লাহ্র দেওয়া সামর্থ অনুযায়ী তিনি ইনজীল থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করতেন। তিনি তখন বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি হীন। হযরত খাদীজা (রা) বললেন, "চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজা কী বলেন তা শুনুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা! আপনি কি দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা' যা' দেখেছেন তা তাঁকে অবহিত করলেন। ওয়ারাকা বললেন, ইনিতো গোপন বার্তাবাহক, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আসতেন, হায়! ওই সময়ে আমি যদি শক্ত-সমর্থ যুবক থাকতাম, আমি যদি জীবিত থাকতাম, যে সময়ে আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওরা কি আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, জী হ্যাঁ, আপনি যা নিয়ে এসেছেন এরূপ বাণী নিয়ে ইতোপূর্বে যিনিই এসেছেন তাঁর প্রতিই শত্রুতা পোষণ করা হয়েছে। আপনার যুগে আমি যদি বেঁচে থাকতাম তবে আপনাকে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করতাম। এ ঘটনার পর অল্প দিনের মধ্যেই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইনতিকাল করেন।

এদিকে সাময়িকভাবে ওহী আগমন বন্ধ হয়ে যায়।[২] এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আমাদের নিকট যে বর্ণনা এসেছে, তা থেকে বুঝা যায়, তিনি এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি কয়েক বার ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজেকে নীচে ফেলে দেয়ার জন্যে। বস্তুত যখনই তিনি নিজেকে নীচের দিকে ফেলে দেয়ার জন্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছেন, তখনই হযরত জিবরাঈল তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছেন: 'হে মুহাম্মদ (সা)! আপনিতো আল্লাহ্র রাসূল, এটি ধ্রুব সত্য। এতে তাঁর অস্থিরতা কেটে শান্তি আসত এবং তাঁর মন শান্ত হত। তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। ওহী বিরতির এই মেয়াদ দীর্ঘ হলে তিনি ঐরূপ অস্থির হয়ে উঠতেন এবং অনুরূপভাবে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ

---

১. زَمِّلُوْنِى -আমাকে উটের পিঠে তুলে দাও।

২. এ পর্যন্ত সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা সমাপ্ত। বর্ণনায় শব্দগত তারতম্য আছে বটে কিন্তু অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

করতেন। সেখানে জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হতেন এবং তাঁকে অনুরূপ সান্ত্বনা দিতেন। সহীহ্ বুখারীর আততা'বীর অধ্যায়ে এ সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

ইব্ন শিহাব বলেন, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান আমাকে জানিয়েছেন যে, ওহী বিরতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি শব্দ শুনতে পাই। চোখ তুলে দেখি, সেই ফেরেশতা যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীতে সমাসীন। তা' দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং ঘরে ফিরে আসি। ঘরের লোকদেরকে আমি বলি, "আমাকে চাদরে ঢেকে দাও, আমাকে চাদরে ঢেকে দাও।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

— "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন (৭৪ ঃ ১-৫)। এরপর থেকে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকে।

তারপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, লায়ছের বর্ণনার সমর্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও আবূ সালিহ। হিলাল ইব্ন দাউদ ও যুহরীর বরাতে তার সমর্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ইউসুফ ও মা'মার فُؤَادُهُ (তাঁর হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল)-এর পরিবর্তে তাঁর ঘাড়ের রগ কাঁপছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আমরা সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থের প্রথমদিকে ওহীর সূচনা অধ্যায়ে এই হাদীছের সনদ ও মূল পাঠ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে লায়ছ সূত্রে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। ইউনুস ও মা'মারের বর্ণনা যুহরী থেকে সনদ বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন যেমন করেছেন ইমাম বুখারী (র)। আমরা মুসলিম-এর অতিরিক্ত বর্ণনা পার্শ্ব টীকায় এ দিকে ইঙ্গিত করেছি যে, ওয়ারাকার বক্তব্য "আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করতাম" পর্যন্ত বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন।

বস্তুত হযরত আইশা (রা)-এর উক্তি, সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহীর সূচনা হয়, তাঁর দেখা স্বপ্ন পরবর্তীতে প্রভাত আলোর ন্যায় ফুটে উঠতো। হযরত আইশার এই বক্তব্য উবায়দ ইব্ন উমার লায়ছী থেকে বর্ণনাকৃত মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসারের বর্ণনাকে সমর্থন করে। এ বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন রেশমের তৈরী একটি চাদরে করে একটি কিতাব নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসেন এবং বলেন, "পড়ুন"। আমি বললাম, আমি কি পড়ব ? তিনি আমাকে সজোরে চেপে ধরলেন আমি আশঙ্কা করছিলাম তাতে আমার না মৃত্যু হয়ে যায়। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দেন। এরপর থেকে তিনি হযরত আইশা (রা)-এর উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেন। বস্তুত পরবর্তীতে সজাগ অবস্থায় যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কথা এই স্বপ্ন ছিল

তার পূর্বাভাস। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা সংকলিত মাগাযী গ্রন্থে যুহরী থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমের মধ্যে এরূপ দেখেছিলেন। তারপর সজাগ অবস্থায় ওই ফেরেশতা তাঁর নিকট এসেছিলেন।

হাফিয আবূ নুআয়ম ইস্পাহানী তাঁর "দালাইলুন নবুওয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ আলকামা ইব্‌ন কায়স থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবীগণকে যা দেয়া হত প্রথম অবস্থায় তা ঘুমের মধ্যেই দেয়া হত। যাতে তাঁদের অন্তঃকরণ ধৈর্যশীল ও সুস্থির হয়ে ওঠে। এরপর তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করা হত। এটি আলকামা ইব্‌ন কায়সের নিজস্ব ব্যাখ্যা।

এটি একটি সুন্দর বক্তব্য। পূর্বাপর বক্তব্যগুলো এটিকে সমর্থন করে।

ওহী প্রাপ্তিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স এবং ওহী নাযিলের তারিখ

ইমাম আহমদ আমির শা'বীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন চল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর নিকট নবুওয়াত আনয়ন তথা ওহী আনয়নে তিন বছর যাবত ফেরেশতা ইসরাফীল (আ) সম্পৃক্ত ছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন বাণী ও বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তখন কুরআন নাযিল হয়নি। তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নাযিলের সাথে সম্পৃক্ত হন। এরপর জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ২০ বছরে পূর্ণ কুরআন মজীদ নাযিল হয়। ১০ বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায়। ৬৩ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হয়। শা'বী পর্যন্ত এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ। এত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চল্লিশ বছর বয়সের পর পরবর্তী ৩ বছর ইসরাফীল (আ) তাঁর সাথে ছিলেন। এরপরই জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এসেছেন।

শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বলেছেন, হযরত আইশা (রা)-এর হাদীছ এই বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, এমনও হতে পারে যে, প্রথমাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্ন দেখতেন। তারপর হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার মেয়াদে ইসরাফীল (আ) তাঁর নিকট আসতেন। তিনি দ্রুত বাক্য বলে দিয়ে চলে যেতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবস্থান করতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশিক্ষণ ও ক্রমান্বয়ে তাঁকে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে এরপর জিবরাঈল (আ) তিনি এমনটি করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলেন এবং তাঁকে তিনবার চেপে ধরার পর যা শেখানোর তা শেখালেন। হাদীছ সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও জিবরাঈল (আ)-এর মাঝে যা অনুষ্ঠিত হয়েছে হযরত আইশা (রা) তা বর্ণনা করেছেন। ইসরাফীল (আ)-এর সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেননি। অথবা এমনও হতে পারে যে, হযরত ইসরাফীল (আ)-এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্র বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী নাযিল হয় তাঁর তেতাল্লিশ বছর বয়সে। এরপর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন দশ বছর আর মদীনায় অবস্থান করেন দশ বছর। তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল

হয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ এবং সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হল তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে। এরপর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন তের বছর আর মদীনায় দশ বছর। তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয়। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পনের বছর এ ভাবে অবস্থান করেছেন যে, প্রতিবছর তিনি একটি জ্যোতি দেখতেন ও অদৃশ্য শব্দ শুনতেন আর আট বছর তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো। তিনি মদীনায় অবস্থান করেছেন দশ বছর।

আবূ শামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর বিষয়াদি দেখতেন। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত অনুরূপ একটি ঘটনা নিম্নরূপ জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন

وَانِّىْ لاَعْرِفُ هَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ اُبْعَثَ اِنِّىْ لاَعْرِفُهُ الْاٰنَ

মক্কায় অবস্থিত একটি পাথরকে আমি চিনি। আমার নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেও সেটি আমাকে সালাম দিত। ওই পাথরটি আমি এখনও চিনতে পারবো।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্জনতা পসন্দ করতেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। এজন্যে যে, তিনি দেখতেন, তারা মূর্তিপূজা এবং প্রতিমাকে সিজদা করা ইত্যাদি স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী নাযিলের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, ততই নির্জনতা ও একাকীত্বের আগ্রহ তাঁর মধ্যে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক জনৈক আলিমের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক বছরই এক মাস করে হেরা গুহায় কাটাতেন এবং সেখানে ইবাদত করতেন। জাহিলী যুগে কুরায়শের যে কেউ ওই বিশেষ ইবাদত করতো, সে তার কাছে আগত সকল মিসকীনকে খাদ্য দান করত। অবশেষে তাঁর ওই বিশেষ ইবাদত সমাপ্ত হলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ না করে সে ঘরে ফিরত না। ওয়াহাব ইব্ন কায়সান আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরায়শ বংশের উপাসনাকারী লোকদের এ নিয়ম ছিল যে, উপাসনার জন্যে তারা হেরা পর্বতে গিয়ে অবস্থান করত। এ জন্যে আবূ তালিব তাঁর বিখ্যাত কাসীদায় বলেছেন ঃ

وَثَوْرٍ وَمَنْ اَرْسٰى ثَبِيْرًا مَكَانَهْ – وَرَاقٍ لِيَرْقِىْ فِىْ حِرَاءَ وَنَازِلِ

শপথ ছাওর পর্বতের আর যিনি ছাবীর পর্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করেছিল তাঁর। শপথ হেরা পর্বতে আরোহণকারীর এবং সেখান থেকে অবতরণকারীর।

উক্ত পংক্তিটির এটিই বিশুদ্ধ পাঠ। সুহায়লী আবূ শামা ও শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্যী (র) প্রমুখও তাই বলেছেন। কোন কোন বর্ণনাকারী ভুল করে এরূপ বলেছেন —

وَرَاقٍ لِيَرَىْ فِىْ حَرِّوٌ نَازِلِ এটি বিশুদ্ধতার পরিপন্থী ও ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হেরা (حراء) শব্দটি দীর্ঘ স্বরে এবং হ্রাস স্বরে উভয় প্রকারে পাঠ করা যায়।

হেরা একটি পর্বতের নাম। এটি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে উচ্চভূমিতে অবস্থিত। মিনার পথে যাত্রীর এটি বামদিকে থাকে। তার একটি সুউচ্চ শৃঙ্গ কা'বা গৃহের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ওই অংশেই গুহাটি অবস্থিত। এ প্রসংগে রুবা ইব্ন আজাজ কী চমৎকারই না বলেছেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّ الْاٰمِنَاتِ الْقُطْنِ - وَرَبِّ رُكْنٍ مِنْ حِرَاءَ مُنْحَنِّىْ

নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন কবুতরগুলোর প্রতিপালকের শপথ এবং হেরা পর্বতের মস্তকাবনত ঝুঁকে থাকা অংশের প্রতিপালকের শপথ।

হাদীছে উল্লিখিত تَحَنُّثْ শব্দটিকে تَعَبُّدْ তথা ইবাদতে লিপ্ত থাকা বলে ব্যাখ্যা করাটা হল অর্থগত ব্যাখ্যা। বস্তুত تَحَنُّثْ শব্দের ধাতুগত অর্থ হল পাপের মধ্যে প্রবেশ করা। এটি বলেছেন ভাষাবিদ সুহায়লী। তবে আরবী ভাষায় আমি গুটি কতক শব্দ দেখেছি যেগুলোর অর্থ হল তার ধাতুগত অর্থ থেকে বেরিয়ে আসা। যেমন حَنَثَ অর্থ পাপ থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। যেমন تَحَوَّبَ ، تَحَرَّجَ ، تَأَثَّمَ ، تَهَجَّدَ ، تَنَجَّسَ ও تَقَذَّرَ প্রভৃতি শব্দে ধাতুগত অর্থ থেকে বেরিয়ে আসা বুঝানো হয়েছে।

আবূ শামা এসব নজীর উল্লেখ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত يَتَحَنَّثُ এর ব্যাখ্যায় يَتَعَبَّدُ বলা সম্পর্কে ইব্ন আরাবী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন ঃ মূলত ওই শব্দটি يَتَحَنَّثُ বলে আমি মনে করি না। বরং শব্দটি يَتَحَنَّفُ। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন-ই-হানীফ তথা সঠিক ধর্মমতের সাথে শব্দটি সম্পর্কিত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন-ই-হানীফ অনুযায়ী ইবাদত করবেন। ইব্ন হিশাম বলেন, تَحَنُّثْ শব্দটি মূলত تَحَنُّفْ ছিল। আরবগণ ফা (ف) বর্ণকে ছা (ث) বর্ণে পরিবর্তিত করে থাকে। যেমন করে جَرَثَ কে বলে جَرَفَ যেমন রুবা বলেন ঃ

لَوْكَانَ اَحْجَارِىْ مَعَ الْاَجْدَافِ

— হায় পাথরগুলো যদি কবরগুলোর সাথে থাকত। এখানে اجداف দ্বারা اَجْدَاثُ বুঝানো হয়েছে।

আবূ উবায়দা বলেন, আরবগণ ثُمَّ -এর স্থলে فُمَّ বলে থাকে। আমি বলি, ওই সূত্রেই কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, وَفُوْمِهَا অর্থ ثُوْمِهَا (অর্থ রসুন)।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন নির্দিষ্ট শরীআতের অনুসরণে ইবাদত করতেন কিনা সে সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন শরীআত অনুসরণ করলে তা কোন্টি ?

কেউ বলেছেন, তিনি নূহ (আ)-এর শরীআতের অনুসরণ করতেন। কেউ বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-এর শরীআত মেনে চলতেন। এটি অবশ্য অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বলিষ্ঠ

অভিমত। কেউ মূসা (আ)-এর, আবার কেউ ঈসা (আ)-এর শরীআত তিনি অনুসরণ করতেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, তাঁর বিবেক-বিবেচনায় যে কাজ তাঁর নিকট শরীআতসম্মত প্রমাণিত হয়েছে তিনি তাই পালন করতেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থাদি দেখা যেতে পারে।

হাদীছের ভাষ্য حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ بِغَارِ حِرَاءَ অবশেষে তাঁর নিকট সত্য এল। তিনি তখন হেরা গুহায় ছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব অবগতি ব্যতিরেকে হঠাৎ ও আকস্মিক সত্য তাঁর নিকট এসেছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ

আপনি আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটি তো একমাত্র আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ (২৮ ঃ ৮৬)।

কিতাব নাযিলের সূচনা হয়েছিল সূরা আলাকের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিলের মাধ্যমে। সেগুলো হল ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.

— পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না (৯৬ ঃ ১-৫)। এটুকুই হল কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত অংশ। তাফসীর গ্রন্থে আমরা তা প্রমাণ করেছি। "সোমবার" বিষয়ক আলোচনায়ও তা আলোচিত হবে। এ বিষয়ে সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত আছে যে, আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন ঃ

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ

— সেটি এমন একটি দিন যে, ওই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ওই দিনটিতে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, "তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবারে এবং তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন সোমবারে। উবায়দ ইব্ন উমায়র, আবূ জাফর—বাকির এবং আরও বহু আলিম এরূপ বলেছেন যে, সোমবারেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

ওহী নাযিলের মাস সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, রবীউল আউয়াল মাসে প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন আব্বাস ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন রবীউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবারে। ওই

তারিখেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং ওই তারিখেই তিনি মি'রাজে গিয়েছেন। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল করা হয়। উবায়দ ইব্ন উমায়র মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য অনেকেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করেছিল। ইব্ন ইসহাক (র) এ বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী দিয়ে —

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ -

— রমাযান মাসই সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্যে।

তবে কেউ কেউ বলেছেন, রমাযানের প্রথম দশ দিনের মধ্যে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। ওয়াকিদী আবূ জাফর বাকির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয় রমাযানের সতের তারিখ সোমবারে। কেউ কেউ বলেছেন, রমাযানের চব্বিশ তারিখে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সাঈদ-ওয়াছিলা ইব্ন আসকা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাগুলো নাযিল হয়েছে রমাযানের পহেলা তারিখে। তাওরাত নাযিল হয়েছে রমাযানের ছয় তারিখে। ইনজীল নাযিল হয়েছে রমাযানের তের তারিখে এবং কুরআন নাযিল হয়েছে রমাযানের ২৪ তারিখে। ইব্ন মারদাওয়াহ্ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি রূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ জন্যে একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ অভিমত পেশ করেছেন যে, লায়লাতুল কদর হল রমাযানের ২৪তম রাত্রি।

জিবরাঈল (আ) প্রিয়নবী (সা)-কে বললেন, 'পাঠ করুন'। তিনি বললেন, আমি পাঠ করতে পারি না। তাঁর বক্তব্য মূলত: নেতিবাচক। অর্থাৎ আমি ভাল করে পাঠ করতে পারি না। ইমাম নববী (র) এবং তাঁর পূর্বে শায়খ আবূ শামা এই ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যারা বলে, উক্ত বক্তব্য প্রশ্নবোধক অর্থাৎ আমি কী পড়বো ? তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইতিবাচক বক্তব্যে অতিরিক্ত "বা (بِ)" ব্যবহৃত হয় না। আবূ নুআয়মের উদ্ধৃত মু'তামির ইব্ন সুলায়মানের হাদীছটি প্রথমোক্ত অভিমতকে সমর্থন করে। মু'তামির ইব্ন সুলায়মান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "ভয়ে ও শংকায় কম্পমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তো কখনও কোন কিতাব পাঠ করিনি এবং আমি ভালভাবে পাঠ করতে জানি না। আমি লিখিও না আমি পড়িও না। এরপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে ধরলেন এবং সজোরে তাঁকে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "পাঠ করুন"। উত্তরে মুহাম্মাদ (সা) বললেন, আমি তো এমন কিছু দেখছি না যা পাঠ করব। আমি তো পড়ি না, আর আমি লিখিও না।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি আমাকে সজোরে চেপে ধরলেন (فَغَطَّنِىْ) আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি আমার গলা চেপে ধরলেন (قَدْ غَتَّنِى)

আবূ সুলায়মান খাত্তাবী বলেন, তিনি এরূপ করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর আচার আচরণ পরিশীলিত করে দেয়ার জন্যে যাতে নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব

পালনে তিনি উপযোগী হয়ে উঠেন। এজন্যে মাঝে মাঝে তিনি প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে উঠতেন এবং ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠতেন। অন্য এক ভাষ্যকার বলেছেন, একাধিক কারণে জিবরাঈল (আ) এরূপ করেছেন। তার একটি এই যে, দৈহিকভাবে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগের পর তাঁর প্রতি যা নাযিল করা হবে তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে তিনি যেন সচেতন হয়ে উঠেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً

— আমি আপনার প্রতি অবিলম্বে অবতীর্ণ করব গুরুভার বাণী (৭৩ ঃ ৫)। এ জন্যেই যখন ওহী আসতো, তখন তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত, উট শাবকের ন্যায় তিনি হাঁপাতেন এবং প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতো।

হাদীছের বাণী فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى خَدِيْجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ —নাযিলকৃত আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার নিকট আসলেন। তখন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল।

কোন কোন বর্ণনায় فُؤَادُهُ-এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ এসেছে। بَوَادِرُ শব্দটি بَادِرَةٌ -এর বহুবচন। আবূ উবায়দা বলেন, بَادِرَةٌ হল কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী গোশতের টুকরা। অন্যরা বলেন, بادرة হচ্ছে সেই শিরাগুলি যেগুলো ভীতিবিহ্বলতার সময় দপ দপ করতে থাকে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে تَرْجُفُ بَادِلُهُ। بَادِلُ বহুবচন। একবচনে بَادِلَةٌ। মতান্তরে بَادِلُ-এর অর্থ হল ঘাড় ও কণ্ঠার মধ্যবর্তী অংশ। কেউ কেউ বলেন, স্তনমূল। আর কেউ বলেন, স্তনদ্বয়ের গোশ্‌ত। এ ছাড়াও এর আরো বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ —তোমরা আমাকে কম্বলে ঢেকে দাও, কম্বলে ঢেকে দাও। ভয় কেটে যাওয়ার পর তিনি খাদীজা (রা)-কে বলেছিলেন "আমার কী হল? আমি কিসের সম্মুখীন হলাম? ইতোপূর্বেকার সকল ঘটনা তিনি খাদীজা (রা)-কে খুলে বললেন। তিনি এও বললেন যে, আমি আমার জীবনহানির আশংকা করেছিলাম। তা এ জন্যে যে, তিনি এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হলেন ইতোপূর্বে কখনো যা ঘটেনি এবং যা তিনি কখনো ধারণাও করেননি। এ জন্যে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বলেছিলেন, আপনি সুসংবাদ নিন, কখনো আল্লাহ্ আপনাকে অপমানিত করবেন না। আবার কেউ বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে এ নিশ্চিত আশ্বাসবাণী দিতে পেরেছিলেন এ জন্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্রে যে অনিন্দ্যসুন্দর ও অনুপম গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছিলেন, তা হযরত খাদীজা (রা) জানতেন এবং তিনি জানতেন যে, এমন সদগুণাবলীসম্পন্ন লোককে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করেন না, আখিরাতেও নয়। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখেন। সদা সত্য কথা বলেন। বস্তুত সত্যবাদিতায় দোস্ত-দুশমন সকলের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুখ্যাতি ছিল।

হযরত খাদীজা (রা) আরো বলেন, "আপনি অন্যের বোঝা বহন করেন অর্থাৎ পরিবারের ভরণ-পোষণে হিমশিম খাওয়া লোককে এমন দান-খয়রাত করেন, যা দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণের কষ্ট থেকে সে মুক্তি পায়। আপনি নিঃস্ব লোকদেরও উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ সৎকর্মে আপনি এগিয়ে যান এবং নিঃস্ব অভাবগ্রস্তদেরকে দান করার বেলায়ও আপনি অগ্রণী থাকেন।

হাদীছে আছে, তারপর হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে তাঁর (রা) চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিলের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। ইতোপূর্বে যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লের আলোচনার সাথে তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। জাহিলী যুগে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল, যায়দ ইব্‌ন আমর, উছমা'ন ইব্‌ন হুওয়ায়রিছ এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ তাঁরা সবাই তখন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তখনকার পরিস্থিতিতে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খৃস্টধর্মকেই তারা সত্যের অধিকতর কাছাকাছি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল তাদের সাথে যোগ দেননি। কারণ, তিনি খৃস্টধর্মে বানোয়াট তথ্যের অনুপ্রবেশ, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ, সত্য-বিকৃতি, অসত্য সংযোজন ও ভুল ব্যাখ্যা প্রভৃতি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর স্বচ্ছ বিবেক ওই ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

অন্যদিকে পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ সত্য নবীর আবির্ভাব ও তাঁর আগমন আসন্ন বলে তাঁকে অবহিত করেছিলেন। ফলে, ওই সত্য নবীর অন্বেষণে তিনি ফিরে আসেন এবং তাঁর স্বচ্ছ বিবেক ও একত্ববাদে অবিচল থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত্যু তাঁকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেয়।

ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির যুগ পেয়েছিলেন। সঠিক নবীর নিদর্শনসমূহ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি। তাতে ওয়ারাকা বুঝে নিয়েছিলেন যে, ইনি সঠিক ও সত্য নবী। এ জন্যে ওহী সম্পর্কে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ শুনে ওয়ারাকা বললেন, "سُبُّوْحٌ سُبُّوْحٌ" —পবিত্র, পবিত্র! ইনি তো সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ সংবাদবাহক, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর পরে আসা সত্ত্বেও ওয়ারাকা তাঁর উল্লেখ করেননি এজন্যে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর শরীআত ছিল মূসা (আ)-এর শরীআতের সম্পূরক। আলিমগণের বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁর শরীআত হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের কতক বিধি-বিধান রহিত করেছে। যেমন হযরত ঈসা (আ)-এর বক্তব্য কুরআন শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ-

— এবং আমি এসেছি তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতক বৈধ করে দেয়ার জন্যে (৩ ঃ ৫০)।

ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের উপরোক্ত মন্তব্য নাখলা প্রান্তরে উপস্থিত জিনদের বক্তব্যের অনুরূপ। তারা বলেছিল ঃ

يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ-

— হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসা (আ)-এর পরে। এটি পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে (৪৬ ঃ ৩০)।

এরপর ওয়ারাকা বললেন, يَالَيْتَنِىْ اَكُوْنُ فِيْهَا جَزْعًا অর্থাৎ হায়! আমি যদি তখন যুবক হতাম, ঈমান দ্বারা কল্যাণকর জ্ঞান দ্বারা এবং সৎকর্ম দ্বারা শক্তিমান হতাম! হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। অর্থাৎ তাহলে আমি আপনার সাথে বেরিয়ে যেতাম এবং আপনাকে সাহায্য করতাম।

তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওরা কি সত্যিই আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে? ভাষ্যকার সুহায়লী বলেন, প্রিয়নবী বিস্মিত হয়ে এ প্রশ্ন করেছিলেন এ জন্যে যে, জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কষ্টকর। উত্তরে ওয়ারাকা বলেছিলেন হ্যাঁ, তাই। আপনি যা নিয়ে এসেছেন ইতোপূর্বে অনুরূপ আহ্বান নিয়ে যিনিই এসেছেন তাঁর প্রতিই শত্রুতা পোষণ করা হয়েছে। আপনার ওই সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম, তবে প্রচণ্ড ও কার্যকরভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতাম।

হাদীছের ভাষ্য ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ

অর্থাৎ এ ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। কারণ, ওয়ারাকার মুখ থেকে যা কিছু বের হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনীত বিষয়ের সত্যায়ন এবং তাঁর আনীত ওহীর প্রতি ঈমান আনয়ন। এটি ভবিষ্যতের জন্য তাঁর একটি উপযুক্ত নিয়্যতের বহিঃপ্রকাশ।

ইমাম আহমদ—আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত খাদীজা (রা) একদা ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি তো তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। আমি তাঁর পরিধানে সাদা পোশাক দেখেছি। আমি মনে করি যে, তিনি যদি জাহান্নামের অধিবাসী হতেন, তবে তার পরিধানে সাদা পোশাক থাকত না। এ হাদীসের সনদ উত্তম। তবে আল্লামা যুহরী এবং হিশাম হাদীছটি উরওয়া থেকে মুরসালরূপে অর্থাৎ সাহাবীর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁর পরিধানে সাধা কাপড় দেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি জান্নাতে। তাঁর পরিধানে সূক্ষ্ম রেশমী পোশাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা

হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন যে, يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَةً কিয়ামত দিবসে তিনি একাকী পুনরুত্থিত হবেন। তাঁকে আবু তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন, أَخْرَجْتُهُ مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَى ضَحْضَاحٍ مِنْهَا —আমি তাঁকে জাহান্নামের তলদেশ থেকে টেনে এনে অপেক্ষাকৃত অগভীর স্থানে রেখেছি। তাঁকে হযরত খাদীজা (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। কারণ, ইসলামের ফরয বিষয়াদি এবং কুরআনের বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হওয়ার পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেছিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, أَبْصَرْتُهَا عَلَى نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَاصَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ —জান্নাতের মধ্যে একটি ঝর্ণার পাশে জান্নাতী মুক্তায় নির্মিত গৃহের মধ্যে আমি তাঁকে দেখেছি। সেখানে না আছে কোন শোরগোল আর না আছে কোন দুঃখ-কষ্ট। এ হাদীছের সনদ উত্তম। সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থসমূহে এটির সমর্থনে অন্যান্য বর্ণনা রয়েছে

হাফিয আবূ বকর বায্যার হযরত আইশা (রা)-এর বরাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, لَاتَسُبُّوا وَرَقَةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْجَنَّتَيْنِ —তোমরা ওয়ারাকার দুর্নাম করো না। কারণ, আমি দেখেছি তাঁর জন্যে একটি কিংবা দু'টি জান্নাত রয়েছে। ইব্‌ন আসাকির আইশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি একটি উত্তম সনদ। হাদীছটি মুরসাল রূপে ও বর্ণিত হয়েছে এবং তা মুরসাল হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

হাফিস বায়হাকী আবূ নুআয়ম তাঁদের নিজ নিজ দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র সূত্রে আমর ইব্‌ন শুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদীজা (রা)-কে বলেছিলেন, আমি যখন একাকী থাকি, তখন আমি একটি শব্দ শুনতে পাই। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আশঙ্কা করছি যে, এর মাধ্যমে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহ্ হিফাযত করুন, মহান আল্লাহ্ আপনার সাথে তেমন আচরণ করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো আমানত পরিশোধ করেন, আত্মীয়তা রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন। এরপর আবূ বকর (রা) সেখানে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

হযরত খাদীজা (রা) আবূ বকরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, হে আতীক![১] আপনি একটু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে ওয়ারাকা এর নিকট যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত হওয়ার পর হযরত আবূ বকর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরে বললেন, চলুন আমরা ওয়ারাকা-এর নিকট যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাকে আবার এসব জানালো কে ? তিনি উত্তর দিলেন, খাদীজা (রা)। তারপর তাঁরা দু'জনে ওয়ারাকা- এর নিকট গেলেন এবং পূর্বোল্লিখিত ঘটনা তাঁকে জানাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি যখন একাকী ও নির্জনে থাকি তখন আমার পেছন থেকে আমাকে ডাকার শব্দ শুনি যেন কে বলছে, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! এ ডাক শুনে আমি ভয়ে ওখান থেকে চলে যাই। ওয়ারাকা বললেন, আপনি আর অমন করবেন না। ওই আগন্তুক আপনার নিকট আসলে আপনি স্থির থাকবেন এবং সে কী বলে, তা শুনবেন। এরপর আমার নিকট এসে তা আমাকে জানাবেন।

১. হযরত আবূ বকর (রা)-কে এ নামে ডাকা হতো। -- সম্পাদকদ্বয়

এরপর একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাকী ছিলেন। তখন ওই আগন্তুক তাঁকে ডেকে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা) বলুন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি। শুধু আপনারই সাহায্য কামনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। তাদের পথ— যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। যারা ক্রোধে নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়। আরও বলুন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ারাকা-এর নিকট আসলেন এবং ওই ঘটনা তাঁকে জানালেন। ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, আপনি সুসংবাদ আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি সুনিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো সেই মহান নবী মারয়াম পুত্র ঈসা যার আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং আপনি মূসা (আ)-এর নিকট মাহাত্ম্যপূর্ণ সংবাদ বহনকারী ফেরেশতার মুখোমুখি হয়েছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি প্রেরিত নবী এবং অচিরেই আপনি জিহাদের জন্যে আদিষ্ট হবেন। আমি যদি ওই সময়ে জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আপনার সাথী হয়ে আমি জিহাদ করব। তারপর ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

"আমি ওই জ্ঞানী ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখেছি। তখন তাঁর পরনে ছিল রেশমী বস্ত্র। কারণ, তিনি আমার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং আমাকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। এখানে তিনি ওয়ারাকার কথা বুঝিয়েছেন। এটি বায়হাকী (র)-এর উদ্ধৃত পাঠ। বর্ণনাটি মুরসাল পর্যায়ের এবং এটি একটি বিরল বর্ণনা।

যেহেতু এতে প্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহরূপে সূরা ফাতিহার উল্লেখ রয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা ওয়ারাকার কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করেছি যা তার ঈমান আনয়ন ও ঈমানের উপর তাঁর দৃঢ় অবস্থান প্রমাণ করে। হযরত খাদীজা (রা)-এর ক্রীতদাস মায়সারার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচরণ এবং প্রচণ্ড গরমের দিনে ভর দুপুরে তাঁর উপর মেঘমালার ছায়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে হযরত খাদীজা (রা) যখন ওয়ারাকাকে অবগত করেন, তখন ওয়ারাকা ওই কবিতা আবৃত্তি করেন। তার কতকাংশ এরূপ ঃ

لَجَجْتُ وَكُنْتُ فِى الذِّكْرٰى لُجُوْجًا - لاَمْرٍ طَالَمَا بَعَثَ النَّشِيْجَا

— আমি পুনঃ পুনঃ বলে আসছিলাম যে, সেই বিষয়ের কথা যে বিষয়ে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমার অশ্রুপাত ঘটেছিল।

وَوَصْفٍ مِنْ خَدِيْجَةٍ بَعْدَ وَصْفٍ - فَقَدْ طَالَ انْتِظَارِيْ يَاخَدِيْجَا

খাদীজার মুখ থেকে আমি তাঁর সম্পর্কে বর্ণনার পর বর্ণনা শুনেছি। যে খাদীজা! তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় আমার প্রতীক্ষাকাল অনেক দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে।

بِبَطْنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلٰى رَجَائِيْ - حَدِيْثَكِ اَنْ اَرٰى مِنْهُ خُرُوْجًا

তোমার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি আশা করছি যে, মক্কাভূমিতে তাঁর আবির্ভাব দেখতে পাবো।

بِمَا خَبَّرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قِسٍّ - مِنَ الرُّهْبَانِ اَكْرَهُ اَنْ يَّعُوْجَا

আমি একথা বলছি অভিজ্ঞ খৃস্টান ধর্মযাজকের বক্তব্য সম্পর্কে তুমি যে আমাকে অবগত করিয়েছ তার ভিত্তিতে। ওই যাজকের কথার ব্যতিক্রম হোক তা আমি কামনা করি না।

بِاَنَّ مُحَمَّدًا يَسُوْدُ قَوْمًا - وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيْجًا

খৃস্টান যাজক তো বলেছেন যে, অবিলম্বে মুহাম্মাদ (সা) সম্প্রদায়ের নেতা হবেন এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করবে তিনি তাদের যুক্তি খণ্ড করবেন।

وَيَظْهَرُ فِى الْبِلَادِ ضِيَاءَ نُوْرٍ - يُقِيْمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَعُوْجَا (১)

তিনি দেশে দেশে আলোর জ্যোতি ছড়াবেন। ওই আলো দিয়ে তিনি সত্যচ্যুত জগতবাসীকে সোজাপথে আনবেন।

فَيَلْقٰى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا - وَيَلْقٰى مَنْ يُسَالِمُهُ فَلُوْجًا (২)

যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে লড়বে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর যে তাঁর সাথে মিত্রতা করবে, সে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

فَيَا لَيْتَنِيْ اِذَا مَاكَانَ ذَاكُمْ - شَهِدْتُ وَكُنْتُ اَوَّلَهُمْ وُلُوْجًا (৩)

হায়! তোমাদের ওই পরিস্থিতিতে আমি যদি উপস্থিত থাকতাম এবং আমিই সর্বপ্রথম তাঁর দলভুক্ত হতাম, তবে কতই না উত্তম হত!

وَلَوْ كَانَ الَّذِيْ كَرِهَتْ قُرَيْشٌ - وَلَوْ عَجَّتْ بِمَكَّتِهَا عَجِيْجًا (৪)

হায়! কুরায়শগণ যা অপসন্দ করছে তাই যদি বাস্তবায়িত হত। হায়! তাদের এই ভ্রান্ত অবস্থানের কারণে তারা যদি হাহুতাশ ও আহাজারি করত!

اَرْجٰى بِالَّذِيْ كَرِهُوْا جَمِيْعًا - اِلٰى ذِى الْعَرْشِ اِذْ سَفَلُوْا عُرُوْجًا

তারা সবাই যা অপসন্দ করছে আরশের মালিকের নিকট তার বাস্তবায়নই অধিকতর কাম্য। উন্নতি লাভের পর তাদের অবনতির অতল গহ্বরে তারা তলিয়ে যাবে।

فَاِنْ يَبْقَوْا وَاَبْقٰى يَكُنْ اُمُوْرًا - يَضِجُّ الْكَافِرُوْنَ لَهَا ضَجِيْجًا

---

১. সীরাতে ইব্‌ন হিশাম গ্রন্থে আছে اَنْ تَعُوْجًا

২. فُلُوْجٌ পানি

৩. وُلُوْجٌ প্রবেশ করা

৪. عَجِيْجٌ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা।

যদি তারা জীবিত থাকে এবং আমিও জীবিত থাকি, তবে এমন ঘটনা হতে দেখব যার প্রেক্ষিতে কাফিরগণ ব্যর্থতা ও হতাশায় আর্তচীৎকার করবে।

অন্য এক কাসীদায় তিনি বলেছেন ঃ

وَاَخْبَارُ صِدْقٍ خُبِّرْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ – يُخَبِّرُ هَا عَنْهُ اِذَا غَابَ نَاصِحُ–

মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে বহু সত্য সংবাদ আমাকে জানানো হয়েছে। কল্যাণকামী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও তাঁর সম্পর্কে ওই সকল সংবাদ জানানো হয়।

بِاَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَحْمَدُ مُرْسَلُ – اِلَى كُلِّ مَنْ ضَمَّتْ عَلَيْهِ الْاَبَاطِحُ (১)

ওই সংবাদ এই যে, আবদুল্লাহ্র পুত্র আহমদ রাসূলরূপে প্রেরিত হবেন সমগ্র জগতবাসীর প্রতি।

وَظَنِّى بِهٖ اَنْ سَوْفَ يُبْعَثُ صَادِقًا – كَمَا اُرْسِلَ الْعَبْدَانِ هُوْدٌ وَّصَالِحٌ

তাঁর সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে, অতি সত্বর তিনি সত্যবাদী রাসূলরূপে প্রেরিত হবেন। যেমন রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্র দু'জন বান্দা— হযরত হূদ ও সালিহ্ (আ)।

وَمُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمُ حَتّٰى يُرٰى لَهٗ – بَهَاءً وَمَنْشُوْرُ مِنَ الْحَقِّ وَاضِحُ (২)

এবং যেমন প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ)। অবশেষে দেখা যাবে তাঁর জন্যে জ্যোতি ও সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশ।

وَيَتَّبِعُهٗ حَيًّا لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ – شَبَابُهُمْ وَالاَشَيَبُوْنَ الْجَحَاجِحُ (৩)

তাঁর জীবনকালেই লুয়াই ইব্ন গালিব বংশের লোকজন তাঁর অনুসরণ করবে। তাদের যুবক বৃদ্ধ সকল সম্ভ্রান্ত লোকই তাঁর আনুগত্য করবে।

فَاِنْ اَبْقِ حَتّٰى يُدْرِكَ النَّاسُ دَهْرُهٗ – فَاِنِّى بِهٖ مُسْتَبْصِرُ الْوُدِّ فَارِحُ

মানবজাতি যখন তাঁর নবুওয়াতের যুগ পাবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকি, তবে আমি হাসিমুখে ও সানন্দে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করব।

وَاِلاَّ فَاِنِّىْ يَاخَدِيْجَةُ فَاعْلَمِىْ –عَنْ اَرْضِكِ فِى الْاَرْضِ الْعَرِيْضَةِ سَائِحُ

আর যদি তা না হয় অর্থাৎ আমি যদি তখন জীবিত না থাকি, তবে হে খাদীজা! তুমি জেনে নাও, তোমার বসবাসের এই জগত থেকে আমি আরও প্রশস্ত ও বিস্তৃত জগতে যাত্রা করব।

ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেছেন যে, ওয়ারাকা বলেছেন ঃ

فَاِنْ يَكُ حَقًّا يَاخَدِيْجَةُ فَاعْلَمِىْ – حَدِيْثُكِ اِيَّانَا فَاَحْمَدُ مُرْسَلُ

---

১. الاَبَاطِحُ। বিস্তৃত ভূমি।

২. وَاضِحُ সীরাতে হালবিয়্যা গ্রন্থে আছে مِنَ الذِّكْرِ وَاضِحُ

৩. الحَجَاحِجُ। সম্ভ্রান্ত।

আমাদের নিকট ব্যক্ত করা তোমার কথাগুলো যদি সত্য হয়, তবে হে খাদীজা! তুমি জেনে নাও যে, আহমদ নিশ্চয়ই রাসূলরূপে প্রেরিত।

وَجِبْرِيْلُ يَأْتِيْهِ وَمِيْكَالُ مَعَهُمَا – مِنَ اللّٰهِ وَحْيٌ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلِ

তাঁর নিকট ফেরেশতা জিবরাঈল ও মীকাঈল আসবেন। তাঁদের সাথে থাকবে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ওহী। ওই ওহী তাঁর বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিবে।

يَفُوْزُ بِهٖ مَنْ فَازَ فِيْهَا بِتَوْبَةٍ – وَيَشْقٰى بِهٖ الْعَانِى الْغَرِيْزُ الْمُضَلَّلِ

যারা সফলকাম হবার তারা তাওবার মাধ্যমে এবং এই ওহীর অনুসরণে এ দুনিয়ায় সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে দুর্ভাগা, প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট লোক হবে বিফল ও ব্যর্থ।

فَرِيْقَانِ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ فِىْ جَنَّاتِهٖ – وَاُخْرٰى بِاَحْوَازِ الْجَحِيْمِ تُغَلَّلُ

সকল মানুষ দু'দলে বিভক্ত হবে। তাদের একদলের বাসস্থান হবে জান্নাত। আর অপরদল জাহান্নামের গর্তগুলোর মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খাবে।

اِذَا مَا دَعَوْا بِالْوَيْلِ فِيْهَا تَتَابَعَتْ – مَقَامِعُ فِىْ هَا مَاتِهِمْ ثُمَّ تَشْعُلُ

জাহান্নামের মধ্যে যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে যখনই তারা হাহুতাশ করবে, তখনই অনবরত হাতুড়ির আঘাত পড়তে থাকবে তাদের মাথার খুলিতে। এরপর তারা জ্বলতে থাকবে আগুনের মধ্যে।

فَسُبْحَانَ مَنْ يَهْوِى الرِّيَاحَ بِاَمْرِهٖ – وَمَنْ هُوَ فِى الْاَيَّامِ مَاشَاءَ يَفْعَلُ

অতএব পবিত্রতা ও মহিমা সেই প্রভুর আপন নির্দেশে যিনি বায়ু পরিচালনা করেন এবং যিনি যে কোন সময়ে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

وَمَنْ عَرْشُهٗ فَوْقَ السَّمٰوٰتِ كُلِّهَا – وَاَقْضَاؤُهٗ فِىْ خَلْقِهٖ لَا تُبَدَّلُ

এবং পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য সেই প্রভুর যাঁর আরশ রয়েছে সকল আকাশের উপরে। সৃষ্টি জগতে তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করা যায় না।

ওয়ারাকা আরও বলেছেন ঃ

يَا لِلرِّجَالِ وَصَرْفِ الدَّهْرِ وَالْقَدَرِ – وَمَا بِشَيْئٍ قَضَاهُ اللّٰهُ مِنْ غِيَرِ

হায় মানব সমাজ, যুগের পরিবর্তন এবং তাকদীর ও নির্ধারিত বিষয়। আল্লাহ্ যা ফায়সালা করে দেন তা পরিবর্তনকারী কেউ নেই।

حَتّٰى خَدِيْجَةُ تَدْعُوْنِىْ لِاُخْبِرَهَا – اَمْرًا اَرَاهُ سَيَأْتِى النَّاسَ مِنْ اٰخِرِ

খাদীজা (রা) আমাকে অনুরোধ করেছে যেন আমি তাকে এমন একটি বিষয়ে অবহিত করি যা অচিরেই মানুষের নিকট আবির্ভূত হবে বলে আমি মনে করি।

وَخَبَّرَتْنِىْ بِاَمْرٍ قَدْ سَمِعْتُ بِهٖ – فِيْهَا مَضٰى مِنْ قَدِيْمِ الدَّهْرِ وَالْعَصْرِ

যে আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে সুদূর অতীত থেকে এবং সুপ্রাচীনকাল থেকে যা সম্পর্কে আমি শুনে আসছি।

بِاَنَّ اَحْمَدُ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ – جِبْرِيلُ اَنَّكَ مَبْعُوثُ اِلَى الْبَشَرِ

আর তা হলো এই যে, আহমদের নিকট আগমন করবেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) এবং তিনি তাঁকে জানিয়ে দিবেন যে, "আপনি মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।"

فَقُلْتُ عَلَى الَّذِى تَرْجِيْنَ يُنْجِزُهُ – لَكِ الْاِلٰهُ فَرَجِّى الْخَيْرَ وَانْتَظِرِى

আমি বললাম, তুমি যা আশা করছ তোমার মা'বূদ তোমার সে আশা পূরণ করে দিবেন। সুতরাং তুমি কল্যাণের আশায় থাক এবং অপেক্ষা কর।

وَاَرْسِلِيهِ اِلَيْنَا كَىْ نُسَائِلَهُ – مِنْ اَمْرِهِ مَايَرَى فِى النَّوْمِ وَالسَّهْرِ

তুমি তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও তাকে উপলক্ষ করে ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করব এবং নিদ্রিত বা সজাগ অবস্থায় তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন তা আমি জেনে নিব।

فَقَالَ حِيْنَ اَتَانَا مَنْطِقًا عَجَبًا – يَقِفُ مِنْهُ اَعَالِى الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ

তিনি যখন আমার নিকট আসলেন, তখন তিনি বিস্ময়কর ঘটনা বললেন, যা শুনে চর্মের উপরিভাগ ও লোমগুলো কেঁপে উঠে।

اِنِّىْ رَأَيْتُ اَمِيْنَ اللّٰهِ وَاجَهَنِىْ – فِىْ صُوْرَةٍ اُكْمِلَتْ مِنْ اَعْظَمِ الصُّوَرِ

তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র আমানতদার ফেরেশতা জিবরাঈলকে দেখেছি তিনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন এমন এক জ্যোতির্ময় আকৃতি নিয়ে, যা আকৃতিতে ছিল সর্ববৃহৎ।

ثُمَّ اسْتَمَرَّ فَكَادَ الْخَوْفُ يُزْعِرُنِىْ – مِمَّا يُسَلِّمُ مِنْ حَوْلِىْ مِنَ الشَّجَرِ

তারপর তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন। আশপাশে থাকা বৃক্ষরাজির সালাম আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলে।

فَقُلْتُ ظَنِّىْ وَمَا اَدْرِىْ اَيُصَدِّقُنِىْ – اَنْ سَوْفَ يُبْعَثُ يَتْلُوْ مُنْزَلَ السُّوَرِ

আমি বললাম, তিনি আমাকে সত্যবাদী বলবে, কিনা তা আমি জানি না। বস্তুত, আমি ধারণা করছি যে, অবিলম্বে তিনি রাসূলরূপে প্রেরিত হবেন এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সূরাসমূহ পাঠ করবেন।

وَسَوْفَ يُبْلِيْكَ اِنْ اَعْلَنْتَ دَعْوَتَهُمْ – مِنَ الْجِهَادِ بِلَامَنٍّ وَلَا كَدَرٍ

আপনি যখন তাদেরকে প্রকাশ্য দাওয়াত দিবেন, তখন অবিলম্বে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ দ্বারা আপনাকে পরীক্ষা করবেন। এই জিহাদ অনুগ্রহ প্রকাশও নয় আর তাতে কোন অলসতাও চলবে না।

হাফিয বায়হাকী তাঁর দালাইল গ্রন্থে এভাবেই কবিতাগুলো উল্লেখ করেছেন। তবে এগুলো ওয়ারাকার রচিত কি-না সে বিষয়ে আমার সন্দেহে রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবদুল মালিক জনৈক আলিমের বরাতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান ও মর্যাদা দান এবং তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণের সূচনা করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলে লোকালয় থেকে অনেক দূরে চলে যেতেন।

তখন তিনি বস্ত্র উন্মোচন করে প্রয়োজন সেরে নিতেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি মক্কার পাহাড়ী পথ-প্রান্তরের দিকে চলে যেতেন। তিনি যে পাথর ও বৃক্ষের পাশ দিয়েই যেতেন সেটি তাঁর উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে বলত আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি তাঁর ডানে-বাঁয়ে ও পেছনে তাকাতেন কিন্তু বৃক্ষ ও পাথর ব্যতীত কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই তাঁর দেখা ও শোনা চলতে থাকে। যতদিন না আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মর্যাদা ও সম্মানের বার্তা নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। তখন ছিল রমাযান মাস।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যুবায়র পরিবারের আযাদকৃত দাস ওয়াহাব ইব্‌ন কায়সান বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি উবায়দ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন কাতাদা লায়ছীকে বলছিলেন, হে উবায়দ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সূচনা সম্পর্কে এবং তাঁর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বিবরণ শুনান তো! বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবায়দ বলতে শুরু করেন। আমিও অবশ্য সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এবং সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে উবায়দ বলেন, বছরে একমাস করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় নির্জনবাস করতেন। সেখানে তিনি ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এটি অবশ্য জাহিলী যুগে কুরায়শদের একটি প্রিয় ইবাদত-রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিবছর ওই মাসে হেরা গুহায় ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন।

এ সময়ে যে সকল ফকীর-মিসকীন তাঁর নিকট আসত তিনি তাদেরকে খাদ্য দান করতেন। মাসব্যাপী অবস্থান শেষ হলে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সর্বপ্রথম তিনি কা'বা শরীফে উপস্থিত হতেন এবং সাতবার কিংবা আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা সে পরিমাণ তাওয়াফ করতেন। তারপর ঘরে ফিরে আসতেন। এরপর যে মাসে নবুওয়াত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলায় তাঁকে সম্মানিত করতে চাইলেন ওই মাসটি এলো। ওই মাসটি ছিল রমাযান মাস। তখন তিনি সপরিবার হেরা গুহায় গেলেন। তারপর যখন সে রাতটি এল যে রাতে রিসালাত প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর মাধ্যমে সমগ্র বান্দাকে রহমত দান করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনি আমার নিকট আসলেন। আমি তখন নিদ্রামগ্ন। তিনি রেশমী একটি চাদরে রক্ষিত একটি কিতাব নিয়ে এলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, পাঠ করুন! আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি আমাকে সজোরে চেপে ধরলেন, আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, তাতে আমার মৃত্যু হবে। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে আবার সজোরে চেপে ধরলেন। আমি আশঙ্কা করছিলাম যে তাতে আমার মৃত্যু হবে। এরপর আমাকে

ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন। আমি বললাম আমি পড়তে পারি না। তিনি আমাকে আবার সজোরে চেপে ধরলেন। আমি আশঙ্কা করছিলাম, যে তাতে আমার মৃত্যু হবে। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি কী পাঠ করবো ? আমি এরূপ বলেছি এজন্যে যে, তিনি যেন আমার সাথে সে আচরণ করেন যা ইতোপূর্বে তিনি আমার সাথে করেছিলো।[১] এবার তিনি বললেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে— যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তজমাট থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক তো মহা-মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ ঃ ১-৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এরপর আমি তা পাঠ করি। এরপর তিনি থেমে যান এবং আমাকে ছেড়ে চলে যান। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। এমতাবস্থায় যে, আমার অন্তরে যেন কিতাব লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর আমি পথে বের হই। আমি যখন পাহাড়ের মধ্যস্থানে উপস্থিত হলাম, তখন আকাশ থেকে আগত একটি শব্দ শুনতে পাই।

একজন বলছে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আমি জিবরাঈল। আমি মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি জিবরাঈল (আ)-কে। একজন পুরুষের আকৃতিতে তাঁর পদদ্বয় জোড় করে দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি বলছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আমি জিবরাঈল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। সামনেও যেতে পারছিলাম না, পেছনেও নয়।

তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি আকাশের এপ্রান্তে ওপ্রান্তে তাকাই। কিন্তু সবদিকে শুধু তাই দেখি যা পূর্বে দেখেছি। তারপর আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনেও অগ্রসর হতে পারছিলাম না, পিছুও হটতে পারছিলাম না। ততক্ষণে খাদীজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়ে দেন। তাঁরা মক্কা পর্যন্ত গিয়ে আমাকে খুঁজেছে এবং সেখান থেকে ফিরে এসেছে অথচ আমি তখনও স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছিলাম।

এরপর জিবরাঈল (আ) আমার নিকট থেকে চলে যান আর আমিও আমার পরিবারের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা শুরু করি। আমি আসি খাদীজার নিকট। আমি তার কাছাকাছি বসি। তিনি বললেন, আবুল কাসিম! আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্র কসম, আমি তো আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কা পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু আপনাকে না পেয়ে তারা ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এরপর আমি যা দেখেছি তা খাদীজাকে জানাই। আমার বর্ণনা শুনে তিনি বলেন, চাচাত ভাই, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। খাদীজার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম করে বলছি, আমি সুনিশ্চিতভাবে আশাবাদী যে, আপনি এই উম্মতের নবী

---

১. সম্ভবত প্রতিবারে চাপেই যে তাঁর বক্ষ প্রসারিত হচ্ছিল, তা তিনি অনুভব করতে পারছিলেন।

হবেন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং কাপড়-চোপড় পরে আমাকে নিয়ে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের নিকট যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার নিকট যা যা বলেছিলেন খাদীজা (রা) তার সবই ওয়ারাকাকে জানান। তখন ওয়ারাকা বলেন, পবিত্র, পবিত্র, ওয়ারাকার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম হে খাদীজা, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে তাঁর নিকট যিনি এসেছেন তিনি হলেন প্রধান মাহাত্ম্যপূর্ণ সংবাদবাহক। তিনি মূসা (আ)-এর নিকট আসতেন। আর ইনি নিশ্চয়ই এই উম্মতের নবী। আর তুমি তাঁকে বলে দাও, তিনি যেন স্থির থাকেন, ধৈর্য ধারণ করেন। খাদীজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন এবং ওয়ারাকার বক্তব্য তাঁকে জানালেন।

হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্জনবাস শেষ হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলেন এবং গৃহে প্রবেশের পূর্বে যথারীতি কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে গেলেন। এ সময় তাঁর সাথে ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের সাক্ষাত হয়। তখন তাঁর সাথে তাঁর যে বাক্যালাপ হয় তা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তারপর ওয়ারাকা তাঁর মাথাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুব নিকটে নিয়ে আসেন এবং রাসূলের মাথার অগ্রভাগে চুম্বন করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

উবায়দ ইব্ন উমায়র সূত্রে বর্ণিত। পরবর্তীকালে সজাগ অবস্থায় যা ঘটেছিল এটা ছিল তারই পূর্বাভাস। যেমন পূর্বোল্লিখিত হযরত আইশা (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্বপ্ন দেখতেন পরে সেটি প্রভাত আলোর ন্যায় বাস্তব রূপ লাভ করত। অথবা এমন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন সজাগ অবস্থায় জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাতের ঠিক পরবর্তী রাতের ভোর বেলায়। অথবা এমনও হতে পারে যে, সাক্ষাতের দীর্ঘদিন পর এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মূসা ইবন উকবা (র) সাঈদ ইবন মুসায়্যাবের বরাতে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বপ্রথম দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের নিকট যে তথ্য পৌঁছেছে তা এইঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি এটিকে গুরুতর স্বপ্নরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর সহধর্মিণী খাদীজা (রা)-কে তিনি তা জানান। এ স্বপ্নকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা খাদীজাকে রক্ষা করেন এবং এটি সত্য বলে গ্রহণ করার মত মনের প্রসারতা তাকে দান করেন। তিনি তাঁকে বলেন, আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণই দান করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার (রা) নিকট থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি পুনরায় খাদীজার নিকট গিয়ে বললেন যে, তিনি দেখেছেন তাঁর পেট চিরে ফেলা হয়েছে এবং সেটি ধৌত ও পরিচ্ছন্ন করে ইতোপূর্বে যেমন ছিল তেমন ভাবে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণনা শুনে হযরত খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটি তো কল্যাণকর। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এরপর জিবরাঈল (আ) প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখোমুখি হলেন। তখন তিনি মক্কায় উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি আকর্ষণীয় ও সুসজ্জিত আসনে বসালেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবে বলেছেন ঃ আমাকে একটি

মখমলের মণিমুক্তাখচিত বিছানায় বসানো হল। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রিসালাতের সুসংবাদ দিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশান্তি লাভ করলেন।

তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, "পাঠ করুন"। তিনি বললেন, কেমন করে পাঠ করব? জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে— যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক তো মহান। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না (৯৬ ঃ ১-৫)। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব বলেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, সূরা মুদ্দাছ্ছিরই সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত রিসালাত গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) যা আনলেন, তিনি তার অনুসরণ করলেন। সেখান থেকে তিনি যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে সকল গাছ ও পাথর তাঁকে সালাম করছিল। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে এবং যা দেখেছেন তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এই প্রত্যয় নিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন। হযরত খাদীজার (রা) নিকট গিয়ে বললেন, আমি যে স্বপ্নে যা দেখেছি বলে তোমাকে বলেছিলাম, তিনি আসলে জিবরাঈল (আ)। এবার তিনি প্রকাশ্যে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন। আমার প্রতিপালক তাঁকে আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। জিবরাঈল (আ) যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা শুনেছেন তাও খাদীজার নিকট ব্যক্ত করলেন। খাদীজা (রা) বললেন, আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আপনার কল্যাণই করবেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা এসেছে আপনি তা গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই তা সত্য। আর আপনি সুসংবাদ নিন যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রেরিত সত্য রাসূল। এরপর খাদীজা (রা) সেখান থেকে উঠে যান এবং উতবা ইব্ন রাবীআর এক খৃস্টান ক্রীতদাসের নিকট উপস্থিত হন। তাঁর নাম ছিল আদ্দাস। তিনি ছিলেন নিনেভার অধিবাসী। খাদীজা (রা) বললেন, হে আদ্দাস! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, তুমি আমাকে সত্য তথ্য দাও। বলো, জিবরাঈল সম্পর্কে তুমি কি কিছু জান? আদ্দাস বললেন, পবিত্র! পবিত্র! এই মূর্তিপূজারীদের দেশে আবার জিবরাঈল (আ)-এর আলোচনা। খাদীজা (রা) বললেন, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে তোমার যা জানা আছে তা আমাকে বল! তিনি বললেন, তিনি তো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নবীগণের মধ্যে বিশ্বস্ত মাধ্যম। তিনি মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর নিকটও এসেছেন। হযরত খাদীজা (রা) সেখান থেকে ফিরে এলেন। এবার গেলেন ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের নিকট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল ঘটনা এবং জিবরাঈল (আ) তাঁকে যা দিয়ে গেছেন তার সবই তিনি ওয়ারাকাকে জানালেন। ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজী! আমি সঠিক জানি না, তবে সম্ভবত

তোমার স্বামী সেই প্রতীক্ষিত নবী কিতাবীরা যাঁর অপেক্ষায় রয়েছে এবং যাঁর সম্পর্কে তারা তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে বিবরণ পেয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমার স্বামী যদি সেই শেষ নবী হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং আমি তখন জীবিত থাকি, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যে এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতাদানে আমি আল্লাহ্‌র পথে বিপদাপদ সহ্য করব। এরপর ওয়ারাকার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

যুহরী বলেন, হযরত খাদীজা (রা)-ই সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। আমরা যে বর্ণনা উল্লেখ করেছি তা উল্লেখ করার পর হাফিয বায়হাকী[১] মন্তব্য করেছেন যে, এই বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষ বিদারণের যে বিবরণ এসেছে তা দ্বারা হালীমা-এর তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় শৈশবে তাঁর বক্ষ বিদারণের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এও হতে পরে যে, দ্বিতীয় বার কোন এক সময়ে তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল এবং তৃতীয় বার বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল মি'রাজের রাতে আসমানে আরোহণের সময়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির সুলায়মান ইব্‌ন তারখান তায়মীর সনদে ওয়ারাকার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, সুলায়মান বলেছেন, আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, কা'বা পুনঃনির্মাণের ৫০ বছরের মাথায় আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা)-কে রাসূলরূপে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত ও মর্যাদাপ্রাপ্তির সর্বপ্রথম পর্যায় হল তাঁর স্বপ্ন দর্শন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্ন দেখতেন। এরপর সেটি তাঁর সহধর্মিণী খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদকে জানাতেন। খাদীজা বলতেন, আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্‌র কসম তিনি আপনাকে কল্যাণই দান করবেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে তিনি এখানে আসতেন। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর খুবই নিকটে এলেন। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ভয় পেলেন। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষে এবং পেছন দিক থেকে দু'কাঁধের মাঝখানে হাত রাখলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! এর ত্রুটিগুলো মোচন করে দিন। বক্ষ প্রসারিত করে দিন। অন্তর পবিত্র করে দিন। মুহাম্মাদ (সা)! আপনি সুসংবাদ নিন, নিশ্চয়ই আপনি এ উম্মতের নবী, আপনি পাঠ করুন! আল্লাহ্‌র নবী বললেন, তখন তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন— আমি তো কখনো কিতাব পাঠ করিনি। আমি ভালভাবে পাঠ করতে পারি না। আমি পড়িও না, লিখিও না। জিবরাঈল (আ) তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পাঠ করুন!" রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। এরপর তিনি একটি মখমলী বিছানায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বসালেন। তিনি ওই বিছানায় মণিমুক্তা ও ইয়াকূত খচিত দেখতে পান। এবার বলেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .... ।

১. এখান থেকে শুরু করে "বায়হাকী বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাফিয আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন" পর্যন্ত এ গ্রন্থের মিসরে মুদ্রিত কপিতে উল্লেখ নেই।

পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে— যিনি সৃষ্টি করেছেন ....। আয়াতগুলো পাঠ করলেন। এরপর জিবরাঈল (আ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা), আপনি ভয় পাবেন না, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। জিবরাঈল (আ) চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, হায়! আমি এখন কি করব? আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ ঘটনা কিভাবে বলব? ভয়ে ভয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এবার জিবরাঈল (আ) নিজ আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মহান অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যাতে তাঁর বক্ষ ভরপুর হয়ে গেল। জিবরাঈল (আ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা)! পাবেন না, আমি জিবরাঈল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রতিনিধি। জিবরাঈল হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রাসূলের প্রতি যোগাযোগ-মাধ্যম। আপনাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ে আপনি নিশ্চিত বিশ্বাসী হোন। কারণ, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল. এবার রাসূলুল্লাহ্ স্বগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে যত গাছ ও পাথরের পাশ দিয়ে তিনি অতিক্রম করলেন, তার সবগুলো সিজদাবস্থায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। এতে তাঁর মনে প্রশান্তি আসলো এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ তিনি উপলব্ধি করলেন। তাঁর সহধর্মিণী খাদীজা (রা)-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দ্রুত তাঁর কাছে যান এবং তাঁর চেহারার ঘাম মুছে দেন। তিনি বলেন, আপনি ইতোপূর্বে যা দেখতেন এবং যা শুনতেন সম্ভবত ওই জাতীয় কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনার এ অবস্থা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে খাদীজা! ইতোপূর্বে যা আমি স্বপ্নে দেখতাম এবং যে শব্দ শুনতাম এবার তা আমি সজাগ অবস্থায় দেখেছি। হযরত জিবরাঈল (আ) প্রকাশ্যে আমার সম্মুখে এসেছেন, আমার সাথে কথা বলেছেন এবং আমাকে কিছু বাণী পড়িয়েছেন। তাতে আমি অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়েছি। এরপর তিনি পুনরায় আমার নিকট আসেন এবং আমাকে জানান যে, আমি এই উম্মতের নবী। এরপর আমি যখন বাড়ী ফিরে আসছিলাম, তখন আমার সম্মুখস্থ সকল পাথর ও বৃক্ষ আমাকে সালাম জানিয়ে বলছিল- আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

খাদীজা (রা) বললেন, আপনি সুসংবাদ নিন! আল্লাহ্‌র কসম আমি জানতাম যে, আল্লাহ্ আপনার কল্যাণই করবেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি এই উম্মতের নবী। ইয়াহূদিগণ যার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমার ক্রীতদাস নাসিহ এবং ধর্মযাজক বাহীরা আমাকে তা জানিয়েছেন। আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে বাহীরা আমাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে বলে দিয়েছিলেন। এরপর হযরত খাদীজা তাঁর সাথে সাথে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি পানাহার সেরে নিলেন এবং স্বাভাবিক হাসিখুশী অবস্থায় ফিরে এলেন। এবার হযরত খাদীজা তাঁকে যাজকের নিকট নিয়ে গেলেন। মক্কার নিকটেই যাজকের বসবাস ছিল। কাছে যেতেই তিনি খাদীজা (রা)-কে চিনলেন এবং বললেন, হে কুরায়শ নারীদের নেত্রী! কী সংবাদ? তিনি বললেন, আমি আপনার নিকট এসেছি জিবরাঈল-এর পরিচয় জানার জন্যে। যাজক বললেন, সুবহানাল্লাহ্, আমার প্রতিপালক পবিত্র। যে দেশের মানুষ মূর্তিপূজা করে, সে দেশে আবার জিবরাঈল (আ)-এর আলোচনা? তবে জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত ফেরেশতা, নবী ও রাসূলগণের নিকট আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত বাণীবাহক এবং হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সাথী।

এতে তিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ উপলব্ধি করলেন। এরপর হযরত খাদীজা উতবা ইব্‌ন রাবীআর ক্রীতদাস আদ্দাস-এর নিকট গেলেন। তাকে তিনি জিবরাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। যাজক যা বলেছেন আদ্দাসও তাই বললেন। বরং এতটুকু অতিরিক্ত বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়কে যখন পানিতে ডুবিয়ে মারলেন, তখন জিবরাঈল (আ) হযরত মূসা (আ)-এর সাথে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়ে যখন মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন, তখনও জিবরাঈল (আ) মূসা (আ)-এর সাথে। তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথেও ছিলেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-কে সাহায্য করেন। সেখান থেকে উঠে হযরত খাদীজা (রা) গেলেন ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিলের নিকট।

জিবরাঈল (আ)-এর পরিচয় জানতে চাইলে তাঁর নিকট তিনিও পূর্ববৎ উত্তর দিলেন। ওয়ারাকা খাদীজা (রা)-এর নিকট প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলেন। তিনি যা বলবেন ওয়ারাকা তা অবশ্যই গোপন রাখবেন এই বিষয়ে ওয়ারাকার শপথ নিলেন। ওয়ারাকা সেরূপ শপথ করলেন। এরপর খাদীজা (রা) বললেন, আবদুল্লাহ্-এর পুত্র মুহাম্মাদ (সা) আমাকে জানিয়েছেন, তিনি তো চির সত্যবাদী। তাঁর বক্তব্য মিথ্যা নয়। তাঁর বক্তব্য এই যে, হেরা গুহায় হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এসেছিলেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি এই উম্মতের নবী। উপরন্তু প্রেরিত কতগুলো আয়াত তিনি মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠ করিয়েছেন। এ কথা শুনে ওয়ারাকা নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন এবং বললেন, জিবরাঈল যদি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন, তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আসেন। নবী ব্যতীত কারো নিকট তিনি আসেন না। তিনি নবী-রাসূলগণের সাথী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাদের নিকটই পাঠান। তবে তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য আমি সত্য বলে গ্রহণ করছি। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ (সা)-কে তুমি আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। আমি তাঁর অবস্থা জানব, তাঁর কথা শুনব এবং তাঁর সাথে কথা বলব। আমি শংকাবোধ করছি এ জন্যে যে, ওই আগন্তুক জিবরাঈল না হয়ে অন্য কেউও হতে পারে। কারণ, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এবং সত্যচ্যুত করার জন্যে কতক শয়তানও জিবরাঈলের আকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে। ফলে সুস্থ বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন মানুষ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ও উন্মাদ হয়ে পড়ে।

হযরত খাদীজা (রা) ওয়ারাকার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি খাদীজার (রা) সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর কল্যাণই করবেন। ওয়ারাকার সকল পরামর্শ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

নূন— শপথ কলমের এবং তা যা লিপিবদ্ধ করে তার, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন (৬৮ ঃ ১-২)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ওই আগন্তুক অবশ্যই জিবরাঈল (আ)। খাদীজা বললেন, আমি চাই আপনি ওয়ারাকার সাথে দেখা করুন। আশা করি, আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক পথ দেখাবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত হলেন ওয়ারাকার নিকট। ওয়ারাকা বললেন, আচ্ছা, আপনার নিকট যিনি এসেছিলেন তিনি কি আলোর মধ্যে এসেছিলেন, নাকি অন্ধকারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দেখা জিবরাঈলের অবস্থা, মাহাত্ম্য এবং তাঁর প্রতি যে ওহী নিয়ে এসেছিলেন তার সবই ওয়ারাকাকে জানালেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি জিবরাঈল (আ) আর এটি আল্লাহ্র বাণী। এগুলো আপনার সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এগুলো অবশ্যই নবুওয়াত বিষয়ক নির্দেশ। আপনার যুগে আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে আমি আপনার অনুসরণ করব। এরপর তিনি বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। আল্লাহ্ আপনাকে যে সুসংবাদ দিয়েছেন আপনি তা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ওয়ারাকার মন্তব্য ও সত্যায়নের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বিব্রতবোধ করে। এরপর কিছু দিনের জন্যে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। কুরায়শের লোকেরা বলতে থাকে যে, ওই বাণী যদি সত্যিই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসত, তবে তা বন্ধ হত না, অনবরত আসত। কিন্তু আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এবং اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ দুটো পূর্ণ সূরা।

আল্লামা বায়হাকী বলেন, আবূ আবদিল্লাহ্ হাফিয— খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নবুওয়াত লাভে মহিমান্বিত হলেন, তখন খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, হে চাচাত ভাই! আপনার যে সাথী আপনার নিকট আসেন তাঁর আগমন সংবাদ আপনি কি আমাকে জানাতে পারেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, পারব। খাদীজা (রা) বললেন, তিনি আসলে আমাকে জানাবেন।

এক সময়ের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার নিকট ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে দেখে খাদীজা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে খাদীজা! এই যে জিবরাঈল (আ)। খাদীজা বললেন, আপনি এখনও তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা (রা) বললেন, এবার আপনি আমার ডান দিকে এসে বসুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থান পরিবর্তন করে এখানে এসে বসলেন। খাদীজা (রা)বললেন, আপনি এখনও তাঁকে দেখছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা (রা) বললেন, এবার ওই স্থান ত্যাগ করে আমার কোলে বসুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাই করলেন। খাদীজা (রা) বললেন, এবার তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। এবার খাদীজা (রা) তাঁর মাথার কাপড় সরিয়ে ফেললেন এবং ওড়না উঠিয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও তাঁর কোলে বসা। খাদীজা (রা) বললেন, এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না।

খাদীজা (রা) বললেন, ইনি শয়তান নন, ইনি নিশ্চয়ই ফেরেশতা। চাচাত ভাই! আপনি স্থির ও অবিচল থাকুন! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন! এরপর হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং একথা সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা পেয়েছেন, তা সত্য ও সঠিক।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমি এ হাদীছ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে শোনাই। তিনি তখন বলেন যে, আমি আমার মা ফাতিমা বিন্ত হুসাইনকে হযরত খাদীজা (রা)-এর বরাতে এ হাদীছটি বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি যে, খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজের জামার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললেন। আর তখন জিবরাঈল (আ) চলে যান।

বায়হাকী (র) বলেন, এটি ছিল হযরত খাদীজার একটি কৌশল। নিজের দীনও ঈমান রক্ষার জন্যে তিনি এর দ্বারা বিষয়টির সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করে নিলেন। অন্যদিকে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা বলেছেন এবং একের পর এক যে সকল নিদর্শনাদি দেখিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি গাছ ও পাথরের সালাম শুনেছেন, সেগুলো যে সত্য ও যথার্থ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আস্থাবান ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেনই।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, আবূ বকর— জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মক্কার একটি পাথরকে আমি চিনি। আমি রাসূলের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বেও সেটি আমাকে সালাম দিত। এখনও আমি সেটিকে চিনি।

আবূ দাউদ তায়ালিসী সুলায়মান ইব্ন মুআয থেকে এ মর্মে আরো একখানা হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী (র) আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলাম। একদিন তিনি একদিকে যাত্রা করলেন। তখন যত গাছ ও পাথর তাঁর সম্মুখে পড়লো তার সবগুলোই আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলে তাঁকে সালাম দিয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি দেখতে পাই যে, আমি তাঁর সাথে এক পার্বত্য উপত্যকায় প্রবেশ করলাম। তখন যত গাছ ও পাথরের পাশ দিয়ে তিনি অতিক্রম করলেন তার সবগুলোই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছে, আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্"। আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম।

পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী (র) তাঁর পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তারপর ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, একাধিকবার তিনি নিজেকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এরপর যখনই নিজেকে নীচে ফেলে দেয়ার জন্যে তিনি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন, তখনই জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট উপস্থিত হযেছেন এবং বলেছেন, হে মুহাম্মাদ (সা), আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অস্থিরতা প্রশমিত হত এবং তাঁর মন শান্ত হত। তিনি ফিরে আসতেন। ওহীর বিরতিকাল দীর্ঘ হয়ে পড়লে তিনি পুনরায় এরূপ নিজেকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে উদ্যত হন। তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত হতেন এবং পূর্বের ন্যায় তাঁকে আশ্বস্ত করতেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এসেছে, আবদুর রায্যাক--জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহী-বিরতি সম্পর্কে

বলতে শুনেছি, একদিন আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ উপরের দিকে একটি শব্দ শুনতে পাই। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। তখন দেখি সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। আকাশের একটি কুরসীতে তিনি আসীন রয়েছেন। তাঁকে দেখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই। আমি যেন মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে আসি এবং বলি, তোমরা আমাকে কম্বলে ঢেকে দাও! কম্বলে ঢেকে দাও! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

—হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন! সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন (৭০ ঃ ১-৫)। তারপর থেকে নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে।

উপরোক্ত আয়াতগুলো বিরতির পর প্রথম নাযিল হওয়া কুরআনের অংশ। সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া অংশ নয়। সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া অংশ হল .... اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ— পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন.....)। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া অংশ হল .... يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ । আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তার বক্তব্যটিকে ওই ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতাও তার ইঙ্গিত দেয়। কারণ, তাঁর বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ইতোপূর্বেও ওহী নাযিল হয়েছিল। যার ফলে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাকে প্রথম দেখার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই ফেরেশতাকে চিনতে পেরেছিলেন।

উপরন্তু তাঁর বক্তব্য 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহী-বিরতি সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন" দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য ওহী আগমনের পূর্বেও ওহী নাযিলের ঘটনা ঘটেছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাছীর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি আবূ সালামাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সর্বপ্রথম কুরআনের কোন্ অংশ নাযিল হয়? উত্তরে তিনি বলেন, ... يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ । আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ কি প্রথম নাযিল হয়নি? তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন ...... يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ । তখন আমি বলেছিলাম اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ নয় কি? তখন তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"আমি একমাস হেরা গুহায় ইবাদতে নিয়োজিত ছিলাম। নির্ধারিত ইবাদত শেষ করে আমি গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ি। মাঠের মধ্যখানে আসার পর আমি শুনতে পাই যে, কে যেন আমাকে ডাক দিল। আমি আমার সামনে, পেছনে, ডানে এবং বাঁয়ে তাকালাম; কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। এরপর আমি তাকালাম আকাশের দিকে। তখন দেখি সেই তিনি শূন্যে একটি আসনে উপবিষ্ট। তাতে আমি কেঁপে উঠি বা ভয় পেয়ে যাই। তখন আমি খাদীজা (রা)-এর নিকট আসি এবং আমাকে কাপড়ে ঢেকে দিতে বলি। তাঁরা আমাকে কাপড়ে ঢেকে দেয়। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "হঠাৎ আমি দেখলাম সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে তিনি আসীন। তাতে আমি ভয় পেয়ে যাই।" এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে যে, ইতোপূর্বে জিবরাঈল তাঁর নিকট এসেছিলেন এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছিল। যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কেউ কেউ বলেন যে, ওহী-বিরতির পর সর্বপ্রথম নাযিল হয় وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى সম্পূর্ণ সূরাটি। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই অভিমত পোষণ করেন। কতক কিরআত বিশেষজ্ঞ বলেন, এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দের আতিশয্যে উক্ত সূরার প্রথমে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। এটি কষ্টকল্পিত বক্তব্য। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের এই মর্মের বর্ণনা যে ওহী-বিরতির পর সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত হল يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ .... উপরোক্ত অভিমতকে নাকচ করে দেয়। তবে একথা সত্য যে, অন্য একটি স্বল্পকালীন ওহী-বিরতির পর وَالضُّحٰى সূরাটি নাযিল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ্ বাজালী (র) সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ বাজালী (র) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক রাত কিংবা দু' রাত কিংবা তিন রাত তিনি রাত্রিকালীন ইবাদত করতে পারেননি। তখন জনৈক দুষ্ট মহিলা তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিল, "আমি মনে করি, তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রজনীর যখন সেটি হয় নিঝুম, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি (৯৩ ঃ ১-৩)। এই সূরাতে বর্ণিত নির্দেশের মাধ্যমে প্রিয়নবী (সা)-এর রাসূলরূপে প্রেরণ কার্যকর হল এবং প্রথম ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াত অর্জিত হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহী-বিরতির মেয়াদ দুই বছর, আবার কারো মতে আড়াই বছর। স্পষ্টতই এই বিরতিকাল ছিল মীকাঈল ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাকাল পর্যন্ত। শাবী (র) প্রমুখ এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন। এরূপ ফায়সালা ইতোপূর্বে জিবরাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ নাযিল হওয়ার বিপরীত নয়। এরপর-

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর থেকে হযরত জিবরাঈল (আ) নিয়মিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। এরপর থেকে যথারীতি ওহী নাযিল হতে থাকে। অর্থাৎ সময় ও প্রয়োজন অনুসারে ওহী আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে তখন পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সাধ্যমত প্রচেষ্টা শুরু করেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বাধীন-পরাধীন নির্বিশেষে সবাইকে তিনি আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। যারা বুদ্ধিমান, অভিজাত ও

সৌভাগ্যের অধিকারী, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। সত্যাদ্রোহী অহংকারীরা তাঁর বিরোধিতা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। স্বাধীন বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা) এবং আযাদকৃত দাসদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রীতদাস হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা কালবী। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করুন।

ওহী সম্পর্কিত সংবাদ পাওয়ার পর ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের ঈমান আনয়ন সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী-বিরতিকালে ওয়ারাকা ইনতিকাল করেন।

পরিচ্ছেদ
কুরআন নাযিলকালে জিনদেরকে প্রতিহতকরণ প্রসঙ্গে

কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে জিন ও সত্যাদ্রোহী শয়তানদের আসমানী সংবাদ শ্রবণে বাধা দেয়া হতো যাতে করে তারা কুরআনের একটি বর্ণও চুরি করে শুনতে না পায়। কুরআনের কিছু অংশও যদি তারা শুনতে পেত, তবে তা তাদের বন্ধুদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত। ফলে সত্য-মিথ্যায় সংমিশ্রণ ঘটার আশঙ্কা থাকতো। এটি সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পরম দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি জিন ও দুর্ধর্ষ শয়তানদেরকে আসমানী সংবাদ শ্রবণ থেকে বিরত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তির উল্লেখ করেন এভাবে ঃ

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا- وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ -فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْلَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا- وَاَنَّا لَانَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.

—এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর গ্রহণ ও উল্কপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্যে বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না, জগতবাসীর অকল্যাণই অভিপ্রেত, নাকি তাদের প্রতিপালক তাদের কল্যাণ চান? (৭২ ঃ ৮-১০)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ.

শয়তানরা তা নিয়ে অবতরণ করেনি! তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এটির সামর্থও রাখে না। ওদেরকে তো তা শোনার সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে (২৬ ঃ ২১০-২১১)।

হাফিয আবূ নু'আয়ম বলেন, সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবারানী— হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জিনরা আকাশে আরোহণ করে ওহী বিষয়ক আলোচনা শুনত। তার মধ্য থেকে একটি কথা কণ্ঠস্থ করে সেটির সাথে আরও নয়টি কথা তারা যোগ করত। ফলে একটি কথা সত্য হত আর তাদের যোগ করা কথাগুলো অসত্য প্রমাণিত হত। নবী করীম (সা) যখন রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন, তখন তাদেরকে তাথেকে বাধা দেয়া হয়। বিষয়টি তারা ইবলীসকে জানায়। ইতোপূর্বে অবশ্য তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো না। ইবলীস বলল, নিশ্চয়ই পৃথিবীতে কিছু একটা ঘটেছে যার জন্যে এমনটি হচ্ছে। কারণ অনুসন্ধানের জন্যে সে তার শিষ্যদেরকে পাঠায়। তারা দেখতে পায় যে, দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। তারা এসে ইবলীসকে তা জানায়। সে বলে, এ-ই আসল ঘটনা যা পৃথিবীতে ঘটেছে।

আবূ আওয়ানা- হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন। তখন আসমানী সংবাদ শ্রবণে শয়তানরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা শুরু হয়েছিল। বাধাপ্রাপ্ত শয়তানরা আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। ওরা জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, তোমরা ফিরে এলে কেন? উত্তরে ওরা বলল, আসমানী সংবাদ শ্রবণে আমাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়েছে। ওরা বলল, নিশ্চয় পৃথিবীতে নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে যার ফলে এমনটি হয়েছে। তোমরা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত খুঁজে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হও। জিনদের একটি দল তিহামা অভিমুখে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উকায বাজারে যাওয়ার পথে তারা তাঁকে নাখল নামক স্থানে দেখতে পায়। তিনি তখন সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন, কুরআন তিলাওয়াত শুনে তারা অত্যন্ত মনোযোগী হয়। তখন তারা বলাবলি করে, এটিই হল মূল ঘটনা যার জন্যে আমরা আসমানী সংবাদ শ্রবণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে বলে ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا-

—আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের শরীক নির্ধারণ করব না। (৭২ ঃ ১-২)। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ....

বলুন, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে (প্রাগুক্ত)। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এ হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে।

আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আসমানী সংবাদ শ্রবণের জন্যে জিনদের প্রত্যেক গোত্রের আকাশে আলাদা আলাদা বসার স্থান ছিল। যখন ওহী নাযিল হত, তখন ফেরেশতাগণ কঠিন পাথরে লোহার আঘাতের ন্যায় শব্দ শুনতে পেতেন। ওই শব্দ শুনে ফেরেশতাগণ সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। ওহী নাযিল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাথা তুলতেন না। ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পর তারা একে অন্যে বলাবলি করতেন, "তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন ?" যদি ওহীটি ঊর্ধ্ব জগত বিষয়ক হত, তবে তারা বলতেন, "তিনি সত্য বলেছেন, তিনি সমুচ্চ মহান।" আর যদি সেটি পৃথিবীতে অনুষ্ঠিতব্য অদৃশ্য বিষয় হত, অথবা পৃথিবীর কারো মৃত্যু সম্পর্কিত হত, তখন তারা ওই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তারা বলাবলি করতেন, এরূপ হবে। এদিকে শয়তানগণ ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে ফেলত এবং তা এনে নিজেদের মানুষ বন্ধুদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাতপ্রাপ্তির পর থেকে শয়তানদেরকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হয়। উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের বিষয়টি সর্বপ্রথম অবগত হয় ছাকীফ গোত্রের লোকেরা। উল্কাপিণ্ডের পতনকে বিপদ মনে করে ওই বিপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে তাদের মধ্যে যারা বকরীর মালিক তারা প্রতিদিন একটি করে বকরী যবাহ্ দিতে লাগল। আর যারা উটের মালিক তারা প্রতিদিন একটি উট যবাহ্ দিতে লাগল। অন্যরাও দ্রুত তাদের মালামাল দান-সাদাকা করতে শুরু করল। ইতোমধ্যে তাদের কেউ কেউ বলল, আপাতত তোমরা ধন-সম্পদ নষ্ট করো না। বরং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ কর। খসে পড়া তারকাগুলো যদি পথ-নির্দেশক তারকা হয়, তবে এটি বিপদ বটে, অন্যথায় বুঝতে হবে এটি নতুন কোন ঘটনার ফলশ্রুতি। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তারা বুঝে নিল যে, পথ-নির্দেশক তারকাগুলো যথাস্থানে রয়েছে। এগুলো মোটেও কক্ষচ্যুত হয়নি। এরপর তারা মালামাল ও পশুপাখী উৎসর্গ করা থেকে বিরত রইল।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা একদল জিনকে কুরআন শোনার সুযোগ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযরত থাকা অবস্থায় তারা কুরআন পাঠ শুনল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা নিজেদেরকে বলল, চুপ করে শোন! শয়তানরা ইবলীসকে বিষয়টি জানাল। সে বলল, ওহী শ্রবণে বাধাপ্রাপ্তি পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার ফলশ্রুতি। তোমরা পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে কিছু কিছু মাটি আমার নিকট নিয়ে এস। অন্যান্য মাটির সাথে তারা তিহামাহ্ অঞ্চলের মাটিও নিয়ে এল। ইবলীস বলল, ঘটনা ঘটেছে এ স্থানে।

বায়হাকী ও হাকিম এ হাদীছটি হাশাদ ইব্‌ন সালামা সূত্রে আতা ইব্‌ন সাইব থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ওয়াকিদী বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম- কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কারো প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের পর তা শুরু হয়। কুরায়শগণ তখন উল্কা পতনের এ বিস্ময়কর ঘটনাটি দেখতে পেলো যা ইতোপূর্বে তারা দেখেনি। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মনে করে তারা তা থেকে

মুক্তিলাভের জন্যে পশু উৎসর্গ করতে ও ক্রীতদাস মুক্ত করতে শুরু করে। তাদের এ সংবাদ তাইফে পৌঁছলে ছাকীফ গোত্রের লোকেরাও অনুরূপ দান-দক্ষিণা শুরু করে। ছাকীফ গোত্রের কার্যকলাপের কথা তাদের গোত্রপতি আব্দে ইয়ালীল-এর কানে যায়। সে বলল, তোমরা এরূপ কেন করছ ? তারা বলল, আকাশ থেকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমরা ওইগুলোকে আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি। সে বলল, ধন-সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে পুনরায় অর্জন করা কষ্টসাধ্য হবে। তোমরা তাড়াহুড়ো করে কিছু করো না। বরং ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে থাকো। যদি ঘটনা এমন হয় যে, আমাদের চেনা-জানা ও পরিচিত তারকাগুলো খসে পড়ছে, তাহলে বুঝবে যে, মানুষের ধ্বংস শুরু হয়েছে। আর যদি আমাদের চেনা-জানা ও পরিচিতির বাইরের তারকাগুলো খসে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে পৃথিবীতে নতুন কোন ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে এমন হচ্ছে। তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল যে, পতনশীল উল্কাগুলো তাদের পরিচিত তারকা নয়। বিষয়টি তারা আবদে ইয়ালীলকে জানায়। সে বলল, তোমাদেরকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কোন নবীর আবির্ভাব ঘটলে এমনটি হয়ে থাকে।

অল্প কয়েক দিন পর নিজের ধন-সম্পদের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব তাদের নিকট যায়। আবদে ইয়ালীল এসে তার সাথে সাক্ষাত করে এবং উল্কাপতন বিষয়ে আলোচনা করে। আবূ সুফিয়ান বলল, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবির্ভূত হয়েছে। সে নিজেকে রিসালাতপ্রাপ্ত নবী বলে দাবী করে। আবদে ইয়ালীল বলল, এ কারণেই উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

সাঈদ ইব্ন মানসূর আমির শা'বী সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী ও হাকিম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) থেকে মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত ওহী বিরতির মেয়াদে দুনিয়ার আকাশে প্রহরা ছিল না। বস্তুত যারা প্রহরা না থাকার কথা বলেছেন সম্ভবত তারা এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তখন আকাশে প্রহরার কঠোরতা ছিল না। অবশ্য সাধারণ প্রহরা ছিল। তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, উক্ত বক্তব্যের বিপরীতে আবদুর রাযযাক ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি মজলিসে বসা ছিলেন। হঠাৎ একটি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিক আলোকিত করে তোলে। তিনি বললেন, এরূপ উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হলে তোমরা কী ধারণা কর ? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তখন আমরা বলি যে, কোন সম্মানিত লোকের মৃত্যু হয়েছে বা জন্ম হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, তা নয়, বরং ব্যাপার হল এই, একথা বলে তিনি সেই হাদীছটি বললেন, যেটি "জগত সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে আকাশ ও তার নক্ষত্ররাজির সৃজন" শিরোনামের মধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ইব্ন ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। ছাকীফ গোত্রের জনৈক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, ওই ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিল যে, তোমরা তারকাগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর যে,

পথ-প্রদর্শক তারকাগুলো যথাস্থানে আছে নাকি স্থানচ্যুত হয়েছে। তিনি উক্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির নাম বলেছেন আমর ইব্ন উমায়্যা।

সুদ্দী বলেছেন, পৃথিবীতে কোন নবী না থাকলে কিংবা আল্লাহ্র কোন প্রধান দীন বিদ্যমান না থাকলে আকাশে প্রহরা থাকত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে শয়তানরা দুনিয়ার আকাশে নিজেদের আসন নির্ধারণ করে রেখেছিল। কি বিষয় সম্পর্কে আকাশ জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে আলোচনা হত, তা তারা আড়ি পেতে শুনত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে যখন নবীরূপে প্রেরণ করলেন, তখন এক রাতে ওদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হল। এটি দেখে তাইফের অধিবাসীরা আতংকিত হয়ে উঠে। তারা বলাবলি করতে শুরু করে যে, আকাশের অধিবাসীদের ধ্বংস অনিবার্য। আকাশে ভয়ংকর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং উল্কাপিণ্ডের পতন দেখে তারা দাসদাসী মুক্ত করা এবং পশুপাখী উৎসর্গ করা শুরু করে। আবদে ইয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমায়র তাদেরকে তিরস্কার করে বলে, ধিক তোমাদের জন্যে হে তাইফবাসি! তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদগুলো এভাবে নষ্ট করো না। বরং বড় বড় তারকাগুলোকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর। যদি দেখতে পাও যে, সেগুলো নিজ নিজ স্থানে স্থির আছে, তবে বুঝে নিবে যে, আকাশের অধিবাসিগণ ধ্বংস হয়নি। বরং আবূ কাবাশার বংশধর ব্যক্তিটির কারণে এরূপ ঘটছে। আর যদি ওই তারকাগুলোকে যথাস্থানে দেখতে না পাও, তাহলে আকাশের অধিবাসিগণ নিশ্চয় ধ্বংস হয়েছে। তারা তারকাগুলো যথাস্থানে দেখতে পায় এবং নিজেদের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে। ওই রাতে শয়তানরা বিচলিত হয়ে ইবলীসের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। পৃথিবীর সকল স্থান থেকে এক মুষ্টি করে মাটি আনার জন্যে সে ওদেরকে নির্দেশ দেয়। তারা তার কথামত তা নিয়ে আসে। সে মাটিগুলোর ঘ্রাণ নেয় এবং বলে, তোমাদের প্রতিপক্ষ তো মক্কাতেই রয়েছে।

নসীবায়ন অঞ্চলের অধিবাসী সাতটি জিনকে সে মক্কা পাঠায়। সেখানে এসে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পায়। তিনি হারাম শরীফের মসজিদে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআন তিলাওয়াত শোনার প্রবল আগ্রহে তারা তাঁর খুবই নিকটে পৌঁছে যায়। যেন তাদের বক্ষ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক স্পর্শ করবে। এরপর ওই জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে অবহিত করেন।

ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন সালিহ্ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন সকল মূর্তি মাথা নুইয়ে পড়ে যায়। শয়তানরা ইবলীসের নিকট এসে জানায় যে, দুনিয়ার তাবৎ মূর্তি মাথা নুইয়ে পড়ে রয়েছে। সে বলল, এরূপ ঘটেছে একজন নবীর কারণে যাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। শস্য-শ্যামল জনপদে তোমরা তাঁর খোঁজ নাও! তারা বলল, সেখানে তাঁকে খুঁজে আমরা তাঁকে পাইনি। ইবলীস বলল, ঠিক আছে, আমি নিজে তাঁকে খুঁজে বের করব। এবার সে নিজে বের হল। তাকে ডেকে অদৃশ্য থেকে বলা হল, দরজার পাশে তাঁকে খুঁজে দেখ। অর্থাৎ মক্কায় খুঁজে দেখ। "কারনুস ছা'আলিব" নামক স্থানে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পায়। এরপর সে তার বাহিনীর নিকট গিয়ে বলে, আমি তাঁকে পেয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, তার সহায়তায়

জিবরাঈল ফেরেশতা রয়েছেন। আচ্ছা, তোমাদের নিকট কী কৌশল আছে ? তারা উত্তর দিল যে, তাঁর সাথীদের নিকট কমনীয় ও রমণীয় বিষয়গুলোকে আমরা চিত্তাকর্ষক ও সুসজ্জিত করে রাখব এবং ওগুলোকে তাঁদের নিকট মোহনীয় করে তুলব। এবার ইবলীস বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমি নিরাশ হব না।

ওয়াকিদী বলেন, তালহা ইব্‌ন আমর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, সেদিন শয়তানদেরকে আকাশে যেতে বাধা দেয়া হল এবং তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হল। তখন শয়তানরা ইবলীসের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ওই ঘটনা তাকে জানায়। তখন সে বলে, আসলে নতুন একটি ঘটনা ঘটেছে। ইসরাঈলীদের নির্গমন স্থলে পবিত্র ভূমিতে তোমাদের প্রতি একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর খোঁজে শয়তানরা সিরিয়ায় যায়। কিন্তু সেখানে তাকে না পেয়ে তারা ইবলীসের নিকট ফিরে এসে বলে, ওখানে তিনি নেই। ইবলীস বলল, ঠিক আছে, আমি নিজে তাঁকে খুঁজে বের করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খোঁজে সে মক্কায় গমন করে। সে তাঁকে দেখতে পায় যে, তিনি হেরা গুহায় অবতরণ করছেন। তাঁর সাথে রয়েছেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)। সে তার শিষ্যদের নিকট ফিরে আসে। তাদের উদ্দেশ্যে সে বলে, আহমদ (সা) নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর সাথে রয়েছেন জিবরাঈল (আ)। তোমাদের নিকট কী কৌশল আছে ? তারা সমস্বরে উত্তর দিল যে, আমাদের নিকট আছে দুনিয়া। এটিকে আমরা মানব জাতির নিকট চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় করে তুলব। যে বলল, ঠিক আছে, তবে তাই কর!

ওয়াকিদী (র) বলেন, তালহা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেছেন, শয়তানরা আড়ি পেতে ওহী শ্রবণ করত। মুহাম্মাদ (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করলেন, তারা ওহী শ্রবণে বাধা প্রাপ্ত হল। ইবলীসের নিকট তারা এ বিষয়ে অভিযোগ পেশ করে। সে বলে, নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা ঘটেছে। সে আবূ কুবায়স পাহাড়ে উঠল। এটি পৃথিবীর আদি পাহাড়। ওখান থেকে সে দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায আদায় করছেন। সে বলল, আমি গিয়ে তার ঘাড় মটকে দিই। রাগে গরগর করতে করতে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যায়। তাঁর নিকট তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন।

হযরত জিবরাঈল (আ) তখন ইবলীসকে এমন একটি লাথি মারেন যে, সে দূরে বহুদূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল এবং পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জিবরাঈল (আ) তাকে এমন সজোরে লাথি মেরেছিলেন যে, সে এডেন অঞ্চলে গিয়ে পড়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আসতো কেমন করে ?

হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথমবার কোন্ অবস্থায় এসেছিলেন তা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার কেমন অবস্থায় এসেছিলেন তাও আলোচনা করা হয়েছে। মালিক (র) হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হারিছ ইব্‌ন হিশাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট ওহী আসে কেমন করে ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কখনো আসে ঘন্টাধ্বনির ন্যায়। এটি আমার জন্যে খুবই কষ্টকর হয়। এরপর ওই পরিস্থিতি কেটে যায় আর যা নাযিল হল আমি তা সংরক্ষণ করি। কখনো কখনো ওই ফেরেশতা

আমার নিকট আসেন মানুষের রূপ ধরে। তিনি সরাসরি আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন, আমি তা সংরক্ষণ করি। হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হত প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনেও ওহী নাযিল হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত। বর্ণনাটি বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর। ইমাম আহমদ (র) আমির ইব্ন সালিহ্ সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। অনুরূপ আবদা ইব্ন সুলায়মান এবং আনাস ইব্ন ইয়ায এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আইয়ূব সুখতিয়ানী হারিছ ইব্ন হিশাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনার নিকট কীভাবে ওহী আসে? এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন। তবে ওই সনদে হযরত আইশা (রা)-এর নাম উল্লেখ নেই।

হযরত আইশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ সংক্রান্ত হাদীছে রয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেননি আর অন্য কেউও বের হয়নি এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতে শুরু করে। ওহী নাযিলকালীন অবস্থার মত তখন তাঁর চোখ-মুখ কঠিন ও স্থির হয়ে উঠে। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল থেকে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঘাম ঝরে পড়তে থাকে। তখন ছিল শীতকাল। ওহী নাযিলের গুরুভারের কারণে এমনটি হয়েছিল।

ইমাম আহমদ— উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর মুখমণ্ডলের নিকট মৌমাছির গুঞ্জরনের ন্যায় গুঞ্জন শোনা যেত। قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসংগে এ হাদীছ বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) হাদীছটি আবদুর রায্যাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর ইমাম নাসাঈ মন্তব্য করেছেন যে, বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য। ইউনুস ইব্ন সুলায়ম ব্যতীত অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর তিনি একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী।

সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে যে, হাসান উবাদাহ্ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন তা তাঁর নিকট অত্যন্ত কষ্টকর হত এবং তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি তখন দু'চোখ বন্ধ করে রাখতেন। তাঁর এ অবস্থার সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইবন উম্মে মাকতূম তাঁর অন্ধত্বের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। এ প্রেক্ষিতে غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ (অর্থাৎ যাদের কোন ওযর নেই) আয়াতাংশ (৪ : ৯৫) নাযিল হয়। যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উরু মুবারক আমার জানুর উপর ছিল। আমি তখন ওহী লিখছিলাম। ওহী যখন নাযিল হচ্ছিল, তখন তাঁর উরুর চাপে আমার উরু যেতলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

সহীহ্ মুসলিমে হিশাম ইব্ন ইয়াহ্য়া ইয়ালা ইবন উমাইয়া সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) আমাকে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর অবস্থা দেখার কোন আগ্রহ তোমার আছে কি? একথা বলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

মুখমণ্ডলের পর্দা ফাঁক করে দিলেন। তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল লাল টকটকে। তখন তিনি গোঙাচ্ছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল জিইররানা নামক স্থানে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একরাতে হযরত সাওদা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলেন। তাকে দেখে হযরত উমর (রা) বললেন, হে সাওদা! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। হযরত সাওদা ঘরে পৌঁছে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বসে বসে রাতের খাবার গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি হাড়। তখনি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন। ওই হাড় তখনও তাঁর হাতে ছিল।

এরপর তিনি মাথা তুলে বললেন, "প্রয়োজন সমাধা করার জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।" এতে প্রমাণিত হয় যে, ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হত না। কারণ, হাদীছে রয়েছে যে, তিনি বসা ছিলেন এবং তাঁর হাত থেকে হাড়টি পড়ে যায়নি।

আবূ দাউদ তায়ালিসী বলেন, আব্বাদ ইবন মানসূর হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক ও মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন সাহাবীদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। তাদের কেউ তখন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতেন না। মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গন্থে ইব্ন লাহ্ইয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি কি আপনি অনুভব করতে পারেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তখন ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আওয়াজ শুনতে পাই আর তখন আমি স্থির হয়ে থাকি। যখন আমার প্রতি ওহী নাযিল হতে থাকে, তখন আমার আশংকা হয় যে, এর কারণে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

আবূ ইয়ালা মূসিলী বলেন, ইবরাহীম ইবন হাজ্জাজ আল্ইয়াস ইব্ন আসিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তাঁর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে যেত, চক্ষুদ্বয় থাকত খোলা। তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা নাযিল হচ্ছে তা সংরক্ষণের জন্যে প্রস্তুত থাকত।

আবূ নুআয়ম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর মাথা ধরে যেত এবং তিনি মেহ্দী দ্বারা মাথায় প্রলেপ দিতেন। হাদীছটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের।

ইমাম আহমদ বলেন, আবূ নাসর আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিনের ঘটনা। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর "আযবা" নামক উষ্ট্রীর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন সূরা মায়িদা পুরোটাই তাঁর প্রতি নাযিল হল। ওহীর ভারে উষ্ট্রীর পার্শ্বদেশ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ হাদীছটি আবূ নুআয়মও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ হাসান আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারীর পৃষ্ঠে ছিলেন এ অবস্থায় সূরা মায়িদা নাযিল হতে থাকে। সওয়ারী ওহীর ভার সইতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটি থেকে নেমে পড়েন।

ইব্ন মারদারিয়্যাহ উম্মে আমরের চাচা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সফরে ছিলেন। তখন তাঁর প্রতি সূরা মায়িদা নাযিল হয়। ওহীর ভারে সংশ্লিষ্ট সওয়ারীর ঘাড় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সনদে হাদীছটি গরীব পর্যায়ের।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সূরা ফাত্‌হ নাযিল হয়। তখনও তিনি সওয়ারীর পিঠে ছিলেন। অবস্থা ভেদে সেটি একবার এদিক, একবার ওদিক নড়াচড়া করছিল।

সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা ওহীর প্রকারভেদ আলোচনা করেছি। হালীমী প্রমুখ ইমামগণ যা মন্তব্য করেছেন তাও আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি।

পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ-

"তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্যে আপনি আপনার জিহ্বা সেটির সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন সেটি পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর সেটির বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই" (৭৫ ঃ ১৬-১৯)।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا-

"আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে আপনি ত্বরা করবেন না এবং বলুন হে আমার প্রতিপালক!" আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন (২০ ঃ ১১৪)। ওহী নাযিলের সূচনাকালে পরিস্থিতি এরূপ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসলে ফেরেশতা থেকে তা গ্রহণ করার প্রচণ্ড আগ্রহ হেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈলের তিলাওয়াতের সাথে সাথে তিলাওয়াত করতেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ নির্দেশ দিলেন যে, ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যেন চুপ থাকেন। ওই ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষে সংরক্ষণ করা, সেটির তিলাওয়াত ও তাবলীগ সহজ করে দেয়া, সেটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সেটির মর্ম অনুধাবন করিয়ে দেয়ার

যিম্মাদারী মহান আল্লাহ্ নিজেই নিয়ে নিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্যে সেটির সাথে আপনি জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। সেটির সংরক্ষণ করা অর্থাৎ আপনার বক্ষে স্থায়ী রাখা وَقُرْاٰنَهُ এবং সেটি পাঠ করানো অর্থাৎ আপনাকে তা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। فَاِذَا قَرَاْنَاهُ অতএব আমি যখন তা পাঠ করি অর্থাৎ ফেরেশতা যখন তা আপনার নিকট পাঠ করেন, فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ তখন আপনি তার পাঠের অনুসরণ করুন। অর্থাৎ আপনি তা মনোযোগ সহকারে শুনুন ও তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ এরপর সেটির বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই এটি رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا এর অনুরূপ মর্ম-জ্ঞাপক।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, মূসা ইব্ন আবী আইশা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করো। তিনি বলেন, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা আয়ত্ত করতে অত্যন্ত যত্নবান হতেন। তখন তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ

এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস বলেছেন যে, ওই কুরআন আপনার বক্ষে সংরক্ষিত রাখা এবং তারপর আপনাকে দিয়ে তা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।

فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ

অর্থাৎ আমি যখন পাঠ করি, তখন আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুনবেন এবং চুপ থাকবেন।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

এরপর সেটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমারই।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসলে নত মস্তকে চুপ করে থাকতেন। জিবরাঈল (আ) চলে গেলে তিনি নাযিলকৃত ওহী পাঠ করতেন। যেমনটি মহান আল্লাহ্ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পরিচ্ছেদ

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা আসত তা পুরোপুরি এবং যথাযথ ভাবেই তিনি প্রত্যায়ন ও সর্বন্তঃকরণে বরণ করতেন। সাধারণ মানুষ তাতে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তিনি তার তোয়াক্কা মাত্র না করে তা সহ্য করে গেছেন। নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন উপলক্ষে তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। প্রচণ্ড শক্তিমান ও সুদৃঢ় রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা সহ্য করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আনীত বিষয় প্রচার করতে গিয়ে ওই নবী-রাসূলগণ জনসাধারণের পক্ষ থেকে যে অপ্রীতিকর আচরণের সম্মুখীন হন এবং ওরা তাঁদের উপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চালায় তার মুকাবিলায় মহান আল্লাহ্র সাহায্য ও দয়ায় তাঁরা দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। এ ভাবেই আপন সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও নির্যাতনের মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়মিতভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে গিয়েছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ ঈমান আনয়ন করলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিষয় সত্য বলে গ্রহণ করলেন এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা এসেছে তা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুঃখ-কষ্ট লাঘব করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতি ইত্যাকার যত দুঃখজনক আচরণের মুখোমুখি হয়ে শোকে-দুঃখে জর্জরিত হয়ে যখন হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরে আসতেন, তখন হযরত খাদীজার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল দুঃখের উপশম ঘটাতেন।

হযরত খাদীজা (রা) তাকে অটল থাকতে বলতেন। তিনি তার গুরুদায়িত্ব পালন সহজ করে তুলতেন। সকল কাজে তাঁর সত্যায়ন করতেন এবং শত্রুদের শত্রুতামূলক আচরণকে সহনীয় করে তুলতেন। আল্লাহ্ হযরত খাদীজার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন খাদীজাকে জান্নাতে মুক্তার তৈরি একটি ঘরের সুসংবাদ দিই— যেখানে না আছে কোন কোলাহল, আর না আছে কোন দুঃখ-কষ্ট। এ হাদীছ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হিশাম (র) থেকে উদ্ধৃত আছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে নবুওয়াত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি এবং সকল বান্দার প্রতি যে নিআমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন প্রিয়নবী (সা) তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠজনকে একান্তে সেগুলো জানাতেন।

মূসা ইব্ন উকবা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খাদীজা (রা) সর্বপ্রথম আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রাসূলকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই তিনি ঈমান আনেন।

উক্ত বর্ণনার ব্যাখ্যায় আমি বলি যে, এখানে মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা বলা হয়েছে। নতুবা মূলত নামায ফরয হয়েছে হযরত খাদীজা (রা)-এর জীবদ্দশায়। এ বিষয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত খাদীজা (রা)-ই প্রথম লোক, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা এনেছেন, তা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর নামায ফরয হওয়ার পরের একদিনের ঘটনা। হযরত জিবরাঈল (আ) এলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট। নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা তিনি মাঠের এক প্রান্তে

মাটিতে আঘাত করলেন। তার ফলে যমযম কূপের সাথে সংযোগ সম্পন্ন একটি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। হযরত জিবরাঈল (আ) ও প্রিয়নবী (সা) দু'জনে ওই পানিতে উযূ করেন। তারপর জিবরাঈল (আ) চার সিজদায় দু'রাকআত নামায আদায় করেন। তার নয়ন জুড়ালো ও হৃদয় প্রশান্ত হলো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন ঘরে ফিরে এলেন। আল্লাহ্র নিকট থেকে তাই এলো যা তিনি পসন্দ করতেন। ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি হযরত খাদীজার হাত ধরে তাঁকে নিয়ে ওই ঝর্ণাধারার নিকট আসলেন। তারপর জিবরাঈল (আ) যেমনটি উযূ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তেমনটি উযূ করলেন। তারপর চার সিজদাসহ দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর থেকে তাঁরা দু'জনে গোপনে নিয়মিত নামায আদায় করতেন।

আমি বলি, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর এই নামায তাঁর বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মুখে দু'বার আদায় করা নামায থেকে পৃথক একটি নামায। বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মুখে দু'বার আদায়কৃত নামাযে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ওই শিক্ষামূলক নামায ছিল মি'রাজ রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পরের ঘটনা। এ বিষয়ে আলোচনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিচ্ছেদ

সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সাহাবায়ে কিরাম

ইব্ন ইসহাক বলেন, ওই ঘটনার একদিন পর হযরত আলী (রা) তাঁদের নিকট আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ও হযরত খাদীজা নামায আদায় করছিলেন। আলী (রা) বললেন ঃ আপনারা এ কী করছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটি আল্লাহ্র দীন। তাঁর নিজের জন্য এ দীনকে তিনি মনোনীত করেছেন এবং এ দীন সহকারে তিনি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আমি তখন তোমাকে একক ও লা-শরীক আল্লাহ্র দিকে এবং তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি। আমি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি লাত ও উয্যা প্রতিমা পরিত্যাগ করতে। হযরত আলী (রা) বললেন, এটি তো এমন একটি বিষয়, যা ইতোপূর্বে আমি কখনো শুনিনি। আমার পিতা আবূ তালিবের সাথে আলোচনা না করে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষিত হওয়ার পূর্বে আবূ তালিবের নিকট এ গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশিত হোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা সমীচীন মনে করলেন না। তাই হযরত আলী (রা)-কে বললেন, হে আলী! তুমি যদি এখনই ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে আপাতত বিষয়টি গোপন রাখ, কাউকে বলো না। হযরত আলী (রা) ওই রাত অপেক্ষা করলেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলী (রা)-এর অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন। ভোর বেলা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আপনি আমার নিকট কি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রস্তাবটি এই, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর তুমি লাত ও উয্যা প্রতিমাকে পরিত্যাগ করবে এবং সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। হযরত আলী তাই করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। তবে পিতা আবূ তালিবের ভয়ে তিনি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাতায়াত করতেন না। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তখনকার মত তিনি গোপন রাখলেন। ইতোমধ্যে যায়দ ইবন হারিছা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁরা এভাবে প্রায় একমাস কাটালো। মাঝে মাঝে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসতেন। হযরত আলী (রা)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম অনুগ্রহ ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইব্ন আবী নাজীহ মুজাহিদ সূত্রে বলেছেন যে, হযরত আলী (র)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম অনুগ্রহ ছিল এই যে, একবার কুরায়শ সম্প্রদায় চরম দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। হযরত আবূ তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল অনেক। তখনকার সময়ে হাশিম গোত্রে অপেক্ষাকৃত ধনী লোক ছিলেন হযরত আব্বাস (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আব্বাস (রা)-কে বললেন, চাচা ! আপনার ভাই আবূ তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা তো অনেক। মানুষ যে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে তাও তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আপনি বরং তাঁর নিকট যান এবং এমন ব্যবস্থা করুন যাতে পরিবারের ভরণ-পোষণ তাঁর জন্য সহজ হয়। এ সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর নিকট নিয়ে আসেন এবং নিজের কাছেই রেখে দেন। হযরত আলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তাঁর সাথেই থাকেন। হযরত আলী (রা) তাঁর অনুসরণ করেন, তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নেন।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র আফীফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ছিলাম একজন ব্যবসায়ী। একবার হজ্জ মওসুমে আমি মীনাতে উপস্থিত হই। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস (রা)-ও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হই। আমরা সেখানে থাকা অবস্থায় হঠাৎ দেখি একটি তাঁবু থেকে একজন লোক বের হল এবং কা'বামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর একজন মহিলা এসে তাঁর সাথে নামাযে যোগ দিল। এরপর একজন বালকও তাঁর সাথে নামাযে শরীক হল। আমি বললাম, হে আব্বাস! এটি আবার কেমন ধর্ম ? এটি কোন্ প্রকারের ধর্ম তার কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না। আব্বাস (রা) বললেন, ইনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ্-এর পুত্র মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর দাবী হচ্ছে আল্লাহ্ তাঁকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। পারস্য ও রোমান সম্রাটের সকল ধন-সম্পদ তাঁর হস্তগত হবে। মহিলাটি তাঁর স্ত্রী। খুওয়ায়লিদের কন্যা খাদীজা (রা)। সে ও'র প্রতি ঈমান এনেছে। বালকটি হল তার চাচাত ভাই। আবূ তালিবের পুত্র আলী (রা)। সেও তার প্রতি ঈমান এনেছে। বর্ণনাকারী আফীফ (রা) পরে আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়! আমি যদি সেদিন ঈমান আনতাম, তবে আমি পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় ঈমান আনয়নকারী হতে পারতাম।

ইবরাহীম ইব্ন সাআদ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওই হাদীছের ভাষ্য এরূপঃ হঠাৎ নিকটবর্তী একটি তাঁবু থেকে একজন লোক বের হল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। যখন সে দেখল যে, সূর্য কিছুটা ঢলে পড়েছে, তখন সে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তার পেছনে হযরত খাদীজা (রা)-এর দাঁড়ানোর কথা এ হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে।

ইবন জারীর বলেন, মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ মুহারিবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আফীফ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে আমি মক্কায় এসেছিলাম। সেখানে আমি অবস্থান

করছিলাম আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের নিকট। সূর্য যখন উদিত হল এবং আকাশের অনেক উপরে উঠে গেল, তখন আমি কা'বাগৃহের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি দেখতে পেলাম, একটি যুবক সেখানে এসে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর কা'বাগৃহের সম্মুখে এসে সেটিকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে গেল। অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হল একটি বালক এবং সে তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর এল একজন মহিলা। সে দাঁড়াল ওদের দু'জনের পেছনে। প্রথম যুবকটি রুকূতে গেল। সাথে সাথে বালক ও মহিলাটি রুকূতে গেল। যুবকটি রুকূ থেকে মাথা তুলল। বালক এবং মহিলাটিও রুকূ থেকে মাথা তুলল। তারপর যুবক সিজদায় গেল। ওরা দু'জনও সিজদায় গেল। আমি বললাম, হে আব্বাস! এতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তিনি বললেন, আশ্চর্যজনকই বটে। আব্বাস বললেন, যুবকটির পরিচয় তুমি জান কি? আমি বললাম, না, জানি না! তিনি বললেন, সে হল আমার ভাতিজা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। বালকটির পরিচয় তোমার জানা আছে কি? আমি বললাম, না, জানা নেই। তিনি বললেন, সে হল আবূ তালিবের পুত্র আলী (রা)। ওদের পিছনে মহিলাটি কে চেন কি? আমি বললাম, না, চিনি না। তিনি বললেন, সে হল আমার ভাতিজার স্ত্রী। খুওয়ায়লিদের কন্যা খাদীজা (রা)। ভাতিজা মুহাম্মদ (সা) আমাকে বলেছে, আপনার প্রতিপালক হলেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। তার কাজকর্ম এই যা এখন তুমি দেখেছ। আল্লাহ্র কসম দুনিয়াতে ওই দীনের অনুসারী ওই তিনজন ব্যতীত অন্য কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

ইব্ন জারীর বলেন, মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির রাবীআ ইবন আবী আবদুর রহমান, আবূ হাযিয ও কালবী বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আলী (রা) কালবী (রা) বলেন, হযরত আলী নয় বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন ইসহাক বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে হযরত আলী (রা) প্রথম ঈমান আনয়ন করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নামায আদায় করেন এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। ইসলামের পূর্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারভুক্ত ছিলেন।

ওয়াকিদীও হযরত আলী (রা) দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ওয়াকিদী বলেন, আমাদের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের এক বছর পর হযরত আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কাআব বলেন, এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেছেন খাদীজা (রা) এবং পুরুষদের মধ্যে প্রথম ঈমান আনয়নকারী দু'জন হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা)। হযরত আবূ বকরের ঈমান আনয়নের পূর্বে হযরত আলী ঈমান আনয়ন করেন। পিতার ভয়ে হযরত আলী (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। একদিন তাঁর পিতার মুখোমুখি হলে তাঁর পিতা বলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পিতা বললেন, তবে তোমার চাচাত ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে অবশ্য, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)।

ইবন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শু'বা.......ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সর্ব প্রথম নামায আদায় করেছেন আলী আবদূর হামীদ হযরত

জাবির থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়াত লাভ করেছেন সোমবারে আর আলী (রা) নামায আদায় করেছেন মঙ্গলবারে। আবূ হামযা নামে জনৈক আনসারী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ বর্ণনাটি আমি নাখঈ এর নিকট পেশ করি। তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবূ বকর (রা)। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা......... আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন. আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁর রাসূলের ভাই এবং আমিই সিদ্দীকে আকবর তথা প্রধান সত্যায়নকারী। আমার পরে কেউ এ উপাধি দাবী করলে সে হবে মিথ্যাবাদী। অন্যদের নামায আদায়ের সাত বছর পূর্ব থেকেই আমি নামায আদায় করে এসেছি।

ইব্ন মাজাহ্ (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা ফাহমী সূত্রে এ হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা মূলত শিয়া। তবে তিনি বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে আবূ হাতিম বলেছেন সে মূলত একজন কট্টর শিয়া। আলী ইব্ন মাদানী বলেন, সে প্রচুর অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করেছে। মিনহাল ইব্ন আমর আস্থাভাজন বর্ণনাকারী। তাঁর শায়খ হলেন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আসাদী কূফী। আব্বাদ সম্পর্কে আলী ইবন মাদীনী বলেছেন যে, হাদীছ শাস্ত্রে তিনি দুর্বল লোক বলে গণ্য। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, এই রাবী সন্দেহমুক্ত নন। ইব্ন হাইয়ান তাঁকে আস্থাভাজনদের অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন।

মোদ্দাকথা উপরোক্ত হাদীছটি সর্বাবস্থায়ই অগ্রহণযোগ্য। হযরত আলী (রা) এমন কথা বলেননি। লোকজনের নামায পড়ার সাত বছর পূর্বে তিনি নামায আদায় করেছেন এটা কী করে সম্ভব ? এমন কথা কল্পনাই করা যায় না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অন্যান্য আলিমগণ বলেন, এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

বস্তুত এই সব বক্তব্যের সমন্বয়সূচক ব্যাখ্যা এই যে, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদীজা (রা)। তিনি সকল মহিলা থেকে এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী। কারো কারো মতে নারী-পুরুষ সবার চেয়ে অগ্রবর্তী। ক্রীতদাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত যায়দ ইবন হারিছা (রা)। বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)। কারণ, তখন তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। স্বাধীন এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। ইতোপূর্বে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের তুলনায় হযরত আবূ বকরের ইসলাম গ্রহণ অধিকতর কল্যাণকর ও তাৎপর্যবহ ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন আরবের সম্মানিত নেতা; কুরায়শ বংশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও সম্পদশালী লোক। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে তিনি সকলের প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসবে।

ইউনুস ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রিয়নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বলেছিলেন, আপনার সম্পর্কে কুরাশের লোকেরা যা বলছে তা কি সত্য ? তারা তো বলছে যে, আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করছেন, আমাদের বুদ্ধিমান

লোকদেরকে মূর্খ ঠাওরাচ্ছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাফির সাব্যস্ত করছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, তাই। আমি তো আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর নবী। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর দেয়া রিসালাত প্রচার করার জন্যে এবং তোমাদেরকে সত্য পথে আল্লাহ্র দিকে ডাকার জন্যে। আল্লাহ্র কসম, এটাই সত্যপথ। হে আবূ বকর! আমি তোমাকে একক লা-শরীক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। তুমি অন্য কারো ইবাদত করবে না। তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমার নিকট সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাৎক্ষণিকভাবে তা গ্রহণ বা বর্জন কিছুই করলেন না। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করলেন। আল্লাহ্র শরীক তথাকথিত অংশীদারগুলো'কে বর্জন করলেন এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করলেন। ঈমানদার এবং সত্যায়নকারীরূপে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর ররমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসাইন তামীমী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি সে-ই প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে, ইতস্তত করেছে এবং চিন্তা-ভাবনা করেছে কিন্তু আবূ বকর (রা) তার ব্যতিক্রম। আমরা তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি কোনরূপ দ্বিধা করেননি কোন প্রকারের ইতস্তত ভাবও প্রকাশ করেননি। দেরীও করেননি। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় উল্লিখিত তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থনও করেননি বর্জনও করেননি বক্তব্যের অর্থ এটিই। কারণ, ইব্ন ইসহাক ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেও হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সৎ স্বভাব ও মধুর চরিত্র সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। এসব গুণাবলী তাঁকে সৃষ্টিজগতের সাথে মিথ্যাচার থেকে বিরত রেখেছে, তাহলে তিনি কেমন করে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করবেন ? এজন্যে "আল্লাহ্ তাঁকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন" শুধু এটুকু বক্তব্য শুনে তিনি তা'কে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছেন। কোন প্রকারের বিলম্বও দোদুল্যমানতা দেখাননি।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনী বিষয়ক একটি পৃথক গ্রন্থে আমরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পটভূমি ও বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছি। তাঁর মর্যাদা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীও আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি। এরপর আমরা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর জীবনী আলোচনা করেছি। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে সব হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো তথায় সন্নিবেশিত করেছি। হযরত আবূ বকর (রা) থেকে যে সকল হাদীছ, মন্তব্য ও ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে, উক্ত গ্রন্থে সেগুলো আমরা এনেছি। উক্ত গ্রন্থ তিন খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর মাঝে সৃষ্ট বিতর্ক বিষয়ক আবূ দারদা' কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে সহীহ্ বুখারীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, প্রসঙ্গক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ اِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِى بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا لِىْ صَاحِبِىَّ ؟

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তোমরা আমাকে বলেছিলে আপনি মিথ্যাবাদী আর আবূ বকর বলেছিলেন, তিনি সত্যই বলেছেন। আবূ বকর (রা) নিজের জানমাল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এখন আমার সম্মানার্থে তোমরা কি আমার এই সাথীকে একটু শান্তিতে থাকতে দিবে ? শেষ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন। এরপর থেকে হযরত আবূ বকর (রা) কারো পক্ষ থেকে ক্লেশদায়ক কোন আচরণের সম্মুখীন হননি। এটিতা প্রায় সুস্পষ্ট দলীল যে, হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন হিব্বান শু'বা......আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রসঙ্গক্রমে আবূ বকর (রা) বলেছিলেন, আমি কি ওই খিলাফতের অধিকতর যোগ্য নই ? আমি কি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি নই ? আমি কি অমুক অমুক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই ?

ইবন আসাকির...... হারিছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন হযরত আবূ বকর (রা) আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নামায আদায়কারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

শু'বা...... যায়দ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রথম নামায আদায় করেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। এ হাদীছ ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) প্রমুখ শু'বা সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করেছেন যে, এটি হাসান ও সহীহ্ হাদীছ।

ইতোপূর্বে শু'বা.... যায়দ ইব্ন আরকাম সনদে ইব্ন জারীরের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেছেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলী ইবন আবূ তালিব। আমর ইব্ন মুর্‌রা বলেন, এ বর্ণনা আমি ইবরাহীম নাখঈ-এর নিকট আলোচনা করেছিলাম। তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

ওয়াকিদী আপন সনদে আবূ আরওয়া দাওসী এবং আবূ মুসলিম ইব্ন আবদুর রহমানসহ একদল পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন...হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেছেন কে ? উত্তরে তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তুমি কি হাস্‌সানের ওই বক্তব্য শুননি ঃ

اِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ اَخِىْ ثِقَةٍ – فَاذْكُرْ اَخَاكَ اَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلاَ

যদি কোন আস্থাভাজন দীনী ভাইয়ের ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করতে চাও তবে তোমার ভাই আবূ বকর (রা)-এর ভোগ করা দুঃখ-বেদনার কথা উল্লেখ করো। দীনের উন্নয়নে ও প্রসারে তিনি যে ত্যাগ ও কুরবানী করেছেন তা উল্লেখ করো।

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اَوْ فَاهَا وَاَعْدَلَهَا - بَعْدَ النَّبِيِّ وَاَوْلاَهَا بِمَا حَمَلاً

নবী করীম (সা)-এর পর তিনিই জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বিশ্বস্ততম ও শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। তিনি যা সহ্য করেছেন তার বদৌলতে তিনি সর্বোত্তম।

وَالثَّانِيْ الْمَحْمُوْدُ مَشْهُدُهُ - وَاَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلاَ

নবী করীম (সা)-এর অব্যবহিত পরেই তাঁর স্থান তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকারী এবং তাঁর অবস্থান প্রশংসাযোগ্য। মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূলগণকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

عَاشَ حَمِيْدًا لِاَمْرِ اللهِ مُتَّبِعًا - بِاَمْرِ صَاحِبِهِ الْمَاضِيْ وَمَا انْتَقَلاً

আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করে এবং তাঁর দীর্ঘদিনের সাথী মুহাম্মদ (সা)-এর পদাংক অনুসরণ করে তিনি প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেছেন। ওই পথ থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি।

আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা..... আমির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন কে ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি কি হাস্সানের বক্তব্য শুননি ? এ বলে তিনি উপরোল্লিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। হায়ছাম ইব্ন আদী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল কাসিম বাগভী বলেন, ইউসুফ ইব্ন মাজিশূন বলেছেন, আমি আমাদের অনেক শায়খের সান্নিধ্য পেয়েছি। তন্মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, রাবীআ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান, সালিহ্ ইবন কায়সান এবং উছমান ইবন মুহাম্মদ প্রমুখ রয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, এ বিষয়ে তাঁদের কেউই বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতেন না।

আমি বলি যে, ইবরাহীম নাখঈ মুহাম্মাদ ইব্ন কাআব, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং সাআদ ইবন ইবরাহীম প্রমুখ (র) অনুরূপ বলেছেন। আহলুস সুন্নাহ জামাআতের অধিকাংশের নিকট মশহুর অভিমত এটিই।

সাআদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস এবং মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়্যাহ থেকে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা দু'জনে বলেন, হযরত আবূ বকর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নন, বরং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলাম গ্রহণকারী। সাআদ বলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর পূর্বে আরো পাঁচজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে হাম্মাম ইব্ন হারিছের বর্ণিত হাদীছে আছে যে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যে, তাঁর সাথে রয়েছেন পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা এবং আবূ বকর (রা)।

ইমাম আহমদ ও ইব্ন মাজাহ আসিম ইব্ন আবূ নুজূদ সূত্রে যির থেকে ইব্ন মাসঊদের বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাতজন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর (রা), আম্মার (রা), তাঁর মা সুমাইয়া (রা), সুহায়ব (রা), বিলাল (রা) ও মিকদাদ (রা)। বস্তুত আপন চাচার তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন। আর আবূ বকরকে রক্ষা করেছেন অন্যান্যদেরকে তাঁর গোত্রের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকে মুশরিকগণ ধরে নিয়ে যায় এবং লোহার পোশাক পরিয়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দগ্ধ করতে থাকে। অবশেষে হযরত বিলাল ব্যতীত অন্যরা মুশরিকদের ইচ্ছানুযায়ী[১] বক্তব্য দিতে বাধ্য হন। কিন্তু হযরত বিলাল (রা) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজের জীবনকে তুচ্ছ এবং নিজের সম্প্রদায়কে গুরুত্বহীন জ্ঞান করেন। ফলে, মুশরিকগণ তাঁকে নিয়ে বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা তাঁকে রশিতে বেঁধে নিয়ে অত্যাচার করতে করতে মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরতে থাকে। তিনি তখনও বলছিলেন 'আহাদ' 'আহাদ' আল্লাহ্—এক আল্লাহ্ এক। ছাওরী (র) থেকে মুরসালরূপে এ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

ইবন জারীর (র)..... মুহাম্মদ ইবন সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে সূত্র ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য একটি বর্ণনায় বলেছেন যে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবূ বকর (রা) কি আপনাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন না, তা নয়। তাঁর পূর্বে ৫০ জনের অধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন।

ইব্ন জারীর বলেন, অন্য একদল আলিম বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)। অন্যদিকে ইব্ন আবী যি'ব থেকে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন কে ? তিনি বললেন, খাদীজা (রা)। আমি বললাম পুরুষদের মধ্যে কে ? তিনি বললেন, যায়দ ইবন হারিছা (রা), অনুরূপভাবে উরওয়া সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার এবং আরো অনেকে বলেছেন যে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)।

উপরোক্ত সবগুলো মন্তব্য ও অভিমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, স্বাধীন বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং তা প্রকাশ করার পর তিনি লোকজনকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মিশুকরূপে পরিচিত ছিলেন। কুরায়শ বংশের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কুলজী বিশারদ ছিলেন। উক্ত বংশের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বাধিক অবগত। ব্যবসায়ী, চরিত্রবান এবং সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁর জ্ঞান গরিমা ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং সুন্দরতম সাহচর্য লাভের আশায় লোকজন তাঁর নিকট উপস্থিত হত। যারা তাঁর নিকট আসত, তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে তিনি বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন মনে করতেন, তাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার জানা মতে

---

১. প্রাণরক্ষার জন্য এমনটি করা জাইয। —সম্পাদকদ্বয়

যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা), উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা), তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা), সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) প্রমুখ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হন। সাথে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান এবং তাঁদেরকে জানিয়ে দেন যে, ইসলাম-ই সত্য ও সঠিক ধর্ম। তখন তাঁরা ঈমান আনয়ন করেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী এই আটজন রাসূল (সা)-কে সত্য নবী বলে মেনে নেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট যা এসেছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেন।

ওয়াকিদী তালহা ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি বুসরার[১] বাজারে উপস্থিত হই। তখন একজন যাজককে তাঁর উপাসনালয়ে দেখতে পাই। তিনি বলছিলেন, মওসুমী ব্যবসায়ীদেরকে জিজ্ঞেস করো তাদের মধ্যে হারম শরীফের অধিবাসী কেউ আছে কিনা? তালহা (রা) বললেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি আছি। তিনি বললেন, আহমদ কি ইতো মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন? আহমদ কে? আমি জিজ্ঞেস করলাম-তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্‌র পুত্র এবং আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র আহমদ এটি তা তাঁর আবির্ভাবের মাস। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর আবির্ভাবের স্থান হল মক্কার হারাম শরীফ। তিনি হিজরত করে যাবেন খেজুর বৃক্ষশোভিত পাথুরে এবং লবণাক্ত জমিতে। অতএব আপনি সতর্ক থাকুন, তাঁর থেকে কল্যাণ লাভে কেউ যেন আপনার চেয়ে অগ্রগামী না হয়। বর্ণনাকারী তালহা (রা) বলেন, যাজকের কথা আমার মনে দাগ কাটে। আমি দ্রুত ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং মক্কা উপস্থিত হই।

এখানে কোন নতুন ঘটনা ঘটেছে কিনা আমি জানতে চাই। লোকজন বলল, হ্যাঁ ঘটেছে বৈকি। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র আল-আমীন মুহাম্মদ নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন। আবূ বকর ইবন আবূ কুহাফা তাঁর অনুসরণ করেছেন। আমি হযরত আবূ বকরের (রা) নিকট গেলাম এবং বললাম, আপনি কি ওই লোকের অনুসরণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ করেছি। তুমিও তাঁর নিকট যাও এবং তাঁর অনুসরণ কর। কারণ, তিনি সত্যের প্রতি আহ্বান করছেন। তালহা (রা) যাজকের বক্তব্য আবূ বকরকে জানালেন হযরত আবূ বকর (রা) হযরত তালহা (রা)-কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তালহা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং যাজকের বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে খুশী হলেন। আবূ বকর (রা) ও তালহা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর নাওফিল ইবন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আদবিয়্যা তাঁদের দু'জনকে পাকড়াও করে। সে কুরায়শের সিংহ বলে পরিচিত ছিল। একটি রশিতে সে তাঁদের দু'জনকে বেঁধে ফেলে। বনূ তায়ম গোত্রের কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে পারল না। এ জন্যে আবূ বকর (রা) ও তালহা (রা)-কে সাথীদ্বয় নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বলে দু'আ করলেন اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ ابْنِ الْعَدُوِيَّةِ —হে আল্লাহ্! ইব্‌ন আদুবিয়্যা-এর অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এটি বায়হাকীর বর্ণনা।

১. এটা কিন্তু ইরাকের প্রসিদ্ধ বসরা নগরী নয়। এটা সিরিয়ার একটি স্থান, যা পরবর্তীতে হুরবান বা হারান নামে বিখ্যাত হয়। —সম্পাদকদ্বয়

হাফিয আবুল হাসান খায়ছামাহ ...... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা) যাত্রা করলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। জাহিলী যুগেও তাঁরা দু'জনে অন্তরঙ্গ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। আবূ বকর (রা) বললেন, হে আবুল কাসিম আপনার সম্প্রদায়ের আসরে তো আপনি অনুপস্থিত থাকেন। আর লোকজন সকলেই আপনার সমালোচনা করে এবং আপনাকে তাদের বাপ-দাদার ব্যাপারে অর্থাৎ তাদের ধর্মত্যাগের ব্যাপারে দোষারোপ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি আল্লাহ্র রাসূল। আমি তোমাকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁর কথা শেষ হওয়ার পর পরই আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে গেলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, মক্কার উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে কেউই তখন এত আনন্দিত ছিল না। তারপর আবূ বকর (রা) চলে গেলেন এবং উছমান ইব্ন আফ্ফান, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, যুবায়র ইব্ন আওয়াম এবং সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস-এর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরদিন তিনি উছমান ইব্ন মাযঊন, আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ এবং আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম প্রমুখের নিকট গেলেন। তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, আবূ মুহাম্মদ ইব্ন ইমরান হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ (রা) যখন একত্রিত হলেন, তখন তাঁরা ছিলেন ৩৮ জন। হযরত আবূ বকর (রা) প্রকাশ্যে বের হওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আবূ বকর! আমরা কিন্তু সংখ্যায় কম। আবূ বকর (রা) প্রকাশ্যে বের হওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেই লাগলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রকাশ্যে বের হলেন। অন্যান্য মুসলিমগণ মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছাড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে অবস্থান নেয়। হযরত আবূ বকর (রা) জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা) প্রথম বক্তা, যিনি প্রকাশ্যে লোকজনকে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করলেন। মুশরিকগণ অবিলম্বে হযরত আবূ বকরের উপর এবং মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মসজিদের বিভিন্ন স্থানে থাকা মুসলমানদেরকে তারা ভীষণ প্রহার করে। হযরত আবূ বকর (রা)-কে তারা পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করে এবং তাঁকে বেদম মারপিট করে। পাপিষ্ঠ উতবা ইব্ন রাবীআ তাঁর কাছে আসে এবং পুরনো ভারী দুটো জুতো দিয়ে তাঁকে প্রহার করে, সেগুলো দিয়ে তাঁর চোখে, মুখে আঘাত করে এবং তাঁর পেটের উপর উঠে দাঁড়ায়। তাকে এমন প্রহার করা হয় যে, তাঁর নাক-মুখ চেনা যাচ্ছিল না। সংবাদ পেয়ে বানূ তায়মের লোকেরা দ্রুত সেখানে হাযির হয় এবং মুশরিকদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। একটি কাপড়ে মুড়িয়ে তারা তাঁকে তুলে নেয় এবং তাঁর বাড়ীতে নিয়ে পৌঁছায়। তাঁর মৃত্যু যে আসন্ন তাতে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

এরপর বনূ তায়ম গোত্রের লোকজন মসজিদে ফিরে গিয়ে মুশরিকদেরকে শাসিয়ে দিয়ে বলে, আবূ বকর (রা)-এর মৃত্যু হলে আমরা উতবা ইব্‌ন রাবীআকে খুন করে তার প্রতিশোধ নেব। এবার তারা তাঁর নিকট ফিরে আসে এবং আবূ কুহাফা ও বনূ তায়মের লোকেরা তাঁকে ডাকতে থাকে। এক সময় তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। দিনের শেষ ভাগে তিনি কথা বলতে শুরু করেন এবং সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায়, তিনি কেমন আছেন ? এ কথা শোনে লোকজন তাঁকে ভর্ৎসনা করে এবং একা রেখে চলে যায়। তারা তাঁর মা উম্মুল খায়রকে বলে যায়, "চেষ্টা করে দেখুন, ওকে কিছু খাওয়ানো যায় কিনা।" তারা চলে যাওয়ার পর তিনি তাঁকে কিছু খেয়ে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন আর আবূ বকর (রা) শুধু বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন ? তাঁর মা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম তোমার বন্ধু সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তিনি বললেন, আপনি খাত্তাবের কন্যা উম্মু জামীল-এর নিকট যান এবং তার কাছ থেকে জেনে আসুন। তিনি উম্মু জামীলের নিকট গেলেন এবং বললেন, "আবূ বকর তো মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্-এর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। উম্মু জামীল (রা) বললেন, আমি আবূ বকরকেও চিনি না মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কেও চিনি না। আপনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে আমি আপনার সাথে আপনার ছেলের নিকট যেতে পারি। উম্মুল খায়র বললেন, তবে চল। উম্মুল খায়রের সাথে উম্মু জামীল (রা) এলেন। তখন আবূ বকর (রা) শয্যাশায়ী মুমূর্ষু। উম্মু জামীল (রা) তাঁর নিকটে এলেন এবং এই করুণ অবস্থা দেখে চীৎকার করে বললেন, হায়। কাফির ও পাপিষ্ঠের দল আপনার এ দুরবস্থা করেছে।

আমি নিশ্চিত আশাবাদী যে, আপনার প্রতি জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে নেবেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন ? উম্মু জামীল (রা) বললেন, পাশে তো আপনার মা রয়েছেন, তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, তাঁর জন্যে কোন অসুবিধা হবে না। উম্মু জামীল জানালেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থ ও ভাল আছেন। তিনি এখন কোথায় আছেন আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন। উম্মু জামীল (রা) জানালেন যে, তিনি এখন ইবনুল আরকাম (রা)-এর বাড়ীতে আছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত আমি কোন খাদ্য পানীয় মুখে তুলব না। তারা দু'জনে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন।

অবশেষে সন্ধ্যাবেলা যখন পথচারীদের আনাগোনা কমে গেল, লোকজন নিজ নিজ গৃহে চলে গেল, তখন তাদের দু'জনের গায়ে ভর করে তিনি যাত্রা করলেন এবং তাঁরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। অন্যান্য মুসলমানগণও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। পাপিষ্ঠ উতবা আমার মুখে যা আঘাত করেছে তা ব্যতীত অন্যত্র এখন আমার খুব একটা ব্যথা-বেদনা নেই। এই যে আমার আম্মাজান, তিনি তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। আপনি তো বরকতময় সত্তা, তাঁকে আল্লাহ্‌র পথে আসার দাওয়াত দিন এবং আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন আপনার মাধ্যমে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। রাসূলুল্লাহ্

(সা) তাঁর জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁরা একমাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ওই গৃহে অবস্থান করলেন। তখন তাঁরা ছিলেন। ৩৯ জন পুরুষ মুসলমান। হযরত আবূ বকর (রা) যেদিন প্রহৃত হলেন, সেদিন হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব অথবা আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম এ দু'জনের একজন যেন ইসলাম গ্রহণ করেন সে জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করেন। ইসলাম গ্রহণ করলেন হযরত উমর (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করেছিলেন বুধবারে আর উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন বৃহস্পতিবারে। তাঁর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও গৃহে অবস্থানকারী মুসলিমগণ সমুচ্চ স্বরে তাকবীরধ্বনি উচ্চারণ করেন। মক্কার উচ্চভূমি পর্যন্ত ওই ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ইতোমধ্যে আবুল আরকাম বেরিয়ে আসে। সে ছিল অন্ধ কাফির। সে বলছিল, "হে আল্লাহ্, আমার পুত্র আরকামকে ক্ষমা করুন। সে তো ধর্মত্যাগী হয়েছে। হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা আমাদের দীন ও ধর্মমতকে গোপন রাখব কেন ? অথচ আমরা সত্য অনুসরণকারী। আর ওরা ওদের দীন প্রকাশ করছে অথচ তারা বাতিলের অনুসরণকারী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উমর (রা)! আমরা তো সংখ্যায় কম। আমরা কেমন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ! উমর (রা) বললেন, যে মহান প্রভু আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, কুফরী অবস্থায় আমি যে সকল মজলিসে বসেছিলাম এখন আমি ওই সকল মজলিসে গেয়ে ইসলামের কথা প্রচার করব। তিনি ঘর থেকে বের হলেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরায়শদের নিকট গেলেন। তারা তাঁর অপেক্ষায় ছিল। আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম বলল, অমুকে বলছে যে, তুমি নাকি পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছ। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। তৎক্ষণাৎ মুশরিকরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাল্টা তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন উতবার উপর এবং তাকে হাঁটু দিয়ে চেপে রেখে বেদম প্রহার করতে থাকেন। তিনি তাঁর দু'চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। উতবা চিৎকার জুড়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে অন্যরা ভয়ে দূরে সরে যায়। উমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন।

এরপর আক্রমণ করার জন্যে যে তাঁর নিকটবর্তী হচ্ছিল, তাকেই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করছিলেন। অবশেষে সবাই ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যায়। ইতোপূর্বে হযরত উমর (রা) যে সকল মজলিসে উপস্থিত হতেন তার সবগুলোতেই তিনি গেলেন এবং তাঁর ঈমান আনয়নের কথা প্রকাশ করলেন। তারপর সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন! আপনার কোন অসুবিধা নেই। কুফরী অবস্থায় আমি যত মজলিসে যেতাম তার সব কাটিতে গিয়ে আমি আমার ঈমান আনয়নের কথা নির্ভয়ে প্রকাশ করে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথীদেরকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলেন। তাঁর সম্মুখে ছিলেন হযরত উমর (রা) ও হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করলেন এবং নিরাপদে যুহরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি আরকামের বাড়ীতে ফিরে এলেন। হযরত উমর (রা) তখনো তাঁর সাথে ছিলেন। এরপর উমর (রা) একা ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বাড়িতে চলে গেলেন।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, মুসলমানদের অবিসিনিয়ায় হিজরতের পর হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এটি নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের ঘটনা। যথাস্থানে তাঁর আলোচনা হবে। আলাদাভাবে তাঁদের জীবনী সংক্রান্ত ভিন্ন গ্রন্থে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ উমামা হাদীছে আমর ইব্ন আবাসা সুলামী :থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে আমি একদা তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি অবস্থন করেছিলেন মক্কায়। তিনি তখন নিজেকে গোপন রাখতেন। আমি বললাম, আপনি কে ? তিনি বললেন, "আমি নবী"। আমি বললাম, কেমন নবী ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি বললাম, আল্লাহ্ কি আপনাকে প্রেরণ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। আমি বললাম, তবে তিনি কী পয়গাম সহকারে পাঠিয়েছেন ? তিনি বলেন, এ বাণী নিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা যেন একক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন অটুট রাখবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, যে পয়গাম দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা কতই না উত্তম। এ বিষয়ে আপনার অনুসরণ করেছে কারা ? তিনি বললেন, একজন স্বাধীন লোক এবং একজন ক্রীতদাস। অর্থাৎ আবূ বকর (রা) ও বিলাল (রা)। আমর বললেন, এরপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং আমি হলাম চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকারী। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার সাথে থাকব ? তিনি বললেন, না, তুমি বরং আপাততঃ তোমার সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও। যখন সংবাদ পাবে যে, আমি প্রকাশ্যে বের হয়েছি, তখন তুমি আমার নিকট এসে আমার সাথে যোগ দিও।

উপরোক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি স্বাধীন ও অধীন শব্দ দু'টি জাতিজ্ঞাপক অর্থাৎ স্বাধীন প্রকৃতির লোকজন এবং ক্রীতদাস প্রকৃতির লোকজন আমার অনুসরণ করেছে। সেটির ব্যাখ্যায় শুধু আবূ বকর (রা) ও বিলাল (রা)-এর নাম উল্লেখ করা সঠিক কিনা তা ভেবে দেখার বিষয় বটে। কারণ, আমর ইব্ন আবাসার পূর্বে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) কিন্তু হযরত বিলালের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে আমর ইব্ন আবাসা নিজেকে চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকারী মনে করাটা ছিল তার অবগতি অনুসারে। অর্থাৎ তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকরী। মূলতঃ তখন মুসলমানগণ নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতেন। অনাত্মীয় এবং বেদুঈন তো দূরের কথা ঘনিষ্ট আত্মীয়দের নিকটও তাঁরা তা প্রকাশ করতেন না। সহীহ্ বুখারীতে আবূ উমামা..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখনো অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। সাতদিন পর্যন্ত আমিই ছিলাম তৃতীয় ইসলাম গ্রহণকারী।

বস্তুত আমি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করি, সেদিন অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাঁর এই বক্তব্য স্বাভাবিক কিন্তু এক বর্ণনায় আছে আমি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন ব্যতীত অন্যদিনে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাঁর এই বক্তব্যটি স্পষ্ট নয়। কারণ তাতে বোঝা যায় যে, তাঁর পূর্বে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। অথচ ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), আলী (রা), খাদীজা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) তাঁর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণে তাঁদের অগ্রগামিতা সম্পর্কে উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আছীর এরূপ বর্ণনাকারীদের অন্যতম। ইমাম আবূ হানীফা (র) সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, নিজ নিজ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

উপরোল্লিখিত হাদীছে সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর এ বক্তব্যও রয়েছে যে, সাতদিন পর্যন্ত আমিই ছিলাম তৃতীয় ইসলাম গ্রহণকারী। তাঁর এ বক্তব্যও অস্পষ্ট। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী এ বক্তব্য রেখেছেন এমনটি বলা ছাড়া আমি অন্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিনের ঘটনা। আমি তখন উঠতি বয়সের বালক। আমি মক্কায় উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়তের বকরী চরাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার নিকট এসে উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা)।

তারা তখন মুশরিকদের হাত থেকে হিজরত করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বললেন, হে বালক! তোমার কাছে কি দুধ আছে, যা আমাদেরকে পান করাতে পার। আমি বললাম, আমি তো মালিকের পক্ষ থেকে এগুলোর আমানতদার। আপনাদেরকে দুধ পান করানোর ইখতিয়ার আমার নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আচ্ছা তোমার নিকট কি এমন কোন মাদী বকরী আছে যা এখনো প্রজননযোগ্য নয়। আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে বটে। এরূপ একটি মাদী বকরী আমি তাদের নিকট নিয়ে আসি।

হযরত আবূ বকর (রা) সেটির রশি ধরে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটির স্তনে হাত রেখে দু'আ করলেন। বকরীটির স্তন দুধে ভরে উঠল। হযরত আবূ বকর (রা) একটি গর্তাকৃতির পাথর নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটিতে দুধ দোহন করলেন। তিনি নিজে এবং আবূ বকর (রা) দু'জনেই দুধ পান করলেন। তারপর আমাকে দুধপান করালেন। এরপর স্তনের উদ্দেশ্যে বললেন, সংকুচিত হয়ে যাও। সেটি সংকুচিত ও ছোট হয়ে গেল। পরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসি এবং তাঁকে বলি যে, ওই পবিত্র বাণী অর্থাৎ কুরআন আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি বরং শিক্ষা গ্রহণ সক্ষম বালক। তাঁর মুখ থেকে আমি ৭০টি সূরা শিখেছিলাম। ওই সূরাগুলো পাঠে কেউই আমার সমকক্ষ ছিল না।

ইমাম আহমদ (র) আফ্‌ফান সূত্রে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান ইব্‌ন আরাফা আবূ নাজূদ সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেন, আবূ আবদিল্লাহ্

আল-হাফিয...... মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর ভাইদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন তিনি একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। আগুনের বিস্তৃতি এত অধিক ছিল যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। তিনি দেখেন যে, এক আগন্তুক এসে তাঁকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোমর জাপটে ধরে তাঁকে টেনে রাখছেন, আগুনে পড়ে যেতে দিচ্ছে না। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম এটি অবশ্য সত্য স্বপ্ন। তারপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন, এতে তোমার কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। ইনি আল্লাহ্র রাসূল। তুমি তাঁর অনুসরণ কর। অতি সত্বর তুমি তার অনুসরণ করবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে আর ইসলাম তোমাকে আগুন থেকে রক্ষা করবে। তোমার পিতা কিন্তু আগুনে প্রবিষ্ট হবেই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন "আজয়াদ" নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। খালিদ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কিসের দিকে ডাকছেন ? তিনি বললেন, আমি তোমাকে ডাকছি একক লা শরীক আল্লাহ্র দিকে এবং একথার দিকে যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। উপরন্তু একথার প্রতি যে, তুমি যে পাথরের পূজা করছ, সে পাথর কিছুই শুনে না, লাভ-ক্ষতি করতে পারে না, কিছু দেখে না এবং কে তার পূজা করল কে পূজা করল না তার কিছুই জানে না। সেই পাথরপূজা তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

খালিদ বললেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তাঁর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত খুশী হলেন। খালিদ চলে গেলেন। তাঁর পিতা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে তাঁকে খুঁজে আনতে লোক পাঠালো। তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হলে সে তাঁকে মাটিতে ফেলে লাঠি দ্বারা পেটাতে থাকে। এভাবে তাঁর মাথায় লাঠি ভাঙ্গে এবং সে বলে, আল্লাহ্র কসম আমি আর তোকে আহার্য দেব না। খালিদ বলেন, আপনি যদি আমার আহার্য বন্ধ করেন, তবে আমার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন মতে খাদ্যের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই করবেন। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থাকতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ

ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, একজন প্রচণ্ড স্মরণশক্তি সম্পন্ন মুসলমান আমাকে বলেছে, সাফা পাহাড়ের নিকট আবূ জাহ্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

মুখোমুখি হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভর্ৎসনা করে তাঁকে পীড়া দেয় এবং তাঁর দীনের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে। উক্ত ঘটনা তাঁর চাচা হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের কর্ণগোচর করা হয়। তক্ষুণি হামযা আবূ জাহ্লের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার নিকট গিয়ে তিনি তাঁর ধনুক দিয়ে আঘাত করে প্রহারে প্রহারে তাকে রক্তাক্ত করে দেন। তখন কুরায়শ বংশের বনী মাখযূম গোত্রের কতক লোক আবূ জাহ্লের সাহায্যে হামযা-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা বলে যে, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আপনি পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছেন! হামযা (রা) বললেন, পিতৃধর্ম বর্জনে আমাকে কে বাধা দিবে ? আমার ভাতিজার পক্ষ থেকে এমন কিছু নিদর্শন আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যার প্রেক্ষিতে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্র রাসূল এবং সে যা বলে তা সত্য। অতএব, আল্লাহ্র কসম আমি তাঁর পথ ছাড়ব না, তোদের সাধ্য থাকলে আমাকে বাধা দে তো দেখি!

আবূ জাহ্ল বলল, আবূ আমারাকে ছেড়ে দাও, কারণ আল্লাহ্র কসম আমি তো তার ভাতিজাকে বিশ্রী গালি দিয়েছি। হযরত হামযা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কুরায়শরা বুঝতে পারলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি আত্মরক্ষা করার মত সামর্থ অর্জন করেছেন। ফলে ইতোপূর্বে তাঁর সাথে তারা যে জুলুম-নির্যাতনমূলক আচরণ করত তা থেকে তারা এখন বিরত থাকল। এ বিষয়ে হযরত হামযা (রা) একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন।[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর হযরত হামযা (রা) নিজের বাড়িতে ফিরে যান। এবার তাঁর নিকট উপস্থিত হয় শয়তান। সে বলে, আপনি কুরায়শ বংশের সম্ভ্রান্ত নেতা। আপনি কি ওই ধর্মত্যাগীর দলে ভিড়লেন ? আর নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগ করলেন ? আপনি যা করলেন তার চাইতেও মৃত্যু তো উত্তম ছিল। হযরত হামযা মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি যা করেছি তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, তবে আমার অন্তরে তাকে দৃঢ় করে দিন। অন্যথায় তা থেকে বের হওয়ার উপায় করে দিন।

তিনি রাত কাটালেন। কিন্তু সে রাতে শয়তান তাঁর মনে এমন কুমন্ত্রণার জাল বিস্তার করল যা অন্য কোন দিন করেনি। ভোরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, ভাতিজা! আমি তো এমন বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছি যা থেকে বের হওয়ার পথ আমার জানা নেই। কোন ব্যাপার সত্য, নাকি বিভ্রান্তি সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে তার উপর অবিচল থাকা আমার মত ব্যক্তির জন্য কষ্টকর। তুমি আমাকে কিছু বল। তোমার বক্তব্য শুনতে আমি খুব আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে ওয়ায-নসীহত করলেন। তিনি তাঁকে পুরস্কারের সুসংবাদ এবং শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হামযা (রা)-এর অন্তরে ঈমান দান করলেন। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আমি সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সত্য নবী। সুতরাং হে ভাতিজা! তুমি তোমার দীন প্রকাশ্যে প্রচার করে যাও! আল্লাহ্র কসম আমি আমার পূর্ব ধর্মমতে থেকে আসমানের নীচের সমগ্র দুনিয়া পেলেও তা আমার মনঃপূত

---

১. এখানে হযরত হামযা (রা)-এর কবিতা উল্লেখ করা হয়নি। সুহায়লী তাঁর 'রাওদুল উনুক' গ্রন্থে একটি কবিতা উল্লেখ করেছে যার শুরু এই حَمِدْتُ اللّٰهَ حِيْنَ هَوٰى فُؤَادِىْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَالدِّيْنِ الْحَنِيْفِ

নয়। বরং এই দীন গ্রহণ করে আমি ধন্য। এভাবে হযরত হামযা (রা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ আ'আলা তাঁর দীনকে শক্তিশালী করলেন। বায়হাকী হাকীম...... ইউনুস ইব্ন বুকায়র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয....... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমার পূর্বে মাত্র তিনজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমি হলাম চতুর্থ মুসলমান। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং বলেছিলাম আস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলে তৃপ্তি ও আনন্দের চিহ্ন দেখতে পাই। এটি একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

হযরত আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমর ইব্ন আব্বাস....... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে হযরত আবূ যর (রা) তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি ওই জনপদে যাও এবং যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে এবং তার নিকট আকাশ থেকে সংবাদ আসে বলে প্রচার করছে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এসে আমাকে জানাও। তুমি তার বক্তব্য শুনে এসে আমাকে তা জানাবে। তখন তাঁর ভাই রওনা হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর বক্তব্য শুনলেন। এরপর তিনি হযরত আবূ যর (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বলেন যে, আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি সৎকর্মের আদেশ দেন এবং এমন বাণী শুনান যা কবিতা নয়। আবূ যর (রা) বললেন, না, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমন সন্তোষজনকভাবে জানাতে পারলেন না।

এবার প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করে এবং পানির মশক সাথে নিয়ে তিনি নিজেই রওনা হয়ে পড়েন এবং মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি এসে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুঁজতে থাকেন। তিনি তাঁকে চিনতেন না। কাউকে জিজ্ঞেস করাও তিনি সমীচীন মনে করলেন না। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর তিনি শুয়ে পড়েন। হযরত আলী (রা) তাঁকে দেখতে পান এবং তিনি যে একজন বহিরাগত মুসাফির তা বুঝতে পারেন। তাই তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং আতিথ্য দান করলেন। তাদের কেউই একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ভোরে আবূ যর গিফারী (রা) তাঁর মালপত্র এবং মশক নিয়ে মসজিদে এলেন। দিনভর সেখানে থাকলেন। তখনও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নযরে পড়েননি। সন্ধ্যায় তিনি তার প্রথম দিনের স্থলে ফিরে এলেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে দেখলেন এবং বললেন, হায় লোকটি বুঝি তার উদ্দিষ্টের সন্ধান পায়নি। তিনি তাঁকে সেদিন নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁদের কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

তৃতীয় দিনেও আবূ যর গিফারী (রা) মসজিদে এলেন এবং আলী (রা) আবারও তাঁকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। এবার হযরত আলী (রা) তাঁকে বললেন, হে আগন্তুক! আপনার আগমনের

উদ্দেশ্য আমাকে বলবেন কি ? আবূ যর (রা) বললেন, আপনি যদি আমাকে কথা দেন যে, আমাকে সঠিক সন্ধান দেবেন, তবে আমার উদ্দেশ্যের কথা আপনাকে বলব। হযরত আলী (রা) কথা দিলেন। আবূ যর (রা) তখন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে খুলে বললেন। হযরত আলী (রা) বললেন, তিনি সত্যবাদী এবং তিনি আল্লাহ্র রাসূল। আগামী সকালে আপনি আমার সাথে যাবেন। আপনার জন্যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে এমন কোন পরিস্থিতি দেখলে আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের ভান করবো আমি যদি স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকি, তবে আপনি আমার পেছনে পেছনে যাবেন এবং আমি যেখানে প্রবেশ করি আপনি সেখানে প্রবেশ করবেন।

হযরত আলী (রা) রওনা হলেন। আবূ যরও তাকে অনুসরণ করলেন। এভাবে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। সাথে হযরত আবূ যর (রা)-ও উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলাপ-আলোচনা শুনলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও এবং ওদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবে। আমার পক্ষ থেকে অন্য নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। হযরত আবূ যর (রা) বললেন, যে মহান প্রভু আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছে তাঁর কসম, তাদের মধ্যে আমি চীৎকার করে করে এ দীনের দাওয়াত দেবো। তিনি ওখান থেকে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। এ বলে তিনি সেখানে দাঁড়ালেন। কাফিরগণ তাঁকে প্রহার করতে শুরু করলো।" তাদের প্রহারে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হযরত আব্বাস (রা) সেখানে আসেন এবং তাঁর উপর উপুড় হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমাদের জন্যে, তোমরা কি জান না যে, এ লোকটি গিফার গোত্রের ? তোমাদের তো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে ওপথে সিরিয়ায় যাতায়াত করতে হয়। ওদের হাত থেকে তিনি তাঁকে রক্ষা করলেন। পরের দিনও হযরত আবূ যর গিফারী অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন। এবারও তারা তাঁর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। হযরত আব্বাস (রা) এসে তাঁকে রক্ষা করলেন। এ হল সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য।

সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর বয়াতে বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি, আমার ভাই আনীস এবং আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সম্প্রদায় গিফার গোত্র থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গিফার গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ মনে করত। আমরা আমাদের এক মামার বাড়ি গিয়ে উঠলাম। তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য ও সমাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন।

আমাদের এ সম্মান দেখে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। মামাকে আমাদের বিরুদ্ধে বৈরী করে তোলার জন্যে তারা তাঁকে বলে যে, আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার পর আনীসই তো ঘরের মালিক হয়ে বসে। মামা ঘরে ফিরে আমাদেরকে তা জানালেন। আমি বললাম, এতদিন আমাদের প্রতি আপনি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন এখন তো আপনি সেটি ম্লান করে দিলেন। এরপর তো আপনার এখানে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর আমরা আমাদের বাহনগুলো নিয়ে সেগুলোর উপর সামানপত্র চাপিয়ে মক্কায় চলে আসি। আমাদের মামা তখন কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। এদিকে আমার ভাই আনীস আমাদের উষ্ট্রীগুলো এবং তার প্রতিপক্ষ এক লোকের অনুরূপ উষ্ট্রীপাল বন্ধক রেখে সে এবং ওই মালিকের মধ্যে কে উত্তম সে বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করে। উভয় পক্ষ একজন গণককে সালিস ও মীমাংসাকারী মেনে নেয়। মীমাংসাকারী সিদ্ধান্ত দেয় যে, আনীসই উত্তম। অনন্তর সে আমাদের উষ্ট্রীপাল এবং অপরপক্ষের বন্ধক রাখা অনুরূপ উষ্ট্রীপাল নিয়ে ফিরে আসে।

হে ভাতিজা! আমি কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্বেও নামায পড়েছি। আমি বললাম, কার উদ্দেশ্যে ওই নামায ছিল ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। আমি বললাম, কোন দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে যেদিকে ফিরিয়েছেন সেদিকে। তিনি বলেন, আমি ইশার নামাযও আদায় করতাম। শেষ রাতে আমি নিজেকে কাপড়ের মত হালকা বলে অনুভব করতাম। এভাবে সূর্য উদিত হত এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ত। তিনি বলেন, তখন আমার ভাই আনীস বলে যে, মক্কায় আমার কিছু কাজ আছে। সুতরাং আমি ফিরে আসার পর আপনার সাথে সাক্ষাত হবে। সে চলে গেল। এরপর সে আমার নিকট আসতে দেরী করে। আমি বললাম, বিলম্বের কারণ কি ? সে বলল, সেখানে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। লোকটি দাবী করছে যে, আল্লাহ্ তাকে আপনার ধর্মমতের সপক্ষে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি বললাম, লোকজন তার সম্পর্কে কী বলে ? সে বলল, তারা তাঁকে কবি, জাদুকর ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। আমার ভাই আনীস একজন কবি ছিল। সে বলল, আমি তো গণকদের কথাবার্তা শুনেছি। তিনি কিন্তু গণকদের মত কথা বলেন না। অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান কবিদের নিকট আমি তাঁর নিকট শ্রুত বাণীর উল্লেখ করেছি কিন্ত তা যে কবিতা এমন কথা কেউ বলেননি। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি কিন্তু নিশ্চয়ই সত্যবাদী আর ওরা মিথ্যাবাদী। আবূ যর (রা) বললেন, তুমি কি এখানে আমার কাজগুলো সামাল দিতে পারবে যাতে করে আমি ওখানে যাওয়ার সুযোগ পাই ? সে বলল, হ্যাঁ পারব। তবে মক্কাবাসীদের আক্রমণের ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন। কারণ, তারা মুহাম্মাদ (সা)-কে দোষারোপ করে এবং তাঁর প্রতি নির্যাতন চালায়।

হযরত আবূ যর (রা) বলেন, আমি রওনা হই এবং মক্কায় গিয়ে পৌঁছি। সেখানকার একজন দুর্বল মানুষ খুঁজে নিয়ে আমি তাকে বলি, যে ব্যক্তিকে ওরা ধর্মত্যাগী বলছে, সে লোকটি কোথায় ? লোকটি আমার দিকে ইঙ্গিত করে। আর অমনি কাফিরের দল ও উপত্যকার অধিবাসীরা ঢিল হাড় নিয়ে আমার উপর আক্রমণ শুরু করে। আমি অচেতন হয়ে পড়ে থাকি। অবশেষে আমাকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আমাকে যখন উঠিয়ে নেয়া হয়, তখন আমি যেন তীর নিক্ষেপের রক্তিম লক্ষ্যবস্তু। আমি যমযম কূপের নিকট আসি এবং ওই পানি পান করি। রক্তগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করি। এরপর আমি কা'বাগৃহ এবং তার গিলাফের মধ্যখানে অবস্থান করতে থাকি। ভাতিজা! আমি দীর্ঘ ৩০ দিন ৩০ রাত ওখানে অবস্থান করি। যমযমের পানি ছাড়া অন্য কোন খাদ্য আমার ছিল না। তাতেই আমি এত স্বাস্থ্যবান ও মোটা হয়ে পড়ি যে, আমার পেটের চামড়ার ভাঁজ বিলুপ্ত হয়ে সব সমান হয়ে যায়। ক্ষুধাজনিত কোন দুর্বলতা আমি অনুভব করিনি।

এক পূর্ণিমা রাতের ঘটনা। মক্কাবাসীরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু দু'জন মহিলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করছিল। তারা আসাফ ও নায়েলা প্রতিমার উপাসনা করছিল। আমি বললাম, তোমরা আসাফ ও নায়েলা প্রতিমার একটিকে অন্যটির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। আমার বক্তব্য তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। এরপর আমি বললাম, ওগুলোতো কাঠের ন্যায় জড়পদার্থ আমি কিন্তু ওগুলোর প্রতি আগ্রহী নই। এরপর তারা দু'জন এ খেদোক্তি করতে করতে ফিরে যাচ্ছিল যে, এখানে যদি আমাদের কোন লোক থাকত, তবে মজা দেখাতাম। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) তাদের সম্মুখে পড়লো। তারা দু'জন পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের কী হয়েছে ? তারা বল্ল, কা'বা গৃহ ও তার গিলাফের মাঝে আমরা একজন ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে দেখে এসেছি। তাঁরা বললেন, সে তোমাদেরকে কী বলেছে ? তারা বলল, সে এমন কথা বলেছে, যা মুখে বলা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) এসে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বা গৃহের তাওয়াফ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করলেন। এরপর আমি তাঁর নিকট এলাম। সর্বপ্রথম আমি তাঁকে ইসলামী রীতিতে অভিবাদন জানাই। তিনি বললেন

عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

তোমার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তুমি কে হে ? আমি বললাম, আমি গিফার গোত্রের লোক। তিনি তাঁর নিজের কপালে হাত রাখলেন। আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই আমি গিফার গোত্রের লোক শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাঁর হাত ধরতে যাচ্ছিলাম। তখন তাঁর সাথী হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে থামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আমার চাইতে তিনিই অধিক জানতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কবে থেকে এখানে আছ ? আমি বললাম, ত্রিশ দিন-রাত অবধি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে খাদ্যসামগ্রী সরবারাহ করে কে ? আমি উত্তর দিলাম, যমযমের পানি ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য আমি খাইনি। আমি এও বললাম যে, ওই পানি পান করেই আমার পেটের চামড়ার ভাঁজ সমান হয়ে গিয়েছে আর আমি আমার মধ্যে ক্ষুধাজনিত কোন দুর্বলতা অনুভব করি না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই যমযম কূপ বরকতময় কূপ এবং ওই পানি খাদ্যগুণ সম্পন্ন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি আজ রাতে তার আহারের ব্যবস্থা করি। তিনি তাই করলেন। এরপর তারা দু'জন যাত্রা করলেন।

আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। হযরত আবূ বকর (রা) একটি দরজা খুললেন এবং আমাদের জন্যে তাইফের আঙ্গুর নিয়ে এলেন। এতদিন পর এই প্রথম আমি খাদ্য গ্রহণ করলাম। এরপর কয়েক দিন আমি সেখানে অবস্থান করি। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, একটি খেজুর বীথি অঞ্চলের উদ্দেশ্যে আমি এ স্থান ত্যাগ করব। আর সেটি সম্ভবত ইয়াছরিব অঞ্চল। তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে পারবে ? তাহলে তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কল্যাণ সাধন করবেন এবং এর বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সাওয়াব দান করবেন।

হযরত আবূ যর (রা) বলেন, আমি তখন ওখান থেকে আমার ভাই আনীসের নিকট আসি। সে আমাকে বলে, আপনি কী করে এলেন ? আমি উত্তর দিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন আনীস বললেন, আপনার ধর্মমতের প্রতি আমার অসন্তুষ্টি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য বলে মেনে নিলাম। এবার আমরা উপস্থিত হলাম আমাদের মায়ের নিকট। আমাদের মা বললেন, তোমাদের ধর্মমতের প্রতি আমার কোন অসন্তুষ্টি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য বলে মেনে নিলাম। সওয়ারীতে আরোহণ করে আমরা আমাদের গিফার গোত্রে ফিরে আসি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা যাওয়ার পূর্বেই তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। খিফাফ ইব্ন ঈসাইন ইব্ন রখসত গিফারী তাঁদের ইমাম ছিলেন। তখন তিনিই তাদের নেতা ছিলেন। অন্যরা বলেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আসার পর আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল। তাদের সহযোগী গোত্র আসলাম গোত্রের লোকেরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এল। তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গিফার গোত্র আমাদের ভ্রাতৃ গোত্র। ওরা যে ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরাও সেভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ

গিফার গোত্র আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্র আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপদ রাখুন। ইমাম মুসলিম (র) হুদবা ইব্ন খালিদ সূতি সুলায়মান ইব্ন মুগীরা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অন্য বর্ণনায় ও এসেছি, তবে তাতে আরও অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে। আল্লাহ্ই জানেন। "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের সুসংবাদ" অধ্যায়ে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমাদ-এর ইসলাম গ্রহণ

ইমাম মুসলিম ও বায়হাকী (র) দাঊদ ইবন আবী হিন্দ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এক সময় যেমাদ মক্কায় উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন আযাদ শানুআ গোত্রের লোক। তিনি জিনগ্রস্ত লোকদের ঝাঁড়ফুঁক করতেন। মক্কার কতক মূর্খ ব্যক্তিকে তিনি বলতে শুনলেন যে, তারা বলছে, "মুহাম্মদ (সা) নিশ্চয়ই জিনগ্রস্ত লোক" যেমাদ বললেন, ওই লোকটি কোথায় ? আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত আমার মাধ্যমে তাকে আরোগ্য করবেন। তিনি বলেন, একদিন আমি মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাঁকে বলি যে, আমি তো জিনগ্রস্তদেরকে ঝাড়ফুঁক করে থাকি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন আমার হাতে সুস্থ করেন। সুতরাং আপনিও আমার নিকট আসুন। তখন মুহাম্মদ (সা) বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে হিদায়াত দেন অন্য কেউ তাকে গোমরাহ্ করতে পারে না। আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন অন্য কেউ

তাকে সৎপথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এরূপ ঘোষণা দিলেন।

যেমাদ বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তো গণকদের কথা শুনেছি, জাদুকরদের কথা শুনেছি এবং কবিদের কবিতাও শুনেছি। কিন্তু এ ধরনের কথা তো কোন দিন শুনিনি! হে রাসূল (সা)! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি ইসলাম গ্রহণের বায়আত করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বায়আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষেও কি তুমি বায়আত করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সম্প্রদায়ের পক্ষেও আমি বায়আত করছি। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সৈনিক প্রেরণ করেছিলেন। তারা যেমাদের সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেনাধ্যক্ষ তার লোকজনকে বললেন, তোমরা কি এই সম্প্রদায়ের কোন কিছু কেড়ে নিয়েছ? একজন বলল, হ্যাঁ ওদের একটি পানিপাত্র আমি নিয়েছি। সেনাধ্যক্ষ বললেন, ওটা ফেরত দিয়ে দাও! কারণ, এরা যেমাদের সম্প্রদায়।

অপর বর্ণনায় আছে যে, যেমাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, আপনার ওই বাক্যগুলো আমাকে শুনিয়ে দিন। ওগুলোর প্রভাব তো গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আবূ নুআয়ম তাঁর দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে মহান ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ শিরোনামে একটি বিরাট অধ্যায় রচনা করেছেন। এ বিষয়ে সেখানে তিনি ব্যাপক ও বিস্তারিত ভাবে তথ্যগুলো সন্নিবেশিত করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন এবং তার পুরস্কার দিন। যে সকল সাহাবী প্রথম ধাপে ঈমান আনয়ন করেছেন, তাদের নাম" শিরোনামে ইসহাক (র) একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবূ উবায়দা, আবূ সালামা, আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম, উছমান ইব্ন মাযঊন, উবায়দা ইব্ন হারিছ, সাঈদ ইব্ন যায়দ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত খাত্তাব, আসমা বিন্ত আবী বকর, আইশা বিন্ত আবূ বকর, তিনি তখন ছোট ছিলেন বটে, কুদামা ইব্ন মাযঊন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাযঊন, খাব্বাব ইব্ন আরত, উমায়র ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, ইবনুল কারী, সালিত ইব্ন আমর, আইয়াশ ইব্ন আবী রাবীআ, তার স্ত্রী আসমা বিন্ত সালামা ইব্ন মাখরমা তায়মী, খুনায়স ইব্ন হুযাফা, আমির ইব্ন রাবীআ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ, আবূ আহমদ ইব্ন জাহ্শ, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব, তাঁর স্ত্রী আসমা বিন্ত উমায়স, হাতিব ইবনুল হারিছ, তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা বিন্ত ইয়াসার, মা'মার ইব্ন হারিছ ইব্ন মা'মার জুমাহী, সাইব ইব্ন উছমান ইব্ন মাযঊন, মুত্তালিব ইব্ন আযহার ইব্ন আব্দ মানাফ, তাঁর স্ত্রী রামালাহ বিন্ত আবূ আওফ ইব্ন সুয়ায়রাহ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাহম নুহাম, তাঁর নাম নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসায়দ, আমির ইব্ন ফুহায়রা—হযরত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত দাস, খালিদ ইব্ন সাঈদ, উমায়না বিন্ত খালফ ইব্ন সাআদ ইব্ন আমির ইব্ন বিয়াযা ইব্ন খুযাআ, হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শামস আবূ হুযায়বা ইব্ন উতবা ইব্ন রাবীআ, ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরীন ইব্ন ছা'লাবা তামীমী, ইনি বনী আদী গোত্রের মিত্র, খালিদ ইব্ন বুকায়র আমির ইব্ন বুকায়র, আকিল ইব্ন বুকায়র, ইয়াস ইব্ন বুকায়র ইব্ন আবদি ইয়ালীল ইব্ন নাশিব ইব্ন গায়রা—ইনি বনী সাআদ ইব্ন লায়ছ, আকিল-এর নাম ছিল গাফিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর

নাম রাখেন আকিল তাঁরা বনী আদী ইব্‌ন কাআব গোত্রের মিত্র, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং সুহায়ব ইব্‌ন সিনান (রা)-এর পর দলে দলে নারী ও পুরুষ ইসলামে দীক্ষিত হন। অবশেষে মক্কায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হতে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন নবুওয়াতপ্রাপ্তির তিন বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে নির্দেশ দিলেন যাতে তাঁর প্রতি আদিষ্ট বিষয়গুলো তিনি প্রচার করেন এবং মুশরিকদের জুলুম নির্যাতনের মুখে ধৈর্যধারণ করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম নামায আদায়ের জন্যে পাহাড়ী এলাকায় চলে যেতেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকজন থেকে লুকিয়ে নামায আদায় করতেন।

এক দিনের ঘটনা। হযরত সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কয়েকজন লোক নিয়ে মক্কার পার্বত্য এলাকায় নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ কতক মুশরিক লোক তাঁদের নিকট গিয়ে পৌঁছে। তারা নামায আদায় করা নিয়ে দোষারোপ করে। শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়। হযরত সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তখন মুশরিকদের এক লোককে উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে প্রহার করেন। এতে তার শরীরের চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ইসলামের পথে এ হল প্রথম রক্তপাত। উমাবী (র) তাঁর মাগাযী গ্রন্থে আলওয়াক্কাসী আমির ইব্‌ন সাআদ সূত্রে তার পিতা থেকে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ওই বর্ণনায় আছে যে, যে মুশরিক লোকের রক্ত ঝরেছিল তার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খতল। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত।

অধ্যায়

প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ

সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি রিসালাতের বাণী পৌঁছানো, ধৈর্য ধারণ ও স্থিরতা অবলম্বন। মূর্খ, সত্যদ্রোহী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট সকল দলীল প্রমাণাদি পৌঁছার পরও তাদের অবাধ্যতার প্রবণতাকে উপেক্ষা করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এবং কাফির-মুশরিকদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল প্রেরণ আর তাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ যে সকল জুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছেন তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وانْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِيْىٌٔ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ - وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ - وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ- اِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

আপনার নিকট-আত্মীয়দেরকেও সতর্ক করুন। আর যারা আপনার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি আপনি বিনয়ী হোন। ওরা যদি আপনার অবাধ্য হয়, তবে তাদেরকে বলুন যে, তোমরা যা কর তার জন্যে আমি দায়ী নই। আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর—যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান থাকেন নামাযের জন্যে এবং দেখেন সিজদাকারীদের সঙ্গে আপনার উঠাবসা। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ (২৬ ঃ ২১৪-২২০)।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ-

কুরআন তো আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে সম্মানের বস্তু, তোমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে (৪৩ ঃ ৪৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ

যিনি আপনার জন্যে কুরআনের বিধান দিয়েছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন-স্থলে ফিরিয়ে আনবেন (২৮ ঃ ৮৫)। অর্থাৎ যে মহান প্রভু কুরআনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো আপনার জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন-স্থল আখিরাতে

নিয়ে যাবেন। এরপর এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ-

"সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ আমি ওদের সকলকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে যা তারা করে। অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছিল তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশারিকদেরকে উপেক্ষা করুন (১০ ঃ ৯২-৯৪)।

এ মর্মে কুরআন[১] মজীদের বহু আয়াত এবং বহু হাদীছ রয়েছে। তাফসীর গ্রন্থে সূরা শুআরা-এর وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা এ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছি। ওখানে বহু হাদীছও আমরা সন্নিবেশিত করেছি। তার মধ্য থেকে কতক হাদীছ এখানে উদ্ধৃত করছি।

ইমাম আহমদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ......ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ-আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন) আয়াত নাযিল করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "ইয়া সাবাহা" প্রভাতকালীন বিপদ। তারা ডাক শুনে সবাই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। কেউ কেউ নিজেরাই হাযির হয় আর কেউ কেউ প্রতিনিধি পাঠায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, হে ফিহ্‌রের বংশধরগণ! হে কাআব-এর বংশধরগণ! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের অপর দিকে শত্রুপক্ষ রয়েছে তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। তোমরা কি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে ? সকলে বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি আসন্ন কঠিন শাস্তির ব্যাপারে।"

আবূ লাহাব (আল্লাহ্ তার প্রতি লা'নত বর্ষিত করুন) বলে উঠল, সারা দিন ধরে তোমার জন্যে ধ্বংস আর দুর্ভোগ নেমে আসুক, আমাদেরকে কি এ জন্যেই ডেকে এনেছ ? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ) ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত....... (১১১ ঃ ১-৫) ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আ'মাশ সূত্রে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, মুআবিয়া ইবন আমর.......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াত যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শ বংশের সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকলকে ডাকলেন। তারপর বললেন, "হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।"

১. শেষাক্ত আয়াতখানা মূল কিতাবে উদ্ধৃত হয়নি। -সম্পাদকদ্বয়

হে কা'আবের বংশধরগণ। তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। হে হাশিমের বংশ-ধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। হে মুহাম্মাদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আমি ওই আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবো।"

ইমাম মুসলিম (র) আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র সূত্রে এ হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে যুহরী আবূ হুরায়রা সূত্রে এটি উল্লেখ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সনদেও এই হাদীছখানা বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে-আহমদ ও অন্যান্য গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, 'ওয়াকী ইবন হিশাম তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আইশা (রা) বলেছেন যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ। আয়াত যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা! হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়্যাহ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। ইমাম মুসলিমও এ হাদীছখানা উদ্ধৃত করেছেন।

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল হাফিয.....আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

আয়াতটি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি ওদেরকে এ কথা বললে কী অপ্রীতিকর আচরণ আমি তাদের পক্ষ থেকে পাব, তা আমার সম্যক জানা ছিল। তাই আমি নীরব থাকি। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তা যদি না করেন, তবে আপনাকে আগুনের শাস্তি দিবেন। হযরত আলী (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডেকে বললেন "হে আলী! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার নিকটাত্মীয়দেরকে আমি যেন সতর্ক করি। সুতরাং হে আলী! তুমি এক সা'[১] খাদ্যের সাথে একটি বকরী রান্না কর আর একটি পাত্র ভর্তি দুধের ব্যবস্থা কর। তারপর আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদেরকে আমার নিকট সমবেত কর। আমি তাই করলাম। ওরা সবাই সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ন্যূনাধিক ৪০ জন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাগণ তথা আবূ তালিব, হামযা, আব্বাস এবং

১. সা' হচ্ছে সোয়া তিন কে.জি. পরিমাণ। - সম্পাদকদ্বয়

খবীছ কাফির আবূ লাহাবও ছিল। খাদ্যের গামলাটি আমি তাদের সম্মুখে উপস্থিত করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক টুকরা গোশত নিয়ে দাঁতে কামড়িয়ে ছিঁড়ে তাই পাত্রের চারিপার্শ্বে ছিটিয়ে দিলেন এবং সবাইকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে এবার খাওয়া শুরু করুন। সবাই খেয়ে নিলেন এবং হাসিমুখে ওখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তখন পাত্রে আমরা তাদের আঙ্গুলের চিহ্নগুলো দেখতে পেলাম। আল্লাহ্র কসম, যে পরিমাণ খাদ্য প্রথমে ছিল তাদের একজনেই তা খেয়ে শেষ করতে পারত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আলী! ওদেরকে দুধ পান করাও। আমি দুধের পাত্র উপস্থিত করলাম। সবাই তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। আল্লাহ্র কসম, ওদের একজনেই ওই পরিমাণ দুধ খেয়ে ফেলতে পারতো। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য পেশ করার ইচ্ছা করলেন। তার আগেই অভিশপ্ত আবূ লাহাব কথা বলা শুরু করল। সে বলল, তোমাদের এ লোক যে জাদু দেখিয়েছে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী বটে। এ কথার পর সবাই চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য পেশ করার অবকাশই পেলেন না। পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন হে আলী! গতকাল যেরূপ খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করেছিলে আজও তেমন তৈরী কর। আমি কথা বলার আগে ওই লোক কী বলে গেল তাতো তুমি শুনেছ। আমি খাদ্য-পানীয় তৈরী করলাম এবং ওদের সবাইকে একত্রিত করলাম। পূর্বের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা করেছিলেন এ দিনও তাই করলেন। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া শেষ করে হাসিমুখে উঠল। আল্লাহ্র কসম, ওদের একজন লোকেই ওই পরিমাণ খাদ্য খেয়ে ফেলতে পারতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আলী! ওদেরকে দুধ পান করাও। আমি দুধের পাত্র নিয়ে এলাম। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্র কসম, ওদের একজনেই ওই পরিমাণ দুধ পান করে ফেলতে পারতো।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের সাথে কথা বলতে উদ্যত হলেন। তার পূর্বেই অভিশপ্ত আবূ লাহাব কথা বলে উঠল। সে বলল, তোমাদের এ লোক যে জাদুর ব্যবস্থা করেছে তা প্রচণ্ড শক্তিশালী বটে। এ কথা শুনে সবাই চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবারও তাদের সাথে কথা বলতে পারলেন না। পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আলী! পূর্বের দিনের ন্যায় খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করে দাও। আমি কথা কলার পূর্বে ওই লোক কী বলেছে তাতো তুমি শুনেছই। আমি অনুরূপ খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করে ওদের সবাইকে সমবেত করলাম। করি। পূর্বের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা করেছিলেন এদিনও তা করলেন। তারা খাওয়া শেষে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। এরপর আমি তাদেরকে দুধ পান করালাম। আল্লাহ্র কসম, ওদের একজনেই ওই পরিমাণ দুধ পান করে ফেলতে পারতো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আমি আপনাদের নিকট যা নিয়ে এসেছি কোন আরব যুবক তার সম্প্রদায়ের নিকট তার চাইবে কিছু নিয়ে এসেছে বলে আমার জানা নেই। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর বিষয় আমি আপনাদের নিকট নিয়ে এসেছি।

বায়হাকী (র) ইউনুস...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ রাযী .... হযরত আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ

বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় "আমি আপনাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি।" এরপর এতটুক অতিরিক্ত রয়েছে। "আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আপনা-দেরকে তার প্রতি আহবান করি।"

সুতরাং এ বিষয়ে আপনাদের মধ্যকার কে আমাকে সাহায্য করবেন ? তাহলে ঐ ব্যক্তি আমার ভাই হিসেবে গণ্য হবে। তিনি এ ভাবে আরও কিছু কথা বললেন। তাঁর বক্তব্য শুনে কেউই কোন উত্তর দিল না। আমি সেখানে সবার চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম। চোখ দিয়ে পানি পড়তো পেট ছিল বড় এবং পায়ের গোছা দুটো চিকন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি হব আপনার সাহায্যকারী! তখন তিনি আমার ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, 'এই আমার ভাই, আপনারা তার কথা শুনবেন, তার নির্দেশ মানবেন।' এরপর লোকজন হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। আর আবূ তালিবকে বলতে লাগল, 'সে তো আপনাকে নির্দেশ দিল আপনার পুত্রের কথা শুনতে আর তার নির্দেশ পালন করতে।' অবশ্য এ অতিরিক্ত বর্ণনাটুকু এককভাবে আবদুল গাফ্ফার ইবন কাসিম আবূ মারয়ামের। এ ব্যক্তি মিথ্যাচারী এবং শিয়াপান্থী লোক। আলী ইব্ন মাদীনী প্রমুখ তাকে জাল হাদীছ রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। অবশিষ্ট হাদীছ পরীক্ষকগণ তাকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

ইব্ন আবী হাতিম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ–

আয়াত যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, এক সা' খাদ্যের মধ্যে একটি বকরীর পা রান্না কর। আর এক পাত্র দুধের ব্যবস্থা কর এবং হাশিম গোত্রের লোকজন সবাইকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস। আমি তাদের সবাইকে ডেকে আনলাম। তাদের সংখ্যা ছিল ৩৯ কিংবা ৪১ জন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করলেন। তবে শেষে এতটুকু অতিরিক্ত যোগ করলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাদের সাথে আলাপের সূচনা করলেন এবং বললেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দিবেন এবং আমার পরিবারে আমার প্রতিনিধি হবেন। উপস্থিত কেউই কোন কথা বললেন না। ঋণ পরিশোধে নিজের সব সম্পদ শেষ হয়ে যাবে এ আশংকায় হযরত আব্বাসও কিছু বললেন না। হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত আব্বাস (রা) বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারণে তাঁর সম্মানার্থে আমিও চুপ থাকলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সে আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও হযরত আব্বাস নীরব রইলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, "আমি আপনার এ দায়িত্ব নেবো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমিই, হযরত আলী বলেন, তখন আমার অবস্থা সবার চেয়ে শোচনীয় ছিল। আমার দু-চক্ষু বেয়ে পানি পড়ত, পেট ছিল ফোলা, পায়ের গোছা দুটো চিকন।

এ হাদীছটি পূর্ববর্তী হাদীছের সমর্থক। তবে ওই হাদীছের সনদে ইব্ন আব্বাসের উল্লেখ নেই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ আসাদী ও রাবীআ ইব্ন নাজিয সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের সমর্থক হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

হাদীছের ভাষ্য "আপনাদের মধ্যে কে আছে যে আমার ঋণগুলো পরিশোধ করবে এবং আমার পরিবারে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে" দ্বারা তিনি একথা বুঝিয়েছেন যে, আমার যদি মৃত্যু হয়, তখন এ দায়িত্ব পালন করবে এমন কে আছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন এ আশংকা করেছিলেন যে, আরবের মুশরিদের নিকট রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে গেলে তাঁরা তাকে হত্যা করতে পারে। তাই তাঁর অবর্তমানে তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করার জন্যে এবং তাঁর ঋণ পরিশোধ করার জন্যে আস্থাভাজন লোকের খোঁজ করেছিলেন। অবশ্য ওই ধরনের অঘটন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন-

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ-

হে রাসূল। আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন, তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে লোকজন থেকে রক্ষা করবেন (৫ ঃ ৬৭)।

মোদ্দাকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে-দিনে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা সর্বপ্রকারে মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কোন বাধা প্রদানকারী তাঁকে তা থেকে বিরত রাখতে পারেনি তিনি মাহফিলে, মজলিসে, সমাবেশে মেলার মওসুমে এবং হজ্জের কার্যাদি সম্পাদনের স্থানসমূহে সমবেত লোকদের নিকট গিয়েছেন আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়ার জন্যে। ধনী-নিধন, স্বাধীন-অধীন, এবং সবল-দুর্বল যার সাথেই তাঁর সাক্ষাত হয়েছে, তাকেই তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াতের ব্যাপারে তিনি কোনরূপ ভেদাভেদ করেননি। কুরায়শের সবল ও শক্তিমান লোকেরা নানা প্রকারের অত্যাচার ও নির্যাতন সহকারে তাঁর উপর ও তাঁর অনুসারী দুর্বল ব্যক্তিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁর প্রতি সর্বাধিক কঠিন ও কঠোর আচরণকারী ছিল তাঁর চাচা আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল আরওয়া বিন্ত হার্ব ইব্ন উমাইয়া। আবূ লাহাবের মূল নাম আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তার স্ত্রী উম্মু জামীল ছিল আবূ সুফিয়ানের বোন। চাচা আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব কিন্তু এ ব্যাপারে তার বিরোধী ছিলেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবের প্রিয়তম মানুষ ছিলেন। তাঁর ভরণ-পোষণে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন এবং তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করতেন। অন্যদের জুলুম-নির্যাতন ও কটাক্ষ থেকে তিনি তাঁকে রক্ষা করতেন। তিনি নিজে কুরায়শী ধর্মমতের অনুসরণকারী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তিনি ওদের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সহজাত ভালবাসা দিয়েছিলেন, শরীআতভিত্তিক ভালবাসা নয়।

আবূ তালিব একদিকে তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্মমতে অবিচল থেকেছিল, আর অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জান-প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছিল। এ দ্বিমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত রয়েছে। কারণ, আবূ তালিব যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তবে কুরায়শ বংশীয় মুশরিকদের নিকট তাঁর কোন প্রভাব ও গুরুত্ব থাকত না। তাদের উপর বড় কথা বলার

মত অবস্থা তাঁর থাকত না। তখন তাঁরা তাঁকে ভয়ও পেত না, তাঁকে সমীহও করত না। উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধাচরণের দুঃসাহস দেখাত এবং মুখে ও কাজে তাঁর প্রতি অসদাচরণের চেষ্টা করত। আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেই দিয়েছেন যে, আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন এবং যা পসন্দ করেন, তাই করেন।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতকে বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রজাতিতে বিভক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই দুই চাচা আবূ তালিব ও আবূ লাহাব। অথচ এই চাচা অর্থাৎ আবূ তালিব আখিরাতে থাকবে জাহান্নামের কূপের উপরের প্রান্তে আর ওই চাচা অর্থাৎ আবূ লাহাব থাকবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে। তার দুর্ভোগের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। এ সূরা মিম্বরে মিম্বরে পাঠ করা হয়, ওয়ায-নসীহতে উল্লেখ করা হয়। এ সূরার মর্ম এই যে, ওই আবূ লাহাব অবিলম্বে প্রবেশ করবে শিখাময় অগ্নিতে। তার স্ত্রী কাঠ বহনকারিণীও সেখানে প্রবেশ করবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন আবুল আব্বাস বনূ দায়ল গোত্রের রাবীআ ইব্ন আব্বাস নামের এক লোক থেকে বর্ণনা করেন। উক্ত বর্ণনাকারী জাহিলী যুগে অমুসলিম ছিল, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, আমি জাহেলী যুগে একদিন যুলমাজায বাজারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পাই-তিনি বলছিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْا-

"হে লোক সকল! তোমরা বল আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।" আমি দেখেছি যে, লোকজন তাঁর নিকট সমবেত হয়েছে। তাঁর পেছনে দেখতে পেলাম একজন লোক, লোকটির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ, চক্ষু টেরা এবং তার দুটো ঝুঁটি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলছিল, "এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যাবাদী।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে যাচ্ছিলেন লোকটিও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে যাচ্ছিল। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে লোকজন বলল, সে তো তাঁরই চাচা আবূ লাহাব।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী (র) আবদুর রহমান ইব্ন আবূ যানাদ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী আরো উল্লেখ করেছেন যে, আবূ তাহির ফকীহ্-রাবী-আদ্ দায়লী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুলমাজায বাজারে দেখতে পেয়েছিলাম যে, তিনি মানুষের অবস্থানস্থলসমূহে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তাঁর পেছনে ছিল টেরা চক্ষু বিশিষ্ট একজন লোক। লোকটির দু'গাল চকচক করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে সে বলছিল, "হে লোক সকল! এ ব্যক্তিটি যেন তোমাদেরকে নিজেদের ধর্মমত এবং তোমাদের পূর্বপুরুষের ধর্মমতের ব্যাপারে প্রতারণা করতে না পারে। আমি ওই লোকটির পরিচয় জানতে চাইলাম। আমাকে জানানো হল যে, সে হচ্ছে আবূ লাহাব।

ইমাম বায়হাকী (র) শু'বা....... কিনানা বংশের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। সে ব্যক্তি বলেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুলমাজায বাজারে দেখেছিলাম, তিনি বলছিলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْا-

"হে লোক সকল! তোমরা বল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।" আমি তাঁর পেছনে অপর এক লোককে দেখতে পেলাম যে, সে তাঁর প্রতি মাটি নিক্ষেপ করছে। সে ছিল আবূ জাহ্ল। সে বল্ছিল, "হে লোক সকল! এ ব্যক্তি যেন তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মমতের ব্যাপারে প্রতারিত করতে না পারে। সে তো চায় যে, তোমরা লাত ও উয্যার উপাসনা ত্যাগ কর।" এ বর্ণনায় লোকটি আবূ জাহ্ল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ওই লোকটি ছিল আবূ লাহাব। আবূ লাহাবের জীবনীর অবশিষ্টাংশ আমরা তার মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করার সময় উল্লেখ করব। তার মৃত্যু হয়েছিল বদর যুদ্ধের পর।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ছিল চাচা আবূ তালিবের পরম স্নেহ মমতা ও মানবিক ভালবাসা। তাঁর কাজ-কর্ম, স্বভাব-চরিত্র এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে রক্ষা করার জন্যে তার মরণপণ প্রচেষ্টা পর্যালোচনা করলে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র...... আকীল ইব্ন আবূ তালিব সূত্রে বলেন, কুরায়শের লোকেরা আবূ তালিবের নিকট এসে বলেছিল, আপনার এই ভাতিজাটি আমাদের সভা-সমাবেশে, মাহফিলে-মজলিসে এবং উপাসনালয়ে গিয়ে আমাদেরকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আপনি আমাদের নিকট আসা থেকে তাকে বারণ করে দিন! তখন আবূ তালিব বললেন, হে আকীল! তুমি যাও তো, মুহাম্মাদকে ডেকে নিয়ে আস। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং ছোট্ট একটি কুটির থেকে বের করে ভর দুপুরে তাকে নিয়ে এলাম। তখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। তাঁদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে আবূ তালিব বললেন, এই যে তোমার জ্ঞাতি ভাইয়েরা, এরা বলছে যে, তুমি ওদেরকে সভা-সমাবেশে এবং উপাসনালয়ে গিয়ে কষ্ট দিচ্ছ। ওদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে তুমি বিরত থেকো!

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কি ওই সূর্যটা দেখছেন ? ওরা বলল, হ্যাঁ, দেখছিই তো! তিনি বললেন, আপনারা যদি সূর্যের একটা শিখাও আমার হাতে তুলে দেন, তবু ওই দাওয়াতের কাজ থেকে আমি বিরত থাকতে পারব না। আবূ তালিব বললেন, আল্লাহ্র কসম, 'আমার ভাতিজা কখনো মিথ্যা কথা বলে না, তোমরা চলে যাও।' এ হাদীছটি ইমাম বুখারী (র) তারীখ গ্রন্থে ইউনুস ইব্ন বুকায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী (র) ইউনুস..... মুগীরা ইব্ন আখনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, কুরায়শগণ যখন আবূ তালিবকে ওই কথা বলল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে এনে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিকট এসেছিল এবং এসব কথা জানিয়ে গেল। সুতরাং তুমি নিজেও বাঁচ, আমাকেও বাঁচতে দাও! এমন কোন সমস্যা আমার উপর চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার সামর্থ আমারও নেই, তোমারও নেই। সুতরাং তোমার যে কথাটি তারা অপসন্দ করে, সে কথা তুমি বলে না। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধারণা করলেন যে, তাঁর সম্পর্কে তাঁর চাচার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তিনি তাঁকে

ওদের হাতে সোপর্দ করতে যাচ্ছেন এবং তাঁকে রক্ষায় তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি বললেন, চাচা! যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র দেয়া হয় তবু এ কাজ আমি ত্যাগ করতে পারব না। এ কাজ আমি অবিরাম চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ দীনকে বিজয়ী করেন কিংবা এই দীন প্রতিষ্ঠায় আমার মৃত্যু হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে এবং তিনি কেঁদে ফেলেন। এ অবস্থা দেখে আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা! তোমার কাজে তুমি এগিয়ে যাও! তোমার কর্মতৎপরতা তুমি চালিয়ে যাও এবং তুমি যা ভাল মনে কর তা করতে থাক। আল্লাহ্র কসম, কোন কিছুর বিনিময়েই আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেবো না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর আবূ তালিব নিম্নের কবিতাটি পাঠ করেন ঃ

وَاللّٰهُ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ- حَتّٰى اُوَسَّدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا-

আল্লাহ্র কসম, আমি কবরস্থিত হয়ে মাটিকে বালিশ বানানোর পূর্ব পর্যন্ত তারা সবাই মিলেও তোমার নিকটে আসতে পারবে না।

فَامْضِىْ لاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً - اَبْشِرْ وَ قَرِّ بِذَالِكَ مِنْكَ عُيُوْنًا

তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, কোন অপমান-লাঞ্ছনা তোমার প্রতি আসবে না। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং এতদ্বারা তোমার চোখ জুড়াও।

وَدَعَوْتَنِىْ وَعَلِمْتُ اَنَّكَ نَاصِحِى - فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قِدْمُ اَمِيْنًا-

তুমি আমাকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছ আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি আমার কল্যাণকামী, তুমি সত্য বলেছ, তুমি তো পূর্ব থেকেই আল-আমীন ও বিশ্বাসী বলে খ্যাত।

وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِاَنَّهٗ - مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا

তুমি আমার নিকট একটি দীন পেশ করেছ, আমি নিশ্চিত জানি যে, ওই দীন হল সৃষ্টি জগতের জন্যে শ্রেষ্ঠ দীন।

لَوْلاَ الْمُلاَمَةُ اَوْ حِذَارِىْ سُبَّةً - لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا-

যদি সমালোচনার আশংকা এবং আমার যুগ-সচেতনতা না থাকত, তবে তুমি আমাকে ওই দীনের সুস্পষ্ট অনুসরণকারী ও অনুগামী দেখতে পেতে।

এরপর বায়হাকী (র) বলেছেন যে, ইব্ন ইসহাক এ প্রসংগে আবূ তালিবের আরো কতক পংক্তি উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, চাচা আবূ তালিব দীন ও ধর্ম-মতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিপরীত অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করেছেন, নিরাপদ রেখেছেন। অবশ্য যেখানে তাঁর চাচার উপস্থিতি ছিল না। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যান্য উপায়ে তাঁকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মক্কার মুশরিকদের মাঝে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সভা বিষয়ক একটি দীর্ঘ হাদীছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করলেন, তখন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম বলল, "হে কুরায়শ সম্প্রদায়! এই মুহাম্মাদ কি কাজ করে যাচ্ছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করছো ? সে আমাদের ধর্মের দোষত্রুটি বর্ণনা করছে, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করছে, আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মূর্খতার অপবাদ দিচ্ছে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে গালমন্দ করছে। আমি আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করে বলছি যে, আগামীকাল ভোরে আমি একটি পাথর নিয়ে বসে থাকব সে যখন সিজদায় যাবে ওই পাথর মেরে আমি তার মাথা ফাটিয়ে দেব। এরপর আব্দ মানাফ গোত্রের লোকেরা আমাকে যা করতে পারে করবে। পরের দিন প্রত্যুষে আবূ জাহ্ল (তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত) সত্যি সত্যি একটি পাথর হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষায় ওঁৎপেতে বসে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথারীতি ফজরের নামাযের জন্যে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁর কিবলা ছিল সিরিয়া অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। ফলে, তিনি যখন হাজারে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন, তখন তাঁর মাঝে এবং তাঁর কিবলার স্থান সিরিয়ার মাঝে থাকত কা'বাগৃহ। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের জন্যে দাঁড়ালেন। কুরায়শের লোকেরা সেদিন সকালে কা'বাগৃহে এসে নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করে। আবূ জাহ্লের কার্যকলাপ দেখার জন্যে তারা অপেক্ষা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদায় গেলেন। আবূ জাহ্ল তখনই পাথরটি তুলে নিয়ে তাঁর প্রতি অগ্রসর হয়। সে তাঁর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এরপর হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এবং চেহারার ফ্যাকাশে রং নিয়ে সে পেছনে সরে আসে। পাথরের উপর তার হাত দুটো নিস্তেজ হয়ে যায় এবং হাত থেকে পাথর পড়ে যায়। তার এ শোচনীয় অবস্থা দেখে কুরায়শের লোকজন তার নিকট ছুটে আসে। তারা বললো, হে আবুল হাকাম! আপনার কী হয়েছে ? সে বলল, গতরাতে আমি তোমাদেরকে যা বলেছিলাম তা কার্যকর করার জন্যে আমি তার প্রতি অগ্রসর হয়েছিলাম। আমি তার কাছাকাছি পৌঁছতেই তার পেছনে আমার সম্মুখে দেখতে পাই এক বিশাল উট। ওই উটের মাথা, ঘাড় ও দাঁত এত বিশাল ও ভয়ংকর যে, কোন উটের মধ্যে আমি তেমনটি দেখিনি। ওই উট আমাকে খেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন :

ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ وَلَوْدَنَا مِنْهُ لَاَخَذَهُ-

ওই উট মূলত জিবরাঈল (আ) ছিলেন। আবূ জাহ্ল যদি ওটির কাছে যেত, তবে নিশ্চয়ই সেটি তাকে আক্রমণ করত।

বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয...... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে ছিলাম। সেখানে অভিশপ্ত আবূ জাহ্ল এল। সে বলল, আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করে বলছি, আমি যদি মুহাম্মদকে সিজদারত দেখি, তবে আমি তার ঘাড় পদদলিত করে দিব। এ কথা শুনে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলাম এবং আবূ জাহ্লের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করলাম। এদিকে আবূ জাহ্ল ক্রুদ্ধ অবস্থায়

মসজিদের দিকে যাত্রা করে। দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রাচীরের সাথে জোরে ঠোকর খায়। আমি মনে মনে বললাম, আজ বরাতে দুর্গতি আছে। আমি জামা-কাপড় পরে তার পেছন পেছন যাত্রা করি। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে প্রবেশ করেন এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

পাঠ করতে থাকেন। পাঠ করতে করতে তিনি যখন আবূ জাহ্ল সম্পর্কিত আয়াত ঃ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে (৯৬ ঃ ৬-৭)। পর্যন্ত পৌঁছিলেন, তখন এক ব্যক্তি আবূ জাহ্লকে সম্বোধন করে বলল, হে আবুল হাকাম, এ তো মুহাম্মাদ, যে এমন কথা বলছে। আবূ জাহ্ল বলল, আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখছ না ? আল্লাহ্র কসম, আমার সম্মুখে তো আদিগন্ত প্রাচীর সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সূরা শেষ করে সিজদা করলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক....... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেছেন, আবূ জাহ্ল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মাদ (সা)-কে কা'বার নিকট নামায আদায় করতে দেখি, তবে আমি তার ঘাড় পায়ে চেপে দলিত-মথিত করে দেব। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে গেল। তিনি বললেন, সে যদি তা করে, তবে ফেরেশতাগণ প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করবেন। এ হাদীছ ইমাম বুখারী ইয়াহ্ইয়া থেকে এবং তিনি আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

দাঊদ ইব্ন আবূ হিন্দ........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করছিলেন। আবূ জাহ্ল সে পথে যাচ্ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে নামায আদায়ে নিষেধ করিনি ? তুমি তো জান এই মক্কা ভূমিতে আমার চেয়ে অধিক জনবল সম্পন্ন আর কেউ নেই। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলেন। তখন জিবরাঈল নিম্নলিখিত আয়াত নিয়ে আসলেন ঃ "সে তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ডাকুক, আমরা ডাকব আযাবের ফেরেশতাগণকে" (৯৬ ঃ ১৭-১৮)। আল্লাহ্র কসম, সে যদি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ডাকত, তবে আযাব প্রদানে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাকে অবশ্যই পাকড়াও করতেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীছখানা রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীছটি সহীহ্ ও বিশুদ্ধ বলে ইমাম নাসাঈ মন্তব্য করেছেন।

ইমাম আহমদও অনুরূপ মর্মের হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন জারীর বলেন, ইব্ন হুমায়দ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আবূ জাহ্ল বলেছিল, মুহাম্মাদ যদি পুনরায় "মাকামে ইবরাহীম"-এর নিকট নামায আদায় করে, তবে আমি অবশ্যই তাকে খুন করে ফেলব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে শুরু করে لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَةٗ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

পর্যন্ত (৯৬ ঃ ১-১৮) এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করতে গেলেন। আবূ জাহ্ল তার কোন ক্ষতিই করতে পারছিল না দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনাকে বাধা দিচ্ছে

কিসে ? সে বলল, বিরাট সৈন্য সমাবেশের কারণে আমার আর মুহাম্মাদের মাঝে কালো প্রাচীর তৈরী হয়ে গিয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, সে যদি নড়াচড়া করত এবং সম্মুখে অগ্রসর হত, তবে ফেরেশতাগণ তাকে পাকড়াও করতেন। লোকজন তা প্রকাশ্যে দেখতে পেত।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন আবদুল আলা...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ জাহ্‌ল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সম্মুখে মাটিতে কপাল ঘষে ? ওরা বলল, হ্যাঁ তাই তো। তখন আবূ জাহ্‌ল বল্‌ল, লাত ও উয্‌যার কসম, আমি যদি তাকে এ ভাবে নামায আদায় করতে দেখি, তবে তার ঘাড় পায়ে মাড়িয়ে দিব এবং মুখে মাটি মেখে দিব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করছিলেন এমন সময় সে তাঁর নিকট এল তাঁর ঘাড় পদদলিত করার জন্যে। কিন্তু লোকজন আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল যে, সে পেছনের দিকে সরে আসছে এবং দু'হাতে যেন নিজেকে রক্ষা করছে। লোকজন তাকে বলল, ব্যাপার কি ? সে বলল, আমি দেখলাম, আমার এবং তাঁর মাঝে আগুনের একটি গহ্বর এবং দেখলাম ভয়ংকর বস্তু ও কতগুলো ডানা বিশিষ্ট জীব। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি সে আমার নিকটে ঘেঁষতো, তবে ফেরেশতাগণ তার এক একটি করে অঙ্গ ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

كَلاَّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

সূরার শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ বস্তুত, মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। আপনি কি তাকে দেখেছেন যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে নামায আদায় করে ? আপনি লক্ষ্য করেছেন কি যদি সে সৎপথে থাকে অথবা তাক্‌ওয়ার নির্দেশ দেয়! আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন ? সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে। মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ। অতএব সে তার পার্শ্বচরদেরকে আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। সাবধান! আপনি ওর অনুসরণ করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নিকটবর্তী হোন (৯৬ ঃ ১৫-১৮)।

এ হাদীছটি ইমাম আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন আবী হাতিম এবং বায়হাকী (র) প্রমুখ মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মান তায়মী উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াহাব ইব্‌ন জারীর...... আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন মাত্র একটি দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরায়শদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করতে দেখিনি। যে দিন বদদু'আ করেছিলেন, সেদিনের ঘটনা এই তিনি নামায আদায় করছিলেন। পাশে বসা ছিল কুরায়শের কতক লোক। নিকটে ছিল উটের নাড়িভুঁড়ি। তারা বলল, ওই নাড়িভুঁড়ি নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর পিঠে চাপিয়ে আসতে পারবে কে ? উকবা ইব্‌ন আবী মুআয়ত বলল, আমি পারব। এরপর ওই নাড়িভুঁড়ি নিয়ে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিঠে ফেলে আসে। নাড়িভুঁড়ির চাপে তিনি সিজদা থেকে উটতে পারছিলেন না, বরং

সিজদাতেই থেকে গেলেন। অবশেষে হযরত ফাতিমা (রা) এসে সেটি তাঁর পিট থেকে সরিয়ে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বলে তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! কুরায়শের নেতৃস্থানীয় এই লোকগুলোকে আপনি শাস্তি দিন হে আল্লাহ্! উতবা ইব্ন রাবীআকে শাস্তি দিন, হে আল্লাহ শায়বা ইব্ন রাবীআকে শাস্তি দিন! হে আল্লাহ! আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামকে শাস্তি দিন। হে আল্লাহ উকবা ইব্ন আবী মুআইতকে শাস্তি দিন! হে আল্লাহ উবাই ইব্ন খাল্ফকে শাস্তি দিন! বর্ণনাকারী শু'বা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবাই ইব্ন খালফের জন্যে বদ-দু'আ করেছেন, নাকি উমাইয়া ইব্ন খালফের কথা বলেছেন। এ ব্যাপার রাবীর সন্দেহ আছে। আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি বদরের যুদ্ধে দেখেছি যে, ওরা সবাই সে দিন নিহত হয়েছে। এরপর উবাই ইব্ন খাল্ফ মতান্তরে উমাইয়া ইব্ন খালফ ব্যতীত অন্য সবাইকে টেনে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল। উবাই ইব্ন খাল্ফ মোটাসোটা লোক ছিল। তাই তাকে কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয়। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের একাধিক স্থানে এবং ইমাম মুসলিম (র) তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে ইব্ন ইসহাক থেকে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ হওয়াটাই বিশুদ্ধ। কারণ, বদর দিবসে সে-ই নিহত হয়েছিল। তার ভাই উবাই ইব্ন খাল্ফ নিহত হয়েছে উহুদ দিবসে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ অবিলম্বে আসবে। সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন হাদীছের বিষয়বস্তু এই যে, তারা যখন এ অপকর্ম করল, তখন তারা হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছিল।

উক্ত বর্ণনায় আরও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর থেকে নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে হযরত ফাতিমা (রা) ওদের নিকট গেলেন এবং তিনি তাদেরকে গালমন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায শেষ করে দু'হাত তুলে তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করলেন। তা' দেখে তাদের হাসি থেমে যায় এবং তাঁর বদ-দু'আর প্রেক্ষিতে তারা শংকিত হয়ে পড়ে। তিনি সামগ্রিক ভাবে দলের সবার জন্যে এবং নির্দিষ্টভাবে সাত জনের নাম উল্লেখ করে বদ-দু'আ করেছিলেন। অধিকাংশ বর্ণনায়, ওই সাত জনের মধ্যে ছয় জনের নাম পাওয়া যায়। তারা হল, উতবা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, ওলীদ ইব্ন উতবা, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উকবা ইব্ন আবী মুআয়ত এবং উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ। ইব্ন ইসহাক বলেন, সপ্তম ব্যক্তির নাম আমি ভুলে গিয়েছি। আমি বলি, ওই সপ্তম ব্যক্তি হল আম্মারা ইব্ন ওয়ালীদ, সহীহ্ বুখারীতে তার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ইরাশী[১]-এর বর্ণনা

ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক....... আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুফিয়ান ছাকাফী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, বাবেল তথা ব্যাবিলনের ইরাশ অঞ্চলের একজন লোক কতক উট নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম তার নিকট থেকে উটগুলো ক্রয় করে। কিন্তু মূল্য পরিশোধে সে অযথা বিলম্ব করতে থাকে। ইরাশী লোকটি কুরায়শের গণ্যমান্য লোকদের সভায় আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মসজিদের একপাশে বসা ছিলেন। সে বলল, হে কুরায়শ গোত্র! আমার পক্ষে আপনাদের মধ্য থেকে কে আবূ জাহল ইব্ন হিশামের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন ? সে আমার পাওনা পরিশোধ করছে না।

১. ইরাশী শব্দটি ইরাশ নামক স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আমি একজন ভিনদেশী মুসাফির। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে তারা বলল, ওই যে লোকটি দেখছ, তুমি তার নিকট যাও! তিনিই পারবেন তোমার পাওনা উসুল করে দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ জাহ্লের মধ্যে বিরাজমান বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তারা এমনটি বলেছিল। ইরাশী এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাঁড়ায়। সে তাঁকে সকল বৃত্তান্ত অবহিত করে। তিনি তার সাথে রওনা হন। লোকজন যখন দেখল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরাশী লোকটির সাথে যাচ্ছেন, তখন তারা একজন লোককে বলল, তুমিও তাঁর পেছনে পেছনে যাও এবং তিনি কি করেন তা লক্ষ্য কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জাহ্লের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং দরজায় আঘাত করেন। আবূ জাহ্ল বলে "কে ?" "আমি মুহাম্মাদ, তুমি বেরিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে বেরিয়ে, আসে। তখন তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তহীন ফ্যাকাশে। ভয়ে তার চোহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ লোকটির পাওনা চুকিয়ে দাও! সে বলল, ঠিক আছে, দাঁড়াও, এখনি আমি ওর পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছি। সে ঘরে যায় এবং ফিরে এসে ইরাশী লোকটির পাওনা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে আসেন এবং লোকটিকে বলেন, এবার তুমি তোমার পথে চলে যেতে পার। ইরাশী পুনরায় কুরায়শীদের মজলিসে এসে উপস্থিত হয়। সে বলে, ওই লোকটিকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন! আমার পাওনা আমি বুঝে নিয়েছি। ওরা যে লোকটিকে পাঠিয়েছিল সে ওদের নিকট ফিরে আসে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী দেখলে ? সে বলে, যা ঘটেছে তা তো এক অতীব আশ্চর্য ঘটনা। আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মাদ (সা) গিয়ে তাঁর দরজায় আঘাত করেন। তাতে আবূ জাহ্ল দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। যেন তাঁর দেহে তখন প্রাণ ছিল না। মুহাম্মদ বললেন, এই লোকের পাওনা চুকিয়ে দাও!" আবূ জাহ্ল বললেন, হ্যাঁ তাই হবে, তুমি দাঁড়াও, আমি তার পাওনা নিয়ে আসছি। এরপর সে ঘরে প্রবেশ করে এবং তার পাওনা এনে তাকে দিয়ে দেয়। তাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে আবূ জাহ্ল সেখানে হাযির হয়। তারা বলে, হায় হায়, তোমার কী হয়েছিল ? যে কাজ তুমি করেছ, আল্লাহ্র কসম আমরা তো ইতোপূর্বে কখনো তা হতে দেখিনি। সে বলল, হায়! আল্লাহ্র কসম, প্রকৃত ঘটনা এই যে, মুহাম্মাদ আমার দরজায় আঘাত করে এবং আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তাতে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। এরপর আমি তার নিকট বেরিয়ে আসি। তখন আমি তার মাথার উপর দিয়ে একটি বিশালাকার উট দেখতে পাই। ওই উটের মাথা, ঘাড় ও দাঁতের ন্যায় ভয়ংকর ও বিরাট মাথা ঘাড় ও দাঁত আমি কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম, যদি আমি ওই পাওনা দিতে অস্বীকার করতাম, তাহলে ওই উট নিশ্চয়ই আমাকে খেয়ে ফেলত।

পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আইয়াশ ইবন ওয়ালীদ...... উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আসকে বলেছিলাম, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কঠোরতম যে আচরণ করেছে, তা আমাকে একটু বলুন। তিনি বললেন, একদিন কা'বাগৃহের হাতীম অংশে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করছিলেন । তখন উকবা ইবন আবূ মুআয়ত

সেখানে উপস্থিত হয়। সে তার কাপড় দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গলা পেঁচিয়ে সজোরে টান দেয়। তখন হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে উপস্থিত হন এবং উকবাকে ঘাড় ধরে সরিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুক্ত করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْجَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ–

একজন লোককে তোমরা কি কেবল এজন্যেই হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ তোমাদের নিকট এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কতক তোমাদের উপর আপতিত হবেই। আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না (৪০ ঃ ২৮)।

এ হাদীছের সমর্থনে আল্লামা বায়হাকী (র) হাকিম..... উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন 'আসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কুরায়শদের শত্রুতার জঘন্যতম প্রকাশরূপে আপনি কোন ঘটনা দেখেছেন ? তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি যা দেখেছি তা হল, তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একদিন কা'বা শরীফের হাতীম অংশে সমবেত হয়েছিল। সেখানে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রসংগ আলোচনা করে। তারা বলে যে, এই লোকটির ব্যাপারে আমরা যা ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করছি এরূপ ধৈর্যধারণ করতে আমরা কখনো কাউকে দেখিনি। সে আমাদের ধৈর্যশীল ও জ্ঞানবান লোকদেরকে মূর্খ ঠাওরাচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করছে আমাদের দীন-ধর্মের সমালোচনা করছে আমাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করছে আমাদের দেবতা ও উপাস্যদেরকে গাল দিচ্ছে। তার ব্যাপারে আমরা এখন এক মহাসংকটের সম্মুখীন ।

তারা হুবহু এ কথা বা এমর্মের বক্তব্য রেখেছিল অথবা তারা আলোচনা করছিল ঠিক ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে এলেন এবং সোজা এসে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে তিনি তাওয়াফ করতে শুরু করেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে তারা বিভিন্ন কটূক্তি করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবু তিনি তাওয়াফ চালিয়ে যেতে থাকেন। দ্বিতীয় চক্করে যখন তিনি তাদেরকে অতিক্রম করছিলেন, তখনও তারা তাঁকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করে। তৃতীয়বারও যখন তারা এরূপ করলো, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা কি শুনছো ? আমি কিন্তু তোমাদের জন্যে এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যাতে তোমাদের যবাহ্ হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তার বক্তব্য শুনে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সকলের মধ্যে পিন-পতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। সবাই তখন স্থির ও অনড় যেন তাদের মাথায় পাখি বসেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিন্দামুখর

ব্যক্তিটি সে বক্তব্যটি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে বলে-হে আবুল কাসিম! ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যাও, তুমি তো মূর্খ নও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে গেলেন। পরের দিন তারা সকলে পুনরায় হাতীম অংশে সমবেত হয়। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তারা একে অন্যকে বলে, তোমরা যা কিছু করো না আর সে যা কিছু করেছে তা তো তোমাদের সবারই আছে। এমনকি যখন সে তোমাদের অপসন্দের কথা বলেছে তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছ।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে সেখানে উপস্থিত হন। তারা সবাই একযোগে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। সকলে তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি তাদের দীন-ধর্ম ও উপাস্যদের যে দোষত্রুটি বর্ণনা ও সমালোচনা করেন, সেগুলো উল্লেখ করে তারা বলে, তুমিই কি এরূপ বলে থাক ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হ্যাঁ, আমিই এরূপ বলে থাকি। তাদের একজনকে আমি দেখলাম যে, সে তাঁর চাদরের উভয় প্রান্ত কষে ধরে তাঁর গলায় পেঁচিয়ে সজোরে টানছে। এদিকে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে হযরত আবূ বকর (রা) তার প্রতিবাদ করে বলছিলেন, তোমাদের সর্বনাম হোক। তোমরা একজন মানুষকে কি কেবল এ জন্যেই হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ ? তখন তারা তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। কুরায়শদের নিষ্ঠুর আচরণসমূহের মধ্যে এটিই আমার দেখা নিষ্ঠুরতম আচরণ।

পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি কুরায়শ নেতৃবর্গের আক্রোশ, তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা ও তাঁকে রক্ষা করায় সর্বদা প্রস্তুত তাঁর চাচা আবূ তালিবের নিকট তাদের সমবেত উপস্থিতি এবং তাঁকে তাদের হাতে সোপর্দ করার দুরাশা। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র ইচ্ছায় চাচা আবূ তালিব তাঁকে তাদের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

'ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহর পথে আমি এমন নির্যাতন ভোগ করেছি যা অন্য কাউকে ভোগ করতে হয়নি। আল্লাহ্র পথে আমি এমন ভয়-ভীতির মুখোমুখি হয়েছি অন্য কেউ তেমনটি হয়নি। রাতে-দিনে ত্রিশ দিন আমার এমন কেটেছে যে, আমার নিকট এবং বিলালের নিকট কোন জীবের আহারযোগ্য কিছুই ছিল না। বিলাল তার বগলের নীচে যেটুকু খাদ্য রেখেছিল তা ব্যতীত। তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ থেকে এ হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী একে সহীহ্ ও হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, চাচা আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অপার দয়া দেখিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অব্যাহত গতিতে দীন প্রচারে আল্লাহ্ নির্দেশ পালন করে গিয়েছেন। কোন কিছুই তাঁকে দীন প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কুরায়শরা যখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে পরিত্যাগ করা এবং তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করা ইত্যাকার তাদের অপসন্দনীয় কাজগুলো থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরত থাকছেন না এবং তারা এও দেখল যে, চাচা আবূ তালিব তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং তাঁকে ওদের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকার করছেন, তখন তাদের নেতৃস্থানীয় একটি প্রতিনিধি দল আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত

হয়। প্রতিনিধি দলে ছিল উতবা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ (ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই), আবূ সফিয়ান সাখর ইব্ন হার্‌ব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্‌স, আবুল বুখতারী 'আস ইব্ন হিশাম (ইব্ন হারিছ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্‌যা ইব্ন কুসাই, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তিব ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্‌যা, আবূ জাহ্‌ল তার নাম আমর ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকযা ইব্ন মুররা ইব্ন কাআব ইব্ন লুওয়াই নাবীহ্ ও মুনাব্বিহ— এদের দু'জনের পিতা হাজ্জাজ ইব্ন আমির ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হাসীস ইবন কাআব ইব্ন লুওয়াই, 'আস ইব্ন ওয়াইল ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাহম। ইব্ন ইসহাক বলেন, তাদের সাথে আরো কেউ ও থাকতে পারে।

তারা বলল, হে আবূ তালিব! আপনার ভাতিজা তো আমাদের উপাস্যদেরকে গলি মন্দ করে, আমাদের ধর্মের সমালোচনা করে, আমাদের বিজ্ঞজনদেরকে মূর্খ বলে আখ্যায়িত করে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পথ ভ্রষ্ট রূপে চিহ্নিত করে। সুতরাং আপনি হয় আমাদের দুর্নাম করা থেকে তারা বিরত রাখবেন, নতুবা তার ও আমাদের মধ্যস্থল থেকে আপনি সরে দাঁড়াবেন। কারণ, তার ধর্মমতের বিরোধিতায় আপনি ও আমাদের ন্যায় আছেন, তখন আমরা তাকে দেখে নিব।

আবূ তালিব তাদের সাথে নম্রভাবে কথা-বার্তা বললেন এবং ভালোয় ভালোয় তাদেরকে বিদায় দিলেন। তারা চলে গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথা নিয়মে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন, তিনি আল্লাহ্‌র দীন প্রচার ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠে। এদিকে কুরায়শদের মধ্যে পরস্পর অধিকহারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা আলোচিত হতে থাকে। ফলে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করে এবং একে অন্যকে এ জন্যে প্ররোচিত করে। তারা দ্বিতীয়বার আবূ তালিবের নিকট আসে। তারা বলে, হে আবূ তালিব। আমাদের মধ্যে আপনি একজন প্রবীণ মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত লোক। আপনাকে আমরা বলেছিলাম, আপনার ভাতিজাকে আমাদের সমালোচনা থেকে বিরত রাখতে, আপনি কিন্তু তাকে থামিয়ে রাখেননি। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গালি দেয়া জ্ঞানী-গুণীদেরকে মূর্খ বলা এবং আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করার ন্যায় অনাচার আমরা আর সহ্য করব না। শেষ পর্যন্ত হয় আপনি তাকে আমাদের থেকে বিরত রাখবেন নতুবা এর ফলশ্রুতিতে আমরা তার এবং আপনার উপর চড়াও হব। যতক্ষণ না আমাদের দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ ধ্বংস হয়। তারা হুবহু তাকে একথা বা এমর্মের অন্য কোন কথা বলেছিল। এরপর তারা ওখান থেকে প্রস্থান করে। স্বগোত্রীয়দের লোকদের বিচ্ছেদ-বেদনা ও শত্রুতা আবূ তালিবের নিকট গুরুতর ঠেকে। আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওদের হাতে সোপর্দ করা কিংবা তাঁকে অপমানিত করার ব্যাপারেও তিনি কোনমতে সম্মত ছিলেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াকূব ইব্ন উতবা বলেছেন, কুরায়শের নেতৃবর্গ যখন আবূ তালিবকে একথা বলল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে আনলেন এবং বললেন, "ভাতিজা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিকট এসে এরূপ এরূপ বলেছে। তারা যা যা

বলেছিল তিনি তা তাঁকে শুনালেন। সুতরাং তুমি নিজেও বাঁচ আমাকেও বাঁচতে দাও! আমার মাথায় এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধারণা করলেন যে, তাঁর চাচার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তিনি তাঁকে ত্যাগ করতে এবং ওদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন। তাঁকে রক্ষায় ও সহযোগিতায় তাঁর চাচা অক্ষম হয়ে পড়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আল্লাহ্র কসম, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এই শর্তে যে, আমি ওই কাজ ছেড়ে দিব, তবু আমি তা ছেড়ে দেব না যতক্ষণ না আল্লাহ্ এই দীনকে বিজয়ী করেন কিংবা ওই পথে আমার মৃত্যু হয়। দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো এবং তিনি কেঁদেই ফেললেন। তারপর ওখান থেকে উঠে গেলেন। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আবূ তালিব তাঁকে ডেকে বললেন 'ভাতিজা! তুমি নিকটে আস। তখন তিনি কাছে আসলেন এবং আবূ তালিব বললেন, 'ভাতিজা! তুমি যাও, তোমার মন যা চায় তুমি তা বলতে থাক। আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব না।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, কুরায়শরা বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করতে এবং তাঁকে হস্তান্তর করতে আবূ তালিব রাযী নন। বরং তাঁর জীবন রক্ষায় আবূ তালিব প্রয়োজনে কুরায়শদেরকে ত্যাগ করতে এবং তাদের শত্রুতা বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তখন তারা আম্মারা ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাকে তাঁর নিকট নিয়ে যায়। তারা তাঁকে বলে, হে আবূ তালিব! এ হল ওয়ালীদের পুত্র আম্মারা। কুরায়শ বংশের শ্রেষ্ঠতম সাহসী ও সর্বাধিক সুদর্শন যুবক। আপনি তাকে গ্রহণ করুন। তার জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শক্তি-সাহস আপনার জন্যেই উৎসর্গীকৃত থাকবে। আপনি তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। সে একান্ত আপনার হয়েই থাকবে। বিনিময়ে আপনার ভাতিজাকে আপনি আমাদের হাতে তুলে দিন। সে তো আপনার ধর্ম এবং আপনার পূর্ব-পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করছে। আপনার ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং আমাদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদেরকে মূর্খ ঠাওরাচ্ছে। আপনি তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা তাকে খুন করে ফেলি। তার বিনিময়ে আমরা তো এ যুবকটিকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। তখন আবূ তালিব বললেন, তোমরা আমার নিকট যে প্রস্তাব দিয়েছ, আল্লাহ্র কসম, তা অত্যন্ত মন্দ প্রস্তাব বটে। তোমাদের ছেলেটি তোমরা আমাকে দিবে যেন আমি তাকে খাইয়ে-পরিয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলি। আর আমার ছেলেটিকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিব যাতে তোমরা তাকে হত্যা করতে পার? আল্লাহ্র কসম, তা কখনো হবার নয়।

মত্ঈম ইব্ন আদী ইব্ন নাওফিল ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাঈ বলল, হে আবূ তালিব! আল্লাহ্র কসম, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার নিকট ইনসাফ ভিত্তিক প্রস্তাব দিয়েছিল এবং যা আপনি অপসন্দ করেন তা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি দেখছি আপনি তার কোনটিই গ্রহণ করছেন না। মুত্ঈম-এর উদ্দেশ্যে আবূ তালিব বললেন, আল্লাহ্র কসম, তারা আমার প্রতি ইনসাফ করেনি, তুমি বরং আমার জন্যে অপমানজনক এবং ওদের পক্ষে বিজয়মূলক কথাবার্তা বলছো। সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা কর! অথবা তিনি এ মর্মের অন্য কোন ভাষ্য ব্যবহার করেছেন। এরপর সংকট দানা বেঁধে

উঠে। যুদ্ধ উন্মাদনা তীব্র হয়ে উঠে। সম্প্রদায়ের লোকেরা যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একে অন্যকে যুদ্ধের জন্যে আহবান জানায়।

এ প্রেক্ষাপটে মুত্‌ঈম ইব্‌ন 'আদীকে কটাক্ষ করে আব্‌দ মানাফ গোত্রের যারা তাঁকে অপমানিত করেছে, তাদেরকে তিরস্কার করে এবং কুরায়শ গোত্রের যারা তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আবূ তালিব নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন। তারা যে প্রস্তাব করেছে, সে প্রস্তাব যে তাঁর নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, তা তিনি কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلاَ قُلْ لِعَمْرٍو وَالْوَلِيْدِ وَمُطْعِمٌ - اَلاَ لَيْتَ حَظِّى مِنْ حِيَاطَتِكُمْ بَكْرٍ.

হে পথিক! আমর (আবূ জাহ্‌ল ওয়ালীদ) ও মুতঈমকে বলে দাও যে, যদি তাদের সংস্পর্শ থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত তবে ভাল হত।

مِنَ الْخَوْرِ حَبْحَابٍ كَثِيْرَ رَغَاءُهُ - يَرُشُّ عَلَى السَّاقَيْنِ مِنْ بَوْلِهِ قَطَرُ.

আমার সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়ে যেত তার থেকে যে দুর্বল, মন্দ চরিত্র এবং খর্বকায়, অথচ চীৎকার করে খুব বেশী। যার প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরে পড়ে পায়ের গোছার উপর।

تَخَلَّفَ خَلْفَ الْوِرْدِ لَيْسَ بِلاَحِقٍ - اِذَ مَا عَلاَ الْفَيْفَاءِ قِيْلَ لَهُ وَبَرُ

যে সব সময় কাফেলা ও যাত্রীদলের পেছনে পড়ে থাকে। ওদের নাগাল পায় না। মসৃণ পাথরে ও উঁচুতে উঠলে তাকে অনেকটা খরগোশের মত দেখায়।

اَرٰى اَخَوَيْنَا مِنْ اَبِيْنَا وَاُمِّنَا - اِذَا سُئِلاَ قَالاَ اِلَى غَيْرِنَا الْاَمْرُ

আমাদের দুই সহোদার ভাইকে আমি দেখি যে, তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হলে তারা বলে সকল ক্ষমতা অন্যদের হাতে।

بَلَى لَهُمَا اَمْرٌ وَلٰكِنْ تَحَرْجَمَا- كَمَا حَرْجَمَتْ مِنْ رَأْسِ ذِىْ عَلَقٍ الصَّخْرُ-

না, ক্ষমতা বরং তাদেরই হাতে। কিন্তু তারা একজন অপরজনের উপর গড়িয়ে পড়ছে যেমন মূ'আলাক পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে।

اَخَصُّ خُصُوْصًا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوفِلاً - هُمَا نَبَذَانَا مِثْلَ مَا نُبِذَا الْجَمَرُ-

বিশেষভাবে আমি উল্লেখ করছি আব্‌দ শাম্‌স ও নাওফিল এ দু' গোত্রের কথা। তারা আমাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেছে যেমনটি ফেলে দেয়া হয় জ্বলন্ত অঙ্গার।

هُمَا اَغْمَزَا لِلْقَوْمِ فِىْ اَخَوَيْهِمَا - فَقَدْ اَصْبَحَا مِنْهُمْ اَكُفُّهُمَا صِفْرُ-

সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই আপন ভাইদের অধিক নিন্দাকারী ও অপমানকারী। নিজ ভ্রাতৃবংশের জন্যে তাদের হাতে কিছু উঠে না।

هُمَا اَشْرَكَا فِى الْمَجْدِ مَنْ لاَ اَبَالَهُ - مِنَ النَّاسِ اِلاَّ اَنْ يَرُسَّ لَهُ ذِكْرُ-

সকল মানুষের মধ্যে তারা দু গোত্রই পিতৃহীন বালকের সাথে মর্যাদায় শরীক। তারা তার নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চায়।

وَتَيْمٍ وَمَخْزُوْمٍ وَزُهْرَةَ مِنْهُمْ – وَكَانُوْا لَنَا مَوْلٰى اِذَا بُغِيَ النَّصْرُ–

তায়ম, মাখযূম ও যুহরা গোত্রের কথাও আমি উল্লেখ করছি। সাহায্য প্রার্থনাকালে ওরা আমাদের সাহায্যকারী ছিল।

فَوَاللّٰهُ لاَ تَنْفَكُّ مِنَّا عَدَاوَةٌ – وَلاَ مِنْكُمْ مَادَامَ مِنْ نَسْلِنَا شَفْرُ–

তবে আল্লাহ্‌র কসম, এখন তোমাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বৈরিতার অবসান হবে না যতদিন আমাদের একজন বংশধরও জীবিত থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, দু'টি পংক্তিতে কটূক্তি থাকার কারণে আমরা ওই দুটো পংক্তি উল্লেখ করিনি।

পরিচ্ছেদ

দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের প্রতি বিধর্মীদের সীমাহীন নির্যাতনের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, বিভিন্ন গোত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সকল সাহাবী ছিলেন এবং যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে নির্যাতন করার জন্যে কুরায়শের লোকেরা একে অন্যকে প্ররোচিত করে। ফলে, প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রে অবস্থানকারী মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাঁদের প্রতি নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা চালায়। চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে এ দুরবস্থা থেকে রক্ষা করেন। কুরায়শ বংশীয় লোকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখে আবূ তালিব বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রে উপস্থিত হন। তিনি নিজে যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা ও নিরাপত্তার কাজ করে যাচ্ছেন ওরাও যেন তেমন করে তাঁর পাশে দাঁড়ায় তিনি তাদেরকে এ অনুরোধ করেন। আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ লাহাব ছাড়া অন্য সকলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়। এই প্রেক্ষাপটে তাদের প্রশংসা সূত্রে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহযোগিতার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করে তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

اِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْمًا قُرَيْشٌ لِمَفْخَرٍ – فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا

কুরায়শ বংশীয় গোত্রগুলো যদি কোন দিন নিজ নিজ গৌরব ও মর্যাদা প্রকাশের জন্যে সমবেত হয়, তবে আব্‌দ মানাফের গোত্রই হবে কুরায়শ গোত্রগুলোর শীর্ষস্থানীয়।

وَاِنْ حُصِّلَتْ اَشْرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا – فَفِيْ هَاشِمٍ اَشْرَافُهَا وَقَدِيْمُهَا

আব্‌দ মানাফের বংশীয়দের মধ্যে যদি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নেয়া হয়, তবে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি পাওয়া যাবে হাশিমের বংশীয়দের মধ্যে।

وَاِنْ فَخَرَتْ يَوْمًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا – هُوَ الْمُصْطَفٰى مِنْ سِرِّهَا وَكَرِيْمِهَا

হাশিম গোত্র যদি কোন দিন গর্ব ও গৌরব প্রকাশ করতে চায়, তবে তাদের গৌরব ও গর্বের প্রধান স্তম্ভ হলেন মুহাম্মদ। গোত্রের সকল মর্যাদাবান ও সম্মানযোগ্য লোকদের মধ্য থেকে তিনিই মনোনীত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

تَواعَتْ قُرَيْشٌ غَثَّهَا وَثَمِيْنَهَا - عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرْ وَطَاشَتْ حُلُوْمُهَا

কুরায়শ গোত্র তাদের খ্যাত-অখ্যাত এবং উঁচু-নীচু সবাইকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার জন্যে আহ্বান করেছে। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি বরং তাদের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছে।

وَكُنَّا قَدِيْمًا لاَ نُقِرُّ ظَلاَمَةً -- اِذَا مَا ثَنَوْا صُعْرُ الرِّقَابِ نُقِيْمُهَا

সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমরা কোন প্রকার জুলুম-নির্যাতনকে সমর্থন করি না। কেউ অহংকারবশত ঘাড় বাঁকা করলে আমরা তা সোজা করে দিই।

وَنَحْمِيْ جِمَاهَا كُلَّ يَوْمٍ كَرِيْهَةٍ - وَنَضْرِبُ عَنْ اَحْجَارِهَا مَنْ يَرُوْمُهَا

সকল দুঃখ-দুর্দিনে আমরা কুরায়শ গোত্রের মর্যাদা রক্ষা করি এবং যে কেউ এই বংশের ঘর-দোর ও দুর্গ-কুঠরীতে আক্রমণের দুরভিসন্ধি করে আমরা তাকে প্রতিহত করি।

بِنَا انْتَعَشَ الْعُوْدُ الزَّوَاءُ وَاِنَّمَا - بِاَكْتَافِنَا تَنْدَى وَتَنْمَى اَرُوْمُهَا

আমাদের মাধ্যমেই বাঁকা লাঠি সোজা হয়েছে এবং আমাদের দ্বারাই এ বংশের শিকড় ও মূল পত্র পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জব্দ করার উদ্দেশ্যে মুশরিকরা যে সব নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছিল

তাদের এ দাবী ছিল সত্যদ্রোহিতামূলক। হিদায়াত কামনা ও সৎপথপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়। এ জন্যেই তাদের অধিকাংশ আবদারই পূরণ করা হয়নি। কারণ, মহান আল্লাহ্‌র নিশ্চিত জানা ছিল যে, তাদের পেশকৃত দাবী ও ঘটনাগুলো স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও তারা তাদের সত্যদ্রোহিতায় অন্ধ হয়ে থাকবে এবং তাদের গোমরাহীর অন্ধকারে আবর্তিত হতে থাকবে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ...... وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসতো, তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত। বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না তা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করা যাবে ? তারা যেমন প্রথমবার তাতে বিশ্বাস করেনি, তেমন আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেব। আমি তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাযির করলেও যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ (৬ ঃ ১০৯-১১১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ - وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

যাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা ঈমান আনবে না, এমনকি ওদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (১০ ঃ ৯৬-৯৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ تَخْوِيْفًا.

পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শন স্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। এরপর তারা সেটির প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যেই নিদর্শন প্রেরণ করি (১৭ ঃ ৫৯)।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا.

এবং তারা বলে, কখনো আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে ভূমি হতে প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের ও আংগুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। অথবা একটি স্বর্ণ নির্মিত গ্রহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে; কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক; আমি তো হলাম কেবল একজন মানুষ একজন রাসূল (১৭ ঃ ৯০-৯৩)।

এ সকল আয়াত এবং এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল অন্যান্য আয়াত সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

ইউনুস এবং যিয়াদ..........হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের পর কুরায়শ বংশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা কা'বাগৃহের নিকট সমবেত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) উপস্থিত লোকদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের একে অন্যকে বলল যে, তোমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ কর এবং তার নিকট যুক্তিতর্ক পেশ কর যাতে শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে তার কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। এরপর তারা তাঁর নিকট এই বলে লোক পাঠায় যে, তোমার সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়েছেন, তারা

তোমার সাথে কথা বলবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব সময় এটাই কামনা করতেন তারা যেন সৎপথে আসে। তাদের সত্যদ্রোহিতায় তিনি দুঃখ পেতেন। তাদের উপস্থিতির কথা শুনে তিনি ধারণা করেন যে, ঈমান আনায়নের ব্যাপারে তাদের মনে কোন নতুন অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই সংবাদ শুনে দ্রুত তিনি তাদের নিকট উপস্থিত হন এবং তাদের নিকট গিয়ে বসেন।

তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার নিকট সংবাদ পাঠিয়েছি এজন্যে যে, এ বিষয়ে আমরা তোমার ওযর-আপত্তির পথ বন্ধ করে দিতে চাই। তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছ কোন মানুষ তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কিছু করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের দুর্নাম করেছ, আমাদের ধর্মের দোষত্রুটি বর্ণনা ও সমালোচনা করেছ। আমাদের জ্ঞানী-গুণী লোকদেরকে তুমি মূর্খ বলেছ। আমাদের উপাস্যগুলোকে তুমি গালমন্দ করেছ। আমাদের ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়কে তুমি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে দিয়েছ। এমন কোন মন্দ কাজ ও মন্দ আচরণ নেই, যা তুমি আমাদের সাথে করনি। তোমার এরূপ প্রচারের দ্বারা ধন-সম্পদ সংগ্রহ করাই যদি উদ্দিষ্ট হয়, তবে আমাদের সকলের ধন-সম্পদ থেকে কিছু কিছু আমরা তোমাকে দিয়ে দিব যার ফলে তুমি আমাদের সকলের চাইতে অধিক সম্পদশালী হয়ে যাবে। সম্মান ও মর্যাদাই যদি তোমার কাম্য হয়, তবে আমরা তোমাকে আমাদের সকলের নেতা রূপে বরণ করে নিব। তুমি যদি রাজা হতে চাও আমরা তোমাকে আমাদের রাজারূপে গ্রহণ করব। আর তোমার নিকট এসকল বিষয় সংবাদ নিয়ে যে আসে, সে যদি জিন হয়ে থাকে যাকে তুমি দেখতে পাও এবং যে তোমাকে কাবু করেছে, তবে তার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে চিকিৎসা খাতে যত অর্থ-কড়ি লাগে আমরা তা ব্যয় করে তোমাকে সুস্থ করে তুলব। এর কোনটিই যদি তুমি গ্রহণ না কর, তবে তোমার কোন ওযর-আপত্তি আমরা মেনে নেব না।

উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনারা যা বলছেন তার কোনটিই আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি তা দ্বারা আপনাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনাদের মাঝে সম্মানজনক স্থান লাভ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। রাজত্বও আমি চাই না। বরং মহান আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করেছেন রাসূলরূপে। তিনি আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আপনাদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ এবং শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করি। আমি আমার প্রতিপালকের দেয়া রিসালাতের বাণী আপনাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম এবং আপনাদের কল্যাণ কামনা করছি। আমি যা এনেছি আপনারা যদি তা গ্রহণ করেন, তবে ইহ্কালীন ও পরকালীন কল্যাণ আপনারা লাভ করতে পারবেন, আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব যতক্ষণ না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনাদের ও আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা আসছে।

এরপর কুরায়শের লোকেরা বলল, আমরা তোমাকে যে সকল প্রস্তাব দিয়েছি, তার কোনটিই যদি তুমি গ্রহণ না কর, তবে অন্য একটি কাজ কর। তুমি তো জান যে, আমাদের দেশ খুব ছোট, আমাদের ধন-সম্পদ খুবই কম এবং আমরা খুব দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করি।

তোমার প্রতিপালক যিনি তোমাকে রিসালাত সহকারে পাঠিয়েছেন তুমি তাঁর নিকট এ আর্জি পেশ কর, তিনি যেন আমাদের এলাকাকে সংকুচিত করে রাখা এই পাহাড়টি দূরে সরিয়ে দেন এবং আমাদের দেশের আয়তন বাড়িয়ে দেন। আরো নিবেদন পেশ কর, তিনি যেন আমাদের দেশে সিরিয়া ও ইরাকের ন্যায় নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন। আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে পুনর্জীবিত করে দেন। পুনরুজ্জীবিত মানুষদের মধ্যে যেন কুসাঈ ইব্ন কিলাবও থাকেন। কারণ, তিনি একজন সত্যবাদী ও শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ লোক ছিলেন। তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়ে এলে তুমি যা বলছ, তা সত্যি কি মিথ্যা আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব। আমরা তোমাকে যা বললাম, তুমি যদি তা করে দেখাতে পার এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি তোমাকে সত্যবাদী বলে প্রত্যায়ন করেন, তবে আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব। আমরা তখন আল্লাহ্‌র নিকট তোমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে বলে বুঝতে পারব এবং এও বুঝতে পারব যে, তুমি যেমন বলছ ঠিকই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, ওই সব কাজ করার জন্যে তো আমাকে প্রেরণ করা হয়নি। আমি তো আপনাদের নিকট এসেছি সে সব বিষয় নিয়ে, যেগুলো সহকারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঠিয়াছেন। যে সব বিষয়সহ আমি আপনাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, সে গুলো আমি আপনাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আপনারা যদি সেগুলো গ্রহণ করেন, তবে ইহকালে ও পরকালে আপনাদের কল্যাণ হবে। আর যদি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকব যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমার ও আপনাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন।

তারা বলল, আমরা যা চেয়েছি তুমি যদি তা করতে না পার, তবে তুমি এ কাজটি কর যে, তুমি তোমার প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন, যে তোমার কথাগুলো সত্য বলে প্রত্যায়ন করবে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের অভিযোগগুলো খণ্ডন করবে। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন পেশ করবে তিনি যেন আমাদের জন্যে বাগ-বাগিচা, সম্পদরাশি এবং স্বর্ণ, রৌপ্যের প্রাসাদরাজির ব্যবস্থা করে দেন। তোমার জীবিকা অন্বেষণের ঝামেলা থেকে যেন তিনি তোমাকে মুক্ত করে দেন। আমরা তো তোমাকে দেখছি যে, জীবিকার তাকীদে তুমি হাটে-বাজারে যাচ্ছ এবং জীবিকা অন্বেষণ করছ যেমনটি আমরা করছি। যদি এটুকু করতে পার, তবে তোমার প্রতিপালকের নিকট তোমার মর্যাদা ও গুরুত্ব কতটুকু তা আমরা বুঝতে পারব। তুমি যেমন নিজেকে রাসূল বলে মনে করছো তা যদি সঠিক হয়েই থাকে, তবে একাজগুলো তুমি কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, আমি ওসব কিছুই করব না, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এ জাতীয় কোন আবেদন করব না। এ সকল কাজ করার জন্যে আমাকে আপনাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আমি যা এনেছি আপনারা যদি তা গ্রহণ করেন, তবে তাতে আপনাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ হবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি ধৈর্য

ধারণ করব আল্লাহ্র নির্দেশের জন্যে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন।

এরপর তারা বলল, তুমি তো বলে থাক যে, তোমার প্রতিপালক যা চান তা করেন, তাহলে তাঁকে বলে আকাশটাকে ভূপাতিত করে দাও। এরূপ না করলে আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটি আল্লাহ্র ইখতিয়ারাধীনই তিনি চাইলে তোমাদের জন্যে তা ঘটাবেন।

এরপর তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা যে তোমার সাথে বৈঠকে বসব, তোমার নিকট এসব প্রশ্ন করব এবং তোমার নিকট যা দাবী করলাম এগুলো দাবী করব— এসব বিষয় কি পূর্ব থেকেই তোমার প্রতিপালকের জানা ছিল না ? যদি জানা থাকে, তবে তিনি তো আগে-ভাগে তোমাকে তা জানিয়ে দিতে পারতেন এবং এমন উত্তর শিখিয়ে দিতে পারতেন যা দ্বারা তুমি আমাদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারতে। তোমার আনীত বিষয়াদি যদি আমরা গ্রহণ না করি, তবে তিনি আমাদের ব্যাপারে কী করবেন তা তো তোমাকে জানিয়ে দিতে পারতেন। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, ইয়ামামা অঞ্চলের অধিবাসী 'রাহমান' নামের এক ব্যক্তি তোমাকে এসব শিখিয়ে দেয়। আল্লাহ্র কসম, আমরা কখনই ওই 'রাহমানের' প্রতি ঈমান আনব না। হে মুহাম্মদ! এ সকল বক্তব্য দ্বারা আমরা তোমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ সুযোগ দিয়েছি। আল্লাহ্র কসম, তুমি আমাদের ব্যাপারে যা করে যাচ্ছ বিনা বাধায় তা করে যাওয়ার জন্যে আমরা তোমাকে সুযোগ দিব না। বরং তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে হয়ত আমরা তোমাকে ধ্বংস করে দিব নতুবা তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।

মুশরিকদের কেউ কেউ বলেছিল, আমরা তো ফেরেশতাদের উপাসনা করি। তারা আল্লাহ্র কন্যা। ওদের কেউ কেউ বলেছিল, আমরা কখনই তোমার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ্কে এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এসব কথা বলার পর তিনি ওখান থেকে চলে যান। তাঁর সাথে উঠে এল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযুম। সে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার পুত্র। সে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায় তোমার নিকট এ প্রস্তাবগুলো পেশ করেছে অথচ তুমি এর কোনটিই গ্রহণ করলে না। এরপর তারা নিজেদের কল্যাণের জন্যে বেশ কিছু দাবী উত্থাপন করল, যার দ্বারা তারা আল্লাহ্র নিকট তোমার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে পারত তাও তুমি করলে না। এরপর তারা তাৎক্ষণিক ও শীঘ্র শাস্তি আনয়নের দাবী জানাল, যে শাস্তির ব্যাপারে তুমি তাদেরকে সতর্ক করছিলে। আল্লাহ্র কসম, আমি তোমার প্রতি কখনই ঈমান আনব না যতক্ষণ না তুমি আকাশের সাথে একটি সিঁড়ি স্থাপন কর এবং আমাদের সম্মুখে ওই সিঁড়ি বেয়ে আকাশে আরোহণ কর। এরপর সাথে করে একটি উন্মুক্ত কিতাব নিয়ে আসে-আর তোমার সাথে থাকবে ৪জন ফেরেশতা যারা সাক্ষ্য দিবে যে, তুমি যা বলছো তা যথার্থ। আল্লাহ্র কসম তুমি যদি এটুকু করতে পার, তবে আমার ধারণা যে, তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিতে পারবো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে চলে যায়। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

তাঁর পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসেন। তারা যখন তাঁকে ডেকেছিল, তখন যে বিরাট আশা নিয়ে তিনি ওদের নিকট গিয়েছিলেন, সে আশা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি খুবই মর্মাহত হন। যখন দেখা গেল যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে সরে থাকতে চায় এবং তাদের সম্মিলিত ওই সমাবেশ ছিল অবিচার, সীমালংঘন ও সত্যদ্রোহিতার মজলিস। তখন মহান আল্লাহ্র হিকমত ও তাঁর রহমতের দাবী ছিল যে, ওদের আহ্বানে সাড়া দেয়া যাবে না। কেননা, মহান আল্লাহ্র সম্যক জানা ছিল যে, তাতেও ওরা ঈমান আনয়ন করবে না। ফলশ্রুতিতে বরং তাদের শাস্তি-ই ত্বরান্বিত হবে।

এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেন, উছমান ইব্ন মুহাম্মদ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার অধিবাসিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুরোধ করেছিল তিনি যেন তাদের জন্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন এবং অন্যান্য পাহাড়গুলোকে তাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেন যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষেত-ফসল উৎপাদন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হল যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের ওই অনুরোধের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে পারেন আর ইচ্ছ করলে তাদের আবদারগুলো পূরণও করে দেখাতে পারেন। তবে তখনও যদি তারা কুফরী করে, তাহলে তারা নিশ্চয় তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী উম্মত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি বরং তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করব। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا

পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, এরপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল (১৭ ঃ ৫৯)।

ইমাম নাসাঈ (র)-ও অনুরূপ হাদীছ হযরত জারীর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ বংশের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করুন যাতে তিনি সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেন তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা কি সত্যিই ঈমান আনবে ? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) এলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এ কথা বলেছেন যে, যদি আপনি চান তবে সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হবেই। কিন্তু এরপর যদি ওদের কেউ কুফরী করে, তবে আমি এমন শাস্তি দিব যা বিশ্বের কাউকেই দেব না। আর আপনি যদি চান তবে আমি তাদের জন্যে রহমত ও তাওবার দরজা খুলে দেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাহলে রহমত ও তাওবার দরজাই বরং খুলে দিন। দুটো হাদীছের সনদই উৎকৃষ্ট বটে। বেশ কিছু সংখ্যক তাবিঈ থেকে এ হাদীছখানা

মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা, ইব্ন জুরায়জ প্রমুখ।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক..... আবূ উমামা[১] (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার প্রতিপালক মক্কাভূমির সবটাই আমার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দিলে আমি তাতে খুশী হবো কিনা জানতে চেয়েছেন। আমি বলেছি যে, তা করার দরকার নেই। আমি বরং একদিন তৃপ্তির সাথে আহার করব এবং একদিন উপোস করব। তাতেই আমি সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুবহু একথাটিই বলেছিলেন কিংবা এ মর্মের উক্তি করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, আমি যখন উপোস থাকব, তখন বিনয় সহকারে, কান্নাকাটি করে আপনার দরবারে দু'আ করব এবং আপনাকে স্মরণ করব। আর যখন তৃপ্ত হয়ে খাব, তখন আপনার প্রশংসা করব ও শোকর আদায় করব। এটি ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনা তিরমিযী (র) এটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কুরায়শ বংশের লোকেরা নাযর ইব্ন হারিছ এবং উকবা ইব্ন আবী মুআয়তকে মদীনায় ইয়াহূদীদের নিকট প্রেরণ করেছিল। তারা ওদেরকে বলেছিল তোমরা দু'জন গিয়ে ইয়াহূদী যাজকদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় দেবে এবং তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত করবে এবং তাঁর সত্যাসত্য সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। কারণ, তারা প্রথম আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। নবী, রাসূলগণ সম্পর্কে তাদের সেই জ্ঞান আছে, যা আমাদের নেই। ওরা দু'জন যাত্রা করে এবং মদীনায় গিয়ে পৌছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিচয়, কার্যকলাপ ও তাঁর কতক বক্তব্য উল্লেখ করে ওরা ইয়াহূদী যাজকদেরকে তাঁর সত্যাসত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারা দু'জনে বলেছিল আপনারা তাওরাত কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। আমরা আপনাদের নিকট এসেছি এ উদ্দেশ্যে যে আমাদের ওই লোকটি সম্পর্কে আপনারা আমাদেরকে প্রকৃত তথ্য জানাবেন। ইয়াহূদী যাজকগণ ওদেরকে বলল, আমরা তোমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তাকে ওই বিষয় সম্পর্ক জিজ্ঞেস করবে। তিনি যদি ওগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই রিসালতপ্রাপ্ত নবী। আর তা না পারলে নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক। এরপর তার সম্পর্কে তোমরাই তোমাদের সিদ্ধান্ত নিবে।

প্রথমত, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে সেই একদল যুবক সম্পর্কে, যারা প্রথম যুগে হারিয়ে গিয়েছিল ওদের পরিণতি কী হয়েছিল ? কারণ, তাদেরকে কেন্দ্র করে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল তার বৃত্তান্ত কী ? তৃতীয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবে রূহ সম্পর্কে। রূহ কী ? তিনি যদি এগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই নবী। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। অন্যথায় সে একজন মিথ্যাবাদী। তার সম্পর্কে তোমরা যা করতে চাও করবে।

---

১. কোন কোন কপিতে কাসিম ইব্ন আবূ উমামা বলা হয়েছে। মূলত তিনি হলেন কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান, বনী উমাইয়া দিমাশকী এর মুক্ত ক্রীতদাস। তিনি আবূ উমামা ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি।

নাযর ও উকবা ফিরে এল কুরায়শ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমরা এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যা তোমাদের মাঝে এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর মাঝে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিবে। ইয়াহূদী যাজকদল আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছে তাকে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। উক্ত বিষয়গুলো তারা ওদেরকে জানায়।

তখন কুরায়শের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত কর দেখি! ইয়াহূদীদের নির্দেশিত বিষয়গুলো তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনারা যা জিজ্ঞেস করেছেন, সে সম্পর্কে আলি আগামীকাল আপনাদেরকে জানাব। তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ঐসময় ভুলে যান। ওরা প্রস্থান করল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একে একে পনের দিন অপেক্ষা করলেন কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হলো না, হযরত জিবরাঈল (আ)-ও আসলেন না। মক্কার অধিবাসীরা খুশীতে আটখানা। তারা বলছিল, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে পরেরদিন উত্তর দেয়ার অঙ্গীকার করেছে, অথচ পনের দিনের মাথায়ও সে আমাদেরকে প্রশ্নগুলো সম্পর্কে কোন উত্তর দিচ্ছে না। ওহী বন্ধ থাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। মক্কাবাসীদের অব্যাহত কটূক্তি ও তিরস্কার তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। অবশেষে সূরা কাহ্ফ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ) এলেন। মুশরিকদের আচরণে ক্ষুব্ধ ও অধৈর্য হয়ে উঠায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মৃদু তিরস্কার রয়েছে এ সূরায়। এতে তাদের প্রশ্নকৃত যুবকের তথ্য এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তির বর্ণনা রয়েছে। অন্যত্র রূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِىْ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

ওরা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে (১৭ ঃ ৮৫)। ঐ বিষয়ে আমরা পুংখানুপুংখ ও বিস্তারিত ভাবে তাফসীর গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সে সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণে কারো আগ্রহ থাকলে সেখানে দেখে নিতে পারবেন।

মুশরিকদের প্রশ্ন উপলক্ষে আরো নাযিল হল ঃ

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا.

আপনি কি মনে করেন যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসিগণ আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ? (১৮ ঃ ৯)। এরপর তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মধ্যখানে নিশ্চয়তাসূচক ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) বলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। শর্তসূচক অর্থে নয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ.

কখনো আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না। "আমি এটি আগামীকাল করব"— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে— একথা বলা ব্যতীত। তবে যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে (১৮ ঃ ২৩)।

হযরত খিযির (আ)-এর আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় প্রসংগক্রমে এরপর হযরত মূসা (আ)-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আলোচনা করা হয়েছে যুলকারনায়ন এর কথা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

ওরা আপনাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আমি তোমাদের নিকট তার সম্পর্কে বর্ণনা করব (১৮ ঃ ৮৩)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনায়নের বিষয়াদি ও ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন।

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

ওরা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত অর্থাৎ সেটি আল্লাহ্র এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং এক বিশেষ নির্দেশ। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও প্রজ্ঞার ওই বিশেষ সৃষ্টির তত্ত্ব ও রহস্য অনুধাবন করা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً —তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদিগণ মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ প্রশ্ন করেছিল এবং তখন তিনি এ আয়াতখানা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাহলে এটা বলতে হবে যে, তখন আয়াতখানা পুনরায় নাযিল হয়েছিল অথবা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তিনি এ আয়াত পাঠ করেছিলেন। মূলত আয়াতটি পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, এ আয়াত মূলত সূরা বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের এ মন্তব্যের যথার্থতা সন্দেহাতীত নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ তালিব যখন শংকিত হয়ে পড়লেন যে, আরবের লোকজন তাঁর সম্প্রদায়সহ সকলে মিলে তাঁর উপর আক্রমণ করবে, তখন তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন। এ কবিতায় তিনি হারাম শরীফের আশ্রয় কামনা করেছেন এবং হারাম শরীফের কারণে তাঁর মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গসহ অন্যান্য সকলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনি ওদের হাতে সমর্পণ করবেন না এবং কোন বিপদের মুখে তিনি তাঁকে ছেড়ে দিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এ প্রসংগে তিনি বললেন ঃ

وَلَمَّا رَاَيْتُ الْقَوْمَ لاَوُدَّ فِيْهِمْ وَقَدْ قَطَعُوْا كُلَّ الْعُرٰى وَالْوَسَائِلَ.

আমি যখন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দেখলাম যে, তাদের মধ্যে কোন দয়ামায়া নেই এবং আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল মাধ্যম তারা ছিন্ন করে দিয়েছে।

وَقَدْ صَارَحُوْنَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْاَذٰى - وَقَدْ طَاوَعُوْا اَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِ

তারা প্রকাশ্যে আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ ও অত্যাচার করার ঘোষণা দিয়েছে। তারা দূর-দূরান্তের শত্রুপক্ষের নির্দেশ অনুসরণ করছে।

وَقَدْ حَالَفُوْا قَوْمًا عَلَيْنَا اَظِنَّةً - يَعُضُّوْنَ غَيْظًا خَلْفَنَا بِالْاَنَامِلِ.

আমাদের বিরুদ্ধে তারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় এবং আমাদের অবর্তমানে যারা আমাদের প্রতিহিংসায় দাঁতে আঙ্গুল কামড়ায়।

صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِيْ بِسَمْرَاءَ سَمْحَةٍ - وَاَبْيَضُ غَضْبٍ مِنْ تُرَاثِ الْمَقَاوِلِ-

ওদের জন্যে আমি নিজেকে সংযত রেখেছি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তীক্ষ্ণধার তরবারি এবং সোজা সরল বর্শা থাকা সত্ত্বেও।

وَاَحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِيْ وَاِخْوَتِيْ - وَاَمْسَكْتُ مِنْ اَثْوَابِهٖ بِالْوَصَائِلِ-

আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও পরিবারের লোকদেরকে আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট উপস্থিত করেছি এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেয়ালের সাথে লাগানো গিলাফের আশ্রয় নিয়েছি।

قِيَامًا مَعًا مُسْتَقْبِلِيْنَ رِتَاجَهٗ - لَدٰى حَيْثُ يَقْضِيْ خَلْفَهٗ كُلُّ نَاقِلٍ

আমরা সবাই এক সঙ্গে বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। যেখানে এসে প্রত্যেক তীর্থযাত্রী নিজ নিজ মানত পূর্ণ করে।

وَحَيْثُ يُنِيْخُ الْاَشْعَرُوْنَ رِكَابَهُمْ- بِمَفْضٰى السُّيُوْلِ مِنْ اَسَافٍ وَّنَائِلٍ-

যেখানে আশআর গোত্রের লোকেরা তাদের সওয়ারী উটগুলো বসায়। আসাফ ও নাইলা প্রতিমাদ্বয়ের মধ্যবর্তী পানি প্রবাহের স্থলে।

مُوَسَّمَةُ الْاَعْضَادِ اَوْ قُصْرَاتِهَا - مُخَيَّمَةٌ بَيْنَ السَّدِيْسِ وَبَازِلِ-

উটগুলোর বাহুদেশে কিংবা ঘাড়ে চিহ্ন খচিত। সিদ্দীস ও বাযিল নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে।

تَرَى الْوَدْعَ فِيْهَا وَالرَّخَامَ وَزِيْنَةً - بِاَعْنَاقِهَا مَقْصُوْدَةً كَالْعَثَاكِلِ-

ওই উট পালে নর উট ওই গুলোর শ্বেতবর্ণ মাথা, ঘাড় ও গলদেশের সৌন্দর্য এবং চাকচিক্য দেখে তোমার মনে হবে ওই গুলো যেন ফলবান বৃক্ষশাখা।

اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنٍ - عَلَيْنَا بِسُوْءٍ اَوْمُلْحٍ بِبَاطِلٍ

আমি মানুষের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন নিন্দুক থেকে যে মন্দ কথায় আমাদের তিরস্কার করে কিংবা অন্যায় মিষ্টি কথায় আমাদেরকে উপহাস করে।

وَمِنْ كَاشِحٍ يَسْعٰى لَنَا بِمَعِيْبَةٍ - وَمِنْ مُلْحِقٍ فِى الدِّيْنِ مَالَمْ نُحَاوِلِ-

আমি আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন শত্রু থেকে, যে আমাদেরকে দোষারোপ করতে চেষ্টা করে এবং এমন সব ধর্মীয় বিধান সংযুক্ত করতে চায় যা আমরা পালন করি না।

وَثَوْرٍ وَمَنْ اَرْسٰى ثَبِيْرًا مَكَانَهٗ - وَرَاقٍ لِيَرْقٰى فِىْ حِرَاءَ وَنَازِلِ-

শপথ ছওর পর্বতের এবং শপথ সেই মহান সত্তার যিনি ছাবীর পর্বতকে স্বস্থানে স্থাপন করেছেন এবং শপথ হেরা গুহায় আরোহণকারী ও তা থেকে অবতরণকারীর।

وَبِالْبَيْتِ حَقِّ الْبَيْتِ بِبَطْنِ مَكَّةَ - وَبِاللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ

এবং শপথ বায়তুল্লাহ্ শরীফের যে বায়তুল্লাহ্ শরীফ মক্কায় অবস্থিত। আর শপথ মহান আল্লাহর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ উদাসীন নন।

وَبِا لْحَجْرِ الْمُسْوَدِّ اِذْ يَمْسَحُوْنَهٗ - اِذَا اكْتَنَفُوْهُ بِالضُّحٰى وَالْلاَصَائِلِ

শপথ হাজারে আসওয়াদের যখন লোকজন সেটিকে স্পর্শ করে এবং বুকে জড়িয়ে ধরে সকাল-সন্ধ্যায়।

وَمَوْطِئَ اِبْرَاهِيْمَ فِى الصَّخْرِ رَطْبَةً - عَلٰى قَدَمِيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلٍ-

শপথ কঠিন পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্নের তাঁর জুতে বিহীন নগ্ন পায়ের জন্যে যে পাথরও নম্র হয়েছিল।

وَاَشْوَاطٍ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْنِ اِلٰى الصَّفَا - وما فيها من صورة وتماثيل-

এবং শপথ সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ-এর স্থানের এবং সেখানে অবস্থিত ছবি ও প্রতিমাগুলোর।

وَمَنْ حَجَّ بَيْتَ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ رَاكِبٍ وَمِنْ كُلِّ ذِىْ نَذْرٍ وَمِنْ كُلِّ رَاجِلٍ-

এবং শপথ বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ পালনকারীর। যে হজ্জ পালন করে সওয়ারীতে আরোহণ করে, যে হজ্জ পালন করে মানত পূরণের জন্যে এবং যে হজ্জ পালন করে পদব্রজে।

وَبِا لْمَشْعَرِ الْاَقْصٰى اِذَا عَمَدُوْا لَهٗ - اِلاَلَ اِلٰى مَفْضَى الشِّرَاجِ الْقَوَابِلِ-

মাশআরে আকসা তথা আরাফাত ময়দানের শপথ। যখন হাজীগণ ওই ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এবং যখন তারা সম্মুখস্থ ফাঁকা প্রবাহস্থল দিয়ে আরাফাত পর্বতের দিকে অগ্রসর হয়।

وَتَوْقَافُهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً - يُقِيْمُوْنَ بِالْاَيْدِىْ صُدُوْرَ الرَّوَاحِلِ

শপথ অপরাহ্নে তাদের আরাফাত পর্বতে অবস্থানের। নিজ হাতে তারা তাদের সওয়ারীগুলোর বুক সোজা করে দেয়।

وَلَيْلَةِ جَمْعٍ وَالْمَنَازِلِ مِنْ مِنًى - وَهَلْ فَوْقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَّمَنَازِلِ

শপথ মুযদালিফায় অবস্থানের রাত্রির এবং শপথ মিনা ময়দানের মনযিলসমূহের। ওগুলোর চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন মনযিল আছে কি ?

وَجَمْعٍ اِذَا مَا الْمَقْرُبَاتِ اَجَزْنَهُ - سِرَاعًا كَمَا يَخْرُجْنَ مِنْ وَّاقِعِ وَابِلِ

মুযদালিফা ময়দানের শপথ। দ্রুত ধাবমান উষ্ট্রীপাল যখন দ্রুতগতিতে সেটি অতিক্রম করে। যেমন তারা দ্রুতগতিতে পলায়ন করে বৃষ্টিপাতের সময়।

وَبِالْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى اِذَا صَعَرُوْا لَهَا - يَؤُمُّوْنَ قَذْفًا رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِ-

শপথ জামারায়ে কুবরা তথা পাথর নিক্ষেপের প্রধান লক্ষ্যবস্তুর। যখন হাজীগণ সেটির উদ্দেশ্যে উপরের দিকে উঠে। সেটির মাথায় পাথর নিক্ষেপই তাদের উদ্দেশ্য থাকে।

وَكِنْدَةَ اِذْهُمْ بِالْحِصَابِ عَشِيَّةً - تُجِيْزُبِهِمْ حَجَّاجُ بَكْرِبْنِ وَائِلِ-

শপথ কিনদাহ্ গোত্রের, যখন বকর ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের হাজীগণ সন্ধ্যা বেলা কংকর নিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যায়।

حَلِيْفَانِ شَدًّا عَقْدَ مَا احْتَلَفَا لَهُ - وَرَدًّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ

তারা দুই মিত্র গোত্র। যে বিষয়ে তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ওই বিষয়ক চুক্তিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে তারা প্রচণ্ড আক্রমণকারী অশ্বদল পাঠিয়েছে।

وَحَطْمُهُمْ سُمْرَ الرِّمَاحِ وَسَرْحَةً - وَشِبْرَقَةً وَخْذَ النِعَامِ الْجَوَافِلِ

এ লক্ষ্যে তারা ছোট-বড় সকল তীর ও বর্শা এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন উটপাখীর ক্ষিপ্রতাকে কাজে লাগিয়েছে।

فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا مِنْ مَعَاذٍ لِعَائِذٍ - وَهَلْ مِنْ مُعِيْذٍ يَتَّقِيْ اللّٰهَ عَادِلُ-

এরপর কি আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জন্যে কোন আশ্রয়স্থল অবশিষ্ট থাকে? আর আল্লাহ্‌র ভয় পোষণকারী ন্যায়পরায়ণ কোন আশ্রয়দাতা পাওয়া যায় কি ?

يُطَاعُ بِنَا اَمْرَ الْعَدَاوَةِ اِنَّنَا - يُسَدُّ بِنَا اَبْوَابُ تُرْكٍ وَّكَابُلِ-

আমাদের ব্যাপারে শত্রুতামূলক কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়। আর আমাদের জন্যে তুর্ক ও কাবুলে পথ বন্ধ করে দেয়া হয়।

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللّٰهِ نَتْرُكُ مَكَّةَ - وَنَظْعَنُ اَلاَ اَمْرُكُمْ فِيْ بَلاَبِلِ-

বায়তুল্লাহ্ শরীফের কসম, আমরা মক্কা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব তোমাদের এ ধারণা মিথ্যা স্মরণ রেখো, তোমাদের কাজকর্মের পরিণাম হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللّٰهِ نَبْذِىْ مُحَمَّدًا - وَلَمَّا نُطَاعِنْ دَوْنَهُ وَنُنَاضِلُ

বায়তুল্লাহ্ শরীফের কসম, তোমাদের ধারণা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। আমরা কখনো মুহাম্মদ (সা)-কে ফেলে দেব না, তোমাদের হাতে তুলে দেব না। বরং তার পাশে থেকে আমরা তোমাদের প্রতি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করব।

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصْرَعُ حَوْلَهُ - وَنَذْهَلُ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلاَئِلِ-

আমরা তাকে রক্ষা করব এবং নিরাপদ রাখব। প্রয়োজনে তাঁর চারিপাশে অবস্থান করে আমরা নিজেরা শত্রুর আঘাতে জর্জরিত হব এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রের কথা ভুলে যাব।

وَيَنْهَضُ قَوْمٌ بِالْحَدِيْدِ اِلَيْكُمْ - نُهُوضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلاَصِلِ-

শেষ পর্যন্ত লৌহ নির্মিত অস্ত্র নিয়ে একটি সম্প্রদায় তোমাদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হবে। যেমন কূপের সর্বশেষ অবশিষ্ট পানি বহনকরী অশ্বদল অগ্রসর হয়।

وَحَتّٰى نَرَى ذَاتِ الضِّغْنِ يَرْكَبُ رِدْعَهُ - مِنَ الطَّعْنِ فِعْلَ الْاَنْكَبِ الْمُتَحَامِلِ-

অবশেষে আমরা দেখব আমাদের প্রতিহিংসা পোষণকারী ব্যক্তিকে শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। নুইয়ে থাকা অস্ত্র বহনকারী যেমন মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

وَاِنَّا لَعَمْرُ اللّٰهِ اِنْ جَدَّ مَا اَرٰى - لَتَلْتَبِسَانَّ اَسْيَافُنَا بِالْاَمَائِلِ-

আল্লাহ্র কসম, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের তরবারি মিলিত হবে নিরস্ত্র লোকদের সাথে। অর্থাৎ আমাদের তরবারির ভয়ে শত্রুপক্ষ নিরস্ত্র হয়ে পড়বে।

بِكَفِّىْ فَتًى مِثْلُ الشِّهَابِ سُمَيْدَعُ - اَخِىْ ثِقَةٍ حَامِى الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ

তরবারি থাকবে একজন নওজোয়ানের হাতে। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। নেতৃত্ব প্রদানকারী, আস্থাভাজন, সত্যের প্রহরী এবং বীর ও সাহসী।

شُهُوْرًا وَّاَيَّامًا وَّحَوْلاً مُحَرَّمًا - عَلَيْنَا وَتَأْتِىْ حَجَّةٌ بَعْدَ قَابِلٍ-

এভাবে আমাদের জন্যে আসবে মাস দিন ও সম্মানিত বছর এবং আসবে বছরের পর বছর।

وَمَا تَرْكُ قَوْمٍ لاَ اَبَا لَكَ سَيِّدًا - يَحُوْطُ الذِّمَارَ غَيْرَ ذَرْبٍ مُوَاكِلِ-

নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্জন করেছে তাতে কি আসে-যায়? আমাদের ওই যুবক তো যোগ্যতম নেতা, যে সাহসী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনড় প্রাচীর ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সে আশালীনও নয়, আর নিজের কাজ অন্যের হাতে তুলে দেয় এবং সে অক্ষমও নয়।

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ - ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِّلْاَرَامِلِ

সে জ্যোতির্ময়, তার মুখমণ্ডলের উসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। সে ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষক।

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلاَّكُ مِنْ اٰلِ هَاشِمٍ – فَهُمْ عِنْدَهُ فِىْ رَحْمَةٍ وَّفَوَاضِلِ

হাশিমী বংশের দীন-দুঃখী লোকেরা তাঁর নিকট আশ্রয় নেয়। তাঁর নিকট গিয়ে দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে।

لَعَمْرِىْ لَقَدْ اَجْرٰى اَسَيْدُ وَبِكْرُهُ – اِلٰى بُغْضِنَا وَجَزَّأنَا الْأُكِلِ–

আমার জীবনের কসম, আসয়াদ ও বিকর এ দু'গোত্র আমাদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ চরিতার্থ করার পথে নেমেছে। তারা আমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করেছে ভক্ষণকারীর জন্য।

وَعُثْمَانُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلٰكِنْ اَطَاعَا اَمْرَ تِلْكَ الْقَبَائِلِ–

উছমান এবং কুনফুয গোত্র আমাদের প্রতি অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত থাকেনি। বরং তারাও উপরোল্লিখিত গোত্রগুলোর অনুসরণ করেছে।

اَطَاعَا اُبَيًّا وَّابْنَ عَبْدِ يَغُوْثِهِمْ – وَلَمْ يَرْقُبَا فِيْنَا مَقَالَةَ قَائِلٍ–

তারা উবাই এবং আবদ ইয়াগূছের পুত্রের আনুগত্য করেছে। আমাদের ব্যাপারে কোন বক্তব্য প্রদানকারীর বক্তব্যকে তারা গুরুত্ব দেয়নি।

كَمَا قَدْ لَقِيْنَا مِنْ سُبَيْعٍ وَّنَوْفِلٍ – وَكُلٌّ تَوَلّٰى مُعْرِضًا لَمْ يُجَامِلِ

যেমনটি আমরা অসৎ আচরণের সম্মুখীন হয়েছি সুবায় এবং নাওফিল গোত্রের পক্ষ থেকে। তারা সকলেই মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছে। কেউই আমাদের সাথে ভাল আচরণ করেনি।

فَاِنْ يَلْقَيَا اَوْ يُمَكِّنُ اللّٰهُ مِنْهُمَا – نَكِلْ لَهُمَا صَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ–

তারা যদি দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয় অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দেন, তবে আমরা তাদেরকে কড়ায় গণ্ডায় প্রতিদান দেবো।

وَذَاكَ اَبُوْ عَمْرٍو اَبٰى غَيْرَ بُغْضِنَا – لِيُظْعِنَنَا فِىْ اَهْلِ شَاءٍ وَّجَامِلٍ

ওই যে আবূ আমর, আমাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়া সে অন্য কিছু জানে না। সে চায় আমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে বকরীপালক ও উটপালকদের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে।

يُنَاجِىْ بِنَا فِىْ كُلِّ مَمْسٰى وَمَصْبَحٍ – فَنَاجِ اَبَا عَمْرٍو بِنَا ثُمَّ خَاتِلْ

আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনায় সে সকাল-সন্ধ্যা কানাঘুষা করে। হে আবূ আমর! তুমি গোপন আলোচনা চালিয়ে যাও এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে থাক।

وَيُؤْلِى لَنَا بِاللّٰهِ مَا اَنْ يَّغْشَنَا – بَلٰى قَدْ تَرَاهُ جَهْرَةً غَيْرَ خَائِلٍ–

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন কিছু দান করবেন যা আমাদেরকে ঢেকে ফেলবে। হ্যাঁ, তুমি তা প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। সেটি গোপন থাকবে না।

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغْضُنَا كُلَّ تَلْعَةٍ – مِنَ الْاَرْضِ بَيْنَ اَخْشَبَ فَمُجَادِلِ–

আমাদের প্রতি তার বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে আখশাব ও মুজাদিল পাহাড়ের মধ্যবর্তী সকল টিলা তার জন্যে সংকীর্ণ ও সংকটপন্ন হয়ে উঠেছে।

وَسَائِلُ اَبَا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا - بِسَعْيِكَ فِيْنَا مُعْرِضًا كَالْمُخَاتِلِ-

আবূ ওয়ালিদকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের প্রতি তোমার ঘৃণ্য তৎপরতা ও প্রতারকের ন্যায় আচরণ দ্বারা তুমি আমাদের কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছ ?

وَكُنْتَ اَمْرَءًا مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَايَةٍ - وَرَحْمَتِهِ فِيْنَا وَلَسْتَ بِجَاهِلٍ-

তুমি আমাদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিলে যে আপন বিবেক-বিবেচনা অনুসরণ করে এবং দয়া-দাক্ষিণ্য সহ জীবন যাপন করতে। তুমি তো ইতোপূর্বে মূর্খ ছিলে না।

فَعُتْبَةُ لاَ تَسْمَعُ بِنَا قَوْلَ كَاشِحٍ - حَسُوْدٍ كَذُوْبٍ مُبْغِضٍ ذِىْ دَغَاوِلِ-

এরপর হে উতবা! আমাদের ব্যাপারে তুমি কোন্ শত্রু, হিংসুক, বিদ্বেষ পোষণকারী ও দুষ্ট লোকের কথা শ্রবণ করো না?

وَمَرَّ اَبُوْا سُفْيَانَ عَنِّىْ مُعْرِضًا - كَمَا مَرَّ قِيْلُ مِنْ عِظَامِ الْمُقَاوِلِ-

আবূ সুফিয়ান আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছে। যেমন চলে যায় বড় বড় রাজা-বাদশাহদের কেউ কেউ।

يَفِرُّ اِلَى نَجْدٍ وَبَرْدٍ مِيَاهُهُ - وَيَزْعَمُ اَنِّىْ لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِلٍ

সে চলে যায় নাজ্‌দ অঞ্চলে এবং তার শীতল পানির দেশে। সে জানে যে, তোমাদের ব্যাপারে আমি নির্লিপ্ত নই।

وَيُخْبِرُنَا فِعْلَ الْمُنَاصِحِ اَنَّهُ - شَفِيْقٌ وَيُخْفِىْ عَارِمَاتِ الدَّوَاخِلِ-

কল্যাণকামী মানুষের কর্মের ন্যায় সে আমাদেরকে জানায় যে, সে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আর তার অন্তর্নিহিত শত্রুতা সে লুকিয়ে রাখে।

اَمُطْعِمُ لَمْ اَخْذُلْكَ فِىْ يَوْمِ نَجْدَةٍ - وَلاَ مُعْظِمٍ عِنْدَ الْاُمُوْرِ الْجَلاَئِلِ-

হে মুতঈম, আমাদের বিজয়ের দিনে আমি তোমাকে অপমানিত করব না। বিপদাপদ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের দিনেও নয়।

وَلاَ يَوْمَ خَصْمٍ اِذْ اَتَوْكَ اَلدَّةً - اُولِىْ جَدَلٍ مِنَ الْخُصُوْمِ الْمُسَاجِلِ-

তর্কপটু প্রচণ্ড ঝগড়াটে তার্কিক প্রতিপক্ষ যেদিন তোমার সাথে তর্ক করার জন্যে উপস্থিত হবে, সেদিনও আমি তোমাকে অপদস্থ করবো না।

اَمُطْعِمُ اِنَّ الْقَوْمَ سَامُوْكَ خِطَّةً - وَاِنِّىْ مَتَى اُوْكَلُ فَلَسْتُ بِوَائِلِ-

হে মুতঈম, সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাকে চারিদিকে চিহ্নিত করে আক্রমণের অক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। তবে আমি যখন কারো দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তখন তাকে ধ্বংস হতে দিই না।

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاً - عُقُوْبَةٍ شَرِّ عَاجِلاً غَيْرَ اجِلٍ-

আল্লাহ্ তা'আলা আব্দ শাম্স ও নাওফিলের বংশধরদেরকে আমাদের প্রতিশোধরূপে কঠিন শাস্তি দান করুন এবং তা যেন তিনি দেন শীঘ্রই— বিলম্বে নয়।

بِمِيْزَانِ قِسْطٍ لاَ يَخْسُ شَعْيَرَةً - لَهٗ شَاهِدُ مِّنْ نَفْسِهٖ غَيْرُ عَائِلٍ-

মহান আল্লাহ্ যেন তাদেরকে শাস্তি দেন ন্যায়বিচারের সে নিক্তিতে মেপে মেপে, যাতে এক তিল কম না হয়। তিনি নিজেই তো ওদের অপকর্মের সাক্ষী এবং তিনি শাস্তি দানে অক্ষম নন।

لَقَدْ سَفَهَتْ اَحْلاَمُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوْا - بَنِى خَلْفٍ قَبْضًا بِنَا وَالْغَبَاطِلَ

সে সম্প্রদায়ের লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি মূর্খতায় পর্যবসিত হয়েছে, যারা বনূ খাল্ফ গোত্রকে আমাদের সমকক্ষ ও মর্যাদাবান বলে গ্রহণ করেছে।

وَنَحْنُ الصَّمِيْمُ مِنْ ذُؤَابَةِ هَاشِمٍ - وَاٰلِ قَصِيٍ فِى الْخَطُوْبِ الْاَوَائِلِ-

অথচ হাশিমী বংশের মধ্যে এবং কুসাই-এর বংশধরদের মধ্যে প্রথম সারির গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন ও বড় বড় সমস্যা সমাধানে আমরাই দৃঢ়চিত্ত ও অগ্রণী।

وَسَهْمٍ وَمَخْزُوْمٍ تَمَالُوْا وَاَلَبُّوْا - عَلَيْنَا الْعِدٰى مِنْ كُلِّ طَمَلٍ وَخَامِلِ

বনূ সাহম ও বনূ মাখযূম গোত্র আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আমাদের উপর আক্রমণের জন্যে সকল বদমাশ ও তুচ্ছ লোকদেরকে আহবান জানিয়েছে।

فَعَبْدُ مَنَافِ اَنْتُمْ خَيْرُ قَوْمِكُمْ - فَلاَ تُشْرِكُوْا فِىْ اَمْرِكُمْ وَاغِلٍ

আর হে আব্দ মানাফ গোত্র তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমাদের কর্মকাণ্ডে আভিজাত্যের কোন মিথ্যা দাবীদারকে তোমরা অংশীদার করো না।

لَعَمْرِى لَقَدْ وُهِنْتُمْ وَعَجَزْتُمْ وَجِئْتُمْ بِاَمْرٍ مُخْطِئٍ لِلْمَفَاصِلِ

আমার জীবনের কসম, তোমরা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়েছ। তোমরা এমন একটি কর্মসূচী নিয়ে এসেছ, যা বিচার-মীমাংসার জন্যে বিভ্রান্তিকর।

وَكُنْتُمْ حَدِيْثًا حَطَبَ قَدْرٍ وَاَنْتُمْ - لاٰنَ اَحْطَابُ اَقْدُرٍ وَّمَرَاجِلِ-

সম্মান ও মর্যাদার সমষ্টিরূপে এক সময় তোমরা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলে। পক্ষান্তরে এখন তোমরা বড় বড় পাতিল ও পাত্রের ইন্ধনে পরিণত হয়েছ।

لِيَهْنِ بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ عُقُوْقُنَا - وَخُذْلاَ نُنَا وَتَرْكُنَا فِى الْمَعَاقِلِ-

আমাদের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন, আমাদেরকে অপমানিত করা এবং বিপদের মুখে আমাদেরকে পরিত্যাগ করার ফলশ্রুতিতে আব্দ মানাফের গোত্র লাঞ্ছিত হোক।

فَاِنْ نَكُ قَوْمًا نَتَّئِرْ مَا صَنَعْتُمْ - وَتَحْتَلِبُوْهَا لِقْحَةً غَيْرَ بَاهِلٍ-

আমরা যদি দলবদ্ধ ও বহুজনের সমষ্টি হতে পারতাম, তোমরা যা করেছ তার সবগুলোই ঝেড়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। আর আমাদের আনীত বিষয়ের অনুসরণ করে তোমরা সংরক্ষিত দুধেল উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতে।

وَسَائِطُ كَانَتْ فِى لُؤَىٍ بْنِ غَالِبٍ نَفَاهُمْ اِلَيْنَا كُلُّ صَبْقَرٍ حَلاَحِلُ-

লুওয়াই ইব্ন গালিব গোত্রে বহু মাধ্যম ছিল। সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ওগুলো আমাদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

وَرَهْطُ نُفَيْلٍ شَرُّ مِنْ وَطِئَ الْحَصْى - وَالْاَمَّ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَنَاعِلٍ-

নুফায়ল গোত্রের লোকজন তো এমন যে, জুতো পায়ে ও নগ্নপায়ে পৃথিবীতে যত বিচরণকারী আছে সবার মধ্যে ওরা মন্দতর ও নিকৃষ্টতম।

فَاَبْلِغْ قُصَيًّا اَنْ سَيَنْشُرُ اَمْرُنَا - وَبَشِّرْ قُصَيًّا بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ-

কুসাইর গোত্রকে সংবাদ দাও যে, অচিরেই আমাদের ব্যাপারটি বিস্তার লাভ করবে। কুসাইর গোত্রকে আরো জানিয়ে দাও যে, আমাদের এ অবস্থার পর তাদের লাঞ্ছনার যুগ শুরু হবে।

وَلَوْ طَرَقْتُ لَيْلاً قُصَيًّا عَظِيْمَةُ - اِذَا مَا لَجَأْنَا دُوْنَهُمْ فِى الْمَدَاخِلِ-

আমি যদি রাতের বেলা কুসাই-এর নিকট যাই আর কুসাইর গোত্রের আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আশ্রয় নিই, তবে তা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলে গণ্য হবে।

وَلَوْصَدَقُوْا ضَرْبًاخِلاَلَ بُيُوْتِهِمْ - لَكُنَّا اُسًى عِنْدَ النِّسَاءِ الْمَطَافِلِ- [২]

তারা যদি নিজেদের গৃহ ও পরিবারের মধ্যে আমাদের সঠিক পরিচয় বর্ণনা করে, তবে সন্তানবতী মাতাদের নিকট আমরা সহানুভূতির পাত্র বলে বিবেচিত হব।

فَكُلُّ صَدِيْقٍ وَابْنِ اُخْتٍ نَعُدُّهُ - لَعَمْرِىْ وَجَدْنَا غِبَّةً غَيْرَ طَائِلٍ

আমাদের সকল বন্ধু এবং ভাগ্নেদের ব্যাপারে যখন আমরা হিসেব কষি এবং পর্যালোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে, তারা আমাদের প্রতি নির্যাতনকারী। মোটেও অনুগ্রহশীল ও দয়ালু নয়।

سِوَى اَنَّ رَهْطًا مِنْ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ - بَرَاءُ اِلَيْنَا مِن مَعَقَّةِ خَاذِلِ

---

১. এই লাইন এবং এর পূর্বের লাইন এ দুটো লাইন আসলায়ন গ্রন্থে নেই। সীরাতে ইব্ন হিশাম থেকে আমরা এ দুটো লাইন এনেছি।

২. المطافل। বাচ্চাওয়ালা মহিলা।

তবে কিলাব ইব্ন মুর্‌রা গোত্রের কিছু লোক ব্যতিক্রম বটে। আমাদের প্রতি লাঞ্ছনাদায়ক অবাধ্যতা ও অসদাচরণ থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র।

وَهْنَا لَهُمْ حَتَّى تَبَرَّدَ جَمْعُهُمْ – وَيُحَسِّرُ عَنَّا كُلَّ بَاغٍ وَجَاهِلٍ

তাদের জন্যে সাদর-সম্ভাষণ। তাদের দলটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সীমালংঘন-কারী ও মূর্খ লোকদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السِّقَايَةِ فِيْهِمْ – وَنَحْنُ الْكُدٰى مِنْ غَالِبٍ وَالْكَوَاهِلِ–

ওদের আওতার মধ্যে আমাদের পানি পানের কূপ ছিল। আর গালিব গোত্রের মধ্যে আমরা ছিলাম নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী।

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيَّبِيْنَ وَهَاشِمٍ – كَبِيْضِ السُّيُوْفِ بَيْنَ اَيْدِيْ الصَّيَاقِلِ–

ওরা উল্লিখিত গোত্রদ্বয় এবং হাশিম বংশীয় সম্ভ্রান্ত গোত্রের একদল তারুণ্যে উদ্দীপ্ত সুগন্ধিতে হাত রেখে শপথকারী যুবক। যেমন রেত পরিচালনাকারী কর্মকারদের সম্মুখে তীক্ষ্ণ দেদীপ্যমান তলোয়াররাশি।

فَمَا اَدْرَكُوْا ذَحْلاً وَلاَ سَفَكُوْا دَمًا – وَلاَ حَالَفُوْا الْاَشْرَارَ الْقَبَائِلَ

তারা কোন হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করেনি, কোন প্রকারের খুন-খারাবি করেনি এবং অসৎ গোত্রগুলোর সাথে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেনি।

يَضْرِبٍ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَاَنَّهُمْ – ضَوَارِىْ اَسْوَدُ فَوْقَ لَحْمٍ خَرَادِلٍ

ওরা এমন এক গোত্র, তুমি প্রহরীর ভূমিকায় ওদের যুবকদেরকে দেখবে তারা যেন তিলের উপরের কালো আবরণ।

بَنِىْ اُمَّةٍ مَحْبُوْبَةٍ صِنْدِكِيَّةٍ – بَنِىْ جُمَحٍ عُبَيْدُ قَيْسِ بْنِ عَاقِلٍ–

তারা সিনদাকী ও প্রেমময়ী এক ক্রীতদাসীর বংশধর। আর কায়স ইব্ন আকিলের ক্রীতদাস জুমাহের বংশধর।

وَلٰكِنَّا نَسْلُ كِرَامُ لِسَادَةٍ – بِهِمْ نَعِىَ الْاَقْوَامِ عِنْدَ الْبَوَاطِلِ–

পক্ষান্তরে আমরা নেতৃত্ব প্রদানকারী সম্ভ্রান্ত লোকদের বংশধর। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় আমাদের সাহসী পূর্বপুরুষদের নামের মধ্যে থাকত শত্রুপক্ষের মৃত্যু-সংবাদ।

وَنِعْمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ غَيْرُ مُكَذَّبٍ – زُهَيْرُ حُسَامًا مُفْرَدًا مِنْ حَمَائِلِ–

সত্যিই সম্প্রদায়ের ভাগ্নে গোত্র যুহায়র গোত্র খুব ভাল গোত্র। তারা সাহসী ও যোদ্ধা বটে কিন্তু অন্যায় আক্রমণের দায় থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

اَشَمُّ مِنَ الشُّمِّ الْبَهَا لِيْلِ يَنْتَمِىْ – اِلَى حَسَبٍ فِىْ حَوْمَةِ الْمَجْدِ فَاضِلِ–

নির্ভেজাল ও খাঁটি সুগন্ধি থেকেও তারা অধিকতর ঘ্রাণময়। এমন একটি বংশের সাথে তারা যুক্ত সম্মান ও মর্যাদার পরিবেশে যেটি উৎকৃষ্ট।

لَعَمْرِى لَقَدْ كَلَّفْتُ وَجْدًا بِاَحْمَدَ - وَاِخْوَتِهِ ذَابَ الْمُحِبِّ الْمُواصِلِ-

আমার জীবনের কসম, আহমদ ও তার আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি বহু কষ্ট সহ্য করেছি। আত্মীয়তা রক্ষাকারী প্রিয় ব্যক্তির নীতি আমি অনুসরণ করেছি।

فَمَنْ مِثْلُهُ فِى النَّاسِ اَىُّ مُؤَمِّلٍ - اِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ

মান-মর্যাদার প্রতিযোগিতায় বিচারকের নিকট তার মত মর্যাদাবান কে-ইবা আছে ?

حَلِيْمٌ رَشِيْدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشٍ - يُوَالِىْ اِلهًا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ

সে ধৈর্যশীল, সত্যানুসারী, ন্যায়পরায়ণ। সে লক্ষ্যহীন ও বিভ্রান্ত নয়। এমন এক মা'বূদের সাথে তার সম্পর্ক যিনি তার ব্যাপারে গাফিল নন।

كَرِيْمُ اَلْمُسَاعِىْ مَاجِدٌ وَابْنُ مَاجِدٍ - لَهُ اِرْثُ مَجْدٍ ثَابِتٍ غَيْرُ نَاصِلِ-

সে দানশীল, পরিশ্রমী, নিজে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তির পুত্র। তার রয়েছে আভিজাত্যের সুদৃঢ় উত্তরাধিকার। যা নড়বড়ে ও অপসৃয়মান নয়।

وَاَيَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ - وَاَظْهَرَ دِيْنًا حَقُّهُ غَيْرُ زَائِلٍ

সকল মানুষের প্রভু মহান আল্লাহ্ স্বীয় সাহায্য দ্বারা তার শক্তি জুগিয়েছেন। সে প্রচার করেছে এমন একটি দীন-ধর্ম যার সত্যতা অবিনশ্বর।

فَوَ اللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ اَجِئَ بِسُبَّةٍ - تَجُرُّ عَلَى اَشْيَاخِنَا فِى الْمَحَافِلِ

আল্লাহ্র কসম, আমরা ধর্মান্তরিত হলে মাহফিলে-মজলিসে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি গাল-মন্দ বর্ষণের আশংকা না থাকলে—

لَكُنَّا تَبِعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ - مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرُ قَوْلِ التَّهَازُلِ

আমরা নিশ্চয় যুগ ও জীবনের সকল পর্যায়ে তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করতাম। এটি আমার পাকা কথা। হাসি-ঠাট্টা নয়।

لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ ابْنَنَا لاَ مُكَذَّبٌ - لَدَيْنَا وَلاَ يَعْنِى بِقَوْلِ الْاَبَاطِلِ-

ওরা সকলে এটা নিশ্চিত জানে যে, আমাদের এই সন্তান আমাদের বিবেচনায় মোটেই মিথ্যাবাদী নয় এবং সে কোন অসৎ নেতার কথাকে পরোয়া করে না।

فَاَصْبَحَ فِيْنَا اَحْمَدُ فِىْ اَرُوْمَةٍ - يُقَصِّرُ عَنْهَا سُوْرَةُ الْمُتَطَاوِلِ-

ফলে, আহমদ আমাদের মধ্যে সকলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তার মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সুদীর্ঘ বর্ণনা তার বিবরণ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

حَدَيْتُ لِنَفْسِي دُوْنَهُ وَحَمَيْتُهُ - وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذِّرٰى وَالْكَلَاكِلِ

আমি নিজেকে দিয়ে তার চারিদিকে রক্ষাব্যূহ তৈরী করেছি এবং তাকে নিরাপদ রেখেছি। আমার চোখের পানি এবং বক্ষ পেতে দিয়ে তার প্রতি আগত আক্রমণ আমি প্রতিহত করেছি।

ইব্ন হিশাম বলেন, কাসীদার এই অংশটি বিশুদ্ধ সূত্রে আমার নিকট পৌঁছেছে। কতক কবিতা বিশেষজ্ঞ এ কাসীদার অধিকাংশ বিশুদ্ধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

আমি বলি এটি একটি সুদীর্ঘ, উচ্চাদের ও প্রাঞ্জল কবিতা। যাঁকে এর রচয়িতা বলে প্রকাশ করা হয়েছে তিনি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এমন কবিতা রচনা করা সম্ভবও নয়। এটি সাবআ মু'আল্লাকাত অপেক্ষা অধিকতর উন্নত এবং ভাব ও বিষয়ের উৎকর্ষতার দিক থেকে ওই সবগুলো থেকে উত্তম। উমাবী আরো কিছু অতিরিক্ত চরণ সংযোজন করে কাসীদাটি তাঁর মাগাযী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

পরিচ্ছেদ

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর তারা ইসলাম গ্রহণকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারী সাহাবীগণের উপর নির্যাতন শুরু করে। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন তাদের নিজ নিজ গোত্রের মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্যে তারা দুর্বল মুসলমানদেরকে বন্দী করে রাখা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট দেয়া, প্রহার করা এবং প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত মরুভূমিতে পাথর চাপা দেয়াসহ নানা প্রকারের নির্যাতন চালাতে থাকে। সীমাহীন নির্যাতনের মুখে কেউ কেউ বাহ্যিক ভাবে ইসলাম ত্যাগের কথা উচ্চারণ করেন। আবার শত নির্যাতনের মুখেও কেউ কেউ ইসলাম ধর্মে অবিচল থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা) ছিলেন তখন বনূ জুমাহ্ গোত্রের ক্রীতদাস। জন্মগতভাবে তিনি ওদের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পুরো নাম বিলাল ইব্ন রাবাহ। মায়ের নাম হামামা। তিনি ছিলেন একজন পুণ্যাত্মা খাঁটি মুসলমান। তাঁর মালিক কাফির উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ প্রচণ্ড রৌদ্রতাপদগ্ধ দুপুরে তাঁকে মাঠে নিয়ে যেত। তারপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিত। তার নির্দেশানুসারে হযরত বিলাল (রা)-এর বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপিয়ে দেয়া হত। এরপর পাষণ্ড উমাইয়া বলত, আল্লাহ্র কসম, যতক্ষণ তুই মুহাম্মাদকে ছেড়ে দিয়ে লাত ও উয্যার উপাসনা না করবি কিংবা যতক্ষণ তোর মৃত্যু না হবে ততক্ষণ তুই এভাবেই থাকবি। কিন্তু এ অবস্থায়ও হযরত বিলাল (রা) অবিরত বলতে থাকতেন, আহাদ, আহাদ আল্লাহ্ এক! আল্লাহ এক!!

ইব্ন ইসহাক বলেন, হিশাম ইব্ন উরওয়া তাঁর পিতার বরাতে আমাকে বলেছেন যে, হযরত বিলাল (রা) এভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন আর 'আহাদ আহাদ' বলে ঘোষণা দিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হায় আল্লাহ্ এ যে বিলাল। এরপর তিনি উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ এবং জুমাহ গোত্রের যারা

এ নৃশংস অত্যাচারে জড়িত ছিল তাদের নিকট গেলেন এবং বললেন আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা যদি তাকে এভাবে হত্যা কর, তবে আমি তাকে একজন দরবেশরূপে গণ্য করবো।

আমি বলি, কেউ কেউ এ বর্ণনাটিকে মর্মগত দিক থেকে বাস্তবতাবর্জিত বলে গণ্য করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহীপ্রাপ্তির পরপর ওহী বিরতির মেয়াদকালে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের মৃত্যু হয়। আর প্রথম যুগে যারা ইসলামগ্রহণ করেছেন তাদের ইসলামগ্রহণ ছিল ওহী বিরতির মেয়াদশেষে يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ নাযিল হওয়ার পর। তাহলে হযরত বিলালের অত্যাচারিত হওয়ার প্রাক্কালে ওয়ারাকা তাঁর পাশ দিয়ে যেতে পারেন কী করে ? সুতরাং এ বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়।

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, হযরত বিলালের নির্যাতিত হাওয়ার সময় হযরত আবূ বকর (রা) ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর একটি কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের বিনিময়ে তিনি উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ থেকে তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে এই কঠোর নির্যাতন থেকে রেহাই দেন। হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণকারী যাদেরকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন সে সকল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত বিলাল (রা), আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা) উম্মু উমায়স[১] (রা), তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নাহদিয়্যা (রা) ও তাঁর কন্যা। তাঁদেরকে বনূ আবদুদ্দার গোত্র থেকে তিনি ক্রয় করেছিলেন। তাঁদের মহিলা মালিক তাঁদেরকে পাঠিয়েছিল গম ভাঙ্গার জন্যে। হযরত আবূ বকর (রা) শুনছিলেন যে, তাঁদের মালিক বলছিল আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো তোমাদের দু'জনকে মুক্তি দেবো না। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, হে অমুকের মা! তুমি তোমার শপথ ভেঙে ফেল। সে বলল, আপনি বরং তার ব্যবস্থা করুন। আপনি তো ওদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি গিয়ে ওদেরকে মুক্ত করুন। তিনি বললেন, কত মূল্যে তুমি ওদেরকে আমার নিকট হস্তান্তর করবে ? সে বলল, এত এত মূল্যে। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি ওদেরকে গ্রহণ করলাম।

এখন ওরা দু'জন মুক্ত। তোমরা যাও, ওর গম ওকে ফিরিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, হে আবূ বকর (রা)। পেষার কাজ শেষ করে আমরা তা ফিরিয়ে দেবো ? তিনি বললেন, এটা তোমাদের ইচ্ছা।

হযরত আবূ বকর (রা) বনূ মুআম্মাল গোত্রের একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলেন। বনূ মুআম্মাল গোত্র হল বনূ আদী গোত্রের একটি শাখা গোত্র। ইসলামগ্রহণের কারণে উমর যাকে প্রহার করতেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আতিক বর্ণনা করেছেন আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র থেকে। তাঁর পরিবারের জনৈক লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি

---

১. আসলায়ন গ্রন্থে রয়েছে উম্মু উমায়স। বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল তিনি হলেন যিমনিরাহ। হতে পারে যে, অনুলেখকের লেখার সময় ওই নামটি ছুটে যায়। কারণ, ইব্ন হিশাম ওই নামটি উম্মু উমায়সের পর উল্লেখ করেছেন।

বলেন, আবূ কুহাফা তদীয় পুত্র আবূ বকরকে বলেছিলেন, হে বৎস। আমি তো তোমাকে দেখছি যে, তুমি শুধু দুর্বল দাসদাসীগুলো মুক্ত করছ। ক্রীতদাস মুক্ত করতে গিয়ে তুমি যদি স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী লোক মুক্ত করতে, তবে তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারত এবং তোমার পাশে দাঁড়াত। তখন আবূ বকর (রা) বলেছিলেন, পিতা! আমার এ কাজের পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর একথা সর্বত্র আলোচিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও তার পিতার কথোপকথন উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ...... وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্যে সুগম করে দিব সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে আর যা উত্তম তা বর্জন করলে তার জন্যে আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে। আমার কাজ তো কেবল পথ-নির্দেশ করা। আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। তাতে প্রবেশ করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য। যে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সেটি থেকে বহুদূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্যে এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে (৯২ ঃ ৫-২১)।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আহমদ (র) ও ইব্ন মাজা (র) আসিম ইব্ন বাহদালা........ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছেন সাতজন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-আবূ বকর (রা), আম্মার (রা), আম্মারের মা সুমাইয়া (রা), সুহায়ব (রা), বিলাল (রা) এবং মিকদাদ (রা)। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর চাচার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হিফাযত করেছেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তিনি আবূ বকর (রা)-কে রক্ষা করেছেন। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা ধরে নিয়ে যায় এবং লোহার বর্ম পরিয়ে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রাখে। ফলে, হযরত বিলাল (রা) ব্যতীত অন্যান্যরা বাহ্যত মুশরিকদের নির্দেশ মেনে নেন। হযরত বিলাল (রা) এমন ছিলেন যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় নিজের জীবনকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন এবং নিজের সম্প্রদায়ের নিকটও তিনি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতেন না। তাই তারা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেয়। গলায় রশি বেঁধে তারা তাঁকে মক্কার পথে পথে ঘুরাতে থাকে। হযরত বিলাল শুধু বলছিলেন, 'আহাদ' 'আহাদ'।

সুফিয়ান ছাওরী (র) উক্ত হাদীছ মানসূর সূত্রে— তিনি মুজাহিদ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ মাখযুম গোত্রের লোকেরা আম্মার ইব্ন ইয়াসির, তাঁর পিতা এবং মাতাকে খোলা প্রান্তরে নিয়ে যেত। তাঁদের গোটা পরিবার ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। ওরা

ভরদুপুরে প্রচণ্ড তাপদগ্ধ মরুভূমিতে ফেলে রেখে তাঁদেরকে নির্যাতন করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট যেতেন এবং বলতেন "হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।"

বায়হাকী (র) ...... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মার ও তাঁর পরিবারের লোকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন 'হে আম্মার ও ইয়াসিরের পরিবার। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হল জান্নাত। আম্মারের মাকে তারা প্রাণে মেরে ফেলেছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলাম ব্যতীত অন্য সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ[১]।

ইমাম আহমদ....... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইসলামে প্রথম শহীদ হলেন আম্মারের মাতা সুমাইয়া। আবূ জাহ্ল একটি বল্লম দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করে এবং তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এটি মুরসাল বর্ণনা।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, পাপিষ্ঠ আবূ জাহ্ল ছিল অন্যতম প্রধান ব্যক্তি, যে কুরায়শ বংশীয় লোকজন নিয়ে মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাত। কোন মর্যাদাবান ও আত্মরক্ষায় সক্ষম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এই সংবাদ পাওয়ার পর সে দ্রুত তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হত এবং তাঁকে অপমান ও লাঞ্ছিত করত এবং বলত তুমি তোমার পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছ। অথচ তোমার পিতা তোমার চেয়ে অনেক ভাল লোক ছিলেন। তোমার জ্ঞানকে আমরা অবশ্যই অজ্ঞতা ও মূর্খতারূপে চিহ্নিত করব। তোমার মতামতকে আমরা অবশ্যই ভ্রান্ত আখ্যায়িত করব।

ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে সে বলত, আল্লাহ্র কসম,তোমার ব্যবসাকে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করে দিব এবং তোমার ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেব। ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি দুর্বল হলে সে তাকে প্রহার করত এবং তার উপর জুলুম-অত্যাচার চালাত। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহ্লের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হাকীম ইব্ন জুবায়র বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইব্ন জুবায়র সূত্রে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মুশরিকরা কি সাহাবীগণের উপর এমন জঘন্য নির্যাতন চালাত যাতে তাঁরা ধর্মত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর্যায়ে চলে যেতেন এবং যে অবস্থায় ইসলাম-ত্যাগ গ্রহণযোগ্য ওযররূপে বিবেচিত হত ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ তাই হত। আল্লাহ্র কসম, মুশরিকরা এক-একজন সাহাবীকে প্রহার করত, উপোস রাখত এবং তৃষ্ণার্ত করে রাখত-যাতে করে সংশ্লিষ্ট সাহাবী দুর্বল হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেন যে, সোজা হয়ে বসতেও পারতেন না। ফলে, ধর্মান্তরের যে প্রস্তাব ওরা দিত বাধ্য হয়ে তাঁকে তা বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হত। শেষ পর্যন্ত ওরা তাঁকে বলত, আল্লাহ্ ব্যতীত লাত এবং মানাত দু'জন উপাস্য নয় কি ? তিনি মুখে বলতেন, হ্যাঁ। ওদের প্রচণ্ড

১. নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহীদ ছিলেন বটে, তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত খাদীজার পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হযরত হারিছ (রা)।—সম্পাদকদ্বয়।

নির্যাতনের মুখে আত্মরক্ষার জন্যে ওদের কথামত এরূপ বলতেই হত। আমি বলি, এ ধরনের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"কেউ ঈমান আনয়নের পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্যে আছে মহাশাস্তি। তবে তার জন্যে নয় যাকে কুফরী করার জন্যে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত (১৬-১০৬)। বস্তুত তাঁদের প্রতি আপতিত নৃশংস জুলুম ও অত্যাচারের প্রেক্ষিতে তাঁরা নিরূপায় হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরত ও শক্তিতে আমাদেরকে ওই প্রকারের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া........ খাব্বাব ইব্‌ন আরতের বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি এক সময় কর্মকার ছিলাম। 'আস ইব্‌ন ওয়াইলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। পাওনা উসুল করার জন্যে আমি তার নিকট উপস্থিত হই। সে বলে, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান না করবে ততক্ষণ তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। তখন আমি বললাম, "আমি মুহাম্মদ (সা)-কে কখনো প্রত্যাখ্যান করব না। এমনকি তোমার মৃত্যু হলে এবং মৃত্যুর পর তুমি পুনরুত্থিত হলেও না। তখন সে বলল, "তাহলে আমার মৃত্যুর পর আমি পুনরুত্থিত হলে তখন সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও ছেলে মেয়ে নিশ্চয়ই থাকবে। তুমি তখন আমার নিকট এসো, আমি সেখানে তোমার পাওনা পরিশোধ করে দেবো। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

اَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّلَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا.

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, "আমাকে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।" সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়েছে অথবা দয়াময়ের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই নয়, সে যা বলে তা আমি লিখে রাখবই এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ে কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা (১৯ ঃ ৭৭)।

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যরা আ'মাশ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য এই ঃ "আমি মক্কায় কর্মকার ছিলাম। আস ইব্‌ন ওয়াইলকে আমি একটি তরবারি বানিয়ে দিই। পরে পারিশ্রমিক নিতে তার নিকট উপস্থিত হই। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

---

১. অন্য বর্ণনায় আবূ জাহ্ল তাঁর লজ্জাস্থানে আঘাত করে বলে উল্লিখিত হয়েছে। -সম্পাদকদ্বয়

বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী....... খাব্বাব (রা) সূত্রে বলেন তিনি বলেছেন, এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি কা'বাগৃহের ছায়ায় চাদরকে বালিশরূপে ব্যবহার করে শুয়ে ছিলেন। আমরা তখন মুশরিকদের প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, "আপনি কি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবেন না ?" আমার কথা শুনে তিনি উঠে বসলেন। রাগে তাঁর মুখমণ্ডল তখন রক্তিম হয়ে উঠেছে। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল লৌহ নির্মিত চিরুনী দিয়ে তাদের দেহ চিরে দেয়া হয়েছে। দেহের মাংসও শিরা ভেদ করে তা' হাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। এত অত্যাচার নির্যাতনও তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাদের মাথার উপর করাত রেখে তাদেরকে চিরে দু'টুকরা করে ফেলা হয়েছে। তবু তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মহান আল্লাহ্ আমাদের এই দীনকে নিশ্চয়ই পূর্ণতা দান করবেন। শেষে এমন এক পরিবেশ তৈরী হবে যে, পথিক সানাআ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে অতিক্রম করবে। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। রাবী বুনান এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছে, "তখন পথিক তার বকরীপালে বাঘের আক্রমণের আশংকাও করবে না।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "তোমরা কিন্তু ত্বরা করে অস্থির হয়ে পড়ছ" এ অংশটি শুধু ইমাম বুখারী (র) উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম মুসলিম এটুকু উদ্ধৃত করেননি। খাব্বাব (রা) থেকে অন্য সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেটি এটি অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান .... খাব্বাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যুহরের নামাযের সময়ে প্রচণ্ড গরম লাগার কথা অভিযোগ আকারে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাই। আমাদের অভিযোগ নিরসনে তিনি তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেননি। ইব্ন জা'ফরের বর্ণনায় আছে যে, "তিনি অভিযোগ রূপে এটি গ্রহণ করেননি।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন সুলায়মান ইব্ন দাউদ .... খাব্বাব (রা) সূত্রে বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দাবদাহের অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ নিরসনে কোন ব্যবস্থা নিলেন না। শু'বা বলেন, অর্থাৎ মধ্যাহ্নের দাবদাহ।

ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, বায়হাকী প্রমুখ (র) আবূ ইসহাক সুবাঈ .... খাব্বাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রচণ্ড খরতাপের অভিযোগ পেশ করি। বায়হাকীর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, "আমাদের হাতে ও মুখে প্রচণ্ড গরম লাগার অনুযোগ করি। আমাদের অনুযোগ নিরসনে তিনি তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেননি। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে নামায আদায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুযোগ করি। তিনি তা নিরসনে কোন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেননি।

ইবন মাজাও সংক্ষিপ্ত আকারে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীছের মর্ম এই ছিল যে, মুশরিকগণ কর্তৃক প্রচণ্ড উত্তপ্ত মরুভূমিতে নির্যাতন করার কথা তারা অভিযোগ আকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করেন। ওরা মুসলমানদেরকে উপুড় করে মাটিতে ফেলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত। আর মুসলিমরা নিজেদের হাতের তালুর সাহায্যে নিজেদেরকে রক্ষার চেষ্টা

করতেন। এরকম আরো অনেক প্রকারে তারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাত। এ সম্পর্কে ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্যদের দ্বারা বর্ণিত হাদীছগুলো আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ সকল অত্যাচার-নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি যেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকট বদ দু'আ করেন। অথবা এ দু'আ করেন যে, আল্লাহ্ যেন মুসলমানদের বিজয় দান করেন। তিনি এ দু'আ করবেন বলে মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তিনি দু'আ করেননি বরং পূর্ববর্তী ঈমানদারদের ইতিহাস ও ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা আরো কঠোর ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু তবু তাঁরা দীন থেকে বিচ্যুত হননি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মুসলমানদেরকে ঐ সুসংবাদ দেন যে, দীন-ই-ইসলামকে আল্লাহ্ তা'আলা অতিসত্বর পূর্ণতা দান করবেন। এটিকে বিশ্বময় প্রচারিত ও প্রসারিত করবেন এবং দেশে দেশে এ ধর্মকে এবং ঐ ধর্মের অনুসারীদেরকে সাহায্য করবেন। অবশেষে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে, সওয়ারী ও মুসাফির ব্যক্তি সানাআ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘপথ পাড়ি দিবে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ভয় তাঁর অন্তরে থাকবে না। এমনকি তার বকরীপালের উপর বাঘের আক্রমণেরও আশংকা থাকবে না। তবে তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা তাড়াহুড়া করছ। এ প্রেক্ষাপটে বর্ণনাকারী বলেছেন যে, আমাদের মুখে ও হাতে প্রচণ্ড তাপ লাগার কথা অভিযোগ আকারে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করি। তিনি আমাদের অভিযোগ নিরসনে তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেননি। অর্থাৎ ওই কঠিন সময়ে আমাদের জন্যে দু'আ করেননি।

এ হাদীছের আলোকে যারা একথা বলেন যে, যুহরের নামায আদায়কালে সূর্যতাপে শীতলতা আসার মত বিলম্ব করা সমীচীন নয় এবং যারা একথা বলেন যে, নামাযের মধ্যে সিজদার সময় মাটিতে হাত রাখা ওয়াজিব, তাদের বক্তব্য সংশয়মুক্ত নয়। এটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর দুটো অভিমতের একটি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের তর্ক-বিতর্ক

তাদের প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যথোপযুক্ত প্রমাণ পেশ এবং গোঁড়ামি, হিংসা, সত্যদ্রোহিতা ও প্রত্যাখ্যানমূলক মানসিকতার তাড়নায় প্রকাশ্যে তারা সত্য অস্বীকার করলেও মনে মনে তাদের সত্য উপলব্ধি ও সত্যের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

ইসহাক ইব্‌ন রাহ্ওয়ায়হ বলেন, আবদুর রায্যাক (রা).....হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে ব[illegible] করেন। তিনি বলেন, একদা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হ[illegible]নি তাকে কুরআন পাঠ করে শোনান। তাতে সে কুরআনের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট ও বিনম্র হয়ে পড়ে এ সংবাদ আবূ জাহ্লের নিকট পৌঁছে যায়। সে ওয়ালীদের নিকট এসে বলে, চাচা! আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার জন্যে কিছু মালামাল সংগ্রহ করতে চাচ্ছে। ওয়ালীদ বল্ল, কেন কী হয়েছে? সে বলল, আপনাকে দেখার জন্যে। কারণ, আপনি মুহাম্মদের নিকট গিয়েছেন আপনার পূর্ব ধর্মমত পরিত্যাগ করার জন্যে। ওয়ালীদ বলল, কুরায়শের লোকজন তো জানে যে, আমি তাদের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাহলে ধন-সম্পদের আমার প্রয়োজন কী?

আবূ জাহ্ল বলল, তাহলে আপনার গোত্রের উদ্দেশ্যে আপনি এমন একটি জোরালো বক্তব্য পেশ করুন যাতে তারা বুঝতে পারে যে, আপনি মুহাম্মদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। ওয়ালীদ বলল, আমি কী বলব ? আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মধ্যে কেউই গীতিকাব্য, ছন্দ, কাসীদা এবং জিনদের কবিতা সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক অবগত নয়, আল্লাহ্ কসম, মুহাম্মদ যা বলছে তা তো ওগুলোর কোনটির সাথেই মিলছে না। আল্লাহ্র কসম, সে যা বলছে তার মধ্যে এক বিশেষ মাধুর্য রয়েছে, তাতে রয়েছে আকর্ষণ। তার উপরের অংশ ফলবান আর নীচের অংশ পানিসিক্ত। সে অবশ্যই বিজয়ী হতে থাকবে, বিজিত হবে না। তার বিপরীতে যা আছে তার সব কিছুকে সে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে।

আবূ জাহ্ল বলল, আপনি তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য না করা পর্যন্ত আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। ওয়ালীদ বলল, ঠিক আছে, অপেক্ষা কর, আমি একটু ভেবে নিই। ভেবে-চিন্তে সে বলল, এটি অন্য করো নিকট থেকে প্রাপ্ত জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এ প্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالاً مَمْدُوْدًا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا —আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসংগী পুত্রগণ (৭৪ ঃ ১১-১৩)। বায়হাকী (র) হাকিম....... ইসহাক সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ আইয়ুব সূত্রে ইকরিমা থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদের নিকট এ আয়াত পাঠ করেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُبِا لْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর (১৬ ঃ ৯০)।

বায়হাকী (র) হাকিম...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা এবং কুরায়শের কতক নেতৃস্থানীয় লোক একস্থানে মিলিত হয়। উপস্থিত লোকদের মধ্যে সে ছিল বয়োবৃদ্ধ। তখন হজ্জের মওসুম নিকটবর্তী ছিল। সে প্রস্তাব করল যে, আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল এ সময়ে তোমাদের নিকট আসবে। তোমাদের প্রতিপক্ষ মুহাম্মদের কথা তো তারা জেনেছে। সুতরাং তার ব্যাপারে তোমরা একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। তার সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলে সকলে একই কথা বলবে। একেক জন একেক কথা বলবে না যাতে করে একজনের কথায় আরেকজন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও এবং একজনের কথা অপরজনের কথাকে বাতিল করে দেয়।

তারা বলল, হে আবূ আব্দ শামস্! আপনিই একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিন। আমরা সবাই তাই মেনে নেবো। সে বলল, না, তোমরাই বরং প্রস্তাব পেশ কর, আমি শুনি। তারা বলল, আমরা

তাকে গণক বলব। সে বলল না, সেতো গণক নয়। আমি গণকদেরকে দেখেছি। তার পেশ করা বাণী গণকদের মন্ত্রের ধ্বনির মত নয়। তারা বলল, আমরা তাকে জিনগ্রস্ত বলব। সে বলল, আমি জিনগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে দেখেছি এবং সে সম্পর্কে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার কথা কিন্তু জিনগ্রস্ত লোকের প্রলাপও নয়, ভালমন্দের মিশ্রণও নয়। তারা বলল, তাহলে আমরা তাকে কবি বলব। সে বলল, সেতো কবি নয়। প্রশংসাগীতি, নিন্দাগীতি, ছোট কবিতা ও বড় কবিতাসহ সকল প্রকারের কবিতা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার বক্তব্য তো কবিতা নয়। তারা বলল, তাহলে আমরা তাকে জাদুকর বলব। সে বলল, সে তো জাদুকর নয়। আমি জাদুকরদেরকেও দেখেছি, তাদের জাদুও দেখেছি। তার বাণী জাদুমন্ত্র নয়। জাদুকরের গিঁট দেয়াও নয়।

তারা বলল, হে আবূ আব্দ শামস্! তাহলে আমরা তাকে কী বলব ? সে বলল, আল্লাহ্র কসম, তার কথায় একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। সেটির গোড়ার দিক হল রসসিক্ত। আর শাখা প্রশাখা হল ফল সমৃদ্ধ। তার সম্পর্কে তোমরা উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর যেটিই বল তাতে সবাই বুঝে নিবে যে, তোমাদের কথা মিথ্যা। তবে তাকে জাদুকর বলাটাই অধিকতর যুক্তিসংগত। সুতরাং তোমরা সকলে তাকে এমন জাদুকর বলবে যে মানুষকে ধর্ম, তার পিতৃপুরুষ, তার স্ত্রী ও তার ভাই ও তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তারা ওয়ালীদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। পরবর্তীতে তারা লোকজনের অপেক্ষায় থাকে।

অবশেষে হজ্জ মওসুম উপস্থিত হয়। তাদের পাশ দিয়ে যারাই যেত তারা ওদেরকে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে সতর্ক করে দিত এবং তাঁর সম্পর্কে অসত্য কথা শুনাত। এ প্রেক্ষিতে ওয়ালীদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوْدًا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا —আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসংগী পুত্রগণ (৭৪ ঃ ১১-১৩)।

ওয়ালীদের আসরে উপস্থিত ওই সকল লোক যারা কুরআন সম্পর্কে জাদু, কবিতা ইত্যাদি কটূক্তি করেছে তাদের সম্পর্কে নাযিল হল فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের, আমি ওদের সকলকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে যা ওরা করে (১৫ ঃ ৯২)।

আমি বলি, ওদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতামূলক মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ قَالُوْآ اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوْ شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ.

তারা এও বলে, এটি অলীক কল্পনা হয়ত সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব, সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল

পূর্ববর্তিগণ (২১ ঃ ৫)। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা কি বক্তব্য দিবে সে বিষয়ে তারা অস্থিরতায় ভুগছিল। তারা যা-ই বলতে চেয়েছে, তা-ই মিথ্যা ও অসত্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে। কারণ, সত্য পথ যে ত্যাগ করে, তার সকল কথাই ভুল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا.

দেখুন, ওরা আপনার কী উপমা দেয়! ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা পথ পাবে না (১৭ ঃ ৪৮)।

আরদ ইব্ন হুমায়দ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরায়শ বংশের লোকেরা একদিন এক পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। তারা বলল, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কবিতা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁকে খুঁজে বের কর। সে যেন ওই লোকের নিকট যায়, যে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করে দিয়েছে এবং আমাদের ধর্মের নিন্দা করেছে। আমাদের অভিজ্ঞ লোকটি যেন তার সাথে কথা বলে এবং সে কি উত্তর দেয় তা লক্ষ্য করে। তারা বলল, এ বিষয়ে উতবা ইব্ন রাবীআ ব্যতীত অন্য কাউকে আমরা উপযুক্ত মনে করছি না। উতবার উদ্দেশ্যে তারা বলল, হে আবূ ওয়ালীদ আপনিই এই দায়িত্ব পালন করুন। তখন উতবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসে। সে বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি উত্তম, নাকি তোমার পিতা আবদুল্লাহ্ ? তিনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। সে এবার বলল, তুমি উত্তম, নাকি আবদুল মুত্তালিব ? তিনি চুপ করে রইলেন। উতবা এবার বলল, তুমি যদি মনে কর যে, তারা তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, তবে তারা তো সে সব উপাস্যের উপাসনা করে গিয়েছেন তুমি যেগুলোর নিন্দা করছ। আর তুমি যদি মনে কর যে, তুমি তাদের তুলনায় উত্তম, তবে তুমি তোমার নিজের কথা বল আমরা তা শুনি।

আল্লাহ্র কসম! নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে তুমি যত ক্ষতিকর ও অলক্ষুণে ততোধিক ক্ষতিকর ও অলক্ষুণে কাউকে আমরা দেখি না। তুমি আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছ। আমাদের সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিয়েছ এবং আমাদের ধর্মের নিন্দা করেছ। সমগ্র আরব দেশে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, কুরায়শ গোত্রে একজন জাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে। একজন গণকের আগমন ঘটেছে। আল্লাহ্র কসম, আমরা এখন গর্ভবতী মহিলার প্রাণফাটা চীৎকারের ন্যায় একটি চীৎকারের আশংকায় অস্থির রয়েছি যে চীৎকার শুনে আমাদের একদল অপরদলের উপর তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। ওহে, তোমার যদি কোন অভাব-অনটন থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে দিব, যাতে তুমি কুরায়শ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হতে পার। তোমার যদি বিয়ে-শাদী করার ইচ্ছা থাকে তবে কুরায়শ বংশের যে মহিলাকে তোমার পসন্দ হয় তার কথা বল, সে রকম দশজন মহিলা আমরা তোমার নিকট বিয়ে দিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ....

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে" হা-মীম। এটি দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। এটি এক কিতাব বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্।

অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্যে। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং ওরা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাচ্ছ ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে তার ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমভাবে যাঞ্চাকারীদের জন্যে। এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি সেটিকে এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়! ওরা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে। এরপর তিনি আকাশ জগতকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে সেটির বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা। তবু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এবং ধ্বংসকর শাস্তির আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ (৪১ ঃ ১-১৩)।

এবার উতবা বলল, যথেষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু কি তোমার নিকট নেই ? তিনি বললেন, না। উতবা এবার কুরায়শী নেতৃবৃন্দের নিকট ফিরে গেল। তারা বলল, ওদিককার খবর কী ? সে বলল, তোমরা যা যা বলতে, আমার ধারণা তার সবই আমি তাকে বলেছি। তারা বলল, সে কি কোন উত্তর দিয়েছে ? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর সে বলল, যিনি কা'বাগৃহ নির্মাণ করেছেন সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে আমি বলছি, সে যা বলেছে আমি তার কিছুই বুঝিনি। শুধু এতটুকু বুঝেছি যে, 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের উপর আগত একটি বিকট চিৎকারের আগমন সম্পর্কে সে তোমাদেরকে সতর্ক করেছে। তারা বলল, হায়! এটি কেমন কথা! একজন লোক আরবী ভাষায় আপনার সাথে কথা বলল, অথচ আপনি তা বুঝতে পারলেন না। সে

বলল, না, না, আল্লাহ্র কসম, বিকট চীৎকারের কথা ব্যতীত আর কিছুই আমার বোধগম্য হয়নি।

বায়হাকী (র) প্রমুখ হাকিম...... আজলাহ্ সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে ওই বর্ণনা সন্দেহমুক্ত নয়। ওই বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তুমি যদি নেতৃত্ব চাও, তবে আমাদের নেতৃত্বের পতাকা আমরা তোমার হাতে তুলে দেব। যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ততদিন তুমি নেতা হিসেবে থাকবে। ওই বর্ণনায় একথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন –

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ–

(তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির 'আদ ও ছামূদের ধ্বংসের অনুরূপ) পাঠ করলেন, তখন উতবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ চেপে ধরল এবং রক্ত সম্পর্কের দোহাই দিয়ে আর কিছু না বলতে অনুরোধ করল।

এরপর কিছুকাল উতবা তার ঘনিষ্ঠজনদের সাথে দেখা করেনি, বরং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন কাটায়। তখন আবূ জাহ্ল বলে, হে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহ্র কসম, আমার মনে হয় পিতৃধর্ম ত্যাগ করে উতবা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদের আপ্যায়নে সে খুশী হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই তার অভাব-অনটনের কারণে হয়েছে। চল, আমরা সবাই তার নিকট যাই। উতবার সাথে দেখা করে আবূ জাহ্ল বলল, হে উতবা! আমরা তোমার নিকট এ জন্যে এসেছি যে, তুমি তো মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ এবং তার ধর্ম তোমার ভাল লেগেছে। মূলত তুমি যদি কোন অভাব-অনটনে থাক, তবে আমাদেরকে বল, আমরা তোমাকে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে দিই যাতে করে তুমি আর মুহাম্মদের আপ্যায়নের মুখাপেক্ষী থাকবে না। এ কথা শুনে উতবা রেগে যায় এবং আল্লাহ্র নামে কসম করে বলে যে, কখনও সে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে কথা বলবে না। সে এও বলে যে, তোমরা তো জান আমি কুরায়শ বংশের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি, তবে আমি তার নিকট গিয়েছিলাম। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা যা বলেছিল তা তাদেরকে জানাল। এরপর সে বলল, মুহাম্মদ এমন ভাষায় আমাকে উত্তর দিল যে, আল্লাহ্র কসম, তা কোন জাদুও নয়, কবিতাও নয়, গণকের মন্ত্রও নয়। সে আমার নিকট এগুলো পাঠ করল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ থেকে শুরু করে ঃ

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صاعقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

পর্যন্ত। তখন আমি তার মুখ চেপে ধরি এবং রক্ত সম্পর্কের দোহাই দিয়ে তাকে থামতে বলি। তোমাদের তো ভালভাবেই জানা আছে যে, মুহাম্মদ কিছু বললে তা মিথ্যা হয় না। তাই তোমাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ভয়ে আমি শংকিত ছিলাম।

এরপর বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম..... মুহাম্মদ ইব্ন কাআব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, কুরায়শের ধৈর্যশীল নেতা উতবা ইব্ন রাবীআ একদিন বলেছিল —তখন সে ছিল কুরায়শী লোকদের সমাবেশে বসা আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন একাকী মসজিদে বসা। বস্তুত সে বলেছিল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি কি ওই লোকের কাছে

গিয়ে কতগুলো প্রস্তাব পেশ করব ? এমনও হতে পারে যে কোন একটি প্রস্তাব সে গ্রহণ করবে এবং আমাদেরকে জ্বালাতন করা থেকে বিরত থাকবে। উপস্থিত লোকজন বলল, হে আবূ ওয়ালীদ, আপনি তাই করুন। উতবা উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসে। এরপর উতবা ধন-সম্পদ ও রাজত্ব সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব দিয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা উত্তর দিয়েছেন তার বিবরণ দেয়।

যিয়াদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, উতবা বলেছিল , হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি কি মুহাম্মদের নিকট যাব এবং তার সাথে আলাপ-আলোচনা করে তার নিকট কতক প্রস্তাব পেশ করব ? এমনও হতে পারে যে, সে কোন একটি প্রস্তাব পেশ করবে এবং আমরা প্রস্তাব অনুযায়ী তার চাহিদা পূরণ করব এবং ফলশ্রুতিতে সে আমাদেরকে জ্বালাতন করা থেকে বিরত থাকবে। এ ঘটনা সংঘটিত হয় তখন, যখন হযরত হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারা দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথীদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তখন উপস্থিত লোকজন বলল, হ্যাঁ, হে আবূ ওয়ালীদ! আপনি তার নিকট যান এবং তার সাথে কথা বলুন! উতবা উঠে দাঁড়ায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে বসে। সে বলে, ভাতিজা! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের গোত্রের মধ্যে তোমার মর্যাদা এবং আভিজাত্যের কথা তো তোমার জানা আছে। তবে তোমার সম্প্রদায়ের নিকট তুমি এমন একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে এসেছ যা দ্বারা তুমি তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছ, তাদের গুণীজনদেরকে মূর্খরূপে আখ্যায়িত করেছ, তাদের উপাস্যগুলো ও ধর্মমতের নিন্দাবাদ করেছ এবং তাদের পরলোকগত পূর্ব পুরুষদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছ। তুমি আমার কথা শোন, আমি তোমার নিকট কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি। তুমি সেগুলো ভালভাবে বিবেচনা করে দেখবে। এমনও হতে পারে যে, তার মধ্যে কোন একটি প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূল ওয়ালীদ! বলুন, আমি শুনছি। সে বলল, 'ভাতিজা! তুমি যা নিয়ে এসেছ তার মাধ্যমে ধন-সম্পদ অর্জন করা যদি তোমার উদ্দিষ্ট হয়, তবে আমাদের প্রত্যেকের ধন-সম্পদের একটা অংশ আমরা তোমাকে দিয়ে দেব, ফলে তুমি আমাদের সবার চেয়ে বড় সম্পদশালী হয়ে যাবে। তুমি যদি মর্যাদা অর্জন করতে চাও, তবে আমরা তোমাকে চিরদিনের জন্যে নেতা রূপে বরণ করে নেবো। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতৃত্ব দেব না। তুমি যদি রাজত্ব চাও আমরা তোমাকে আমাদের রাজা রূপে বরণ করবো। তোমার নিকট যে অদৃশ্য আগন্তুক আসে সে যদি জিন হয়ে থাকে এবং তার হাত থেকে আত্মরক্ষায় তুমি যদি অক্ষম হয়ে থাক, তবে আমরা ডাক্তার-কবিরাজ ডেকে এনে অর্থব্যয় তোমাকে সুস্থ করে তুলব। কারণ, মাঝে মাঝে অনুষঙ্গী তার মূল ব্যক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে, যার জন্যে চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। উতবা হুবহু একথা অথবা এ জাতীয় অন্য কিছু বলেছিল। উতবার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ, আপনার কথা শেষ হয়েছে ? সে বলল, হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এবার আমার বক্তব্য শুনুন। সে বলল, ঠিক আছে, বলে যাও!। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়তে শুরু করলেন ঃ

حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ....

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রীতিমত পড়ে যেতে লাগলেন।

তিলাওয়াত শুনে উতবা চুপ হয়ে গেল এবং দু'হাত পেছনে ঠেকিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। সূরা পাঠ করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং আয়াত পাঠান্তে সিজদা করলেন। তারপর বললেন, আপনি তো শুনলেন হে আবুল ওয়ালীদ! উতবা বল্ল হ্যাঁ, শুনেছি । রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এবার আপনার কাজ আপনি করুন! উতবা উঠে তার সাথীদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। ওরা বলাবলি করছিল যে, আল্লাহ্র নামে কসম করে বলতে পারি আবুল ওয়ালীদ যেমন চেহারা নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়েছিল তার ভিন্ন চেহারা নিয়ে সে ফিরে এসেছে। তাদের নিকট এসে বসার পর তারা বলল, আবুল ওয়ালীদ! কী সংবাদ এনেছেন ? সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি এমন এক বাণী শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, সেটি কবিতাও নয়, গণকের মন্ত্রও নয়। হে কুরায়শী সম্প্রদায়! তোমরা তার আনুগত্য কর এবং আমাকে তার আনুগত্য করার সুযোগ দাও। ওই লোক যা করতে চায় তাকে তা করতে দাও। আল্লাহ্র কসম, আমি তার যে বক্তব্য শুনেছি তা একদিন ঘটবেই। আরবের অন্যান্য লোকেরা যদি তাকে কাবু করতে পারে, তবে অন্যের মাধ্যমে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল। আর সে যদি সমগ্র আরব জাতির উপর বিজয়ী হয়, তবে তার রাজত্ব মূলত তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান। তার মাধ্যমে তোমরা হবে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান সম্প্রদায়। তারা বলল, হে আবূ ওয়ালীদ আল্লাহ্র কসম, তার বাকচাতুর্য তোমাকে জাদুগ্রস্ত করেছে। সে বলল, তোমাদের সম্মুখে এটিই আমার অভিমত। তারপর তোমরা যা ভাল মনে কর, করতে পার।

এরপর ইসহাক সূত্রে ইউনুস আবূ তালিবের কতক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে তিনি উতবার প্রশংসা করেছেন।

বায়হাকী (র) বলেন, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ইস্পাহানী........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উতবা ইব্ন রাবীআর নিকট حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার পর সে তার সাথীদের নিকট উপস্থিত হয়। সে তাদেরকে বলে, হে আমার সম্প্রদায়! এ বিষয়ে আজকের মত তোমরা আমার কথা মেনে নাও। এরপর না হয় আমার অবাধ্য হবে। আল্লাহ্র কসম, ওর নিকট থেকে আমি এমন বাণী শুনেছি যা আমার কান দু'টি কোন দিন শুনেনি। আমি তার কী উত্তর দিব, তাও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। এ সনদে এটি খুবই অপরিচিত বর্ণনা।

এরপর বায়হাকী (র) হাকিম...... যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমার নিকট এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবূ জাহ্ল, আবূ সুফিয়ান এবং আখনাস ইব্ন শুরায়ক প্রমুখ এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শোনার জন্যে বের হয়। তিনি তখন নিজ গৃহে নামায আদায় করছিলেন। তারা প্রত্যেকেই গোপনে এক একটি স্থানে বসে পড়ে। তাদের

একে অন্যের আগমন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। সারারাত তারা কুরআন তিলাওয়াত শোনে। ভোরে তারা আপন আপন গৃহ অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে তাদের দেখা হয়ে যায়। তখন তারা এ কাজের জন্যে একে অন্যকে ভর্ৎসনা করে এবং একে অন্যকে বলে, খবরদার, আর কখনো এখানে আসবে না।

তোমাদের কোন মূর্খজন যদি দেখে, তবে তার মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ সৃষ্টি হবে। এরপর তারা নিজ নিজ গন্তব্যপথে চলে যায়। দ্বিতীয় রাতেও তাদের প্রত্যেকে গোপনে এসে নিজ নিজ স্থানে বসে এবং কুরআন তিলাওয়াত শুনে রাত কাটিয়ে দেয়। প্রত্যুষে প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে ফিরে যেতে থাকে। কেউ পথিমধ্যে আবার পরস্পরে সাক্ষাত হয়ে যায়।

পুনরায় না আসার জন্যে গতরাতে একে অন্যকে যে ভাবে বুঝিয়েছিল এ রাতেও একে অন্যকে সে ভাবে বুঝাল। তারপর তারা সে স্থান ত্যাগ করল। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তাদের প্রত্যেকে গোপনে নিজ নিজ স্থানে এসে বসে পড়ে এবং তিলাওয়াত শুনে রাত কাটিয়ে দেয়। প্রত্যুষে প্রত্যেকে স্ব-স্ব গৃহ অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু পথে আবার তাদের দেখা হয়ে যায়। এবার তারা বলে, 'না, আর চলতে দেয়া যায় না। আসুন, আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরা আর এখানে আসব না।' এরপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং নিজ নিজ পথে চলে যায়।

প্রত্যুষে আখনাস ইব্ন শুরায়ক লাঠি হাতে ঘর থেকে বের হয় এবং আবূ সুফিয়ানের বাড়ি এসে তার সাথে দেখা করে। সে বলে, "হে আবূ হানযালা! (আবূ সুফিয়ানের উপনাম) মুহাম্মদের মুখ থেকে আপনি যা শুনেছেন সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন তো! আবূ সুফিয়ান বলল, হে আবূ ছা'লাবা! আল্লাহ্র কসম, আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমি ভালভাবে জ্ঞাত আছি এবং এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাও আমি জানি। তখন আখনাস বলল, আপনি যার কসম করেছেন আমিও তার কসম করে বলছি, আমার অভিমতও তাই।

এরপর সে ওখান থেকে বের হয়ে আবূ জাহ্লের বাড়ি যায় এবং বলে, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ থেকে আপনি যা শুনেছেন সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? সে বলল, আমি যা শুনেছি, তা হল আমরা এবং আব্দ মানাফ গোত্র মর্যাদা ও সম্মান অর্জনে প্রতিযোগিতারত। তারা লোকজনকে আপ্যায়ন করেছে আমরাও তা করেছি। তারা লোকজনকে সওয়ার হবার জন্যে বাহন দিয়েছে আমরাও বাহন দিয়েছি। তারা দান-দক্ষিণা করেছে আমরাও দান-দক্ষিণা করেছি। অবশেষে আমরা যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে অসাধারণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর আমরা ছিলাম প্রতিযোগিতায় রত দুটো অশ্ব, তখন তারা বলে উঠল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, আসমান থেকে যার নিকট ওহী আসে। হায় আমরা ওই মর্যাদা কোথায় পাব ? আল্লাহ্র কসম, আমি ওই বাণী আর কোন দিন শুনবও না আর সেটি সত্য বলেও মেনে নেব না। এরপর আখনাস ইব্ন শুরায়ক সেখান থেকে চলে যায়।

এরপর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম...... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পাই, সেদিনের

ঘটনা এই ঃ আমি এবং আবূ জাহ্ল মক্কার এক গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমাদের দেখা হয়ে যায়। আবূ জাহ্লকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, হে আবুল হাকাম! আপনি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এগিয়ে আসুন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আবূ জাহ্ল বলল, হে মুহাম্মাদ, আমাদের উপাস্যগুলোর সমালোচনা ও ওগুলোকে গালমন্দ করা থেকে তুমি কি বিরত থাকবে ? তুমি কি এটাই চাও যে, আমি এই সাক্ষ্য দিই যে, তুমি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছ ? আমরা কি কখনো তোমার দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য দিব ?

আল্লাহ্র কসম, আমি যদি জানতাম যে, তুমি যা বলছ তা সত্য, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করতাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন পথে চলে গেলেন। আর আবূ জাহ্ল আমার দিকে ফিরে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি নিশ্চিত জানি যে, সে যা বলছে তা সত্য। তবে কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমাকে তার অনুসরণে বাধা দিচ্ছে। গৌরব ও মর্যাদা বর্ণনার প্রতিযোগিতায় কুসাইর বংশধরগণ বলল, আমাদের আছে কা'বাগৃহ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব, তখন আমরা বললাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারা বল্ল, আমাদের আছে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। আমরা বললাম, হ্যাঁ তাও ঠিক আছে। তারা বলল, আমাদের আছে পরামর্শ সভার দায়িত্ব। আমরা বললাম, হ্যাঁ তাও ঠিক আছে। তারা বলল, আমাদের পতাকা বহনের দায়িত্ব আছে, আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাও আছে বৈ কি! এরপর তারা লোকজনকে আপ্যায়িত করে এবং আমরা লোকজনকে আপ্যায়িত করি।

অবশেষে প্রতিযোগী দুই সওয়ারী যখন সমান সমান হয়ে গেল, তখন তারা বলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন।" সুতরাং আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো তার অনুসরণ করব না।

বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ হাকিম..... আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ জাহ্ল ও আবূ সুফিয়ান এক জায়গায় বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আবূ জাহ্ল বলল, এটি তোমাদের নবী, হে আব্দ শামস্ গোত্র! আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের গোত্রে নবী আবির্ভূত হবে এতে কি তুমি অবাক হচ্ছো ? তাহলে কি যারা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় কম এবং মর্যাদায় নীচ, তাদের মধ্য থেকে নবী হবে ? আবূ জাহ্ল বলল, আমার অবাক লাগে এ জন্যে যে, প্রবীণ লোকদেরকে বাদ দিয়ে অল্পবয়স্ক বালক কেমন করে নবী হয় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি তাদের নিকট এসে বললেন, হে আবূ সুফিয়ান! আপনি তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যে ক্রুদ্ধ হননি, আপনি বরং ক্রুদ্ধ হয়েছেন নিজের বংশ মর্যাদার জন্যে। আর হে আবুল হাকাম! আল্লাহ্র কসম, আপনি অবশ্যই প্রচুর কাঁদবেন এবং কম হাসবেন। তখন আবূ জাহ্ল বলল, ভাতিজা! তোমার নবুওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি আমাকে কত মন্দ সতর্কবাণীই না শুনালে! এ সূত্রে হাদীছটি মুরসাল বটে এবং এটির মধ্যে কোন এক স্থানে বর্ণনাকারীর সংখ্যা মাত্র একজনে নেমে এসেছে।

Contents

আবূ জাহ্লের উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে তার নিজের ও তার সঙ্গীদের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً اِنْ كَادُوْا لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلاَ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً

ওরা যখন আপনাকে দেখে, তখন ওরা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ থেকে দূরে সরিয়ে দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম! যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট (২৫ ঃ ৪১-৪২)

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বণনা করেন। তিনি বলেন ঃ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا—সালাতে স্বর উচ্চ করবেন না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবেন না— এ দুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন (১৭ ঃ ১১০) আয়াতটি যখন নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় আত্মগোপন করে থাকতেন। এ প্রসংগে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকগণ কুরআনের শব্দ শুনে কুরআনকে, যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁকে এবং যিনি কুরআন এনেছেন তাঁকে গালমন্দ করত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِ অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করবেন না। উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করলে মুশরিকগণ তা শুনে কুরআনকে গালমন্দ করবে। وَلاَتُخَافِتْ অর্থাৎ আপনার সাহাবীগণ শুনতে না পান এমন ক্ষীণ স্বরেও পাঠ করবেন না। ক্ষীণ স্বরে পাঠ করলে তারা আপনার নিকট থেকে তা গ্রহণ করতে পারবেন না। وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করুন (১৭ ঃ ১১০)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীছ আবূ বিশর জা'ফর ইব্ন আবী হাইয়া থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন ।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, দাউদ ইব্ন হুসায়ন..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়ার সময় যখন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা সেখান থেকে দূরে সরে যেত এবং তাঁর কণ্ঠে তা শুনতে অনীহা প্রকাশ করতো। কোন লোক যদি স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায আদায়কালীন কুরআন তিলাওয়াত শুনতে চাইত, তবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে একাকী সংগোপনে সে তা শুনত। যদি সে দেখত যে, তার কুরআন শ্রবণ সম্পর্কে ওরা জেনে ফেলেছে, তবে ওদের নির্যাতনের ভয়ে সে ওখান থেকে চলে যেত, তার আর শোনা হত না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তাহলে যারা মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত শুনতে চাইতেন, তাঁরা তা শুনতে পেতেন না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ —আপনি নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করবেন না যার ফলে ওরা সবাই আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। وَلَا تُخَافِتْ بِهَا এবং অতিশয় ক্ষীণস্বরেও পাঠ করবেন না। তা হলে তো গোপনে শ্রবণকারীরা তা শুনতে পাবে না। এমনও হতে পারে যে, সে যা শুনবে তাতে তার অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে এবং সে উপকৃত হবে। وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا —বরং এ দুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন!

পরিচ্ছেদ ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর আবিসিনিয়ায় হিজরত

মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন, তাদের প্রতি মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন, নির্দয় প্রহার এবং অপমান, লাঞ্ছনার কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা) থেকে ওদেরকে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে তাঁকে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্যে।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, তাঁরা নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সর্বপ্রথম ১১জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা সেখানে হিজরত করেন। পদব্রজে এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে তাঁরা সাগর তীরে গিয়ে পৌঁছেন। এরপর অর্ধ দীনারের বিনিময়ে আবিসিনিয়া পর্যন্ত একটি নৌকা ভাড়া করেন। তাঁরা হলেন উছমান ইব্ন আফ্ফান, তাঁর সহধর্মিণী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া, আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা, তাঁর স্ত্রী সাহ্লা বিন্ত সুহায়ল, যুবায়র ইব্ন আওআম, মুসআব ইব্ন উমায়র, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ, তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা বিনত আবূ উমাইয়া, উছমান ইব্ন মাযঊন, আমির ইব্ন রাবীআ আল-আনাসী, তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্ত আবূ হাছামাহ্, আবূ সাবূরা ইব্ন আবূ রুহাম মতান্তরে আবূ হাতিব ইব্ন আমর, সুহায়ল ইব্ন বায়দা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ বলেন, মহিলা ও শিশু ব্যতীত শুধু পুরুষ ছিলেন ৮২ জন। আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। তিনি যদি তাঁদের সাথে থাকেন, তবে তাঁদের সংখ্যা হবে ৮৩।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের উপর আপতিত মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন দেখলেন এবং এও দেখলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে এবং আবূ তালিবের মাধ্যমে তাঁকে ওদের জুলুম থেকে রক্ষা করছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্তু নিজে তাঁর সাহাবীদেরকে বিপদাপদ ও জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছেন না। তখন তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি আবিসিনিয়া চলে যেতে, তাহলে ভাল হত। কারণ, সেখানে একজন রাজা আছেন যিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না। এবং সেটি একটি ভাল রাজ্য। ওখানে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এই জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। এ প্রেক্ষিতে জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি এবং দীন-ধর্ম রক্ষার

লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। এটি হল ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের প্রথম হিজরত। সর্বপ্রথম যাঁরা বের হলেন, তাঁরা হলেন উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা), তাঁর স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া (রা)।

বায়হাকী (র) ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান.......কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম সপরিবারে যিনি হিজরত করলেন তিনি হলেন উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। আমি নাযর ইব্ন আনাসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন যে, আমি আবূ হামযা অর্থাৎ আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়া (রা)। দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কোন খোঁজখবর পাচ্ছিলেন না। এরপর এক কুরায়শী মহিলা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, হে মুহাম্মদ! (সা) আমি তো আপনার জামাতাকে দেখে এসেছি। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও আছেন। ওদের কী অবস্থায় দেখে এসেছ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি দেখেছি যে, স্ত্রীকে একটি গাধার পিঠে তুলে দিয়ে তিনি গাধাটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, صَحِبَهُمَا اللّٰهُ। — আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে থাকুন! লূতের (আ) পর উছমানই সর্বপ্রথম সপরিবারে হিজরত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা তাঁর স্ত্রী সাহ্লা বিনত সুহায়ল ইব্ন আমর, সেখানে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ হুযায়ফা, যুবায়র ইব্ন আওআম, মুসআব ইব্ন উমায়র, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ, তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা বিন্ত আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা। সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, তার নাম যায়নাব, উছমান ইব্ন মাযঊন, আমির ইব্ন রাবীআ, ইনি খাত্তাব পরিবারের মিত্র ছিলেন। তাঁর গোত্র হল বনূ আনায ইব্ন ওয়াইল গোত্র, তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্ত আবূ হাছামাহ্। আবূ সাবূরা ইব্ন আবূ রুহাম আমিরী, তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলছুম বিন্ত সুহায়ল ইব্ন আমর, মতান্তরে আবূ হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আবদূদ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসল ইব্ন আমির। কথিত আছে যে, তিনি সবার আগে ওখানে পৌঁছেছিলেন এবং সুহায়ল ইব্ন বায়যা। আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, উল্লিখিত ১০ জন পুরুষ সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, উছমান ইব্ন মাযঊন তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর যাত্রা করেন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী আসমা বিন্ত উমায়স। সেখানে তাঁদের পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের জন্ম হয়। এরপর একের পর এক মুসলমানগণ সেখানে হিজরত করতে থাকেন। ফলে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের একটি বিরাট দল একত্রিত হয়।

মূসা ইব্ন উক্বা মনে করেন যে, আবূ তালিব ও তাঁর মিত্র গোত্রগুলো যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গিরিসঙ্কটে অন্তরীণ ছিলেন, তখন মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা ঘটে। অবশ্য এ মন্তব্য সন্দেহাতীত নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মূসা ইব্‌ন উকবা এও মনে করেন যে, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানে দ্বিতীয় দলের হিজরতকালে। আর দ্বিতীয় হিজরতের ঘটনা ঘটেছিল প্রথম হিজরতকারীদের কতক মক্কা ফিরে আসার পর। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে তাঁদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছিল যে মক্কার মুশরিকগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা রীতিমত নামায আদায় করছে। এ সংবাদ শুনে তাদের কতক মক্কায় ফিরে আসেন। যারা ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উছমান ইব্‌ন মাযঊনও ছিলেন। এখানে এসে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ সঠিক নয়। ফলে তাঁরা পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে যান। অবশ্য তাঁদের কতক মক্কায় থেকে যান। দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন করে আরো কিছু মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এটিই আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আলোচিত হবে। মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব আবিসিনিয়ায় গমন করেন দ্বিতীয় দলের সাথে। আর ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তিনি আবিসিনিয়ায় গিয়েছেন তথায় প্রথম হিজরতকালে। ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্যটিই অধিকতর সঠিক। এ বিষয়ে আলোচনা পরে আসছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে কথা হল, তিনি প্রথম হিজরতকারীদের দ্বিতীয় দলে ছিলেন। হিজরতকারীদেরকে তিনিই সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত করেছিলেন এবং তাদের পক্ষ থেকে সম্রাট ও অন্যদের সাথে কথা বলেছিলেন। একটু পরেই আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবের সাথী হয়ে যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন ইব্‌ন ইসহাক তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুহরিছ ইব্‌ন শাক্ আল-কিনানী, আমরের ভাই খালিদ, খালিদের স্ত্রী উমাইয়া, বিন্‌ত খাল্‌ফ ইব্‌ন আসআদ আল খুযাঈ, সেখানে তাঁদের পুত্র সন্তান সাঈদের জন্ম হয়, তাঁর মাতা যাকে পরবর্তীতে যুবায়র (রা) বিয়ে করেন তার ঔরসে উমর ও খালিদের জন্ম হয়, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিছাব, তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ্, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ বিন্‌ত আবী সুফিয়ান, বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায় গোত্রের কায়স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর স্ত্রী আবূ সুফিয়ানের আযাদকৃত ক্রীতদাস ইয়াসারের কন্যা বারকাহ বিন্‌ত ইয়াসার, মুআয়কীব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা ইনি ছিলেন সাঈদ ইব্‌ন আসের আযাদকৃত ক্রীতদাস, ইব্‌ন হিশাম বলেন, মুআয়কীব ছিলেন দাওস গোত্রের লোক।

আবূ মূসা আশআরী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স তিনি উতবা ইব্‌ন রাবীআর পরিবারের মিত্র ছিলেন এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান, ইয়াযীদ ইব্‌ন যুম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আসাদ, তুলায়ব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবূ কাছীর ইব্‌ন আব্‌দ, সুওয়াইবিত ইব্‌ন হুরায়মালা সাআদ ইব্‌ন জুহম ইব্‌ন কায়স আল আবদাবী, তার সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মু হারমালাহ্ বিন্‌ত আবদুল আসওয়াদ ইব্‌ন

১. দুই মূলকপি এবং সীরাতে ইব্‌ন হিশাম গ্রন্থে মুহাজিরদের সংখ্যা এবং তাঁদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে। এই গ্রন্থের সংকলক যেহেতু ইব্‌ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেহেতু ইব্‌ন হিশামসহ যে কোন একটি মূল কপির সাথে যে তথ্যের মিল রয়েছে সেটিকে আমরা নির্ভরযোগ্যরূপে চিহ্নিত করেছি।

খুযায়মা— তাঁর দুই পুত্র আমর ইব্ন জুহম এবং খুযায়মা ইব্ন জুহম, আবূ রওম ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার ফিরাস ইব্ন নাযর ইব্ন হারিছ ইবন কালদাহ্, সাআদ (রা)-এর ভাই আমির ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, মুত্তালিব ইব্ন আয্হার ইব্ন আবদ্ আওফ আয্ যুহরী, তাঁর স্ত্রী রামলা বিন্ত আবূ আওফ ইব্ন যবীরা— সেখানে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, তাঁর ভাই উতবা, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ, হারিছ ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর আত-তায়মী, তাঁর স্ত্রী রাবতা বিন্ত হারিছ ইব্ন জাবীলা, সেখানে তাঁদের ছেলে মূসা, এবং তিন মেয়ে আইশা, যয়নাব ও ফাতিমার জন্ম হয়। আমর ইব্ন উছমান ইব্ন আমর ইব্ন কাআব ইব্ন সাআদ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা, শাম্মাস ইব্ন উছমান ইব্ন শারীদ আল মাখযূমী। কথিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন বিধায় তাঁর এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। মূলত তাঁর নাম ছিল উছমান ইব্ন উছমান। হাব্বার ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন আবদুল আসাদ আল মাখযূমী, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্, হিশাম ইব্ন আবূ হুযায়ফা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূম সালামা ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা, আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবীআ ইব্ন মুগীরা, মুআত্তাব ইব্ন আওফ ইব্ন আমির— তাঁকে আইহামা নামেও ডাকা হত, তিনি বনূ মাখযূম গোত্রের মিত্র ছিলেন।

উছমান ইব্ন মাযঊন-এর দুই ভাই কুদামা ও আবদুল্লাহ্, সাইব ইব্ন উছমান ইব্ন মাযঊন, হাতিব ইব্ন হারিছ ইব্ন মা'মার। তাঁর সাথে ছিলেন তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত মুজাল্লিল। তাদের দু' পুত্র মুহাম্মদ ও হারিছ, হাতিবের ভাই খাত্তাব, খাত্তাবের স্ত্রী ফুকায়হা বিন্ত ইয়াসার, সুফিয়ান ইব্ন মা'মার ইব্ন হাবীব, তাঁর স্ত্রী হাসানা, তাঁদের দু'পুত্র জাবির ও জুনাদা। হাসান-এর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র শুরাহবীল ইব্ন আবদুল্লাহ্, তিনি গাওদা ইব্ন মুছাহিম ইব্ন তামীম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি শুরাহবীল ইব্ন হাসানা নামেও পরিচিত উছমান ইব্ন রাবীআ ইব্ন ইহবান ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্, খুনায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়ছ ইব্ন আদী ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাহ্ম, হিশাম ইব্ন আস ইব্ন ওয়াইল ইব্ন সাঈদ, কায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্, আবূ কায়স ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদী তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইগণ হারিছ, মা'মার 'সাইব' বিশর ও সাঈদ এবং বৈপিত্রেয় ভাই সাঈদ ইব্ন কায়স ইব্ন আদী, তার মূল পরিচয় সাঈদ ইব্ন আমর তামীমী, উমায়র ইব্ন রিছাব ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন মাহশাম সাঈদ ইব্ন সাহম, বনূ সাহম গোত্রের মিত্র মাহমিয়্যা ইব্ন জুয আয্ যুবায়দী, মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল আদাবী, উরওয়া ইব্ন আবদুল উয্যা, আদী ইব্ন নায়লা ইব্ন আবদুল উয্যা, তাঁর পুত্র নু'মান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখরামাহ্ আল-আমিরী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর, সালীত ইব্ন আমর, তাঁর ভাই সুকরান, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী সওবিত যাম'আ, মালিক ইব্ন রাবীআ,—তাঁর স্ত্রী উম্‌রা বিনত সাআদী, আবূ হাতিব ইব্ন আমর আল-আমিরী, তাদের মিত্র সাআদ ইব্ন খাওলা (তিনি ইয়ামানী বংশোদ্ভূত ছিলেন) আবূ উবায়দা আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্নুল জাররাহ্ আল্-ফিহ্‌রী, সুহায়ল ইব্ন বায়যা (বায়যা তাঁর মাতা ছিলেন। বায়যার মূল নাম দা'দ বিন্ত জাহদাম ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যারব ইব্ন হারিছ ইব্ন ফিহর এই সুহায়ল হলেন সুহায়ল ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রাবীআ ইব্ন হিলাল

ইব্‌ন দাব্‌বাহ ইব্‌ন হারিছ, আমর ইব্‌ন আবূ সারাহ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন দাব্বাহ ইব্‌ন হারিছ, ইয়ায ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন দাব্বাহ, আমর ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবী শাদ্দাদ ইব্‌ন রাবীআ, উছমান ইব্‌ন আব্‌দ গানাম ইব্‌ন যুহায়র, সাঈদ ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লাকীত এবং তাঁর ভাই হারিছ। তাঁরা ফিহর বংশের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অনুষঙ্গী হিসেবে গমনকারী নাবালক পুত্রগণ এবং সেখানে জন্মগ্রহণকারী শিশুগণকে বাদ দিয়ে হিসেব করলে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলামানদের সংখ্যা হয় ৮৩। অবশ্য, যদি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তবে ৮৩ জন হবে। তবে তার আবিসিনিয়ায় গমন সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না।

ইব্‌ন ইসহাক যে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কা থেকে যাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবূ মূসা আশআরীও রয়েছেন আমার মতে তাঁর এই মন্তব্য নির্ভরযোগ্য মনে হয় না ? এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন মূসা...... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নাজাশী নিকট প্রেরণ করলেন। আমরা সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন ছিলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, জা'ফর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরফাতা, উছমান ইব্‌ন মাযঊন এবং আবূ মূসা। তাঁরা নাজাশীর নিকট এলেন। অন্যদিকে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা আমর ইব্‌ন 'আস এবং আম্মার ইব্‌ন ওয়ালীদকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করে। নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তারা তাকে সিজদা করে এবং খুব দ্রুত তাদের একজন তার ডানদিকে এবং অপরজন বামদিকে বসে পড়ে। তারপর তারা তাকে বলে, আমাদের স্বগোত্রীয় কিছু লোক আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে এবং আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে আপনার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নাজাশী বললেন, ওরা এখন কোথায় ? তারা বলল, আপনার রাজ্যেই আছে। ওদেরকে ডেকে পাঠান। নাজাশী তাঁদেরকে ডেকে আনলেন। হযরত জা'ফর (রা) তাঁর সাথীদেরকে বললেন, "আজ আমি আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখব।" সকলে তা মেনে নিলেন। তিনি নাজাশীকে সালাম দিলেন, কিন্তু সিজদা করলেন না। রাজ-দরবারের লোকেরা বলল, আপনি জাহাঁপনাকে সিজদা করলেন না কেন ? হযরত জা'ফর উত্তরে বললেন, আমরা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করি না। নাজাশী বললেন, এ কেমন কথা ? জা'ফর (রা) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। ওই রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা না করি। তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করতে এবং যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন।" কুরায়শ প্রতিনিধি আমর বলে উঠলেন, ওরা ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের ব্যাপারে আপনার বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। নাজাশী বললেন, ঈসা (আ) এবং তাঁর মা মারয়াম সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ? তিনি বললেন, তাঁদের সম্পর্কে আমরা ঠিক তা-ই বলি যা আল্লাহ্ বলেছেন, আর তা হলো, তিনি আল্লাহ্র কালেমা ও বাণী এবং তাঁর রূহ। এ রূহকে তিনি সতীসাধ্বী কুমারী মারয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। কোন পুরুষ ওই কুমারীকে স্পর্শ করেনি এবং কোন পুরুষ তার মধ্যে সন্তানের বীজ

বপন করেনি।" একথা শুনে নাজাশী মাটি থেকে একটি শুকনো কাঠ তুলে নিলেন এবং বললেন, হে আবিসিনীয় সম্প্রদায়, পাদ্রী ও ধর্ম যাজকগণ! আমরা ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলি এরা তা থেকে এতটুকুও বাড়িয়ে বলেনি। হে আগন্তুক প্রতিনিধিদল! সাদর অভিনন্দন, আপনাদের প্রতি এবং যার পক্ষ থেকে আপনারা এসেছেন তার প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর বর্ণনা আমরা ইনজীল কিতাবে পাই এবং তিনিই সেই রাসূল ঈসা (আ) যাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আপনারা আমার রাজ্যের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে থাকুন। আল্লাহ্র কসম, আমি যদি এখন রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে না থাকতাম, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতাম এবং তাঁর জুতা বহন করতাম। এরপর তাঁর নির্দেশে কুরায়শী প্রতিনিধি দলের দেয়া উপঢৌকন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় পরবর্তীতে অন্যতম হিজরতকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর অব্যবহিত পরেই আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

বর্ণিত আছে যে, নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মাগফেরাতের জন্যে দু'আ করেন। এটি একটি মযবূত ও সুদৃঢ় সনদে বর্ণিত। এর বর্ণনা রীতিও চমৎকার। এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবূ মূসা (রা) সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মক্কা থেকে আবিসিনিয়া গিয়েছিলেন। অবশ্য, এটা সঠিক হবে তখন যদি তাঁর নাম কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সংযোজিত না হয়ে থাকে। আবূ ইসহাক সুবায়ঈ থেকে অন্য সনদেও এরূপ বর্ণিত আছে।

হাফিয আবূ নুআয়ম (র) 'আদদালাইল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সুলায়মান ইব্ন আহমদ...... আবূ মূসা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে নাজাশীর রাজ্যে চলে যেতে। কুরায়শগণ এ সংবাদ অবগত হয়। তারা প্রচুর পরিমাণে উপহার-উপঢৌকনসহ আমর ইব্ন 'আস ও আম্মারা ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাশীর নিকট পাঠায়। তারা উপহার সামগ্রী নিয়ে নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়। নাজাশী ওই সব উপহার গ্রহণ করেন। তারা তাঁকে সিজদা করে। এরপর আমর ইব্ন 'আস বলেন, "আমাদের দেশের কতক লোক আমাদের পিতৃধর্ম ত্যাগ করে পালিয়ে এসে আপনার রাজ্যে অবস্থান করছে।" অবাক হয়ে নাজাশী বললেন, ওরা আমার রাজ্যে অবস্থান করছে? তারা বল্ল, হ্যাঁ, আপনার রাজ্যেই। নাজাশী আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। হযরত জা'ফর (রা) আমাদেরকে বললেন, আজ আমিই আপনাদের পক্ষে বক্তব্য রাখব, আপনাদের কেউ কোন কথা বলবেন না। এরপর আমরা নাজাশীর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখন আপন আসনে উপবিষ্ট। আমর ইব্ন 'আস তাঁর ডানদিকে আর আম্মারা তাঁর বাম দিকে বসা ছিলেন, পাদ্রীগণ দু'সারিতে বসা ছিলেন। কুরায়শ প্রতিনিধি আমর ও আম্মারাহ্ রাজাকে পূর্বেই বলে রেখেছিলেন যে, ওরা আপনাকে সিজদা করবে না। আমরা ওখানে পৌঁছানোর পর উপস্থিত পাদ্রী ও যাজকগণ আমাদেরকে বলল, "আপনারা জাহাঁপনাকে সিজদা করবেন।" হযরত জা'ফর (রা) বললেন, আমরা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদা করি না। আমরা যখন নাজাশীর নিকটে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি জা'ফরকে বললেন, তুমি সিজদা

করলে না কেন ? হযরত জা'ফর (রা) বললেন, আমরা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদা করি না। নাজাশী বললেন, সেটি কিরূপ? হযরত জা'ফর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি সেই রাসূল, ঈসা ইব্ন মারয়াম তার পরে আহমদ নামের যে রাসূলের আগমনী সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ওই রাসূল আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন নামায আদায় করি, যাকাত দিই। তিনি আমাদেরকে সৎকাজ করার আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করেছেন। নাজাশী তাঁর কথায় চমৎকৃত হন। এ অবস্থা দেখে আমর ইব্ন 'আস নাজাশীকে বললেন, "আল্লাহ্ সম্রাটের মঙ্গল করুন, ওরা ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে আপনার বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। নাজাশী জা'ফর (রা)-কে বললেন, আপনাদের নবী হযরত মারিয়াম পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে কী বলেন ? উত্তরে জা'ফর (রা) বললেন, তিনি তো তাই বলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজে বলেছেন আর তা হলো, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত রূহ, এবং আল্লাহ্র কালেমা ও বাণী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন একজন সতী-সাধ্বী কুমারীর গর্ভ থেকে বের করেছেন কোন পুরুষ যার নিকট যায়নি এবং যার মধ্যে কোন সন্তানের বীজ নিক্ষেপ করেনি। তারপর নাজাশী মাটি থেকে একটি শুকনো কাঠ তুলে নিয়ে বললেন, "হে পাদ্রী ও যাজক সম্প্রদায়! মারয়াম পুত্র সম্পর্কে আমরা যা বলি, ওরা তা থেকে এতটুকুও অতিরিক্ত বলে না। এমনকি এই শুকনো কাঠ পরিমাণও নয়।"

"হে প্রতিনিধিদল, সাদর অভিনন্দন আপনাদের প্রতি এবং আপনারা যাঁর পক্ষ থেকে এসেছেন তাঁর প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি সেই মহান পুরুষ হযরত ঈসা (আ) যাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে না থাকতাম, তবে আমি অবশ্যই তাঁর নিকট যেতাম এবং তাঁর পাদুকাদ্বয়ে চুমু খেতাম। আপনারা আমার রাজ্যে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করুন। তিনি আমাদেরকে খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দানের নির্দেশ দিলেন এবং কুরায়শ প্রতিনিধিদের উপহার সামগ্রী ফেরত দেয়ার আদেশ করলেন।

আমর ইব্ন 'আস ছিলেন একজন বেঁটে মানুষ। আর আম্মারা ছিল সুদর্শন ব্যক্তি। তারা দু'জনে সাগর তীরে এসে পানি পান করেন। আমরের সাথে তার স্ত্রীও ছিলেন। পানি পান করার পর আম্মারা তার সাথী আমরকে বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে নির্দেশ দাও সে যেন আমাকে চুমু খায়। আমর বললেন, তাতে তোর লজ্জা হয় না। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আম্মারা তার সাথী আমরকে তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। আমরের কাকুতি-মিনতি ও প্রাণে বাঁচানোর দোহাই দেয়ার প্রেক্ষিতে আম্মারা তাকে নৌকায় তুলে নেয়। এ ঘটনায় আম্মারার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন আমর। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি নাজাশীকে গিয়ে বলেন যে, আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আম্মারা গিয়ে আপনার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করে। নাজাশী তখন আম্মারাকে ডেকে আনেন। তারপর তার পুরুষাঙ্গে ছিদ্র করে দেন। অবশেষে সে বন্য প্রাণীদের সাথে ঘুরে বেড়াতো। হাফিয বায়হাকী (র) আদ-দালাইল গ্রন্থে আবূ আলী হাসান ইবন সালাম আস সাওয়াক সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা থেকে নিজস্ব সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন, "তিনি আমাদের জন্যে খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন" পর্যন্ত।

বায়হাকী (র) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ। বাহ্যত মনে হয় যে, আবিসিনিয়ায় হিজরতের অব্যাহিত পূর্বে হযরত আবূ মূসা (রা) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবের সাথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবে বিশুদ্ধ সনদে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ .... আবূ মূসা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা ইয়ামানে অবস্থান কালে সংবাদ পান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করেছেন। ফলে তাঁরা পঞ্চাশাধিক লোক একটি নৌকায় করে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন।

নৌকা তাঁদেরকে আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশীর দরবারে নিয়ে পৌঁছায়। সেখানে জা'ফর ইবন আবূ তালিব ও তাঁর সাথীদের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। জা'ফর ইবন আবূ তালিব তাঁদেরকে সেখানেই অবস্থান করতে বলেন। ফলে, তাঁরা সেখানে থেকে যান। অবশেষে খায়বারের যুদ্ধের সময় তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে পৌঁছেন।

এরপর বায়হাকী বলেন, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব এবং নাজাশীর মধ্যে আলাপচারিতার সময় আবূ মূসা (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং পরে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। তবে যে বর্ণনায় আবূ মূসার এ বক্তব্য এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন জা'ফরের সাথে আবিসিনিয়ায় যেতে।" সে বর্ণনায় সম্ভবত বর্ণনাকারীর ভুল হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী (র) "আবিসিনিয়ায় হিজরত" অধ্যায়ে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা....... আবূ মূসা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন আমরা এ সংবাদ অবগত হলাম। আমরা তখন ইয়ামানে। এরপর হিজরতের উদ্দেশ্যে আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করি। নৌকা আমাদেরকে আবিসিনিয়ায় নাজাশীর নিকট নিয়ে পৌঁছায়। সেখানে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তাঁর সাথে সেখানেই অবস্থান করতে থাকি। অবশেষে আমরা ফিরে আসি এবং খায়বার বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমাদের দেখা হয়। আমাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'হে নৌকার আরোহিগণ তোমরা দুটো হিজরতের মুহাজির।'

ইমাম মুসলিম (র) আবূ কুরায়ব এবং আবূ আমির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরাদ সূত্রে আবূ উসামা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনে অন্যত্র এ বিষয়ে আরও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।

নাজাশীর সাথে হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবের কথোপকথনের ঘটনাটি হাফিয ইব্‌ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে "জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবের প্রসঙ্গ" অধ্যায়ে জা'ফর (রা)-এর নিজের জবানীতে উদ্ধৃত করেছেন। আবার তিনি আমর ইব্‌ন আসের বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে উল্লিখিত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনাটিও উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর একটি বর্ণনা তিনি এনেছেন যা একটু পরেই আমরা উল্লেখ করব। বস্তুত, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবের নিজের বর্ণনাটি বিশুদ্ধতর। ইব্‌ন আসাকির সেটি উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ আবুল কাসিম....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ সুফিয়ানের পক্ষ থেকে সংগৃহীত মূল্যবান উপহারসামগ্রী নিয়ে কুরায়শের লোকেরা আমর ইব্‌ন আস ও আম্মারা ইব্‌ন ওয়ালীদকে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করে। আমরা

তখন আবিসিনিয়ায়। তারা নাজাশীকে বলল, আমাদের কতক নীচু স্তরের মূর্খ লোক দেশ ছেড়ে আপনার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন। রাজা বললেন, 'না, ওদের বক্তব্য না শুনে আমি ওদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না।" রাজা আমাদের নিকট লোক পাঠালেন। আমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, ওরা এসব কী বলছে ? আমরা বললাম, ওরা তো এমন এক সম্প্রদায়. যারা মূর্তি পূজা করে। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমরা ওই রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। কুরায়শ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে নাজাশী বললেন, এদের মধ্যে কি তোমাদের কোন দাস-দাসী আছে ? ওরা বলল, না নেই। রাজা বললেন, এদের কারো কাছে কি তোমাদের কোন পাওনা আছে ? ওরা বলল, না, নেই। এবার রাজা বললেন, "তবে ওদের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। ওদেরকে ওদের মত থাকতে দাও।"

হযরত জা'ফর (রা) বলেন, আমরা দরবার থেকে বেরিয়ে এলাম। এরপর আমর ইব্ন 'আস রাজাকে বলল, এরা ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনি যা বলেন, তার বিপরীত বলে। রাজা বললেন, ঈসা (আ) সম্পর্কে আমি যা বলি তারা যদি সেরূপ না বলে, তবে আমি তাদেরকে এক মুহূর্তও আমার রাজ্যে থাকতে দেব না। রাজা আমাদেরকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। আমাদেরকে দ্বিতীয়বার ডাকা আমাদের নিকট প্রথমবারের চেয়ে গুরুতর মনে হল। তোমাদের নবী হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কী বলেন ? রাজা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম, তিনি বলেন যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্র রূহ এবং তাঁর কালেমা, যা তিনি সতী-সাধ্বী কুমারীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। রাজা লোক পাঠিয়ে বললেন, অমুক পাদ্রী এবং অমুক যাজককে ডেকে নিয়ে আস। কতক যাজক ও পাদ্রী উপস্থিত হল। রাজা বললেন, আপনারা ঈসা (আ) সম্পর্কে কী বলেন ? তারা বলল, আপনি তো আমাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি, আপনি কী বলে ? নাজাশী ইতোমধ্যে মাটি থেকে কিছু একটা হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন ঃ "এরা ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলছে মূলত ঈসা (আ) তার চাইতে এতটুকুও বেশী নন। এরপর রাজা আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের কাউকে কি কেউ কোন কষ্ট দেয় ? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ তখন রাজাদেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলল: এদের কাউকে যদি কেউ কষ্ট দেয়, তবে চার দিরহাম জরিমানা দিতে হবে। তারপর আমাদেরকে বললেন, এতে তোমাদের চলবে তো ? আমরা বললাম, জী না। তখন তিনি জরিমানা দ্বিগুণ নির্ধারণ করে দিলেন। হযরত জা'ফর (রা) বলেন, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করে মদীনা এলেন এবং সেখানকার কর্তৃত্ব লাভ করলেন, তখন আমরা রাজাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করে সেখানকার কর্তৃত্ব লাভ করেছেন, আর যে কাফির নেতাদের কথা আমরা আপনাকে বলেছিলাম ওরা নিহত হয়েছে। এখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হতে চাই। আপনি আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিন। নাজাশী বললেন ঃ ঠিক আছে, তাই হবে। তিনি আমাদের যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আমি আপনাদের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছি তাঁকে বলবেন। আর এ লোক আমার প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের সাথে যাবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আপনারা তাঁকে বলবেন, তিনি যেন আমার জন্যে আল্লাহ্র

দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জা'ফর (রা) বলেন, আমরা সেখান থেকে যাত্রা করে মদীনায় এসে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, এখন আমি খায়বর বিজয়ের আনন্দে বেশী আনন্দিত, নাকি জা'ফরের আগমনে বেশী আনন্দিত, তা বুঝতে পারছি না। এটা ছিল খায়বর বিজয়কালের ঘটনা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসলেন। নাজাশীর প্রতিনিধি বললেন, এ যে জা'ফর, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের রাজা তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছেন ?

জা'ফর বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই রাজা আমাদের সাথে এরূপ এরূপ সদাচারণ করছেন। আমাদের যানবাহন ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনাকে বলি তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। এসব শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং উযূ করে নিলেন। তারপর اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِى —"হে আল্লাহ নাজাশীকে ক্ষমা করুন" বলে উপর্যুপরি তিনবার দু'আ করলেন। প্রতিবার উপস্থিত মুসলমানগণ 'আমীন' বলেন। এরপর হযরত জা'ফর (রা) প্রতিনিধিকে বললেন, আপনি এবার আপনার দেশে যেতে পারেন এবং সেখানে গিয়ে আপনার রাজাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যা লক্ষ্য করলেন সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।

ইব্ন আসাকির এটি হাসান-গরীব পর্যায়ের বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা এই, ইউনুস ইব্ন বুকায়র........ উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কায় সাহাবীগণের জীবন যাত্রা যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠে এবং তারা চরমভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে থাকেন দীন-ধর্ম পালনের প্রেক্ষিতে নানা প্রকার জুলুম-পীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, নিজ সম্প্রদায় এবং তাঁর চাচা আবূ তালিবের প্রভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোটামুটি নিজে কিছুটা রক্ষা পেলেও তাঁর সাহাবীগণকে রক্ষায় তিনি অপারগ হয়ে পড়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আবিসিনিয়ায় একজন রাজা আছেন, তাঁর রাজ্যে কারো প্রতি জুলুম করা হয় না। তোমরা সবাই তাঁর রাজ্যে চলে যাও। এখানে তোমরা যে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছো, সেখানে গেলে আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তখন আমরা ওই রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সেখানে আমরা সবাই একত্রিত হই। আমাদের দীনের ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে আমরা একটি ভাল দেশে ভাল পরিবেশে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে আমাদের উপর কোন জুলুম-অত্যাচারের আশংকা ছিল না। কুরায়শের লোকেরা যখন লক্ষ্য করল যে, আমরা একটি নিরাপদ বাসস্থান পেয়েছি, তখন তারা আমাদের প্রতি আরো মারমুখো হয়ে উঠে। তারা একমত হয় যে, আমাদেরকে ওই রাজ্য থেকে বের করে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়ার জন্যে তারা নাজাশীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবে। তারা আমর ইব্ন 'আস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআকে নাজাশীর নিকট পাঠায়। তারা নাজাশী এবং তাঁর প্রত্যেক সেনাপতির জন্যে পৃথক পৃথক উপহারসামগ্রী প্রস্তুত করে। প্রতিনিধি দু'জনকে তারা নির্দেশ দেয় যে, রাজার সাথে পলায়নকারীদেরকে প্রত্যর্পণের আলোচনা শুরু করার পূর্বেই প্রত্যেক সেনাপতিকে নির্ধারিত

উপহার দিয়ে দিবে। তারপর রাজার জন্য নির্ধারিত উপহার তাঁকে দেবে। পলায়নকারীদের সাথে রাজার কথোপকথন হওয়ার পূর্বে যদি তাঁর কাছ থেকে ওদেরকে ফেরত নিতে পার, তবে তাই করবে। পরিকল্পনা মুতাবিক আমর ইব্‌ন আস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবীআ নাজাশীর দরবারে উপস্থিত প্রত্যেক সেনাপতিকে নির্ধারিত উপহার প্রদান করে। তারা বলে যে, আমরা এ রাজ্যে এসেছি আমাদের কতক মূর্খ লোককে ফেরত নিয়ে যেতে। ওরা পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছে কিন্তু আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। ওদের সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদেরকে এ জন্যে জাহাঁপনার নিকট পাঠিয়েছে যে, তিনি যেন ওই লোকগুলোকে স্বদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। আমরা এ বিষয়ে জাহাঁপনার সাথে যখন আলোচনা করব, তখন আপনারা সেনাপতিবর্গ ওদেরকে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করবেন, তাঁরা বলল, আমরা তাই করব। এরপর তারা নাজাশীর নিকট যায় এবং তাঁর জন্যে নির্ধারিত উপঢৌকন তাঁর হাতে তুলে দেয়। মক্কা থেকে প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান ছিল চামড়া। মূসা ইব্‌ন উকবা উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা তাকে একটি ঘোড়া ও একটি রেশমী জুব্বাও উপহার দেয়। উপহার হস্তান্তর করে তারা বলল ঃ

রাজন! আমাদের সম্প্রদায়ের কতক মূর্খ যুবক পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছে কিন্তু আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা এমন একটি নতুন ধর্ম এনেছে যা সম্পর্কে আমরা কিছুই জ্ঞাত নই। এখন তারা আপনার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের বাপ-চাচা ও সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছে যাতে করে আপনি এদেরকে ওঁদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ লোকগুলো কিন্তু ভীষণ দাম্ভিক। ওরা কোন দিন আপনার ধর্ম গ্রহণ করবে না যে আপনি তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন। একথা শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হন। তিনি বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, ওদেরকে ডেকে এনে ওদের কথা না শোনা এবং ওদের প্রকৃত অবস্থা না জানা পর্যন্ত আমি ওদেরকে ফেরত দেব না। ওরা তো এমন কতক লোক, যারা আমার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে এবং অন্যের প্রতিবেশী হওয়া অপেক্ষা আমার প্রতিবেশী হওয়ার অগ্রাধিকার দিয়েছে। হ্যাঁ এরা যা বলেছে ওরা যদি সত্যি সত্যি সেরূপ হয়ে থাকে, তবে আমি ওদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেব। কিন্তু ওরা যদি সেরূপ না হয়, তবে আমি ওদেরকে আশ্রয় দেবো। ওদের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করব না এবং ওদের প্রতিপক্ষকে খুশী করব না। মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, তখন পারিষদ নাজাশীকে ইঙ্গিতে বলেছিলেন, যেন ওদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজা বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, ওদেরকে ফেরত দেব না।

হিজরতকারী মুসলমানগণ রাজ-দরবারে এলেন। তাঁরা রাজাকে সালাম দিলেন বটে, কিন্তু সিজদা করলেন না। রাজা বললেন, হে লোকসকল! বল দেখি, তোমাদের সম্প্রদায়ের যারা ইতোপূর্বে আমার নিকট এলো তারা আমাকে যে ভাবে অভিবাদন জানালো তোমরা সেভাবে অভিবাদন জানালে না কেন ? আমাকে আগে বল, ঈসা (আ) সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী এবং তোমাদের ধর্ম কি ? তোমরা কি খৃস্টান ? মুসলমানগণ উত্তরে বললেন, না, আমরা খৃস্টান নই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা কি ইয়াহূদী ? তারা বললেন, না, আমরা ইয়াহূদীও নই। তিনি বললেন তাহলে তোমরা তোমাদের স্বজাতির ধর্মানুসারী ? তাঁরা বললেন, না, আমরা তাও নই।

এবার রাজা বললেন, তাহলে তোমাদের ধর্ম কি ? তারা বললেন, ইসলাম। রাজা বললেন: ইসলাম কী ? তারা বললেন, আমরা আল্লাহ্র ইবাদত করি। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। তিনি বললেন, এই ধর্ম কে নিয়ে এসেছেন ? তাঁরা বললেন, এটি আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন আমাদের মধ্যকার একজন । আমরা তাঁকে সম্যক চিনি। তাঁর বংশ পরিচয় জানি। আমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যেমন রাসূল প্রেরণ করেছেন, তেমনি তাঁকে আমাদের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞাপূরণ ও আমানত রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন একক লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত করতে। আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে বরণ করে নিয়েছি। আল্লাহ্র বাণী উপলব্ধি করেছি এবং তিনি যা এনেছেন তা যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এনেছেন তা অনুধাবন করেছি। আমরা এরূপ করার কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে! তারা সত্যবাদী নবীর সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। তাঁকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে এবং তাঁকে হত্যার প্রয়াস পেয়েছে। তারা আমাদেরকে মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। ফলে, আমরা আমাদের প্রাণ বাঁচানো ও ধর্ম রক্ষার জন্যে আপনার নিকট পালিয়ে এসেছি।

রাজা বললেন, আল্লাহ্র কসম, এতো সেই জ্যোতির উৎস থেকে উৎসারিত, যেখান থেকে এসেছিল হযরত মূসা (আ)-এর ধর্ম।

হযরত জা'ফর (রা) বললেন, অভিবাদন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলেছেন যে, জান্নাতবাসীদের অভিবাদন হল "সালাম"। তিনি আমাদেরকে সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমরা পরস্পরে যে ভাবে অভিবাদন জানাই, আপনাকেও সে ভাবে অভিবাদন জানিয়েছি। আর ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। তিনি মারয়ামের প্রতি নিক্ষিপ্ত আল্লাহ্র কালেমা ও রূহ এবং তিনি সতী-সাধ্বী কুমারী মাতার পুত্র। এবার রাজা একটি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন, এরা যা বলেছে মারয়াম পুত্র ঈসা তার চেয়ে এতটুকুও অতিরিক্ত নন। তখন আবিসিনিয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বললেন, রাজন হাবশী লোকজন আপনার একথা শুনলে তারা অবশ্যই আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলেছি কখনো তার ব্যতিক্রম কিছু বলব না। আল্লাহ্ যখন আমাকে আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দেন, তখন লোকজন তো আল্লাহ্র আনুগত্য করেনি। সুতরাং আমিও আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে লোকজনের কথা মানবো না। এ জাতীয় অপকর্ম থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইব্ন ইসহাক সূত্রে ইউনুস বর্ণনা করেছেন যে, রাজা নাজাশী মহাজিরগণের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁদেরকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি মুসলমানদের কথা শুনবেন আমর ইব্ন 'আস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআর নিকট এর চেয়ে ক্ষোভের বিষয় অন্য কিছু ছিল না। নাজাশীর দূত আগমন করার পর মুসলমানগণ একত্রিত হলেন এবং পরস্পর আলোচনা করলেন যে, তাঁরা কী বলবেন ? শেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পরিস্থিতি যাই হোক, আল্লাহ্র কসম,আমরা তাই বলব, যা আমরা জানি। আমরা যে দীনের উপর আছি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন, তাই বলবো। তাতে যা হয় হবে।

রাজ-দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) সকলের পক্ষে কথা বললেন। রাজা বললেন, তোমরা যে ধর্ম অনুসরণ করছো, সেটা কী ? তোমরা তো স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেছো অথচ ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান ধর্মও গ্রহণ করোনি। জা'ফর (রা) বললেন, "রাজন, আমরা ছিলাম অংশীবাদী। আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃত প্রাণীর গোশত খেতাম। প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করতাম। খুন-খারাবী ও অন্যান্য অপকর্মকেও আমাদের কেউ কেউ বৈধ মনে করত। আমরা হালাল-হারামের ধার ধরতাম না। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি আমাদেরই মধ্য থেকে একজন লোককে রাসূলরূপে প্রেরণ করলেন। তাঁর সত্যবাদিতা প্রতিজ্ঞাপূরণ ও আমানতদারী সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানলেন আমরা যেন এক লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত করি। আমরা যেন আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন না করি। প্রতিবেশীর হক নষ্ট না করি। মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নামায আদায় করি। তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে রোযা পালন করি এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করি।

ইব্ন ইসহাক থেকে যিয়াদ উদ্ধৃত করেছেন যে, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব আরো বলেন, "ওই রাসূল আমাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি আহবান জানান। তিনি আদেশ করেন আমরা যেন আল্লাহ্র একত্ববাদ মেনে নিই, তাঁর ইবাদত করি আর আমাদের পূর্বপুরুষগণ এবং আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যে মূর্তিপূজা ও পাথরপূজা করতাম, তা যেন পরিহার করি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার জন্যে, আমানত পরিশোধের জন্যে, আত্মীয়তা রক্ষার জন্যে, সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করার জন্যে এবং হারাম কাজও খুন-খারাবী থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নির্দেশ দেন। অশ্লীলতা, মিথ্যাচার, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে তিনি বারণ করেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন আল্লাহ্র ইবাদত করি। তাঁর সাথে কিছুকে শরীক না করি, নামায আদায় করি, যাকাত দেই এবং রোযা পালন করি। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে ইসলামের বিধি-বিধানের কথা তাঁরা এক এক করে তাঁর নিকট পেশ করেন। অত:পর আমরা সেই রাসূলকে সত্য বলে গ্রহণ করি। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করি। আল্লাহ্র নিকট থেকে তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা অনুসরণ করি। এ প্রেক্ষিতে আমরা একক, অনন্য লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত করতে থাকি। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত থাকি। তিনি আমাদের জন্যে যা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন আমরা সেগুলোকে হারামরূপে বর্জন করতে থাকি এবং তিনি যা হালাল ঘোষণা দিয়েছেন তা হালালরূপে গ্রহণ করি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদের শত্রু হয়ে উঠে। আমাদেরকে আমাদের দীন-ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে এবং আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের উপর তারা নির্যাতন চালাতে থাকে। আমরা পূর্বে যেমন নাপাক ও অপবিত্র কাজগুলো হালাল মনে করতাম এখনও যেন তা করি, সে জন্যে তারা আমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিতে থাকে। তারা যখন আমাদের উপর নির্যাতন চালাল, আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল এবং আমাদের ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করল, তখন আমরা আপনার রাজ্যে পালিয়ে এলাম। অন্য সকলের পরিবর্তে আপনাকেই আমরা বেছে নিলাম। অন্যদের পরিবর্তে আপনার প্রতিবেশকেই অগ্রাধিকার দিলাম। রাজন!

আমাদের একান্ত আশা যে, আপনার আশ্রয়ে আসার পর কেউ আমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না।

রাবী বলেন, তখন নাজাশী বললেন, তোমাদের নবী তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তার কোন অংশ কি তোমার নিকট আছে ? ইতোমধ্যে তিনি তাঁর ধর্মযাজকদেরকে ডেকে এনেছিলেন। তাঁর পাশে বসে তাঁরা ধর্মগ্রন্থ খুলে বসলেন। হযরত জা'ফর বললেন, হ্যাঁ বাণী আছে। রাজা বললেন, তা নিয়ে এসো এবং পড়ে শুনাও ? হযরত জা'ফর সূরা মারয়ামের শুরু থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন। তা শুনে নাজাশী কাঁদতে শুরু করলেন। অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। ধর্মযাজকরা কেঁদে কেঁদে তাদের ধর্মগ্রন্থ ভিজিয়ে ফেললেন। এবার রাজা বললেন, এই বাণী নিশ্চয়ই সেই জ্যোতির্ময় উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, যেখান থেকে মূসা (আ)-এর বাণী উৎসারিত হয়েছিল। কুরায়শ প্রতিনিধিদেরকে তিনি বললেন, তোমরা সোজা চলে যাও। আমি এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না এবং এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে খুশী করতে পারব না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরাও ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ওদের দু'জনের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ আমাদের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিশীল ছিল।

এরপর আমর ইব্ন 'আস বলল, আল্লাহ্র কসম, পরের দিন আমি আবার যাব এবং এমন কাজ করব যে, এই সবুজের দেশ থেকে আমি ওদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আমি রাজাকে বলব, রাজা যে ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে থাকেন সেই ঈসাকে ওরা দাস বলে বিশ্বাস করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ তাকে বলল, "তুমি ওসব করো না। কারণ, ওরা আমাদের বিরোধিতা করলেও তারা তো আমাদের আত্মীয়, আমাদের উপর তাদেরও একটা হক রয়েছে। সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম, আমি ওই কাজ করবই।

পরের দিন সে রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে, রাজন! ওরা তো ঈসা (আ) সম্পর্কে গুরুতর কথা বলে। ওদেরকে ডেকে এনে ঈসা (আ) সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করুন।

রাজা পুনরায় আমাদের নিকট লোক পাঠালেন। আল্লাহ্র কসম, এসময়ে আমরা যে বিপদের সম্মুখীন হই ইতোপূর্বে আর তেমনটি হইনি। আমরা একে অন্যকে বললাম, যদি ঈসা (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তবে কী উত্তর দিবে ? আমাদের সকলে বলল, তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা) আমাদেরকে যা বলার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা তাই বলব। তখন তাঁরা সকলে রাজার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সেনাপতিগণ তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট। আমাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ঈসা (আ) সম্পর্কে তোমরা কী বলো ? সবার পক্ষ থেকে জা'ফর (রা) বললেন, আমরা এটা বলি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র রূহ এবং আল্লাহ্র কালেমা, সতী-সাধ্বী কুমারীর প্রতি আল্লাহ্ সেটিকে নিক্ষেপ করেছেন। একথা শুনে নাজাশী যমীনের দিকে হাত নামালেন এবং দু' আঙ্গুলের মাঝে একটি ছোট শুকনো কাষ্ঠখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, আপনি ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলেছেন ঈসা (আ) তা থেকে এতুটুকুও বেশী নন।

রাজার এ বক্তব্যে সেনাপতিদের মধ্যে গুঞ্জরণ সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, তোমরা গুঞ্জরণ কর আর অসন্তুষ্ট হও আমি যা বলেছি তাই সঠিক। মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আপনারা যেতে পারেন। এ রাজ্যে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেউ আপনাদেরকে গালি দিলে জরিমানা দিতে হবে। কেউ আপনাদের গালি দিলে জরিমানা দিতে হবে। কেউ আপনাদেরকে গালি দিলে জরিমানা দিতে হবে। একে একে তিনবার তিনি এ ঘোষণা দিলেন। আপনাদের কাউকে কষ্ট দিয়ে আমি স্বর্ণখণ্ডের অধিকারী হব, তাও আমি পসন্দ করি না। ইব্ন ইসহাক থেকে যিয়াদের বর্ণনায় আছে, আমি স্বর্ণের মালিক হই তাও আমার পসন্দ নয়। ইব্ন হিশাম বলেন, রাজা তখন স্বর্ণখণ্ডের পরিবর্তে 'স্বর্ণের পাহাড়' শব্দ বলেছিলেন।

এরপর নাজাশী বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাকে রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি আমার থেকে ঘুষ নেননি আর তখন লোকজন আমার আনুগত্য করেনি। তাহলে আমি তাদের কথা মানতে যাবো কেন ? তারপর তিনি তাঁর লোককে বললেন, কুরায়শ প্রতিনিধিদের দেয়া উপঢৌকন সামগ্রী ফিরিয়ে দাও।

ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। আর তাদেরকে বললেন, তোমরা দু'জন আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। এরপর তারা যা নিয়ে এসেছিল তা সহ ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে চলে গেল। আমরা উত্তম রাষ্ট্রের উত্তম মানুষের প্রতিবেশে সেখানে বসবাস করতে থাকি।

ইতোমধ্যে আবিসিনিয়ার জনৈক বিদ্রোহী ব্যক্তি নাজাশীর রাজ্য কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। এতে আমরা ভীষণ দুঃখ পাই। আমরা এ জন্যে শংকিত হয়ে পড়ি যে, সে লোক যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে নাজাশী আমাদের যেরূপ কদর করেছেন ওই ব্যক্তি তা নাও করতে পারে। আমরা আল্লাহ্র দরবারে নাজাশীর জন্যে দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকি। নাজাশী যুদ্ধাভিযানে বের হলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম যে, আমাদের মধ্য থেকে ঘটনাস্থলে কে যাবে এবং দেখবে কোন্ পক্ষ বিজয়ী হচ্ছে। যুবায়র (রা) বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বললেন, "আমি যাবো"। উপস্থিত সাথিগণ চামড়ার একটি মশক ফুলিয়ে তাঁর বুকের নীচে বেঁধে দেন ওই মশকে ভর করে সাঁতার দিয়ে তিনি নীলনদ পার হন। তিনি নদীর অপর তীরের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেন। শেষ পর্যন্ত রাজত্বের দাবীদার বিদ্রোহী লোকটি পরাস্ত ও নিহত হয়। নাজাশীর জয় হয়। যুবায়র (রা) ফিরে আসেন। দূর থেকে চাদর নেড়ে তিনি আমাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে বলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা নাজাশীকে জয়ী করেছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, নাজাশীর বিজয়ে আমরা যা খুশী হয়েছিলাম অন্য কোন বিষয়ে তেমন খুশী হয়েছি বলে আমাদের জানা নেই। এরপর আমরা সেখানে বসবাস করতে থাকি। ইতোমধ্যে আমাদের কেউ কেউ মক্কায় ফিরে আসেন এবং কেউ কেউ ওখানে থেকে যান।

যুহরী বলেন, উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত এই বর্ণনা আমি উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা)-কে শুনাই। তখন উরওয়া বললেন, আল্লাহ্ যখন আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি তো আমার নিকট থেকে ঘুষ নেননি যে, আমি তাঁর ব্যাপারে ঘুষ নিব ? এবং তখন

জনসাধারণ আমার আনুগত্য করেনি যে, আমি এ বিষয়ে তাদের আনুগত্য করব ? নাজাশীর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা তুমি জানো ? আমি বললাম, জী না, তা তো জানি না। এ বিষয়ে আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান উম্মে সালামার বরাতে আমাকে কিছু বলেননি। উরওয়া বললেন, হযরত আইশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নাজাশীর পিতা নিজেও একজন রাজা ছিলেন। তার একটি ভাই ছিল। ভাইটির ছিল ১২ টি পুত্র। পক্ষান্তরে নাজাশীর পিতার তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র। আবিসিনিয়ার অধিবাসিগণ নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে পরামর্শ করে যে, আমরা যদি এখন ক্ষমতাসীন রাজাকে হত্যা করে তার ভাইকে সিংহাসনে বসাই, তাহলে আমাদের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ও সার্বভৌমত্ব দীর্ঘ দিন সুসংহত থাকবে আর রাজার ভাইয়ের রয়েছে ১২জন পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর এই ১২জন পুত্র ধারাবাহিক ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম হবে। ফলে দীর্ঘদিন যাবত বাধা-বিপত্তি ও মতভেদ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এই পরিকল্পনায় তারা ক্ষমতাসীন রাজাকে হত্যা করে এবং তার ভাইকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। নাজাশীও তার চাচার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, তার পরামর্শ ছাড়া রাজা কোন কাজই করতে পাতেন না নাজাশী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। রাজার নিকট নাজাশীর মর্যাদা দেখে লোকজন শংকিত হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করত, এই যুবক তো তার চাচার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এক সময় সে যে রাজার পদ দখল করে বসবে না সে ব্যাপারে আমরা তো নিশ্চিত নই। আমরা তার পিতাকে হত্যা করেছি তা সে জানে। সুতরাং একবার যদি সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারে, তবে আমাদের সকল সম্ভ্রান্ত লোককে সে খুন করে ফেলবে। তাকে মেরে ফেলার জন্যে কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে তারা সলা-পরামর্শ করতে থাকে। তারপর তার চাচার নিকট গিয়ে বলে, আপনার উপর এই যুবকের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। আপনি তো জানেন যে, আমরা তার পিতাকে হত্যা করে আপনাকে তার স্থানে বসিয়েছি। এখন যে পরিস্থিতি তাতে সে যে একদিন সিংহাসন দখল করবে না সে ব্যাপারে আমরা নিরাপদ বোধ করছি না। ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারলে সে আমাদের সকলকে খুন করে ফেলবে। আপনি হয় তাকে হত্যা করুন, না হয় তাকে দেশান্তরিত করুন।

রাজা বললেন, "ধিক, গতকাল তোমরা তার পিতাকে হত্যা করেছ আর আজকে আমি তাকে হত্যা করব ? তবে আমি তাকে দেশ থেকে বের করে দিব। তারা নাজাশীকে নিয়ে বের হয় এবং একটি বাজারে নিয়ে ৬০০ কিংবা ৭০০ দিরহামে বিক্রি করে দেয়।" ব্যবসায়ী তাঁকে নৌকায় তুলে যাত্রা করে। সন্ধ্যা বেলা হেমন্তকালীন প্রচণ্ড ঝড়-তুফান শুরু হয় তাঁর চাচা বৃষ্টিতে নেমেছিলেন। প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। লোকজন ছুটে যায় তাঁর পুত্রদের নিকট। তারা লক্ষ্য করে যে, তাদের সকলেই অযোগ্য ও গণ্ডমূর্খ। তাদের কারো মধ্যেই কোন প্রকারের সদ্‌গুণ ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে মারাত্মক মতানৈক্য দেখা দেয়। তারা পরস্পরে বলাবলি করে যে, তোমরা যাকে গতকাল বিক্রি করে দিয়েছিলে, সে ব্যতীত এমন কোন রাজা তোমরা খুঁজে পাবে না যে তোমাদের রাজ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারবে। আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের কল্যাণ যদি তোমাদের কাম্য হয়, তবে তাকে দূরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই খুঁজে

নিয়ে এসো। নাজাশীর খোঁজে ওরা বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে তাঁকে খুঁজে পায় এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসে। রাজমুকুট পরিয়ে তারা তাঁকে সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

ক্রেতা ব্যবসায়ীটি বলল, আপনারা আমার নিকট থেকে যুবককে যখন ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, তখন আমার মূল্যটা ফেরত দিন। লোকজন বলল, না, তা দেয়া হবে না। সে বলল, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, আমি নিজে তার সাথে কথা বলব। ব্যবসায়ী নিজে নাজাশীর সাথে সাক্ষাত করে বলল, রাজন! আমি একটি যুবক ক্রয় করেছিলাম। বিক্রেতাদেরকে আমি তার মূল্যও পরিশোধ করে দিয়েছি। পরে তারা এসে আমার নিকট থেকে যুবকটিকে কেড়ে নেয়। কিন্তু আমার মূল্য ফেরত দেয়নি। নাজাশী সর্বপ্রথম উত্থাপিত এই মামলায় নিজের দৃঢ়তা প্রদর্শন করে রায়ে বললেন, "তোমরা হয় ব্যবসায়ীর মূল্য ফেরত দিবে, নতুবা তোমাদের বিক্রীত যুবক তাকে ফিরিয়ে দেবে। ওই যুবককে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সে চলে যাবে। তারা বলল, আমরা বরং তার মূল্য ফিরিয়ে দেব। তারা মূল্য ফেরত দিয়ে দেয়। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই নাজাশী বলেছিলেন, "আমার রাজত্ব আমার নিকট ফিরিয়ে দেয়ার সময় মহান আল্লাহ্ তো আমার নিকট থেকে ঘুষ নেননি যে, তাঁর ব্যাপারে আমি ঘুষ নেব, আর আমার ক্ষেত্রে লোকজন তো আমার আনুগত্য করেনি যে, আমি তাদের কথা মত চলবো!"

মূসা ইব্‌ন উকবা (রা) বলেন, নাজাশীর পিতা ছিলেন আবিসিনিয়ার রাজা। তাঁর পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন নাজাশী ছিলেন ছোট শিশু। মৃত্যুকালে নিজ ভাইকে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন ঃ "আমার পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত রাজত্ব তোমার হাতে থাকবে। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর সে-ই রাজা হবে।" পরবর্তীতে তাঁর ভাই নিজে রাজত্বের জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে এবং জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট নাজাশীকে বিক্রি করে দেয়। ওই রাতেই নাজাশীর চাচার মৃত্যু হয়। আবিসিনিয়ার জনগণ তখন নাজাশীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। মূসা ইব্‌ন উকবা এভাবে সংক্ষিপ্তাকারে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনাটি অধিকতর বিস্তারিত এবং সুবিন্যস্ত। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, কুরায়শ প্রতিনিধি হিসেবে নাজাশীর নিকট আমর ইব্‌ন 'আস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবীআকে প্রেরণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে মূসা ইব্‌ন উকবা, উমাবী এবং অন্যান্যদের বর্ণনায় এসেছে যে, তারা আমর ইব্‌ন 'আস এবং আম্মারা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে প্রেরণ করেছিল। কা'বা শরীফের সম্মুখে নামায আদায়ের সময় যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি তুলে দেয়া হয়েছিল, সেদিনের ঘটনায় উপস্থিত কাফিরদের হাসাহাসির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সাতজনের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন আম্মারা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ছিল তাদের একজন। ইতোপূর্বে আবূ মূসা আশআরী ও ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর হাদীছে এ ঘটনা আলোচিত হয়েছে। বস্তুত আমর ইব্‌ন 'আস এবং আম্মারা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা দু'জনে যখন মক্কা থেকে বের হয়, তখন আমর ইব্‌ন 'আসের সাথে তার স্ত্রী ছিল। আম্মারা ছিল সুদর্শন যুবক। তারা দু'জনে একসাথে নৌকায় উঠে। আম্মারার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আমরের স্ত্রীর উপর। সে আমর ইব্‌ন 'আসকে সমুদ্রে ফেলে দেয় যাতে সে সাগরে ডুবে মরে যায়। কিন্তু আমর সাঁতরিয়ে জীবন রক্ষা করে এবং নৌকায় উঠে

পড়ে। আম্মারা বলল, আপনি সাঁতারে পারদর্শী এটা জানলে আমি আপনাকে সাগরে ফেলতাম না। আম্মারার প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয় আমর। হিজরতকারী মুসলমানদের প্রত্যর্পণের ব্যাপারে নাজাশীর নিকট তারা যখন ব্যর্থ হয়, তখন আম্মারা জনৈক আবিসিনীয় লোকের নিকট যায়। এদিকে আমর দেখা করে নাজাশীর সাথে এবং আম্মারার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাঁর কান ভারী করে তোলে। এরপর নাজাশীর নির্দেশে আম্মারাকে জাদু করা হয়। ফলে সে উন্মাদ হয়ে যায়। সে বন্য প্রাণীদের সাথে বনে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করতে থাকে।

এ বিষয়ে উমাভী একটি দীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাতে এ কথাও আছে যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর শাসনামল পর্যন্ত আম্মারা জীবিত ছিল। জনৈক সাহাবী বন্য জন্তুর সাথে বিচরণকারী আম্মারাকে ফাঁদ পেতে ধরে ফেলেছিলেন। সে তখন বলছিল, "আমাকে ছেড়ে দাও না হয় আমি মারা যাব।" তাকে ছেড়ে না দেয়ায় তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, হিজরতকারী মুসলমানদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্যে কুরায়শ নাজাশীর নিকট দু'দফা প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। একবার পাঠিয়েছিল আমর ইব্‌ন 'আস এবং আম্মারা ইব্‌ন ওয়ালীদকে। দ্বিতীয়বার পাঠিয়েছিল আমর ইব্‌ন 'আস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবীআকে। আবূ নুআয়ম তাঁর "দালাইল" গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় দফায় প্রতিনিধি প্রেরণের ঘটনা ঘটেছিল বদর যুদ্ধের পর। এটি যুহরীর উক্তি। বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব সহকারে তারা দ্বিতীয় দফায় প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। কিন্তু নাজাশী তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে যিয়াদ উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদেরকে ফেরত আনার জন্যে কুরায়শদের কূট-কৌশল সম্বন্ধে জানার পর আবূ তালিব নাজাশীর নিকট কয়েকটি কবিতার চরণ লিখে পাঠান। নাজাশীর নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন ও সদয় আচরণ করার জন্যে তিনি নাজাশীকে উৎসাহিত করেন। কবিতার চরণগুলো এই ঃ

اَلاَلَيْتَ شَعْرِىْ كَيْفَ فِى النَّأىِ جَعْفَرُ -- وَعَمْرُو وَاَعْدَاءُ الْعَدُوِّ الْاَقَارِبُ

আহ্! আমি যদি জানতে পারতাম ওই দূর দেশে কেমন আছে জা'ফর ও আমর এবং কেমন আছে আমর নিকটাত্মীয় শত্রুর শত্রুরা।

وَمَا نَالَتْ اَفْعَالُ النَّجَاشِىْ جَعْفَرًا- وَاَصْحَا بَهُ اَوْ عَاقَ ذٰلِكَ شَاغِبُ

নাজাশীর সদাচরণ ও সহানুভূতি কি জা'ফর ও তার সাথীদের ভাগ্যে জুটেছে ? নাকি কোন বিরোধী পক্ষের ষড়যন্ত্র তাদেরকে ওই সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছে।

وَنَعْلَمُ اَبَيْتَ اللَّعْنَ اَنَّكَ مَاجِدُ- كَرِيْمُ فَلاَ يَشْقٰى اِلَيْكَ الْمُجَانِبِ-

আমি জানি "আপনার জয় হোক" আপনি একজন সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। দূর-দূরান্ত থেকে আগত পথিক আপনার নিকট দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় না।

وَنَعْلَمُ بِاَنَّ اللّٰهَ زَادَكَ بَسْطَةً- وَاَسْبَابُ خَيْرٍ كُلِّهَا بِكَ لاَزِبُ-

আমি এও জানি যে, মহান আল্লাহ্ আপনাকে শক্তি ও প্রাচুর্য দান ও অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন এবং সকল প্রকার কল্যাণ অর্জনের উপায়-উপকরণ আপনার নিকট মওজুদ রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক থেকে ইউনুস বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাজাশী কথাবার্তা বলেছিলেন হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাথে। তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল, তিনি কথা বলেছিলেন হযরত জা'ফর (রা)-এর সাথে।

ইব্‌ন ইসহাক থেকে যিয়াদ বুকাঈ বলেছেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান উরওয়া সূত্রে হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নাজাশীর মৃত্যুর পর সর্বত্র আলোচিত হত যে, তাঁর কবরের উপর সর্বদা জ্যোতি ও আলো দেখা যেত। ইমাম আবূ দাউদ.......... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে ওই সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন নাজাশীর মৃত্যু হয়, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম যে, তাঁর কবরের উপর সর্বদা আলো ও জ্যোতি দৃশ্যমান হচ্ছে।

যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে তিনি বলেছেন যে, জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা একত্রিত হয়। তারা নাজাশীকে বলে, আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। একথা বলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজা হযরত জা'ফর ও তাঁর সাথীদের নিকট সংবাদ পাঠান এবং একটি নৌকা প্রস্তুত করে দিয়ে তাদেরকে বলেন যে, আপনারা ভালোয় ভালোয় এ নৌকাতে উঠুন। আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি পরাজিত হলে আপনারা যেখানে ইচ্ছা চলে যাবেন আর আমি বিজয়ী হলে আমার রাজ্যেই থাকবেন। এরপর তিনি এক টুকরা কাগজ নিলেন। তাতে লিখলেন, "তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। তিনি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রাসূল তাঁর রূহ এবং তাঁর কালেমা, যেটিকে তিনি মারয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।" লিখিত কাগজটি তিনি তাঁর জুব্বার ডান কাঁধের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি আবিসিনীয়দের নিকট গেলেন। তারা তখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বললেন, আবিসিনিয়বাসিগণ! তোমাদের সম্মান পাওয়ার জন্যে আমি কি সর্বাধিক যোগ্য পাত্র নই? তারা বলল, "হ্যাঁ,অবশ্যই। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার আচার-আচরণ কেমন? তারা বলল, সুন্দর ও সর্বোত্তম চরিত্র। তিনি বললেন, এখন তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান কেমন? তারা বলল, আপনি আমাদের ধর্মত্যাগ করেছেন এবং আপনি মনে করেন যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। তিনি বললেন, ঈসা সম্বন্ধে তোমরা কি বল? তারা বলল, আমরা বলি যে, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। নাজাশী তাঁর জুব্বার উপর দিয়ে বুকে হাত রেখে এই সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম এর চেয়ে মোটেই অতিরিক্ত কিছু নন। অর্থাৎ তিনি যা

লিখেছেন তার অতিরিক্ত কিছু নন। এতে তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং স্বগৃহে ফিরে যায়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে। নাজাশী যখন ইনতিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন এবং তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যেদিন নাজাশীর মৃত্যু হয়, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জানাযার নামাযের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে আসেন। এরপর সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, "নাজাশীর ইনতিকাল বিষয়ক অধ্যায়" আবূ রাবী...... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশী যখন ইনতিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আজ একজন নেক্কার লোক ইনতিকাল করেছেন। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও, তোমাদের ভাই আসহামাহ্-এর জন্যে জানাযার নামায পড়। আনাস ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তাঁর নাম মুসহিমা। তিনি মূলত আসহামাহ্ ইব্ন আবহুর। তিনি একজন নেক্কার, বুদ্ধিমান, মেধাবী, ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

ইব্ন ইসহাক সূত্রে ইউনুস বলেন, নাজাশীর মূল নাম মাসহামা। বায়হাকী এটির বিশুদ্ধ রূপ আসহাম বলে মন্তব্য করেছেন। আসহাম শব্দের অর্থ দান-দক্ষিণা। তিনি এও বলেছেন যে, নাজাশী হল আবিসিনিয়া রাজ্যের উপাধি। যেমন বলা হয় কিস্‌রা, হিরাকল প্রভৃতি।

আমি বলি হিরাকল দ্বারা সম্ভবত রোম সম্রাট কায়সারের কথা বুঝানো হয়েছে। কারণ, রোমান নগরসমূহের দ্বীপগুলোসহ সিরিয়ার রাজাকে বলা হয় কায়সার। পারস্য সম্রাটের উপাধি কিসরা । সমগ্র মিসরের সম্রাটের উপাধি ফিরআওন। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজার উপাধি মুকাওকিস। ইয়ামান ও শাহারর রাজার উপাধি তুব্বা'। আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি নাজাশী। গ্রীস এবং কারো কারো মতে ভারতবর্ষের সম্রাটের উপাধি বাতলীমূস এবং তুর্কদের সম্রাটের উপাধি খাকান।

কোন কোন আলিম বলেছেন, যেহেতু নাজাশী তাঁর ঈমান গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতেন এবং যেদিন তাঁর ইনতিকাল হয়, সেদিন সেখানে তাঁর জানাযার নামায পড়ার কেউ ছিল না, সেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। এ প্রেক্ষিতেই ফকীহ্‌গণ বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যে দেশে মৃত্যুবরণ করে, সে দেশে যদি তার জানাযা পড়া হয়, তবে যে দেশে সে অনুপস্থিত, সে দেশে তার জানাযা পড়া বৈধ নয়। এজন্যে মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানাযার নামায হয়নি। মক্কাতেও নয়, অন্য কোন স্থানেও নয়। হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা), উছমান (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবীর ক্ষেত্রেও এমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা যেখানে ইনতিকাল করেছেন এবং যেখানে তাঁদের জানাযা হয়েছে, সেখানে ব্যতীত অন্য কোন শহরে তাঁদের জানাযা হয়েছে।

আমি বলি, নাজাশী (রা)-এর জানাযায় আবূ হুরায়ারা (রা)-এর উপস্থিতি একথা প্রমাণ করে যে, খায়বার বিজয়ের পর তাঁর ইনতিকাল হয়েছে। খায়বার বিজয়ের দিনে জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) অবশিষ্ট মুহাজিরদেরকে নিয়ে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। এ প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি বুঝে উঠতে পারছি না, আমি জা'ফরের আগমনে বেশী আনন্দিত, না খায়বার বিজয়ের জন্যে বেশী আনন্দিত। তাঁরা ফিরে আসার সময় নাজাশীর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন। আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সাথিগণ এবং আশআরী সম্প্রদায়ের নৌকাযাত্রী লোকজন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের সহযাত্রী হয়েছিলেন।

নাজাশীর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করার জন্যে উপহার সামগ্রী ও জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের সাথে নাজাশী তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন, ওই ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ছিল যূ-নাখতারা কিংবা যূ-মাখমারা। সুহায়লী বলেন, নবম হিজরীর রজব মাসে নাজাশীর ইনতিকাল হয়। এ মন্তব্যের যথার্থতা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বায়হাকী বলেন, ফকীহ্ আবূ ইসহাক....... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশীর পাঠানো প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপস্থিত হওয়ার পর তিনি নিজে তাদের খিদমত করতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওদের খিদমতের জন্যে আমরাই তো যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওরা আমার সাহাবীদের প্রতি সম্মানজনক আচারণ করেছে, তার বিনিময়ে আমি নিজ হাতে ওদের প্রতিদান দিতে চাই।

এরপর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইস্পাহানী .... আর কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাজাশীর প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন তিনি নিজে ওদের সেবা করতে শুরু করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পক্ষ থেকে আমরাই তো ওদের সেবা করার জন্যে যথেষ্ট। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওরা আমার সাহাবীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করেছে, আমি নিজ হাতে ওদেরকে কিছু প্রতিদান দেয়া পসন্দ করি। আওযাঈ থেকে তালহা ইব্ন যায়দ একা এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী (র) আরো বলেন, আবুল হুসাইন...... ইব্ন বিশরান আমর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমর ইব্ন আস আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে তার বাড়িতে অবস্থান করছিল। বাইরে বের হচ্ছিল না। লোকজন বলল, ওর কি হল, বাড়ী থেকে বের হয় না কেন ? তখন আমর বলল, নাজাশী আসহামা বিশ্বাস করে যে, তোমাদের প্রতিপক্ষ মুহাম্মাদ (সা) একজন সত্য নবী।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমর ইব্ন আস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ সাহাবীগণকে ফেরত আনতে ব্যর্থ হয়ে নাজাশীর পক্ষ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তর নিয়ে কুরায়শদের নিকট ফিরে আসে। এদিকে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদাশীল লোক। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস কারো ছিল না। তাঁর এবং হামযার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। এসকল

পরিস্থিতি কুরায়শদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আমরা কা'বা শরীফের নিকট নামায আদায় করতে পারতাম না। হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি কুরায়শদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন এবং নিজে কা'বা শরীফে নামায আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সেখানে নামায আদায় করলাম।

আমি বলি, সহীহ্ বুখারীতে ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর একটি হাদীছ আছে। তিনি বলেছেন, "হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা শক্তিশালী হতে লাগলাম যিয়াদ বুকাঈ বলেন, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ করাই ছিল একটি বিজয়। তাঁর হিজরত ছিল বিরাট সাহায্য এবং তাঁর শাসন ছিল একটি রহমত। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা কা'বা শরীফের নিকট নামায আদায় করতে পারতাম না : তার ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরায়শদের প্রতি তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন এবং কা'বাগৃহের নিকট নামায আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের আবিসিনিয়ার হিজরতের পর হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্ন ইসহাক...... উম্মে আবদুল্লাহ্ বিন্ত আবূ হাছামা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা আবিসিনিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। জরুরী প্রয়োজনে আমির (রা) বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ উমর এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমার নিকট এসে দাঁড়ালেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাঁর বহু জুলুম-নির্যাতনের শিকার আমরা হয়েছিলাম। উমর (রা) বললেন, হে উম্মে আবদুল্লাহ্ তোমরা কি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ? আমি বললাম হ্যাঁ আপনারা যখন আমাদেরকে নানা ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন, নির্যাতন করছেন, তখন আমরা আল্লাহ্র দুনিয়ার অন্য কোন দেশে চলে যাব। যেখানে মহান আল্লাহ্ আমাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করবেন। তখন উমর বললেন, তাই হোক, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন। সে মুহূর্তে আমি উমরের মধ্যে এমন নম্রতা ও উদারতা লক্ষ্য করলাম, যা ইতোপূর্বে কখনো তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। এরপর তিনি নিজ গন্তব্যে চলে গেলেন। আমার যা মনে হল আমাদের দেশত্যাগে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে প্রয়োজন সমাধা করে আমির ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আবূ আবদুল্লাহ্! একটু আগে আপনি যদি উমরের নম্রতা ও উদারতা এবং আমাদের ব্যাপারে দুঃখিত হওয়ার পরিস্থিতিটা দেখতে পেতেন! আমির বললেন, উমর ইসলাম কবূল করুন তুমি কি তা' কামনা কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা বটে। তিনি বললেন, খাত্তাবের গাধা যতক্ষণ ইসলাম গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ তোমার এ দেখা সত্ত্বেও তাতে উমরের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা নেই। উম্মে আবদুল্লাহ্ বলেন, ইসলামের প্রতি উমরের অনমনীয়তা, রুক্ষতা ও কঠোরতার প্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন।

আমি বলি, যারা মনে করেন যে, হযরত উমর (রা) ৪০তম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি এ বর্ণনা তাদের মন্তব্যকে রদ করে দেয়। কারণ, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের সংখ্যা ৮০-এর উপরে ছিল। তবে উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক বলে ধরে নেয়া যাবে তখন, যখন বলা হবে যে, হিজরতকারীদের হিজরতের পর যারা মক্কায় অবশিষ্ট ছিলেন তাদের সংখ্যা অনুসারে হযরত

উমর (রা) ৪০তম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। অবশ্য, হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ বিষয়ক যে ঘটনা ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তাতে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত যে ঘটনা আমার নিকট এসেছে তা' এরূপ ঃ

তাঁর বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব ছিলেন সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল এর স্ত্রী। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি উমর থেকে গোপন রেখেছিলেন। বনূ আদী গোত্রের নুআয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নামের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তিনিও নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট থেকে গোপন রেখেছিলেন। খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা) বিভিন্ন সময়ে উমরের বোন ফাতিমার বাড়িতে এসে তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

একদিন উমর নাঙ্গা তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁকে জানানো হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা পাহাড়ের নিকটে একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন। নারী-পুরুষ মিলে তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ-এর কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তখন তাঁর চাচা হামযা (রা), আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা) এবং আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সহ মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ ছিলেন। তাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেননি।

পথে উমরের সাথে দেখা হয় নুআয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর। নুআয়ম বললেন, উমর! কোথায় যাচ্ছ? উমর বলল, "যাচ্ছি তো ধর্মত্যাগী মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে। সে কুরায়শ জাতির ঐক্য বিনষ্ট করেছে। জ্ঞানী-গুণীদেরকে মূর্খ ঠাওরিয়েছে। কুরায়শদের ধর্মের নিন্দা ও দোষারোপ করেছে এবং আমার দেবতাদেরকে গালমন্দ করেছে। আমি তাকে খুন করব।" নুআয়ম (রা) বললেন, উমর! তোমাদের আত্মগরিমা তোমাকে প্রতারিত করেছে। তুমি যদি মুহাম্মদ (সা)-কে খুন কর, তবে তুমি কি মনে করেছ যে, আব্‌দ মানাফ গোত্র তোমাকে দুনিয়াতে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দেবে? আগে নিজ পরিবারের দিকে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ঠিক কর। উমর বললেন, আমার পরিবারের কার কথা বলছ? নুআয়ম বললেন, তোমার চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইব্‌ন যায়দ এবং তোমার সহোদরা ফাতিমার কথা বলছি। আল্লাহ্‌র কসম, তারা দু'জনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দীন কবূল করেছেন। তুমি আগে ওদেরকে ঠিক কর। উমর তখন ছুটে গেলেন তাঁর বোন ফাতিমার বাড়ী অভিমুখে। খাব্বাব ইব্‌ন আরত তখন ফাতিমা (রা)-এর বাড়ীতে ছিলেন। সূরা ত্বা-হা লিখিত একটি কপি থেকে তিনি ফাতিমাকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের আগমন আঁচ করতে পেরে খাব্বাব (রা) একটি ক্ষুদ্র কক্ষে অথবা গৃহকোণে লুকিয়ে গেলেন। ফাতিমা (রা) কুরআনের কপিটি তার উরুর নীচে লুকিয়ে রাখলেন। গৃহের দরজার পাশে এসেই উমর ফাতিমাকে খাব্বাবের কুরআন শেখানোর শব্দ শুনেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে ফাতিমাকে বললেন, একটু আগে আমি কিসের শব্দ শুনছিলাম? ফাতিমাও তাঁর স্বামী বললেন, কই না-তো, আপনি কিছুই শুনেননি। উমর হুংকার ছেড়ে বললেন, আমি অবশ্যই শুনেছি। আর আল্লাহ্‌র কসম, আমি

জানতে পেরেছি যে, তোমরা দু'জনে মুহাম্মদ-এর দীন কবূল করেছ। এ বলে তিনি তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদ ইব্‌ন যায়দের উপর আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে বেধড়ক পেটাতে লাগলেন। ফাতিমা তাঁর স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। উমর তাঁকেও প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করে তুললেন। শেষ পর্যন্ত ফাতিমা (রা) ও তাঁর স্বামী বললেন, "হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

বোনের রক্তাক্ত শরীর দেখে উমর নিজের কৃতকর্মের জন্যে পাঠজ্জিত হলেন এবং প্রহার বন্ধ করে দিলেন। বোন ফাতিমাকে বললেন, ইতোপূর্বে তোমরা যা করছিলে সেটি আমাকে দাও। মুহাম্মাদ কি নিয়ে এসেছেন তা আমি একটু দেখি। উমর লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আপনি সেটির অমর্যাদা করবেন বলে আমার আশংকা হচ্ছে। তিনি বললেন, না, ভয় করো না। পাঠ শেষে ওই কপি ফাতিমাকে ফিরিয়ে দিবেন বলে তিনি আপন উপাস্যের শপথ করলেন। একথা শুনে হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করবেন এমন আশার সঞ্চার হয় ফাতিমার মনে। ফাতিমা (রা) বললেন, ভাইয়া! শির্‌ক অনুসরণ করার কারণে আপনি অপবিত্র হয়ে আছেন.। পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কেউ এটি স্পর্শ করতে পারে না। উমর উঠে দাঁড়ালেন এবং গোসল সেরে এলেন। ফাতিমা (রা) লিপিকাটি তাকে দিলেন। তাতে সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। উমর তা পাঠ করতে লাগলেন। শুরু থেকে কিছু পাঠ করার পর তিনি বলে উঠলেন, কী চমৎকার! এটি কত সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ বাণী। উমরের কথা শুনে খাব্বাব ইব্‌ন আরত গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, হে উমর! আল্লাহ্‌র কসম, আমি নিশ্চিত আশা রাখি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আর প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ আপনাকে বিশেষভাবে কবূল করেছেন। কারণ আমি গতকাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলছিলেন اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِاَبِى الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ اَوْبِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ হে আল্লাহ্! আবুল হিকাম ইব্‌ন হিশাম অথবা উমর ইব্‌ন খাত্তাবের দ্বারা আপনি ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দিন। সুতরাং হে উমর! আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, তাঁর পথ অবলম্বন করুন।

উমর বললেন, হে খাব্বাব! আমাকে বল, মুহাম্মদ (সা) কোথায় আছেন? আমি যাতে তাঁর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। খাব্বাব (রা) বললেন, কতক সাহাবীসহ মুহাম্মদ (সা) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাড়ীতে অবস্থান করছেন। উমর তাঁর তরবারি হাতে নিলেন। সেটি কোষমুক্ত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন। গন্তব্যে পৌঁছে তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। শব্দ শুনে একজন সাহাবী দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন। খোলা তরবারি হাতে উমরকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে যান এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খোলা তরবারি হাতে উমর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত হামযা (রা) বললেন, ওকে আসতে দাও, সে যদি ভাল চায় তবে আমরা তাকে সে সুযোগ দিব। আর সে যদি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তার নিজ তরবারি দিয়েই আমরা তাকে হত্যা করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও। অনুমতি দেয়া হল। কক্ষে প্রবেশ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতি এগিয়ে গেলেন। উমরের কোমর অথবা চাদরের

গিট ধরে তিনি সজোরে এক ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর বললেন, "খাত্তাব তনয়। কি উদ্দেশ্যে এসেছ? আল্লাহ্র কসম, তুমি এ মন্দ পথে থেকে যাও আর শেষ পর্যন্ত তোমার উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হোক তা আমি চাই না।" এবার উমর বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এসেছি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করার জন্যে এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সজোরে তাকবীর বলে উঠলেন। তাতে ঐ ঘরে অবস্থানকারী সকলে বুঝে নিলেন যে, হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছেড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা) বাড়ি ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তাঁরা আশ্বস্ত হন যে, এঁরা দু'জনে এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন এবং এঁদের সাহায্যে মুসলমানগণ শত্রুদের অত্যাচারের মুকাবিলা করবেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মদীনায় অবস্থানকারী বর্ণনাকারিগণ হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ মক্কী তাঁর সমসাময়িক আতা', মুজাহিদ এবং অন্যান্য বর্ণনাকারী থেকে হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর নিজের বর্ণনা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি ইসলাম থেকে বহুদূরে অবস্থান করছিলাম। জাহিলী যুগে আমি মদ পানে আসক্ত ছিলাম। মদ ছিল আমার প্রিয় বস্তু। আমি রীতিমত মদপান করতাম। হাযূরা নামক স্থানে আমাদের এক মদপানের আসর বসত। কুরায়শের অভিজাত লোকজন সেখানে সমবেত হত। এক রাতে আমি সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে সেখানে যাই। কিন্তু ওদের কাউকেই সেখানে পেলাম না আমি মনে মনে বললাম, তাহলে অমুক মদ্যপের নিকট যাই আশা করি তার নিকট মদ পাব এবং সেখানে মদ পান করব। আমি তার বাড়ি পৌঁছি কিন্তু তাকেও পেলাম না। এবার মনে মনে বললাম, এখন যদি কা'বাগৃহে গিয়ে সাতবার কিংবা সত্তরবার তাওয়াফ করি, তবে তাওতো ভাল হয়।

হযরত উমর (রা) বলেন, এরপর আমি মাসজিদুল হারামে আসি। হঠাৎ দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। তিনি তখন সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। তাঁর এবং সিরিয়ার মধ্যখানে থাকত কা'বাগৃহ। রুকন-ই-আসওয়াদ এবং রুকন-ই-ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থান ছিল তাঁর নামাযের স্থান। উমর (রা) বলেন, তাঁকে দেখে আমি মনে মনে বললাম, আজ রাতে আমি যদি মুহাম্মদের কথাবার্তা শুনি, তাহলে আমি বুঝতে পারব যে, তিনি কী বলেন? আমি মনে মনে বললাম, তাঁর কাছে গিয়ে আমি যদি শুনি, আহলে তিনি আমাকে দেখে ফেলবেন এবং তাতে তাঁর একাগ্রতা বিঘ্নিত হবে। তাই আমি হাজারে আসওয়াদের দিকে আসি এবং কা'বার গিলাফের মধ্যে ঢুকে পড়ি। তারপর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হই। গিলাফের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আমি ঠিক তাঁর সম্মুখে গিয়ে তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যাই। তাঁর মাঝে আর আমার মাঝে ব্যবধান শুধু কা'বার গিলাফ টুকু। তাঁর কুরআন পাঠ শুনে আমার মন বিচলিত হয়। আমার কান্না এসে পড়ে এবং ইসলাম আমার অন্তরে স্থান করে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানে দাঁড়িয়ে

থাকি। নামায শেষ করে তিনি চলে যান। তিনি ফিরে গিয়ে ইব্ন আবূ হুসাইনের গৃহে উঠতেন। ইব্ন আবুল হুসাইনের গৃহ ছিল আদ-দারুর রাকতায়। সেটি পরবর্তীতে মুআবিয়ার মালিকানাধীনে আসে।

উমর (রা) বলেন, আমি তাঁর পেছন পেছন যাত্রা করি। হযরত আব্বাসের বাড়ী এবং ইব্ন আযহারের বাড়ীর মধ্যবর্তীস্থানে আমি তাঁর নাগাল পাই। আমার পদধ্বনি শুনে তিনি আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি মনে করেছিলেন তাঁকে কষ্ট দেয়ার ও তাঁর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই বুঝি আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছি। তাই তিনি আমাকে সজোরে ধমক দিলেন। তারপর বললেন, "ইব্নুল খাত্তাব! এ সময়ে তুমি এখানে কেন? আমি বললাম," আমি এসেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করার জন্যে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা এসেছে তা সত্য বলে মেনে নেয়ার জন্যে।" আমার উত্তর শুনে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ

"হে উমর! মহান্ আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন।" তারপর তিনি আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং ঈমানে আমার দৃঢ়তার জন্যে দু'আ করলেন। এরপর আমি চলে গেলাম। তিনি ঘরে ঢুকে পড়লেন। ইব্ন ইসহাক বলেন উমরের ইসলাম গ্রহণ উক্ত ঘটনা দু'টির কোন্টির প্রেক্ষিতে হয়েছিল তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

আমি বলি, উমর (রা)-এর জীবনী গ্রন্থের প্রথম ভাগে আমি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এবং এ সম্পর্কিত যত বর্ণনা ও মন্তব্য রয়েছে তার সবগুলো বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ইব্ন ইসহাক বলেন, নাফি' ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হযরত উমর (রা) যখন ইসলামগ্রহণ করলেন, তখন তিনি বললেন, কুরায়শের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বার্তা প্রচার করতে পারে কে? তাঁকে বলা হল যে, জামীল ইব্ন মা'মার জুমাহী তা পারে। পরের দিন সকালে উমর (রা) তার নিকট গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমিও তিনি কী করেন তা দেখার জন্যে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তখন আমি এ বয়সের বালক যে, যা দেখি তা বুঝতে পারি। উমর (রা) এলেন জামীলের নিকট। তাকে বললেন, তুমি কি জান হে জামীল! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মে প্রবেশ করেছি। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, সে আর দেরী করেনি, কোন উত্তরও দেয়নি এবং চাদরটি টেনে নিয়ে ছুটে চলল। আমি আর উমর (রা) তার পেছনে পেছনে ছুটলাম। মাসজিদুল হারামের দরজায় গিয়ে সে দাঁড়ায় এবং উচ্চৈস্বঃরে চীৎকার করে বলে, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! ওরা তখন কা'বাগৃহের আশে-পাশে তাদের আসরে উপস্থিত ছিল। তোমরা শুনে নাও, খাত্তাবের পুত্র ধর্মত্যাগী হয়েছে। তখন তার পেছন থেকে উমর (রা) বলে উঠলেন, সে মিথ্যা বলেছে, আমি বরং ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। একথা শুনে তারা সবাই হযরত উমর (রা)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি একা ওদের সকলের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন। ওরা সবাই একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে লাগল। এভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে সূর্য এসে পড়ল তাদের

মাথার উপর। এবার তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। ওরা সকলে তখন তাঁকে ঘেরাও করে রয়েছে। তিনি বলছিলেন, তোমাদের যা মন চায় করতে পার, তবে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমরা যদি সংখ্যায় ৩০০ জন থাকতাম, তাহলে কি আমরা তোমাদেরকে এমন ছেড়ে দিতাম, না তোমরা আমাদের এভাবে ছেড়ে দিতে ?

তারা এ পরিস্থিতিতে ছিল। হঠাৎ রেশমী চাদর ও নকশা খচিত জামা গায়ে বয়োবৃদ্ধ এক কুরায়শী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়। সে বলে, তোমাদের কী হলো হে ? তারা বলল, উমর ধর্মত্যাগী হয়েছে। বৃদ্ধটি বলল, থাম, একজন লোক তার নিজের জন্যে যা ভাল মনে করেছে তা গ্রহণ করেছে। এখন তোমরা কী করতে চাও ? তোমরা কি মনে করেছ আদী গোত্রের লোকেরা তাদের একজন লোককে এ অবস্থায় তোমাদের হাতে ছেড়ে দেবে ? তোমরা ওর পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম, এরপর তারা ভয় পেয়ে সকলে তাঁর কাছ থেকে এমন ভাবে সরে পড়ে যেমন কাপড় গা থেকে সরে পড়ে যায়।

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, পরবর্তীতে আমার পিতা যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আমি বললাম, পিত! মক্কায় যেদিন আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সেদিন আপনার উপর আক্রমণকারী লোকজনকে ধমক মেরে যে ব্যক্তি আপনার নিকট থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, সে ব্যক্তিটি কে ছিল ? উত্তরে তিনি বললেন, বৎস, সে হল আস ইব্‌ন ওয়াইল সাহমী। এটি একটি মযবূত ও উৎকৃষ্ট সনদ। এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উমর (রা) বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, উহুদ যুদ্ধের দিন ইব্‌ন উমর নিজেকে মুজাহিদ তালিকাভুক্ত করার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীতে। যখন তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি মোটামুটি চালাক-চতুর ছিলেন। এ হিসেবে ধরে নেয়া যায় যে, হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন হিজরতের চার বছর পূর্বে। এ হিসেবে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে নবুওয়াতের নবম বছরে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম....... ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর নবুওয়াতের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় আবিসিনিয়া থেকে প্রায় কুড়ি জন খৃস্টান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়। তখন তিনি একটি মজলিসে বসা ছিলেন। তারা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কুরায়শের কতক লোক কা'বাগৃহের আশে-পাশে তাদের আসরে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের যা জিজ্ঞেস করার ছিল তা জিজ্ঞেস করার পর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করেন। কুরআন তিলাওয়াত শুনে তাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে। তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। তাঁকে সত্যবলে মেনে নেয় এবং তাঁর সম্পর্কে তাদের ইনজীল কিতাবে যেসকল পরিচয় পেয়েছে তাঁর মধ্যে সে গুলোর সত্যতা উপলব্ধি করে।

তাঁর মজলিস থেকে ফেরার পথে কতক কুরায়শ লোকসহ আবূ জাহ্‌ল তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। সে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, তোমাদের এ আরোহী দলকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যর্থ করে দিন। তোমাদের ধর্মানুসারী লোকের, তোমাদেরকে প্রেরণ করেছিল এজন্যে যে, তোমরা এই লোকের নিকট আসবে এবং তার খোঁজখবর নিয়ে ওদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা করেছ কী ? তার মজলিসে বসেছ আর শেষ পর্যন্ত নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে সে তোমাদেরকে যা বলল, তাকে সর্ব সত্য বলে মেনে নিলে! তোমাদের চাইতে অধিক মূর্খ কোন প্রতিনিধিদল আমরা দেখিনি।

প্রতিনিধিদল বলল, আমরা আপনাদেরকে মূর্খ বলব না। আপনাদের প্রতি সালাম। আমাদের কর্ম আমাদের জন্যে আর আপনাদের কর্ম আপনাদের জন্যে। আমাদের কল্যাণ সাধনে আমরা কমতি করব না। কথিত আছে যে, ওরা ছিল নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কথিত আছে যে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ওদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ .... لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ.

যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এটিতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এটিতে ঈমান আনি, এটি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। ওদেরকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে। কারণ, তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে এবং আমি ওদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে" "আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্যে, তোমাদের প্রতি সালাম আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না" (২৮ ঃ ৫২-৫৫)।

পরিচ্ছেদ

বায়হাকী (র) আদ-দালাইল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "নাজাশীর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র বিষয়ক পরিচ্ছেদ" তারপর তিনি হাকিম...... ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلَى النَّجَّاشِيِّ الْاَصْحَمِ عَظِيْمِ الْحَبْشَةِ سَلٰمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَشَهِدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَدْعُوْكَ بِدُعَايَةِ اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَنَا رَسُوْلُهٗ فَاَسْلِمْ تَسْلَمْ (يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهَا شَيْئًا وَّلاَ يَتِّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ

تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ. فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِنَّكَ عَلَيْكَ اِثْمُ النَّصَارٰى مِنْ قَوْمِكَ-

এটি রাসূলুল্লাহ্-এর পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার রাজা আসহাম নাজাশীর প্রতি প্রেরিত লিপি। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি স্ত্রী কিংবা সন্তান গ্রহণ করেননি এবং যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি। আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে নিরাপত্তা পাবেন। হে কিতাবিগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম (২৩) (৩ : ৬৪) হে নাজাশী! আপনি যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার সম্প্রদায়ের সকল খৃস্টানের পাপ আপনার উপর বর্তাবে।

বায়হাকী (র) আবিসিনিয়ায় হিজরত সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করার পর এভাবে চিঠি বিষয়ক আলোচনা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এভাবে উল্লেখ করার যথার্থতা সন্দেহমুক্ত নয়। কারণ, এচিঠি দেয়া হয়েছিল হযরত জা'ফর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ যে নাজাশীর সাথে কথা বলেছিলেন সে নাজাশীর পরে ক্ষমতাসীন নাজাশীকে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদেরকে যে পত্রাবলী দিয়েছিলেন এটি তারই একটি। এ সময় তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট কিসরা, মিসর-রাজ ফিরআওন এবং আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

যুহরী বলেন, সকল রাষ্ট্র প্রধানের নিকট রাসূলুল্লাহ্কেই মর্মের পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সকল চিঠিতেই এ আয়াত ছিল। এটি সূরা আলে-ইমরানের আয়াত। এটি যে মাদানী সূরা তাতে কোন দ্বিমত নেই। এ আয়াতগুলো সূরার প্রথম দিকের আয়াত। আলোচ্য সূরার প্রথম দিকের ৮৩ টি আয়াত নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তাফসীর গ্রন্থে আমরা এটি উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

সুতরাং ঐ পত্রখানা দেয়া হয়েছিল দ্বিতীয় নাজাশীকে। প্রথম নাজাশীকে নয়। বর্ণনায় "আসহাম" নামের উল্লেখ সম্ভবত কোন বর্ণনাকারীর নিজস্ব উপলব্ধি প্রসূত সংযোজন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ আলোচনার সাথে উপরোক্ত পত্র অপেক্ষা নিম্নে বর্ণিত পত্রটি উদ্ধৃত করা অধিকতর প্রাসংগিক ও যুক্তিসংগত। বায়হাকী (র) উল্লেখ করেছেন যে, হাকিম...... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব ও তাঁর সঙ্গীদের

প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করার অনুরোধ সম্বলিত একটি চিঠি সহকারে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামারীকে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّجَاشِيْ الْاَصْحَمِ مَلِكِ الْحَبْشَةِ سَلمٌ عَلَيْكَ فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْمُؤْمِنَ الْمُهَيْمِنَ ○

وَاَشْهَدُ اَنَّ عِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ الْبَتُوْلِ الطَّاهِرَةِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِيْنَةِ - فَحَمَلَتْ بِعِيْسٰى - فَخَلَقَهٗ مِنْ رُوْحِهٖ وَنَفْخَتِهٖ كَمَا خَلَقَ اٰدَمَ بِيَدِهٖ وَنَفْخَهٗ - وَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ اِلَى اللّٰهِ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَالْمَوَالاَةِ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَاَنْ تَتَّبِعَنِيْ فَتُؤْمِنَ بِيْ وَبِالَّذِيْ جَاءَنِيْ فَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَدْ بَعَثْتُ اِلَيْكَ اِبْنَ عَمِّيْ جَعْفَرًا وَمَعَهٗ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - فَاِذَا جَاءُوْكَ فَاَقِرَّهُمْ وَدَعِ التَّجَبُّرَ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ وَجُنُوْدَكَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ فَاقْبَلُوْا نَصِيْحَتِيْ - وَالسَّلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى-

পরম দয়ালু, দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার রাজা আসহাম নাজাশীর প্রতি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! আপনার নিকট আমি সর্বাধিপতি পবিত্র, নিরাপত্তা বিধায়ক ও রক্ষক মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা পেশ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র রূহ ও বাণী। আল্লাহ্ তা'আলা নিক্ষেপ করেছেন সতী-সাধ্বী, পবিত্রাত্মা মারয়ামের নিকট। ফলে তিনি ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর রূহ ও ফুঁ দ্বারা যেমন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরতী হাত ও ফুঁ দ্বারা। আমি আপনাকে একক, লা-শরীক আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং তাঁরই আনুগত্যে অবিচল থাকার দাওয়াত দিচ্ছি। আমি আরও দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি যেন আমার অনুসরণ করেন এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। কারণ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। আমার চাচাত ভাই জা'ফর এবং তাঁর সাথে কতক মুসলমানকে আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। ওরা আপনার নিকট পৌঁছলে ওদের আতিথ্য দেবেন। ওদের প্রতি রূঢ় আচরণ করবেন না। আমি আপনাকে এবং আপনার বাহিনীকে মহামহিম আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছি। আমি রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়েছি এবং উপদেশ দিয়েছি। আপনারা আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর— যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত পত্রের উত্তরে নাজাশী নিম্নোক্ত চিঠি প্রেরণ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنَ النَّجَاشِيْ الْاَصْحَمِ اِبْنِ اَبْجُرَ سَلَمُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الَّذِيْ هَدَانِيْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَقَدْ بَلَغَنِيْ كِتَابُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا ذَكَرْتَ مِنْ اَمْرِ عِيْسٰى فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَنَّ عِيْسٰى مَا يَزِيْدُ عَلٰى مَاذَكَرْتَ وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ اِلَيْنَا وَقَرَبْنَا ابْنَ عَمِّكَ وَاَصْحَابَهُ فَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقًا وَّمُصَدِّقًا وَّقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَا بَعْتُ اِبْنَ عَمِّكَ وَاَسْلَمْتُ عَلٰى يَدَيْهِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- وَقَدْ بَعَثْتُ اِلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ بَارِيْحَا ابْنَ الْاَصْحَمِ بْنِ اَبْجُرَ فَاِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ اٰتِيَكَ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّ مَا تَقُوْلُ حَقٌّ-

"পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। আসহাম ইব্‌ন আবজুর নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি। হে আল্লাহ্‌র নবী আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক! যে মহান সত্তা আমাকে ইসলামের প্রতি হিদায়াত করেছেন তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ ও উপাস্য নেই। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার চিঠি আমার নিকট পৌঁছেছে। ওই চিঠিতে আপনি ঈসা (আ)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের কসম, ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনি যা, উল্লেখ করেছেন তিনি তার চাইতে এতটুকুও অতিরিক্ত নন। আপনি আমার প্রতি যে বিষয়গুলো সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেছেন তা আমি উপলব্ধি করেছি। আপনার চাচাত ভাই ও তাঁর সাথীদের জন্যে আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌র সত্যায়িত রাসূল আমি আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছি এবং আপনার চাচাত ভাইয়ের নিকট বায়আত করেছি। আর আপনার চাচাত ভাইয়ের মাধ্যমে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি বারিহা ইব্‌ন ইসহাম ইব্‌ন আবজুরকে আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। আমি তো আমার নিজের ব্যতীত অন্য কারো উপর কর্তৃত্বশীল নই। আপনি যদি চান, তাহলে আমি আপনার খিদমতে হাযির হবো। তবে আমি নিশ্চিত সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা বলেন, তা অকাট্য সত্য।"

পরিচ্ছেদ

কুরায়শদের বয়কট

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য করার প্রশ্নে বনূ হাশিম ও বনূ আবদিল মুত্তালিব গোত্রের আহ্বানের প্রেক্ষিতে কুরায়শী অন্যান্য গোত্রেরা বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের নিকট হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ওই গোত্রদ্বয়ের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনার সম্পর্ক ছিন্ন রাখার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে এবং দীর্ঘদিন যাবত ওদেরকে আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে অন্তরীণ করে রাখে। এ বিষয়ে তাদের নিবর্তনমূলক ও অন্যায় চুক্তিপত্র তৈরী

এবং এ সকল প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত ও সত্যতার পক্ষে প্রকাশিত দলীল-প্রমাণাদি এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

যুহরী থেকে মূসা ইব্ন উকবা বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিকগণ ইতোপূর্বে মুসলমানদের প্রতি যত অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল পরবর্তীতে তারা তার চেয়েও কঠোরতর নির্যাতন চালাতে শুরু করে। যার ফলে মুসলমানদের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তাঁরা নানা প্রকারের কঠোর বিপদ-আপদের সম্মুখীন হন। প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে ঐকমত্যে পৌঁছে। ওদের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে আবূ তালিব নিজে বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের সকল লোককে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হতে বললেন এবং হত্যা প্রয়াসীদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে এসে দাঁড়ান। কেউ আসেন গোষ্ঠীগত সম্মান রক্ষার তাড়নায় আর কেউ আসেন ঈমানী চেতনায়। কুরায়শের লোকেরা দেখল যে, স্বগোত্রীয় লোকেরা তাঁর পক্ষপাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এবং ঐ প্রশ্নে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তখন মুশরিকরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাঁকে হত্যা করার জন্যে ওঁরা যতক্ষণ তাদের হাতে সমর্পণ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ওদের সাথে উঠাবসা করবে না ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং ওদের ঘর-বাড়ীতে প্রবেশ করবে না। এমর্মে তারা একটা চুক্তিনামা ও অঙ্গীকার-পত্র সম্পাদন করে নিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমর্পণ না করা পর্যন্ত তারা বনূ হাশিম গোত্রের সাথে কোন আপোস-মীমাংসা করবে না এবং কোন প্রকারের সহানুভূতি-সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে না। এ প্রেক্ষিতে বনূ হাশিম গোত্রের লোকজন আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে অন্তরীণ থাকেন। এ সময়ে তাঁরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে পতিত হন। কুরায়শরা এদের হাট-বাজার বন্ধ করে দেয়। তাঁদেরকে তারা কোন ভোগ্যপণ্য বিক্রির জন্যে মক্কায় আসতে দিত না। আবার তাদের কিছু ক্রয়ের প্রয়োজন হলে কুরায়শী লোকেরা, এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করে নিত যাতে অন্তরীণ লোকদের নিকট ওই পণ্যদ্রব্য পৌঁছতে না পারে। এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নাগালের মধ্যে পাওয়া এবং তাঁকে হত্যা করা। চাচা আবূ তালিব তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করতেন। রাতের বেলা অন্তরীণ লোকেরা যখন ঘুমোতে যেত, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর বিছানায় শোয়াতেন। উদ্দেশ্য হল কোন ষড়যন্ত্রকারী যদি সেখানে থাকে, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওখানে দেখে। পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আবূ তালিব তাঁর কোন পুত্রকে কিংবা ভাইকে কিংবা চাচাত ভাইকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানায় যেতে বলতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অন্য একটি বিছানায় নিয়ে আসতেন এবং তিনি সেখানে ঘুমোতেন। এ অবস্থায় তৃতীয় বছরের মাথায় বনূ আব্দ মানাফ, বনূ কুসাই এবং বনূ হাশিমের নারীদের গর্ভজাত কতক লোক এ অমানবিক আচরণের জন্যে নিজেদেরকে দোষারোপ করে। তারা উপলব্ধি করে যে, এর মাধ্যমে তারা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং মানবাধিকার লংঘন করেছে। সে রাতেই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিনামা তারা ভঙ্গ করবে এবং ওই চুক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চুক্তিপত্রের প্রতি উইপোকা পাঠালেন। চুক্তিপত্রের যে যে স্থানে চুক্তি বিষয়ক শব্দ ছিল সে সে স্থানগুলো পোকাতে খেয়ে ফেলে। বর্ণিত আছে যে, চুক্তিপত্রটি

কা'বাগৃহের ছাদের সাথে ঝুলানো ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নামের স্থানগুলোও পোকায় খেয়ে ফেলে। ফলে শির্ক, জুলুম-অত্যাচার এবং আত্মীয়তা ছিন্নকারী বিষয় সম্বলিত বিবরণগুলো অবশিষ্ট থাকে। চুক্তিনামার এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে অবহিত করেন। তিনি চাচা আবূ তালিবকে এটা জানান। আবূ তালিব বললেন, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির কসম, সে নিশ্চয়ই আমার সাথে মিথ্যা কথা বলেনি। বনূ আবদিল মুত্তালিব গোত্রের কতক সঙ্গী-সাথী নিয়ে তিনি মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হন। সেখানে কুরায়শগণ উপস্থিত ছিল। তাঁদেরকে এদিকে আসতে দেখে কুরায়শগণ মনে করেছিল যে, সুকঠিন দুঃখ-দুর্দশায় অতিষ্ঠ এরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে আবূ তালিব বললেন, তোমাদের এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে তা আমরা এখন তোমাদেরকে বলবো না। তোমরা যে চুক্তিনামা তৈরী করেছ আগে সেটি নিয়ে আস। তারপর তোমাদের আর আমাদের মাঝে কোন আপোস রফা হলেও হতে পারে। চুক্তিনামা উপস্থিত করার পূর্বে তারা সেটি দেখে ফেলে কিনা এ আশংকায় তিনি এ কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করা হবে এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে উঠে এবং নিশ্চিত হয়ে তারা চুক্তিনামাটি হাযির করে। সেটি সকলের সম্মুখে রাখা হয়। তারা বলল, এখন সে সময় এসেছে যে, তোমরা আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং এমন এক বিষয়ের প্রতি তোমরা ফিরে আসবে যা তোমাদের সম্প্রদায়কে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবে। ওই একটি মাত্র ব্যক্তি আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তোমরা নিজেদের সম্প্রদায় ও গোত্রকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে দেয়ার জন্যে ওই বিপজ্জনক লোকটিকে আস্কারা দিয়েছ।

আবূ তালিব বললেন, আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদেরকে একটি ন্যায়ানুগ প্রস্তাব দেয়ার জন্যে। আমার ভাতিজা কখনো মিথ্যা বলে না। সে আমাকে জানিয়েছে যে, তোমাদের নিকট যে চুক্তিনামা রয়েছে তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সম্পর্ক নেই। সেটিতে আল্লাহ্ তা'আলার যত নাম ছিল তার সবগুলো তিনি মিটিয়ে ফেলেছেন। তোমাদের অকৃতজ্ঞতা, আমাদের সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং আমাদের প্রতি তোমাদের জুলুম-নির্যাতনের বিষয়গুলো তাতে অবশিষ্ট রেখেছেন। সুতরাং ভাতিজা যা বলেছে ঘটনা যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা হুশিয়ার হও! আল্লাহ্র কসম, আমাদের শেষ ব্যক্তিটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো তাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব না। আর সে যা বলেছে তা যদি অসত্য হয়, তবে আমরা নিশ্চয় তাকে তোমাদের হাতে তুলে দিব। এরপর তোমরা তাকে হত্যা করবে, নাকি জীবিত রাখবে সেটা তোমাদের ইচ্ছা। তারা বলল, ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাবে আমরা রাযী। এরপর তারা চুক্তিনামা খুলল এবং সত্যবাদী সত্যায়িত রাসূল যেমন বলেছেন ঘটনা হুবহু তেমনি দেখতে পেল।

কুরায়শরা যখন দেখল যে, ঘটনা আবূ তালিবের বর্ণনা মুতাবিকই ঘটেছে, তখন তারা বলল, আল্লাহ্র কসম, এটি নিশ্চয়ই তোমাদের ওই লোকের জাদু। এ কথা বলে তারা ইতোপূর্বেকার সম্মতি প্রত্যাহার করে এবং পূর্বের চাইতেও জঘন্য কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর স্বগোত্রীয়দের প্রতি কঠোর জুলুম-নির্যাতনের অঙ্গীকারে অবিচল থাকে।

আবূ তালিব গোত্রের লোকজন বললেন, আমরা নই বরং আমাদের বিরোধী পক্ষই জাদুমন্ত্র ও মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতর পাত্র। তোমরা কী মনে কর ? আমরা তো দেখছি যে, আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নে তোমরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছ আমাদের কর্ম অপেক্ষা সেটিই জাদুমন্ত্রের বলে অভিহিত হওয়ার অধিকতর যোগ্য তোমাদের এ ঐকমত্যের বিষয় যদি জাদুর ভেল্কিবাজি না হতো, তা হলে তোমাদের চুক্তিনামা নষ্ট হত না। সেটিতো তোমাদেরই হাতে ছিল। ওই চুক্তিনামায় মহান আল্লাহ্র যত নাম ছিল তিনি তার সবগুলো মুছে দিয়েছেন। আর সীমালংঘন ও সত্যদ্রোহিতার কথাগুলো অবশিষ্ট রেখেছেন। এখন বল, আমরা জাদুকর, নাকি তোমরা ?

এ প্রেক্ষিতে বনূ আব্দ মানাফ, বনূ কুসাই, হাশিমী নারীদের গর্ভজাত কতক কুরায়শী পুরুষ যাদের মধ্যে ছিলেন আবুল বুখতারী, মুতঈম ইব্ন আদী, যুহায়র ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা, যামআ ইব্ন আসওয়াদ, হিশাম ইব্ন আমর (চুক্তিনামাটি তাঁর কাছে ছিল। তিনি বনূ আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের লোক ছিলেন) এবং বনূ আমির গোত্রের অন্য কতক সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক বলে উঠলেন এ চুক্তিনামায় যা আছে তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক বা দায়-দায়িত্ব নেই।

তখন আবূ জাহ্ল (তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক) বলল, এটি একটি পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। রাতের বেলা এ ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। এরপর চুক্তিনামা সম্পর্কে, যারা চুক্তিনামা প্রত্যাখ্যান ও সেটির সাথে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দিলেন তাদের প্রশংসায় এবং আবিসিনিয়ার নাজাশীর প্রশংসা করে আবূ তালিব একটি কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন।

বায়হাকী (র) বলেন, আমার শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয এরূপই বর্ণনা করেছেন, মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনার ন্যায়। অর্থাৎ ইব্ন লাহিয়া...... উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে। ইতোপূর্বে মূসা ইব্ন উক্বার বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে শিআবে আবূ তালিব তথা আবূ তালিবের গিরিসঙ্কটে অন্তরীণ হওয়ার পর।

আমি বলি, আবূ তালিবের যে লামিয়া কাসীদার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেটিও তিনি রচনা করেছিলেন তাঁদের গিরিসঙ্কটে অবস্থান নেয়ার পর। সুতরাং সেখানেই কবিতাটির উল্লেখ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ছিল, যা আমরা করে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

এরপর বায়হাকী (র) ইউনুস সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রিসালাতের বাণী প্রচার করেই যাচ্ছিলেন। বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের লোকজন তাঁর সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা তাঁকে ওদের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। মূলত কুরায়শ সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য গোত্রের ন্যায় বনূ হাশিম এবং বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রও ধর্ম বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধী ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের জ্ঞাতি ভাইকে লাঞ্ছিত করা ও অত্যাচারীদের হাতে সমর্পণ করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

বনূ হাশিম এবং বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয়রা যখন ঐরূপ অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং কুরায়শরাও বুঝে নিল যে, মুহাম্মাদ (সা)-কে হাতে পাওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তারা বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্যে একমত হয়। তারা এ বিষয়ে একমত হয় যে, হাশিমী ও মুত্তালিবীদের কাউকে তারা বিয়ে করবে না এবং নিজেদের কাউকে ওদের নিকট বিয়ে দিবে না। তাদের নিকট কিছু বিক্রি করবে না এবং তাদের থেকে কিছু ক্রয় করবে না। এমর্মে তারা একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে এবং সেটি কা'বাগৃহে ঝুলিয়ে রাখে। এরপর তারা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাঁদেরকে বন্দী করে এবং নানা রকম নির্যাতন-উৎপীড়ন করতে থাকে। কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ নেমে আসে মুসলমানদের উপর এবং এটা তাঁদেরকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। এরপর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-সহ হাশিমী ও মুত্তালিবীদের আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে অবস্থান গ্রহণ এবং সেখানে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন তার দীর্ঘ বর্ণনা দেন। ওই বর্ণনায় আছে যে, খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত শিশুদের আহাজারী গিরিসঙ্কটের বাইর থেকেও শোনা যেত। অবশেষে সাধারণভাবে কুরায়শের লোকজন অন্তরীণ লোকদের ওপর পরিচালিত অত্যাচার-নির্যাতনকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে এবং নির্যাতনমূলক চুক্তিপত্রের প্রতি নিজেদের নারাযী প্রকাশ করে।

বর্ণনাকারিগণ একথাও উল্লেখ করেন যে, আপন দয়ায় মহান আল্লাহ্ ওই চুক্তিনামার প্রতি উইপোকা প্রেরণ করেন এবং চুক্তিনামায় আল্লাহ্‌র নাম উল্লিখিত সকল স্থান পোকাতে খেয়ে ফেলে। অবশিষ্ট থাকে শুধু জুলুম-নির্যাতন, আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং মিথ্যাচারগুলোর বিবরণ। এরপর মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন এবং তিনি চাচা আবূ তালিবকে তা জানান। বর্ণনাকারিগণ এরপর মূসা ইব্‌ন উকবার বর্ণনার ন্যায় অবশিষ্ট ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

যিয়াদ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্‌ন হিশাম বলেন, কুরায়শরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ এমন এক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে যারা নাজাশীর নিকট গিয়েছেন তিনি তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া ইতোমধ্যে হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এখন উমর (রা) ও হামযা (রা) দু'জনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে রয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রে উপগোত্রে-ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে কুরায়শগণ এক সমাবেশে মিলিত হয় এবং তারা বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে এমন একটি চুক্তিনামা সম্পাদনের বিষয়ে পরামর্শ করে যার বিষয়বস্তু এ হবে যে, তারা ওদের নিকট নিজেদের পুত্রকন্যা বিয়ে দিবে না, ওদের নিকট কিছু বিক্রি করবে না এবং ওদের থেকে কিছু ক্রয়ও করবে না। আলোচনা শেষে তারা এ বিষয়ে একমত হয় এবং একটি চুক্তিনামা তৈরী করে সকলে তা মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যে তারা সেটিকে কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখে। চুক্তিনামাটির লেখক ছিল মানসূর ইব্‌ন ইকরিমা (ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদিদ্দার ইব্‌ন কুসাই)। ইব্‌ন হিশাম বলেন, কারো কারো মতে সেটি লিখেছিল নাযর ইব্‌ন হারিছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই লেখকের

জন্যে বদ-দু'আ করেছিলেন। ফলে, তার হাতের কতক আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়। ওয়াকিদী বলেন, চুক্তিনামাটি লিখেছিল তাল্‌হা ইব্‌ন আবূ তালহা আবদামী।

আমি বলি, প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে মানসূর ইব্‌ন ইকরিমা-ই চুক্তিনামাটির লেখক ছিল। যেমনটি ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। তাঁরই হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। ওই হাত দ্বারা সে কোন কাজ করতে পারত না। এ প্রসংগে কুরায়শের লোকজন বলত, দেখ দেখ, ওই যে মানসূর ইব্‌ন ইকরিমা! ওয়াকিদী বলেন, চুক্তিনামাটি কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুরায়শরা যখন এই চুক্তি সম্পাদন করে, তখন বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁর সাথে তারা সবাই আবূ তালিব গিরিসঙ্কট গিয়ে সমবেত হয়। আবূ লাহাব আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বনূ হাশিম গোত্র ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সে কুরায়শদের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

হুসাইন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন যে, আপন সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে কুরায়শদের শক্তি বৃদ্ধি করার পর আবূ লাহাব হিন্‌দ বিন্‌ত উতবা ইব্‌ন রাবীআর সাথে সাক্ষাত করে। সে হিন্‌দকে বলে, হে উতবার কন্যা! আমি কি লাত ও উয্‌যা প্রতিমাকে সাহায্য করতে পেরেছি? এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে, সেগুলোর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে আমি কি তাকে ত্যাগ করতে পেরেছি? হিন্‌দ বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই, হে আবূ উতবা! আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবূ লাহাব যে সব কথাবার্তা বলত, তার একটি এই, "মুহাম্মাদ (সা) আমাকে বহু বিষয়ের ভয় প্রদর্শন করেছে। অথচ তার কিছুই আমি এখনও বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি না। সে মনে করে যে, ওগুলো মৃত্যুর পর পাওয়া যাবে। এরপর আমার হাতে আর কীইবা দেয়া হবে? একথা বলে সে তার দু'হাতে ফুঁ দেয় এবং বলে "তোরা দু'হাত ধ্বংস হয়ে যাক, মুহাম্মদ (সা) যা বলছে তার কিছুই তো তোদের মধ্যে দেখছি না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন تَبَّتْ يَدَا اَبِى لَهَبٍ وَّتَبَّ —ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক[১]।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, চুক্তিনামা সম্পাদনে কুরায়শকুল যখন ঐক্যবদ্ধ হল এবং যা করার তা করল, তখন আবূ তালিব নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

اَلاَ اَبْلِغَا عَنِّىْ عَلٰى ذَاتِ بَيْنِنَا – لُؤَيًا وَخُصًّا مِنْ لُؤَىِ بَنِىْ كَعْبٍ

আমাদের মাঝে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে সে সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে লুওয়াই গোত্রকে বিশেষ করে লুওয়াই গোত্রের খুস এবং বনূ কাআব উপগোত্রকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও।

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا – نَبِيًّا كَمُوْسٰى خُطَّ فِى اَوَّلِ الْكُتُبِ

১. সূরা লাহাব ঃ আয়াত ১।

তোমরা কি জানো না যে, আমরা মুহাম্মাদ (সা)-কে নবীরূপে পেয়েছি যেমন নবী ছিলেন মূসা (আ)। প্রাচীন কিতাবসমূহে মুহাম্মদ (সা)-এর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَاَنَّ عَلَيْهِ فِى الْعِبَادِ مُحَبَّةً - وَلاَ خَيْرَ مِمَّنْ خَصَّهُ اللّٰهُ بِالْحُبِّ-

তার প্রতি আল্লাহ্‌র বান্দাগণের ভালবাসা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ভালবাসা দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন, তার চেয়ে উত্তম অন্য কেউ হয় না[১]।

وَاَنَّ الَّذِىْ اَلْصَقْتُمُوْا مِنْ كِتَابِكُمْ - لَكُمْ كَائِنًا نَحْسًا كَرَاغِيَةِ اَرْسُقُبِ-

তোমাদের কিতাবের মধ্যে তোমরা বিপদাপদ সম্পর্কিত যে সকল বিবরণ পেয়েছ তোমাদের দুর্ভোগ স্বরূপ হযরত সালিহ্ (আ)-এর উষ্ট্রীর চীৎকারের ন্যায় সেগুলো তোমাদের উপর আপতিত হবেই।

اَفِيْقُوْا اَفِيْقُوْا قَبْلَ اَنْ يُحْفَرًا الثَّرٰى - وَيُصْبِحَ مَنْ لَمْ يَجْنِ ذَنْبًا كَذِى الذَّنْبِ-

তোমরা সচেতন হও সতর্ক হও, কবর খোঁড়ার আগেই এবং সজাগ হও সে সময় আসার আগে যখন নির্দোষ ব্যক্তি দোষী ব্যক্তির ন্যায় বিপন্ন হয়ে যাবে।

وَلاَ تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْوُشَاةِ وَتَقْطَعُوْا - اَوَاصِرَنَا بَعْدَ الْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبِ-

তোমরা মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করো না এবং বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের পর আমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করো না।

وَتَسْتَجْلِبُوْا حَرْبًا عَوَانًا وَرُبَّمَا - اَمَرُّ عَلٰى مَنْ ذَاقَهُ حَلْبُ الْحَرْبِ-

কঠিন যুদ্ধ-বিগ্রহ তোমরা টেনে এনো না। অনেক সময় স্বাদ গ্রহণকারীর জন্যে যুদ্ধের দুধ ভীষণ তিক্ত হয়।

فَلَنسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسَلِّمُ اَحْمَدًا - لِعَزَّاءٍ مِنْ عَضِّ الزَّمَانِ وَلاَ كَرْبِ-

বায়তুল্লাহ্ শরীফের মালিকের কসম, আমরা আহমদ (সা)-কে কখনো হস্তান্তর করব না কোন কুকুরের হাতে এবং না কোন দুঃখ-দুর্দশার মুখে।

وَلَمَّا تَبِنْ مِنَّا وَمِنْكُمْ سَوَالِفُ - وَاَيْدٍ اَتَرَّتْ بِالْقَسَاسِيَّةِ الشُّهُبِ-

আমরা আহমদ (সা)-কে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব না যতক্ষণ না আমাদের আর তোমাদের মাঝে যুদ্ধ বিজেতা অশ্বদল এবং যুদ্ধে পারদর্শী হস্তগুলোর ফায়সালা হয়। যে হস্ত কাসাসী তরবারি দ্বারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়।

بِمُعَرِّكَةٍ ضَيِّقٍ قَرٰى كَسْرَ الْقِنَا - بِهٖ وَالنُّسُوْرَ الطُّخْمَ يَعْكِفْنَ كَالشُّرْبِ-

---

১. সুহায়লী বলেন ঃ وَلاَ خَيْرَ ব্যাকরণগত দিক থেকে এটি একটি জটিল বাক্যাংশ।

ফায়সালা হবে একটি সংকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে তুমি দেখতে পাবে তীর ও বল্লমের ভগ্নাংশগুলো এবং দেখতে পাবে কালো কালো বড় বড় শকুন, যেন সেগুলো একত্রিত হয়েছে পানির ঘাটে।

كَاَنَّ ضَحَالَ الْخَيْلِ فِي حُجْرَاتِهِ – وَمَعْمَعَةُ الْاَبْطَالِ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ–

আস্তাবল ও অশ্বশালায় অশ্বদলের উত্তেজনাকর পায়চারি এবং সাহসী বীর যোদ্ধাদের সদম্ভ হাঁকডাক যেন নিজেই একটি যুদ্ধক্ষেত্র।

اَلَيْسَ اَبُوْنَا هَاشِمُ شَدَّ اَزْرَهُ – وَاَوْصٰى بَنِيْهِ بِالطِّعَانِ وَبِا الضَّرْبِ–

আমাদের পিতা হাশিম কি যুদ্ধ করার জন্যে লুঙ্গি গুটিয়ে কোমর বাঁধেননি ? এবং তিনি কি তাঁর বংশধরদেরকে বল্লম নিক্ষেপ ও তরবারির পরিচালনায় পারদর্শী হওয়ার উপদেশ দিয়ে যাননি ?

وَلَسْنَا نَمَلُّ الْحَرْبَ حَتّٰى تَمَلَّنَا – وَلَا نَشْتَكِيْ مَا قَدْ يَنُوْبُ مِنَ النَّكْبِ–

যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা ক্লান্ত হই না যতক্ষণ না যুদ্ধ নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে যে সকল কঠিন ও বড় বড় বিপদাপদ আমাদের উপর আপতিত হয় তাতে আমরা কোন অভিযোগ করি না। আমরা তাতে ক্লান্ত হই না।

وَلٰكِنَّا اَهْلُ الْحَفَائِظِ وَالنُّهٰى – اِذَا طَارَ اَرْوَاحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّعْبِ–

আমরা কিন্তু তখনও নিরাপত্তারক্ষী ও সুবিবেচক থাকি, যখন প্রচণ্ড ভয়ে অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের প্রাণ উড়ে যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গীগণ দুই বছর বা তিন বছর সেখানে অন্তরীণ থাকলেন। ভীষণ দুঃখ-কষ্টে তাঁদের দিন কাটে। কুরায়শ বংশের যারা আত্মীয়-বৎসল ছিল গোপনে তাদের পাঠানো সামান্যদ্রব্য সামগ্রী ব্যতীত অন্য কিছুই তাদের নিকট পৌঁছাতো না।

কথিত আছে যে, একদিন হাকীম ইব্ন হিযাম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদের সাথে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামের সাক্ষাত হয়। হাকীমের সাথে একজন ক্রীতদাস ছিল। সে গম বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার ফুফু খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর নিকট তা' পৌঁছিয়ে দেয়া। খাদীজা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গিরিসঙ্কটে অন্তরীণ ছিলেন। আবূ জাহ্ল তার পিছু নিল। সে বলল, তুমি কি বনূ হাশিমের নিকট খাদ্য নিয়ে যাচ্ছ ? শাসিয়ে দিয়ে সে আরো বলল, আল্লাহ্র কসম, তুমি খাদ্য নিয়ে ওদের নিকট যেতে পারবে না। যদি যাও, তবে আমি তোমাকে মক্কায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়ব। তখন সেখানে উপস্থিত হয় আবুল বুখতারী ইব্ন হিশাম ইব্ন হারিছ ইব্ন আসাদ। সে বলল, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটেছে ? আবূ জাহ্ল অভিযোগ করে বলল, হাকীম ইব্ন হিযাম বনূ হাশিমের নিকট খাদ্য নিয়ে যাচ্ছে। আবুল বুখতারী বলল, সে তো খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে তার ফুফুর জন্যে। আমি ওকে খাদ্যসামগ্রীসহ পাঠিয়েছি। খাদীজার নিকট খাদ্য পৌঁছাতে তুমি কি বাধা দেবে ? ওর পথ

ছেড়ে দাও। ওকে যেতে দাও। আবূ জাহ্ল কথা শুনল না। ফলে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারি শুরু হয়। একটি উটের চোয়াল নিয়ে আবুল বুখতারী তাকে মেরে রক্তাক্ত করে দেয় এবং মাটিতে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে দেয়। কাছে দাঁড়িয়ে হযরত হামযা (রা) এসব দেখছিলেন। নিজেদের মধ্যে মারামারির এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছুক আর তাতে তিনি খুশী হন এটা তারা পসন্দ করেনি।

বস্তুত এমন দুঃসময়েও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে দিনে-রাতে, প্রকাশ্যে-গোপনে রীতিমত আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কাউকে ভয় করছিলেন না। এভাবে কুরায়শদের আক্রমণ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করলেন। তাঁর চাচা এবং বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রদ্বয় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তাঁরা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন কুরায়শরা তাঁর দুর্নাম ও সমালোচনা শুরু করে। তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অযথা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে থাকে। এদিকে কুরায়শদের এ সকল অন্যায় আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে কুরআনের আয়াত নাযিল হতে থাকে। যারা তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করত, তাদের সম্পর্কেও আয়াত আসতে থাকে। এ জাতীয় কতক কাফির লোকের কথা কুরআন মজীদে এসেছে স্পষ্ট ভাবে নাম উল্লেখ করে। আর কতকের কথা এসেছে সাধারণভাবে। এ প্রসংগে ইব্ন ইসহাক আবূ লাহাব এবং তাকে উপলক্ষ করে সূরা লাহাব (সূরা নং ১১১) নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে কাফির উমাইয়া ইব্ন খাল্ফকে উপলক্ষ করে وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ পূর্ণ সূরা (সূরা নং ১০৪) নাযিল হওয়ার কথা এবং আস ইব্ন ওয়াইলকে উপলক্ষ করে اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا (১৯ ঃ ৭৭) আয়াত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল, তুমি আমাদের উপাস্যকে গালমন্দ করা বন্ধ করবে, না হয় আমরা তোমার উপাস্যকে গালমন্দ করব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ....—যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে, তাদের উপাস্যদেরকে তোমরা গালমন্দ কর না। তাহলে সীমালংঘন ও অজ্ঞতাবশত তারা আল্লাহ্কে গালি দিবে (৬ ঃ ১০৮)[১] নায্র ইব্ন হারিছ ইব্ন কালদা ইব্ন আলকামা মতান্তরে আলকামা ইব্ন কালদা সম্পর্কে ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সকল মজলিসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্র দাওয়াত দিতেন তাঁর উঠে যাওয়ার পর নাযর ইব্ন হারিছ ওই সকল মজলিসে বসত। সে রুস্তম এবং ইসকানদিয়ারের কাহিনী এবং পারসিক সম্রাটদের আমলে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আলোচনা করত। তারপর বলত, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ (সা)-এর কথা আমার কথার চেয়ে মোটেই উত্তম নয়। আমার এগুলো যেমন লিখিত কাহিনী তার কথাও তেমন লিখিত কাহিনী। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল

১. সূরা আনআম ঃ আয়াত ১০৮।

করলেন ঃ وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً ওরা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয় (২৫ ঃ ৫)। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ—দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর (৪৫ ঃ ৭)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাকে নিয়ে মসজিদে বসে ছিলেন। তখন নায্র ইব্ন হারিছ এসে তাদের নিকট বসে। মজলিসে কুরায়শের অন্যান্য লোকজনও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলছিলেন। নাযর ইব্ন হারিছ তাঁর কথায় বাধা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন জোরালো ভাষায় নাযরের প্রত্যুত্তর দেন যে, সে লা-জবাব হয়ে যায়। এরপর তিনি নাযর ইব্ন হারিছ ও অন্যান্য লোকদের নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ - لَوْكَانَ هٰؤُلاَءِ

اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لاَيَسْمَعُوْنَ-

তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে তার মধ্যে প্রবেশ করবে। ওগুলো যদি প্রকৃতই ইলাহ্ হত, তবে ওগুলো জাহান্নামে প্রবেশ করত না। ওদের সকলেই তার মধ্যে স্থায়ী হবে। সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না (২১ ঃ ৯৮-১০০)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে উঠে গেলেন। এবার সেখানে উপস্থিত হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরী সাহ্মী সেখানে সে বসল, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা তাকে বলল, আল্লাহ্র কসম, একটু আগে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রের মুকাবিলায় নাযর ইব্ন হারিছ দাঁড়াতেই পারেনি। মুহাম্মদ (সা) বলেছে যে, আমরা সবাই এবং আমরা যাদের উপাসনা করি তারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরী বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি তাকে পেতাম, তবে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিতাম। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞেস কর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাদের আমরা উপাসনা করি তারা এবং আমরা উপাসকরা সকলেই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে ? তাহলে আমরা তো ফেরেশতাদের উপাসনা করি, ইয়াহূদীগণ নবী উযায়র (আ)-এর উপাসনা এবং খৃস্টানগণ নবী ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে। ইব্ন যাবআরীর কথায় ওয়ালীদ নিজে এবং তার সাথে যারা মজলিসে উপস্থিত ছিল সকলে খুব খুশী হয়। তারা বুঝতে পারে যে, এটি উপযুক্ত উত্তর এবং তাতে যাবআরীর জয় সুনিশ্চিত। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে। ফলে ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল উপাস্য নিজেদের উপাসনা ভালবাসে, সে সকল উপাস্য তাদের উপাসকদের সাথে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। ওরা তো মূলত শয়তানের উপাসনা করে এবং শয়তানগণ যাদের উপাসনার নির্দেশ দেয়, সেগুলোর উপাসনা করে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ - لاَ يَسْمَعُوْنَ

حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْمَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ.

যাদের জন্যে আমার নিকট হতে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছেন তাদেরকে ওই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। তারা সেটির ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেথায় তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে (২১ ঃ ১০১-১০২) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ), হযরত উযায়র (আ) এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে জীবন যাপনকারী যাজক ও পাদ্রিগণ ওই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন না। যে সকল মুশরিক লোক ফেরেশতাদের উপাসনা করে এবং এ কথা বিশ্বাস করে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা, তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ নাযিল হয় ঃ

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

"তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, মহান। ওরা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা" (২১ ঃ ২৬)।

ইব্‌ন যাবআরীর মন্তব্যে মুশরিকদের আনন্দ প্রকাশের প্রেক্ষিতে নাযিল হল ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ.

যখন মারয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয় এবং বলে, আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না ঈসা ? ওরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে একথা বলে। বস্তুত ওরা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (৪৩ ঃ ৫৭-৫৮) তারা যে যুক্তি উপস্থাপন করেছে তা নিঃসন্দেহে অসার। তারা নিজেরাও এর অসারতা সম্পর্কে অবগত। কারণ, তারা তো আরবী ভাষাভাষী লোক। তাদের ভাষায় مَا (যেগুলো) শব্দটি জড় পদার্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা সকলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে (২১ ঃ ৯৮) আয়াতে مَا (যেগুলো) দ্বারা ওই সকল জড় পাথরকে বুঝানো হয়েছে প্রতিমারূপে তারা যে গুলোর উপাসনা করে। কল্পিত আকৃতি তৈরী করে তারা যে সব ফেরেশতার উপাসনা করে, সে সকল ফেরেশতা ওই শব্দের আওতায় পড়েন না। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ), হযরত উযায়র (আ) এবং কোন পুণ্যবান বান্দা مَا যেগুলো) শব্দের আওতায় পড়েন না। কারণ, مَا শব্দটি শব্দগত এবং অর্থগত কোন ভাবেই তাঁদেরকে বুঝায় না। তাই ওই ঝগড়াটে কাফিররাও জানে যে, উল্লিখিত মজলিসে তর্কস্থলে তারা যে ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে, তা নিশ্চিতভাবেই অসার ও ভিত্তিহীন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

ওরা কেবল বাক বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে ঐকথা বলে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ اِنْ هُوَ সে ঈসা তো اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ।—আমার এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (৪৩ ঃ ৫৯) আমার নবুওয়াত প্রদানের মাধ্যমে وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ

اسْرَائِيْلَ এবং তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্যে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ আমার পরিপূর্ণ শক্তির প্রমাণ যে, আমি যা চাই তা করতে পারি। যেমন তাকে আমি সৃষ্টি করেছি মহিলা থেকে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে। হাওয়াকে সৃষ্টি করে, পুরুষ থেকে মহিলা ব্যতিরেকে। আর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছি নারী-পুরুষ ব্যতিরেকে। অন্য সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও মহিলা থেকে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ যেন তাকে মানুষের জন্যে নিদর্শন স্বরূপ স্থির করি। (১৯ ঃ ২১) অর্থাৎ আমার অনন্য শক্তির প্রমাণ স্বরূপ وَرَحْمَةً مِّنَّا এবং আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ স্বরূপ আমি যাকে ইচ্ছা ওই রহমত ও দয়া প্রদানে কৃতার্থ করি।

ইব্ন ইসহাক আখনাস ইব্ন শুরায়কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ এবং অনুসরণ করবে না সে ব্যক্তির যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। (৬৮ ঃ ১০) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার কথা উল্লেখ করে ইব্ন ইসহাক বলেন, মুগীরা বলেছিল, ওহী কি শুধু মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ হতে থাকবে আর আমি বঞ্চিত হতে থাকব। অথচ আমি কুরায়শ বংশের অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নেতা ? ছাকীফ গোত্রের প্রধান আবূ মাসঊদ আমর ইব্ন আমর (১) ছাকাফীও কি বঞ্চিত হবে ? দুই জনপদের আমরা দু'জনই তো প্রতিপত্তিশালী শীর্ষস্থানীয় নেতা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ— তারা বলে এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর (৪৩ ঃ ৩১)।

ইব্ন ইসহাক উবাই ইব্ন খাল্ফের কথা উল্লেখ করেছেন। সে উক্বা ইব্ন আবী মুআয়তকে বলেছিল, তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর মজলিসে বসেছ এবং তার কথা শুনেছ এই সংবাদ আমার নিকট এসেছে। তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখে থুথু না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখ দেখা তোমার জন্যে হারাম। আল্লাহ্র দুশমন উক্বা (তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত) তা-ই করে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতদ্বয় ও পরের আয়াত নাযিল করেনঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا - يٰا وَيْلَتَا لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا.

জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ না করতাম (২৫ ঃ ২৭-২৮)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উবাই ইব্ন খাল্ফ একটি জীর্ণ পুরনো হাড় হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলো এবং বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তা মনে কর যে, জীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে পুনরুত্থিত করবেন। এরপর সে স্বহস্তে ওই হাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ

১. সীরাতে হালবিয়্যাতে এরূপ আছে। মিসরী কপিতে আমর ইব্ন উমর এবং সীরাতে ইব্ন হিশামে উমর ইব্ন উমায়র।

করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি এখনও বলছি যে, এ অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এবং ওই হাড়কে পুনরুত্থিত করবেন, তারপর তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ.

এবং সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, সে বলে— অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে ? যখন সেটি পঁচেগলে যাবে ? বলুন, সেটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন সেই সত্তা—যিনি এটি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। সূরার শেষ পর্যন্ত (৩৬ ঃ ৭৮-৭৯)।

বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। কা'বা শরীফের দরজার নিকট আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ এবং 'আস ইব্ন ওয়াইল এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ায়। তাঁরা বলে, হে মুহাম্মদ! এসো, তুমি যার ইবাদত কর আমরা তার ইবাদত করব এবং আমরা যার ইবাদত করি তুমিও তার ইবাদত করবে। ইবাদতের মধ্যে আমরা পরস্পর অংশীদার হই। তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.

—বলুন, হে কাফিরগণ! তোমার যার ইবাদত কর আমরা তার ইবাদত করি না। সূরার শেষ পর্যন্ত। (১০৯ ঃ ১-২)।

জাহান্নামীদের খাদ্য স্বরূপ যাক্কুম বৃক্ষের কথা শুনে আবূ জাহ্ল বলেছিল। যাক্কুম কী তা তোমরা জান কি ? বস্তুত সেটি হল পনীর মিশ্রিত খেজুর। এরপর সে বলল, তোমরা সবাই এগিয়ে এসো, আমরা যাক্কুম খাব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ.

—নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য (৪৪ ঃ ৪৩-৪৪)।

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আলোচনার ফলশ্রুতিতে ওয়ালীদ ইসলাম কবূল করবে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশা করছিলেন। ঘটনাক্রমে অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) সেখানে উপস্থিত হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলে তাঁর কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে চান। ওয়ালীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যস্ত থাকায় এবং তার ফলশ্রুতিতে ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণে আশাবাদী থাকায় এবং ইব্ন উম্মে মাকতূমের কারণে তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় তিনি তাঁর প্রতি কিছুটা বিরক্ত হলেন। অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) তা বুঝতে পারেননি। কুরআন শোনার জন্যে বারবার তাগিদ দেয়ায়

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাঁকে রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্থান করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

—সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল; কারণ, তার নিকট অন্ধ লোকটি এল। আপনি কেমন করে জানবেন যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। অন্যপক্ষে যে আপনার নিকট ছুটে আসে আর সে সশংক চিত্ত। আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। না, (তা হয় না।) এটি তো উপদেশবাণী। যে ইচ্ছা করবে, সে এটি স্মরণ রাখবে। সেটি আছে মহান লিপিসমূহে, যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র। (সূরা নং ৮০) কেউ কেউ বলেন, এ ঘটনায় যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলছিলেন, সে ছিল উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ।

(৬১) সূরা আবাসা ঃ ১, ২।

এরপর ইব্‌ন ইসহাক (র) সে সকল লোকের কথা আলোচনা করেছেন যাঁরা আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। বস্তুত তাঁরা সংবাদ পেয়েছিলেন যে, মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আসলে এ সংবাদটি সত্য ছিল না। অবশ্য এমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণও ছিল। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের সাথে বসা ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى.

শপথ নক্ষত্রের যখন সেটি হয় অস্তমিত। তোমাদের সংগী বিভ্রান্তও নয়, বিপথগামীও নয় (৫৩ ঃ ১)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সূরা শেষ পর্যন্ত ওদের সম্মুখে তিলাওয়াত করলেন এবং সিজদা করলেন। সেখানে উপস্থিত মুসলমান, মুশরিক, জিন, ইনসান সকলেই তাঁর অনুসরণে সিজদা দিল। এ ঘটনার পেছনেও একটি কারণ রয়েছে।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِى اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন। এরপর তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (২২ ঃ ৫২)। আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরকার ওই কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা গারানীক (غَرَانِيْق)-এর কাহিনীও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কাহিনীর উল্লেখ থেকেই আমি সর্বতোভাবে বিরত রয়েছি। যাতে অনভিজ্ঞ লোকজন বিভ্রান্তির শিকার না হয়।

এ বিষয়ে সহীহ্ বুখারীতে উদ্ধৃত ঘটনা এই ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ মা'মার...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সূরা নাজম পাঠান্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

সিজদা করলেন। মুসলমান মুশরিক-জিন-ইনসান নির্বিশেষে উপস্থিত সকলে তাঁর সাথে সিজদা করল। এ বর্ণনা ইমাম বুখারী (র) একাই উদ্ধৃত করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে এটি নেই।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার...... আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করলেন। তিনি তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাতে তিনি সিজদা করলেন। তাঁর সাথে যারা ছিল তারাও সিজদা করলেন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ লোক ছিল ব্যতিক্রম। সে সিজদা করেনি। সে বরং এক মুষ্টি মাটি কিংবা কংকর হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত তুলল এবং বলল, সিজাদার স্থলে আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। পরবর্তীতে আমি ওই বৃদ্ধকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) এ হাদীছ শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইবরাহীম জা'ফর ইব্‌ন মুত্তালিব...... সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় সূরা নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করেন। তাঁর নিকট যারা ছিলেন তাঁরাও সিজদা করেন। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে ফেললাম এবং সিজদা দানে অস্বীকৃতি জানালাম। আলোচ্য মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওদাআ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি যার মুখেই এই সূরার তিলাওয়াত শুনতেন তার সাথে সিজদা করতেন। ইমাম্ নাসাঈ (র) এ হাদীছ আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল হামীদ সূত্রে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয় প্রকার বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, শেষোক্ত ব্যক্তি সিজদায় গিয়েছিলেন এবং পরে অহংকারবশত সিজদা থেকে মাথা তুলে ফেলেছিলেন আর ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যার সম্পর্কে বলেছেন যে, ওই বৃদ্ধ লোক সিজদা করেনি সে আদৌ সিজদা করেনি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মোদ্দাকথা, সংবাদ বর্ণনাকারী যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে উপস্থিত মুশরিকগণ সিজদা করেছেন তখন তাঁর ধারণা হয় যে, মুশরিকগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সমঝোতায় পৌঁছেছে। উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোন সংঘাত সংঘর্ষ নেই। এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুহাজিরদের নিকটও গিয়ে পৌঁছে। তাঁর সংবাদটি সঠিক বলে বিশ্বাস করেন। ফলে আশায় বুক বেঁধে তাঁদের একদল মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁদের কতক অবশ্য সেখানে রয়ে যান। এ হিসাবে তাদের উভয় দলের অবস্থানই যথার্থ।

এ প্রেক্ষাপটে যারা আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন ইব্‌ন ইসহাক তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন—উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা), তাঁর স্ত্রী নবী-দুহিতা রুকাইয়া (রা), আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবীআ (রা), তাঁর স্ত্রী সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিআব (রা), উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা), যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা), মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা), সুওয়ায়বিত ইব্‌ন সাআদ (রা), তুলায়ব ইব্‌ন উমায়র (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা), মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা), আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ (রা), তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা

(রা), শাম্মাস ইব্‌ন উছমান (রা), সালামা ইব্‌ন হিশাম (রা), আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ (রা), এ দু'জনকে মক্কায় বন্দী করা হয়। তাঁদের বন্দী থাকা অবস্থায় বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)—অবশ্য তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন কিনা তাতে সংশয় রয়েছে। মুআত্তাব ইব্‌ন আওফ (রা), উছমান ইব্‌ন মাযঊন (রা), সাইব (রা), কুদামা ইব্‌ন্ মাযঊন (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊন (রা), খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা (রা), হিশাম ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন ওয়াইল (রা)—খন্দকের যুদ্ধ শেষ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কায় আটক ছিলেন, আমির ইব্‌ন রাবীআ (রা), তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্‌ত আবূ হাছামাহ্ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাখরামা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আমর (রা) —বদর যুদ্ধের দিন পর্যন্ত ইনি মক্কায় বন্দী ছিলেন। ওই দিন পালিয়ে মুসলমানদের নিকট চলে যান এবং বদর যুদ্ধে অংশ নেন। আবূ সুবরা ইব্‌ন আবূ রুহাম (রা), তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলছুম বিন্‌ত সুহায়ল (রা), সাকরান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দে শামস (রা), তাঁর স্ত্রী সাওদা বিন্‌ত যামআ (রা), মদীনায় হিজরতের পূর্বে সাকরানের (রা) মৃত্যু হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওদাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। সাআদ ইব্‌ন খাওলা (রা), আবূ উবায়দা ইব্‌ন জারবাহ্ (রা), আমর ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন যুহায়র (রা), সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা (রা), আমর ইব্‌ন আবূ সারাহ (রা)-প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে সর্বমোট তেত্রিশ জন পুরুষ ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে। সেটি হল দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী খেজুর বাগান সমৃদ্ধ অঞ্চল। পরবর্তীতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারিগণ মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারিগণের প্রায় সকলেই সেখান থেকে মদীনায় চলে আসেন। এ বিষয়ে আবূ মূসা ও আসমা (রা)-এর বর্ণনা রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে। আবূ মূসা (রা)-এর বর্ণনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আছে। হযরত আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা)-এর বর্ণনাটি "খায়বার বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা। এটি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারিগণের শেষ দলের মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালীন ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ...... আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এমন এক সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযরত থাকলেও আমরা তাঁকে সালাম দিতাম এবং ওই অবস্থায় তিনি সালামের উত্তর দিতেন। নাজাশীর দেশ থেকে আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন তাঁর নামাযরত অবস্থায় আমরা তাঁকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমরা আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা ইতোপূর্ব নামাযের মধ্যে আপনাকে সালাম দিতাম এবং আপনি সালামের উত্তর দিতেন। নাজাশীর ওখান থেকে ফিরে এসে আমরা আপনাকে সালাম দিলাম কিন্তু আপনি তো সালামের কোন উত্তর দিলেন না! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বস্তুত ঃ নামাযের মধ্যে একাগ্রতাও একান্তভাবে কাম্য। ইমাম বুখারী মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) অন্য সনদে সুলায়মান ইব্‌ন মাহরান সূত্রে আ'মাশ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত

যায়দ ইব্‌ন আরকামের (রা) হাদীছে "আমরা কথা বলতাম" অংশে আমরা দ্বারা সকল সাহাবীকে বুঝানোর ব্যাখ্যাকে জোরালো করে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর হাদীছ এই ঃ তিনি বলেছেন ইতোপূর্বে আমরা নামাযের মধ্যে বাক্যালাপ করতাম। অবশেষে নাযিল হল ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ-এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দাঁড়াও বিনীত ভাবে। (২ ঃ ২৩৮) এরপর আমাদেরকে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হল এবং নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হল। আলোচ্য হাদীছে "আমরা" শব্দ দ্বারা সকল সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) মাদানী ও আনসারী সাহাবী। নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়েছে মক্কী জীবনে। সুতরাং হাদীছে উল্লিখিত "আমরা" শব্দের ব্যাখ্যা এটাই। এতদ্‌সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট আয়াত উল্লেখ করায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বটে। কারণ, এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ তবে এর সমাধান এভাবে হতে পারে যে, তিনি ধারণা করেছেন যে, এটিই নামাযে বাক্যালাপ নিষিদ্ধকারী আয়াত। কিন্তু মূলত নামাযে কথা নিষিদ্ধকারী আয়াত এটি সহ অন্য একটি আয়াতও রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, প্রথম অবস্থায় যে সকল মুসলমান মুশরিকদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রভাবশালী মুশরিক ব্যক্তিদের আশ্রয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের একজন হলেন হযরত উছমান ইব্‌ন মাযঊন (রা)। তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ (রা) আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর মামা আবূ তালিবের নিকট। তাঁর মা বাররা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। উছমান ইব্‌ন মাযঊন সম্পর্কে সালিহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ আমার নিকট নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন এমন বর্ণনাকারী থেকে যিনি সরাসরি উছমান ইব্‌ন মাযঊন থেকে বর্ণনা করেছেন। উছমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম অত্যাচারের মধ্যে দিন গুজরান করছেন আর তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার আশ্রয়ে থাকার কারণে সকাল-সন্ধ্যা তথা সর্বক্ষণ নিরাপদে চলাফেরা করছে,ন তখন তিনি আপন মনে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, একজন মুশরিক মানুষের আশ্রয়ে থেকে আমার সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হচ্ছে আর আমার সাথী ও দীনী ভাইগণ আল্লাহ্ পথে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন— যা আমার উপর আপতিত হচ্ছে না। এটি নিশ্চয়ই আমার ঈমানের দুর্বলতা ও আমলের ত্রুটি। এরপর তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার নিকট গেলেন। তাকে বললেন, হে আবূ আব্‌দ শামস্! আপনি আপনার যিম্মাদারী পালন করেছেন। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে আমাকে রক্ষার যে দায়িত্ব আমি আপনাকে দিয়েছিলাম সেটি আমি এখন প্রত্যাহার করে নিলাম। তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি কেন তা করছ ? আমার সম্প্রদায়ের কেউ তোমাকে কষ্ট দিয়েছে বলে কি ? উছমান (রা) বললেন, না, তা 'নয়। বরং আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়ে যেতে আগ্রহী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় গ্রহণে আমি রাযী নই। তিনি বললেন, তবে মসজিদে চল এবং সেখানে জনসমক্ষে আমার আশ্রয় প্রত্যাহারের ঘোষণা দিবে— যেমনটি আমি তোমাকে আশ্রয়ে নেয়ার কথাটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলাম।

তাঁরা দু'জনে মসজিদে উপস্থিত হন। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা বলল, এ হল উছমান ইব্‌ন মাযঊন, আমার আশ্রয় প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ার জন্যে এখানে এসেছে। উছমান ইব্‌ন মাযঊন বললেন, "হ্যাঁ, তিনি সত্য বলেছেন। আমি তাঁকে একজন যথাযথ প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতারূপে পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণে আমি রাযী নই। তাই এতদ্বারা আমি তাঁর আশ্রয়ের সুযোগ প্রত্যাহার করে নিলাম।" এরপর উছমান (রা) চলে গেলেন। এক জায়গায় দেখলেন, কুরায়শদের এক মজলিসে কবি লাবীদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর কবিতা পাঠ করছেন। উছমান ইব্‌ন মাযঊন তাদের ওখানে বসে পড়লেন। লাবীদ বললেন ঃ

اَلاَ كُلُّ شَيْئٍ مَاخَلاَ اللّٰهُ بَاطِلُ.

'আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল ও অসার।' হযরত উছমান (রা) বলে উঠলেন, ঠিক, ঠিক, সত্য, সত্য। লাবীদ বললেন ঃ

وَكُلُّ نَعِيْمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ.

'সকল নিআমত ও সুখ নিশ্চয়ই তিরোহিত হবে।' হযরত উছমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) বলে উঠলেন, এটি তুমি অসত্য বলেছি বেহেশতের সুখ ও নিআমত তিরোহিত হবে না। লাবীদ বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের কোন সাথী তো আমাকে কোন দিন বাধা দেয়নি কষ্ট দেয়নি। তোমাদের মধ্যে কবে এ নতুন ব্যাপার ঘটল ? উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, এ হল মূর্খ লোকদের মধ্যে একজন। তারা তাদের পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছে। তার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। উছমান (রা) ওই লোকের কথার প্রতিবাদ করলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। ওই লোক উঠে হযরত উছমান (রা)-কে চোখে সজোরে চপেটাঘাত করে। তাঁর তা চোখে লাগায় চোখ নীল হয়ে যায়। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা নিকটে ছিল। উছমান (রা)-এর উপর অত্যাচার সে দেখছিল। এবার সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, হে ভাতিজা! তোমার যে চোখে চড় পড়েনি সে চোখ তো ভাগ্যবান। আহ্ তুমি তো একটি সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মধ্যে ছিলে। উছমান বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার অসুস্থ চক্ষুটি আল্লাহ্‌র পথে যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আমার সুস্থ চক্ষুটি বরং ওইরূপ আঘাত পেতে উন্মুখ। হে আবূ আব্‌দ শাম্‌স, যে মহান সত্তা আপনার চাইতে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান আমি এখন তাঁর আশ্রয়ে রয়েছি। ওয়ালীদ বলল, ভাতিজা! তুমি পুনরায় আমার আশ্রয়ে চলে আস, তোমাকে রক্ষার দায়িত্ব আমাকে দাও।' উছমান (রা) বললেন, 'না তা হয় না।'

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ সম্পর্কে আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সালামা (রা) বলেছেন, তিনি যখন আবূ তালিবের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তখন বনূ মাখযূমের কতক লোক আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলল, হে আবূ তালিব! আপনি তো আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এখন আবার আমাদেরই লোক আবূ সালামাকে রক্ষা করে বাড়াবাড়ি করছেন কেন ? তিনি বললেন, সে আমার আশ্রয় কামনা করেছে। সে আমার ভাগ্নে। আমার

ভাগ্নেকে যদি আমি রক্ষা করতে না পারি, তবে ভাতিজাকেও রক্ষা করতে পারব না। আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম, তোমরা কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত লোকটির সাথে খুব বাড়াবাড়ি করছ। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আশ্রয় দানের কারণে তোমরা সবসময় তাঁর প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করছ। আল্লাহ্র কসম, তোমরা হয়ত একাজ থেকে বিরত থাকবে, নতুবা আমিও তাঁর পক্ষে দাঁড়াব। তিনি যে দায়িত্ব নিয়েছেন সে দায়িত্ব পালনে আমি তাঁর সাহায্যকারী হব— যাতে করে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়।" ওরা বলল, 'হে আবূ উতবা! আপনি যা অপসন্দ করেন, আমরা বরং তা থেকে বিরত থাকব।' মূলত আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে ওই লোকদের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী ছিল। ফলে তারা ততটুকুতেই থেমে যায়।

আবূ লাহাবের বক্তব্য শুনে আবূ তালিব তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং তিনি আশা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে আবূ লাহাব তাঁকে সাহায্য করবে। এ প্রেক্ষিতে আবূ তালিবকে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য করার জন্যে আবূ লাহাবকে উৎসাহিত করে আবূ তালিব নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

اِنَّ امْرَوًا اَبُوْ عُتْبَةَ عَمِّهِ - لَفِىْ رَوْضَةٍ مَا اَنْ يُّسَامَ الْمَظَالِمَا

যে ব্যক্তির চাচা আবূ উতায়বা, নিশ্চয় সে ব্যক্তি এমন এক বাগানে অবস্থান করে যেখানে তার উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করার কল্পনাও করা যায় না।

اَقُوْلُ لَهٗ وَاَيْنَ مِنْهُ نَصِيْحَتِىْ - اَبَا مُعَتِّبٍ ثَبِّتْ سَوَادَكَ قَائِمًا

আমি তাকে বলছি, অবশ্য আমার উপদেশ সে কতটুকু মেনে চলবে তা জানি না, হে আবূ মুআত্তাব, তোমার বংশ ও গোত্রকে তুমি সঠিক ও নিরাপদ রাখ।

وَلَا تَقْلِبَنَّ الدَّهْرَ مَا غِشْتَ خِطَّةً - تُسَبُّ بِهَا اَمَّا هَبَطْتَ الْمَوَاسِمَا

তুমি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন যুগের মধ্যে এমন কোন কালিমা ও মন্দ চিহ্ন যেন না পড়ে যদ্দারা তোমাকে এই বলে গালমন্দ করা হবে যে, যথা সময়ে তুমি যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওনি।

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ غَيْرَكَ مِنْهُمْ - فَاِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ عَلَى الْعِجْزِ لَازِمًا

কাউকে অক্ষম বানিয়ে দেয়ার দক্ষতা অন্যের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও, অর্থাৎ এই কৃতিত্ব অন্যের হাতে তুলে দিও না। কারণ, অক্ষমতা মেনে নেয়ার জন্যে অবশ্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়নি।

وَحَارِبْ فَاِنَّ الْحَرْبَ نِصْفٌ وَلَنْ تَرٰى - اَخَا الْحَرْبِ يُعْطِى الْخَسْفَ حَتّٰى يُسَالِمَا

এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। কারণ যুদ্ধই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। যুদ্ধবাজ মানুষদেরকে তুমি কখনো দেখবে না যে, আত্মসমর্পণে বাধ্য করা ব্যতীত তারা অনুগত হয়েছে।

وَكَيْفَ وَلَمْ يَجْنَوْا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً – وَلَمْ يَخْذُلُوْكَ غَانِمًا اَوْ مَغَارِمًا

কেন তুমি তোমার স্বগোত্রীয়দের বিরুদ্ধে যাবে ? তারা তোমার প্রতি কোন বিরাট অন্যায় করেনি এবং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে যুদ্ধলব্ধ মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা তোমার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করে তোমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেনি।

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفِلاً – وَتَيْمًا وَمَخْزُوْمًا عُقُوْقًا وَّمَأْثَمًا

আমাদের প্রতি অবাধ্য হওয়া এবং আমাদের ক্ষতি করার অপরাধে আল্লাহ্ তা'আলা আব্দ শামস গোত্র, নাওফিল, তায়ম ও মাখযূম গোত্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।

بِتَفْرِيْقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُدٍّ وَّاُلْفَةٍ – جَمَاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوْا الْمَحَارِمًا

কারণ, মায়া-মমতা, বন্ধুত্ব ও প্রীতি বন্ধনের পর তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যাতে তারা হারাম ও অন্যায় কাজ করতে পারে।

كَذَّبْتُمْ وَبَيْتِ اللّٰهِ نُبْرِىْ مُحَمَّدًا – وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَائِمًا

বায়তুল্লাহ্ শরীফের কসম, আমরা মুহাম্মাদ (সা)-কে ছেড়ে যাব তোমাদের সে ধারণা মিথ্যে এবং তোমরা আমাদেরকে উপত্যকার নিকট দণ্ডায়মান দেখতে পাবে না তেমন ধারণাও মিথ্যে।

ইব্ন হিশাম বলেন, এ কবিতার আরো একটি পংক্তি রয়েছে, আমরা সেটি উল্লেখ করিনি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতের জন্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম উরওয়া সূত্রে হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার জীবন যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্যে সংকটময় হয়ে উঠল, তিনি যখন সেখানে নানা প্রকারের জুলুম-অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে কুরায়শদের শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মক্কা থেকে এক দিন কি দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর ইব্ন দাগিন্নার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে ছিল বনূ হারিছ ইব্ন বকর ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানা-এর ভাই। তার নাম ছিল হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ। আব্দ মানাত ইব্ন কিনানা গোত্রের বনূ বকর উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুহায়লী বলেন, তার নাম ছিল মালিক। সে বলল, আবূ বকর! কোথায় যাচ্ছেন ? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তারা আমাকে নানা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে তুলেছে এবং আমার জীবন সংকটাপন্ন করে দিয়েছে। সে বলল, ওরা কেন এমনটি করেছে ? আপনি তো গোত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন, বিপদে সাহায্য করেন, সৎকাজ করেন এবং দীন-দুঃখীদের জন্যে অর্থ ব্যয় করেন। আপনি ফিরে আসুন, আপনি আমার আশ্রয়ে থাকবেন। হযরত আবূ বকর (রা) তার সাথে ফিরে এলেন। মক্কায় পৌঁছে ইব্ন দাগিন্না তাঁর সাথে দাঁড়াল এবং ঘোষণা

দিয়ে বলল। হে কুরায়শ সম্প্রদায়! ইব্ন আবূ কুহাফা অর্থাৎ আবূ বকরকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি, কেউ যেন তাঁর প্রতি অসদাচরণ না করে। ফলশ্রুতিতে তারা সকলে তাঁর প্রতি অসদাচরণ থেকে বিরত থাকে।

হযরত আইশা (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি মসজিদ ছিল। সেটি বনূ জুমাহ গোত্রে তাঁর দ্বার প্রান্তে অবস্থিত ছিল। তিনি ওই মসজিদে নামায আদায় করতেন। তিনি ছিলেন একজন কোমল হৃদয়ের লোক। কুরআন মজীদ পাঠ করার সময় তিনি অনবরত কাঁদতে থাকতেন। তাঁর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে নারী-শিশু ও দাস-দাসীরা তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকত। এ অবস্থায় কুরায়শের কতক লোক ইব্ন দাগিন্নার নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, হে ইব্ন দাগিন্না! আপনি তো নিশ্চয়ই আমাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে এ লোককে আশ্রয় দেননি। সে যখন নামায আদায় করে এবং মুহাম্মদ (সা) যা নিয়ে এসেছে তা পাঠ করে, তখন সে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভয়-ভীতিতে বিগলিত হয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে একটা অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমরা তো আশংকা করছি যে, আমাদের নারী-শিশু ও দুর্বল লোকদেরকে সে বিভ্রান্ত করবে। সুতরাং তুমি তাকে বলে দেবে যে, সে যেন তার ঘরের মধ্যে থাকে এবং সেখানে তার মন যা চায় তা করে। হযরত আইশা (রা) বলেন, এরপর ইব্ন দাগিন্না উপস্থিত হয় হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসে এবং সে বলে, আবূ বকর! আপনার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তো আমি আপনাকে আশ্রয় দিইনি। আপনার বর্তমান কর্মকাণ্ড তারা পসন্দ করছে না। আপনার কারণে তারা কষ্ট বোধ করছে। আপনি বরং আপনার গৃহের মধ্যে অবস্থান করুন এবং সেখানে যা ইচ্ছা তা করুন।

হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, তাহলে আমি কি তোমার আশ্রয় প্রত্যাহার করে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করব ? সে বলল, তবে তাই হোক, আপনি আমার আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে যান। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমার আশ্রয়জনিত দায়, দায়িত্ব আমি ফিরিয়ে দিলাম। তখন ইব্ন দাগিন্না দাঁড়িয়ে বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়। ইব্ন আবূ কুহাফা আমার আশ্রয়ে থাকাজনিত দায়-দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখন তোমাদের লোকের সাথে তোমাদের যা করার করতে পার।

ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ক একটি হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ওই হাদীছে কিন্তু আরো সুন্দর ও বর্ধিত বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র..... রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী আইশা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার বাল্যকাল থেকেই আমার পিতামাতাকে দীনের অনুসারী বলেই দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক দিন সকাল-বিকাল দু'বার আমাদের বাড়ীতে আসতেন। মুসলমানগণ যখন কাফির-মুশরিকদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন আবূ বকর (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। বারক আল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছার পর ইব্ন দাগিন্নার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে ছিল ওই অঞ্চলের নেতা। সে বলল, আবূ বকর! কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দেশে দেশে ঘুরবো আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করবো। ইব্ন দাগিন্না

বলল, হে আবূ বকর! আপনার মত জ্ঞানী-গুণী লোককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যায় না এবং এমন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যেতেও পারে না। আপনি তো দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদেরকে সাহায্য করেন। আত্মীয়তা রক্ষা করেন। অন্যের বোঝা নিজে বহন করেন। মেহমানদেরকে আদর-আপ্যায়ন করান এবং বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দেয়ার দায়িত্ব নিলাম। আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান এবং আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। হযরত আবূ বকর (রা) ফিরে এলেন। তাঁর সাথে ইব্‌ন দাগিন্নাও ফিরে আসলো। সন্ধ্যাবেলা ইব্‌ন দাগিন্না সম্ভ্রান্ত কুরায়শী লোকদের সাথে সাক্ষাত করে এবং তাদেরকে বলে, আবূ বকরের মত লোককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যায় না। ওই ধরনের লোক স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যেতেও পারে না। তোমরা কি এমন এক লোককে বের করে দিতে চাও, যে লোক দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে অর্থ উপার্জন করে দেয়। আত্মীয়তা রক্ষা করে। অন্যের বোঝা বহন করে। মেহমানকে আদর-আপ্যায়ন করে এবং বিপদাপদে মানুষদেরকে সাহায্য করে ? কুরায়শের লোকেরা ইব্‌ন দাগিন্নার আশ্রয় প্রদান বিষয়ক যিম্মাদারী প্রত্যাখ্যান করলো না। ইব্‌ন দাগিন্নাকে তারা বলে যে, তুমি আবূ বকরকে বলে দাও সে যেন তার ঘরের মধ্যে নামায আদায় করে এবং যা ইচ্ছা ঘরের মধ্যেই করে। তার কাজ-কর্ম যেন প্রকাশ্যে না করে এবং এতদ্বারা আমাদেরকে যেন বিব্রত না করে। কারণ, আমরা আশংকা করছি যে, আমাদের নারী ও শিশুরা তাতে বিভ্রান্ত হতে পারে। ইব্‌ন দাগিন্না এসব আবূ বকর (রা)-কে বলল। এভাবেই আবূ বকর (রা) সেখানে অবস্থান করছিলেন। নিজ ঘরের মধ্যে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করতেন। সশব্দে নামায আদায় করতেন না। নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যত্র কুরআন পাঠ করতেন না।

এরপর আবূ বকর (রা)-এর মনে নতুন ভাবের উদয় হয়। তাঁর ঘরের পাশে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করেন। ওই মসজিদে তিনি নামায পড়তে এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মুশরিক নারী ও শিশুরা অবাক বিস্ময়ে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকত। হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং ক্রন্দনকারী লোক। কুরআন পাঠের সময় তিনি তাঁর অশ্রু থামিয়ে রাখতে পারতেন না। এ অবস্থা দেখে কুরায়শী সম্ভ্রান্ত লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ইব্‌ন দাগিন্নাকে ডেকে পাঠায়। সে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল, হে ইব্‌ন দাগিন্না! তোমার আশ্রয়ে আবূ বকরের অবস্থান আমরা মেনে নিয়েছিলাম এই শর্তে যে, সে তার ঘরের মধ্যে তার প্রতিপালকের ইবাদত করবে। এখন সে ওই শর্ত লংঘন করেছে। গৃহ-প্রাঙ্গণ সে একটি মসজিদ তৈরী করেছে। সেখানে সে প্রকাশ্যে নামায আদায় করে এবং সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করে। আমরা আশংকা করছি যে, তাতে আমাদের নারী ও ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত হবে। তুমি তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বল। তার ঘরের মধ্যে থেকে সে যদি নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে রাযী থাকে, তবে সে তা করবে। আর সে যদি প্রকাশ্যেই তা করতে চায়, তবে তুমি তাকে বলে দাও তোমার আশ্রয়ে থাকাজনিত যিম্মাদারী সে যেন ফিরিয়ে দেয়। তোমার আশ্রয় প্রদানের যিম্মাদারীর আমরা অমর্যাদা করতে চাই না। অন্যদিকে আবূ বকর প্রকাশ্যে তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে সে সুযোগও আমরা তাকে দিতে পারি না।

হযরত আইশা (রা) বলেন, এরপর ইব্‌ন দাগিন্না আবূ বকর (রা)-এর নিকট এসে বলে, হে আবূ বকর! আপনি তো জানেন, কুরায়শগণ আপনার প্রতি কী শর্ত আরোপ করেছিল। আপনি হয় ওই শর্ত মুতাবিক আপনার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখবেন, নতুবা আমার আশ্রয়দান জনিত যিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দিবেন। কারণ, কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার পর ওই যিম্মাদারী পালনে আমি ব্যর্থ হয়েছি আরবরা এমন কথা শুনুক ও বলাবলি করুক আমি তা পসন্দ করি না। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি বরং তোমার যিম্মাদারী তোমার নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী হয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্ণ ঘটনা তিনি বর্ণনা করেন। যা একটু পরেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম আমার নিকট তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, ইব্‌ন দাগিন্নার আশ্রয় থেকে হযরত আবূ বকর (রা) বেরিয়ে আসার পর কুরায়শের এক অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। হযরত আবূ বকর (রা) তখন কা'বাগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই লোকটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করে। এরপর ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিংবা 'আস ইব্‌ন ওয়াইল সে পথে যাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, এ মূর্খটি কি করলো দেখেছ কি? ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিংবা 'আস ইব্‌ন ওয়াইল বলল, ওতো নয় বরং তুমিই এজন্যে দায়ী। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলছিলেন, হে প্রতিপালক! আপনি কতইনা ধৈর্যশীল! হে প্রতিপালক, আপনি কতই না ধৈর্যশীল! হে প্রতিপালক, আপনি কতই না ধৈর্যশীল!

পরিচ্ছেদ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে কুরায়শদের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, অন্যায় চুক্তি সম্পাদন, তাদেরকে আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ রাখা এবং ওই চুক্তিপত্র ভঙ্গ করার মাঝে একান্তই প্রাসঙ্গিকভাবে উপরোক্ত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন। এজন্যে ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, ইসলামের যুদ্ধের ইতিহাস জানতে যে আগ্রহী সে ইব্‌ন ইসহাকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পারে না।

চুক্তিনামা বিনষ্টকরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের লোকেরা সেই স্থানেই অবস্থান করছিল যেখানে অবস্থানের কথা কুরায়শের লোকেরা লিখিত চুক্তিনামায় উল্লেখ করেছিল। তারপর কুরায়শ বংশেরই কতক লোক ঐ চুক্তিনামা ভঙ্গ করতে উদ্যোগী হন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে হিশাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুওয়াই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হিশাম ছিলেন নাযলা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে। বনূ হাশিম গোত্রের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও তিনি অন্যতম প্রভাবশালী লোক ছিলেন। আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব গিরিসঙ্কটে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় হাশিম উট

বোঝাই করে খাদ্য নিয়ে তাদের নিকট আসতেন। গিরিসঙ্কটের মুখে এসে তিনি উটের লাগাম খুলে নিয়ে উটটির দু'পাশে আঘাত করতেন যার ফলে উটটি সোজা গিরিসঙ্কটের মধ্যে ঢুকে অন্তরীণ লোকদের নিকট চলে যেত। হাশিম মাঝে মাঝে উট বোঝাই করে গমও নিয়ে আসতেন এবং একই ভাবে উটটি ভেতরে পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন তিনি যুহায়র ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূম এর নিকট এসে উপস্থিত হন। যুহায়রের মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকা। হিশাম বল্লেন, হে যুহায়র! তুমি কি এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছো যে, তুমি পেট পুরে খাচ্ছ, জামা-কাপড় পরিধান করছ এবং বিয়ে-শাদী করছ আর অন্যদিকে তোমার মাতুল গোত্রের লোকেরা কোন প্রকারের বেচা-কেনা ও বিয়ে-শাদী দিতে বা করতে পারছে না? আমি তো আল্লাহ্র কসম করে বলতে পারি, তোমার মাতুল গোত্রের স্থলে যদি আবুল হাকাম ইব্ন হিশামের মাতুল গোত্র হত এবং এরা তোমাকে যে অমানবিক অবরোধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে তুমি যদি তাদেরকে তাদের মাতুল গোত্রের বিরুদ্ধে এ প্রকারের আহ্বান জানাতে তবে তারা কখনো তোমার আহ্বানে সাড়া দিত না। যুহায়র বল্লেন, আফসোস হে হিশাম! আমি এখন কী করতে পারি ? আমি তো একা। আল্লাহ্র কসম, আমি যদি একজন সহযোগীও পেতাম, তবে ওই চুক্তি ভঙ্গ করার জন্যে উদ্যোগী হতাম। হিশাম বললেন, একজন সহযোগী তো তুমি পেয়েই গেছো। যুহায়র বল্লেন, কে সে ব্যক্তি? হিশাম বললেন, আমি। যুহায়র বললেন, আমাদের সাথী হিসেবে তৃতীয় একজনের খোঁজ কর। তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজে হিশাম হাযির হলেন মুতঈম ইব্ন আদীর নিকট। তিনি বললেন, হে মুতঈম! কুরায়শদের প্রতি আপনার সমর্থনের কারণে আপনার চোখের সামনে বনূ আব্দ মানাফ গোত্রের দুটো শাখা ধ্বংস হয়ে যাবে আর চেয়ে চেয়ে তা দেখলে তাতে কি আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন ? কুরায়শ সম্প্রদায়কে যদি আপনি ওই সুযোগ দেন, তবে গোত্র দুটোকে ধ্বংস করে দিতে তারা আপনার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবে। মুতঈম বললেন, হায় আমি কীই-বা করতে পারি ? আমি তো একা। হিশাম বললেন, আপনার সহযোগীরূপে আপনি দ্বিতীয়জন পেয়ে গেছেন। তিনি বললেন, ওই ব্যক্তিটি কে ? হিশাম বললেন, আমি। মুতঈম বললেন, তবে তৃতীয় একজনের খোঁজ কর। হিশাম বললেন, তৃতীয়জনের ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। মুতঈম বললেন, ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটি কে ? হিশাম বললেন, যুহায়র ইব্ন আবূ উমাইয়া। মুতঈম বললেন, তাহলে চতুর্থ একজন খুঁজে নাও। এবার হিশাম উপস্থিত হলেন আবুল বুখতারী ইব্ন হিশামের নিকট। মুতঈমকে যা বলেছিলেন তাকেও তিনি তা বললেন। সে বলল, তুমি অন্য কাউকে কি পাবে, যে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ? হিশাম বললেন, হাঁ পাব। আবুল বুখতারী বলল, কে সে ? হিশাম বললেন, যুহায়র ইব্ন আবী উমাইয়া, মুতঈম ইব্ন আদী এবং আমি আছি আপনার সাথে। সে বলল, তবে পঞ্চম ব্যক্তির খোঁজ কর। পঞ্চম ব্যক্তির খোঁজে হিশাম গেলেন ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদের নিকট। সে অবরুদ্ধ লোকদের সাথে তাঁর আত্মীয়তা এবং তাদের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। সে বলল, আপনি আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছেন ওই কাজে সহযোগিতা করার জন্যে অন্য কেউ আছে কি ? হিশাম বললেন, হ্যাঁ আছে এবং তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিদের নাম বললেন। এরপর তারা সকলে মক্কার

উচ্চভূমি হাতম আলহাজূন নামক স্থানে রাতের বেলা সমবেত হওয়ার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। যথা সময়ে তাঁরা সকলে সেখানে সমবেত হলেন। সবাই একমত হয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, ওই চুক্তিনামা বিনষ্ট করার জন্যে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

যুহায়র বললেন, আমি সর্বাগ্রে কথা বলব। সকাল বেলা তারা তাদের মজলিসে উপস্থিত হন। যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া উপস্থিত হন বিশেষ একটি পোশাক পরিধান করে। তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেন, তারপর লোক-সমক্ষে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, হে মক্কার অধিবাসিগণ! আমরা কি এভাবে আহার্য গ্রহণ ও জামা-কাপড় পরিধান করতে থাকবো, আর বনূ হাশিম গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে? তারা কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছে না। আল্লাহ্‌র কসম, এই আত্মীয়তাছেদনকারী, জুলুমমূলক চুক্তিনামা ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। মসজিদের একপাশে বসে থাকা আবূ জাহ্‌ল বলে উঠল, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি সেটি ছিঁড়তে পারবে না। এবার যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো জঘন্য মিথ্যাবাদী তুমি যখন এ চুক্তিনামা তৈরী করেছিলে তখন আমরা তাতে রাযী ছিলাম না। আবুল বুখতারী বললেন, যাম'আ ঠিকই বলেছে, ওই চুক্তিনামায় যা লেখা রয়েছে আমরা তাতে সম্মত নই–আমরা তা সমর্থন করি না। মুতঈম ইব্‌ন আদী বললেন, আপনারা দু'জনে সত্য বলেছেন, আপনাদের কথার বিপরীত কথা যে বলে, সে মিথ্যাবাদী। ওই চুক্তিপত্র ও তাতে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। হিশাম ইব্‌ন আমরও অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন। আবূ জাহ্‌ল বলল, এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই রাতের বেলা অন্যত্র এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় আবূ তালিব মসজিদের এক প্রান্তে বসা ছিলেন। চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলার জন্যে মুতঈম ইব্‌ন আদী এগিয়ে গেলেন। তিনি চুক্তিপত্রটি এমতাবস্থায় পেলেন যে, بِاسْمِكَ ।اللّٰهُمَّ —হে আল্লাহ্ আপনার নামে শুরু করছি) অংশ ছাড়া অন্য সব লেখা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। চুক্তিনামার লেখক ছিল মানসূর ইব্‌ন ইকরিমা। কথিত আছে যে, পরবর্তীকালে তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কতক জ্ঞানী-গুণী লোক উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবকে বলেছিলেন, চাচা! কুরায়শদের চুক্তিপত্রের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাতে আল্লাহ্‌র নামগুলো অবশিষ্ট ছিল। আর জুলুম-অন্যায়, আত্মীয়তাছেদনকারী, ও মিথ্যা বিবরণগুলো সব খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আবূ তালিব বললেন, তোমার প্রতিপালক কি তোমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। আবূ তালিব বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপাতত কেউ যেন তোমার নিকট না আসে। আবূ তালিব কুরায়শদের নিকট ছুটে গিয়ে বললেন, "হে কুরায়শ বংশীয়রা! আমার ভাতিজা আমাকে এরূপ সংবাদ দিয়েছে। তোমরা তোমাদের চুক্তিনামা এখানে নিয়ে এসো দেখি! আমার ভাতিজা যা বলেছে চুক্তিনামার অবস্থা যদি তাই হয়, তবে আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এ অপকর্ম থেকে তোমরা বিরত থাকবে এবং ওই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াবে। আর যদি তার কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তবে আমার ভাতিজাকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিব।' উপস্থিত সকলে বলল, ঠিক আছে,

আপনার প্রস্তাবে আমরা সবাই রাযী। এরপর এ বিষয়ে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তারপর তারা চুক্তিনামাটি এনে দেখল যে, সেটির অবস্থা ঠিক তাই যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন। কুরায়শরা তাতে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সে পরিস্থিতিতে কুরায়শদের উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলেন।

ইবন ইসহাক বলেন, ওই চুক্তিনামা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাতে বর্ণিত বিষয়াদি অকার্যকর হয়ে যাওয়ার পর আবূ তালিব একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। চুক্তিনামা বিনষ্ট করে দেয়ার জন্যে যাঁরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন কবিতায় তিনি তাদের প্রশংসা করেন।

اَلاَ هَلْ اَتٰى بَحْرِيْنَا صُنْعُ رَبِّنَا - عَلٰى نَأْيِهِمْ وَاللّٰهُ بِالنَّاسِ اَرْوَدُ-

ওহে, আমাদের সমুদ্র অভিযাত্রী আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী ভাইগণ দূর দেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাদের প্রতি আমাদের প্রতিপালকের দয়া অবতীর্ণ হয়েছে কি ? বস্তুত মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে বহু অবকাশ দান করেন।

فَيُخْبِرُهُمْ اَنَّ الصَّحِيْفَةَ مُزِّقَتْ - وَاَنَّ كُلِّ مَالَمْ يَرْضَهُ اللّٰهُ مُفْسَدُ-

মহান আল্লাহ্ তাদেরকে অবগত করিয়েছেন যে, চুক্তিনামা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ যা পসন্দ করেন না তা বিনষ্ট হয়ই।

تَرَاوحَهَا اِفْكٌ وَّسِحْرٌ مُجْمَّعٌ - وَلَمْ يَلْفَ سِحْرًا اٰخِرَ الدَّهْرِ يَصْعَدُ-

সেটিতে একাধারে মিথ্যা ও জাদু সন্নিবেশিত হয়েছে। জাদু ও ইন্দ্রজাল শেষ পর্যন্ত উচ্চগামী থাকে না।

تَدَاعٰى لَهَا مَنْ لَيْسَ فِيْهَا بِقَرْقَرٍ - فَطَائِرُهَا فِىْ رَأْسِهَا يَتَرَدَّدُ-

সেটির জন্যে এমন লোকেরা পরস্পরকে আহ্বান করেছে যারা সুশ্রী নয়। ফলে সেটির দুর্ভাগ্য তার মাথার উপরই চক্কর দিচ্ছে।

وَكَانَتْ كَفَاءً وَقْعَةً بِاَثِيْمَةٍ - لِيَقْطَعَ مِنْهَا سَاعِدٌ وَّمُقَلِّدٌ-

এই চুক্তিপত্রের জন্মই হয়েছিল পাপের গর্ভে। এটির উদ্দেশ্য ছিল পরস্পর সহযোগিতাকারী ও আনুগত্য প্রদর্শনকারী গোত্রীয় ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

وَيَظْعَنَ اَهْلُ مَكَّتَيْنِ فَيَهْرِبُوْا - فَرَائِعُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِّ تُرْعِدُ-

মক্কাবাসিগণ যেন সফর করে অন্যত্র পালিয়ে যায়। অকল্যাণ ও অনিষ্টের আশংকায় তাদের বুক যেন সদা থরথর করে কাঁপছে।

وَيُتْرَكَ حِرَّاثُ يُقَلِّبُ اَمْرَهٗ - اَيَتْهُمُ فِيْهَا عِنْدَ ذٰلِكَ وَيُنْجِدُ-

এটি প্রস্তুত করা হয়েছিল এ জন্যে যে, যেন মক্কায় রেখে যাওয়া হয় একজন কৃষককে যে ওখানকার কাজকর্ম পরিচালনা করবে। সে হবে তখন সেখানে পলায়নকারীদের পক্ষ থেকে নিদর্শন ও চিহ্ন। সে-ই সব কাজ করবে।

وَتَصْعَدُ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ كَتِيْبَةٌ - لَهَا حَدَجُ سَهْمٍ وَقَوْسٌ وَمِرْهَدُ-

পলায়নরত লোকগুলো যেন দলবদ্ধভাবে দু'টি টিলার মধ্যখানে আরোহণ করে। তীরের আক্রমণ, ধনুক নিক্ষেপ এবং অগ্নিদাহন যেন তাদেরকে তাড়া করে ফেরে।

فَمَنْ يَنْشَ مِنَ الضَّارِ مَكَّةً عَزَّةً - فَعِزَّتُنَا فِي بَطْنِ مَكَّةَ اَتْلَدُ-

কোন অনিষ্টকারী ব্যক্তি যদি মক্কায় সম্মানিত ও মর্যাদাবান হতে চায়তো তবে এটা সকলেরই জানা উচিত যে, মক্কাভূমি আমরা প্রাচীনকাল থেকেই মর্যাদাবান ও সম্মানিত বংশ।

نَشَأْنَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيْهَا قَلَائِلُ - فَلَمْ نَنْفَكِكْ نَزْدَادُ خَيْرًا وَنُحْمَدُ-

আমরা মক্কায় লালিত—পালিত হচ্ছি সেই কাল থেকে যখন সেখানে মানব বসতি ছিল নিতান্ত কম। এরপর আমরা অনবরত কল্যাণ অর্জনকারী ও প্রশংসা লাভকারী হয়ে জীবন যাপন করে আসছি।

وَنُطْعِمُ حَتّٰى يَتْرُكَ النَّاسَ فَضْلُهُمْ - اِذَا جَعَلَتْ اَيْدِيْ الْمُفِيْضِيْنَ تَرْعُدُ-

আমরা লোকজনকে খাদ্য দান করতে থাকি যতক্ষণ না দানশীলতার সম্মান অন্যদের থেকে খসে পড়ে একমাত্র আমাদের জন্যে হয়ে যায়। আমরা তখনও দান করি যখন (দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকায়) নামী-দামী দানশীলদের হাত কাঁপতে শুরু করে।

جَزَى اللّٰهُ رَهْطًا بِالْحُجُوْنِ تَجَمَّعُوْا - عَلٰى مَلَاءٍ يَهْدِيْ رِحُزْمٍ وَيُرْشِدُ-

ওই মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কার দান করুন যারা হুজূন এলাকায় একত্রিত হয়েছিল একটি সুমহান লক্ষ্য নিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পথ নির্দেশ করুন।

قُعُوْدًا لِذِيْ حَطَمَ الْحُجَوْنِ كَاَنَّهُمْ - مُقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ اَعَزُّ وَاَمْجَدُ-

তাঁরা আলোচনায় বসেছিলেন 'হাতম আল-হুজূন' নামক স্থানে। তাঁরা যেন এক একজন নেতা। বস্তুত তারা সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

اَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صِقْرٍ كَاَنَّهُ - اِذَا مَا مَشٰى فِيْ رَفْرَفِ الدِّرْعِ اَحْرَدُ-

ওই চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলতে সহযোগিতা করেছিল প্রত্যেক যুদ্ধবাজ তীরন্দাজ ব্যক্তি, যে আত্মরক্ষার্থে এমন মযবূত লৌহবর্ম পরিধান করে যে, চলাফেলার সময় বর্মের ভারে যেন সে নুয়ে যায়।

جَرِيْءٌ عَلٰى جَلِّ الْخُطُوْبِ كَاَنَّهُ - شِهَابٌ بِكَفَّيْ قَابِسٍ يَتَوَقَّدُ-

কঠিন সমস্যা এবং বিপদ উত্তরণে তাদের প্রত্যেকে পারদর্শী ও সাহসী। মশালধারীর দু'হাতে একেক জন যেন দেদীপ্যমান অগ্নিমশাল।

مِنَ الْاَكْرَمِيْنَ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ - اِذَا سِيْمَ خَسْفًا وَجْهُهُ يَتَرَبَّدُ-

তিনি (রাসূলুল্লাহ্) লুওয়াই ইব্ন গালিব গোত্রের সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্যতম অপমান ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হলে তাঁর চেহারা মলিন হয়ে যায়।

طَوِيْلُ النَّجَادِ خَارِجُ نِصْفُ سَاقِهِ - عَلٰى وَجْهِهِ يُسْقٰى الْغَمَامُ وَيُسْعَدُ-

তিনি দীর্ঘাঙ্গী মানুষ। পায়ের গোছার অর্ধেক পোশাকের বাইরে থাকে। তাঁর চেহারার ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা ও সৌভাগ্য কামনা করা হয়ে থাকে।

عَظِيْمُ الرَّمَادِ سَيِّدٌ وَّابْنُ سَيِّدٍ - يَحُضُّ عَلٰى مَقْرَى الضُّيُوْفِ وَيَحْشُرُ-

তিনি মহান দানশীল পুরুষ। তিনি নেতা এবং নেতার পুত্র। অতিথি আপ্যায়নে তিনি অপরকে উৎসাহিত করেন এবং নিজেও অতিথি আপ্যায়নে নিয়োজিত থাকেন।

وَيَبْنِىْ لاَبْنَاءِ الْعَشِيْرَةِ صَالِحًا - اِذَا نَحْنُ طُفْنَا فِى الْبِلاَدِ وَيَمْهَدُ-

আমরা যখন দেশে-বিদেশে ভ্রমণরত থাকি, তখন স্বগোত্রীয়দের পরিবার-পরিজনের প্রতি সদাচরণ করেন এবং তাদের জন্য সুব্যবস্থা করে দেন।

اَلَظَّ بِهٰذَا الصُّلْحِ كُلِّ مُبْرَأٍ - عَظِيْمُ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ-

সম্পাদিত চুক্তিনামা বিনষ্টকরণে এই চুক্তি প্রত্যাখানকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আপোসহীন। এ কাজে তারা প্রশংসা লাভ করেছেন।

قَضَوْا مَا قَضَوْا فِىْ لَيْلِهِمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا - عَلٰى مُهْلٍ وَسَائِرُ النَّاسِ رُقَدُ-

তাদের যা সিদ্ধান্ত নেয়ার তারা রাতেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর ভোর বেলা তারা ধীরে ধীরে যথাস্থানে উপস্থিত হন। অথচ লোকজন তখনও নিদ্রামগ্ন।

هُمْ رَجَعُوْا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا - وَسَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ بِمَا وَمُحَمَّدُ-

তারা সাহল ইব্ন বায়যার নিকট ফিরে গেলেন। তাদের কর্মকাণ্ডে সে সন্তুষ্ট ছিল। একাজে আবূ বকর এবং মুহাম্মাদও আনন্দিত হন।

مَتٰى شَرِكَ الْاَقْوَامُ فِى حَلِّ اَمْرِنَا - وَكُنَّا قَدِيْمًا قَبْلَهَا نَتَوَدَّدُ-

যখনই আমাদের কোন সমস্যা সমাধানে লোকজন এগিয়ে এসেছেন তখনই প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে আমরা সবার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছি।

وَكُنَّا قَدِيْمًا لاَ نُقِرُّ ظُلاَمَةً - وَنُدْرِكُ مَا شِئْنَا وَلاَ نَتَشَدَّدُ-

প্রাচীনকাল থেকেই আমরা কখনো অন্যায়-অবিচার সমর্থন করিনি। আমরা যা ইচ্ছা করি তা অর্জন করি। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করি না।

فَيَالَ قُصَيٍّ هَلْ لَكُمْ فِىْ نُفُوْسِكُمْ - وَهَلْ لَكُمْ فِيْهَا يَجِئُ بِهِ غَدُ-

হে কুসাই গোত্র! নিজেদেরকে রক্ষা করার কোন চিন্তা-ভাবনা কি তোমাদের আছে ? ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোন প্রস্তুতি কি তোমাদের রয়েছে ?

فَانِّىْ وَاِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ قَائِلُ - لَدَيْكَ الْبَيَاتُ لَوْتَكَلَّمْتَ اَسْوَدُ-

বস্তুত আমার আর তোমাদের অবস্থা এখন সে ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি বলেছিল, হে আসওয়াদ পাহাড়। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে শনাক্ত করার সুযোগ তোমারই আছে যদি তুমি কথা বলতে পার।

(সুহায়লী বলেন, আসওয়াদ একটি পাহাড়ের নাম। সেখানে এক ব্যক্তি খুন হয়েছিল কিন্তু তার ঘাতকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তখন নিহত ব্যক্তির লোকজন বলেছিল যে, হে আসওয়াদ! তুমি যদি কথা বলতে পারতে, তবে তুমিই প্রকাশকরে দিতে কে প্রকৃত খুনী।)

এরপর ইবন ইসহাক হযরত হাস্সান (রা)-এর কবিতাটি উল্লেখ করেছেন। ওই পাপে পূর্ণ অত্যাচারী চুক্তিনামা বিনষ্টকরণে ভূমিকা রাখার জন্যে তিনি ঐ কবিতায় মুতঈম ইব্ন আদী এবং হিশাম ইব্ন আমরের প্রশংসা করেছেন।

উমাবী অবশ্য এ প্রসংগে আরো অনেক কবিতার উল্লেখ করেছেন। আমরা শুধু ইব্ন ইসহাকের কবিতাই উল্লেখ করলাম। ওয়াকিদী বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ্ এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বনূ হাশিম গোত্র গিরিসঙ্কট থেকে বের হয়ে এসেছিল কোন্ সময়ে ? জবাবে তারা বলেন, নবুওয়াতের দশম বছরে। অর্থাৎ হিজরতের তিন বছর পূর্বে। আমি বলি, গিরিসঙ্কট থেকে তাঁদের বেরিয়ে আসার বছরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিব এবং সহধর্মিণী হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা) ইনতিকাল করেন। এ বিষয়ে আলোচনা অবিলম্বে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিচ্ছেদ

চুক্তিনামা বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করার পর ইব্ন ইসহাক আরও বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাগুলোতে বিবৃত হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কুরায়শদের শত্রুতা এবং হজ্জ, উমরা ও অন্যান্য কাজে মক্কায় আগমনকারী লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টার বর্ণনা। সেগুলোতে আরো রয়েছে এমন সব মু'জিয়ার বর্ণনা, যা তাঁর নিকট আগত হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তাঁর প্রতি মুশরিকদের আরোপিত সত্যদ্রোহী, সীমালংঘনকারী, প্রতারক, উন্মাদ, জাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার অপবাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে।

এ প্রসংগে ইব্ন ইসহাক মুরসালরূপে তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসীর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তুফায়ল দাওসী দাওস গোত্রের একজন সর্বজন মান্য ও সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলেন। এক সময় তিনি মক্কায় আগমন করেন। মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট একত্রিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা তাঁকে সতর্ক করে দেয়। তাঁর নিকট যেতে এবং তাঁর কথা শুনতে তারা তাঁকে বারণ করে।

তুফায়ল বলেন, তারা অনবরত আমাকে এ ব্যাপারে বুঝিয়েছিল। ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমি কোন কথা শুনব না এবং তাঁর সাথে কোন আলাপও করব না। এমনকি তাঁর কোন কথা আমার কানের মধ্যে প্রবেশ করার আশংকায় কানের মধ্যে তুলা ঢুকিয়ে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করি। তাঁর কোন বক্তব্য শোনার ইচ্ছা আমার ছিল না। তুফায়ল বলেন, পরের দিন আমি মসজিদে প্রবেশ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বা গৃহের নিকট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি তাঁর কাছাকাছি এক স্থানে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিছু পাঠ আমাকে না শুনিয়ে থাকতে দিলেন না। আমি তাঁর মুখ নিঃসৃত কিছু সুন্দর বাণী শুনলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমার মায়ের দুর্ভোগ, আমি একজন সুবিবেচক ও বুদ্ধিমান কবি মানুষ। কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ তাতো আমার নিকট গোপন থাকে না। তাহলে ওই ব্যক্তি যা বলছেন, তা শুনতে আমার বাধা কোথায়? তিনি যা বলেন, তা যদি ভাল হয় আমি তা গ্রহণ করব। আর মন্দ হলে তা বর্জন করব। এরপর আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমিও তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে এরূপ এরূপ বলেছে। ওরা যা বলেছে, তার সবই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। তারা অনবরত আমাকে আপনার বিষয়ে ভয় দেখিয়েছে। ফলে আপনার কথা যেন শুনতে না পাই সেজন্যে আমি তুলা দিয়ে আমার কান বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার কথা না শুনে থাকতে দিলেন না। আমি আপনার সুন্দর বাণী শুনেছি। এখন আপনার লক্ষ্য ও কর্ম আমার নিকট বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত আমার নিকট পেশ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করে আমাকে শুনালেন।

আল্লাহর কসম, এর চাইতে সুন্দর ও মধুর বাণী আমি ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। এর চাইতে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ কোন বিষয়ের কথাও আমার শ্রুতিগোচর হয়নি।

তুফায়ল (রা) বলেন, তখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদান করি। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি সর্বজন মান্য ব্যক্তি বটে। আমি এখন তাদের নিকট ফিরে যাব এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবো। আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন তিনি যেন এমন একটি নিদর্শন আমাকে দান করেন, যা ওদের প্রতি আমার দাওয়াতের সহায়ক হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَهُ اٰيَةً

হে আল্লাহ্ ওর জন্যে একটি নিদর্শনের ব্যবস্থা করে দিন!

তুফায়ল (রা) বলেন, এরপর আমার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করি। ছানিয়া পাহাড়ে আরোহণ করার পর আমি যখন গোত্রীয় লোকদের প্রায় মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, তখন আমার দু'চোখের মাঝখানে প্রদীপের ন্যায় জ্যোতি ফুটে উঠল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্! এ জ্যোতি আমার মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সৃষ্টি করে দিন। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, আমার মুখমণ্ডলে জ্যোতি দেখে লোকজন বলবে, ধর্ম ত্যাগের ফলে আমার মুখমণ্ডল বিকৃত করা হয়েছে। তখন ওই জ্যোতি স্থানান্তরিত হয়ে আমার ছড়ির মাথায় জ্বলে উঠল। আমার গোত্রের

লোকজন আমার ছড়ির মাথায় ঝুলন্ত ঝাড়বাতির ন্যায় ওই আলো দেখতে পাচ্ছিল। আমি ছানিয়া পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে তাদের দিকে অবতরণ করছিলাম। অবশেষে আমি তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছি।

বাড়ী পৌঁছার পর আমার পিতা আমার নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত ব্যক্তি। আমি বললাম, "বাবা! আপনি আমার নিকট থেকে দূরে থাকুন। আমার সাথে আপনার এবং আপনার সাথে আমার এখন কোন সম্পর্ক নেই।" তিনি বললেন, "বৎস! তা কেন?" আমি বললাম, "তা এ জন্যে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর ধর্ম মেনে নিয়েছি। তিনি বললেন, হে বৎস! তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। তাহলে আপনি গোসল করে এবং জামা-কাপড় পাক-সাফ করে আমার নিকট আসুন। আমি যা শিখেছি আপনাকে তা শিখাব। আমার পিতা গেলেন, গোসল করলেন এবং জামা-কাপড় পাক-সাফ করে আমার নিকট ফিরে এলেন। আমি তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর আমার স্ত্রী এল আমার নিকট। আমি বললাম, তুমি আমার নিকট থেকে দূরে থাক। তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সে বলল, আমার মাতা-পিতার কসম, তা কেন? আমি বললাম ইসলাম আমার আর তোমার মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর ধর্ম মেনে নিয়েছি। আমার স্ত্রী বলল, আপনার ধর্মই আমার ধর্ম। আমি বললাম, তাহলে তুমি যুশ্‌শিরা ঝর্ণায় যাও এবং গোসল করে পাক-সাফ হয়ে এসো। যুশশিরা ছিল দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। সেটির চারিদিকে বাঁধ বেঁধে তারা পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। সে বলল, যুশশিরা মূর্তি আমাদের বাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে আপনি কি তেমন কোন আশংকা করছেন? আমি বললাম, না। আমি তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমার স্ত্রী চলে গেল এবং গোসল করে আমার নিকট ফিরে এল। আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম। সে ইসলাম গ্রহণ করল।

এরপর আমি দাওস সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালাম। তারা আমার দাওয়াতে সাড়া দিতে বিলম্ব করল। তারপর আমি মক্কায় এলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দাওস সম্প্রদায়ের ব্যভিচার প্রবণতার আমাদের দাওয়াত ফলপ্রসূ হচ্ছে না। আপনি ওদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا (হে আল্লাহ্ দাওস সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করুন!) তিনি আমাকে বললেন, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও আর ওদের প্রতি নম্র আচরণ করবে। এরপর থেকে আমি অবিরাম দাওস অঞ্চলে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মদীনায় এলেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার অভিযানে বের হলে আমি আমার স্বগোত্রীয় দাওস সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণকারী ৭০ থেকে ৮০টি পরিবারের লোকজন নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হই। সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা খায়বার গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হই। অন্যান্য মুজাহিদের সাথে তিনি আমাদেরকেও খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের অংশ দান করেন। এরপর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথেই ছিলাম।

মক্কা বিজয়ের পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনি আমর ইব্‌ন হামামাহ্ গোত্রের যুল কাফ্‌ফায়ন মূর্তিটি ভস্মীভূত করে দিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করুন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর তুফায়ল বের হলেন ওই মূর্তি পোড়ানোর জন্যে। তিনি মূর্তিতে আগুন ধরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ

يَاذَا الْكَفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكُمَا - مِيْلاَدُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلاً دِكَا- اِنِّيْ حَشَوْتُ النَّارَ فِىْ فُؤَادِكَا-

হে যুল-কাফ্‌ফায়ন! আমি তোমার উপাসক নই। আমাদের জন্ম তোমার জন্মের পূর্বে হয়েছে। আমি তোমার অভ্যন্তরে আগুন পুরে দিচ্ছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তারপর তুফায়ল মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অবস্থান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। আরবের কতক লোক যখন ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অন্যান্য মুসলমানের সাথে তুফায়ল বেরিয়ে পড়েন এবং একের পর এক তুলায়হার ও নজদ অঞ্চলের বিদ্রোহসমূহ দমন করেন। তারপর মুসলিম সৈনিকদের সাথে ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর পুত্র আমর ইব্‌ন তুফায়ল তাঁর সাথে ছিলেন। ইয়ামামা যাওয়ার পথে তিনি এক তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। সাথীদেরকে তিনি বলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি আপনারা আমাকে তার ব্যাখ্যা বলে দিন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা মুণ্ডন করে দেয়া হয়েছে এবং আমার মুখ থেকে একটি পাখি উড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। একজন মহিলা আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে তার যৌনাঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে। আমি দেখছিলাম যে, আমার পুত্র আমাকে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছে। তারপর তাকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সকলে বলল, উত্তম স্বপ্ন। তিনি বললেন, অবশ্য আমি নিজে তার ব্যাখ্যা করে নিয়েছি। তারা বললেন, কী সে ব্যাখ্যা ? তিনি বললেন, আমার মাথা মুণ্ডন হল আমার মাথা মাটিতে নেতিয়ে পড়া। মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া পাখি হল আমার প্রাণ। যে মহিলা আমাকে তার যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে ফেলেছে তা হল ভূমি। আমার জন্যে কবর খনন করা হবে এবং আমি তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাব। আমার পুত্র কর্তৃক আমাকে খোঁজ করা এবং পরে তার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাখ্যা হল আমি যে পথে অগ্রসর হয়েছি এবং যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি সেও সে পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে।

এরপর তুফায়ল (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর পুত্র মারাত্মকভাবে আহত হন। অবশ্য পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। এরপর হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শাহাদতবরণ করেন। আলোচ্য বর্ণনাটি ইব্‌ন ইসহাক মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এর সমর্থনে সহীহ্ হাদীছ রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তুফায়ল (রা) ও তার সাথীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, দাওস সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

হে আল্লাহ্! দাওস সম্প্রদায়কে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে এখানে উপস্থিত করে দিন। হাদীছটি ইমাম বুখারী (র) আবূ নুআয়ম সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তাফায়ল ইব্ন আমর এবং তাঁর সাথীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দাওস সম্প্রদায় নাফরমানী করেছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি ওদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করুন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত তুললেন। আমি বললাম, এবার দাওস সম্প্রদায়ের ধ্বংস নিশ্চিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! দাওস সম্প্রদায়কে হিদায়াত করুন এবং ওদেরকে এখানে নিয়ে আসুন। এটি একটি উত্তম সনদ। অন্যান্য হাদীছবেত্তারা এটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইব্ন হারব...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একটি সুরক্ষিত দুর্গটি আপনি দখল করবেন ? এই দুর্গটি জাহিলী যুগে দাওস গোত্রের অধিকারে ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের জন্যে এটি সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনকার মত এটি দখলে নিতে অস্বীকার করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তুফায়ল ইব্ন আমর (রা)-ও মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর গোত্রের একজন লোক তাঁর সাথে ছিল। মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূলে ছিল। ফলে সাথী লোকটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে সে একটি তীক্ষ্ণধার কাঁচি নেয় এবং হাতের আঙ্গুলের গিটগুলো কেটে ফেলে। ফলে দু'হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। রক্ত আর বন্ধ হয়নি, সে মারা যায়। একদিন তুফায়ল ইব্ন আমর তাকে উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন। কিন্তু তার হাত দুটো ছিল কাপড়ে ঢাকা। তুয়ায়ল বললেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কী আচরণ করলেন ? লোকটি বলল, হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়ল (রা) বললেন, তোমার দু'হাত ঢাকা কেন ? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার নিজের যে অঙ্গহানি করেছ তা আর ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তুফায়ল (রা) এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ-

হে আল্লাহ্! তার হাত দুটিকেও ক্ষমা করে দিন!

ইমাম মুসলিম এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম থেকে। তাঁরা দু'জনে বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইব্ন হারব থেকে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই হাদীছ এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত জুনদুব (রা)-এর হাদীছের মধ্যে

দৃশ্যমান দ্বন্দ্ব নিরসন করা যাবে কি ভাবে ? কারণ, জুনদুবের (রা) হাদীছে আছে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جَرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ (فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)-

তোমাদের পূববর্তী উম্মতের একজন লোক মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল । যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠে। তখন সে একটি ছুরি নিয়ে হাত কেটে ফেলে। এরপর তার রক্ত বন্ধ হয়নি। তাতে সে মারা যায়। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আগেই নিজে নিজের প্রাণ সংহার করেছে। সুতরাং আমি তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।

বিভিন্নভাবে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। প্রথমত, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকটি হয়ত মুশরিক ছিল আর আলোচ্য লোকটি ছিল ঈমানদার। শির্‌কই ছিল ওই লোকটির জাহান্নামে প্রবেশের হেতু। তবু উম্মতের সতর্কতা ও শিক্ষার জন্যে তার আত্মহত্যাকে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী উম্মতভুক্ত লোকটি আত্মহত্যা হারাম ও নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেও সে পথে জীবনহানি ঘটিয়েছে। আর এ উম্মতের লোকটি নও-মুসলিম হওয়ার কারণে জানত না যে, আত্মহত্যা হারাম।

তৃতীয়ত পূর্ববর্তী লোকটি আত্মহত্যার ন্যায় হারাম কাজকে হালাল ও বৈধ জ্ঞানে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে করেছে আর এ উম্মতের লোকটি সেটিকে হালাল জ্ঞানে করেনি বরং ভুলক্রমে তা করেছে।

চতুর্থত ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল হাত কর্তনের মাধ্যমে প্রাণহানি ঘটানো। আর আঙ্গুল কর্তনের মাধ্যমে প্রাণহানি ঘটানো এই ব্যক্তির লক্ষ্য ছিল না বরং এতে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল।

পঞ্চমত পূর্ববর্তী উম্মতভুক্ত লোকটির নেক আমল কম ছিল। যার ফলে তার নেক আমল আত্মহত্যার মহাপাপকে অতিক্রম করতে পারেনি। ফালে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আর এই উম্মতের লোকটির নেক আমল বেশী ছিল। যার ফলে তার নেক আমল তার আঙ্গুল কর্তনের পাপকে অতিক্রম করতে পেরেছে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেনি।

বরং নবী করীম (সা)-এর নিকট হিজরত করে যাওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তবে তার হাতের ত্রুটি অবশিষ্ট থেকে যায় এবং অন্য অঙ্গসমূহ সুন্দর হয়ে উঠে। সে তার ওই ত্রুটি ঢেকে রেখেছিল। স্বপ্নে তার হাত ঢাকা দেখে তুফায়ল (রা) তাকে বললেন তোমার কী হয়েছে ? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, "তুমি নিজে নিজের যে ক্ষতি সাধন করেছ তা আর পূরণ করা হবে না। তুফায়ল (রা) যখন এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি এ বলে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ-

হে আল্লাহ্! তার হাত দু'খানাকেও ক্ষমা করে দিন। অর্থাৎ হাতে যে ত্রুটি আছে তা সারিয়ে দিন। বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের অভিমত যে, তুফায়ল ইব্ন আমরের (রা) সাথীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই কবূল করেছেন।

আ'শা ইব্ন কায়সের ঘটনা

ইব্ন হিশাম বলেন, খাল্লাদ ইব্ন কুররা প্রমুখ বকর ইব্ন ওয়াইলের উস্তাদগণের সূত্রে হাদীছ বিশারদদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আশা ইব্ন কায়স (ইব্ন ছা'লাবাহ্ ইব্ন ইকাবাহ্ ইব্ন সা'ব ইব্ন আলী ইব্ন বকর ইব্ন ওয়াইল) ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে যাত্রা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

اَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ اَرْمَدًا - وَبِتَّ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدًا-

চোখের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে গত রাতে তুমি কি চোখ বন্ধ করতে পারোনি? আর তাই কি রাত্রি যাপন করেছো সুস্থ অথচ নিদ্রাহীন ব্যক্তির ন্যায়।

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَاِنَّمَا - تَنَاسَيْتَ قَبْلَ الْيَوْمِ خُلَّةَ مُهَدَّدًا-

এই নিদ্রাহীনতা তো নারীপ্রেমের কারণে নয়, বরং অনেক পূর্বেই তুমি মুহাদ্দাদ নামক রমণীর কথা ভুলে গিয়েছো।

وَلٰكِنْ اَرَى الدَّهْرَ الَّذِىْ هُوَ خَائِنٌ - اِذَا اَصْلَحَتْ كَفَّاىَ عَادَ فَاَفْسَدَا-

আমি বিশ্বাসঘাতক যুগকে দেখেছি যে, আমার দু'হাত যখন কোন কিছু শুধরিয়ে দেয় ওই যুগ তখন পুনরায় সেটিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সেটিকে নষ্ট করে দেয়।

كَهُوْلاً وَشُبَّانًا فَقَدْتُ وَثَرْوَةً - فَلِلّٰهِ هٰذَا الدَّهْرُ كَيْفَ تَرَدَّدَا-

এই যুগের ঘূর্ণিপাকে আমি অনেক প্রৌঢ় লোক, নওজোয়ানকে এবং অনেক ধন-সম্পদ হারিয়েছি। হায় আল্লাহ্। এ যুগ কী ভাবে ওলট-পালট হয়।

وَمَا زِلْتُ اَبْغِى الْمَالَ مُذْ اَنَا يَافِعٌ - وَلِيْدًا وَكَهْلاً حِيْنَ شِبْتُ وَاَمْرَدًا-

আমি অবিরাম ধন-সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত ছিলাম। শৈশব, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব সকল বয়সে আমি তাই করেছি।

وَاَبْتَذِلُ الْعِيْسَ الْمَرَاقِيْلَ تَغْتَلِىْ - مُسَافَةَ مَا بَيْنَ النَّجِيْرِ فَصَرْخَدَا-

এখন আমি আমার খাকী রঙের দ্রুতগামী অশ্ব ছুটিয়েছি নাজীর ও মারখাদ অঞ্চলের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করার লক্ষ্যে।

اَلا اَيُّهٰذَا السَّائِلِىْ اَيْنَ تَمَّمْتُ - فَاِنَّ لَهَا فِىْ اَهْلِ يَثْرِبَ مَوْعِدًا

হে লোক, যে আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমার গন্তব্য কোথায় ? তুমি শুনে নাও, আমার অশ্ব ইয়াছরিব পৌছার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

فَانْ تَسْئَالِيْ عَنِّيْ فَيَارُبَّ سَائِلٍ – حَفِيَّ عَنِ الْاَعْشَ بِهٖ حَيْثُ اَصْعَدَا–

তুমি যদি তবু আমার ব্যাপারে প্রশ্ন কর, তবে এমন বহু প্রশ্নকর্তা আছে, যারা খুব ভালভাবে জানে আশা কোথায় অধিষ্ঠিত।

اَجَدْتُ بِرِجْلَيْهَا النَّجَادَ وَرَاجَعَتْ – يَدَاهَا خَنَافًا لَيِّنًا غَيْرَ اَحْرَدًا–

লক্ষ্যস্থলে দ্রুত পৌছার জন্যে আমি আমার অশ্বের পেছনের পা দুটোকে উঁচু ভূমির দিকে দ্রুত চালিয়েছি এবং সামনের পা দুটোকে সে আলতোভাবে আমার প্রতি ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে অলসতা করার সুযোগ দিইনি।

وَفِيْهَا اِذَا مَا هَجَّرَتْ عَجْرَ فِيَّةً – اِذَا خِلْتُ حَرْبَاءَ الظَّهِيْرَةِ اَصْيَدَ–

মধ্যাহ্নে বেপরোয়া গতিতে সে যখন সেটিকে দুপুরের প্রচণ্ড খরতাপে ছুটেছে, তখন সেটিকে মনে হয়েছে যেন এক মস্তবড় অহংকারী অশ্ব।

وَاَلَيْتُ لَا اَوِيْ لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ – وَلَا مِنْ حَفِيٍّ حَتّٰى تُلَاقِيْ مُحَمَّدًا–

আমি কসম করেছি যে, ক্লান্ত হয়ে পড়লেও এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কারণে তার পা গুলো ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাক্ত হয়ে গেলেও আমি তাকে বিশ্রাম করতে দেব না। যতক্ষণ না সে মুহাম্মাদ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে পৌছে।

مَتٰى مَا تُنَاخِيْ عِنْدَ بَابُ ابْنِ هَاشِمٍ – تُرَاحِيْ وَتَلْقٰى مِنْ فَوَاضِلِهٖ نَدَى–

হাশিমের বংশধর (মুহাম্মাদ)-এর দরজায় গিয়ে পৌছতে পারলে সে বিশ্রাম করতে পারবে এবং তাঁর অফুরান অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে।

نَبِيٌّ يَرٰى مَالاً تَرَوْنَ وَذِكْرُهٗ – اَغَارَ لَعُمْرِيْ فِي الْبِلَادِ وَاَنْجَدَا–

তিনি এমন একজন নবী যে, তোমরা যা দেখতে পাও না তিনি তা দেখতে পান। আমার জীবনের শপথ, তাঁর আলোচনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং সব কিছুর উপর বিজয় মণ্ডিত হয়েছে।

لَهٗ صَدَقَاتٌ مَا تَغِبُّ وَنَائِلُ – فَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعُهٗ غَدًا–

তিনি অনবরত দান সাদাকা করেন। এমন নয় যে, একদিন দিলেন আরেক দিন বন্ধ রাখলেন। একদিনের দান-দক্ষিণা তাঁর পরের দিনের দান-দক্ষিণার জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

اَجِدُّكَ لَمْ تَسْمَعْ وُصَاةَ مُحَمَّدٍ – نَبِيُّ الْاِلٰهِ حَيْثُ اَوْصٰى وَاَشْهَدَا–

তোমার অদৃষ্টির কসম, তুমি কি মুহাম্মাদ (সা)-এর উপদেশ শুননি ? তিনি তো আল্লাহ্র নবী। বস্তুত তিনি উপদেশ দিয়েছেন এবং সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقٰى – وَلاَ قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْتَزَوَّدَا

তুমি যদি তাকওয়া রূপ পাথেয় নিয়ে যেতে না পার এবং মৃত্যুর পর এমন লোকের সাথী হতে না পার, যে তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে গিয়েছে, তবে তুমি নিশ্চয়ই।

نَدِمْتَ عَلٰى أَنْ لاَّ تَكُوْنَ كَمِثْلِهٖ – فَتَرْصُدُ لِلْاَمْرِ الَّذِيْ كَانَ أَرْصَدَا–

তুমি লজ্জিত হবে এ জন্যে যে, তুমি ওই পাথেয় সংগ্রহকারীর ন্যায় হতে পারলে না এবং সে যে মহান নিআমতের অপেক্ষায় থাকবে তুমি তার অপেক্ষায় থাকতে পারবে না।

فَايَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لاَ تَقْرَ بَنَّهَا – وَلاَ تَأْخُذَنَّ سَهْمًا حَدِيْدًا لَتَقْصُدَا–

তুমি অবশ্যই মৃতপ্রাণী পরিহার করবে। ওগুলোর নিকটেও যাবে না। প্রাণী শিকারের জন্যে লোহার তীর (জুয়ার উদ্দেশ্যে) ব্যবহার করবে না।

وَذَا النُّصُبِ الْمَنْصُوْبِ لاَتَنْسِكَنَّهٗ – وَلاَ تَعْبُدِ الْاَوْثَانَ وَاللّٰهُ فَاعْبُدَا–

কখনো উপাস্য রূপে স্থাপিত প্রতিমার পূজা করো না এবং দেবদেবীর উপাসনা করো না। বরং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে।

وَلاَ تَقْرَبَنَّ جَارَةً كَانَ سِرُّهَا – عَلَيْكَ حَرَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَاَبَّدَا–

তোমার জন্যে যার শ্লীলতাহানি হারাম এমন প্রতিবেশিনীর নিকটও যেও না। সম্ভব হলে বিধিসম্মত ভাবে বিয়ে কর, নতুবা তার নিকট থেকে দূরে সরে থাক।

وَذَا الرِّحْمِ الْقُرْبٰى فَلاَ تَقْطَعَنَّهٗ – لِعَاقِبَةٍ وَلاَ الْاَسِيْرَ الْمُقَيَّدًا–

ঘনিষ্ঠ ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছেদ করো না। তাতে তোমার পরিণাম কল্যাণকর হবে। আর কারারুদ্ধ বন্দী লোকের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করো না।

وَسَبِّحْ عَلٰى حِيْنِ الْعَشِيَّةِ وَالضُّحٰى – وَلاَ تَحْمَدِ الشَّيْطٰنَ وَاللّٰهَ فَاَحْمَدًا–

সকাল, সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করো শয়তানের প্রশংসা করো না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবে।

وَلاَ تَسْخَرَنَّ مِنْ بَائِسٍ ذِيْ ضَرَارَةٍ – وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْمَالَ لِلْمَرْءِ مُخْلَدًا–

দীন-দুঃখী ও দুঃস্থ লোক দেখে কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। ধন-সম্পদ মানুষকে চিরস্থায়ী ও চিরজীবী করে রাখবে তেমন ধারণা কখনো করো না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, মক্কা অথবা মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছার পর কুরায়শের এক মুশরিক লোক তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তিনি জানান যে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তিনি যাবেন। কুরায়শী লোকটি তাঁকে বলে, হে আবূ বাসীর! ওই মুহাম্মাদ তো ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আশা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমার তো ব্যভিচারের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি তখন বলে, হে

আবূ বাসীর! তিনি তো মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আশা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, মদের প্রতি তো আমার চরম দুর্বলতা রয়েছে। ঠিক আছে আমি তাহলে এবারকার মত ফিরে যাব এবং এই এক বছর তৃপ্তি সহকারে মদ পান করে নেব। তারপর মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করব। এ যাত্রা তিনি ফিরে যান। ওই বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসার সুযোগ তাঁর হয়ে উঠেনি।

এ ঘটনা ইব্‌ন হিশাম এখানে উল্লেখ করেছেন। এটি এখানে উল্লেখ করায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক ইব্‌ন হিশাম অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে; তার একটি এই যে, মদপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল বনূ নাযীর যুদ্ধের পর মদীনাতে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে। তাহলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের জন্যে কবি আশার মদীনা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরতের পর। তাঁর কবিতায়ও সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلاَ اَيُّهذَا السَّائِلِيْ اَيْنَ يَمَّمْتُ - فَاِنَّ لَهَا فِيْ اَهْلِ يَثْرِبَ مَوْعِدًا-

হে প্রশ্নকারী! আমার গন্তব্য কোথায় ? বস্তুত ইয়াছরিববাসীদের সাথে আমার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সুতরাং ইব্‌ন হিশামের উচিত ছিল এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ না করে হিজরতের পরের কোন এক অধ্যায়ে উল্লেখ করা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সুহায়লী বলেন, সম্ভবত এটি ইব্‌ন হিশাম এবং তাঁর অনুসরণকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কারণ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায়।

কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি পথিমধ্যে আ'শাকে বাধা দিয়েছিল এবং ঐ বাক্যালাপ করেছিল, সে ছিল আবূ জাহ্ল ইব্‌ন হিশাম। উতবা ইব্‌ন রাবীআর ঘরে বসে সে আশাকে এসব কথা বলেছিল।

আবূ উবায়দা উল্লেখ করেছেন যে, আমির ইব্‌ন তুফায়লই আ'শাকে ওই সব কথা বলেছিলেন এবং তা বলেছিলেন যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাতের জন্যে মক্কায় যাচ্ছিলেন। আবূ উবায়দা এও বলেছেন যে, "পরের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে আমি ইসলাম গ্রহণ করব" আ'শার এই বক্তব্য তাঁকে কুফরীর সীমানা থেকে বের করে ঈমানের গণ্ডিভুক্ত করতে পারেনি। অর্থাৎ এ বক্তব্য দ্বারা তিনি যে মুসলমান বলে গণ্য হবেন না এ ব্যাপারে সকলে একমত । আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এরপর ইব্‌ন ইসহাক এখানে ইরাশী, এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইরাশী থেকে আবূ জাহ্ল যে উট ক্রয় করেছিল, তার মূল্য বুঝে নেয়ার জন্যে ওই লোক কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিল এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহ্লকে লাঞ্ছিত করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধমক খেয়ে সে উটের মূল্য পরিশোধ করেছিল, তার সবই তিনি উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে ওহী নাযিলের সূচনা এবং সে সময়ে মুসলমানদের প্রতি মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার অধ্যায়ে আমরা ইরাশীর ঘটনা উল্লেখ করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে রুকানার কুস্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে বৃক্ষের আগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেছেন, রুকানা ইব্ন আব্দ ইয়াযীদ ইব্ন হাশিম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফ ছিল কুরায়শ বংশের সেরা মল্লবীর। এক দিন এক গিরিসংকটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, হে রুকানা! তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করবে না আর আমি তোমাকে যে দিকে আহবান করছি তাতে কি সাড়া দেবে না ? সে বলল, আমি যদি বিশ্বাস করতাম যে, আপনি যা বলছেন তা সত্য, তাহলে আমি অবশ্যই আপনার অনুসরণ করতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাকে বললেন, আচ্ছা, বল দেখি, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে পরাজিত করতে পারি, তবে কি তুমি বিশ্বাস করবে যে, আমার আনীত ধর্ম সত্য ? সে বলল, হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। তিনি বললেন, তবে প্রস্তুত হও। এসো, কুস্তিতে আমি তোমাকে পরাস্ত করি! সে মতে কুস্তি শুরু হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মাটিতে ফেলে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে, তার কিছুই করার শক্তি রইল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে বলল, পুনরায় শক্তি-পরীক্ষা হোক। পুনরায় কুস্তি শুরু হল। এবারও সে পরাস্ত হল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম, এটা তো পরম বিস্ময়ের কথা যে, আপনি আমাকে পরাজিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর, তবে আমি তোমাকে আরো অধিক বিস্ময়কর ঘটনা দেখাতে পারি। সে জিজ্ঞেস করল, সেটি কি ? তিনি বললেন, ওই যে, দূরে বৃক্ষ দেখছ, আমি সেটিকে ডাকলে সেটি আমার নিকট এসে পৌঁছবে। রুকানা বলল, তবে সেটিকে ডাকুন। তিনি বৃক্ষটিকে ডাকলেন। সেটি এগিয়ে এল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। এবার তিনি সেটিকে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেটি স্বস্থানে ফিরে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রুকানা তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, হে বনূ আব্দ মানাফ! তোমাদের এই লোককে নিয়ে তোমরা বিশ্ববাসীকে জাদু প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ করতে পারো। আল্লাহ্র কসম, তার চাইতে বড় জাদুকর আমি কখনো দেখিনি। সে যা দেখেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা করেছেন তার সবই সে তাদেরকে জানাল। ইব্ন ইসহাক এ ঘটনা মুরসালভাবে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) আবুল হাসান আসকালানীর সনদে রুকানা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রুকানা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কুস্তি লড়েছিল। কুস্তি লড়াইয়ে রাসূলুল্লাহ্

(সা) তাকে পরাজিত করেন। এরপর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি একটি গরীব তথা একক বর্ণনাকারীর বর্ণনা। তিনি এও বলেছেন যে, আমরা আবুল হাসানকে চিনি না। আমি বলি, আবূ বকর শাফিঈ উত্তম সনদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন রুকানা একে একে তিনবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কুস্তি লড়েছিল এবং তিনবারই তিনি তাকে পরাস্ত করেছিলেন। অবশ্য প্রতিবারের পরাজয়ের জন্যে ১০০ করে বকরী প্রদানের শর্ত ছিল। তৃতীয়বারে সে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্বে অন্য কেউ কোন দিন আমার পিঠ মাটিতে ঠেকাতে পারেনি। আর আমার নিকট আপনার চাইতে ঘৃণ্যতর কেউ ছিল না। এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং তার বকরীগুলো ফেরত দিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে বৃক্ষের এগিয়ে আসার ঘটনাটি সীরাত অধ্যায়ের পর নবুওয়াতের দলীল অধ্যায়ে উত্তম ও বিশুদ্ধ সনদে একাধিকবার উল্লিখিত হবে ইনশাআল্লাহ্। ইতোপূর্বে আবূ আশাদ্দায়ন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কুস্তি লড়েছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে পরাজিত করেছিলেন. এরপর ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক আবিসিনিয়া থেকে খৃস্টানদের আগমনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আগমনকারী খৃস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশজন। তারা মক্কায় এসেছিল এবং তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নাজাশীর আলোচনার পর এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে বসলে খাব্বাব, আম্মার, আবূ ফুকায়হা, সাকওয়ান ইব্ন উমাইয়ার আযাদকৃত দাস ইয়াসা, সুহায়ব (রা) এবং অন্যান্য দরিদ্র সাহাবীগণ তাঁর নিকট বসতেন। তাঁদেরকে দেখে কুরায়শের লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাঁরা একে অন্যকে বলত, ওই যে দেখ দেখ, ওরা মুহাম্মদের সঙ্গী-সাথী আমাদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্ কি ওদেরকেই হিদায়াত ও সত্যধর্ম দ্বারা ধন্য করেছেন ? মুহাম্মদ (সা) যা এনেছে তা যদি প্রকৃতই কল্যাণকর হত, তবে ওই দীনহীন দরিদ্র লোকগুলো সেটি গ্রহণে আমাদের থেকে অগ্রগামী হতে পারত না এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাদ দিয়ে ওদেরকে সেটি দ্বারা ধন্য করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ .... فَانَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ডাকে, তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাদের নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। তা করলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এভাবে ওদের একদলকে অপরদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি ওদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন ? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন ? যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার নিকট আসে, তখন তাদেরকে বলবেন, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দকার্য করে তারপর তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (৬ ঃ ৫২-৫৪)।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারওয়া পর্বতের নিকট গেলে অধিকাংশ সময় জাবর নামের এক খৃস্টান বালকের দোকানে বসতেন। বালকটি ছিল বনী হাযরামী গোত্রের ক্রীতদাস। ওরা বলত যে, জাবর যা নিয়ে আসে মুহাম্মদ (সা) তার অতিরিক্ত কিছুই জানতে ও বলতে পারেন না। তাদের এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন যে, তারা বলে ঃ

اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ.

তাকে শিক্ষা দেয় এক ব্যক্তি। তারা যার প্রতি এটি আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়। কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী। (সূরা নাহ্ল ঃ ১০৩।

এরপর ইব্ন ইসহাক 'আস ইব্ন ওয়াইলকে উপলক্ষ সূরা কাওছার নাযিল হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। 'আস ইব্ন ওয়াইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বলেছিল যে, তিনি নির্বংশ। অর্থাৎ তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাঁর ইনতিকালের সাথে সাথে তাঁর চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هُوَ الاَبْتَرُ। নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নিবংশ।) (১০৮ কাওছার ১-৩) অর্থাৎ মৃত্যুর আপনার শত্রুর পর কেউই তাকে সুনাম সুখ্যাতির সাথে স্মরণ করবে না। যদিও তার প্রচুর সন্তান-সন্ততি রয়েছে। বস্তুতঃ শুধু ছেলে মেয়ে ও বংশধর বেশী হলে সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রশংসার অধিকারী হওয়া যায় না। এ সূরা সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

আবূ জা'ফর বাকির থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র হযরত কাসিম (রা)-এর ওফাতের সময় 'আস ইব্ন ওয়াইল এ মন্তব্য করেছিল। ইনতিকালের সময় হযরত কাসিমের (রা) বয়স এতটুকু হয়েছিল যে, তিনি তখন বাহনের পিঠে সওয়ার হতে পারতেন এমনকি উটের পিঠেও ভ্রমণ করতে পারতেন।

এরপর ইব্ন ইসহাক আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

وَقَالُوْا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ–

তারা বলে, তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন নাযিল হন না ? যদি আমি ফেরেশতাই নাযিল করতাম, তাহলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফায়সালাই তো হয়ে যেত (আনআম ঃ ৮) নাযিল হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ উবায় ইব্ন খাল্ফ, যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ, আ'স ইব্ন ওয়াইল এবং নাযর ইব্ন হারিছ প্রমুখের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। তারা বলেছিল, হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরিত হন না কেন যিনি—তোমার পক্ষ থেকে লোকজনের সাথে কথা বল্তেন ?

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ এবং আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম প্রমুখের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তারা তাঁর নিন্দা করল এবং তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রেগে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

"তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তা-ই বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে।"

আমি বলি, মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ.

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবদী বলা হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে (৬ ঃ ৩৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ. —তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমিই যথেষ্ট (১৫ ঃ ৯৫)।

সুফিয়ান....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রূপকারীরা হল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূছ যুহরী, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব আবূ যামআ, হারিছ ইব্ন[১] আয়তল এবং 'আস ইব্ন ওয়াইল সাহ্মী।

একদিন হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-এর নিকট ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন। তিনি জিবরাঈল (আ)-এর নিকট ওয়ালীদকে চিহ্নিত করে দিলেন। জিবরাঈল (আ) ওয়ালীদের আঙ্গুলের মাথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিবের দিকে ইঙ্গিত করে জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাঈল (আ) তার গর্দানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছি। এরপর তিনি জিবরাঈল (আ)-কে আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগূছকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তার মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমি তার ব্যবস্থা করেছি। এরপর হারিছ ইব্ন আয়তালকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাঈল (আ) তার পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমি তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। 'আস ইব্ন ওয়াইল জিবরাঈল (আ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তার চোখের ভ্রূ-এর দিকে ইঙ্গিত করেন এবং বলেন যে, আমি তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি।

১. মূল কিতাবে তার নাম ঈতাল। পরে আসবে যে, তার পরিচয় ইব্ন তালাতিলাহ্।

ওয়ালীদ খুযাআ গোত্রের এক লোকের সাথে যাচ্ছিল। সে ওয়ালীদের জন্যে একটি তীর তৈরী করছিল। হঠাৎ করে তার আঙ্গুলে আঘাত লাগে। পরে সে ওই আঙ্গুল কেটে ফেলে। আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূছের মাথায় একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে তার মৃত্যু হয়। আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ এই ছিল যে, সে একটি বাবলা গাছের নীচে যাত্রা বিরতি করেছিল। তখন সে অনবরত চীৎকার করে বলছিল, হে পুত্র! তোমরা আমাকে রক্ষা করছ না কেন ? আমাকে তো মেরে ফেলা হচ্ছে। এই যে, আমার চোখে কাঁটার খোঁচা লাগছে। ওরা বলছিল কই আমরা তো কিছুই দেখছি না। এরূপ বলতে বলতে তার চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। হারিছ ইব্ন আয়তলের পেট থেকে হলুদ বর্ণের পানি বের হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তার পায়খানা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং তাতে তার মৃত্যু হয়। আস ইব্ন ওয়াইলের মাথায় একটি কাঁটা ঢুকে পড়ে। তাতে তার মৃত্যু হয়। এ হাদীছের অন্য বর্ণনাকারী বলেছেন যে, 'আস ইব্ন ওয়াইল একদিন গাধায় চড়ে তাইফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গাধা তাকে নিয়ে এক কাঁটা বনে ঢুকে পড়ে। 'আস-এর পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়। তাতে সে মারা যায়। বায়হাকীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন রাওমান উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বরাতে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে প্রধান ছিল পাঁচজন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা বয়োবৃদ্ধ এবং মর্যাদাশীল ছিল। আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব আবূ যামআ। তার প্রতি বদদু'আ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্ তার চোখ অন্ধ করে দিন এবং তাকে নির্বংশ করে দিন। অন্যরা হল আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূছ, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, 'আস ইব্ন ওয়াইল এবং হারিছ ইব্ন তালাতিলা। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই নাযিল করেছেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর। তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহ্র সাথে অপর ইলাহ্ নির্ধারণ করেছে শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (১৫ ঃ ৯৪-৯৬)।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। ওই বিদ্রূপকারীরা তখন কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করছিল। জিবরাঈল (আ) সেখানে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ) তার চোখে একটি সবুজ পাতা নিক্ষেপ করেন। তাতে সে অন্ধ হয়ে যায়। আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূছ তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন জিবরাঈল (আ) তার পেটের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তাতে তার দেহের মধ্যে তৃষ্ণারোগ সৃষ্টি হয়। অবশেষে

পিপাসার্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার পায়ের একটি ক্ষতস্থানের দিকে জিবরাঈল (আ) ইঙ্গিত করলেন। ঐ ক্ষত তার পায়ে সৃষ্টি হয়েছিল কয়েক বছর পূর্বে। সে গিয়েছিল তার জন্যে একটি তীর তৈরী করার জন্যে বর্শা প্রস্তুতকারী খুযাআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নিকট। তখন একটি তীর তার লুঙ্গিতে জড়িয়ে যায়। ঐ বর্শার খোঁচায় তার পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতের ফলে ঐ ক্ষত থেকে রক্ত পড়া শুরু হয় এবং তাতে তার মৃত্যু হয়।

'আস ইব্ন ওয়াইল জিবরাঈল (আ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন। একদিন সে তাইফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাধার পিঠে চড়ে বসে। গাধাটি তাকে নিয়ে এক কাঁটাবনে প্রবেশ করে। 'আস-এর পায়ে একটি কাঁটা ঢুকে পড়ে। তাতে তার মৃত্যু হয়। হারিছ ইব্ন তালাতিল হযরত জিবরাঈল (আ)-কে অতিক্রম করছিল। তিনি তার মাথার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তার সমগ্র মাথায় পুঁজ ছড়িয়ে পড়ে। তাতে তার মৃত্যু হয়।

এরপর ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা তার মৃত্যুর সময় তিন পুত্রকে ডেকে ওসীয়্যত করেছিল। তার তিন পুত্র ছিল যথাক্রমে খালিদ, হাশিম ও ওয়ালীদ। সে বলেছিল বৎসরা। আমি তোমাদেরকে তিনটি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। খুযাআ গোত্রের নিকট আমার খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী রয়েছে। তোমরা ঐ প্রতিশোধের দাবী ছেড়ে দিও না। অবশ্য আমি জানি যে, ওদের নিকট আমি যে দাবী করেছি তা থেকে তারা মুক্ত ও নির্দোষ। কিন্তু আমি আশংকা করছি যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা যদি ঐ দাবী বহাল না রাখ, তবে সেজন্যে তোমরা সমালোচিত হবে। ছাকীফ গোত্রের নিকট আমার সুদ পাওনা রয়েছে। উসুল না করা পর্যন্ত এই দাবী তোমরা ছেড়ে দিবে না। আবূ আযীহার দাওসীর নিকট আমি দেন-মোহর বাবদ পরিশোধিত অর্থ ফেরত পাব। সে যেন তা থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত না করে। আবূ আযীহার তার এক কন্যার বিয়ে দিয়েছিল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার নিকট। পরে সে ঐ কন্যাকে ওয়ালীদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে ওদের দু'জনের মেলামেশা হয়নি। কিন্তু আবূ আযীহার মেয়ের দেন-মোহর বাবদ ধার্যকৃত অর্থ ওয়ালীদ থেকে উসুল করে নিয়েছিল। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর বনূ মাখযূম গোত্রের লোকেরা খুযাআ গোত্রের নিকট রক্তপণ দাবী করে। তারা বলে যে, তোমাদের খুযাআ গোত্রের এক লোকের তীরের আঘাতে ওয়ালীদের মৃত্যু হয়েছে। খুযাআ গোত্র ঐ দাবী অস্বীকার করে। ফলে এ বিষয়ে উভয় পক্ষ পাল্টাপাল্টি কবিতা রচনা করে এবং উভয় গোত্রের মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টির উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত খুযাআ গোত্র আংশিক রক্তপণ প্রদান করে আপোস মীমাংসা করে এবং সংঘাত থেকে রক্ষা পায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর হিশাম ইব্ন ওয়ালীদ একদিন আবূ উযাইহিরের উপর চড়াও হয়। সে তখন যুল-মাজাযের বাজারে ছিল। হিশামের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়। বস্তুত আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবূ উযায়হির একজন সম্মানিত লোক ছিল। তার এক মেয়ে ছিল আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী। আবূ উযায়হির-এর হত্যাকাণ্ডের সময় আবূ সুফিয়ান বিদেশে ছিলেন। তার পুত্র

১. ১৫ : ৯৪, ৯৫, ৯৬।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। বনূ মাখযূমের উপর আক্রমণ করার জন্যে সে লোক সংগ্রহ করে। ইতোমধ্যে আবূ সুফিয়ান দেশে ফিরে আসেন এবং পুত্র ইয়াযীদের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হন। তাকে গাল-মন্দ এবং প্রহার করেন। তিনি উযায়হিরের হত্যাকাণ্ডের শাস্তি স্বরূপ দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণে রাযী হন এবং তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বলেন, দাওস বংশীয় একজন লোকের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে তুমি কি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে যাতে কুরায়শগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত উযায়হিরের খুনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে আবূ সুফিয়ানের নিকট একটি কবিতা লিখে পাঠান। এর প্রতিক্রিয়ায় আবূ সুফিয়ান বলেছিল, আমাদের একে অন্যকে হত্যা করার জন্যে প্ররোচনা দিয়ে হাস্‌সান যে কবিতা লিখেছেন তা অত্যন্ত মন্দ কাজ। অথচ ইতোপূর্বে বদরের যুদ্ধে আমাদের বহু শীর্ষস্থানীয় লোক নিহত হয়েছেন। পরবর্তীতে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাইফ গমন করেন, তখন তাইফের অধিবাসীদের নিকট প্রাপ্য তাঁর পিতার সুদ উসুল করা সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জানতে চান। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, জনৈক আলিম আমাকে বলেছেন যে, এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই নীচের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও— যদি তোমরা মু'মিন হও। এর পরবর্তী আয়াতগুলোও এ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে (২ ঃ ২৭৮)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবু উযাইহিরের পুত্ররা তাদের পিতার খুনের প্রতিশোধ নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। অবশেষে ইসলাম এসে খুনের প্রতিশোধ নেয়ার কুপ্রথা থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। তবে যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস আসলামী কতক কুরায়শী লোকের সাথে একবার দাওসের এলাকায় সফরে গিয়েছিল। তখন তারা উম্মে গায়লান নামে দাওস গোত্রের আযাদকৃত এক ক্রীতদাসীর ঘরে উঠে। মহিলাদের খোঁপা বেঁধে দেয়া এবং বিয়ের কনে সাজিয়ে দেয়া ছিল ঐ ক্রীতদাসীর পেশা। আবূ উযাইহিরের খুনের প্রতিশোধরূপে দাওস গোত্রের লোকেরা কুরায়শী মেহমানদেরকে হত্যার চক্রান্ত করে। উম্মে গায়লান ও তার সাথী কতক মহিলা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং মেহমানদেরকে রক্ষা করে। সুহায়লী বলেন, উম্মে গায়লান তখন যিরার ইব্‌ন খাত্তাবকে রক্ষার জন্যে তার জামার নীচে শরীরের সাথে জড়িয়ে রাখে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে উম্মে গায়লান তাঁর নিকট আসে। সে ধারণা করেছিল যে, যিরার ইব্‌ন খাত্তাব হযরত উমর (রা)-এর সহোদর ভাই। হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, আমি যিরারের সহোদর ভাই নই। বরং দীনী ভাই। তবে যিরারের প্রতি তোমার যে অসামান্য অনুগ্রহ রয়েছে তা আমার জানা আছে। অতঃপর মুসাফির হিসেবে হযরত উমর (রা) উম্মে গায়লানকে কিছু সাদাকা প্রদান করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, উহুদ দিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে যিরার ইব্‌ন খাত্তাব এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব মুখোমুখি হন। তখন যিরার ইব্‌ন খাত্তাব হযরত উমর (রা)-কে নাগালে পেয়েও বর্শার ধারালো

অংশ দ্বারা আঘাত না করে ধারবিহীন পাশ দিয়ে গুঁতো দিতে থাকে এবং বলতে থাকে, হে খাত্তাব তনয়! সরে যান, সরে যান। আমি আপনাকে হত্যা করব না। পরবর্তীতে যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত উমর (রা) যিরার (রা)-এর ঐ সহানুভূতির কথা স্মরণ করতেন।

পরিচ্ছেদ

বায়হাকী (র) এ পর্যায়ে কুরায়শদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদ দু'আর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরায়শগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাফরমানী ও অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সম্প্রদায়ের ভোগকৃত সাত বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের মত টানা সাত বছরের দুর্ভিক্ষ নাযিল করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত 'আমাশ...... ইব্‌ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, পাঁচটি বিষয় বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে। কাফিরদের জন্যে প্রতিশ্রুত ধ্বংস[১], রোম বিজয়, ধূম্র আগমন, চরম পাকড়াও এবং চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া। অন্য বর্ণনায় ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, কুরায়শগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্যতায় অটল রইল এবং ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর নাযিলকৃত সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ কুরায়শদের উপর নাযিল করে তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, এরপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। তাদের সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় তারা মরা জীবজন্তু খেতে থাকে। এমন হল যে, উপোস করার কারণে তারা আকাশে ধোঁয়া দেখতে পেতো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিপদ মুক্তির জন্যে দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّا كَاشِفُوْا الْعَذَابِ قَلِيلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ.

আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্যে রহিত করছি, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে (৪৪ ঃ ১৫)।

তিনি বলেন, তারা পুনরায় তাদের কুফরীতে ফিরে যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের শাস্তি বিলম্বিত করা হয়। তিনি একথা বলেছেন যে, বদর দিবস পর্যন্ত তাদের শাস্তি বিলম্বিত করা হয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আলোচ্য শাস্তি দ্বারা যদি কিয়ামত দিবসের শাস্তি বুঝানো হয়, তবে ওই শাস্তি তো রহিত করা হবে না।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ.

যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রচন্ড ভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবই (৪৪ ঃ ১৬)। এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন যে, এখানে বদর দিবসের শাস্তির কথা বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

---

১. এতদ্বারা বদর দিবসকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন মক্কার লোকজন তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে এবং তারা তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি নাযিলকৃত সাত বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন। ফলে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা মৃত জীব-জন্তু, চামড়া এবং হাড্ডি খেতে থাকে। ঐ প্রেক্ষিতে মক্কার অধিবাসী কতক লোক নিয়ে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে উপস্থিত হন। তারা বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তো দাবী কর যে, তুমি দয়া ও করুণার আধার রূপে প্রেরিত হয়েছ। এখন তো তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওদের রক্ষার জন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের জন্যে দু'আ করলেন। মক্কার লোকদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। টানা সাত দিন বর্ষণ চলল। অবশেষে লোকজন তাঁর নিকট অতিবৃষ্টির অনুযোগ করল। তিনি দু'আ করে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

হে আল্লাহ্! আমাদের উপর নয়, অন্যদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।" ফলে তাদের উপর থেকে মেঘ কেটে গেল এবং মক্কাবাসীদেরকে ছেড়ে আশেপাশে অন্যত্র বৃষ্টি বর্ষিত হল।

ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, ধোঁয়া দেখার নিদর্শনও বাস্তাবায়িত হয়েছে। আর তা' হল তাদের উপর আপতিত ক্ষুধার জ্বালা। যার ফলে তারা আকাশে ধোঁয়া দেখত। অর্থাৎ চোখে অন্ধকার দেখত।

اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ.

আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্যে রহিত করছি— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। আয়াতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, রোমানদের বিজয় সম্পর্কিত আয়াতও বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা মুতাবিক কাফিরদেরকে প্রচণ্ডভাবে পাকড়াও করার আয়াতও বাস্তবায়িত হয়েছে। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আয়াতও বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশ-ই বদর দিবসে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বায়হাকী (র) বলেন, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে চরমভাবে পাকড়াও করা, ধোঁয়া দেখা এবং কাফিরদের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলো বদর দিবসে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম বুখারী (র) এ বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এরপর আবদুর রায্যাক........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, শেষ পর্যন্ত আবূ সুফিয়ান উপস্থিত হন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট। ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বৃষ্টি কামনা করছিলেন। তখন কোন খাদ্য দ্রব্য না পেয়ে তারা খেজুরের[১] ডাল পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন।

وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ.

আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলানা এবং কাতর প্রার্থনা করল না (২৩ ঃ ৭৬)।

১. সূরা রূম আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের বিপদমুক্তির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিপদ দূর করে দিলেন। হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আবূ সুফিয়ান সম্পর্কিত এক বর্ণনায় কিছু বাক্য রয়েছে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের পর। অবশ্য এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, এরূপ ঘটনা দু'বার ঘটেছিল। একবার ঘটেছিল হিজরতের পর এবং একবার ঘটেছিল হিজরতের পূর্বে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এরপর বায়হাকী (র) পারসিক ও রোমানদের ঘটনা এবং নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّومُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ....... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু ওদের এই পরাজয়ের পর ওরা শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্রই। আর সেদিন মু'মিনগণ আল্লাহ্র সাহায্য লাভে হর্ষোৎফুল্ল হবে..... (৩০ ঃ ১-৫)। বায়হাকী (র) এরপর সুফিয়ান ছাওরী....... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমকগণ বিজয়ী হোক মুসলমান তাই কামনা করতেন। কারণ, রোমকগণ ছিল আহলে কিতাব, খৃস্টান। পক্ষান্তরে, আরবের মুশরিক লোকেরা কামনা করত যে, পারসিকগণ যেন বিজয়ী হয়। কারণ, ওরা ছিল মূর্তি পূজারী। এই মনোভাবের কথা মুসলমানগণ হযরত আবূ বকর (রা)-কে জানান। তিনি এটি জানান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "বস্তুত রোমকগণ অবিলম্বে বিজয়ী হবে।" হযরত আবূ বকর (রা) এ সংবাদ মুশরিকদেরকে জানালেন। তারা বলল, তাহলে আসুন আমরা একটি মেয়াদ নির্ধারিত করি। এই মেয়াদের মধ্যে যদি রোমকগণ বিজয়ী হয়, তবে এই অমুক বস্তু আমরা আপনাকে দিব। আর যদি পারসিকগণ বিজয়ী হয়, তবে আপনি অমুক অমুক বস্তু আমাদেরকে দেবেন। এ সকল কথা হযরত আবূ বকর (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনি দশ বছরের কম সময়টাকে মেয়াদ নির্ধারিত করলেন না কেন ? পরবর্তীতে সত্য সত্যই রোমকগণ বিজয়ী হয়েছিল।

এই হাদীছের সনদগুলো আমরা তাফসীর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। আমরা উল্লেখ করেছি যে, আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণাকারী ছিল উমাইয়া ইব্ন খালফ। আর চ্যালেরে মূল্য ছিল ৫টি বিশাল বপু উট।[১] চ্যালেঞ্জের একটি মেয়াদ নির্ধারিত ছিল। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শে হযরত আবূ বকর (রা) ওই মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেন এবং চ্যালেঞ্জের মূল্যমানও বাড়িয়ে দেন। পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমকদের বিজয় সংঘটিত হয়েছিল বদর যুদ্ধের দিবসে। অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধির দিবসে ওই বিজয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

---

১. اَلْقَلَابِص। বড় বড় উট।

এরপর তিনি ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম....... আলা ইব্ন যুবায়র কিলাবী সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা যুবায়র কিলাবী বলেছেন, আমি রোমকদের উপর পারসিকদের বিজয় এবং পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয় দুটোই দেখেছি। এরপর রোমক এবং পারসিক উভয় জাতির উপর মুসলমানদের বিজয় দেখিছি। মুসলমানদের সিরিয়া এবং ইরাক জয়ও আমি দেখেছি। মাত্র পনের বছরের মধ্যে এসব ঘটনা সংঘটিত হয়।

মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাত্রিভ্রমণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ ও নৈশ ভ্রমণের হাদীছগুলো ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির তাঁর গ্রন্থে "নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রথম দিকের ঘটনাবলী" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তবে ইব্ন ইসহাক ওইগুলো উল্লেখ করেছেন নবুওয়াত লাভের ১০ বছর পরের ঘটনাবলীর সাথে। বায়হাকী (র) মূসা ইব্ন উকবা সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাত্রিকালীন বিশেষ ভ্রমণের ঘটনা ঘটেছে তাঁর মদীনায় হিজরতের এক বছর পূর্বে। তিনি বলেছেন যে, ইব্ন লাহ্ইয়াহ্ আবূ আসওয়াদ সূত্রে উরওয়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাকীম..... ইসমাঈল সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে মি'রাজের রাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। সুতরাং সুদ্দীর বর্ণনা অনুসারে মি'রাজের ঘটনা ঘটে যুল-কা'দা মাসে আর যুহরী ও উরওয়া (র)-এর বর্ণনানুসারে ওই ঘটনা ঘটে রবিউল আউয়াল মাসে। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা..... জাবির ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দু'জনে বলেছেন যে, হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একই তারিখে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। ওই তারিখে তাঁর মি'রাজ সংঘটিত হয়। ওই তারিখে হিজরত করেন এবং ওই তারিখেই তিনি ইনতিকাল করেন। অবশ্য, এই বর্ণনার সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে।

হাফিয আবদুল গনী ইব্ন সারূর মুকাদ্দিসী তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ তারিখটিই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য, তিনি অন্য একটি হাদীছও উল্লেখ করেছেন, সেটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। ওই হাদীছটি আমরা রজব মাসের ফযীলত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। সেটি এই যে, মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেউ কেউ মনে করেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাতকে "লায়লাতুর রাগাইব" বলা হয়। ওই রাতে বিশেষ নামায আদায়ের রেওয়াজের উদ্ভব হয়েছে। বস্তুত এর কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ প্রসংগে কেউ কেউ এই কবিতা পাঠ করেন ঃ

لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ عُرِجَ بِالنَّبِيِّ – لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُ رَجَبٍ–

অর্থাৎ 'জুমুআর রাত সে তো মর্যাদাময় রাত। রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাতে নবী করীম (সা)-এর মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়।'

এই কবিতায় দুর্বলতা আছে। যারা জুমুআর রাতে মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা এই কবিতা উল্লেখ করলাম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

পবিত্র মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায়— যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা (১৭ ঃ ১)। এ আয়াত প্রসংগে আমরা এ সম্পর্কিত প্রায় সকল হাদীছ উল্লেখ করেছি। সুতারাং সেখান থেকে সুদৃঢ় সনদ বিশিষ্ট হাদীছগুলো এবং এ বিষয়ক আলোচনা আমরা এখানে উল্লেখ করব। তা-ই যথেষ্ট হবে। ইব্ন ইসহাকের বক্তব্যের সার কথাগুলোও আমরা উল্লেখ করব। কারণ, ইতোপূর্বে উল্লিখিত অধ্যায়গুলো উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রাত্রিকালীন ভ্রমণ করানো হল মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত। মাসজিদুল আকসা হল ইলিয়া এলাকার বায়তুল মুকাদ্দাসে। ইতোমধ্যে মক্কার কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। ইব্ন ইসহাক আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাত্রিকালীন বিশেষ ভ্রমণ তথা মি'রাজ সম্পর্কে যাঁদের হাদীছ আমার নিকট পৌঁছেছে তাঁরা হলেন ইব্ন মাসঊদ (রা), আবূ সাঈদ (রা), আইশা (রা), মুআবিয়া (রা), উম্মে হানী (রা) বিন্ত আবূ তালিব, হাসান ইব্ন আবূ হাসান (রা), ইব্ন শিহাব যুহরী (র), এবং কাতাদা (র) প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ। তাঁরা সকলে কিন্তু ঘটনার সকল দিক বর্ণনা করেননি। বরং এক একজন এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন। মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজের ঘটনায় আমার নিকট যে সকল তথ্য পৌঁছেছে, সেগুলোর মধ্যে ঈমানী পরীক্ষা রয়েছে। এটি মূলত মহান আল্লাহ্র অপরিসীম কুদরত ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ। জ্ঞানী লোকদের জন্যে এর মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হিদায়াত, রহমত এবং ঈমানদারদের জন্যে দৃঢ়তার উপাদান। এটি নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার সুমহান কর্ম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা দেখানোর ইচ্ছা ছিল তা দেখানোর জন্যে মহান আল্লাহ্ তাঁকে যেভাবে চেয়েছেন যেরূপে চেয়েছেন, সেরূপে ভ্রমণ করিয়েছেন। ফলে তিনি মহান আল্লাহ্র অনন্য কুদরত ও শক্তির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেন। যে কুদরত ও শক্তি দ্বারা আল্লাহ্ যখন যা চান, তখন তা করতে পারেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বুরাক উপস্থিত করা হল। এটি সেই বাহন, পূর্ববর্তী নবীগণ যার উপর সওয়ার হতেন। সেটি তার কদম রাখে তার দৃষ্টির প্রান্ত সীমায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটিতে সওয়ার হলেন। তাঁকে নিয়ে সাথী জিবরাঈল (আ) যাত্রা করলেন। আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী নিদর্শনগুলো তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখাচ্ছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ অনেক নবী-রাসূলের সাথে সাক্ষাত হয়। তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে তাঁরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেন। এরপর তাঁর সম্মুখে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হয়। একটিতে দুধ, একটিতে মদ এবং একটিতে ছিল পানি। তিনি দুধের

পাত্র থেকে পান করলেন। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, "আপনি নিজে হিদায়াতপ্রাপ্ত হলেন আপনার উম্মতকেও হিদায়াতপ্রাপ্ত করলেন।"

হাসান বসরী (র) সূত্রে মুরসাল রূপে ইব্‌ন ইসহাক বলেন, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘুম থেকে তুললেন। এরপর তাঁকে নিয়ে মাসজিদুল হারামের দরজায় এলেন। তাঁকে বুরাকের পিঠে আরোহণ করালেন। এটি গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি আকারের একটি সাদা রঙের সওয়ারী। সেটির দু' উরুতে দুটো ডানা ছিল। ডানা দুটো দ্বারা সে পা দুটো ঢেকে রেখেছিল। সে কদম রাখছিল তার দৃষ্টির শেষসীমায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এরপর জিবরাঈল (আ) আমাকে বুরাকের পিঠে তুললেন। তারপর আমাকে নিয়ে যাত্রা করলেন। আমরা যাচ্ছিলাম এক সাথে। একে অন্য থেকে অদৃশ্য হইনি।

আমি বলি, ইব্‌ন ইসহাকের উল্লিখিত কাতাদা (র)-এর হাদীছে এরূপ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বুরাকের পিঠে উঠার ইচ্ছা করলেন, তখন সে দাপাদাপি করে তাকে পিঠে নিতে অসম্মতি উত্থাপন করছিল। তখন তার কেশরে হাত রেখে জিবরাঈল (আ) বললেন, হে বুরাক! তুমি যা করছো তার জন্যে কি তোমার লজ্জা হয় না? আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে এমন কোন বান্দা তোমার পিঠে চড়েননি যিনি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর চাইতে অধিক সম্মানিত। একথা শুনে বুরাকটি লজ্জিত হলো। তার দেহ থেকে ঘাম বের হতে শুরু করে। সে শান্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পিঠে আরোহণ করলেন। হাসান বসরী (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর সাথে রইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) মূসা (আ), ও ঈসা (আ)-সহ অনেক নবী-রাসূলের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইমাম হয়ে তাঁদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর ইব্‌ন ইসহাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদের পরিবর্তে দুধের পাত্র গ্রহণ করার ঘটনা এবং তাঁকে উদ্দেশ করে জিবরাঈল (আ)-এর "আপনি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং উম্মতকেও হিদায়াতপ্রাপ্ত করেছেন আর আপনাদের জন্যে মদ হারাম করা হয়েছে" মন্তব্য করার কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ফিরে এলেন এবং সকাল বেলা কুরায়শী লোকদেরকে এ ঘটনা বলতে শুরু করলেন। কথিত আছে যে, অধিকাংশ লোক তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং একদল লোক ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) তা শোনা মাত্র সত্য বলে মেনে নেন। তিনি বলেন, আমি তো সকাল-সন্ধ্যা তাঁর আসমানী সংবাদগুলো বিশ্বাস করি। তাহলে তাঁর বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার সংবাদ বিশ্বাস না করার কী আছে? বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থা জানান। সেদিন থেকে আবূ বকর (রা) সিদ্দীক তথা সত্যপ্রাণ উপাধিতে ভূষিত হন। হাসান (র) বলেন, এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

'আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে' (১৭ ঃ ৬০)।

ইব্‌ন ইসহাক উম্মে হানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে আমার ঘর থেকে। সে রাতে 'ইশার নামায আদায়ের পর তিনি আমার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ফজরের একটু পূর্বে তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগালেন। আমরা যখন ভোর বেলা তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম, তখন তিনি বললেন, হে উম্মে হানী! গতরাতে এই ভূমিতে আমি তোমাদের সাথে ইশার নামায আদায় করেছি। তারপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস যাই এবং সেখানে নামায আদায় করি। এখন আবার তোমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম তাতো দেখলেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর চাদরের প্রান্ত ধরে বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! একথা আপনি কারো নিকট বলবে না। বললে তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তা অবশ্যই বলব। তিনি তা বললেন। এরপর ঠিকই লোকজন তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে মিথ্যাবাদী ঠাওরালো। ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বললেন, আমি অমুক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলাকে অতিক্রম করেছি। আমার সওয়ারীর চলার শব্দে ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে তাদের একটি উট কাফেলা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পলায়নকৃত উটের অবস্থান আমি তাদেরকে জানিয়ে দিই। আমি তখন সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আমি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করি। সাহ্‌নান নামক স্থানে এসে আমি অমুক গোত্রের কাফেলার সাক্ষাত পাই। তারা সকলে তখন নিদ্রামগ্ন। তাদের একটি পাত্রে পানি ছিল। কিছু একটা দিয়ে তারা সেটি ঢেকে রেখেছিল। ওই ঢাকনা উঠিয়ে আমি ওখান থেকে পানি পান করি। এরপর যেমনটি ছিল তেমনটি ঢেকে রাখি। এর প্রমাণ হল ওদের কাফেলা এখন তান্‌ঈম পাহাড়ের উঁচুস্থান থেকে "বায়দা" নামক স্থানে অবতরণ করছে। তাদের উট পালের সম্মুখে রয়েছে একটি খাকি রংয়ের উট। তার মধ্যে দুটো চিহ্ন আছে। একটি কাল অপরটি সাদা-কালো মিশ্রিত। লোকজন তখন দ্রুত ছানিয়া অর্থাৎ তানঈম পাহাড়ের চূড়ার দিকে ছুটল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণিত সম্মুখস্থ উটটি তারা দেখতে পেল না। তবে কাফেলার লোকজনকে ওদের পানি-বাক্স ও উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। ওরা উত্তরে ঠিক তাই বলেছে যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতোপূর্বে বলেছিলেন।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র আসবাত সূত্রে ইসমাঈল সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওই কাফেলা ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্তে সূর্য প্রায় অস্তমিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে স্থির রেখে দিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা মুতাবিক ওই কাফেলাটি এসে পড়লো। এরপর সূর্য অস্তমিত হল। বস্তুত সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে এবং অন্য একদিন নবী ইউশা ইব্‌ন নূন-এর জন্যে সূর্য স্থির থেকেছিল। এ ছাড়া কারো জন্যে সূর্য কোন দিন স্থির থাকেনি। এটি বায়হাকীর বর্ণনা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না এমন এক লোক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ সাঈদ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, বায়তুল মুকাদ্দাস কেন্দ্রিক কাজকর্মগুলো আমি যখন শেষ করলাম, তখন আমার নিকট ঊর্ধ্বারোহণের বাহন নিয়ে আসা হল। ওই রকম সুন্দর ও মনোরম কিছু আমি ইতোপূর্বে

কখনো দেখিনি। তোমাদের পুণ্যবান মুমূর্ষু ব্যক্তির চোখ এটি দেখেই স্থির হয়। আমার সাথী জিবরাঈল আমাকে সেটির উপর আরোহণ করান। সেটি আমাকে নিয়ে আকাশের একটি দরজার নিকট পৌঁছে। ওই দরজার নাম "বা-বুল হাফাযাহ্" অর্থাৎ প্রহরীদের দরজা। সেখানে নেতৃস্থানীয় একজন ফেরেশতা অবস্থান করছিলেন। তাঁর নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে রয়েছেন বার হাজার ফেরেশতা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন তিনি وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ—তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন আয়াত পাঠ করতেন।

এরপর ইব্‌ন ইসহাক ঐ দীর্ঘ হাদীছটির অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন। সনদ ও বর্ণনাসহ পূর্ণ হাদীছ আমি তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি এবং হাদীছটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কারণ, সেটি এক ব্যক্তির বর্ণনা ভিত্তিক হাদীছ এবং সেটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে। অনুরূপভাবে আমরা উম্মে হানীর বর্ণনা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। কারণ, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে শুরায়ক ইব্‌ন আবূ নামর সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নৈশ ভ্রমণ শুরু হয়েছিল মাসজিদুল হারামের হাতীমের নিকট থেকে। ওই হাদীছের সনদও 'গরীব' পর্যায়ের। তাফসীর গ্রন্থে আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। একটি হল ওই বর্ণনায় রয়েছে যে, এ ঘটনা ঘটেছে ওহীর সূচনা হওয়ার পূর্বে। এ বক্তব্যের উত্তর অবশ্য এই যে, তাদের প্রথমবারের আগমন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিলের পূর্বে। ওই রাতে অন্য কিছু ঘটেনি। এরপর অন্য রাতে তাঁর নিকট ফেরেশতাগণ আসেন। এই রাত সম্পর্কে তিনি বলেননি যে, এটি ওহী নাযিলের পূর্বের ঘটনা। বরং এ যাত্রায় ফেরেশতাগণ এসেছিলেন ওহীর সূচনার পর। হয়ত অল্প কিছুদিন পর। যেমনটি কেউ কেউ বলেন, অথবা প্রায় দশ বছর পর যেমনটি অন্যরা মনে করেন। এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। ওই দিনে ভ্রমণের পূর্বে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার ঘটেছিল। তা এজন্যে করা হয় যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবেন। এরপর তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের প্রেক্ষিতে তিনি বুরাকে আরোহণ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে বুরাকটি বাঁধলেন সেই খুঁটিতে, যে খুঁটিতে নবীগণ (আ) তাঁদের বাহন বাঁধতেন। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে কেবলামুখী হয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারী হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ, বাহন বাঁধা এবং সেখানে নামায আদায়ের ঘটনা ঘটেনি বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইতিবাচক বর্ণনা নেতিবাচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য পায়। অন্যান্য নবীদের (আ) সাথে তাঁর একত্রিত হওয়া এবং তাঁদেরকে নিয়ে তাঁর নামায আদায় করা সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তাঁদের সমবেত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে আকাশে আরোহণের পূর্বে যেমনটি পূর্বের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়। আবার কেউ বলেছেন, তা হয়েছে আকাশে আরোহণের পর যেমনটি কোন কোন বর্ণনায় এসেছে। দ্বিতীয়টিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। উভয় প্রকারের বর্ণনাই আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্। কেউ কেউ বলেছেন, নবীদের নিয়ে তাঁর নামায আদায়ের ঘটনা ঘটেছে আকাশে। অনুরূপভাবে দুধ, মদ ও পানির পাত্রের মধ্য থেকে তাঁর দুধের পাত্র

বাছাই করার ঘটনাও কি বায়তুল মুকাদ্দাসে ঘটেছে, না আকাশে ঘটেছে সে বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

মোদ্দাকথা, বায়তুল মুকাদ্দাসের কাজকর্ম শেষ করার পর তাঁর জন্যে ঊর্ধ্বারোহণের বাহন প্রস্তুত করা হয়। এটি ছিল একটি সিঁড়ি বিশেষ। সেটিতে চড়ে তিনি আকাশে উঠলেন। এ সময়ে তিনি বুরাকে আরোহণ করেননি। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, এ সময়ে তিনি বুরাকে আরোহণ করেছিলেন। বুরাকটি বরং তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজায় বাঁধা ছিল ভ্রমণ শেষে মক্কায় ফিরে আসার জন্যে। মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক আকাশ ছেড়ে অপর আকাশ এরপর পরবর্তী আকাশ অতিক্রম করে পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশ অতিক্রম করলেন। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও বড় বড় ফেরেশতাগণ এবং নবী-রাসূলগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানান। যে সকল নবী-রাসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিল। তিনি তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রথম আকাশে হযরত আদম (আ), দ্বিতীয় আকাশে ইয়াহ্য়া ও ঈসা (আ),[১] চতুর্থ আকাশে ইদরীস (আ) এবং ষষ্ঠ আকাশে মূসা (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে বলে বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আরো বর্ণিত আছে যে, সপ্তম আকাশে সাক্ষাত হয়েছে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে। তিনি সেখানে বায়তুল মা'মূরের সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। বায়তুল মামূরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। তাঁরা সেখানে নামায আদায় ও তাওয়াফ ইত্যাদি ইবাদত করে থাকেন। এরপর বেরিয়ে যান। কিয়ামত পর্যন্ত ওই ফেরেশতাগণ দ্বিতীয়বার বায়তুল মা'মূরে আসবেন না। এরপর তিনি নবীদের অবস্থান-স্থল অতিক্রম করেন। তিনি এমন এক সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছেন, যেখান থেকে কলমের লেখন-শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর নিকট সিদরাতুল মুন্তাহা (সীমান্তের কুলবৃক্ষ) উপস্থিত করা হয়। সেটির পাতাগুলো হাতির কানের মত এবং ফলগুলো হিজর অঞ্চলের কলসীর মত। তখন একাধিক উজ্জ্বল রংয়ের বিশেষ বস্তুসমূহ ওই কুল বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। বৃক্ষে ছড়ানো পক্ষীকুলের ন্যায় ফেরেশতাগণ ওই বৃক্ষে আরোহণ করে। স্বর্ণের পতঙ্গগুলো বৃক্ষটিতে উড়াউড়ি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার জ্যোতিতে ওই বৃক্ষ আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। প্রিয়নবী (সা) তখন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব অবয়বে দেখতে পান। তাঁর ছয়শ' পাখা। এক পাখা থেকে অপর পাখার দূরত্ব যমীন থেকে আসমানের দূরত্বের সমান। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى. مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى.

নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেক বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি (৫৩ ঃ ৫)। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যস্থলে সীমাবদ্ধ ছিল। ডানেও যায়নি, বামেও যায়নি কিংবা উপরেও উঠেনি। এটি হল

১. মূল কিতাবে ৩য় ও ৫ম আকাশের উল্লেখ নেই। সীরাত-ই ইব্‌ন হিশামে আছে যে, তিনি ৩য় আকাশে ইউনুস (আ) ও ৫ম আকাশে হারূন (আ)-কে দেখেছেন।

পরিপূর্ণ স্থিরতা ও প্রশংসনীয় শিষ্টাচার। এটি হল দ্বিতীয়বার দেখা। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, সে আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবার সহ তাঁকে দু'বার দেখলেন। ইব্ন মাসউদ (রা) আবূ হুরায়রা (রা), আবূ যার ও আইশা (রা) এরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত আয়াতের পূর্ব আয়াতসমূহ এই ঃ

عَلَّمَه شَدِيْدُ الْقُوٰى. ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى-

তাঁকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা। সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল। তখন সে উর্ধ্বদিগন্তে। এরপর সে তার নিকটবর্তী হল। অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল। অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন (৫৩ ঃ ৫)। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আবতাহ্ অঞ্চলে। হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর সুবিশাল আকৃতি নিয়ে ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হলেন। উভয়ের মাঝে মাত্র দু'ধনুকের ব্যবধান রইল কিংবা তারও কম। এটিই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। প্রবীণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম-(রা)-এর বক্তব্য থেকে তা-ই প্রতীয়মান হয়।

এ প্রসংগে হযরত আনাস (রা) থেকে শুরায়ক (র) বর্ণনা করেছেন যে, খোদ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হলেন এবং উভয়ের মাঝে দুই ধনুক কিংবা তারও কম ব্যবধান রইল। এ ব্যাখ্যা মূলত বর্ণনাকারীর নিজস্ব উপলব্ধিও হতে পারে। বর্ণনাকারী এটিকে হাদীছের মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এটি যদি মূলত হাদীছের অংশ হয়েই থাকে, তাহলে এটি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা নয় বরং অন্য কোন প্রসংগজনিত বক্তব্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ওই রাতে মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (সা) তাঁর উম্মতের উপর দিনে-রাতে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছিলেন। এরপর প্রিয়নবী (সা) মহান আল্লাহ্ এবং মূসা (আ)-এর নিকট একাধিকবার যাতায়াত করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা ৫০ ওয়াক্ত থেকে তা ৫ ওয়াক্তে নামিয়ে আনেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই ৫ ওয়াক্ত মূলত ৫০ ওয়াক্ত। একে দশ অনুপাতে। এই সূত্রে ওই রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহান আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনের সুযোগ লাভ করেন। হাদীছ বিশারদগণ এ বিষয়ে প্রায় সকলে একমত। তবে তিনি মহান আল্লাহ্কে দেখতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, তিনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে মহান আল্লাহ্কে দু'বার দেখেছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও তাঁর অনুসারী একদল লোক একথা বলেছেন। অন্য একি বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্যরা শর্তহীন দেখার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটিও তিনি অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখেছেন বলে ধরে নিতে হবে। শর্তহীন দীদারের কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) অন্যতম। কেউ কেউ স্পষ্টভাবে এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষভাবে স্বচক্ষে দেখেছেন। ইব্ন

জারীর এ অভিমত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী যুগের একদল উলামায়ে কিরাম তাঁকে অনুসরণ করেছেন। স্বচক্ষে দেখেছেন বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন শায়খ আবুল হাসান আশআরী। সুহালী তাই বর্ণনা করেছেন। শায়খ আবূ যাকারিয়া নবভীও এমত গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

একদল বিশ্লেষক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আল্লাহ্র দীদার লাভ সম্পর্কিত কোন ঘটনা-ই ঘটেনি। সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীছের সূত্র ধরে তাঁরা এ কথা বলেন। হযরত আবূ যর (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, نُوْرٌ اَنِّى اَرَاهُ —বরং নূরই আমি প্রত্যক্ষ করেছি। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন رَأَيْتُ نُوْرًا, আমি নূর দেখেছি। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন যে, ধ্বংসশীল চক্ষুদ্বারা চিরন্তন সত্তাকে দেখার ঘটনা ঘটেনি। কোন কোন আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিলেন, হে মূসা! কোন জীবিত মানুষ আমাকে দেখলে তার নিশ্চিত মৃত্যু হবে এবং কোন শুষ্ক বস্তু আমাকে দেখলে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যকার মতভেদ সর্বজন বিদিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসে নেমে এলেন। বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য থেকে ফিরোসার সময় অন্যান্য নবীগণও তাঁর সম্মানার্থে তাঁর সাথে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সম্মানিত প্রতিনিধিগণের আগমনের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে। আগন্তুকের আগমনের পূর্বে তারা কারো নিকট সমবেত হন না। এজন্যেই উর্ধ্বে আরোহণের সময় যখনই যে নবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন, সে নবীর পরিচয় জানিয়ে এবং সে নবীকে সালামের আহ্বান জানিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছেন, ইনি অমুক, তাঁকে সালাম দিন। বস্তুত ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে যদি সবাই বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত হতেন, তাহলে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হতো না। এর পক্ষে একটি দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, فَلَمَّا جَائَتِ الصَّلٰوةُ اَمَمْتُهُمْ —যখন নামাযের সময় হলো, তখন আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। ওই ওয়াক্ত নিশ্চয়ই ফজরের নামাযের ওয়াক্ত। আল্লাহ্র নির্দেশে জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কোন স্থানে অধিকতর মর্যাদাবান ইমাম উপস্থিত থাকলে সেখানে বাড়ীর মালিক নয় বরং উক্ত ইমাম-ই ইমামতি করবেন। কারণ, বায়তুল মুকাদ্দাস অন্যান্য নবীদের মহল্লা ও বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে ইমামতি করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে বের হয়ে বুরাকে আরোহণ করলেন এবং মক্কায় ফিরে এলেন। তখন তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ শান্ত সমাহিত। ওই রাতে তিনি এমন সব ঘটনা ও নিদর্শন দেখেছেন অন্য কোন লোক তার কিছুটা দেখলেও হত-বিহ্বল ও অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন পরিপূর্ণভাবে স্থির ও শান্ত। তবে তিনি আশংকা করছিলেন যে, এ সংবাদ প্রকাশ করলে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে পারে। তাই তিনি প্রথমে নম্র ও হাল্কা ভাবে তাদেরকে ওই রাতে তাঁর বায়তুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার ঘটনা

জানালেন। আবূ জাহ্ল (তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত) দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থির ও শান্তভাবে মাসজিদুল হারামে বসে আছেন। সে বলল, নতুন কোন সংবাদ আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, আছে। সে বলল, কী সংবাদ ? তিনি বললেন, এ রাতে আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ভ্রমণ করানো হয়েছে। আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে বলল, বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই। সে বলল, আচ্ছা আমি যদি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডেকে আনি এজন্যে যে, তুমি আমাকে যা জানিয়েছ তাদেরকেও তুমি তা জানাবে তা'হলে তুমি কি ওদেরকেও তা জানাবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আলবৎ জানাব। আবূ জাহ্লের ইচ্ছা ছিল সে কুরায়শদেরকে একত্রিত করবে যাতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে এ অভিনব ও অকল্পনীয় কথা শুনতে পায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে একত্রিত করা যাতে তিনি এ ঘটনা তাদেরকে জানাতে পারেন এবং তাঁর বার্তা তাদের নিকট পৌঁছাতে পারেন। আবূ জাহ্ল সবাইকে ডেকে বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কালবিলম্ব না করে সবাই এখানে সমবেত হও! নিজ নিজ আসর থেকে উঠে এসে সকলে সেখানে এসে হাযির হল। আবূ জাহ্ল বলল, তুমি এইমাত্র আমাকে যা জানালে তা এবার তোমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে জানাও। ওই রাতে তিনি যা দেখেছেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে নামায আদায় করেছেন এসকল ঘটনা তিনি তাদেরকে জানালেন। এ ঘটনা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘোষণা দিয়ে তাদের কেউ হাত তালি দিয়ে আবার কেউ বা শিস্ দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করলো। মুহূর্তের মধ্যে এ সংবাদটি সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন এসে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) তো এরূপ এরূপ কথাবার্তা বলছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমরা কি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছ ? তারা বলল, তা তো বটেই, আল্লাহ্র কসম, তিনি যে এমন এমন কথা বলছেন! হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, তিনি যদি তা বলে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন। কুরায়শী মুশরিকগণ তাঁর পাশে ছিল। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুরো ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। আবূ বকর (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। তা এজন্যে যে, মুশরিকগণ যেন ওই বর্ণনা শুনতে পায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে। অবশ্য বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে আছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের বিবরণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল মুশরিকরা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এরপর আমি তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা শুনাতে লাগলাম। কতক বিষয়ে আমার অস্পষ্টতা থাকায় আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্মুখ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সকল অন্তরায় সরিয়ে দিলেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস এখন আকীলের ঘরের পাশে। তা দেখে দেখে আমি তার বিবরণ দিচ্ছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের যে বর্ণনা দিলেন তাতো তিনি ঠিকই বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের ব্যবসায়ী কাফেলার পাশ দিয়ে গিয়েছেন এবং ওদের পাত্র থেকে পানি পান করেছেন বলে যে ঘটনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ইব্ন ইসহাক তা উল্লেখ করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ওদের নিকট দলীল-প্রমাণ সুদৃঢ় করলেন এবং বিষয়টি

তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে যারা ঈমান আনয়নকারী, তারা ঈমান আনয়ন করল আর প্রত্যাখ্যানকারীরা দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কুফরী করল। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে। অর্থাৎ যাচাই করা ও পরখ করে নেয়ার জন্যে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা দেখেছেন, তা তাঁর চোখের দেখা ও প্রত্যক্ষ দর্শন ছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে। অর্থাৎ সশরীরে সজ্ঞানে তিনি গমন করেছেন। মি'রাজের রাতে তাঁর বাহনে আরোহণ এবং উর্ধ্বজগতে গমন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তা-ই প্রমাণ করে। এ জন্যে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ-

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি— যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে গমন করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায়। যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্যে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (১৭ ঃ ১)।

কোন অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বর্ণনার সময় তাসবীহ বা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়। তাতে বুঝা যায় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সশরীরে। তা ছাড়া দেহ ও রূহ-এর সমন্বিত অবস্থার ক্ষেত্রেই কেবল আব্‌দ বা বান্দা শব্দ প্রযোজ্য। উপরন্তু ওই মি'রাজ যদি নিদ্রিত অবস্থায় হয়ে থাকত, তবে কাফিরগণ তখনই তা অস্বীকার করত না এবং সেটিকে অসম্ভবও মনে করত না। কারণ নিদ্রার মধ্যে এরূপ কিছু দেখা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। এরপর প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সজাগ অবস্থায় সশরীরে মি'রাজে গিয়েছেন বলে তাদেরকে জানিয়েছিলেন, নিদ্রার মধ্যে নয়। বর্ণনাকারী শুরায়ক সূত্রে হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اِسْتَيْقَظْتُ فَاِذَا اَنَا فِى الْحِجْرِ-

তারপর আমি সজাগ হলাম এবং দেখলাম আমি কা'বার হাতীমে অবস্থান করছি বস্তুত এটি বর্ণনাকারী শুরায়কের ভুল বর্ণনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অথবা এটা বলা হবে যে, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকে তিনি "সজাগ হওয়া" বলেছেন। হযরত আইশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীছে এরূপ মর্ম ধরে নেয়া হয়েছে। হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাইফে গেলেন। তাইফের লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসলাম। তারপর আমি সজাগ হলাম। কারণ আল-ছা'আলিব নামক

স্থানে এসে। আবূ উসায়দ-এর হাদীছে আছে যে, তিনি তাঁর পুত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে এসেছিলেন তার মুখে প্রথম খাবার দেয়ার জন্যে। তিনি তাঁর পুত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোলে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন। ইতোমধ্যে আবূ উসায়দ তাঁর পুত্রকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সজাগ হলেন। কিন্তু শিশুটিকে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞাসাবাদে লোকজন বলল যে, শিশুটির পিতা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তখন তিনি ওই শিশুটির নাম রাখলেন মুনযির। বস্তুত উপরোক্ত হাদীছসমূহে শুরায়কের ভুল বলার চাইতে সজাগ হওয়া অর্থ "সম্বিৎ ফিরে পাওয়া ও সচকিত হওয়া" নেয়াই উত্তম। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক........ হযরত আইশা (রা) বলতেন যে,

مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَسْرٰى بِرُوْحِهَا

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ দুনিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলা রূহানীভাবে অর্থাৎ তাঁর রূহকে রাত্রি ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইব্ন ইসহাক আরো বলেন যে, ইয়াকূব ইব্ন উতবা আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে মুআবিয়া (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন যে, সেটি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্ন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, তাদের দু'জনের কথাও অগ্রাহ্য করার মত নয়। কারণ হাসান (র) বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ-

আয়াতটি মি'রাজ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল এবং যেমনটি ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন

يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ-

হে প্রিয় পুত্র! আমি তো স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবাহ্ করছি (৩৭ ঃ ১০২)। হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

تَنَامُ عَيْنَىَّ وَقَلْبِىْ يَقْظَانَ

"আমার চোখ নিদ্রামগ্ন হয় কিন্তু অন্তর থাকে সজাগ"।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মূলত কী ঘটেছিল তা আল্লাহ্ তা'আলা-ই-ভাল জানেন। বস্তুত তাঁর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্র যে সকল কুদরত তাঁর দেখার তা তিনি দেখেছেন। সেটি ঘুমের মধ্যে হোক আর সজাগ অবস্থায়ই হোক তার সবই সত্যও যথার্থ।

আমি বলি, ইব্ন ইসহাক এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি বরং উভয়টাই সম্ভব বলে মনে করেন। তবে আমি বলি যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সজাগ অবস্থায় তাতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। এ সম্পর্কিত দলীলাদি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ স্থানান্তরিত হয়নি এবং তাঁর রাত্রি ভ্রমণ রূহানী ভাবে হয়েছে" হযরত আইশা (রা)-এর এই মন্তব্যও এটা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ হয়েছিল

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে, যেমনটি ইব্ন ইসহাক মনে করেছেন। বরং রূহানী ভাবে মি'রাজ সংঘটিত হলেও নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সজাগ ছিলেন— নিদ্রিত নয়। তিনি বুরাকে আরোহণ করেছেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছেন, আকাশে আরোহণ করেছেন এবং যা দেখেছেন তা' সজাগভাবে দেখেছেন, স্বপ্নে নয়। হযরত আইশা (রা) ও তাঁর মতের সমর্থকগণ সম্ভবত এটিই বুঝিয়েছেন। ইব্ন ইসহাক যে নিদ্রিত অবস্থায় বুঝেছেন তা' তাঁদের উদ্দিষ্ট নয়। আল্লাহ্ই ভাল জনেন।

জ্ঞাতব্য ঃ মি'রাজ গমনের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হয়তো স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আমরা অস্বীকার করি না। কারণ, তিনি যে সব স্বপ্ন দেখতেন তা পরে ভোরের আলোর মত বাস্তব রূপে দেখা যেতো। ইতোপূর্বে ওহী নাযিলের সূচনা বিষয়ক হাদীছে আলোচিত হয়েছে যে, ওহী সম্পর্কে যে ঘটনা ঘটেছে তা ঘটার পূর্বে তিনি তা স্বপ্নে দেখেছিলেন। এ স্বপ্ন ছিল তাঁর পরবর্তী কর্মের ভিত্তি, ভূমিকা, পূর্বাভাস ও প্রস্তুতি স্বরূপ।

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে মত দ্বৈধতা প্রকাশ করেছেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাত্রি ভ্রমণ এবং মি'রাজ বা ঊর্ধ্বগমন দুটো একই রাতে ঘটেছে, নাকি দুটো ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন দু'রাতে ঘটেছে?

তাঁদের একদল বলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ হয়েছিল সজাগ অবস্থায় আর মি'রাজ বা ঊর্ধ্বগমন হয়েছিল স্বপ্নে। মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সাফরা তাঁর রচিত সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একদল বিশ্লেষক বলেছেন ইসরা বা রাত্রিভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিল দু'বার— একবার নিদ্রিত অবস্থায় রূহানীভাবে আর একবার সশরীরে সজাগ অবস্থায়।

হাফিয আবুল কাসিম সুহায়লী তাঁর শায়খ আবূ বকর ইব্নুল আরাবী আল-ফকীহ্ থেকে অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন। সুহায়লী বলেন, এই মন্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে বর্ণিত সকল প্রকারের হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। কারণ শুরায়ক সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "এটি হল তেমন যে, তাঁর অন্তকরণ সজাগ থাকে, চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মন্তব্য তারপর আমি সজাগ হলাম এবং নিজেকে কা'বাঘরের হাতীম অংশে দেখতে পেলাম" সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি দ্বারা ব্যাপারটি স্বপ্নযোগে ঘটেছিল তা বুঝা যায়। অন্যান্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি তখন সজাগ ছিলেন। কেউ কেউ একথা দাবী করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সজাগ অবস্থায় একাধিকবার ইসরা বা রাত্রিভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি কারো কারো মন্তব্য এমন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চার বার মি'রাজে গিয়েছেন। মদীনায় আসার পরও তাঁর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে। এ সকল হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন হিসেবে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা (র) বলেছেন যে, মি'রাজ সর্বমোট তিনবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। একবার বুরাকযোগে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। একবার বুরাকযোগে মক্কা থেকে সরাসরি ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত, যা হুযায়ফা (রা)-এর হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়। আর একবার মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত। এ প্রেক্ষিতে আমরা বলি যে, হাদীছে বর্ণিত শব্দের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে যদি এ মন্তব্য করা হয়, তবে দেখা যাবে যে,

হাদীছে বর্ণিত প্রকৃত অবস্থা তিনের অধিক। এ ব্যাপারে যারা পরিপূর্ণভাবে অবগত হতে চান, তারা যেন আমার তাফসীর গ্রন্থে—

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى–

আয়াতের ব্যাখ্যা দেখে নেন। পক্ষান্তরে কোন বর্ণনায় বায়তুল মুকাদ্দাস গমনের উল্লেখ কোন বর্ণনায় আকাশে আরোহণের উল্লেখের প্রেক্ষিতে যদি এই প্রকারভেদ করা হয়, তবে কোন স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে এমন প্রকারভেদ মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ইমাম বুখারী (র) প্রিয়নবী (সা)-এর ইসরা বা রাত্রিভ্রমণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন আবূ তালিবের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করার পর। এব্যাপারে তিনি ইব্ন ইসহাকের অনুসরণ করেছেন যে, ইব্ন ইসহাক মি'রাজের ঘটনা উল্লেখ করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কী জীবনের শেষ দিকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। কিন্তু এ ঘটনাকে আবূ তালিবের ইনতিকালের পরে উল্লেখ করে তিনি ইব্ন ইসহাকের বিপরীত কাজ করেছেন। কারণ ইব্ন ইসহাক আবূ তালিবের ইনতিকালের ঘটনা উল্লেখ করেছেন মি'রাজের ঘটনা উল্লেখ করার পর। মূলতঃ মক্কী ঘটেছিল তা' আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মোদ্দাকথা, ইমাম বুখারী (র) ইসরা (রাত্রিভ্রমণ) ও মি'রাজ (ঊর্ধ্বারোহণ) এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন এবং পৃথক অধ্যায়ে তা বিন্যস্ত করেছেন। এ সূত্রে তিনি বলেছেন, "ইসরা বিষয়ক হাদীছ এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً –

সম্পর্কিত অধ্যায়

ইয়াহয়া ইব্ন বুকায়র........ জাবির ইব্ন আবদুল্লহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

لَمَّا كَذَّبَتْنِىْ قُرَيْشٌ كُنْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ اُحَدِّثُهُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ–

কুরায়শের লোকেরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছিল, তখন আমি কা'বাগৃহের হাতীম অংশে ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসকে দৃশ্যমান করে দিলেন। ফলে সেটি দেখে দেখে সেটির নিদর্শনসমূহ্ সম্পর্কে আমি তাদেরকে অবহিত করতে লাগলাম। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ (র) যুহরীর মাধ্যমে আবূ সালামা সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তদুপরি ইমাম মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইমাম বুখারী (র) মি'রাজোর হাদীছ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, হুদবা...... মালিক ইব্ন সা'সাআ থেকে বর্ণিত রাত্রিভ্রমণের রাতটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট

বর্ণনা করেছেন যে, আমি কা'বাগৃহের হাতীম অংশে শায়িত ছিলাম। কখনো কখনো তিনি হাতীম শব্দের পরিবর্তে হিজ্‌র শব্দ ব্যবহার করেছেন। হঠাৎ এক আগন্তুক আমার নিকট এসে উপস্থিত হন এবং এখান থেকে ওখান পর্যন্ত চিরে ফেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পাশে জারূদ নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, "এখান থেকে ওখান পর্যন্ত" দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে ? উত্তরে তিনি বললেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কণ্ঠনালীর গোড়া থেকে নাভি পর্যন্ত অংশ বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা এই ঃ এরপর তিনি আমার হৃৎপিণ্ড বের করে আনেন। তিনি আমার নিকট একটি ঈমানভর্তি স্বর্ণপাত্র নিয়ে আসেন এবং তা দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ধুয়ে দেন। তারপর তা যথাস্থানে রেখে দেন এবং আমার দেহ পূর্বের ন্যায় করে দেন। এবার আমার নিকট একটি বাহন উপস্থিত করা হয়। সেটি ছিল আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়। সেটির রং ছিল সাদা। বর্ণনাকারী জারূদ বললেন, হে আবূ হামযা সেটি কি বুরাক ? আনাস (রা) বললেন, হ্যাঁ, সেটি বুরাক। সেটি তার পা রাখে দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমি সেটিতে আরোহণ করি। হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে চললেন। প্রথম আকাশে পৌঁছে তিনি দরজা খুলতে বললেন। প্রশ্ন করা হল, আপনি কে ? "আমি জিবরাঈল" তিনি উত্তর দিলেন। পুনঃ প্রশ্ন করা হল, আপনার সাথে কে আছেন ? উত্তরে বললেন, সাথে আছেন মুহাম্মদ (সা)। বলা হল, তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে কি পাঠানো হয়েছিল? জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, তাই। বলা হল, তবে তাঁকে সাদর অভিনন্দন, কতই না উত্তম আগন্তুক তিনি!" এরপর দরজা খুলে দেয়া হল। উপরে উঠে দেখতে পাই সেখানে হযরত আদম (আ) রয়েছেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন, এবং বললেন "সুস্বাগতম সুসন্তানের প্রতি, সৎকর্মশীল নবীর প্রতি।"

এবার জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে আসলেন। তিনি দরজা খুলতে বললেন। বলা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল (আ)। বলা হল, "আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, সাথে আছেন মুহাম্মদ (সা)। বলা হল, তাঁকে নিয়ে আমার জন্যে কি পাঠানো হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই। বলা হল, "তবে তাকে সুস্বাগতম, কত উত্তম আগন্তুক তিনি। এরপর দরজা খুলে দেয়া হল। উপরে উঠে আমি দেখতে পেলাম হযরত ঈসা (আ) ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে। তাঁরা দু'জনে খালাত ভাই। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি ইয়াহ্ইয়া এবং উনি হচ্ছেন ঈসা (আ), আপনি ওঁদেরকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তাঁরা সালামের উত্তর দিলেন। তাঁরা বললেন, সুস্বাগতম সৎকর্মশীল ভাইকে! সুস্বাগতম সৎকর্মশীল নবীকে! এবার জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত উঠলেন। তিনি দরজা খুলতে বললেন, বলা হল আপনি কে ? "আমি জিবরাঈল, তিনি উত্তর দিলেন। বলা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, সাথে আছেন মুহাম্মদ (সা)। বলা হল কি নিয়ে আমার জন্যে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল ? জিবরাঈল (আ) বললেন, "হ্যাঁ, তাই।" বলা হল, সুস্বাগতম তাঁকে। কত উত্তম আগন্তুক তিনি। "এরপর দরজা খোলা হল। উপরে উঠে আমি দেখতে পেলাম হযরত ইউসুফ (আ)-কে। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি ইউসুফ (আ), তাঁকে সালাম

দিন! আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, "সুস্বাগতম সৎকর্মশীল ভাই ও সৎকর্মশীল নবীকে।" এবার জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে নিয়ে উঠলেন ৪র্থ আকাশে। তিনি দরজা খুলতে বললেন। বলা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। বলা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, "আমার সাথে মুহাম্মদ (সা) রয়েছেন। বলা হল, তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে কি পাঠানো হয়েছিল ? জিবরাঈল (আ) বললেন," হ্যাঁ তাই বটে।" বলা হল, সুস্বাগতম তাঁকে। কত উত্তম আগন্তুকই না তিনি। উপরে উঠে আমি দেখতে পেলাম হযরত ইদরীস (আ)-কে। জিবরাঈল (আ) বললেন, "ইনি হলেন ইদ্‌রীস (আ), তাঁকে সালাম দিন! আমি সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুস্বাগতম সৎকর্মশীল ভাইকে এবং সৎকর্মশীল নবীকে।" এবার জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে ৫ম আকাশের দ্বারপ্রান্তে আরোহণ করলেন। তিনি দরজা খুলতে বললেন। বলা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, "আমি জিবরাঈল। বলা হল , আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে রয়েছেন মুহাম্মদ (সা)। বলা হল, তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে কি পাঠানো হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই বটে। বলা হল, সুস্বাগতম তাঁকে কতই না উত্তম আগন্তুক তিনি! উপরে উঠে দেখলাম সেখানে হারূন (আ) রয়েছেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হারূন[১] (আ), তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, সুস্বাগতম সৎকর্মশীল ভাই ও সৎকর্মশীল নবীকে। এবার জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে ৬ষ্ঠ আকাশ পর্যন্ত উঠে এলেন। তিনি দরজা খুলতে বললেন। বলা হল আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সঙ্গে কে ? বললেন, সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা)। বলা হল, তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে কি পাঠানো হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাই বটে। বলা হল, সুস্বাগতম তাঁকে কতইনা উত্তম আগন্তুক তিনি! উপরে উঠে দেখলাম সেখানে হযরত মূসা (আ) রয়েছেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি মূসা (আ), তাঁকে সালাম দিন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুস্বাগতম সৎকর্মশীল ভাইকে এবং সৎকর্মশীল নবীকে। আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন কাঁদছি এ জন্যে যে, এই স্বল্প বয়সী নবী, আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চাইতে তাঁর উম্মত অধিক সংখ্যায় জান্নাতে যাবে।

এবার জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে ৭ম আকাশ পর্যন্ত এলেন। তিনি দরযা খুলতে বললেন। বলা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আছেন মুহাম্মদ (সা)। বলা হল, তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে কী পাঠানো হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই বটে। বলা হল, সুস্বাগতম তাঁকে, কত উত্তম আগন্তুকই না তিনি। উপরে উঠে দেখি সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ), তাঁকে সালাম দিন! আমি তাঁকে সালাম

---

১. মূল আরবী পাঠে ৫ম আকাশে হযরত হারূন (আ)-এর উল্লেখ বাদ পড়েছে। সম্ভবত এটি মুদ্রণ প্রমাদ। সম্পাদকদ্বয়

দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, সুস্বাগতম সৎকর্মশীল সন্তান ও সৎকর্মশীল নবীকে। এবার আমাকে উঠানো হল সিদরাতুল মুনতাহা তথা সীমান্তের কুল বৃক্ষের নিকট। সেখানে ৪টি নদী। দুটো বাহিরে, দুটো ভেতরে। আমি বললাম, জিবরাঈল! এ গুলো কী ? তিনি বললেন, ভেতরের দুটো নদী বেহেশতের মধ্যে প্রবহমান আর বাইরের দুটো হল নীল নদী ও ফোরাত নদী। এবার আমাকে নেয়া হল বায়তুল মামূরে। প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা তার মধ্যে প্রবেশ করেন। এরপর আমার নিকট হাযির করা হল একপাত্র মদ, একপাত্র দুধ ও একপাত্র মধু। আমি দুধের পাত্রটি বেছে নিলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এটি ফিতরাত ও সঠিক প্রকৃতির প্রতীক, যা আপনার মধ্যে এবং আপনার উম্মতের মধ্যে রয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর প্রত্যহ ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। আমি ফিরে আসছিলাম। আসার পথে দেখাা হয় হযরত মূসা (আ)-এর সাথে। তিনি বললেন আপনাকে কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে ? আমি বললাম, প্রত্যহ ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত তো প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম, আপনার পূর্বে মানুষ সম্পর্কে আমি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং বনী ইসরাঈলের লোকদের সাথে আমি সরাসরি মেলামেশা করেছি। আপনি বরং আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্যে আরো সহজ বিধানের প্রার্থনা জানান। আমি প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এলাম হযরত মূসা (আ) -এর নিকট । তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় পরার্মশ দিলেন। আমি পুনরায় গেলাম প্রতিপালকের নিকট। এবার তিনি আরো ১০ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এলাম হযরত মূসা (আ)-এর নিকট। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি ফিরে গেলাম প্রতিপালকের নিকট। এবার তিনি আরো ১০ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি পুনরায় ফিরে এলাম মূসা (আ)-এর নিকট। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি পুনরায় গেলাম প্রতিপালকের নিকট। এবার আমাকে নির্দেশ দেয়া হল প্রতিদিন ১০ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্যে। আমি ফিরে এলাম মূসা (আ)-এর নিকট। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম প্রতিপালকের নিকট। এবার আমাকে নির্দেশ দেয়া হল প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্যে। আমি ফিরে এলাম মূসা (আ)-এর নিকট। তিনি বললেন, কী আদেশ দেয়া হয়েছে ? আমি বললাম, আমাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি মানুষ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং বনী ইসরাঈলের লোকদের সাথে আমি সরাসরি মেলামেশা করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপানার উম্মতের জন্যে আরো সহজ করে দেয়ার প্রার্থনা জানান। আমি বললাম, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনেক প্রার্থনা করেছি। আবার প্রার্থনা করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি বরং এই নির্দেশের প্রতি আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি এবং তা মেনে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যখন মূসা (আ)-কে অতিক্রম করে এলাম, তখন একটি ঘোষণা শুনতে পেলাম, "আমি আমার ফরয ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের বোঝা লাঘব করে দিয়েছি। ইমাম বুখারী (র) এ স্থলে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের অন্যত্র ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) বিভিন্ন সনদে কাতাদার মাধ্যমে আনাস (রা) সূত্রে মালিক ইব্‌ন সা'সাআ থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে উবায় ইব্‌ন কাআব (রা) থেকে আবার আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে আবূ যর (রা) থেকে এবং আরো একাধিক সনদে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে হাদীছখানা উদ্ধৃত করেছি। তাফসীর গ্রন্থে আমি সবিস্তারে সেগুলো উল্লেখ করেছি। আলোচ্য হাদীছে বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ওই বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বজন বিদিত হওয়ায় কোন কোন বর্ণনাকারী তা বাদ দিয়েছেন অথবা সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী হাদীছের ওই অংশটি ভুলে গিয়েছেন। অথবা তাঁর নিকট যে অংশটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সে অংশটি উল্লেখ করেছেন। অথবা অবস্থাভেদে বর্ণনাকারী হাদীছ বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করেছেন আবার শ্রোতার জন্যে যে অংশটি অধিকতর কল্যাণকর সেটি রেখে বাকীটি বাদ দিয়েছেন। যারা বলে যে, পৃথক পৃথক ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণনার বিভিন্নতা হয়েছে, তাদের কথা সত্য থেকে বহুদূরে। বস্তুত ঘটনা ঘটেছে মাত্র একটাই। কারণ, প্রত্যেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নবীগণকে সালাম দেয়ার উল্লেখ আছে। প্রত্যেক বর্ণনায় নবীগণের সাথে তাঁর পরিচিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং প্রত্যেক বর্ণনায় নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তাহলে এ প্রকারের ঘটনা একাধিকবার সংঘটিত হওয়া কেমন করে সম্ভব ? একাধিকবার সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অবাস্তব। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এরপর ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, হুমায়দী ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ-

(আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে) সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এটি স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা দেখানো হয়েছে। কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ সম্পর্কে তিনি বলেন, সেটি হল যাক্কুম বৃক্ষ।

পরিচ্ছেদ

শব-ই মি'রাজের পরের দিন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মধ্যাহ্নের পরপরই এসেছিলেন। তিনি নামাযের নিয়ম-কানুন ও সময় সবিস্তারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণকে একত্রিত হওয়ার জন্যে বললেন। সবাই একত্রিত হলেন। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে পরের দিন সকাল পর্যন্ত নির্ধারিত নামাযগুলো আদায় করলেন। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করছিলেন আর তিনি অনুসরণ করছিলেন জিব্‌রাঈল (আ)-এর। এ প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ-

"জিবরাঈল দু'বার আমার ইমামতি করেছেন বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট।"

দু'বার তিনি নামাযের শুরু ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন। সুতরাং শুরু ও শেষ এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়টুকু নামাযের সময় বলে গণ্য হয়। কিন্তু মাগরিবের সময় বর্ণনায় তিনি এরূপ ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত সময়ের শিক্ষা দেননি সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত হযরত আবূ মূসা, বুরায়দা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর হাদীছ থেকে তা জানা যায়। আমি আমার রচিত "আল আহকাম" কিতাবে এ সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লিখিত আছে যে, মা'মার...... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রথম নামায ফরয হয়েছিল দু' রাকআত করে। পরবর্তীতে সফরকালীন নামায তা-ই থেকে যায় আর মুকীম ও স্থানীয় অধিবাসীর নামাযে রাকআতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। যুহরী সূত্রে ইমাম আওযাঈ এবং মাসরূক সূত্রে ইমাম শা'বী হযরত আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এরূপ বর্ণনায় সমস্যা সৃষ্টি হয় বটে। কারণ, হযরত আইশা (রা) সফর অবস্থায় পূর্ণ নামায আদায় করতেন যা তাঁর বর্ণিত হাদীছের বিপরীত। হযরত উছমান (রা)-ও তাই করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ....

যখন তোমরা দেশ-বিদেশ সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্যে ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই (৪ ঃ ১০১)। আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বায়হাকী বলেন, হাসান বসরী এই অভিমত পোষণ করেন যে, মুকীমের নামায শুরু থেকেই চার রাকআত করে ফরয করা হয়েছে। এ প্রসংগে তিনি একটি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, শব-ই-মি'রাজের পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহর ও আসরের নামায আদায় করেছেন চার রাকআত করে। মাগরিব তিন রাকআত, তন্মধ্যে প্রথম দু'রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করেছেন। ইশার নামায আদায় করেছেন চার রাকআত।

তন্মধ্যে প্রথম দু'রাকাআত কিরাআতে পাঠ করেছেন উচ্চৈঃস্বরে। ফজর আদায় করেছেন দু'রাকআত, উভয় রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করেছেন।

আমি বলি, হযরত আইশা (রা) তাঁর উপরোল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা সম্ভবত একথা বুঝিয়েছেন যে, শব-ই-মি'রাজের পূর্ব পর্যন্ত নামায ছিল দু'রাকআত দু'রাকআত। তারপর যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হল, তখন মুকীমদের জন্যে এখন যে বিধান কার্যকর অর্থাৎ পূর্ণ নামায আদায় করা সে হিসাবেই ফরয হল। আর সফর অবস্থায় দু'রাকআত করে আদায়ের অনুমতি দেয়া হল। যেমনটি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল। এ ব্যাখ্যানুসারে হযরত আইশা (রা)-এর বর্ণনা নিয়ে কোন সমস্যা থাকে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হিদায়াত ও সত্য দীন নিয়ে এসেছেন তার সত্যায়নে চন্দ্রের খণ্ডিত হয়ে যাওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি নিদর্শন করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইশারার সাথে সাথে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ–

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটি তো চিরাচরিত জাদু। ওরা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর প্রত্যেক ব্যাপারেই তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে (৫৪ ঃ ১-৩)।

প্রিয়নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এ ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান একমত। বহু মুতাওয়াতির হাদীছ এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছ বিশারদ ও হাদীছ গবেষকদের নিকট এ ঘটনা অকাট্য সত্যরূপে প্রমাণিত। আল্লাহ্ চাহেন তো আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করব। তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা আল্লাহ্র উপর।

তাফসীর গ্রন্থে অবশ্য আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আট হাদীছ গুলোর সনদ ও ভাষ্য উল্লেখ করেছি। এখানে ওই সনদগুলো এবং প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর দিকে ইঙ্গিত করব। এসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস ইব্ন মালিক, জুবায়র ইব্ন মুত্ঈম, হুযায়ফা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) প্রমুখ থেকে।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাযযাক......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার অধিবাসিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি নিদর্শন দেখানোর অনুরোধ করে। ফলে মক্কায় চাঁদ দু' টুকরো হয়ে যায়। এ প্রসংগে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

তখনই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং ঘটনাটি দুইবার ঘটে। ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীছ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' সূত্রে আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি হল সাহাবীগণের মুরসাল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যত বুঝা যায় যে, বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে তিনি এই হাদীছ পেয়েছেন। অথবা সরাসরি নবী করীম (সা) থেকে তিনি এটি শুনেছেন। অথবা সকল সাহাবী থেকে তিনি এটি পেয়েছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এ হাদীছখানা উদ্ধৃত করেছেন শায়বান সূত্রে। (ইমাম বুখারী (র) সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবার নাম এবং ইমাম মুসলিম (র) শু'বার নাম অতিরিক্ত যোগ করেছেন।) তাঁরা তিন জনেই বর্ণনা করেছেন কাতাদা সূত্রে আনাস (রা) থেকে। হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, মক্কার অধিবাসিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন তাদেরকে একটি নিদর্শন দেখান। তিনি চন্দ্রের দু'খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে

যাওয়ার নিদর্শনটি দেখালেন। তারা চাঁদের উভয় খণ্ডের মধ্যখান দিয়ে হেরার পাহাড় দেখতে পেলেন। এটি সহীহ্ বুখারী গ্রন্থের ভাষ্য।

জুবায়র ইব্ন মুতঈমের হাদীছ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেন, যে, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। একখণ্ড এই পাহাড়ের উপর অপর খণ্ড ওই পাহাড়ের উপর দেখা যাচ্ছিল। এটি দেখে তারা বলেছিল মুহাম্মদ তো আমাদেরকে জাদু করেছে। তারা এও বলেছিল যে, সে আমাদেরকে জাদু করতে পারলেও সকল মানুষকে জাদু করতে পারবে না। এটি ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর........ হুসাইন থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী (র) একজন অতিরিক্ত রাবীর নাম যোগ করে জুবায়র ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতঈম থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম তাঁর দালাইল গ্রন্থে হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি মাদাইন নগরীতে একটি জুমুআর খুতবা দেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনার পর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

এবং বললেন, শুনে রেখো কিয়ামত অবশ্যই নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। শুনে রেখো, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। শুনে রেখো, দুনিয়ার বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে আজ (দুনিয়ায়) হচ্ছে মহড়ার দিন। আগামীকাল (আখিরাতে) প্রতিযোগিতার দিন। পরবর্তী জুমুআ আমার বাবার সাথে আমি জুমুআর নামাযে যাই। সেদিনও তিনি আল্লাহর প্রশংসার পর পূর্বদিনের ন্যায় খুতবা দিলেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত বললেন, শুনে রেখো, অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে আগে আগে জুমুআর নামাযে আসে। বাড়ী ফেরার পথে আমি আমার বাবাকে বললাম, "পরকালে থাকবে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামীদের প্রতাপ" বক্তব্য দ্বারা উনি কি বুঝাতে চেয়েছেন ? উত্তরে আমার পিতা বললেন, এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, এরা জান্নাতে প্রবেশে অগ্রগামী থাকবে।

ইব্ন আববাসের (রা) হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাছীর ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) বকর ইব্ন নাসর সূত্রে জা'ফর থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। হিজরতের পূর্বে চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল এবং কুরায়শরা চাঁদের দুটো খণ্ড স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আওফীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা আওফীর মুরসাল বর্ণনা সমূহের একটি।

হাফিয আবূ নুআয়ম বলেন, সুলায়মান ইব্ন আহমদ....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, মুশরিকদের নেতৃস্থানীয়

লোকজন একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সমবেত হয়। তাদের মধ্যে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, 'আস ইব্ন ওয়াইল, 'আস ইব্ন হিশাম, আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূছ, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব, যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ, নাযর ইব্ন হারিছ ও এ জাতীয় লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের সম্মুখে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও। একখণ্ড থাকবে আবূ কুবায়স পাহাড়ে আর অপর খণ্ড থাকবে কাঈকাআন পাহাড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, আমি যদি তা করে দেখাই, তবে তোমরা ঈমান আনবে কি ? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই। ওই রাত ছিল পূর্ণিমার রাত। ওদের প্রস্তাব মুতাবিক ঘটনা ঘটিয়ে দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন। ফলে আকাশ থেকে চাঁদ যেন ঝরে পড়েছিল। এর অর্ধেক যেন পড়েছিল আবূ কুবায়স পাহাড়ে আর অর্ধেক যেন পড়েছিল কাঈকাআন পাহাড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদেরকে ডেকে ডেকে বলেছিলেন, "হে আবূ স্যালামা ইব্ন আবদুল আসাদ, হে আরকাম ইব্ন আরকাম, এসো,. দেখ! দেখ!!

এরপর আবূ নুআয়ম বলেছেন যে, সুলায়মান ইব্ন আহমদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কার অধিবাসীরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছিল যে, এমন কোন নিদর্শন আছে কি, যা দেখে আমরা বুঝতে পারব যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ? এ সময়ে জিবরাঈল নেমে এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীদেরকে আপনি বলে দিন, আজ রাতে তারা যেন একস্থানে সমবেত হয়, অবিলম্বে তারা এমন একটি নিদর্শন দেখবে যা দ্বারা তারা উপকৃত হবে। জিবরাঈল (আ)-এর বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদেরকে জানালেন। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার রাতে অর্থাৎ ওই চান্দ্র মাসের চৌদ্দতম রাতে তারা সকলে বেরিয়ে এল। তখন চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। অর্ধেক সাফা পাহাড়ে আর অপর অর্ধেক মারওয়া পাহাড়ে সকলে স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করলো। এবার তারা নিজ নিজ চোখ রগড়ে নিল এবং পুনরায় তাকিয়ে দেখলো। তারপর আবার চোখ রগড়ে আবার তাকালো। তারপর তারা বলল, হে মুহাম্মদ! এটি তো একজন যাজকের জাদুমন্ত্র। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ।

দাহ্হাক ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কয়েকজন ইয়াহূদী যাজক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। তারা বলেছিল আপনি আমাদেরকে একটি নিদর্শন দেখান, তাহলে আমরা ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দু'আ করলেন। তিনি তাদেরকে চাঁদের নিদর্শন দেখালেন যে, সেটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একভাগ সাফায় আর অপর ভাগ মারওয়ায়। আসরের ওয়াক্ত থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত পর্যন্ত এতটুকু সময় পরিমাণ চাঁদ খণ্ডিত অবস্থায় ছিল। তারা সবাই তা তাকিয়ে দেখছিল। তারপর চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে তারা বলেছিল, এটি তো বানোয়াট জাদু।

হাফিয আবূল কাসিম তাবারানী বলেন, আহমদ ইব্ন আমর .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে একদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তা দেখে কাফিররা বলেছিল যে, চন্দ্রকে জাদু করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ-

এটি একটি উত্তম সনদ। এই বর্ণনায় এসেছে যে, ওই রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। সে সূত্রে বলা যায় যে, চন্দ্রগ্রহণের রাতেই চন্দ্র বিদীর্ণের ঘটনা ঘটেছিল। এজন্যে পৃথিবীর অনেক লোকের নিকট তা অদৃশ্য ছিল। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বহু লোকের নিকট তা দৃশ্যমান হয়েছিল। কথিত আছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন স্থানে ওই রাতটিকে ঐতিহাসিক রাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওই রাতে চন্দ্র বিদীর্ণের ঐতিহাসিক স্মারকরূপে একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করা হয়।

হযরত ইবন উমর (রা)-এর হাদীছ সম্পর্কে বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ হাফিয মুজাহিদ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম বলেন, মুজাহিদের বর্ণনার ন্যায় আবূ মা'মার সূত্রে ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান ও সহীহ্ হাদীছ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রা) বলেন, সুফিয়ান..... ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কুরায়শরা তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখেছে । রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। অন্যদিকে 'আমাশ ... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো। চাঁদের একটি খণ্ড তখন পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়েছিল। এটি সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য। এরপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ দাহ্হাক মাসরূক সূত্রে মক্কায় আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ...... আবদুল্লাহ্ থেকে এর সমর্থক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী আবূ যুহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছটির সনদ উল্লেখ করেছেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছিল। তখন কুরায়শের লোকেরা বলেছিল, এটি আবূ কাবশার ছেলের জাদু। তারা বলল, সফরে থাকা লোকজন ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, ওরা কি সংবাদ নিয়ে আসে তা দেখ। মুহাম্মাদ (সা) তো সকল মানুষকে জাদু করতে পারবে না। সফরে থাকা লোকজন ফিরে এলে তারাও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল।

বায়হাকী বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কায় চাঁদ দু' টুকরো হয়ে পড়েছিল। তখন কুরায়শ বংশীয় কাফিররা মক্কার অধিবাসীদেরকে বলল, এটি তো একটি জাদু। আবূ কাবাশার পুত্র তোমাদেরকে জাদু করেছে। সফরে থাকা লোকদের ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তোমরা যেমনটি দেখেছ, ওরাও যদি তেমনটি দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদ (সা) যা করেছে তা সত্য বটে। আর ওরা যদি

তেমনটি না দেখে থাকে, তবে এটি নিশ্চিত জাদু, সে তোমাদেরকে জাদু করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, সফরকারীরা ফিরে এল ওরা বিভিন্ন স্থান থেকে চতুর্দিক থেকে প্রত্যাবর্তন করল। তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার যায় তারা সকলে বলল, আমরা তো তা দেখেছি। আবূ নুআয়ম...আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুআম্মাল....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি চাঁদের দু'খণ্ডের ফাক দিয়ে আমি পাহাড় দেখতে পেয়েছিলাম। ইব্ন জারীর (র) আসবাত সূত্রে সাম্মাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবূ নুআয়ম বলেন, আবূ বকর তালাহী...আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিনায় ছিলাম। তখন চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একখণ্ড পাহাড়ের পেছনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা দেখে নাও! তোমরা সাক্ষী থেকো!

আবূ নুআয়ম, বলেন, সুলায়মান ইব্ন আহমদ......... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন চাঁদ বিদীর্ণ করে গেল। আমরা তখন মক্কায় অবস্থান করছিলাম। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, চাঁদের একটি অংশ মিনায় অবস্থিত পাহাড়ে গিয়ে পড়েছে। আমরা মক্কা থেকে তা দেখছিলাম।

আহমদ ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মক্কায় চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে পড়ে, আমি দেখেছি যে, সেটি দুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। আলী ইব্ন সাঈদ........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্র কসম আমি চাঁদকে খণ্ডিত দেখেছি। সেটি দুখণ্ডে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছিল। উভয় খণ্ডের মাঝ দিয়ে হেরা পাহাড় দেখা গিয়েছিল। আবূ নুআয়ম বর্ণনা করেছেন সুদ্দী সাগীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেন, চাঁদ দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একখণ্ড অদৃশ্য হয়ে যায় এবং একখণ্ড অবশিষ্ট থাকে। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন চাঁদের উভয় খণ্ডের মাঝ দিয়ে আমি হেরা পাহার দেখেছি। একখণ্ড অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা দেখে মক্কাবাসি অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল, এটি একটি কৃত্রিম জাদু, অবিলম্বে এটির অবসান হবে। লায়ছ ইব্ন সুলায়ম বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ থেকে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এটি দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, হে আবূ বকর! দেখে নাও এবং সাক্ষী থেকো! মুশরিকরা বলেছিল, চাঁদের উপর জাদু করা হয়েছে, যার ফলে এটি বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

বস্তুত এগুলো হল চন্দ্র বিদীর্ণ ও খণ্ডিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ। এগুলোর সনদ এত বেশী সংখক ও মযবুত যে, এগুলো দ্বারা অকাট্য ও সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জিত হয়। এ সনদগুলোর বর্ণনাকারীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে যারা গভীর পর্যবেক্ষণ করবেন তারা তা বুঝতে পারবেন।

কতক কাহিনীকার বর্ণনা করে যে, চাঁদ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামার এক আস্তীনের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং অন্য আস্তীন দিয়ে তা বেরিয়ে পড়ে। এ

সব কিস্‌সা কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। এগুলো সরাসরি মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। এগুলো মোটেই শুদ্ধ নয়। বস্তুত চাঁদ যখন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখনও আকাশেই ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেটির দিকে ইঙ্গিত করলেন, তখন তাঁর ইঙ্গিতে সেটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একখণ্ড চলতে চলতে হেরা পাহাড়ের উল্টো দিক বরাবর চলে আসে। তখন দর্শকরা এই খণ্ড আর ওই খণ্ড উভয় খণ্ডের মাঝ দিয়ে হেরা পর্বত দেখতে পান। যেমনটি বলেছেন ইব্‌ন মাসউদ (রা) যে, তিনি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। পক্ষান্তরে মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আনাস (র) সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কায় চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে দু'বার— বাহ্যত তা দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, দু'বার নয়, বরং বিদীর্ণ হয়ে চাঁদ দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের ইনতিকাল

চাচা আবূ তালিবের ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ (রা) ইনতিকাল করেন। কারো কারো মতে, চাচা আবূ তালিবের পূর্বে হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকাল হয়। প্রথম অভিমতই প্রসিদ্ধ। এ দুটো ঘটনা-ই বেদনাদায়ক। আবূ তালিবের বিয়োগ অনুভূত হয় বহিরাঙ্গনে। খাদীজার (রা) অনুপস্থিতির প্রতিক্রিয়া হয় মর্মমূলে। আবূ তালিব ছিলেন কাফির। আর খাদীজা (রা) ছিলেন ঈমানদার ও সিদ্দীকা। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হযরত খাদীজা (রা) এবং আবূ তালিব দু'জনে একই বছরে ইনতিকাল করেন। এদের দু'জনের অবর্তমানে বিরামহীনভাবে বিপদাপদ আসতে থাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। সকল বিপদাপদে হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন তাঁর সত্যিকার ও যোগ্য পরামর্শদাত্রী। তাঁর নিকট এসেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) শান্তি পেতেন। চাচা আবূ তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শক্তি ও সাহায্যকারী, বিপদাপদে রক্ষাকর্তা এবং আপন সম্প্রদায়ের হাত থেকে নিরাপত্তা প্রদানকারী। তাঁদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে মদীনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে। চাচা আবূ তালিবের ইনতিকালের পর কুরায়শী কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর এমন অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করল-যা আবূ তালিবের জীবদ্দশায় তারা চিন্তাও করতে পারত না। তাদের এক মূর্খ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর চড়াও হয় এবং তাঁর মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করে। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তারপর ধূলি-ধূসরিত মাথায় বাড়ী ফিরেন। তখন তাঁর এক কন্যা কেঁদে কেঁদে পিতার মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রিয় কন্যা! কেঁদো না মহান আল্লাহ্ তোমার পিতাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। তিনি তখন এও বলেছিলেন যে, আবূ তালিবের ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত কুরায়শরা আমার সাথে এমন কোন আচরণ করতে পারেনি, যা আমাকে কষ্ট দেয়। ইব্‌ন ইসহাক আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রান্নাবান্নার সময় তাদের এক দুর্বৃত্ত এ যে ওই হাঁড়িতে আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে লাঠি দিয়ে তা উঠিয়ে নিজের দরজার সম্মুখে ফেলে দিতেন এবং বলতেন, হে আব্‌দ মানাফের বংশধরগণ! প্রতিবেশীর সাথে তোমাদের একী আচরণ তারপর তিনি ওই ময়লা রাস্তায় ফেলে দিতেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবূ তালিব অন্তিম শয্যায় শায়িত এ সংবাদ পেয়ে কুরায়শ (রা) একে অন্যকে বলাবলি করতে লাগলো, হামযা ও উমর (রা) ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত বিষয়টি কুরায়শের সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন চল, আমরা আবূ তালিবের নিকট যাই এবং তার ভাতিজার স্বার্থে সে আমাদের থেকে কিছু অঙ্গীকার নিক আর আমাদের স্বার্থে তার থেকে কিছু প্রতিশ্রুতি নিয়ে দিক। আল্লাহ্‌র কসম, আরবগণ যে আমাদের উপর তাকে প্রাধান্য দিবে না সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত নই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ...ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তারা আবূ তালিবের নিকট গেল এবং তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করল। এ প্রতিনিধি দলে ছিল কুরায়শ বংশের অভিজাত নেতৃবর্গ। তাদের মধ্যে উতবা ইব্‌ন রাবীআ, শায়বা ইব্‌ন রাবীআ, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব প্রমুখ ছিল। তারা বলল, হে আবূ তালিব! আমাদের মধ্যে আপনাব স্থান যে কত ঊর্ধ্বে তাতো আপনি জানেন। এখন আপনার অন্তিম অবস্থা, তাও আপনি দেখছেন। আপনার মৃত্যু ঘটবে এ আশংকায় আমরা শংকিত। আমাদের মাঝে এবং আপনার ভাতিজার মাঝে যে মতবিরোধ রয়েছে তাতো আপনি জানেনই। আপনি তাকে একটু ডেকে পাঠান। তারপর তার স্বার্থে আমাদের কিছু অঙ্গীকার নিন আর আমাদের স্বার্থে তার কিছু অঙ্গীকার নিয়ে দিন যাতে পরে আমরা তার থেকে বিরত থাকি, সেও আমাদের পেছনে লাগা থেকে বিরত থাকে। যাতে সে আমাদের এবং আমাদের ধর্মের ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা না করে আর আমরাও তাকে এবং তার ধর্মকে গালমন্দ না করি। আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা! এই যে তোমার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। তারা তোমার নিকট এসেছেন যাতে তুমি ওদের থেকে কিছু অঙ্গীকার নিয়ে নাও এবং ওদেরকে তুমি কিছু অঙ্গীকার দিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, চাচা! আপনারা আমাকে শুধু একটি কথা দিন যার মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণ আরব জাহানের অধিপতি হতে পারবেন এবং সমগ্র অনারব অঞ্চল আপনাদের করতলগত থাকবে। তখন আবূ জাহ্‌ল বলল, হ্যাঁ এরূপ হলে আমরা তোমার পিতার কসম, একটি কেন দশটি কথাও মানতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে আপনারা সবাই বলুন— "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"।

আর আল্লাহ্ ব্যতীত যেগুলোর উপাসনা করছেন সেগুলো আপনারা পরিত্যাগ করুন। তাঁর একথা শুনে তারা হাত তালি দিয়ে উঠলো এবং বলল "হে মুহাম্মদ! তুমি কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে একজন মাত্র ইলাহ্ সাব্যস্ত করতে চাও ? এতো তোমার এক আশ্চর্যজনক প্রস্তাব! এরপর তারা পরস্পরে বলাবলি করলো, আল্লাহ্‌র কসম, এই লোকের নিকট তোমরা যা চাচ্ছ তার কিছুই সে তোমাদেরকে দেবে না। সুতরাং চলে যাও এবং নিজেদের পিতৃধর্মে অবিচল থাক যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের ও তার মধ্যে ফায়সালা করে দেন। একথা বলে তারা নিজ নিজ পথে চলে গেল।

এবার আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা! আমি তো দেখলাম যে, তুমি ওদের নিকট অন্যায় কিছু চাওনি। আবূ তালিবের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশাবাদী হলেন যে, আবূ তালিব

বুঝি ঈমান আনয়ন করবেন। তাই তিনি বলতে লাগলেন, চাচা! তবে আপনি ওই কালেমাটি বলুন, তাহলে কিয়ামতের দিনে আপনার জন্যে সুপারিশ করা আমার জন্যে বৈধ হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগ্রহ দেখে আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা! যদি আমার মৃত্যুর পর তোমাকে ও তোমার নিজ গোষ্ঠীর প্রতি গাল-মন্দের আশংকা না থাকত এবং আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে এ কথা উচ্চারণ করছি এমন অপবাদের আশংকা না থাকত, তবে আমি অবশ্যই ওই কালেমা পাঠ করতাম। শুধু তোমাকে খুশী করার জন্যে আমি ওই কথাটি বলেছি।

অবশেষে আবূ তালিবের মৃত্যুর মুহূর্তটি যখন খুবই নিকটবর্তী হলো, তখন আব্বাস তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ছে। আব্বাস তাঁর ঠোঁটে নিজের কান লাগালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে বললেন, ভাতিজা ? আল্লাহ্র কসম, আমার ভাইকে তুমি যা বলতে অনুরোধ করেছিলে তিনি এখন তাই বলছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তো তা শুনিনি। বর্ণনাকারী বলেন, আগত কুরায়শ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ-

"সোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের, তুমি অবশ্যই সত্যবাদী। কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে (৩৮ ঃ ১-২)।

তাফসীর গ্রন্থে আমি এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছি। উপরোক্ত হাদীছে উল্লিখিত হযরত আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য "ভাতিজা! আমার ভাইকে তুমি যা বলতে অনুরোধ করেছিলে অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আমার ভাই তো এখন তাই বললেন" দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে শিয়া সম্প্রদায়ের কতক গোঁড়া ব্যক্তি এই অভিমত পোষণ করে যে, আবূ তালিব মুসলিম রূপে ইনতিকাল করেছেন। তাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে একাধিক যুক্তি পেশ করা যায়। প্রথমত, এই হাদীছের সনদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে যার পরিচয় অস্পষ্ট। যেমন বলা হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'বাদ তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং অবস্থা দুটোই অজ্ঞাত রয়েছে। এ প্রকারের অস্পষ্টতাসম্পন্ন একক বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য বটে। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ, নাসাঈ ও ইব্ন জারীর প্রমুখ আবূ উসামা.... সাঈদ ইব্ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ওই বর্ণনায় হযরত আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য নেই। সুফিয়ান ছাওরী..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এই হাদীছখানা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাতে হযরত আব্বাসের (রা) বক্তব্য নেই। তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন জারীর (র) এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এটি হাসান পর্যায়ের হাদীছ বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা বায়হাকী (র) ছাওরী .... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন কুরায়শের লোকজন তার নিকট উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আবূ তালিবের মাথার নিকট। অন্য এক লোক এসে সেখানে বসে পড়ে। তাকে বাধা দেয়ার জন্যে আবূ জাহ্ল উদ্যত হয়। তারা সকলে আবূ তালিবের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। এরপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা! তোমার সম্প্রদায়ের নিকট তুমি কি চাও ? উত্তরে

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তাদের নিকট শুধু একটি কালেমার ঘোষণা চাই, যার ফলে সমগ্র আরব জাতি তাদের অনুগত হবে, সমগ্র অনারব লোক তাদেরকে কর দেবে। শুধু একটি কালেমা'র ঘোষণা চাই। আবূ তালিব জিজ্ঞেস করলেন, ওই কালেমাটি কী ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সেটি হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। তখন উপস্থিত কুরায়শগণ বলল, সে কি সকল উপাস্যের পরিবর্তে একজন মাত্র উপাস্য নির্ধারণ করতে চায় ? এটি তো আশ্চর্য ব্যাপার। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ .... اِلاَّ اخْتِلاَقٌ

"সোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের, তুমি অবশ্যই সত্যবাদী ; কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। তাদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তখন ওরা আর্ত চীৎকার করেছিল কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এল এবং কাফিররা বলে এতো এক জাদুকর মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে ? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সরে পড়ে এই বলে, "তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় তোমরা অবিচল থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। এটি একটি মনগড়া উক্তি মাত্র।"

এ ছাড়াও ইব্‌ন ইসহাকের উদ্ধৃত একটি অধিকতর বিশুদ্ধ বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার বিপরীত মর্ম প্রকাশ করছে। তা হল, ইমাম বুখারী........ ইব্‌ন মুসায়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ তালিবের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে উপস্থিত হন। আবূ জাহ্‌ল তখন সেখানে ছিল। আবূ তালিবের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'চাচা! আপনি একটিমাত্র কালেমা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলুন, সেটির ওসীলায় আমি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার জন্যে সুপারিশ করব।' একথা শুনে আবূ জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া বলল, "আবূ তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করছেন?" তারা অনবরত একথা বলে যাচ্ছিল। সর্বশেষে আবূ তালিব বললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে অবিচল আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেই যাব। তখনই নাযিল হল ঃ

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْا كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্যে সংগত নয়। যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামী (৯ ঃ ১১৩-১১৪) এবং নাযিল হল ঃ

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ–

"তুমি যাকে ভালবাসো ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না" (২৮ ঃ ৫৬)।

ইমাম মুসলিম (র) এটি ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রায্‌যাকের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা দু'জনে যুহরী সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের মাধ্যমে তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবের নিকট বারবার তাঁর প্রস্তাব পেশ করছিলেন আর আবূ জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া তাদের কথা পুনরুল্লেখ করে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব বললেন, "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মমতে অবিচল রইলাম এবং তিনি "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেই যাব।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى-

এবং আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হল ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

তুমি যাকে ভালবাসো ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে। ইমাম আহমদ, মুসলিম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবূ তালিবের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন-"চাচা আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলুন, তাহলে আমি কিয়ামতের দিনে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিব।" আবূ তালিব বললেন, "মৃত্যুভয় আবূ তালিবকে একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদানে প্ররোচিত করেছে" কুরায়শদের এরূপ অপবাদ দানের আশংকা না থাকলে আমি অবশ্যই ওই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তোমার মন শান্ত করতাম এবং কেবলমাত্র তোমাকে খুশী করার জন্যে আমি ওই কালেমা উচ্চারণ করতাম। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ-

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন উমর (রা), মুজাহিদ (র), কাতাদা (র), শা'বী প্রমুখ তাফসীরকারগণও একথা বলেছেন যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবূ তালিব সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবকে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে, তিনি পূর্বপুরুষদের ধর্মমতে অবিচল থাকবেন। তাঁর শেষ কথা ছিল তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মমতেই আছেন।

ইমাম বুখারী (র)-এর একটি বর্ণনা এসকল বর্ণনাকে শক্তিশালী করে। তা হল ইমাম বুখারী বর্ণিত আর তা হচ্ছে এই ঃ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, আপনার চাচা আবূ তালিব তো আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার জন্যে

অন্যান্য কুরায়শদের বিরাগভাজন হয়েছেন। আপনি তাঁর কতটুকু উপকার করতে পেরেছেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

هُوَ فِى ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ

"তিনি এখন জাহান্নামের উপরের স্তরে রয়েছেন।" আমি না থাকলে তিনি জাহান্নামের গভীরতম নিম্নস্তরে থাকতেন। ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীছ আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র থেকে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁর নিকট তাঁর চাচার কথা আলোচিত হচ্ছিল। তখন তিনি বলছিলেন ঃ

لَعَلَّه تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে।" ফলে তাঁকে আগুনের উপরের স্তরে রাখা হবে। যাতে তাঁর পায়ের গিঁট পর্যন্ত আগুন থাকবে। তাতে তাঁর মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এটি সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য। এক বর্ণনায় আছে, "তাতে তাঁর মগযের মূল অংশ ফুটতে থাকবে।"

ইমাম মুসলিম........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ مُتَنَعِّلٍ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ-

"জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা ও সহজ আযাব ভোগ করবেন আবূ তালিব। তাঁকে আগুনের দুটো পাদুকা পরানো হবে। তাতে তাঁর মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।" ইউনুস ইব্ন বুকায়রের মাগাযী গ্রন্থে আছে, "পাদুকা দুটোর তাপে তাঁর মাথার মগয ফুটবে এবং গলে গলে তাঁর পদদ্বয় পর্যন্ত গড়াবে।" সুহায়লী এটি উল্লেখ করেছেন।

হাফিয আবূ বকর বায্যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কি আবূ তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে জাহান্নামের গভীর থেকে উপরের স্তরে তুলে এনেছি। বায্যার একাই এটি উদ্ধৃত করেছেন। সুহায়লী বলেন, হযরত আব্বাস (রা) তাঁর ভাই আবূ তালিব সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আবূ তালিব কালেমা উচ্চারণ করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) "আমি তো শুনিনি" বলে ওই সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এজন্যে যে, সে সময়ে আব্বাস (রা) কাফির ছিলেন। কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি বলি, সনদের দুর্বলতার কারণে ওই বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। তার প্রমাণ হল পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি ওই উত্তর দিয়েছিলেন যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে ধরা হয়, তবে প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার পর মৃত্যুর ফেরেশতাদেরকে দেখে আবূ

তালিব কালেমা উচ্চারণ করেছিলেন। এ অবস্থায় ঈমান আনয়নে কোন লাভ হয় না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী বলেন....... আলী (রা) বলছিলেন, আমার পিতার ইনতিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, "আপনার চাচার ওফাত হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, যাও তাঁকে দাফন করে ফেল। আমি বললাম, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন, 'যাও, তাঁকে দাফন কর।' এরপর আমার নিকট না আসা পর্যন্ত কোন মন্তব্য করো না। হযরত আলী (রা) বলেন, এরপর আমি তাই করলাম এবং তাঁর নিকট ফিরে এলাম। এবার তিনি আমাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। এ হাদীছটি ইমাম নাসাঈ, উদ্ধৃত করেছেন।

আবূ দাঊদ ও নাসাঈ দু'জনে এটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান....... আলী (রা) সূত্রে। হযরত আলী (রা) বলেছেন, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পথ-ভ্রষ্ট অভিভাবক মারা গেছেন। এখন তাঁকে দাফন করবে কে?" তিনি বললেন, "তুমি যাও, তোমার পিতাকে দাফন করে ফেল এবং আমার নিকট না আসা পর্যন্ত কোন মন্তব্য করো না।" দাফন করে আমি তাঁর নিকট ফিরে আসি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেয়ায় আমি গোসল করি। তারপর তিনি এমন কতক দু'আ করলেন সেগুলোর পরিবর্তে দুনিয়ার অন্য যে কোন কিছু গ্রহণে আমি খুশী নই।

হাফিয বায়হাকী বলেন......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ তালিবের দাফন-কাফন শেষে ফিরে এলেন এবং বললেন, "আমি আপনার আত্মীয়তা রক্ষা করেছি এবং হে চাচা, আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছি।" আবুল ইয়ামান হাওযানী মুরসালভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ তালিবের দাফন-কাফনে শরীক হননি। এ বর্ণনায় ইব্রাহীম নামক রাবীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

আমি বলি, একাধিক বর্ণনাকারী এই ইব্রাহীম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে ফযল ইব্ন মূসা সায়নানী এবং মুহাম্মদ ইব্ন সালাম বায়কান্দী। এতদসত্ত্বেও ইব্ন আদী বলেছেন যে, তিনি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ব্যক্তি নন এবং যাঁর নিকট থেকেই তিনি হাদীছ বর্ণনা করুন না কেন, সেগুলো বিশুদ্ধ নয়।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, চাচা আবূ তালিব প্রচণ্ডভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে রক্ষা করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রভূত সুনাম ও প্রশংসা করতেন। আমরা তাঁর সে সব কবিতাও উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা ও ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে দোষারোপ করেছেন। এ সকল কবিতা তিনি এত বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের ভাষায় রচনা করেছেন যে, তার কোন তুলনা হতে পারে না। কোন আরবী ভাষাভাষী ব্যক্তি তার সম মানের কবিতা রচনায় সক্ষম নয়। এসব বক্তব্য-বিবৃতি প্রদানের সময় তিনি জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্য, পুণ্যবান ও সত্য পথপ্রাপ্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আন্তরিকভাবে ঈমান আনয়ন করেননি। বরং তিনি তাঁর অন্তরের জ্ঞান ও স্বীকারোক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি

করেছেন। সহীহ বুখারী গ্রন্থের "আল ঈমান" অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আমরা জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ প্রসংগে ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্লাহ্ তা'আলার বাণীতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে এবং তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে। (২ ঃ ১৪৬) ফিরআওনের সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا.

"তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এ গুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।" হযরত মূসা (আ) ফিরআওনকে বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا.

"তুমি তো অবশ্যই অবগত আছ যে, এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফিরআওন! আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।" (১৭ ঃ ১০২)।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْاَوْنَ عَنْهُ—তারা অন্যকে তা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে (৬ ঃ ২৬)। আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবূ তালিব সম্পর্কে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি লোকজনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ-নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখতেন আর এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হিদায়াত ও সত্য দীন নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ থেকে তিনি নিজে বিরত থাকতেন। কথিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা), কাসিম ইব্ন মুখায়মারাহ, হাবীব ইব্ন ছাবিত, আতা ইব্ন দীনার, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও অন্যান্যরা এরূপ অভিমত পোষণ করেন। মূলত তাঁদের এ বক্তব্য সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত ইব্ন আব্বাসের অন্য বর্ণনাটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। তা হল, আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, "তারা লোকজনকে মুহাম্মদ (সা) প্রতি ঈমান আনয়নে বাধা দেয়। তাফসীরকার মুজাহিদ, কাতাদা ও জাহ্হাক প্রমুখ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্ন জারীরও এ মত পোষণ করতেন। বস্তুত মুশরিকদের চূড়ান্ত দুর্নাম বর্ণনার জন্যে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে যে, তারা অন্যান্য লোকজনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ থেকে বাধা দিত আর নিজেরাও তার থেকে উপকৃত হত না। এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا......

তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পেতে রাখে কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়ে রেখেছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে। তাদেরকে বধির করেছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে তর্কে লিপ্ত হয়, তখন কাফিররা বলে, "এটি তো অতীতের উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা অন্যকে তা থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে বিরত থাকে। আর তারা শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না।" (৬ ঃ ২৫-২৬) আয়াতে উল্লিখিত وَهُمْ (তারা) শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি দ্বারা একক ব্যক্তি নয় বরং ব্যক্তি সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে আর তারা হল বাক্যের প্রথমে উল্লিখিত ব্যক্তিরা :

وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

(তারা নিজেরা শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না) আয়াতাংশ তাদের পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস ও দুর্নাম নির্দেশ করে। আবূ তালিব এই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বরং তাঁদের কথায় ও কাজে সর্বশক্তি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সত্ত্বেও তাঁর সাথীদেরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বে ও আল্লাহ্ তা'আলার মহান হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং অনন্য যৌক্তিকতার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আবূ তালিবের ভাগ্যে ঈমান আনয়ন বরাদ্দ করেননি। আল্লাহ্ তা'আলার ওই প্রজ্ঞা ও যৌক্তিকতার প্রতি বিশ্বাস রাখা আমাদের কর্তব্য এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমরা বাধ্য। মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদেরকে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমরা অবশ্যই আবূ তালিবের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম এবং তাঁর জন্যে আল্লাহ্র রহমত কামনা করতাম।

পরিচ্ছেদ

হযরত খাদীজা (রা) বিন্ত খুওয়াইলিদ-এর ওফাত

তাঁর ফযীলত ও মর্যাদার কতক ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন! তাঁর শেষ বাসস্থান হিসাবে জান্নাত মনযূর করুন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাদীজা (রা)-এর শেষ বাসস্থান জান্নাত নির্ধারণ করেছেন। সত্যবাদী ও সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত প্রিয়নবী (সা)-এর বাণী দ্বারাও প্রমাণিত। তিনি হযরত খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বাসস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন, যেখানে থাকবে না কোন শোরগোল আর থাকবেন, কোন দুঃখ-কষ্ট।

ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান .... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে বলেছেন, নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। অন্য সনদে যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে এবং নামায ফরয হওয়ার পূর্বে মক্কায় হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত খাদীজা (রা) এবং

আবূ তালিবের মৃত্যু একই বছরে হয়। বায়হাকী (র) বলেন, আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনদাহ্ তাঁর "আল মাআরিফাহ্" গ্রন্থে এবং আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয তা উদ্ধৃত করেছেন।

বায়হাকী (র) বলেন, ওয়াকিদীর ধারণা যে, আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইনতিকাল করেন। গিরিসঙ্কটের নির্বাসন থেকে তাঁরা যে বছর বেরিয়ে এসেছিলেন সে বছরেই তাঁদের মৃত্যু হয়। আবূ তালিবের ৩৫ দিন পূর্বে খাদীজার (রা) ওফাত হয়।

আমার মতে, তাঁরা "নামায ফরয হওয়ার পূর্বে" বলে বুঝিয়েছেন মি'রাজের রাতে নামায ফরয হওয়ার পূর্বে। আমাদের জন্যে সমীচীন ছিল মি'রাজের ঘটনা বর্ণনার পূর্বে খাদীজা (রা) ও আবূ তালিবের ওফাতের ঘটনা উল্লেখ করা যেমনটি করেছেন বায়হাকী প্রমুখ আলিমগণ! তবে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা তাঁদের মৃত্যুর ঘটনা পরে উল্লেখ করেছি। অচিরেই তা বিবৃত হবে। কারণ, এই পদ্ধতিতেই বাক্য ও ঘটনা সাজিয়ে-গুছিয়ে বর্ণনা করা যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা ......আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই যে খাদীজা (রা), তিনি পাত্রের তরকারি অথবা আহার্য অথবা পানীয় নিয়ে আসছেন আপনার নিকট। তিনি যখন আপনার নিকট উপস্থিত হবেন তখন, তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আপনি তাঁকে সালাম পৌঁছিয়ে দিবেন এবং তাঁকে জান্নাতের একটি বাসস্থানের সুসংবাদ দেবেন। সেটি হবে মুক্তার তৈরী। তাতে কোন শোরগোল ও দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়ল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নবী করীম (সা) কি খাদীজা (রা)-কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন ? উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা বললেন, হ্যাঁ, তিনি সুসংবাদ দিয়েছিলেন একটি জান্নাতী গৃহের, যেটি মুক্তার তৈরী। তাতে না থাকবে কোন শোরগোল আর না থাকবে কোন দুঃখ-কষ্ট। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীছটি ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ থেকেও বর্ণনা করেছেন।

সুহায়লী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে বাঁশের তৈরী গৃহের সুসংবাদ দিয়েছিলেন অর্থাৎ মুক্তার বাঁশ। কারণ, তিনি ঈমান আনয়নে সকল বাধা তুচ্ছ করে অগ্রগামিতা লাভ করেছিলেন। ওই গৃহে শোরগোল এবং দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। কারণ, তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেননি এবং তাঁর নিকট শোরগোল করেননি। তিনি জীবনে কোন দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেননি, দুঃখ দেননি।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থে হিশাম ইব্ন উরওয়ার মাধ্যমে তাঁর পিতা সূত্রে হযরত আইশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আইশা (রা) বলেছেন, আমি হযরত

খাদীজা (রা)-এর প্রতি যত ঈর্ষাকাতর ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি তেমনটা ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার বিবাহের পূর্বেই খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। ঈর্ষাকাতর ছিলাম এ জন্যে যে, আমি তাঁকে বারবার খাদীজা (রা)-এর কথা আলোচনা করতে শুনতাম। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে জান্নাতে মুক্তার তৈরী একটি বাসগৃহের সংবাদ দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো বকরী যবাহ্ করলে খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের নিকট যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে গোশত পাঠাতেন। এটি ইমাম বুখারীর ভাষ্য।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আইশা (রা) বলেন, খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমি যত ঈর্ষান্বিত ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি আমি তত ঈর্ষান্বিত ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অধিক পরিমাণে তাঁর কথা আলোচনা করতেন বলে আমি তা করতাম। তাঁর ইনতিকালের তিন বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিয়ে করেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মুক্তার তৈরী একটি বাসগৃহের সংবাদ দেয়ার জন্যে। ইমাম বুখারী (র)-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি খাদীজা (রা)-এর প্রতি যত ঈর্ষাকাতর ছিলাম অন্য কারো প্রতি ততটা ছিলাম না। আমি তাঁকে দেখিনি কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-অনেক বেশী বেশী তাঁর আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবাহ্ করলে তার কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি খাদীজার (রা) বান্ধবীদের জন্যে পাঠিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতাম, দুনিয়াতে যেন খাদীজা ছাড়া আর কোন মহিলাই ছিল না। তখন তিনি বলতেন, সে তো স্ত্রীর ন্যায় স্ত্রী ছিল বটে। তার ঘরেই আমার ছেলেমেয়ে জন্ম নিয়েছিল।

এরপর ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, ইসমাঈল....... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খুওয়াইলিদের কন্যা এবং খাদীজার (রা) বোন হালাহ্ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে খাদীজা (রা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করার কথা রাসূল (সা)-এর মনে পড়ল। তাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, হায় আল্লাহ্! এ যে হালাহ্ এসেছে। এ ঘটনায় আমি ঈর্ষান্বিত হলাম এবং বললাম, আপনার কী হল যে, রক্তিম দু' চোয়াল বিশিষ্ট কুরায়শী এক বুড়ীর কথা আপনি বারবার স্মরণ করছেন। সে তো, কবেই কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। তার উত্তম বিকল্প আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) সুওয়াইদ...... আলী ইব্‌ন মুসহির থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আইশা (রা) হযরত খাদীজা (রা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সম্মানের দিক থেকে হোক কিংবা দাম্পত্য জীবনের দিক থেকে হোক। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা (রা)-এর উপরোক্ত মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেননি এবং এর কোন উত্তরও দেননি। ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণনা থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ....... হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদীজা (রা) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাঁর প্রশংসা তিনি অনেক দীর্ঘায়িত করলেন। তাতে মহিলাদের সাথে যা হয়ে থাকে আমারও তা হল। আমি তাতে

Contents

ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ রক্তিম দু' চোয়াল বিশিষ্ট এক কুরায়শী বুড়ীর চেয়ে অনেক ভাল স্ত্রী তো আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন। আমার মন্তব্য শুনে ক্ষোভে ও দুঃখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল এমনি বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অথবা আকাশে কাল মেঘ দেখা দেয়া কালে তা রহমতের মেঘ, না আযাবের মেঘ এটা জানার পূর্বে ছাড়া অন্য কোন সময় আমি দেখিনি। ইমাম আহমদ (র).........আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র সূত্রে অনুরূপ উদ্‌ধৃত করেছেন। ওই বর্ণনায় حَمْرَاءُ الشِّرْقَيْنِ (রক্তিম দু' চোয়াল)-এর পরে هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ الْأَوَّلِ (যে প্রথম যুগে মৃত্যুবরণ করেছে) কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে এবং تَغَيَّرَ শব্দের পরিবর্তে تَمَعَّرَ শব্দ রয়েছে।[১] ইমাম আহমদ (র) একা এই বর্ণনা উদ্‌ধৃত করেছেন।

এটি একটি ভাল সনদ। ইব্‌ন ইসহাক...... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত খাদীজা (রা)-এর কথা আলোচনা করতেন, তখন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। আইশা (রা) বলেন, একদিন আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম এবং বললাম, আপনার কী হল যে, আপনি ব্যাপকভাবে রক্তিম চোয়াল বিশিষ্ট ওই মহিলার কথা আলোচনা করছেন। আল্লাহ্ তো আপনাকে তার উত্তম বিকল্প দান করেছেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার উত্তম বিকল্প দেননি। সে তো এমন এক মহিলা ছিল সবাই যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। সবাই যখন আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে, তখন সে আমাকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করেছে। মানুষ যখন আমাকে কেবল বঞ্চনা দিয়েছে, তখন সে আপন ধন-সম্পদ দিয়ে আমার সহযোগিতা করেছে। আমার অন্যান্য স্ত্রী যেখানে আমাকে সন্তান দানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সন্তান দান করেছেন। এটিও ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা। এটির সনদে কোন সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী মুজালিদ-এর বর্ণনার সমর্থনে ইমাম মুসলিম অন্য হাদীছ উদ্‌ধৃত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক সর্বজন বিদিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

"অন্যান্য স্ত্রী যেখানে আমাকে সন্তান দিতে ব্যর্থ হয়েছে অথচ তার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে সন্তান দান করেছেন" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তিটি সম্ভবত মারিয়া (রা)-এর ঘরে নবীপুত্র হযরত ইবরাহীম (রা)-এর জন্মের পূর্বেকার। মূলত এ মন্তব্য মারিয়া কিবতিয়্যাহ (রা) রাসূলের তত্ত্বাবধানে আসার পূর্বের। এটাই নিশ্চিত। কারণ, ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং পরেও আলোচিত হবে যে, একমাত্র ইবরাহীম (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল ছেলে-মেয়ে হযরত খাদীজা (রা)-এর ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। ইবরাহীম (রা)-এর জন্ম হয় মিসরবাসিনী হযরত মারিয়া কিবতিয়্যাহ-এর গর্ভে।

একদল উলামায়ে কিরাম এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, হযরত আইশা (রা) থেকে হযরত খাদীজা (রা) অধিক মর্যাদাবান ও উত্তম। অপর একদল এই হাদীছের সনদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অন্য একদল এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, দাম্পত্য জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আইশা (রা) উত্তম ছিলেন। বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায় কিংবা এরূপ ধারণা পাওয়া

---

১. تَمَعَّرَ মুখের লাবণ্য সরে গিয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

যায়। কারণ, রূপে-গুণে, যৌবন-সৌন্দর্যে এবং মনোরম সংসার জীবন যাপনে হযরত আইশা (রা) ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। "আল্লাহ্ আপনাকে তার উত্তম বিকল্প দান করেছেন।" এ মন্তব্য দ্বারা নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং নিজেকে খাদীজা (রা) থেকে ভাল বলা হযরত আইশা (রা)-এর উদ্দিষ্ট ছিল না। কে পবিত্রাত্মা আর কে তা নন, সে বিচারের ভার মূলত আল্লাহ্রই হাতে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

"তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না।" তিনিই ভাল জানেন মুত্তাকী কে ?

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَشَاءُ

"আপনি কি তাদেরকে দেখননি যারা নিজেদের পবিত্র মনে করেন ? না, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।" (৪ ঃ ৪৯)

খাদীজা (রা) ও আইশা (রা)-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এ মাস'আলাতে অতীত ও বর্তমান উলামায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিয়াপন্থিগণ কোন মহিলাকেই হযরত খাদীজা (রা)-এর সমকক্ষ মনে করে না। যুক্তি হিসেবে তারা বলে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। ইবরাহীম (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভে জন্ম নেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। ইসলাম গ্রহণে তিনি সকলের অগ্রণী। তিনি সত্যানুসারীদের অন্যতম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের সূচনায় তিনি তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর জান-মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের কেউ কেউ বলেন, তাদের উভয়ের প্রত্যেকেরই কোন কোন দিকে অন্যজন থেকে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এটি সর্বজন বিদিত। তবে হযরত আইশা (রা)-কে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে যারা উৎসাহবোধ করেন, তাদের এমনো ভাবের কারণ হচ্ছে তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। তিনি হযরত খাদীজা (রা) থেকে বেশী জ্ঞানী। বস্তুত মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষার প্রাঞ্জলতার ক্ষেত্রে উম্মতের কেউই হযরত আইশার (রা) সমকক্ষ নন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা (রা)-কে যত ভালবাসতেন, অন্য কাউকে ততটা নয়। তাঁর পবিত্রতা ও সতীত্বের সমর্থনে সপ্ত আকাশের উপর থেকে আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনার মাধ্যমে হযরত আইশা (রা) জ্ঞানের এক বিশাল ও বরকতময় ভাণ্ডার উম্মতকে উপহার দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ এ প্রসিদ্ধ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যে,

خُذُوْا شَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ-

"তোমাদের দীনের অর্ধাংশ তোমরা হুমায়রা অর্থাৎ আইশা (রা) থেকে গ্রহণ কর।" তবে সঠিক কথা হল, তাঁদের প্রত্যেকেই এক এক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়গুলো সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ করবে, সে অবশ্যই পরম আনন্দিত ও বিস্মিত

হবে। তবে এ বিষয়ে সর্বাধিক উত্তম পথ হল এটি আল্লাহ্র প্রতি ন্যস্ত করা যে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন তাঁদের দু'জনের কে অধিকতর মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অকাট্য ও সন্দেহাতীত প্রমাণ পেলে সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত মন্তব্য করা যেতে পারে। অথবা কোন ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা জন্মালে সে বলবে যে, আমার জানা মতে আমার এই মন্তব্য পেশ করলাম। যে ব্যক্তি এ মাসআলায় কিংবা অন্য কোন মাসআলায় মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে চায়, তার জন্যে উত্তম পন্থা হল একথা বলা "আল্লাহ্ই ভাল জানেন"।

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ হিশাম ইব্ন উরওয়া .... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ-

শ্রেষ্ঠ মহিলা ইমরানের কন্যা মারয়াম এবং শ্রেষ্ঠ মহিলা খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা (রা)। এর অর্থ—তাঁরা নিজ নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা ছিলেন।

শু'বা....... বুররা ইব্ন ইয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ ثَلْثُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ اَسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

"পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কামালিয়াত ও পূর্ণতা পেয়েছেন তিনজন। ইমরানের কন্যা মারয়াম, ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এবং খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা (রা)। আর সকল মহিলার উপর আইশার (রা) শ্রেষ্ঠত্ব তেমন যেমন সকল খাদ্যের উপর ছারীদ অর্থাৎ গোশত-রুটির মিশ্রিত খাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব।"

ইব্ন মারদাবিয়্যাহ এই হাদীছ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। শু'বা ও তাঁর পরবর্তী বর্ণনাকারিগণ পর্যন্ত এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ। বিশ্লেষকগণ বলেন, যে অবদান ও কর্মগুণ উল্লিখিত তিন মহিলা অর্থাৎ আসিয়া, মারয়াম ও খাদীজা (রা)-এর মধ্যে ছিল তাহল, তাঁদের প্রত্যেকেই এক একজন নবী-রাসূলের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে ওই যিম্মাদারী পালন করেছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। আসিয়া হযরত মূসা (আ)-কে লালন, পালন করেছেন, তাঁর উপকার করেছেন এবং নবুওয়াত লাভের পর তাঁকে সত্য নবী রূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। মারয়াম (আ) তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-এর যিম্মাদারী নিয়েছিলেন। পরিপূর্ণভাবে সে যিম্মাদারী পালন করেছিলেন। রিসালাত পাওয়ার পর তিনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) প্রিয়নবী (সা)-এর সাথে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পর তাঁকে সত্য নবী রূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

"সকল মহিলার উপর আইশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন সকল খাদ্যের উপর ছারীদ খাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন।" হাদীছের এই অংশটি শু'বা...... আবূ মূসা আশআরী (রা) সনদে সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে উদ্ধৃত আছে। আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন "অনেক পুরুষ কামালিয়াত অর্জন করেছে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কামালিয়াত লাভ করেছেন মাত্র ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরানের কন্যা মারয়াম। আর সকল মহিলার উপর আইশা (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সকল খাদ্যের উপর ছারীদের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়। ছারীদ হল রুটি ও গোশতের সংমিশ্রণে তৈরী খাদ্য। যেমন একজন কবি বলেছেন ঃ

اذَا مَا الْخُبْزُ تَأَدَّمَهُ بِلَحْمٍ - فَذَاكَ اَمَانَةُ اللّٰهِ الثَّرِيْدُ-

"রুটির সাথে ব্যঞ্জনরূপে যখন গোশত মিশ্রিত করা হয়, তখন এটি ছারীদ খাদ্যে পরিণত হয়। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপহার বিশেষ।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী "আইশার শ্রেষ্ঠত্ব অন্য নারীদের উপর" এটি দ্বারা হয়ত ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে। তা হলে অর্থ হবে— হাদীছে উল্লিখিত মহিলাগণ সকলে সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং তাঁদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে গেলে অন্য দলীল-প্রমাণ প্রয়োজন হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু-উত্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম হযরত আইশা (রা)-কে বিবাহ করেন। এ বিষয়ক আলোচনা শীঘ্রই আসছে। ইমাম বুখারী (র) "হযরত আইশা (রা)-এর বিবাহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, মু'আল্লা....... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছেন ঃ 'স্বপ্নে আমার নিকট তোমাকে দুইবার দেখানো হয়েছে। একবার আমাকে দেখানো হল যে, তুমি একটি রেশমী চাদরে জড়ানো। কে যেন আমাকে বলছেন, এই যে আপনার স্ত্রী, ঘোমটা তুলে তাকে দেখুন।" তখন আমি দেখলাম যে, তুমি। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ "এটি যদি আল্লাহর ফায়সালা হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহ্ কার্যকরী করবেন।"

ইমাম বুখারী (র) "কুমারীর বিবাহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্ন আবূ মুলায়কা বলেছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত আইশা (রা)-কে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আপনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারী মেয়েকে বিবাহ করেননি। ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্........ হযরত আইশা (রা) সূত্রে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি এমন কোন প্রান্তরে যান, যেখানে কতক গাছপালা রয়েছে যেগুলো থেকে ইতোপূর্বে কিছু খাওয়া হয়েছে আর কতক আছে যেগুলো অক্ষত, যেগুলো থেকে ইতোপূর্বে খাওয়া হয়নি, তখন আপনি কোন্ ঘাস-বৃক্ষে আপনার উট চরাবেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যে ঘাস-বৃক্ষ থেকে ইতোপূর্বে খাওয়া হয়নি সেটিতে চরাব। এ উক্তি দ্বারা হযরত আইশা (রা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কুমারী স্ত্রী গ্রহণ করেননি। ইমাম বুখারী একাই এই হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। তারপর ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, উবায়দ ইব্ন

ইসমাঈল ... হযরত আইশা (রা) সূত্রে বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "স্বপ্নে আমার নিকট তোমাকে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা একটি রেশমী চাদরে জড়িয়ে তোমাকে আমার নিকট এনে বলেছিলেন, এই যে আপনার স্ত্রী। আমি তখন তোমার মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলি এবং দেখতে পাই যে সে তুমি। আমি বললাম, এটি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফায়সালা হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহ্ কার্যকর করবেনই। এক বর্ণনায় তিন রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ) হযরত আইশা (রা)-এর ছবি একটি সবুজ রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই আপনার স্ত্রী দুনিয়াতেও আখিরাতেও।

ইমাম বুখারী (র) "বয়স্কদের নিকট ছোটদেরকে বিয়ে দেয়া" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ... উরওয়া থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা (রা)-কে বিয়ে করার জন্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠান। আবূ বকর (রা) বললেন, "আমি তো আপনার ভাই।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনি তো আল্লাহ্র দীন ও তাঁর কিতাবের সূত্রে আমার ভাই, আপনার কন্যা বিয়ে করা আমার জন্যে হালাল। এই হাদীছটি সাধারণত মুরসাল বলে মনে হয়। কিন্তু ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিশ্লেষকদের নিকট এটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। কারণ, উরওয়া এটি বর্ণনা করেছেন আইশা (রা) থেকে। এ হাদীছটিও ইমাম বুখারী (র) একক ভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র... হিশাম ইব্ন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের তিন বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা (রা)-কে বিবাহ করেন। তখন হযরত আইশা (রা)-এর বয়স ছিল ছয় বছর। তাঁর নয় বছর বয়সে তাঁদের বাসর হয়। হযরত আইশা (রা)-এর বয়স যখন ১৮ বছর, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হয়। এটি একটি বিরল বর্ণনা।

ইমাম বুখারী (র) উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল ... হিশাম ইব্ন উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা ইনতিকাল করেন। এরপর তিনি দুই বছর বা তার কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেন। তারপর আইশা (রা)-কে বিবাহ করেন। তখন হযরত আইশা (রা)-এর বয়স ছয় বছর। তাঁর নয় বছর বয়সে তাঁদের বাসর হয়। বর্ণনাকারী উরওয়া (র) যা বললেন বাহ্যত তা মুরসাল হাদীছ বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীছ। তিনি যে বলেছেন, "ছয় বছর বয়সে হযরত আইশা (রা)-এর বিবাহ হয় এবং নয় বছর বয়সে বাসর হয়" এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। সিহাহ্ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহে এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে। হযরত আইশা (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাসর হয়েছিল মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। কিন্তু হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের প্রায় তিন বছর পর আইশা (রা)-কে বিবাহ করেছেন বলে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কারণ ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান আলহাফিযম.... হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

হিজরতের পূর্বে তিনি আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছয় কিংবা সাত বছর। আমরা মদীনায় আসার পর একদিন কতক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত হয়। আমি তখন একটি বাগানের মধ্যে খেলা করছিলাম। আমার চুলগুলো খোঁপা বাঁধার উপযুক্ত ছিল। তারা আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তখন আমার বয়স নয় বছর। এই হাদীছে আইশা (রা) বলেছেন, "খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে।" তাতে ধারণা করা যায় যে, খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর অল্প কিছুকালের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। হ্যাঁ, তবে যদি এটা বলা যায় যে, বর্ণনায় "খাদীজার মৃত্যুর সাথে সাথে" শব্দের পূর্বে একটি "পরে" শব্দ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তখন অর্থ হবে হযরত খাদীজার ইনতিকালের পরবর্তীতে, তবে ইউনুস ইব্ন বুকায়র ও আবূ উসামা সূত্রে বর্ণিত হিশাম ইব্ন উরওয়ার বর্ণনার সাথে কোন সংঘর্ষ হয় না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা .... হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিবাহ করেন যখন আমার বয়স ছয় বছর। পরবর্তীতে আমরা মদীনায় আসি এবং বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের মধ্যে অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেল। তখন আমার খোঁপা বাঁধার মত চুল ছিল। আমার মা উম্মু রূমান আমার নিকট আসলেন। আমি তখন আমার কতক বান্ধবীর সাথে একটি দোলনায় বসা ছিলাম। মা আমাকে চীৎকার করে ডাকলেন। তাঁর নিকট তিনি আমাকে নিয়ে কী করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তিনি আমার হাত চেপে ধরে ঘরের দরজায় এসে থামলেন। আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। এক সময় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। তিনি একটু পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণ হোক বরকত হোক এবং শুভ হোক। মা আমাকে ওদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে দিলেন। দুপুরের পূর্বক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে ঢুকলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমি ভড়কে গেলাম। ওরা আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তখন আমার বয়স নয় বছর।

ইমাম আহমদ (র) উম্মুল মু'মিনীন আইশা-এর মসনদে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন বিশর বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আমর আবূ সালামা এবং ইয়াহ্ইয়া থেকে। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের পর উছমান ইব্ন মাযঊনের স্ত্রী খাওলা বিনত হাকীম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কি বিবাহ করবেন না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কাকে বিবাহ করব ? খাওলা বললেন, আপনি কুমারী চাইলে কুমারী পাত্রী পাবেন আর পূর্ব-বিবাহিতা চাইলে তা-ই পাবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী পাত্রীটি কে ? খাওলা বললেন, জগতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আইশা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পূর্ব-বিবাহিতা মহিলাটি কে ? খাওলা বললেন, তিনি হলেন যামআর কন্যা সাওদা। তিনি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং আপনার অনুগতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে তুমি ওদের নিকট যাও এবং

আমার কথা তাদের নিকট আলোচনা কর! খাওলা গেলেন আবূ বকর (রা)-এর গৃহে। তাঁর স্ত্রীকে বললেন, উম্মু রূমান! কী কল্যাণ ও বরকতই না আল্লাহ্ আপনাদের জন্যে মনযূর করেছেন। উম্মু রূমান বললেন, কেন কী হয়েছে ? খাওলা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আইশাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আবূ বকর (রা) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন!

আবূ বকর (রা) ঘরে এলেন। আমি বললাম, আবূ বকর! কী কল্যাণ ও বরকতই না আল্লাহ্ আপনার জন্য মনযূর করেছেন! আবূ বকর (রা) বললেন, কেন কী হয়েছে ? খাওলা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আইশাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, সে কি তাঁর জন্যে বৈধ হবে ? সে তো তাঁর ভাতিজী। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে গিয়ে আবূ বকর (রা)-এর মন্তব্য তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি আবার তাঁর নিকট যাও এবং আমার এ বক্তব্য তাঁর কাছে পৌঁছে দাও। "আমি আপনার ভাই এবং আপনি আমার ভাই ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে. আপনার মেয়ে বিয়ে করা আমার জন্যে বৈধ।" খাওলা বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট ফিরে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, তুমি অপেক্ষা কর! তিনি ঘর থেকে বের হলেন। উম্মু রূমান বললেন, মুতঈম ইব্ন আদী তো আইশার সাথে তাঁর পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র কসম, আবূ বকর (রা) তো একবার ওয়াদা করলে তা কখনো ভঙ্গ করেন না। আবূ বকর (রা) গেলেন মুতঈম ইব্ন আদীর নিকট। সেখানে মুতঈম-এর স্ত্রী উম্মুস সাবী উপস্থিত ছিলেন। উম্মুস সাবী বললেন, হে আবূ কুহাফার পুত্র! আমার ছেলে যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তো আপনি তাকে আমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আপনার ধর্মে নিয়ে যাবেন তাই না ? মুতঈম ইব্ন আদীকে আবূ বকর (রা) বললেন, তোমার বক্তব্য আর তোমার স্ত্রীর বক্তব্য কি এক ? মুতঈম বলল, সে তো তাই বল্ছে।

আবূ বকর (রা) সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। মুতঈমকে ওয়াদা প্রদান বিষয়ে তাঁর মনে যে অস্বস্তি ছিল তা বিদূরিত হল। ঘরে এসে তিনি খাওলাকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে এস। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে এলেন। আবূ বকর (রা) আইশা (রা)-কে তাঁর নিকট বিবাহ দিয়ে দিলেন। তখন হযরত আইশা (রা)-এর বয়স ছিল ছয় বছর। এরপর খাওলা গেলেন সাওদা বিন্ত যামআ-এর নিকট। তাঁকে বললেন, কী কল্যাণ ও মঙ্গলই না আল্লাহ্ আপনার জন্যে মনযূর করেছেন। সাওদা বললেন, কেন কী হয়েছে ? খাওলা বললেন, আপনাকে বিবাহ করার, প্রস্তাব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। সাওদা বললেন, আপনি আমার পিতার নিকট গিয়ে প্রস্তাবটি পেশ করুন। আমার কাছে তো প্রস্তাবটি ভালই মনে হয়। তিনি খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই হজ্জে যেতে পারেননি। আমি তাঁর নিকট গিয়ে জাহিলী নিয়মে অভিবাদন জানালাম। তিনি বললেন কে ? আমি খাওলা বিন্ত হাকীম— খাওলা বললেন। বকর বললেন, কী সংবাদ ? মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আপনার কন্যা সাওদাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, খাওলা উত্তর দিলেন। বকর বললেন, এ তো খুব ভাল ও মানানসই সম্বন্ধ। তোমার বান্ধবী কী বলে ? খাওলা বললেন, সে এটি ভাল

মনে করে। বকর বললেন, ওকে আমার নিকট নিয়ে এসো! সাওদা এলেন। বকর বললেন, প্রিয় কন্যা! এই যে খাওলা, সে বলছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তোমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। এটি তো খুব ভাল ও মানানসই সম্বন্ধ, তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে তার নিকট বিয়ে দিয়ে দিই। সাওদা বললেন, হ্যাঁ। বকর বললেন, খাওলা, তুমি গিয়ে মুহাম্মদকে নিয়ে এসো! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এলেন। বকর তাঁর কন্যা সাওদাকে রাসূলুল্লাহ-এর নিকট বিয়ে দিলেন। সাওদার ভাই আব্দ ইব্ন যামআ হজ্জ থেকে ফিরে এসে এ সংবাদ শুনল এবং ক্ষোভে-দুঃখে মাথায় ধূলি ছিটাতে লাগল। পরবর্তীতে আব্দ ইব্ন যামআ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন বললেন, আমার জীবনের কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওদাকে বিয়ে করেছেন এ সংবাদ শুনে যেদিন আমি আমার মাথায় ধুলো ছিটিয়ে ছিলাম সেদিন আমি নিশ্চয়ই মূর্খ ছিলাম।

হযরত আইশা (রা) বলেন, পরে আমরা মদীনায় এসে সুন্হ নামক স্থানে বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ গোত্রে অবস্থান করতে থাকি। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে হাযির হন। আনসারী পুরুষ ও মহিলাগণ তাঁর নিকট সমবেত হন। আমার মা এলেন আমার নিকট। আমি তখন খেজুর বাগানে দু'ডালের মাঝে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এলেন। আমার চুল খোঁপা বাঁধা ছিল। তিনি খোঁপা খুলে আঁচড়িয়ে দিলেন। পানি দিয়ে আমার মুখ মুছে দিলেন। এরপর আমাকে টেনে এনে ঘরের দরজায় দাঁড় করালেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। এক সময় আমি কিছুটা শান্ত হলাম। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাদের ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে। তিনি একটি চৌকিতে বসে আছেন। তাঁর নিকট আনসারী পুরুষ ও মহিলাগণ উপস্থিত। আমার মা আমাকে একটি কক্ষে বসালেন এবং বললেন ওরা তোমার পরিবার। আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যে তোমাকে এবং তোমার মধ্যে তাঁদেরকে শান্তি ও কল্যাণ দান করুন। এরপর নারী-পুরুষ সবাই দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ঘরে আমাকে নিয়ে বাসর করলেন। তখন উট-বকরী কিছুই যবাহ্ করা হয়নি। অবশেষে সাআদ ইব্ন উবাদাহ (রা) এক গামলা খাবার পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর স্ত্রীগণের নিকট যেতেন, তখন সাআদ (রা) ওরকম খাবার পাঠাতেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর। বাহ্যত মনে হবে যে, এই বর্ণনাটি মুরসাল কিন্তু মূলত এটি অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীছ। কারণ, বায়হাকী আহমদ ইব্ন আবদুল জাব্বার....... হযরত আইশা (রা) সূত্রে হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের পর খাওলা বিন্ত হাকীমের আগমন ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের প্রস্তাব সংক্রান্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওদা বিন্ত যামআকে বিবাহ করার পূর্বে আইশা (রা)-কে বিবাহ করেন। তবে হযরত সাওদা (রা)-এর সাথে বাসর করেন মক্কায় আর আইশা (রা)-এর বাসর হয় পরে মদীনা শরীফে দ্বিতীয় হিজরীতে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আসওয়াদ....... হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা (রা) যখন বৃদ্ধা হয়ে পড়লেন, তখন তিনি তাঁর পালার রাতটি আমাকে দান করে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে রাত বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাকে আমার রাত এবং সাওদার

১. মূল গ্রন্থে আবূ বকর শব্দ থাকলেও সম্ভবত বকর শব্দটি মুদ্রণ প্রমাদ। সম্পাদক পরিষদ—

(রা) রাত সঙ্গ দিতেন। আইশা (রা) বলেন, আমাকে বিবাহ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম সাওদাকে (রা) বিবাহ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নযর....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়ের এক মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। তাঁর নাম ছিল সাওদা। তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জননী। তার মৃত স্বামীর তরফে তার পাঁচ কিংবা ছয়টি সন্তান ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমাকে বিবাহ করতে তোমার বাধা কোথায় ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমার প্রিয়তম মানুষ না হওয়া বিষয়ক কোন বাধা নেই, বরং আমি আপনাকে শ্রদ্ধাভরে দূরে রাখছি এজন্য যে, আমার ছেলেমেয়েরা সকাল-সন্ধ্যা আপনাকে জ্বালাতন করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এছাড়া অন্য কোন বাধা নেই তো ? সাওদা বললেন, না, আল্লাহ্র কসম, অন্য কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করুন ! সর্বোত্তম মহিলা হচ্ছে ওরা যারা উটের পিঠে চড়ে। কুরায়শের সতী নারীগণ যারা শিশু সন্তানের প্রতি অধিক যত্নশীল, স্বামীর ধন-সম্পদের হিফাযতকারী।

আমি বলি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে সাওদার স্বামী ছিলেন সুহায়ল ইব্ন আমরের ভাই সাকরান ইব্ন আমর। তিনি ইসলাম গ্রহণকারী এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ছিলেন। যেমন পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং মদীনায় হিজরতের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন।

এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সাওদার পূর্বে হযরত আইশা (রা)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল এমত পোষণ করেন। যুহরী এ মত পোষণ করেন বলে ইউনুস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্ন আবদুল বার্র এ অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, সাওদার (রা) বিবাহ হযরত আইশা (রা)-এর বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি কাতাদা ও আবূ উবায়দ থেকে এ তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। যুহরীও এ মত গ্রহণ করেছেন বলে আকীল বর্ণনা করেছেন।

আবূ তালিবের মৃত্যুর পর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী ছিলেন। জান-মাল দিয়ে এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তিনি যথাসাধ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন কুরায়শী গোঁয়াররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর জুলুম-নির্যাতনের দুঃসাহস দেখাল এবং আবূ তালিবের জীবদ্দশায় যা করার সাহস পেতো না এখন তারা তা শুরু করল। এ প্রসংগে বায়হাকী......... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ তালিবের ইনতিকালের পর কুরায়শের এক মূর্খ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এসে তাঁর প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করে। ধুলি-ধূসরিত দেহে তিনি ঘরে ফিরে আসেন। তাঁর এক কন্যা তা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং কেঁদে কেঁদে ওই মাটি পরিষ্কার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন, স্নেহের কন্যা, কেঁদো না, আল্লাহ্ই তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন। তিনি এও বলছিলেন, আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বে আমি কষ্ট পাই এমন কোন কাজ কুরায়শ

করতে সাহস পেতো না। এখন তারা তা শুরু করেছে। যিয়াদ বুকাঈ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে উরওয়া সূত্রে মুরসাল রূপে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

বায়হাকী....... উরওয়া সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ভয়ে কুরায়শরা ভীত ছিল। হাকিম...... আইশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবুল ফারাজ ইব্‌নুল জাওযী আপন সনদে ছা'লাবাহ ইব্‌ন সাঈর ও হাকীম ইব্‌ন হিযাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন আবূ তালিব ও খাদীজা (রা) যখন ইনতিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই সাথে এই দুইটি বিপদের সম্মুখীন হন। তাদের উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধান ছিল। তখন তিনি অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকতেন। বের হতেন কম। ইতোপূর্বে কুরায়শরা তাঁর সাথে যে আচরণ করতে সাহস পেতো না এখন তারা সে আচরণ করতে লাগল। এ সংবাদ আবূ লাহাবের নিকট পৌঁছে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার লক্ষে এগিয়ে যাও এবং আবূ তালিবের জীবদ্দশায় তুমি যা যা করতে এখনও তুমি তা করে যাও। লাত দেবীর কসম, আমার মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে কেউ তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। ইব্‌ন গায়তালাহ্ নামে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি দিয়েছিল। আবূ লাহাব এগিয়ে গিয়ে তাকে শাস্তি দেয়। ইব্‌ন গায়তালাহ্ তখন চীৎকার করে কুরায়শদেরকে ডেকে বলে, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আবূ উতবা অর্থাৎ আবূ লাহাব পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছে, সে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কুরায়শরা ত্বরিতগতিতে আবূ লাহাবের বাড়িতে উপস্থিত হয়। সে বলে, আমি আমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিনি। তবে আমি আমার ভাতিজাকে সকল অত্যাচার থেকে রক্ষা করব যাতে করে সে তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। তারা বলল, তাহলে তো আপনি ভাল ও মহৎ কাজ করেছেন এবং আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুদিন নিরাপদ রইলেন। নিজের মত করে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে লাগলেন। আবূ লাহাবের ভয়ে কেউ তাঁকে কিছু বলতো না। এভাবে চলছিল। একদিন উকবা ইব্‌ন আবূ মুআইত এবং আবূ জাহ্‌ল আবূ লাহাবের নিকট এসে উপস্থিত হল। তারা বলল, আপনি আপনার ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করুন, সে বলুক আপনার পিতার শেষ ঠিকানা কোথায়? আবূ লাহাব বলল, হে মুহাম্মদ! আবদুল মুত্তালিবের শেষ ঠিকানা কোথায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তার ঠিকানা তার সম্প্রদায়ের সাথে। আবূ লাহাব ওদেরকে গিয়ে বলল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি। সে বলেছে যে, আমার পিতার শেষ ঠিকানা তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে। তারা দু'জনে বলল, সে তো বলে যে, আবদুল মুত্তালিবের শেষ ঠিকানা জাহান্নামে। এবার আবূ লাহাব বলল, হে মুহাম্মদ! আবদুল মুত্তালিব কি জাহান্নামে যাবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবদুল মুত্তালিব যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ওই ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কারো মৃত্যু হলে সে তো জাহান্নামেই যাবে। তখন অভিশপ্ত আবূ লাহাব বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি চিরদিনের জন্যে তোমার শত্রু হয়ে থাকব। কারণ, তুমি বিশ্বাস কর যে, আবদুল মুত্তালিব জাহান্নামে যাবেন। তখন থেকে আবূ লাহাব ও সমগ্র কুরায়শ সম্প্রদায় বহুগুণ কঠোর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি শত্রুতায় লিপ্ত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ীতে অবস্থানকালে যারা তাঁর প্রতি জুলুম করত তারা হল আবূ লাহাব, হাকাম ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া, উকবা উব্‌ন আবূ মুআয়ত আদী

ইব্‌ন হামরা, ইব্‌নুল আসদা হুযালী, এরা তাঁর প্রতিবেশী ছিল। হাকাম ইব্‌ন আবুল আস ব্যতীত তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযরত অবস্থায় বকরীর নাড়িভুঁড়ি তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করত। কেউ রান্নার সময় তাঁর খাদ্যদ্রব্যের পাত্রে ময়লা-আর্বজনা ঢেলে দিত। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি পাথর সংগ্রহ করলেন। সেটির আড়ালে থেকে তিনি নামায আদায় করতেন। তারা তাঁর প্রতি কিছু নিক্ষেপ করলে সেটিকে লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে তাঁর দরজায় এসে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, হে বনূ আব্‌দ মানাফ! প্রতিবেশীর প্রতি এ তোমাদের কেমন আচরণ ? তারপর তা রাস্তায় ফেলে দিতেন।

আমি বলি, ইতোপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে বেশীর ভাগ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর নামাযরত অবস্থায় তারা তাঁর ঘাড়ের উপর উটের নাড়িভুঁড়ি রেখে দিত। যেমন ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, ফাতিমা (রা) এগিয়ে এসে ওই নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়েছিলেন এবং ফাতিমা (রা) ওদেরকে গালমন্দ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে এসে ওদের সাতজনের জন্যে বদ দু'আ করেছিলেন। ইতোপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। অনুরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আস বর্ণনা করেছেন সেই ঘটনা যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিয়েছিল এবং তার গলা শক্তভাবে চেপে ধরেছিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন। তোমরা কি এমন একজন লোককে খুন করবে, যে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করছিলেন। এ সময়ে অভিশপ্ত আবূ জাহ্‌ল তাঁর ঘাড়ে পা চাপা দেয়ার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু তার আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝখানে তখন বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। এ জাতীয় দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটেছিল চাচা আবূ তালিবের ইনতিকালের পর। তাই এগুলো এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বটে।

দীনের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাইফ গমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবূ তালিবের ইনতিকালের পর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কঠিন অত্যাচার শুরু করে আবূ তালিবের জীবদ্দশায় যা তারা করতে পারত না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাইফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর আশা ছিল যে, তাইফের অধিবাসীরা তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর আপন সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে তারা তাঁকে রক্ষা করবে। তিনি এও আশা করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তারা তা গ্রহণ করবে। তিনি একাকী তাইফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব কুরাযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাইফে পৌঁছে ছাকীফ গোত্রের কয়েক জন লোকের নিকট গেলেন। তারা ছাকীফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল। তারা ছিল তিন ভাই। আবদাইয়ালীল, মাসঊদ ও হাবীব। তাদের পিতা হল আমর ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উকদা ইব্‌ন গায়রা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন ছাকীফ। তাদের একজনের স্ত্রী ছিল কুরায়শের বনূ জুমাহ্ গোত্রের জনৈক মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট বসলেন। তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আসার আহ্বান জানালেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে বিরোধী পক্ষদের মুকাবিলায় ইসলাম রক্ষায় তাঁকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন।

ওদের একজন বলেছিল, আল্লাহ্ যদি তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন, তবে তিনি কা'বাগৃহের গিলাফ ছেঁড়ার ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতীয়জন বলল, আল্লাহ্ রাসূলরূপে প্রেরণ করার জন্যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বুঝি পাননি ? তৃতীয়জন বলল, আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। কারণ, তুমি যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাক, তবে তোমার কথার প্রতিবাদ করা হবে চরম বিপজ্জনক। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে তোমার সাথে কথা বলা আমি উচিত মনে করি না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাকীফ গোত্র থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আপনারা যে আচরণ করেছেন, তা তো করেছেনই তবে সেটি গোপন রাখবেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন যেন এ ঘটনাটা জানতে না পারে। অন্যথায় তারা এটি নিয়ে তাঁকে আরো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।

ওরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেনি। নিজেদের গুণ্ডা-বদমাশ ও দাস-দাসীদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। এরা তাঁকে গালি-গালাজ দিতে ও তাঁকে নিয়ে হৈচৈ করতে শুরু করে দেয়। ফলে বহু লোক জমায়েত হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত তিনি একটি বাগানে আশ্রয় নেন। বাগানের মালিক ছিল রাবীআর দু' পুত্র উতবা এবং শায়বা। তারা উভয়ে তখন বাগানের মধ্যে ছিল। ছাকীফ গোত্রের দুর্বৃত্তরা তখন ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি আঙ্গুর বীথির ছায়ায় গিয়ে বসেন। তাইফের দুর্বৃত্তরা তাঁর সাথে কী নিষ্ঠুর আচরণ করেছে উতবা ও শায়বা তা প্রত্যক্ষ করছিল। জুমাহ্ গোত্রের উল্লিখিত মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাকে বলেছিলেন তোমার শ্বশুর পক্ষ থেকে আমি কী ব্যবহারই না পেলাম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছুটা শান্ত হলেন, তখন বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُوْنِىْ اَمْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ اُبَالِىْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تَنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ تَحُلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ–

"হে আল্লাহ্! আমি আমার দুর্বলতা, উপায়হীনতা এবং লোকচক্ষে অকিঞ্চিৎকরতা সম্পর্কে তোমারই দরবারে ফরিয়াদ করছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়! তুমিই অবসাদগ্রস্ত, অক্ষম ও দুর্বলদের মালিক। আমার মালিকও তুমিই। তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই! আমাকে কার হাতে সমর্পণ করছো ? তুমি কি আমাকে এমন দূরবর্তীদের নিকট সমর্পণ করছো, যারা রুক্ষ, কর্কশ ভাষায় আমাকে জর্জরিত করবে তাদের হাতে, নাকি এমন কোন শত্রুর নিকট সমর্পণ করছো যারা আমার সাধনাকে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে তাদের হাতে ? যদি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ পতিত না হয়, তবে আমি এসব কিছুর কোন পরোয়া করি না। তোমার রহমতই আমার

জন্যে প্রশস্ততম সম্বল। তোমার যে পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয় আমি সেই নূরের আশ্রয় কামনা করছি। আমার ইহকালীন ও পরকালীন কাজকর্ম সুবিন্যস্ত করে দাও যাতে তোমার গযব ও অসন্তুষ্টি আমার উপর পতিত না হয়। আমার দোষ-ত্রুটির কথা তোমার নিকট স্বীকার করছি। তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও! তুমি শক্তি দান না করলে সৎকাজ করার এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার কোন ক্ষমতা আমার নেই।"

বর্ণনাকারী বলেন, রাবীআর পুত্র উতবা এবং শায়বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ করুণ অবস্থা দেখল। তখন তাঁর প্রতি তাদের রক্তের টান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আদ্দাস নামের তাদের এক খৃস্টান ক্রীতদাসকে ডেকে তারা বলল, এখান থেকে এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে এই পাত্রে করে ওই লোকটির নিকট যাও এবং তাকে এসব খেতে বল।

আদ্দাস তাই করল। আঙ্গুরের পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে রেখে তা থেকে খেতে বলল। পাত্রে হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিসমিল্লাহ্ বললেন এবং খেতে শুরু করলেন। আদ্দাস তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, এ অঞ্চলের লোকেরা তো এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন। তোমার দেশ কোথায় ? তোমার ধর্ম কী ? সে বলল, আমি খৃস্টান, আমার দেশ নিনোভা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি পুণ্যবান ইউনুস ইব্ন মাত্তার দেশের লোক ? আদ্দাস বলল, ইউনুস ইব্ন মাত্তা সম্পর্কে আপনি কী করে জানলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, "উনি তো আমার ভাই, উনি নবী ছিলেন আর আমিও নবী। আদ্দাস মাথা ঝুঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথা, হাত ও পা চুম্বন করতে লাগল। এদিকে উতবা ও শায়বা একে অন্যকে বলছিল, তোমার ক্রীতদাসটিকে তো সে বিগড়ে দিয়েছে। আদ্দাস ফিরে এল। তারা তাকে বলল, হতভাগা, তোর হলোটা কী, তুই ওই লোকটির মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেলে? সে বলল, মুনীব! দুনিয়াতে ওঁর চাইতে উত্তম লোক অন্য কেউ নেই। উনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন যা নবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তারা বলল, আদ্দাস খবরদার! সে যেন তোকে তোর ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে না পারে। কারণ, তার ধর্ম অপেক্ষা তোর ধর্মই উত্তম। মূসা ইব্ন উকবাও প্রায় এ রকম বর্ণনা করেছেন। তবে দু'আর কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, "তাইফের অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রাপথে দু' সারিতে বিভক্ত হয়ে অবস্থান নেয়। পথ অতিক্রমের সময় তাঁর পা রাখা ও পা তোলার সাথে সাথে প্রচণ্ড পাথর নিক্ষেপে তারা তাঁর পদদ্বয় রক্তরঞ্জিত করে দিয়েছিল। তিনি তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। তখন তাঁর পদদ্বয় থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। একটি খেজুর বীথির ছায়ায় তিনি আশ্রয় নিলেন। তখন ব্যথা-বেদনায় তিনি জর্জরিত। ওই বাগানের মালিক ছিল রাবীআর দুই পুত্র উতবা ও শায়বা। ওরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রু ছিল বলে সেখানে তাদের উপস্থিতিকে তিনি পসন্দ করলেন না। এরপর পূর্ববর্তী বর্ণনার মত আদ্দাসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

---

১. ৮৬ : ১।

২. সুহায়লী বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ। এটিভুল মূলত। তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহব ফাহমী কুরাশী।

ইমাম আহমদ........ আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন আবূ জাবাল উদওয়ানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছাকীফ গোত্রের পূর্ব প্রান্তে একটি লাঠি কিংবা ধনুকে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তখন তিনি সাহায্য লাভের আশায় তাদের নিকট আগমন করেছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এই সূরা শেষ পর্যন্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জাহিলী যুগে এই সূরা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তখনও আমি মুশরিক ছিলাম। এরপর ইসলাম গ্রহণের পরে আমি তা তিলাওয়াত করি। বর্ণনাকারী বলেন, ছাকীফ গোত্রর লোকেরা তখন আমাকে ডেকে বলেছিল, এই লোকের মুখ থেকে তুমি কী শুনেছ ? তাঁর মুখ থেকে শোনা সূরাটি আমি ওদের নিকট তিলাওয়াত করলাম। ওদের সাথে কুরায়শী লোক যারা ছিল তারা বলল, আমাদের এই লোক সম্পর্কে আমরা অধিক অবগত।

সে যা বলছে, আমরা যদি তা সত্য বলে জানতাম, তাহলে আমরা অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আছে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাবের বরাতে...... আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, উহুদ দিবস কি অপেক্ষা অধিক কঠিন কোন দিবস আপনার জীবনে এসেছে ? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমি যে নির্যাতন ভোগ করেছি তার চেয়েও কঠিন নির্যাতন ভোগ করেছি আকাবা দিবসে। সেদিন আমি নিজেকে আব্দ ইয়ালীল ইব্ন আব্দ কিলালের পুত্রদের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম সে মতে তারা সাড়া দেয়নি। তখন আমি ফিরে আসছিলাম। আমি তখন দুঃখে ব্যথায় জর্জরিত। শ্রান্ত-ক্লান্ত। কারণ আল ছাআলিব নামক স্থানে এসে আমি সম্বিৎ ফিরে পাই। আমি আমার মাথা উঠিয়ে দেখলাম, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখি, সেখানে জিব্রাঈল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কী বলেছে এবং কী প্রত্যুত্তর দিয়েছে তা আল্লাহ্ তা'আলা শুনেছেন। তিনি আপনার সাহায্যে পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। ওদেরকে আপনি যে শাস্তি দিতে চান ফেরেশতাকে তা করার নির্দেশ দিন। সে তা করে দেবে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সালাম দিয়ে ডেকে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার গোত্রের লোকেরা আপনাকে কী উত্তর দিয়েছে তা তিনি শুনেছেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদেরকে যে শাস্তি দিতে চান, সে মতে আপনি আমাকে নির্দেশ দিন। আপনি যদি চান তবে এই দুই পাহাড় দিয়ে তাদেরকে চাপা দেয়া হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, তা নয়। আমি বরং আশা করছি যে, তাদের বংশে আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোক দিবেন, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

পরিচ্ছেদ

জিনদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাইফ থেকে ফিরে আসার সময়। নাখলা নামক স্থানে রাত্রি যাপনের পর সাহাবীগণসহ তিনি

ফজরের নামায আদায় করছিলেন। সেখানে জিনেরা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ওই জিনদের সংখ্যা ছিল সাত। ওদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ-

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল (৪৬ ঃ ২৯)।

তাফসীর গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তার কিছুটা এই গ্রন্থে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাইফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুতঈম ইব্‌ন আদীর দায়িত্বে মক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্প্রদায়ের লোকজন এবার আরো কঠোর ভাবে তাঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও বিদ্রোহ শুরু করে দিল। মহান আল্লাহ্ই সাহায্যকারী এবং তাঁর উপরই ভরসা।

উমাবী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় তাঁকে আশ্রয় দেয়ার প্রস্তাব সহকারে আরীকাত নামের এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন আখনাস ইব্‌ন শুরায়কের নিকট। সে বলল, আমরা কুরায়শ গোত্রের মিত্র! কুরায়শ বংশে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টিকারী কোন লোককে আমরা আশ্রয় দিতে পারি না। এরপর আশ্রয় কামনা করে তিনি দূত পাঠালেন সুহায়ল ইব্‌ন আমরের নিকট। সে বলল, আমরা আমির ইব্‌ন লুওয়াই-এর বংশধর। ইব্‌ন লুওয়াই-এর বিরুদ্ধাচরণকারী কাউকে আমরা আশ্রয় দিতে পারব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্তাব পাঠালেন মুতঈম ইব্‌ন আদীর নিকট। মুতঈম বললেন, তাই হবে তাকে আসতে বল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট গেলেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে মুতঈম বের হলেন। মুতঈমের সংগী হল তার পুত্ররা। ওরা ছয়জন কি সাতজন। সবাই তরবারি সজ্জিত। তারা মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে মুতঈম বললেন, যান তাওয়াফ করুন। ওরা সকলে তরবারি উঠিয়ে তাওয়াফের এলাকায় পাহারা দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবূ সুফিয়ান এলেন মুতঈমের নিকট। তিনি বললেন, আপনি কি ওর আশ্রয়দাতা, নাকি তার অনুসারী ? মুতঈম বললেন, আমি ওর আশ্রয়-দাতা। আবূ সুফিয়ান বললেন, তবে আপনার আশ্রয়দানকে অবমাননা করা হবে না। আবূ সুফিয়ান কিছুক্ষণ মুতঈমের নিকট বসলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ শেষ করলেন। তিনি ঘরে ফিরে এলেন। ওরাও ফিরে এল। আবূ সুফিয়ান চলে গেলেন তাঁর সাথীদের নিকট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েক দিন ওখানে অবস্থান করলেন। এরপর মদীনায় হিজরত করার অনুমতি এল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের অল্প কিছু দিন পর মুতঈম ইব্‌ন আদীর ওফাত হয়। তখন কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি অবশ্যই তার শোকাগাথা গাইব।

فَلَوْكَانَ مَجْدُ مُخَلِّدُ الْيَوْمِ وَاحِدُ - مِنَ النَّاسِ نَجّٰى مَجْدَهُ الْيَوْمَ مُطْعِمًا

মানব জাতির কোন ব্যক্তি যদি এককভাবে চিরদিনের জন্যে মর্যাদাবান হয়, তবে সেই একক ব্যক্তি হল মুতঈম। সে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

اَجِرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا- عِبَادَكَ مَا لَبّٰى مُحِلٌ وَاَحْرَمَا

(হে মুতঈম! শত্রুদের হাত থেকে আপনি আল্লাহ্র রাসূলকে আশ্রয় দিয়েছেন। ফলে শত্রুরা সবাই চিরদিনের জন্যে তথা যতদিন হাজী সাহেবান ইহরাম বাঁধা ও খোলার জন্যে তালবিয়া পাঠ করবেন, ততদিনের জন্যে আপনার গোলামে পরিণত হল।

فَلَوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعَدُّ بِاَسْرِهَا - وَقَحْطَانُ اَوْ بَاقِى بَقِيَّةُ جُرْهُمًا-

মা'দ গোত্র, কাহতান গোত্র এবং জুরহুম গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে যদি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় —

لَقَالُوْا هُوَ الْمُوْفِى بِخُفْرَةَ جَارِهِ - وَذِمَّتِهِ يَوْمًا اِذَا مَا تَجَشَّمَا-

তবে তারা সকলে বলবে যে, তিনি প্রতিবেশীর নিরাপত্তা বিধানকারী, দায়িত্ব পালনকারী এবং অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

وَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فَوْقَهُمْ - عَلٰى مِثْلِهِ فِيْهِمْ اَعَزُّ وَاَكْرَمَا-

যাদের উপর সূর্য উদিত হয় তাদের মধ্যে তার মত সম্মানী ও মর্যাদাবান দ্বিতীয়টি নেই।

اِبَاءً اِذَا يَاْبِى وَاَلْيَنُ شِيْمَةٍ - وَاَنْوَمُ عَنْ جَارٍ اِذَا اللَّيْلُ اَظْلَمَا-

তিনি যখন কিছু প্রত্যাখ্যান করেন তখন প্রত্যাখ্যান করেনই। স্বভাব চরিত্রে তিনি নম্র ও ভদ্র। অন্ধকার রাতে তিনি প্রতিবেশীর নির্বিঘ্ন ঘুমের নিশ্চয়তা দানকারী।

আমি বলি, মুতঈম ইব্ন আদীর এই অবদানের প্রেক্ষিতে বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন যে, এখন যদি মুতঈম ইব্ন আদী জীবিত থাকতেন এবং এই নেতাদের মুক্তির আবেদন করতেন, তবে তাঁর সম্মানে আমি এদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিতাম।

দীনের দাওয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর আরব গোত্রসমূহ গমন

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা আগমন করলেন। তাঁর সমাজের লোকজন এখন তাঁর বিরোধিতা ও তাঁর দীন প্রত্যাখ্যানে জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী। মাত্র অল্প সংখ্যক দুর্বল ও শক্তিহীন ঈমানদার লোক তাঁর পক্ষে ছিল। হজ্জের মওসুমে তিনি বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে উপস্থিত হতেন এবং তাদেরকে বলতেন যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত পুরুষ প্রেরিত রাসূল। তারা যেন তাঁকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং বিরোধী পক্ষের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে যেন তাঁকে রক্ষা করে তিনি তাদের পতি সেই অনুরোধ জানাতেন। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা যা নিয়ে তাঁকে প্রেরণ করেছেন তা সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন........ রাবীআ ইব্ন আববাদ বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মিনাতে অবস্থান করছিলাম। তখন আমি বয়সে নবীন যুবক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আরবের

বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "হে অমুক গোত্র! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা যে সব দেবদেবীর পূজা করছ, তা বর্জন কর। তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং আমাকে সত্য বলে মেনে নাও। আর তোমরা আমার শত্রুদেরকে প্রতিহত কর যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি তা সকলের নিকট পৌঁছাতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছে পিছে একজন লোক উপস্থিত হত। সে ছিল ফর্সা মুখ, কুয়োর মত বড় বড় চোখ বিশিষ্ট, তবে টেরা চোখের লোক। তার পরিধানে ছিল আদনী জামা ও চাদর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করলে ওই ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে বলত, "হে অমুক গোত্র! এই লোক তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে যাতে তোমরা লাত ও উয্যা দেবীকে বর্জন কর। আর বনূ মালিক ইব্ন আকিয়াশ গোত্রের জিন মিত্রদেরকে ছেড়ে তোমরা যেন তার নব উদ্ভাবিত গোমরাহীর পথে যাও। খবরদার! তোমরা তার আনুগত্য করো না এবং তার কথা শ্রবণ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, পিতা ! এই যে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছে পিছে ছুটছে আর তাঁর বিরোধিতা করে চলেছে, সে লোকটি কে ? আমার পিতা বললেন, সে হল আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল উয্যা— আবূ লাহাব। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা।

ইমাম আহমদ...... রাবীআ ইব্ন আব্বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগের লোক ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, আমি জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুল-মাজায বাজারে দেখেছিলাম। তিনি তখন বলছিলেন ঃ

يٰاَيُّا النَّاسُ قُوْلُوْا لا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْا-

"হে লোক সকল! তোমরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বল, তাহলে সফলকাম হবে।" লোকজন তাঁর নিকট সমবেত ছিল। তাঁর পেছনে ছিল বড় বড় চোখওয়ালা ফর্সা চেহারার একজন টেরা লোক। তার দুটি ঝুঁটি ছিল। সে বলছিল, ওই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানেই যাচ্ছিলেন, লোকটিও সেখানে উপস্থিত হচ্ছিল। আমি লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে বলা হল যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব।

বায়হাকী....... রাবীআ দুওয়ালী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছিলাম যুল-মাজায বাজারে। তিনি লোকজনের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছিলেন। তাঁর পেছনে গৌর বর্ণের একজন টেরা চোখের লোক ছিল। সে বলছিল, হে লোকসকল! এই মানুষটি যেন তোমাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম ও পিতৃধর্ম সম্পর্কে প্রতারিত করতে না পারে। আমি বললাম, এই লোকটি কে ? উপস্থিত লোকেরা বলল, সে আবূ লাহাব। আবূ নুআয়ম "আদ-দালাইল" গ্রন্থে ইব্ন আবূ যি'ব ও সাঈদ ইব্ন সালামা সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এরপর বায়হাকী শুবা......... কিনানা গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণনা করেছেন, সে বলেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছিলাম যুল-মাজায বাজারে। তিনি বলছিলেন, 'হে লোক

সকল তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।" তখন আমি দেখতে পাই যে, অন্য একজন মানুষ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করছে। সে ছিল আবূ জাহ্ল। আবূ জাহ্ল বলছিল, হে লোক সকল! এই মানুষটি যেন তোমাদেরকে তোমাদের দীনের ব্যাপারে প্রতারিত করতে না পারে। সে চায় যে, তোমরা লাত ও উয্যার উপাসনা ত্যাগ কর। এ বর্ণনায় আছে যে, পেছনের ব্যক্তিটি ছিল আবূ জাহ্ল। এটি বর্ণনাকারীর ভ্রান্তিও হতে পারে। অথবা এমনও হতে পরে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্যে তাঁর পেছনে কখনো থাকত আবূ জাহ্ল আর কখনো থাকত আবূ লাহাব। উভয়ে পালা করে তাঁকে কষ্ট দিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইব্‌ন শিহাব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দীনের আহ্বান নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্দা গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হন। সেখানে তাদের দলপতি মালীহ্ উপস্থিত ছিল। তিনি ওদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলেন এবং নিজেকে তাদের নিকট পেশ করলেন। তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হুসাইন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাল্‌ব গোত্রের বানূ আবদুল্লাহ্ নামক উপগোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাঁকে নিরাপত্তা দানের অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, হে বনূ আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাদের গোত্রীয় পিতাকে একটি সুন্দর নাম দিয়েছেন। তারা তাঁর দাওয়া'ত গ্রহণ করেনি এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেনি। আমাদের এক সঙ্গী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন মালিকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হানীফা গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিরাপত্তা দানের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। উত্তরে তারা যে কদর্য ভাষা ব্যবহার করে আরবের অন্য কেউ তা করেনি।

রাবী বলেন, যুহরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমির ইব্‌ন সা'সাআহ গোত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিরাপত্তা দানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বুহায়রা ইব্‌ন ফিরাস নামের তাদের একজন প্রত্যুত্তরে বলেছিল, আল্লাহ্‌র কসম, কুরায়শের এই যুবকটিকে যদি আমি আমার অধীনস্থ করতে পারতাম, তবে তার মাধ্যমে আমি সমগ্র আরব ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারব। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, আচ্ছা আমরা যদি আপনার মতাদর্শ মেনে আপনার অনুসরণ করি, তারপর আপনি আপনার বিরোধীদের উপর বিজয় লাভ করেন, তাহলে আপনার পর আমরা কি রাজত্বের মালিক হব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব মূলত আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। তখন বুহায়রা বলল, এ কেমন কথা যে, আপনাকে রক্ষার জন্যে আমরা আরবদের আক্রমণের মুখে বুক পেতে দেব আর আপনি বিজয়ী হলে রাজত্ব যাবে অন্যের হাতে! যাকগে আপনার অনুসরণ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল।

হজ্জের মওসুম শেষে লোকজন নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। বনূ আমির গোত্রের লোকেরা তাদের এক বয়োবৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় লোকের নিকট উপস্থিত হল। বার্ধক্যের কারণে তিনি হজ্জে যেতে পারেননি। প্রতিবছর হজ্জ থেকে ফিরে গিয়ে তারা ওই বছর মক্কায় সংঘটিত বিষয়সমূহ তাকে জানাতো। এবার তার নিকট উপস্থিত হওয়ার পর এই মওসুমে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, কুরায়শ বংশের বনী আবদুল মুত্তালিবের এক যুবক আমাদের নিকট এসেছিল। সে দাবী করে যে, সে নবী। তাকে রক্ষা করার জন্যে, তাকে সাহায্য করার জন্যে এবং তাকে আমাদের দেশে নিয়ে আসার জন্যে সে আমাদেরকে অনুরোধ করে। একথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, হে আমির গোত্র! তোমাদের জন্যে কি ধ্বংস এসে গেল ? যে সুযোগ তোমরা হাতছাড়া করেছ তা কি আর ফিরে পাবে ? অমুকের প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম করে বলছি। ইসমাঈলের বংশধরেরা তো এমন বানোয়াট কথা বলে না। তিনি যা এনেছেন তা তো নিশ্চিত সত্য। তোমাদের বিবেক-বিবেচনা তখন কোথায় ছিল ?

মূসা ইব্ন উকবা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, ওই বছরগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি হজ্জ মওসুমে আরব গোত্রদের নিকট উপস্থিত হতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে তিনি কথা বলতেন। আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দেয়ার সাথে তাদের নিকট তিনি তাঁর নিজের নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করতেন। তিনি বলতেন যে, আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে জবরদস্তি করব না। আমার পেশকৃত কথা যার ভাল লাগবে, সে তা গ্রহণ করবে। যার ভাল লাগবে না, আমি তার উপর তা চাপিয়ে দেবো না। আমি চাই যে, আমাকে হত্যার যে ষড়যন্ত্র চলছে তোমরা তা থেকে আমাকে রক্ষা করবে যাতে আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারি এবং আমার ব্যাপারে এবং আমার সাথীদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা পূর্ণ হয়। কিন্তু তাদের কেউই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। যে গোত্রের নিকটই তিনি উপস্থিত হয়েছেন, সে গোত্রই বলেছে যে, একজন মানুষ সম্পর্কে তার স্বগোত্রীয় লোকজনই ভাল জানে। তোমরা কি মনে করছ যে, যে লোকটি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে যার ফলে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে কী করে আমাদেরকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করবে ? মূলত তাঁকে আশ্রয় দেয়ার দায়িত্বটি আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে মর্যাদাবান করেন।

হাফিয আবূ নু'আয়ম .... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছিলেন, আমি তো আপনার নিকট এবং আপনার স্বগোত্রীয়দের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা পাচ্ছি না। আপনি কি আমাকে আগামীকাল বাজারে নিয়ে যেতে পারবেন যাতে করে আমি অন্য গোত্রের লোকজনের নিকট গিয়ে থাকতে পারি ? বাজার ছিল আরবদের মিলন-মেলা। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, এটি কিন্দাহ গোত্রের তাঁবু। ইয়ামান থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের মধ্যে এরা শ্রেষ্ঠ। এটি বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের তাঁবু। আর এগুলো হলো আমির ইব্ন সা'সাআ গোত্রের তাঁবু। এগুলো

থেকে যে কোন একটি তুমি নিজের জন্যে বেছে নাও। তিনি প্রথমে কিন্দা গোত্রের নিকট গেলেন। বললেন "আপনারা কোন্ দেশের লোক ? তারা বলল, আমরা ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামানের কোন্ গোত্র ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, কিন্দা গোত্রের লোক। তিনি বললেন, কিন্দা গোত্রের কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত আপনারা ? তারা বলল, "আমির ইব্ন মুআবিয়াহ শাকার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, "আপনারা কি কল্যাণ চান ? তারা বলল, কেমন কল্যাণ ? তিনি বললেন, আপনারা এই সাক্ষ্য দিবেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর নামায আদায় করবেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা এসেছে তাতে বিশ্বাস করবেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আজলাহ্ বলেছেন যে, আমার পিতা তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের বরাতে আমাকে জানিয়েছেন যে, কিন্দা গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল, "আপনি যদি বিজয়ী হন, তাহলে আপনার পর রাজত্ব আমাদেরকে দেবেন তো ? তিনি বললেন ঃ

اَنَّ الْمُلْكَ لِلّٰهِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ–

"রাজত্ব আল্লাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করবেন।" তখন তারা বলল, যদি তাই হয়, তবে আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা দিয়ে আমাদের কোন দরকার নেই। কালবী বলেছেন যে, তারা বলেছিল, আপনি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আরবদের মুকাবিলায় আমাদেরকে যুদ্ধে জড়াতে এসেছেন ? আপনি বরং আপনার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যান, আপনার আনীত দীনে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাদের নিকট থেকে ফিরে এলেন।

এরপর তিনি গেলেন বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোকজনের নিকট। আপনারা কোন্ গোত্রের লোক ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোক। তিনি বললেন, বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের কোন্ শাখার আপনারা অন্তর্ভুক্ত? তারা বলল, কায়স ইব্ন ছা'লাবা শাখার। তিনি বললেন, আপনাদের সংখ্যা কেমন ? তারা বলল, প্রচুর ধুলোবালির সংখ্যার ন্যায়। তিনি বললেন, আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেমন ? তারা বলল, আমাদের নিজস্ব কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। পারস্য সম্রাট আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। সুতরাং ওদেরকে বাদ দিয়ে আমরা কাউকে রক্ষা করতে পারব না এবং ওদেরকে ডিঙ্গিয়ে আমরা কাউকে আশ্রয় দিতে পারব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে আপনারা আল্লাহর সাথে এই ওয়াদায় আবদ্ধ হন যে, তিনি যদি আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন, তারপর আপনারা ওই পারসিকদের স্থান দখল করতে পারেন, তাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করতে পারেন এবং তাদের ছেলেদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবেন। ওরা বলল, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর আবূ লাহাব সেখানে উপস্থিত হল। কালবী বলেন, তাঁর চাচা আবূ লাহাব তাঁর পেছনে লেগে থাকত এবং লোকজনকে বলত। তোমরা তার কথা গ্রহণ করো না। বস্তুত আবূ লাহাব ওখানে উপস্থিত হওয়ার পর লোকজন তাকে বলল, আপনি কি ওই

লোকটিকে চিনেন ? আবূ লাহাব বলল, হ্যাঁ আমি তাকে চিনি। সে আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তোমরা তার সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদেরকে যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তারা আবূ লাহাবকে জানাল এবং তারা বলল যে, সে নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলে দাবী করে। আবূ লাহাব বলল, তার কথা গ্রহণ করে তোমরা তাকে উপরে তুলে দিও না। সে একজন পাগল, মাথায় যা আসে তাই বলতে থাকে। তারা বলল, তা বটে, আমরা তাকে পাগল বলেই মনে করেছি, যখন সে পারসিকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ের কথা বলেছে।

কালবী বলেন, আবদুর রহমান মুআইরী তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, তারা বলেছে, আমরা উকায মেলায় ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ? আমরা বললাম, আমরা আমির ইব্ন সা'সাআ গোত্রের লোক। তিনি বললেন, আপনারা আমির ইব্ন সা'সাআ গোত্রের কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত ? তারা বলল, বনূ কাআব ইব্ন রাবীআ শাখার। তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে নিরাপত্তা লাভের পরিবেশ কেমন ? আমরা বললাম, আমরা যা বলি, তার প্রতিবাদ করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না আর মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যে আমাদের জ্বালানো আগুন কখনো নিভানো হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আমি আপনাদের নিকট এসেছি এ জন্যে যে, আপনারা আমাকে আশ্রয় দেবেন যাতে করে আমি আমার প্রতিপালকের দেওয়া রিসালাতের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারি। আপনাদের কারো উপর আমি কোন বিষয়ে জবরদস্তি করব না। তারা বলল, আপনি কুরায়শের কোন্ শাখার লোক ? তিনি বললেন, বনূ আবদুল মুত্তালিব শাখার। তারা বলল, তা হলে আব্দ মানাফ গোত্রের লোকদের মধ্যে আপনার অবস্থান কেমন ? তিনি বললেন, তারাই তো সর্বপ্রথম আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলল, আমরা আপনাকে তাড়িয়ে দেবো না। আবার আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেবো যাতে করে আপনি আপনার প্রতিপালকের রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। বস্তুত তিনি তাদের সাথে বসবাস করতে লাগলেন। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করছিল। ইতোমধ্যে বুহায়রা ইব্ন ফিরাস কুশায়রী তাদের নিকট আগমন করে। সে বলল, তোমাদের মধ্যে এই লোকটি কে ? আমি তো তাকে চিনতে পারছি না। ওরা বলল, তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কুরায়শী। সে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সাথে তার সম্পর্ক কী ? তারা বলল, সে তো নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলে দাবী করে। সে আমাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছে আমরা যেন তাকে নিরাপত্তা দিই যাতে সে তার প্রতিপালকের দেয়া রিসালাতের বাণী প্রচার করতে পারে। বুহায়রা বলল, তোমরা তাকে কি উত্তর দিয়েছ। তারা বলল, আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছি। আমরা তাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব এবং তাকে নিরাপত্তা দেবো যেমন করে আমরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করি। বুহায়রা বলল, এই মেলা থেকে তোমরা যে কঠিন দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছে অন্য কেউ তত কঠিন কিছু নিয়ে যাচ্ছে বলে আমার জানা নেই। তোমরা তাকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে বিপর্যয়ের সূচনা করছো। তারপর তোমরা অন্যান্য মানুষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে শেষপর্যন্ত আরবরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে তোমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। সবাই তোমাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তার সম্প্রদায় তার সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল। সে যদি কোন কল্যাণ নিয়ে আসে, তবে তা গ্রহণ করে ওরা শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। তোমরা কি একজন অবাঞ্ছিত লোককে সাথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছো যার সম্প্রদায় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা কি তাকে আশ্রয় দিতে ও সাহায্য করতে চাও ? তোমাদের মনোভাব কতইনা মন্দ!

বুহায়রা এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ফিরে তাকাল। সে বলল, "তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও। আল্লাহ্র কসম, এখন তুমি যদি আমার সম্প্রদায়ের নিকট না হয়ে অন্য কোথাও হতে, তবে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উটনীর পিঠে সওয়ার হলেন। খবীছ বুহায়রা এসে উটনীটির চলার পথ রোধ করে দেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে উটনীটি লাফিয়ে উঠে এবং তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়।

বনূ আমির গোত্রের নিকট তখন আমির ইব্‌ন কুরাত-এর কন্যা দাবা'আ অবস্থান করছিল। মক্কায় যে সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের একজন। গোষ্ঠীর লোকদের সাথে দেখা করার জন্যে তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আমিরের বংশধর! এখন তো আমির জীবিত নেই। তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এমন অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে অথচ তোমরা কেউ তাঁকে রক্ষা করছ না ? এবার তাঁর তিন চাচাত ভাই বুহায়রাকে আক্রমণ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। অপর দু'জন প্রস্তুত হল বুহায়রাকে সাহায্য করার জন্যে। ফলে উভয়পক্ষের এককেজন তার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষের প্রত্যেক লোক তার প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর উঠে বসল এবং তাদেরকে চপেটাঘাত করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্! এই তিনজনকে বরকত দিন আর ওই তিনজনকে লা'নত দিন। এই তিন জন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন সাহ্লের দু'পুত্র গাতীফ এবং গাতফান আর তৃতীয়জন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা-এর পুত্র উরওয়া কিংবা উযরা।

হাফিয সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী তার মাগাযী গ্রন্থে তাঁর পিতার বরাতে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। অপর তিনজন ধ্বংস হয়েছিল। ওরা হল বুহায়রা ইব্‌ন ফিরাস, হাযান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন কুশায়র এবং আকীল গোত্রের মুআবিয়া ইব্‌ন উবাদা। তাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। এটি একটি বিরল বর্ণনা। সে জন্যে আমরা এটি উদ্ধৃত করলাম। আল্লাহ্ই ভাল জানেন

আমির ইব্‌ন সা'সাআ-এর ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওদের অশালীন প্রত্যুত্তর বর্ণনা উপলক্ষে হাফিয আবূ নুআয়ম কাআব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে উক্ত হাদীছের সমর্থক একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে আবূ নুআয়ম, হাকিম ও বায়হাকী (র) প্রমুখ আবান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব সূত্রে যেটি বর্ণনা করেছেন সেটি এর চেয়েও দীর্ঘ এবং আশ্চর্যজনক। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত

দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনার পথে বের হলেন। সাথে আবূ বকর (রা) এবং আমি। আমরা আরবদের এক মজলিসে উপস্থিত হই। আবূ বকর (রা) এগিয়ে গিয়ে ওদেরকে সালাম দিলেন। সকল ভাল কাজে হযরত আবূ বকর (রা) আমাদের মধ্যে অগ্রগামী থাকতেন। বংশ-পরিচিতি সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জানাশুনা ছিল। তিনি বললেন, আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ? তারা বলল, রাবীআ সম্প্রদায়ের লোক। তিনি বললেন, মূল রাবীআ গোত্রের, না শাখা গোত্রের ? তারা বলল, মূল রাবীআ গোত্রের। আবূ বকর (রা) বললেন, তবে কোন্ মূল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ? তারা বলল, যুহল-ই-আকবর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি আওফ আছেন, যাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, আওফের উপত্যকায় উত্তাপ নেই ? তারা বলল, না। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি বুসতাম ইব্ন কায়স আছে, যাঁর উপাধি পতাকাবাহী এবং যিনি গোত্রের উৎস। তারা বলল, না, নেই। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি হাওফাযান ইব্ন শুরায়ক আছে, যার উপাধি রাজা'র হন্তা ও আত্মরক্ষাকারী ? তারা বলল, না, নেই। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি জাস্সাস ইব্ন মুর্রা ইব্ন যুহ্ল আছে, যার উপাধি হল আত্মসংযমী ও প্রতিবেশীদের হিফাযতকারী ? তারা বলল, না, নেই। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মুযদালিফ আছেন, যিনি তুলনাহীন একক শিরস্ত্রাণের অধিকারী ? তারা বলল, না, তাই তিনি বললেন তবে তোমরা কি কিনদা-রাজাদের মাতুল বংশ ? তারা বলল, না, তা নয়। তিনি বললেন, তবে তোমরা কি লাখামী রাজাদের শ্বশুর গোত্র ? তারা বলল, না। তা নয়। এবার হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে বললেন, তবে তোমরা ঊর্ধ্বতন যুহলের গোত্রভুক্ত নও, বরং তোমরা অধস্তন যুহলের বংশধর।

বর্ণনাকারী বলেন, তখনই দাগফাল ইব্ন হানযালা যুহালী নামের এক যুবক লাফিয়ে এসে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম চেপে ধরল এবং বলল ঃ

اِنَّ عَلٰى سَائِلَنَا اَنْ نَسْأَلَهُ – وَالْعَبْءُ لاَ نَعْرِفُهُ اَوْ نَجْهِلُهُ –

যিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। পোশাক দেখে আমরা তাঁকে চিনতে পারছি না কিংবা তাঁর সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।

হে আগন্তুক! আপনি তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আপনাকে জানালাম। আমাদের কিছুই আমরা গোপন রাখিনি। এবার আমরা আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনার পরিচয় কি ? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি কুরায়শ বংশের লোক। যুবকটি বলল, বাহ্ বাহ্ আপনি তো নেতৃত্ব দানকারী আরবের অগ্রগামীও শীর্ষ স্থানীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত। সে এবার বলল, আপনি কুরায়শের কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন। তায়ম ইব্ন মুররা শাখার অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আপনি কি শত্রুপক্ষের বক্ষ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে পারেন ? কুসাই ইব্ন কিলাব কে আপনাদের গোত্রভুক্ত ? যিনি মক্কা দখলকারীদের অধিকাংশকে হত্যা আর অবশিষ্টদেরকে দেশান্তরিত করেছিলেন ? নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরকে বিভিন্নস্থান থেকে এনে মক্কায় পুনর্বাসন করেছিলেন। তারপর ওই জনপদের কর্তৃত্ব গ্রহণ

করেছিলেন ? কুরায়শ বংশকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছিলেন। এ জন্যে আরব জাতি তাঁকে মুজাম্মি' বা "একত্রকারী" নামে আখ্যায়িত করেছে। তাঁর সম্পর্কে জনৈক কাবু বলেছেন ঃ

اَلَيْسَ اَبُوْكُمْ كَانَ يُدْعٰى مُجَمِّعًا- بِهٖ جَمِعَ اللّٰهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرٍ-

"তোমাদের পূর্বপুরুষ কি একত্রকারী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন না ? তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ফিহ্র গোত্রের সকল শাখাকে একত্রিত করেছেন।"

হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, না, তা নয়। যুবক বলল, আপনাদের মধ্যে কি আব্দ মানাফ আছেন, যিনি সকল ওসীয়্যতের কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল নেতার নেতা ? আবূ বকর (রা) বললেন না, নেই। যুবক বলল, তবে আপনাদের মধ্যে কি আমর ইব্ন আব্দ মানাফ হাশিম আছেন, যিনি নিজ গোত্র ও মক্কাবাসীদের জন্যে রুটি ছারীদ খাওয়াতেন ? তাঁর সম্পর্কে কবি বলেছেন ঃ

عَمْرُ الْعُلاَ هَشَمَ الثَّرِيْدَ لِقَوْمِهٖ - وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْتَنُوْنَ عِجَافًا-

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আমর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ছারীদ দিয়ে আপ্যায়িত করেছেন। মক্কার লোকেরা তখন ছিল ক্ষুধার্ত, নিরন্ন ও শীর্ণকায়।

سَعَوْا اِلَيْهِ الرَّاحِلَتَيْنِ كِلَيْهِمَا -عِنْدَ الشِّتَاءِ وَرِحْلَةَ الْاَصْيَافِ-

তারা শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে তাঁর নিকট আসার জন্যেই কাফেলা পরিচালনা করত।

كَانَتْ قُرَيْشُ بَيْضَةً فَتَفَلَّقَتْ - فَالْمَحُّ خَالِصَةً لِعَبْدِ مَنَافٍ-

কুরায়শ বংশ ছিল একটি শিরস্ত্রাণের ন্যায়। এরপর সেটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সেটির শীর্ষ অংশ নির্ধারিত থাকল একান্ত ভাবে আব্দ মানাফ গোত্রের জন্যে।

الرَّائِشِيْنَ وَلَيْسَ يُعْرَفُ رَائِشُ - وَالْقَائِلِيْنَ هَلُمَّ لِلاَضْيَافِ-

আব্দ মানাফ গোত্রের লোকেরা সকলেই সৎকর্মশীল। তাদের ন্যায় সৎকর্মশীল লোক সচরাচর দেখা যায় না। তারা মেহমানদের উদ্দেশ্যে বলে থাকে— আসুন আসুন আতিথ্য গ্রহণ করুন।

وَالضَّارِبِيْنَ الْكَبْشَ يُبْرَقُ بَيْضُهُ - وَالْمَانِعِيْنَ الْبِيْضَ بِالْاَسْيَافِ-

চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক রংয়ের ভেড়াকে তারা বিনা-দ্বিধায় মেহমানদের জন্যে যবাহ্ করে দেয়। তরবারি দ্বারা শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করে তারা নিজেদের শিরস্ত্রাণ ও মুকুট রক্ষা করে।[১]

لِلّٰهِ دَرُّكَ لَوْ نَزَلْتَ بِدَارِهِمْ - مَنَعُوْكَ مِنْ اَزْلٍ وَمِنْ اَقْرَافٍ-

খোশ আমদেদ, আপনি যদি তাদের মহল্লায় যান তবে, তারা সকল প্রকারের অপমান-লাঞ্ছনা ও মিথ্যা অপবাদ থেকে আপনাকে রক্ষা করবে।[২]

১. সাদা লোমের মধ্যে কালো চুল। ২. اَزْلٌ সংকট, বিপদ, উপবাস

হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, না, তিনি আমাদের লোক নন। যুবক বলল, আপনাদের মধ্যে কি আবদুল মুত্তালিব আছেন, যিনি শায়বাতুল হাম্দ বা সকল সুনামের যোগ্য পাত্র, যিনি মক্কী কাফেলার নেতা, যিনি শূন্যে বিচরণকারী পাখী এবং মাঠে-প্রান্তরে বিচরণকারী জীব জন্তুকে খাদ্য দানকারী, যাঁর মুখমণ্ডল অন্ধকার রাতে চকচক করে মোতি বিকিরণ করতো। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, না তিনি আমাদের গোত্রভুক্ত নন। যুবকটি বলল, তাহলে কি আপনারা আরাফাতের অধিবাসী ? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, না, তা নয়। সে বলল, আপনি কি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তত্ত্বাবধানকারীদের গোত্র ? তিনি বললেন, না, তা নয়। সে বলল তবে আপনি কি নাদওয়া ও পরামর্শদাতা সদস্যদের দলভুক্ত ? তিনি বললেন, না, তাও নয়। সে বলল, তবে কি হাজীদের পানি পরিবেশনকারীদের গোত্রভুক্ত? তিনি বললেন, না, তাও নয়। সে বলল, তবে কি হাজীদের সেবাকারীদের দলভুক্ত ? তিনি বললেন, না, তাও নয়। সে বলল, তবে কি আপনি হাজীদেরকে দেশে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বললেন, না। তা নয়। এবার হযরত আবূ বকর (রা) যুবকের হাত থেকে তাঁর উটের লাগাম টেনে নিলেন। যুবকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

صَادَفَ دَرٌّ السَّيْلِ دُرٌّ يَدْفَعُهُ - يَهِيْضُهُ حِيْنًا وَحِيْنًا يَرْفَعُهُ-

"বন্যায় ভেসে আসা ঝিনুক প্রতিযোগিতায় নেমেছে অপর ঝিনুকের সাথে। প্রবাহ কখনো এটিকে উপরে উঠায় কখনো বা নীচে নামায়।" তারপর সে বলল, আল্লাহ্র কসম, হে কুরায়শ বংশীয় লোক! আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্যক বলে দিতে পারবো যে, আপনি কুরায়শের মূল বংশের অন্তর্ভুক্ত—শাখা গোত্রের নয়।

বর্ণনাকারী বলেন, এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে তাকালেন মুচকি হেসে। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আবূ বকর! বেদুঈন আরব যুবকের সম্মুখে আপনি এক মস্ত ঝামেলায় পড়েছিলেন বটে। তিনি বললেন, হে হাসানের পিতা! তা-ই, বিপদের উপর বড় বিপদ এবং সংকটের উপর মহাসংকট থাকে। কথায় বিপদ টেনে আনে।

বর্ণনাকারী হযরত আলী (রা) বলেন, তারপর আমরা একটি মজলিসে উপস্থিত হলাম। সেটি একটি গুরু-গম্ভীর ও শান্ত মজলিস। সেখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) এগিয়ে গিয়ে ওদেরকে সালাম দিলেন। বস্তুত সকল ভাল কাজেই হযরত আবূ বকর অগ্রগামী। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ? ওরা বলল, বনূ শায়বান ইব্ন ছা'লাবা গোত্রের লোক। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন, ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ওদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই। এক বর্ণনায় আছে যে, ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ওরা ছাড়া এমন কেউ নেই, যাদের ওযর গ্রহণ করা যায়। এরাই তাদের সম্প্রাদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। ওই মসলিসে মাফরূক ইব্ন আ'মর, হানী ইব্ন কুবায়সা, মুছান্না ইব্ন হারিছা, নু'মান ইব্ন শুরায়ক প্রমুখ নেতা ছিলেন। মাফরূক ইব্ন আমরের সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাগ্মিতা ও ভাষা সৌকর্যে মাফরূক ছিল তাদের মধ্যে অগ্রণী। তার চুলের দুটো বেণী ঝুলে থাকত বুক পর্যন্ত। সে বসেছিল হযরত

আবূ বকর (রা)-এর নিকটে। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের সংখ্যা কত ? সে বলল, আমাদের লোকসংখ্যা এক হাজারের উপরে। এ সংখ্যাকে কম মনে করো না। আমাদের হাজার লোকের এই দল কখনো পরাজিত হয় না। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের নিরাপত্তা পদ্ধতি কেমন ? সে বলল, আমরা অভাব-অনটনে আছি। তবে আমাদের প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজ নিজ নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট। আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রুদের মাঝে যুদ্ধ- বিগ্রহের ফলাফল কেমন ? মাফরূক বলল, আমরা যখন ক্রুদ্ধ হই, তখন আমরা প্রচণ্ডভাবে শত্রুর মুকাবিলা করি। আমরা ছেলে মেয়েদের চাইতে বলিষ্ঠ অশ্বদলকে প্রাধান্য দেই। দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর চাইতে যুদ্ধাস্ত্রকে সাহায্য তো আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। কখনো আমরা বিজয়ী হই, কখনো হই পরাজিত। আমার মনে হয় আপনি কুরায়শ গোত্রের লোক। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, তোমরা শুনে থাকতে পার যে, আল্লাহর রাসূল এসেছেন। এই যে, ইনি সেই রাসূল। মাফরূক বলল, আমরা অবশ্য শুনেছি যে. তিনি তা বলে থাকেন। এবার সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা) নিজ কাপড় দ্বারা তাকে ছায়া দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি যাতে তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক-লা শরীক। আর একথা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তোমরা আমাকে যেন আশ্রয় দাও এবং সাহায্য কর যাতে আল্লাহ্ আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা লোকজনের নিকট প্রচার করতে পারি। কুরায়শরা আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তারা আল্লাহ্র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সত্য বাদ দিয়ে মিথ্যার মধ্যে ডুবে আছে। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন্। তিনি প্রশংসাহ।

মাফরূক বলল, হে কুরায়শী ভাই! আপনি আর কোন্ বিষয়ে দাওয়াত দেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করলেন ঃ

قُلْ تَعَلَوْا اَتْلُوْ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِا لْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اِمْلاَقٍ ....

বল, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা পাঠ করে শুনাই। তা এইঃ তোমরা তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ করবে না। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দারিদ্র্যের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না, আল্লাহ্ যা হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যাতে তোমরা অনুধাবন কর। ইয়াতীম বয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সুদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন

তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে সেটি তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও" (৬ ঃ ১৫১-১৫৩)।

মাফরূক বলল, হে কুরায়শী লোক! আপনি আর কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? আল্লাহ্র কসম, এটি তো দুনিয়ায় বসবাসকারী কারো কথা নয়। তাদের কারো কথা হলে আমরা অবশ্যই তা জানতাম। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কার্য ও সীমালংঘনে, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর। (১৬ ঃ ৯০)

মাফরূক বলল, হে কুরায়শী ভাই! আপনি তো বড় সুন্দর চরিত্র এবং মহৎ কাজের দিকে আহ্বান করেন। যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা নিশ্চয়ই আপনার প্রতি অপবাদ দিয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে, হানী ইব্ন কাবাসীকে সে এই আলোচনায় শামিল করতে চাচ্ছিল। বস্তুত সে বলল, ইনি হানী ইব্ন কাবীসাহ্। আমাদের বয়োজ্যষ্ঠ ও ধর্মীয় প্রধান। হানী বলল, হে কুরায়শী ভাই! আমি আপনার বক্তব্য শুনেছি। আপনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তবে শুধু একটি মজলিসে বসেই আপনার পেশকৃত বিষয় যাচাই-বাছাই না করে আমরা যদি আপনার এবং আপনার ধর্মের অনুসরণ শুরু করি, তবে তা হবে আমাদের পদস্খলন ও ত্রুটিপূর্ণ মতামত প্রদান। তা হবে আমাদের স্থূলবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। চট-জলদি কাজ করলে ত্রুটিই হয়। আমরা ছাড়া আমাদের নিজ এলাকায় অনেক লোক আছে। ওদের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে আমরা চাই না। বরং এবারের মত আমরাও ফিরে যাই, আপনিও ফিরে যান। আপনিও অপেক্ষা করুন, আমরাও অপেক্ষা করি। দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়। মনে হচ্ছিল যে, সে মুছান্না ইব্ন হারিছাকে আলোচনায় শরীক করতে চায়। সে বলল, ইনি মুছান্না আমাদের প্রবীণ ব্যক্তি ও সামরিক নেতা। মুছান্না বলল, হে কুরায়শী লোক। আপনার বক্তব্য আমি শুনেছি। তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হানী ইব্ন কাবীসা আপনাকে যে উত্তর দিয়েছে আমার উত্তরও তাই। আপনার সাথে একটি বৈঠক করেই যদি আমরা আমাদের দীন-ধর্ম ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ শুরু করি, তবে তা হবে আমাদের নির্বুদ্ধিতা। আমাদের অবস্থান দুটো জনপদের মধ্যখানে। একটি ইয়ামামা অপরটি সামাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওই দুটো কী? সে বলল, একটি উন্মুক্ত মরু প্রান্তর ও আরব ভূখণ্ড আর অপরটি পারস্য সাম্রাজ্য ও তথাকার জলাভূমি, আমরা এখন পারসিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ রয়েছি। পারস্য সম্রাটের সাথে আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমরা যেন নতুন কোন পক্ষের সাথে যোগ না দেই এবং নতুন মতবাদ প্রচারকারী কাউকে যেন আমরা আশ্রয় না দিই। আপনি যে মতামত প্রচার করছেন, তার অনুসরণকারীরা নিশ্চয়ই

রাজা-বাদশাহদের কোপানলে পড়বে। বস্তুত আরব অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় কেউ এ কাজ করলে সে দোষের ক্ষমা পাবে এবং তার ওযর গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে পারসিক অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় যে আপনার ধর্মমতের অনুসরণ করবে তার অপরাধ ক্ষমা করা হবে না এবং তার ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। আপনি যদি চান, তবে আরব অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় আমরা আপনাকে সাহায্য করব এবং আপনার নিরাপত্তা বিধান করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সত্য কথা বলে আপনারা মন্দ করেননি। বস্তুত যে ব্যক্তিই আল্লাহ্র দীন প্রচারে নেমেছে, তার উপর চারিদিক থেকে নির্যাতন নেমে এসেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আচ্ছা আপনারা বলুন তো অল্পকিছু দিন পর আল্লাহ্ তা'আলা যদি ওদের ধন-সম্পদগুলো আপনাদের হাতে দিয়ে দেন এবং ওদের কন্যাদেরকে আপনাদের শয্যাসঙ্গিণী বানিয়ে দেন, তবে কি আপনারা মহান আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন ? নু'মান ইব্ন শুরায়ক বলল, হে কুরায়শী লোক! তেমন পরিস্থিতি কী আর হবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

انَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (৩৩ ঃ ৪৬)।

"এরপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে উঠে গেলেন। আলী (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, হে আলী! জাহিলী যুগে আরবরা কোন্ মহান চরিত্রের মাধ্যমে পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করত ? এবার আমরা আওস ও খাযরাজ গোত্রের মজলিসে উপস্থিত হলাম। তারা কালবিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করল। আলী (রা) বলেন, ওরা ছিলেন সত্যবাদী ও ধৈর্যশীল। ওই সকল লোকদের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা) অবগত ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশী হলেন। এর কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণের নিকট ফিরে গেলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা কর। কারণ, আজ রাবীআর বংশধরগণ পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে। তারা ওদের রাজা বাদশাহদেরকে অবিলম্বে হত্যা করবে, তাদের সৈন্যদের রক্তপাত বৈধ জ্ঞান করবে এবং আমার বদৌলতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা ঘটেছিল যূকারের পার্শ্ববর্তী কারাকির নামক স্থানে। এ সম্পর্কে কবি আ'শা বলেন ঃ

فِدْى لِبَنِىْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِىْ - وَرَاكِبُهَا عِنْدَ اللِّقَاءِ وَقَلَّتْ-

বনূ যূহল ইব্ন শায়বান গোত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তার জন্যে আমার উষ্ট্রী ও উষ্ট্রীর আরোহী তাদের প্রতি উৎসর্গ হোক।

هُمْ ضَرَبُوْا بِالْحَنْوِ حِنْوِ قُرَاقِرٍ - مُقَدِّمَةَ الْهَامُرْزِ حَتَّى تَوَلَّتْ-

শত্রুপক্ষকে তারা আক্রমণ করেছে কারাকির অঞ্চলে। শত্রুদের নেতৃত্বে ছিল হামরূয। শেষ পর্যন্ত তারা পালিয়ে গিয়েছে।[১]

فَلِلّٰهِ عَيْنًا مَنْ رَ أَى مِنْ فَوَارِسٍ - كَذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ بِهَا حِيْنَ وَلَّتْ-

ওদের পালিয়ে যাওয়ার সময় যুহল ইব্‌ন শায়বানের মত অশ্বারোহীকে যারা দেখেছে তাদের দু' চোখ সার্থক বটে।

فَثَارُوْا وَثُرْنَا وَالْمَوَدَّةُ بَيْنَنَا - وَكَانَتْ عَلَيْنَاءِ غَمْرَةٌ فَتَجَلَّتْ-

ওরাও আক্রমণ করেছে আমরাও আক্রমণ করেছি। আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। এক সময় আমাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল। এখন সে অবস্থা দূর হয়েছে।

এটি একটি অত্যন্ত বিরল বর্ণনা। এটি আমরা এজন্যে উল্লেখ করলাম যে, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ, তাঁর অনুপম চরিত্র অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ এবং আরবদের ভাষা সৌকর্যের অনেক তথ্য রয়েছে।

অন্য সনদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে যে, আওস ও খাযরাজ গোত্র যখন পারসিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং ফুরাত নদীর নিকটবর্তী কারাকির অঞ্চলে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল, তখন তারা মুহাম্মদ (সা) নামটিকে তাদের পতাকা বানাল। ফলে তারা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করল। পরবর্তীকালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওয়াকিদী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াবিস আবাসীর তাঁর পিতার বরা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনায় আমাদের তাঁবুতে এসেছিলেন। আমাদের তাঁবু ছিল মাসজিদের খায়ফ-এর পাশে জামরাতুল উলা-এর বিপরীতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এলেন তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে। পেছনে বসিয়েছিলেন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর প্রতি আসার জন্যে আহ্বান জানালেন। আল্লাহ্র কসম, আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দেইনি। হায়. আমাদের কল্যাণ আমাদের ভাগ্যে নেই। তাঁর কথা এবং তাঁর আহ্বান আমরা হজ্জের মওসুমে শুনেছি। তিনি আমাদের নিকট এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেইনি। মায়সারা ইব্‌ন মাসরূক আবাসী আমাদের সাথে ছিলেন। মায়সারা বললেন, আমরা যদি এই ব্যক্তিকে সত্য বলে মেনে নিই এবং আমাদের সাথে করে স্বদেশে নিয়ে যাই, তবে তা হবে আমাদের বিচক্ষণতার পরিচায়ক। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তাঁর দীন ছড়িয়ে পড়বে এবং অবশ্যই সর্বত্র পৌঁছে যাবে। লোকজন বলল, থাক বাপু, যাঁকে আয়ত্তে আনার সামর্থ আমাদের নেই, তাঁকে আপনি আমাদের সাথে জড়াবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়সারার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তার সাথে কথা বললেন। মায়সারা বলল, আপনার কথা কতই না সুন্দর। কতই না দীপ্তিময়। কিন্তু আপনার বিষয়ে আমার স্বজাতি আমার বিবোধিতা করছে। বস্তুত স্বজাতির লোকজনকে নিয়েই ব্যক্তির অবস্থান। সম্প্রদায়ের লোকজন সহযোগিতা না করলে ব্যক্তি হয়ে পড়ে সমাজচ্যুত— একঘরে।

---

১. এই পংক্তি এবং পরবর্তী পংক্তি কবি আ'শার কাব্য গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে গেলেন। লোকজন নিজ নিজ পরিবারের নিকট ফিরে গেল। মায়সারা ওদেরকে বললেন, চল, সকলে ফাদাক নামক স্থানে যাই। সেখানে কতক ইয়াহূদী আছে। এই লোক সম্পর্কে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি। তারা ইয়াহূদীদের নিকট গেল। ইয়াহূদীরা তাদের সম্মুখে একটি লিপি পেশ করে তা পাঠ করতে লাগল। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখ ছিল যে, তিনি উম্মী ও আরব বংশীয় নবী। তিনি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করবেন। সামান্য খাবারে সন্তুষ্ট থাকবেন। খুব লম্বাও নন, একেবারে বেঁটেও নন। তাঁর চুল খুব কোকড়ানোও নয়, একেবারে সোঝাও নয়। তাঁর দু'চোখে সূর্যোদয়কালীন লালিমা। ইয়াহূদীরা এও বলে দিল যে, তোমাদেরকে যিনি আহবান জানাচ্ছেন তিনি যদি এই লিপিতে বর্ণিত ব্যক্তি হন, তবে তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর দীন গ্রহণ কর। আমরা তাঁকে হিংসা করি। আমরা তাঁর অনুসরণ করব না। তাঁর কারণে আমরা বড় বিপদগ্রস্ত। আরবের লোক দু'ভাগে বিভক্ত হবে। একদল তাঁর অনুসরণ করবে। অপর দল তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তোমরা অনুসরণকারীদের দলে থেকো।

এবার মায়সারা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়। জেনে রেখো, এ বিষয়টি এখন সুস্পষ্ট। তাঁর লোকজন বলল, তবে আগামী হজ্জ মওসুমে আমরা আবার মক্কায় যাব এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করব। তারা তাদের দেশে ফিরে গেল। মায়সারা তাদের এই আচরণ সমর্থন করলেন না। বস্তুত তাদের কেউই এ যাত্রায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করেনি বা ইসলামও গ্রহণ করেনি।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মদীনায় এলেন। পরে বিদায় হজ্জ সম্পাদন করলেন। তারপর একদিন তাঁর সাথে মায়সারা-এর সাক্ষাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে চিনতে পারেন। মায়সারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, যেদিন আপনি আমাদের নিকট এসেছিলেন সেদিন থেকে আমি আপনার অনুসরণ করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হয়ে গেল। আমার সাথে তখন যারা ছিল তাদের শেষ বাসস্থান কোথায় হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মানুসারী হয়ে যার মৃত্যু হবে সে জাহান্নামে যাবে। মায়সারা বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। এরপর মায়সারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সুন্দর ভাবে ইসলামী জীবন যাপন করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখতেন।

ওয়াকিদী পৃথক পৃথক ভাবে সকল গোত্রের আলোচনা করেছেন। বনূ আমির গোত্র, গাস্সান গোত্র, বনূ ফাযারা, বনূ মুররা, বনূ হানীফা, বনূ সুলায়ম, বনূ আবাস, বনূ নাযর ইব্ন হাওয়াযিন, বনূ ছা'লাবা ইব্ন ইকাবা কিন্দাহ, কাল্ব, বনূ হারিছ ইব্ন কাআব, বনূ আযরা, বনূ কায়স ইব্ন হাতীম ও অন্যান্য গোত্রের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত হয়েছিলেন। ওয়াকিদী তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তা থেকে কতক বিশুদ্ধ বর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ইমাম আহমদ বলেন, আসওয়াদ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের মওসুমে আরাফার ময়দানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীনের দাওয়াত দিয়ে বলতেন,

এমন কেউ আছ কি, যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট নিয়ে যাবে ? কুরায়শরা তো আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী প্রচারে বাধা দিচ্ছে। একদিন হামাদান অঞ্চলের এক লোক তাঁর নিকট এল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, "আপনি কোন্ অঞ্চলের লোক ? সে বলল, আমি হামাদান অঞ্চলের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনার সম্প্রদায়ের লোকজন কি আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে ? সে বলল, জ্বী হ্যাঁ পারবে। পরক্ষণে লোকটির আশংকা হলো, না জানি তার সম্প্রদায়ের লোকজন নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করে। তাই সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে বলল, এ যাত্রা আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গিয়ে আপনার কথা বলি। তারপর আগামী বছর আমি আপনার নিকট আসব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে তাই হোক। লোকটি চলে গেল। এদিকে রজব মাসে আনসারদের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল।

সুনানে আরবাআ তথা প্রসিদ্ধ চারটি সুনান হাদীছ গ্রন্থের সংকলকগণ ইসরাঈলের বরাতে এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটির সনদ হাসান ও সহীহ্।

আনসারদের মক্কায় আগমন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ

এ ঘটনার বর্ণনাকারী হলেন সুওয়াইদ[১] ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন হাওত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। তাঁর মাতার নাম লায়লা বিন্‌ত আমর নাজ্জারিয়্যা। লায়লা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিন্‌ত আমরের বোন। এ হিসাবে সুওয়াইদ হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের খালাত ভাই।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হজ্জের মওসুমে লোকজন একত্রিত হলে তিনি তাদের নিকট যেতেন এবং তাঁর নিকট আগত হিদায়াত ও রহমতের কথা তাদের নিকট পেশ করতেন। আরবের কোন নামী-দামী ও গুরুত্বপূর্ণ লোক মক্কায় এসেছে শুনলে তিনি তার নিকট উপস্থিত হতেন এবং তাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্‌ন উমর তার সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন যে, বনূ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের সুওয়াইদ ইব্‌ন সামিত হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে মক্কায় এসেছিলেন। আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সুওয়াইদ "আল কামিল" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শক্তি-সামর্থ, বুদ্ধি, বিবেচনা এবং মর্যাদার নিরিখে তারা তাঁকে এ নামে ডাকত। তিনি বলেন ঃ

اَلَاّ رُبَّ مَنْ تَدْعُوْ صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى - مَقَالَتَه بِالْغَيْبِ سَاءَكَ مَا يَفْرِىْ-

সাবধান, এমন বহু লোক আছে তুমি যাকে সত্যবাদী বলে মনে কর। তার গোপন কথাবার্তা যদি তুমি জানতে, তবে তার মিথ্যাচার তোমাকে পীড়া দিত।

مَقَالَتُه كَا لشَّهْدِ مَاكَانَ شَاهِدًا - وَبِالْغَيْبِ مَا ثُوْرٌ عَلَى ثُغْرَةَ النَّحْرِ-

তার কথা শুনে মনে হয় সে যেন উপস্থিত, আসলে সে উপস্থিত নয়। আর তার অনুপস্থিতি কালে তার কথাবার্তা যেন বক্ষে ছুরিকাঘাত।

---

১. সুহায়লী বলেছেন— সুওয়াইদ ইব্‌ন সাল্‌ত ইব্‌ন হাওত।

يَسُرُّكَ بَادِلْهِ وَتَحْتَ اَدِيْمِهِ - تَمِيْمَةُ غِشٍّ تَبْتَرِىْ عَقِيْبَ الظُّهْرِ-

তার প্রকাশ্য অবস্থান তোমাকে আনন্দ দান করে। কিন্তু তার চামড়ার নীচে রয়েছে প্রতারণার মাদুলী, যা তোমার পিঠকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিবে।

تُبَيِّنُ لَكَ الْعَيْنَانِ مَاهُوَ كَاتِمُ - مِنْ الْغِلِ وَالْبَغْضَاءِ بِالنَّظْرِ الشِّزْرِ-

অন্তরে সে যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তার হিংস্র দৃষ্টির মাধ্যমে তার দু' চক্ষু তা প্রকাশ করে দেয়।

فَرُشَّنِىْ بِخَيْرٍ طَالَمَا قَدْ يَرَيْتَنِىْ - وَخَيْرُ الْمَوَالِىْ مَنْ يَرِيْشُ وَلاَ يَبْرِىْ-

তুমি তো দীর্ঘদিন আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছ, এবার একটু আমার কল্যাণ সাধন কর। উত্তম বন্ধু তো সে-ই যে কল্যাণ সাধন করে— ক্ষত-বিক্ষত করে না।

বস্তুত তার মক্কায় আগমনের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট গেলেন এবং তাকে আল্লাহ্র— প্রতি ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে সুওয়াইদ বললেন, আমার নিকট যা আছে আপনার নিকটও সম্ভবত তাই আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার নিকট কী আছে ? সে বলল, আমার নিকট লুকমানের লিপি অর্থাৎ লুকমানের প্রজ্ঞাময় বাণী আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তা আমার নিকট পেশ কর। সুওয়াইদ তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ তো চমৎকার বাণী। তবে আমার নিকট যা আছে তা এর চাইতে উত্তম। আমার নিকট আছে কুরআন মজীদ। আল্লাহ্ তা'আলা সেটি আমার প্রতি নাযিল করেছেন। সেটি জ্যোতি ও পথ-প্রদর্শক। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তখনই সুওয়াইদ বললেন, এটি তো সুমহান বাণী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে এলেন। সুওয়াইদ ফিরে গেলেন মদীনায় তার নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। তার সম্প্রদায়ের লোকজন বলত যে, আমরা দেখেছি সুওয়াইদ মুসলমান অবস্থায় নিহত হয়েছেন। বুআছ যুদ্ধের পূর্বে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বায়হাকী (র) হাকিম....... ইব্ন ইসহাক সূত্রে এই বর্ণনাটি আরো সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করেছেন।

ইয়াস ইব্ন মুআয-এর ইসলামগ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, হুসাইন ইব্ন আবদুর রহমান...... মাহমূদ ইব্ন লাবীদ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক সময় আবুল হায়সার আনাস ইব্ন রাফি' মক্কায় আগমন করে। আবদুল আশআল গোত্রের একদল যুবক ছিল তার সাথে। তাদের একজন ইয়াস ইব্ন মুআয। তারা এসেছিল খাযরাজ গোত্রের আক্রমণ থেকে নিজেদের সম্প্রদায়কে রক্ষার লক্ষ্যে কুরায়শদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে। তাদের আগমনের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে। তিনি তাদের নিকট এসে বসেন এবং বলেন, তোমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তার চাইতে অধিক ভাল একটি ব্যবস্থা কি তোমরা গ্রহণ করবে ? ওরা বলল, সেটা কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি আমি তাঁর প্রেরিত রাসূল।

আমি তাদেরকে আহ্বান জানাই তারা যেন আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করেন। তখন ইয়াস ইব্‌ন মুআয বল্‌লেন, তিনি তখন একজন নবীন যুবক) হে আমার সম্প্রদায়, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তার চাইতে এটি অধিকতর উত্তম ও কল্যাণকর। একথা শুনে দলনেতা আবুল হায়সার আনাস ইব্‌ন রাফি' এক মুঠো কাঁকরযুক্ত মাটি নিয়ে ইয়াস ইব্‌ন মুআয-এর মুখে নিক্ষেপ করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে সে বলে, আপনি চলে যান, আপনার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা অন্য কাজে এসেছি। ইয়াস চুপ হয়ে গেল। রাসূল (সা) উঠে এলেন। ওরা মদীনায় ফিরে গেল। ইতোমধ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বুআছ যুদ্ধ সংঘটিত হল। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ইয়াস-এর মৃত্যু হয়। মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ বলেন, ইয়াসের সম্প্রদায়ের লোকজন আমাকে বলেছে যে, ওরা তাকে দেখেছে যে, সে সব সময় সুবহানাল্লাহ্, আলহামদু লিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করতো। আমৃত্যু সে নিয়মিত এগুলো পাঠ করেছে। সে যে মুসলমান রূপে মৃত্যুবরণ করেছে তাতে কারো সন্দেহ নেই। ওই মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে সে যা শুনেছে তাতেই সে ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বুআছ যুদ্ধের ব্যাখ্যায় আমি বলি যে, মদীনার একটি স্থানের নাম বুআছ। সেখানে একটি প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে। উভয় গোত্রের বহু সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই যুদ্ধে নিহত হয়। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন নেতা জীবিত ছিল। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল..... আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, বুআছ যুদ্ধের দিনটি একটি উল্লেখযোগ্য দিন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিশনের সাফল্যের পটভূমিরূপে আল্লাহ্ তা'আল ওই দিনটি দান করেছেন। এই যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেন। যুদ্ধের ফলে তখন মদীনার নেতারা[১] পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন ছিল। ইতোমধ্যে ওদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল।

পরিচ্ছেদ

আনসারগণের ইসলামগ্রহণের সূচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করার, নবীকে সম্মানিত করার এবং নবীকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের মওসুমে কতক আনসারী লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তখনও তিনি অন্যান্য বারের ন্যায় নিজেকে আরব গোত্রগুলোর নিকট পেশ করলেন। এক সময় তিনি আকাবায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ওই লোকগুলোর কল্যাণ চেয়েছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের বয়োবৃদ্ধ লোকদের সূত্রে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সাথে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, আপনারা কোন্ গোত্রের লোক ? তারা বললেন, আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইয়াহূদীদের মিত্র ? তাঁরা

বললেন হ্যাঁ, তা বটে। তিনি বললেন, তবে একটু বসবেন কি? আমি কিছু কথা বলতে চাই। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, বসতে পারি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন এবং ইসলামগ্রহণের অনুরোধ জানালেন। তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁদের ইসলামগ্রহণের পরিবেশ আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে তৈরী করলেন যে, তাঁদের দেশে এক সাথে ইয়াহূদীরা বসবাস করত। ইয়াহূদীরা আসমানী কিতাবধারী এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ লোক ছিল। আর খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজারী। ইয়াহূদীদের সাথে প্রায়ই মুশরিকদের যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হত। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় ইয়াহূদীরা এ বলে ওদেরকে ভয় দেখাত যে, অবিলম্বে একজন নবী প্রেরিত হবেন। আমরা তাঁর অনুসরণ করব এবং তাঁর সাথী হয়ে তোমাদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করব। যেমন ধ্বংস হয়েছিল 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়। এ যাত্রায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খাযরাজী লোকদের সাথে আলাপ করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানালেন, তখন তারা নিজেরা বলাবলি করলো, হে লোক সকল, তোমরা বুঝতেই পারছ যে, ইনি সেই নবী— ইয়াহূদীরা যার কথা বলে তোমাদেরকে ভয় দেখাত। শুনে নাও, ওরা যেন তোমাদের আগে এই নবীর ঘনিষ্ঠ হতে না পারে। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দিলেন, তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তাঁকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিলেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হলেন। তারা বললেন, আমরা তো আমাদের কতক লোককে দেশে রেখে এসেছি। আমাদের লোকজনের মধ্যে পরস্পর যেরূপ শত্রুতা রয়েছে সচরাচর সেরূপ শত্রুতা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। আমরা আশা করছি যে, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে দিবেন। আমরা অবিলম্বে তাদের নিকট ফিরে যাব এবং আমরা যে দীন গ্রহণ করলাম ওই দীন গ্রহণের জন্যে আমরা তাদেরকে আহ্বান জানাবো। আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকেও যদি আপনার সাথে জোটবদ্ধ করে দেন, তবে আপনার চাইতে শক্তিশালী অন্য কেউ থাকবে না। বস্তুত ঈমান আনয়ন করে এবং সত্য লাভ করে তাঁরা নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, সে অনুযায়ী ওই দলে ছিলেন ছয় জন লোক। তাঁরা সকলে খাযরাজ গোত্রের লোক। তাঁরা হলেন(১) আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারাহ ইব্ন আদ্দাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন ছালাবা ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। আবূ নুআয়ম বলেন, কারো কারো মতে আবূ উমামা হলেন খাযরাজ গোত্রের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আনসারী ব্যক্তি। আর আওস গোত্রের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি হচ্ছেন আবুল হায়ছাম ইব্ন তায়হান।[১] মতান্তরে আওস গোত্রের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন রাফি' ইব্ন মালিক ও মুআয ইব্ন আফরা (রা)। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।(২) আওস ইব্ন হারিছ ইব্ন রিফাআ ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন মালিক ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। ইনিও আফরার পুত্র। দু'জনই নাজ্জার গোত্রভুক্ত। (৩) রাফি' ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান ইব্ন আমর ইব্ন যুরায়ক যুরাকী। (৪) কুতবা ইব্ন আমির ইব্ন হাদীদা ইব্ন আমর ইব্ন গানাম ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন গানাম ইব্ন কাআব ইব্ন সালামা ইব্ন সাআদ ইব্ন আলী ইব্ন আসাদ ইব্ন সারিদা[২] ইব্ন তাযীদ ইব্ন

১. মূল আরবী গ্রন্থে এখানে তাহ্য়ান মুদ্রিত রয়েছে।

২. মুল কিতাবে রয়েছে সাওয়াহ ইব্ন যায়দ। সেটি ভুল। সীরাতে ইব্ন হিশামে আছে সারিদা ইব্ন ইয়াযীদ।

জাশাম ইব্‌ন খাযরাজ সুলামী সাওয়াদী। (৫) উকবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন সালামা সুলামী আল হারামী। (৬) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন সালামা সুলামী উবায়দী। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন। ইমাম শা'বী ও যুহরী প্রমুখ এরূপ বলেছেন যে, ওই রাতে ইসলাম গ্রহণকারী ছয়জনই খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন।

মূসা ইব্‌ন উকবা যুহরী ও উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁরা ছিলেন ৮জন। (১) মুআয ইব্‌ন আফরা (২) আসআদ ইব্‌ন যুরারা (৩) রাফি' ইব্‌ন মালিক (৪) যাকওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স (৫) উবাদা ইব্‌ন সামিত (৬) আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন ছালাবা (৭) আবূ হায়ছাম ইব্‌ন তায়হান। (৮) উওয়ায়ম ইব্‌ন সাইদা (রা)। তাঁরা ওই মজলিসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরের বছর পুনরায় আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলেন এবং ওদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। মুআয ইব্‌ন আফরা ও রাফি' ইব্‌ন মালিককে তারা এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠালেন যে, আমাদের নিকট একজন শিক্ষক প্রেরণ করুন— যিনি আমাদেরকে দীন শিক্ষা দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে পাঠালেন। তিনি আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। অবশিষ্ট ঘটনা তাই, যা মূসা ইব্‌ন উকবা সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক অবিলম্বে বর্ণনা করবেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তাঁরা মদীনায় নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এলেন। তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ফলে মদীনায় ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচারিত হল। কোন বাড়ি-ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা থেকে খালি ছিল না। পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে ১২ জন আনসারী লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। তাঁরা হলেন (১) পূর্বোল্লিখিত আবূ উমামা আসআদ ইব্‌ন যুরারাহ, (২) পূর্বোক্ত আওফ ইব্‌ন হারিছ, (৩) তাঁর ভাই মুআয, তাঁরা দু'জনে আফরার পুত্র, (৪) পূর্বোক্ত রাফি' ইব্‌ন মালিক, (৫) যাকওয়ান ইব্‌ন আবদুল কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক যুরাকী। ইব্‌ন হিশাম বলেন, ইনি একই সাথে আনসারী এবং মুহাজির, (৬) উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খায়বাজ, (৭) তাঁদের মিত্র আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন খাযামা ইব্‌ন আসরাম আল বালাভী, (৮) আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খাযরাজ আজলানী। (৯) উকবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী পূর্বোল্লিখিত। (১০) কুতবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা পূর্বোল্লিখিত। এই দশজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। আওস গোত্রের ছিলেন দু'জন। তারা হলেন (১) উওয়াইম ইব্‌ন সাইদা এবং

১. মূল কিতাবে রয়েছে সাওয়াহ ইব্‌ন যায়দ। সেটি ভুল। সীরাতে ইব্‌ন হিশামে আছে সারিদা ইব্‌ন ইয়াযীদ।

(২) আবুল হায়ছাম মালিক ইব্‌ন তায়হান। ইব্‌ন হিশাম বলেন, তায়হান এবং তায়্যিহান দু'ভাবেই পাঠ করা যায় যেমন মায়তুন ও মায়্যিতুন।

সুহায়লী বলেন, আবুল হায়ছাম ইব্‌ন তায়হানের নাম হল মালিক ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দুল আ'লাম ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যাউন ইব্‌ন জাশাম ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। তিনি বলেন, কারো মতে তিনি ইরাশী আবার কারো মতে তিনি বালাভী। ইব্‌ন ইসহাক এবং ইব্‌ন হিশাম কেউই ওই ব্যক্তির বংশ তালিকা উল্লেখ করেননি। সুহায়লী বলেন, হায়ছাম শব্দের অর্থ ছোট্ট ঈগলছানা এবং এক প্রকারের ঘাস।

মোদ্দাকথা, এই বারজন লোক ওই বছর হজ্জের মওসুমে মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে সিদ্ধান্ত নেন। অনন্তর আকাবা নামক স্থানে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর হাতে বায়আত করেন। এই বায়আত ছিল মহিলাদের বায়আত গ্রহণ সম্পর্কে নাযিল হওয়া আয়াতের নিয়মানুসারে। এই বায়আত "আকাবার প্রথম শপথ" নামে পরিচিত।

আবূ নুআয়ম বলেন, এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা ইবরাহীম-এর এ আয়াতটি তাদের সম্মুখে পাঠ করলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

"যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব....... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আকাবায়ে উলা বা আকাবার প্রথম শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ছিলাম বারজন। মহিলাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়গুলো নির্ধারিত করে দিয়েছেন আমরা সেই বিষয়গুলোর অঙ্গীকার করেছি— বায়আত করেছি। এটি ছিল যুদ্ধ ও জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আমরা বায়আত করেছি যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, যেনা করব না, সন্তান হত্যা করব না, অপবাদ রটনা করব না এবং সৎকর্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা যদি অঙ্গীকার পালন কর, তবে জান্নাত পাবে। আর যদি এর কোনটিতে সত্য গোপন কর, তবে তোমাদের ফায়সালা আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি চাইলে শাস্তি দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীছ এভাবে বর্ণনা করেছেন— লায়ছ ইব্‌ন সাআদ সূত্রে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব থেকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইব্‌ন শিহাব যুহরী উবাদা ইব্‌ন সামিত সূত্রে বলেছেন, আকাবার প্রথম শপথের রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছি যে, আমরা আল্লাহ্‌র

সাথে কাউকে শরীক করবো না,চুরি করবো না, যেনা করবো না, সন্তান হত্যা করবো না, অপবাদ রটাবো না এবং সৎকর্মে তাঁর অবাধ্য হবো না। তিনি বলেছেন, তোমরা যদি এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন কর, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। আর এর কোনটি অমান্য করলে যদি দুনিয়াতে তার শাস্তি ভোগ করে থাক, তবে তা হবে তার কাফ্ফারা স্বরূপ। আর যদি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা গোপন রয়ে যায়, তবে তার ফায়সালা আল্লাহ্র হাতে, তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন চাইলে ক্ষমা করবেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমসহ্ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এ হাদীছ যুহরী থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছে عَلٰى بَيْعَةِ النِّسَاءِ (মহিলাদের বায়আত প্রসঙ্গে) দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, আকাবার শপথের পরে হুদায়বিয়ার বছরে মহিলাদের বায়আত নেয়ার যে বিধান আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি নাযিল করেছেন আকাবার শপথ সে অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুত আকাবার শপথের নিয়ম ও বিষয় অনুযায়ী পরে মহিলাদের বায়আতের নিয়ম বিষয়ক বিধান নাযিল হয়েছে। পূর্বে অনুষ্ঠিত বায়আতের বিষয় অনুযায়ী পরে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ, একাধিকবার হযরত উমর (রা)-এর আগ্রহের সপক্ষে কুরআন নাযিল হয়েছে। হযরত উমর (রা)-এর জীবনী গ্রন্থ এবং কুরআনের তাফসীর গ্রন্থে আমরা তা আলোচনা করেছি। বস্তুত আকাবার আলোচ্য বায়আত ওহী গাইর মাতলূ (অপঠিত ওহী)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত শেষে লোকজন যখন মদীনায় ফিরে যায়, তখন তিনি তাদের সাথে মুসআব ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার ইব্ন কুসাই-কে পাঠান। ওদেরকে কুরআন পড়ানো, ইসলাম শিক্ষা দেয়া এবং দীনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন। বায়হাকী (র) ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যে, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মদীনাবাসিগণ একজন প্রশিক্ষক পাঠানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চিঠি দেয়ার পর তিনি মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-কে পাঠান। মূসা ইব্ন উকবাও সেরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য তিনি দ্বিতীয় বার প্রেরণকে প্রথম বার প্রেরণ বলে উল্লেখ করেছেন। বায়হাকী বলেন, ইব্ন ইসহাকের সনদ পূর্ণাঙ্গ। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) বলতেন, আকাবার প্রথম শপথ কি, তা আমি জানি না। এরপর ইব্ন ইসহাক বলেন, হ্যাঁ, আমি শপথ করে বলতে পারি, আকাবার শপথ একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সকল বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মুসআব ইব্ন উমায়র গিয়ে উঠেন আসআদ ইব্ন যুরারাহ-এর নিকট। মদীনায় তিনি 'মুক্রী' (প্রশিক্ষক) নামে পরিচিত ছিলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, 'আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, মুসআব ইব্ন উমায়র নামাযে তাঁদের ইমামতি করতেন। কারণ, আওস এবং খাযরাজ গোত্র চাইতো না যে, তাদের এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের ইমামতি করুক। মহান আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমামা........ আবদুর রহমান ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন মালিক বলেন, আমার পিতার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর আমি তাঁকে নিয়ে জুমুআয় যেতাম। জুমুআর জামাআতে উপস্থিত হলে তিনি যখন আযান শুনতেন, তখন আবূ উমামা আসআদ ইব্‌ন যুরারার জন্যে দু'আ করতেন। বহু সময় তাঁর এভাবে কেটেছে যে, জুমুআর আযান শুনলেই তিনি আবূ উমামার জন্যে দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আমি মনে মনে বললাম, এর কারণটা কি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি না ? একদিন আমি বললাম, আব্বাজান! আপনি জুমুআর আযান শুনলে আবূ উমামার জন্যে দু'আ করেন, তার কারণটা কি? উত্তরে তিনি বললেন, বৎস! তিনি মদীনায় সর্বপ্রথম আমাদেরকে নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করেছেন। বনূ বিয়াদাহ্ গোত্রের পাথুরে অঞ্চল হায্‌মুন নাবীত নামক পাহাড়ে তিনি আমাদেরকে নিয়ে জুমআ আদায় করেছেন। ওই স্থানটিকে[১] "বাকী আল-খাদামাত" বলা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, ৪০জন ছিলাম। ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইব্‌ন মাজাহ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআ আদায়ের নির্দেশ দিয়ে মুসআব ইব্‌ন উমায়রকে (রা) চিঠি লিখেছিলেন। অবশ্য এই হাদীছটি একক ভাবে বর্ণিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন মুআয়কীব ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম বলেছেন, আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা) মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে সাথে নিয়ে বনূ আবদুল আশহাল এবং বনী যুফার গোত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সাআদ ইব্‌ন মুআয (রা) ছিলেন আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর খালাত ভাই। তাঁরা দু'জনে বনূ যুফার গোত্রের প্রাচীরঘেরা এক বাগানের মধ্যে মারাক নামের কুয়োর নিকট গিয়ে বসলেন। ইসলাম গ্রহণকারী লোকজন ওখানে গিয়ে তাঁদের নিকট জমায়েত হয়েছিলেন। সাআদ ইব্‌ন মুআয এবং উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র তখন তাঁদের সম্প্রদায় আবদুল আশ্‌হাল গোত্রের নেতা ছিলেন। দু'জনেই তখন মুশরিক ছিলেন। তাঁদের আগমন সংবাদ শুনে সাআদ উসায়দকে বললেন, আমাদের এলাকায় আদমনকারী ওই লোক দু'জনের নিকট যাও তো! তারা এসেছে আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানানোর জন্যে। তুমি তাদেরকে ধমক দিয়ে দিবে এবং আমাদের এলাকায় আসতে বারণ করে দেবে। আসআদ ইব্‌ন যুরারা আমার খালাত ভাই না হলে আমি নিজেই তা করতাম, তোমাকে বলতাম না। সে তো আমার খালাত ভাই। আমি তার উপর মাতব্বরী করতে পারি না। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র তার বর্শা হাতে তুলে নিলেন এবং ওই দু'জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁকে দেখে আসআদ ইব্‌ন যুরারা মুসআব (র)-কে বললেন, ইনি তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি আপনার নিকট এসেছেন, আল্লাহ্‌র সত্য পরিচয় আপনি তাঁর নিকট বর্ণনা করুন। মুসআব (রা) বললেন তিনি বসলে আমি তাঁর সাথে কথা বলব।[২] গালমন্দ করতে করতে উসায়দ তাদের নিকট দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের

---

১. সীরাতে ইব্‌ন হিশামে আছে নাকী আল খাদামাত।

২. متشتما - গালি-গালাজকারী।

দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানানোর জন্যেই কি তোমরা দু'জন এসেছ ? প্রাণে বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি আমাদের এলাকা ছেড়ে যাও। বর্ণনাকারী মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, এরপর আসআদ ইব্‌ন যুরারাহকে বলল, আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানানোর জন্যে এবং বাতিলের দিকে ডেকে নেয়ার জন্যে তুমি এই সমাজচ্যুত পরদেশী লোকটিকে নিয়ে কেন এসেছো ?

জবাবে মুসআব (রা) বললেন, আপনি কি একটু বসবেন এবং আমার কথা শুনবেন ? বিষয়টি আপনার পসন্দ হলে আপনি গ্রহণ করবেন, অন্যথায় আপনি তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন। উসায়দ বললেন, ঠিক আছে তুমি ইনসাফের কথা বলেছো। এবার তিনি আপন বর্শাটি মাটিতে গেড়ে দাঁড় করিয়ে তাঁদের দু'জনের নিকট বসে পড়লেন। এবার মুসআব (রা) তাঁর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং কুরআন পাঠ করলেন। তাঁরা দু'জনে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, ইসলাম সম্পর্কে তার নমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করার পূর্বেই আমরা তার চোখে-মুখে ইসলামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, কতই না সুন্দর, কতই না ভাল এটি! এই দীনে প্রবেশ করার জন্যে কী করতে হয় ? তাঁরা বললেন, ইসলাম গ্রহণ করতে হলে আপনি গোসল করবেন, পবিত্র হবেন, আপনার জামা-কাপড় পাক করবেন এবং তারপর কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করবেন এবং নামায আদায় করবেন। তাঁদের কথা মত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র উঠে দাঁড়ালেন, গোসল করলেন, তাঁর পরনের জামা-কাপড় পাক করলেন, কালেমা শাহাদত উচ্চারণ করলেন, তারপর দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ওই দু'জনকে বললেন, আমার পেছনে একজন লোক আছে সে যদি আপনাদের অনুসরণ করে, তবে তার সম্প্রদায়ের কেউই আপনাদের অনুসরণ করা ব্যতীত থাকবে না। অবিলম্বে তাকে আমি আপনাদের নিকট পাঠাচ্ছি। তিনি হলেন সাআদ ইব্‌ন মুআয। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র তাঁর বর্শা হাতে সাআদ ইব্‌ন মুআয ও নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট ফিরে গেলেন। তারা সবাই মজলিসে বসা ছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে সাআদ ইব্‌ন মুআয তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, উসায়দ যে চেহারা নিয়ে তোমাদের নিকট থেকে গিয়েছিল এখন অন্য চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। মজলিসে উপস্থিত হওয়ার পর সাআদ ইবন মুআয হযরত উসায়দ (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, কী সংবাদ ? তিনি বললেন, আমি ওই দু'জন লোকের সাথে কথা বলেছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁদের মধ্যে দূষণীয় কিছু দেখিনি। আমি ওদেরকে ওই কাজে বারণ করেছি। তারা বলল, ঠিক আছে আপনি যা ভাল মনে করেন, আমরা তাই করব। তবে আমি জানতে পেরেছি যে, বনূ হারিছা গোত্রের লোকজন আসআদ ইব্‌ন যুরারাহকে হত্যা করার জন্যে পথে নেমেছে। আর তার কারণ হল তারা জানতে পেরেছে যে, সে তোমার খালাত ভাই। তাকে হত্যার মাধ্যমে তারা তোমাকে অপমানিত করতে চায় বনূ হারিছা গোত্র সম্পর্কে এই সংবাদ শুনে রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে সাআদ ইব্‌ন মুআয বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর হাতে ছিল বর্শা। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমার কোন উপকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি না। সাআদ আসআদ ইব্‌ন যুরারাহ্ ও মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁদেরকে শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওই দু'জনের কথা শোনার জন্যে উসায়দ (রা) এমন সংবাদ দিয়েছেন। গাল-মন্দ ও বকাঝকা করতে করতে তিনি তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। তারপর আসআদ ইব্‌ন যুরারাহ্ (রা)-কে লক্ষ্য

করে বললেন, আল্লাহ্র কসম হে আবূ উমামাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমার আর তোমার মাঝে যে আত্মীয়তা তা যদি না থাকত, তবে তুমি আমার থেকে যা আশা করছ তা করতে পারতে না। আমরা যা ঘৃণা করি তা প্রচার করার জন্যে তুমি আমাদের এলাকায় এসেছ ? আসআদ ইব্ন যুরারাহ্ (রা) মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-কে বললেন, আল্লাহ্র কসম, ইনি আপনার নিকট এসেছেন, ইনি তার কওমের নেতা। তাঁর পেছনে তাঁর পুরো সম্প্রদায় রয়েছে। ইনি যদি আপনার অনুসরণ করেন, তবে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দু'জন লোকও থাকবে না, যারা আপনার বিরোধিতা করবে। বরং সকলেই আপনার অনুসরণ করবে।

সাআদ ইব্ন মুআযের উদ্দেশ্যে মুসআব (রা) বললেন, আপনি একটু বসুন, আমার বক্তব্য শুনুন, আপনার ভাল লাগলে গ্রহণ করবেন নতুবা আপনার অপসন্দের বিষয় আমরা আপনার থেকে সরিয়ে রাখব। সাআদ বললেন, আপনি ন্যায্য কথা বলেছেন। এরপর মাটিতে বর্শাটি গেঁড়ে দাঁড় করিয়ে তিনি বসে পড়েন। হযরত মুসআব (রা) তার নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন এবং কুরআন পাঠ করে শুনান। মূসা ইব্ন উক্বা উল্লেখ করেছেন যে, তার নিকট সূরা যুখ্রুফ-এর প্রথম দিকের আয়াত পাঠ করা হয়েছিল। তাঁরা বলেন, ইসলাম গ্রহণে তার নমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করার পূর্বেই আমরা তার চেহারায় ইসলামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তারপর তিনি বললেন, আপনারা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দীনে প্রবেশ করেন, তখন কী করেন ? তাঁরা দু'জনে বললেন, তাহলে আপনাকে গোসল করতে হবে, পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, কাপড় দুটো পাক করে নিতে হবে এবং সত্য সাক্ষ্যের ঘোষণা দিতে হবে। তারপর দু' রাকআত নামায আদায় করতে হবে। সাআদ উঠে দাঁড়ালেন। গোসল করলেন। জামা-কাপড় পাক করলেন, কালেমা শাহাদত উচ্চারণ করলেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। তারপর বর্শা হাতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট ফিরে গেলেন। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন বলল, সাআদ যে চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গিয়েছিলেন এখন ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছেন। তাদের নিকট এসে সাআদ (রা) বললেন, হে বনূ আব্দ আশহাল গোত্র, তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান ও গুরুত্ব কেমন বলে মনে কর ? তারা বলল, আপনি তো আমাদের নেতা, সর্বাধিক বিচক্ষণ ও সর্বোত্তম পরিচালক। তিনি বললেন, তোমরা যতক্ষণ আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনবে, ততক্ষণ তোমাদের নারী-পুরুষ সকলের সাথে আমার কথা বলা হারাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সন্ধ্যা নাগাদ বনূ আশহাল গোত্রের সকল পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। সাআদ (রা) ও মুসআব (রা) ফিরে আসেন আসআদ ইব্ন যুরারাহ্ (রা)-এর বাড়িতে। তাঁরা সেখানে অবস্থান করে লোকজনকে ইসলামের দিকে ডাকতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটি গোত্র ব্যতীত আনসারদের সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। যে সকল শাখা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেনি, সেগুলো হল বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দ গোত্র, খুতামাহ গোত্র, ওয়াইল গোত্র এবং ওয়াকিফ গোত্র। এরা সকলে আওস গোত্রভুক্ত। তারা আওস ইব্ন হারিছার বংশধর। তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কারণ, তাদের মধ্যে আবূ কায়স ইব্ন আসলাত নামে এক কবি ছিল। সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। তার মূল নাম সায়ফী। যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেন, তার নাম ছিল হারিছ। কেউ বলেছেন তার নাম

ছিল উবায়দুল্লাহ্। তার পিতার নাম ছিল আসলাত আমির ইব্ন জাশাম ইব্ন ওয়াইল ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স ইব্ন আমির ইব্ন মুর্রা ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। ঐতিহাসিক কালবীও তার এই বংশপরিচয় বর্ণনা করেছেন। সে ছিল ওই সব গোত্রের কবি ও নেতা। ওরা তার কথা শুনত ও তাকে মান্য করত। সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। খন্দক যুদ্ধের পর পর্যন্ত সে তাদেরকে ইসলাম থেকে বাধা দিয়ে রেখেছিল। আমি বলি, ইব্ন ইসহাক আলোচ্য আবূ কায়স ইব্ন আসলাতের কতগুলো কবিতা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো "বা" (ب) অন্ত্যমিল বিশিষ্ট। উমাইয়া ইব্ন সাল্ত ছাকাফীর কবিতার সাথে সেগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দীনের দাওয়াত আরবে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে শহরে তা পৌঁছে গেল। তখন মদীনাতেও তাঁর কথা আলোচিত হতে লাগল। তবে আওস ও খাযরাজ গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যত বেশী অবগত ছিল আরবের অন্য কোন গোত্র ততটুকু ছিল না। ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মুখে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবরণ শুনত বলে এমনটি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা যখন মদীনায় গিয়ে পৌঁছল এবং কুরায়শদের সাথে তাঁর মত বিরোধের ঘটনা যখন মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন বানূ ওয়াকিফ গোত্রের কবি আবূ কায়স ইব্ন আসলাত নিম্নের কবিতাটি রচনা করেছিল। আবূ কায়সের পরিচয় বর্ণনা করে সুহায়লী বলেন, সে হল আবু কায়স সারমা ইব্ন আবূ আনাস কায়স ইব্ন সারমা ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমর ইব্ন গানাম ইব্ন আদী ইব্ন নাজ্জার। তিনি আরো বলেন, হযরত উমর (রা) এবং এই আবূ কায়সকে উপলক্ষ করে اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ (২ ঃ ১৮৭) আয়াত নাযিল হয়েছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সে কুরায়শ সম্প্রদায়কে ভালবাসত। ওদের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। আরনাব বিন্ত আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ছিল তার স্ত্রী। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সে বহু বছর মক্কায় বসবাস করেছে। কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা করছে এ সংবাদ পেয়ে সে হারাম শরীফের মর্যাদা বর্ণনা করে তাদেরকে সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি থেকে বারণ করে একটি কাসীদা রচনা করে। ওই কাসীদায় সে কুরায়শদের সম্মান ও বুদ্ধিমত্তার কথা, তাদের উপর প্রেরিত আল্লাহ্র দেয়া বিপদাপদের কথা, তাদেরকে হস্তী বাহিনী থেকে রক্ষা করার কথা এবং মহান আল্লাহ্র কর্ম-কৌশলের কথা উল্লেখ করে। তদুপরি ওই কাসীদায় সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বিরত থাকার জন্যে তাদেরকে পরামর্শ দেয়। সে বলেছে ঃ

اَبَا رَاكِبًا اِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ - مُغْلَغَلَةً عَنِّى لُؤَى بْنَ غَالِبٍ-

হে সওয়ারী! তুমি যদি কখনো তাঁর নিকট পৌঁছতে পার, তবে লুওয়াই ইব্ন গালিবের গোত্রকে আমার পক্ষ থেকে একটি চিঠি পৌঁছিয়ে দিও।

رَسُوْلَ امْرِئٍ قَدْ رَاعَهُ ذَاتُ بَيْنِكُمْ - عَلَى النَّأىِ مَحْزُوْنٌ بِذَالِكَ نَاصِبُ-

হে সওয়ারী তুমি এমন এক লোকের দূত হিসেবে তাদের নিকট গমন কর, যে ওদের থেকে দূরে অবস্থান করছে। ওদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে এবং তাদের এই অবস্থার কারণে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অসুস্থ।

وَقَدْ كَانَ عِنْدِىْ لِلْهُمُوْمِ مُعَرَّسُ – وَلَمْ اَقْضِ مِنْهَا حَاجَتِىْ وَمَارِبِىْ

দুঃখ-ব্যথা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া ও বিশ্রাম নেয়ার স্থান আমার নিকট রয়েছে। অথচ আমি তা থেকে কোনভাবেই উপকৃত হই না।

نُبِيْتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلُّ قَبِيْلَةٍ – لَهَا اَزْمَلُ مِنْ بَيْنِ مُذْكٍ وَحَاطِبِ–

আমি তো তোমাদেরকে রাতের বেলা দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ। প্রত্যেক গোত্রে রয়েছে আগুন প্রজ্বলনকারী ও কাঠ সংগ্রহকারীর হৈ হুল্লোড়।

اُعِيْذُكُمْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ صُنْعِكُمْ – وَشَرِّ تَبَاغِيْكُمْ وَدَسِّ الْعَقَارِبِ–

আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র আশ্রয়ে প্রার্থনা করছি তোমাদের কর্মের অকল্যাণ থেকে, তোমাদের পরস্পর বিদ্রোহ ও সীমালংঘন থেকে এবং বিচ্ছুর দংশন থেকে।

وَاِظْهَارِ اَخْلَاقٍ وَنَجْوٰى سَقِيْمَةٍ – كَوَخْزِ الْاَشَافِى وَقْعُهَا حَقُّ الصَّائِبِ–

চরিত্রের প্রকাশ ঘটানো থেকে এবং অসুস্থ কানা-কানি ও গোপন পরামর্শ থেকে। সেগুলো তো সূঁচের ফোড়ের মত, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

فَذَكِّرْهُمْ بِاللّٰهِ اَوَّلَ وَهْلَةٍ – وَاِحْلَالِ اِحْرَامِ الظِّبَاءِ الشَّوَازِبِ–

তুমি তাদেরকে আল্লাহ্র নামে উপদেশ দাও বিপদের সূচনাতেই এবং ক্ষীণকায় শিকার-নিষিদ্ধ হরিণীর শিকার বৈধ করা থেকে।

وَقُلْ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ حُكْمَهُ – ذَرُوْا الْحَرْبَ تَذْهَبْ عَنْكُمْ فِى الْمَرَاجِبِ–

তুমি ওদেরকে বল যে, আল্লাহ্ তাঁর ফায়সালা বাস্তবায়ন করবেনই। তোমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ত্যাগ কর, তাহলে পরাক্রান্ত শত্রুদের থেকে তোমরা রক্ষা পাবে।

مَتٰى تَبْعَثُوْهَا تَبْعَثُوْهَا ذَمِيْمَةً – هِىَ الْغَوْلُ لِلْاَقْصَيْنَ اَوْ لِلْاَقَارِبِ–

তোমরা যদি যুদ্ধকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত কর, তবে খুব মন্দভাবেই সেটিকে উত্তেজিত করবে। মূলত যুদ্ধ হল ধ্বংস সাধনকারী ঘনিষ্ঠজনদের জন্যে দূরবর্তীদের জন্যে।

تُقَطِّعُ اَرْحَامًا وَتَهْلِكُ اُمَّةً – وَتُبْرِى السَّدِيْفَ مِنْ سَنَامٍ وَّغَارِبِ–

এই যুদ্ধ আত্মীয়তা বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। উটের ঘাড় ও কুঁজ থেকে চর্বিকে আলাদা করে দেয়।

وَتَسْتَبْدِلُوْا بِالْاَتْحَمِيَّةِ بَعْدَهَا – شَلِيْلًا وَّاَصْدَاءً ثِيَابَ الْمَحَارِبِ–

এবং যুদ্ধ তোমাদের ইয়ামানী মূল্যবান মিহি কাপড়ের পরিবর্তে তোমাদেরকে দিবে হাল্কা-পাতলা নিম্নমানের কালো যুদ্ধের পোশাক।

وَبِالْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ غُبْرًا سَوَابِغًا – كَاَنَّ قَتِيْرَيْهَا عُيُوْنُ الْجَنَادِبِ–

১. এই পংক্তি এবং পরবর্তী পংক্তি কবি আ'শার কাব্য গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা মিশ্‌ক ও কর্পূরের পরিবর্তে বিশাল আকারের বালিস্তূপ পাবে। ওই বালি প্রবাহ যেন লবণের ঝর্ণাধারা।

فَاِيَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لاَ تَعْلَقَنَّكُمْ - وَحَوْضًا وَخِيمَ الْمَاءِ مُرُّ الْمَشَارِبِ-

সুতরাং তোমরা যুদ্ধ থেকে দূরে থাক। যুদ্ধ যেন তোমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে। তোমরা দূরে থাক এমন কুয়ো থেকে যার পানি দূষিত, যার পানি তিক্ত।

تَزَيَّنُ لِلاَقْوَامِ ثُمَّ يَرَوْنَهَا - بِعَاقِبَةٍ اِذْ بَيَّتَتْ اُمَّ صَاحِبِ-

যুদ্ধ নিজেকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করে লোকজনের নিক। শেষ পর্যন্ত রাত্রি যাপনকালে তারা সেটিকে নিজের মায়ের ন্যায় দেখতে পায় অর্থাৎ হারাম ও নিষিদ্ধ বলে দেখতে পায়।

تَحَرِّقُ لاَ تَخْوِىْ ضَعِيْفًا وَتَنْتَحِىْ - ذَوِى الْعِزِّ مِنْكُمْ بِالْحُتُوْفِ الصَّوَائِبُ-

এই যুদ্ধ দুর্বলদেরকে ভাজা করে ছেড়ে দেয় না বরং পুড়িয়ে ছাই করে দেয় আর মর্যাদাবান ও শক্তিশালীদেরকে গলা টিপে হত্যা করে।

اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَاكَانَ فِىْ حَرْبِ دَاحِسٍ - فَتَعْتَبِرُوْا اَوْكَانَ فِىْ حَرْبِ حَاطِبٍ-

দাহিস যুদ্ধে কী ভয়ানক বিপর্যয় ঘটেছে তা কি তোমাদের জানা নেই ? তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। হাতিব যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের কথাটাও বিবেচনা কর।

وَكَمْ ذَا اَصَابَتْ مِنْ شَرِيْفٍ مُسَوَّدٍ - طَوِيْلِ الْعِمَادِ ضَيْفُه غَيْرُ خَائِبِ-

কত কত শরীফ ও সম্মানিত লোক এই যুদ্ধের বলি হয়েছে ! যারা ছিল সমাজের উচ্চস্তরের নেতা, যারা ছিল অতিথি-পরায়ণ। যাদের দরজা থেকে মেহমান- মুসাফির কখনো নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি।

عَظِيْمُ رِمَادِ النَّارِ يُحْمَدُ اَمْرُهُ - وَذِىْ شِيْمَةٍ مَحْضٍ كَرِيْمِ الْمُضَارِبِ-

এই যুদ্ধের শিকার হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে এমন সব লোককে যাদের ছাইয়ের স্তূপ অনেক বড় বড়। যাদের কাজকর্ম সদা প্রশংসাযোগ্য। যারা চরিত্রবান ও প্রচুর দানশীল।

وَمَاءٍ هُرِيْقَ فِى الضَّلاَلِ كَاَنَّمَا - اَذَاعَتْ بِهِ رِيْحُ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ-

যুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছে বহু পানির কুয়ো। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে ওই পানি লক্ষ্যহীন ভাবে। উত্তরা ও দক্ষিণী হাওয়া যেন ওই পানিকে উড়িয়ে নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।

يُخَبِّرُكُمْ عَنْهَا امْرُءٌ حَقٌّ عَالِمٍ - بِاَيَّامِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَارُبِ-

যুদ্ধ সম্পর্কে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভকারী একজন লোক তোমাদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করাচ্ছে। বস্তুত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

فَبِيْعُوا الْحِرَابَ مِلْمُحَارِبِ وَاذْكُرُوْا - حِسَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَيْرُ مُحَاسِبِ-

সুতরাং তোমাদের যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে দাও অন্যান্য যুদ্ধবাজ লোকদের নিকট। আর নিজেদের হিসাব দেয়ার কথা স্মরণ কর। মহান আল্লাহ্ উত্তম হিসাব গ্রহণকারী।

وَلِيُّ امْرِئٍ فَاخْتَارَ دِيْنًا فَلاَ يَكُنْ – عَلَيْكُمْ رَقِيْبٌ غَيْرُ رَبِّ الثَّوَاقِبِ–

আল্লাহ্ তা'আলা হলেন মানুষের সাহায্যকারী। তিনি একটি দীন মনোনীত করেছেন। সে দীন গ্রহণ করলে নক্ষত্ররাজির মালিক আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন প্রভু থাকবে না।

اقِيْمُوا لَنَا دِيْنًا حَنِيْفًا فَانْتَهُوْا – لَنَا غَايَةً قَدْ يُهْتَدٰى بِالذَّوَائِبِ–

আপনারা আমাদের জন্যে একটি দীন-ই-হানীফ ও সরল দীন প্রতিষ্ঠা করে যান এবং আমাদেরকে এমন চূড়ান্ত অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত করে যান, যা শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পেয়ে থাকেন।

وَاَنْتُمْ لِهٰذَا النَّاسِ نُوْرٌ وَّعِصْمَةٌ – تُؤَمُّوْنَ وَالْاَحْلاَمُ غَيْرُ عَوَازِبِ–

আপনারা তো এই জনসাধারণের জন্যে আলো ও প্রতিরক্ষাকারী। নেতৃস্থানীয় এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তিবর্গ কখনো লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় না।

وَاَنْتُمْ اِذَامَا حَصَّلَ النَّاسُ جَوْهَرُ – لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْاَرَائِبِ–

মানুষের কৃতিত্ব যখন হিসেব করা হয়, তখন আপনারা তাদের মধ্যে মণি-মুক্তা বলে গণ্য হন। আরবের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আপনাদের জন্যেই সংরক্ষিত।

تَصُوْنُوْنَ اَنْسَابًا كِرَامًا عَتِيْقَةً – مُهَذَّبَةَ الْاَنْسَابِ غَيْرُ اَشَائِبِ–

মর্যাদাবান, সুপ্রাচীনকাল থেকে আভিজাত্যপূর্ণ ও কুলীন বংশ-মর্যাদা আপনারা রক্ষা করে চলেছেন। আপনাদের বংশ সম্ভ্রান্ত, ভদ্র এবং নির্ভেজাল। কোন প্রকারের অভদ্র মিশ্রণ আপনাদের বংশে নেই।

يَرٰى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوْتِكُمْ – عَصَائِبَ هَلْكٰى تَهْتَدِيْ بِعَصَائِبِ–

অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থী লোকজন দেখতে পায় যে, অসহায় ও দুর্বল লোকজন সাহায্যের আশায় আপনাদের বাসস্থানের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে। তাদেরকে দেখে অন্যান্য সাহায্যপ্রার্থীরাও আপনাদের বাড়ির পথ খুঁজে পায়।

لَقَدْ عَلِمَ الْاَقْوَامُ اَنَّ سُرَاتِكُمْ – عَلٰى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ اَهْلِ الْجَبَاجِبِ–

সব লোক জানে যে, আপনাদের গোত্রগুলো সর্বাবস্থায় সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

وَاَفْضَلُه رَاْيًا وَاَعْلاَهُ سُنَّةً – وَاَقْوَلُهُ لِلْحَقِّ وَسْطَ الْمَوَاكِبِ–

---

১. السَّدِيْفُ চর্বি। ২. سَنَامُ কুঁজ।

৩. غَارِبٌ ঘাড় ৪. اَتْحَمِيَّةٍ কালো কাপড়।

আপনাদের লোকজন সর্বোত্তম রায় প্রদানকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ রীতিনীতির অনুসারী, সর্বাধিক সত্য বক্তব্য প্রদানকারী এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী।

فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوْا – بِأَرْكَانِ هٰذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْاَخَاشِبِ–

সুতরাং আপনারা উঠুন, আপনাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং মক্কায় পর্বতদ্বয়ের মাঝে অবস্থিত এই গৃহের স্তম্ভগুলো চুম্বন করুন, স্পর্শ করুন।

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ وَّمَصْدَقٌ – غَدَاةَ اَبِى يَكْسُوْمَ هَادِى الْكَتَائِبِ–

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি নিআমত ও অনুগ্রহ রয়েছে। আপনাদের প্রতি বিপদ নেমে এসেছে। বিশেষত সেদিন, যেদিন সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে সেনাপতি আবূ ইয়াকসূম আপনাদের উপর আক্রমণ করেছিল।

كَتِيْبَتُه بِالسَّهْلِ تَمْشِىْ وَرَجْلُهٗ – عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِىْ رُءُسِ الْمَنَاقِبِ–

তার সাধারণ সেনাবাহিনী সমতল ভূমি অতিক্রম করছিল। আর তার পদাতিক বাহিনী ছিল পর্বতের চূড়ায় পাহাড়ী পথে।

فَلَمَّا اَتَاكُمْ نَصْرُ ذِى الْعَرْشِ رَدَّهُمْ– جُنُوْدُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَّحَاصِبِ–

যখন আপনাদের নিকট আরশের মালিক মহান আল্লাহ্র সাহায্য এল, তখন মহান মালিকের সেনাবাহিনী আবূ ইয়াকসূমের অনুসারীদের পরাজিত করে দিল। ফলে ওদের কতক ধ্বংস হল আর কতক দ্রুত পালিয়ে গেল।

فَوَلُّوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَؤُبْ – اِلٰى اَهْلِهٖ مِلْحُبْشِ غَيْرُ عَصَائِبِ

ওরা সকলে দ্রুত পলায়ন করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। মাত্র কয়েকজন ছাড়া ওই হাবশী লোকদের কেউই নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারেনি।

فَاِنْ تَهْلِكُوْا نَهْلِكْ وَتَهْلِكْ – مَوَاسِمُ يُعَاشُ بِهَا قَوْلُ امْرِئٍ غَيْرِ كَاذِبٍ–

এখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে যদি আপনারা ধ্বংস হয়ে যান, তবে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব এবং মক্কায় অনুষ্ঠিত হজ্জ সমাবেশ ও অন্যান্য মেলাগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এসব হল একজন সত্যবাদী লোকের কথা— যে মিথ্যাবাদী নয়।

আবূ কায়স তার কবিতায় যে দাহিস যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছে, সেটি জাহিলী যুগের একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। আবূ উবায়দ মা'মার ইব্ন মুছান্না ও অন্যান্যদের বর্ণনা অনুযায়ী সেটির কারণ এই কায়স ইব্ন যুহায়র ইব্ন জুযায়মা ইব্ন রাওয়াহা গাতফানীর একটি ঘোড়া ছিল। সেটির নাম ছিল দাহিস। অপরদিকে হুযায়ফা ইব্ন বদর ইব্ন আমর ইব্ন জুবা গাতফানীর একটি ঘোড়া ছিল। সেটির নাম ছিল গাবরা। একদিন উভয় ঘোড়ার মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় দাহিস। ক্ষোভে-দুঃখে হুযায়ফা তার প্রতিপক্ষ ঘোড়া দাহিসকে থাপ্পড় মারার জন্যে নির্দেশ দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মালিক ইব্ন যুহায়র উঠে হুযায়ফার ঘোড়া "গাবরার" মুখে চপেটাঘাত করে।

হুযায়ফার ভাই হামল ইব্‌ন বদর এসে মালিকের মুখে চপেটাঘাত করে। পরে এক সময়ে আবূ জুনদুব আবাসী হুযায়ফার পুত্র আওফকে বাগে পেয়ে খুন করে। বনূ ফাযারা গোত্রের এক লোক কায়সের ভাই মালিককে খুন করে। এরপর বনূ আবস ও বনূ ফাযারা গোত্রের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধে হুযায়ফা ইব্‌ন বদর তার ভাই হামল ইবন বদরসহ বহু লোক নিহত হয়। এ যুদ্ধ নিয়ে তারা বহু কবিতা রচনা করেছে, যা এখানে উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কায়স দাহিস ও গাবরা নামক দুটো ঘোড়া প্রেরণ করেছিল আর হুযায়ফা প্রেরণ করেছিল খাতার ও হানাফা নামক ঘোড়া দুটো। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা বিশুদ্ধ।

হাতিবের যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, হাতিব ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ একদিন এক ইয়াহূদীকে হত্যা করেছিল। ওই ইয়াহূদী ছিল খাযরাজ গোত্রের প্রতিবেশী। হত্যাকারী হাতিবকে খুন করার জন্যে খাযরাজ গোত্রের একদল লোক নিয়ে পথে বের হয় যায়দ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আহমার ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ। যায়দ ইব্‌ন হারিছের ডাকনাম ছিল ইব্‌ন কাসহাম। নিজ দলের লোকদেরকে নিয়ে সে হাতিবকে খুন করে। ফলে আওস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। উভয় গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত খাযরাজরা বিজয়ী হয়। এই যুদ্ধে আসওয়াদ ইব্‌ন সামিত আওসী নিহত হয়। তাকে হত্যা করে বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের মিত্র মুজায্‌যর ইব্‌ন যিয়াদ। এরপর দীর্ঘদিন যাবত তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। মোট কথা, প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তা দ্বারা আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত নিজে উপকৃত হতে পারেনি। সে নিজে ঈমান আনয়ন করেনি। হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) যখন মদীনায় এলেন এবং মদীনার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এমন কোন পাড়া ও মহল্লা ছিল না যেখানে অন্তত দু'চার জন মুসলিম নারী-পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু আবূ কায়সের গোত্র বনূ ওয়াকিফের মহল্লা ছিল এর ব্যতিক্রম। সে তার মহল্লার লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। সে বলেছিল ঃ

أَرَبَّ النَّاسِ اَشْيَاءُ اَلَمَّتْ - يَلُفُّ الصَّعْبُ مِنْهَا بِالذَّلُوْلِ-

হে মানব জাতির প্রতিপালক ! এ কি ঘটনা ঘটল ? এমন কিছু বিষয় নেমে এল যেখানে কঠোরতা আর কোমলতা একাকার হয়ে যায়।

أَرَبَّ النَّاسِ اَمَّا اِنْ ضَلَلْنَا - فَيَسِّرْنَا لِمَعْرُوْفِ السَّبِيْلِ

হে মানব জাতির প্রতিপালক ! আমরা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকি, তবে আমাদের জন্যে সুপথ সুগম করে দিন।

فَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا يَهُوْدًا - وَمَا دِيْنُ الْيَهُوْدِ بِذِيْ شَكُوْلٍ-

আমাদের প্রতিপালক না থাকলে আমরা ইয়াহূদী হয়ে যেতাম ইয়াহূদী ধর্ম বহুরূপী ও জগাখিচুড়ি নয়।

وَلَوْلاَ رَبُّنَا كُنَّ نَصَارٰى – مَعَ الرُّهْبَانِ فِىْ جَبَلِ الْجَلِيْلِ–

আমাদের প্রতিপালক না থাকলে আমরা খৃস্টান হয়ে যেতাম আর অরণ্যচারী হয়ে যাজকদের সাথে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতাম।

وَلٰكِنَّا خُلِقْنَا اِذْ خُلِقْنَا – حَنِيْفًا دِيْنُنَا عَنْ كُلِّ جِيْلٍ–

তবে আমাদের যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন সত্যপন্থী ও সরলপন্থীরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের দীন-ধর্ম সকল প্রকারের বক্রতা ও ভেজাল থেকে মুক্ত।

نَسُوْقُ الْهَدْىَ تَرْسُفُ مُذْعِنَاتٍ – مُكَشَّفَةَ الْمَنَاكِبِ فِى الْجُلُوْلِ–

আমরা মিনাতে যবাহ্ করার জন্যে পশু নিয়ে যাই। সেগুলো অনুগত ভাবে এগিয়ে যায় দুর্গম পথে ও সেগুলো ঘাড় উঁচু করে চলতে থাকে।

তার বক্তব্যের মূল কথা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে সে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাই নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সত্ত্বেও সে ইসলামগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। প্রথমত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল তাকে ইসলামগ্রহণে বাধা দেয়। আবূ কায়স নিজে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে বলেছিল যে, এ রাসূল তো সেই রাসূল ইয়াহূদীরা যার আগমনের সুসংবাদ দিতো। ইব্ন উবাই কৌশলে তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। ইব্ন ইসহাক বলে, মক্কা বিজয়ের দিবস পর্যন্ত আবূ কায়স ও তার ভাই ইসলামগ্রহণ করেনি। সে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন মন্তব্য যুবায়র ইব্ন বাক্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ওয়াকিদীর অভিমতও অনুরূপ। ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ প্রথম তাকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন সে ইসলামগ্রহণের সংকল্প করেছিল। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এরূপ সংকল্পের জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করে। তখন সে শপথ করে যে, এক বছর পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করবে না। ওই যুলকা'দা মাসে তার মৃত্যু ঘটে।

ইব্নুল আছীর তাঁর উসদুল গাবা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন যে, আবূ কায়সের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ্ তাকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ তাকে বলতে শুনেছেন যে, সে বলছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।

ইমাম আহমদ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক অসুস্থ আনসারী লোককে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন, মামা বলুন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। সে বলল, আপনি কি আমাকে চাচা ডাকেন, নাকি মামা ডাকেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন মামা-ই তো। সে বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলা কি মামার জন্যে অধিক কল্যাণকর হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, তা কল্যাণকর হবে। ইমাম আহমদ এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরামা ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আবূ কায়সের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবূ কায়সের বিধবা স্ত্রী মা'ন ইব্ন আসিমের কন্যা কাবীসাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কাবীসা তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্কে জানায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ....

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না। পূর্বে যা হয়েছে হয়েছেই। এটি অশ্লীল,অতিশয় ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট আচরণ।"

ইব্ন ইসহাক এবং মাগাযী গ্রন্থের লেখক সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া উমাভী উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য আবূ কায়স জাহিলী যুগে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিল। সে চট পরিধান করতো। মূর্তি-পূজা বর্জন করে চলতো। নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে গোসল করতো। মহিলাদের জন্যে হাইয ও ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা করতো। খৃস্টধর্ম গ্রহণের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তারপর তা থেকে বিরত থাকে। সে তার একটি গৃহে প্রবেশ করে এবং সেটিকে মসজিদ রূপে নির্ধারণ করে। কোন ঋতুমতী মহিলা এবং কোন নাপাক ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। সে বলেছিল, আমি ইবরাহীম (আ)-এর মা'বূদ ও ইলাহ্-এর ইবাদত করব। তিনি মূর্তিপূজাকে ত্যাগ করেছিলেন এবং তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। সে এভাবেই ইবাদত করে যাচ্ছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং সে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী জীবন যাপন করে। সে ছিল বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। সদা সর্বদা সত্য কথা ব্যক্তকারী। জাহিলী যুগেও সে আল্লাহ্র প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান নিবেদন করত। এসব বিষয়ে সে কতক সুন্দর কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেছে ঃ

يَقُوْلُ اَبُوْ قَيْسٍ وَاَصْبَحَ عَادِيًا -اَلاَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وُصَاتِىْ فَافْعَلُوْا-

আল্লাহ্মুখী হয়ে আবূ কায়স বলছে, তোমাদের সাধ্য মুতাবিক তোমরা আমার উপদেশ কার্যকর কর।

فَاُوْصِيْكُمْ بِاللهِ وَالْبِرِّ وَالتُّقٰى - وَاَعْرَاضِكُمْ وَالْبِرِّ بِاللهِ اَوَّلُ-

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। আরো উপদেশ দিচ্ছি সৎকর্মের, খোদাভীতির এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকার আর সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করার।

وَاِنْ قَوْمُكُمْ سَادُوْا فَلاَ تَحْسَدَنَّهُمْ - وَاِنْ كُنْتُمْ اَهْلَ الرِّئَاسَةِ فَاعْدِلُوْا-

তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন নেতা মনোনীত হলে তোমরা ওদেরকে হিংসা করো না। আর তোমরা নিজেরা নেতৃত্বের আসনে আসীন হলে তোমরা ন্যায়বিচার করো।

وَاِنْ نَزَلَتْ اِحْدَى الدَّوَاهِىْ بِقَوْمِكُمْ - فَاَنْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا-

তোমাদের সম্প্রদায়ের উপর কোন বিপদ নেমে এলে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোককে রক্ষা করার জন্যে নিজেরাই তা মুকাবিলা করবে।

وَاِنْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوْهُمْ - وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِى الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا-

তোমাদের সম্প্রদায়ের উপর যদি ঋণের বোঝা এসে পড়ে, তবে তোমরা তাদের প্রতি সদয় ও নম্র আচরণ করবে। আর তোমাদের উপর যদি কোন দায় চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে তোমরা সেই দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করো।

وَاِنْ اَنْتُمْ اَمْعَزْتُمْ فَتَعَفَّفُوْا - وَاِنْ كَانَ فَضْلُ الْخَيْرِ فِيْكُمْ فَافْضِلُوْا-

যদি তোমরা দরিদ্র ও অভাবী হয়ে যাও, তবে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা কর। যদি তোমাদের কোন সম্পদ থাকে, তবে তোমরা তা থেকে দান করবে।

আবূ কায়স আরো বলেছে ঃ

سَبِّحُوْا اللّٰهَ شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ - طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَكُلُّ هِلاَلٍ-

তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করো—তাঁর তাসবীহ পাঠ কর প্রতি সকালে যখন সূর্য উঠে এবং প্রতি সন্ধ্যায় যখন চন্দ্র উদিত হয়।

عَالِمُ السِّرِّ وَالْبَيَانِ جَمِيْعًا - لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلاَلٍ-

মহান আল্লাহ্ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত। আমাদের প্রতিপালকের কোন বাণী ও কথা-ই অসত্য নয়।

وَلَه الطَّيْرُ تَسْتَزِيْدُ وَتَأْوِى - فِىْ وُكُوْرٍ مِنْ اٰمِنَاتِ الْجِبَالِ-

পক্ষীকুল তাঁরই। সেগুলো বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যা বেলায় পর্বতের নিরাপদ স্থানে নিজ নিজ কুলায় ফিরে আসে—আশ্রয় নেয়।

وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلاَةِ تَرَهَا - فِىْ حِقَافٍ وَفِىْ ظِلاَلِ الرِّمَالِ-

প্রান্তরের বন্য জন্তু তাঁরই। তুমি দেখতে পাবে যে, সেগুলো মাঠে-ময়দানে, প্রান্তরে-উপত্যকায় বিচরণ করে এবং বালি পাহাড়ের ছায়ায় অবস্থান করে।

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُوْدُ وَدَانَتْ - كَلَّ دِيْنِ مَخَافَةَ مِنْ عُضَالٍ-

ইয়াহূদিরা তাঁরই অভিমুখী হয়েছে এবং সকল প্রকারের অকল্যাণের আশংকায় অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যে পরিপূর্ণভাবে দীনের অনুসরণ করেছে।

وَلَهُ شَمْسَ النَّصَارٰى وَقَامُوْا - كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاحْتِفَالِ-

খৃস্টানরা তাঁরই জন্যে রৌদ্র দিবস উদ্‌যাপন করে এবং তাদের সকল ঈদ-উৎসব ও সমাবেশ তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ - رَهْنَ بُؤْسٍ وَكَانَ اَنْعَمَ بَالِ

তুমি দেখতে পাও আত্মসংযমী সংসারত্যাগী খৃস্টান ধর্মযাজককে। সে দীন—হীন ভাবে-দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করে। বস্তুত পূর্বে সে ছিল বিলাসবহুল জীবন যাপনকারী।

يَا بُنَىَّ الاَرْحَامِ لاَ تَقْطَعُوْهَا - وَصِلُوْهَا قَصِيْرَةً مِنْ طِوَالِ-

হে আমার আত্মীয়গণ আত্মীয়তা ছিন্ন করো না। ছোট-বড় সকল আত্মীয় রক্ষা করো। আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখ।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ ضِعَافِ الْيَتَامٰى - وَبِمَا يَسْتَحِلُّ غَيْرَ الْحَلاَلِ-

অসহায় ইয়াতীমদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে, তাদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা তাদের সাথে সেই আচরণ করো, যা হালাল ও বৈধ। অবৈধ ও হারাম আচরণ করো না।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا - عَالِمًا يَهْتَدِىْ بِغَيْرِ سُؤَالِ-

স্মরণ রেখো, ইয়াতীমদের একজন অভিভাবক আছেন, যিনি সর্ব বিষয়ে অবগত। কাউকে জিজ্ঞেস মাত্র না করেই তিনি যথাযোগ্য কাজটি করেন।

ثُمَّ مَالَ الْيَتِيْمِ لاَ تَأْكُلُوْهُ - اِنْ مَالَ الْيَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِىْ-

তোমরা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করো না। একজন শক্তিমান তত্ত্বাবধায়ক ইয়াতীমের সম্পদের তত্ত্বাবধান করেন।

يَابُنَىَّ التَّخُوْمِ لاَ يُجْزِلُوْهَا - اِنَّ جَزْلَ التَخُوْمِ ذُوْ عُقَالِ-

হে প্রতিবেশী পুত্ররা, প্রতিবেশীত্বকে লাঞ্ছিত করো না, অপমানিত করো না। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীত্ব রক্ষা করে, প্রতিবেশীর হক আদায় করে নিঃসন্দেহে সে বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

يَا بُنَىَّ الْاَيَّامِ لاَ تَأْمَنُوْهَا - وَاحْذَرُوْا مَكْرَهَا وَمَرَّ اللَّيَالِىْ-

হে কাজের সন্তানরা ! যুগ-চক্রকে নিরাপদ মনে করো না, যুগের বিপদ সম্পর্কে শংকাহীন থেকো না। তার চাল সম্পর্কে সজাগ থেকো।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَمْرَهَا لِنَفَادِ - الْخَلْقِ مَا كَانَ مِنْ جَدِيْدٍ وَّبَالِىْ-

স্মরণ রেখো যে, যুগের কাজই হল জগত ধ্বংস করা, পুরাতন নতুন, সব কিছুকে সে শেষ করে দেয়।

وَاَجْمَعُوْا اَمْرَكُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَتَرْكِ الْخَنَا وَاَخْذِ الْحَلاَلِ-

তোমরা তোমাদের কাজগুলোকে গুছিয়ে নাও এবং পরিচালিত কর সৎকর্মের ভিত্তিতে। তাকওয়া অর্জন, পাপাচার বর্জন ও হালাল গ্রহণের ভিত্তিতে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম প্রদানের মাধ্যমে এবং তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণের মাধ্যমে কুরায়শদের প্রতি যে কৃপা ও অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদেরকে সম্মানিত করেছেন আবূ কায়স সারমাহ্ সেগুলো উল্লেখ করে আরো কবিতা রচনা করেন।

ثَوٰى فِىْ قَرَيْشٍ بِضْعَ عَشَرَةَ حَجَّةً - يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقٰى صَدِيْقًا مُوَاتِيًا-

তিনি (রাসূলুল্লাহ্) দশ বছরের অধিক সময় কুরায়শ গোত্রের মধ্যে অবস্থান করেছেন। এই সময়ে তিনি উপদেশ প্রদান করতেন। যদি কোন বন্ধুর বা আগন্তুকের দেখা পেতেন। পরের দিকে পূর্ণ কবিতা উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

ইব্ন ইসহাক বলেন, তারপর মুসআব ইব্ন উমায়র মক্কায় ফিরে এলেন। তাঁর সাথে আনসারী হাজীগণ এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের মুশরিক হজ্জ সম্পাদনে ইচ্ছুক ব্যক্তিরাও। তাঁরা সকলে মক্কায় উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁদের কথাবার্তা হল যে, আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিবসে অর্থাৎ ১২ই যিলহাজ্জ তারিখে তাঁরা আকাবা নামক স্থানে একত্রিত হবেন। তাঁদেরকে মহিমান্বিত করার জন্যে, নবী (সা)-কে সাহায্য করার জন্যে এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই সময়টি তাঁদের জন্যে নির্ধারিত করেছিলেন।

মা'বাদ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক আমাকে জানিয়েছেন যে, তঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব তাঁকে জানিয়েছেন। এই আবদুল্লাহ্ ছিলেন আনসারীদের একজন বড় আলিম। বস্তুত আবদুল্লাহ্ বলেছেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি আক'বার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে তখন বায়আত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমাদের সম্প্রদায়ের মুশরিক হাজীদেরকে নিয়ে আমরা সবাই মক্কায় রওনা হলাম। আমরা তখন নামায পড়তাম এবং দীনের জ্ঞান অর্জন করতাম। আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বারা ইব্ন মা'রূর। মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে আমরা যখন যাত্রা করলাম, তখন বারা (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি— তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা আমি জানি না। আমরা বললাম, "সিদ্ধান্তটা কী ?" তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই গৃহকে অর্থাৎ কা'বাগৃহকে আমি পেছনে রাখতে পারব না আমি বরং ওই কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করব। আমরা বললাম, আমরা তো জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিরিয়ার দিকে (বায়তুল মুকাদ্দামের দিকে) মুখ করেই নামায আদায় করেন। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিপরীত কাজ করব না। বারা' (রা) বললেন, আমি কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করব। আমরা বললাম, আমরা কিন্তু তা করব না। এরপর নামাযের সময় হলে আমরা নামায পড়তাম সিরিয়ার (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে মুখ করে আর তিনি নামায আদায় করতেন কা'বার দিকে মুখ করে। এভাবে আমরা মক্কা এসে পৌঁছি।

মক্কায় এসে তিনি আমাকে বললেন, ভাতিজা! তুমি আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চল। সফরে আমি যা করেছি সে সম্পর্কে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইব। কারণ, আমি যা করেছি সে সম্পর্কে আমার মনে একটু খটকা সৃষ্টি হয়েছে এজন্যে যে, আমি তোমাদের সকলের উল্টো কাজ করেছি। বর্ণনাকারী কাআব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বিষয়টি জানার জন্যে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কিন্তু তখনও তাঁকে চিনতাম না এবং ইতোপূর্বে তাঁকে কোন দিন দেখিনি। পথে মক্কার এক লোকের সাথে আমাদের দেখা হয়। আমরা তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। সে বলল, আপনারা কি তাঁকে চিনেন ? আমরা বললাম, না, তাঁকে আমরা চিনি না। সে বলল, তবে তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে চিনেন ? আমরা বললাম, "হ্যাঁ, আমরা তাঁকে চিনি। আব্বাস নিয়মিত ব্যবসায়িক

কাজে মদীনা যেতেন বলে আমরা তাঁকে চিনতাম। লোকটি বলল, আপনারা মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন যে, আব্বাস-এর সাথে একজন লোক বসা আছেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আমরা মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, আব্বাস বসা আছেন এবং তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বসা আছেন। আমরা সালাম দিলাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। আব্বাসের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবুল ফযল। আপনি কি এ দু'জনকে চিনেন ? আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, চিনি। ইনি হচ্ছেন গোত্রপতি বারা' ইব্ন মা'রূর আর উনি হচ্ছেন কাআব ইব্ন মালিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কবি কাআব ? আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, তাই। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বলেছেন "কবি কাআব" তা আমি কোন দিন ভুলবো না।

এরপর বারা ইব্ন মা'রূর বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত করেছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি যখন এই সফরে বের হই, তখন আমার মনে একটি ভাব জন্মে যে, এই কা'বাগৃহকে পেছনে রাখা সমীচীন হবে না। ফলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ না করে বরং কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করেছি। আমার সাথীগণ সকলে আমার বিপরীত কাজ করেছে; অর্থাৎ তাঁরা কা'বাগৃহকে পেছনে রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন। ফলে এ বিষয়ে আমার মনে খটকার সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তো একটা কিবলারই (বায়তুল মুকাদ্দাসের) অনুসারী ছিলে— যদি তুমি তাতে অবিচল থাকতে! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বারা' (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসৃত কিবলার অভিমুখী হলেন এবং আমাদের সাথে সিরিয়া অভিমুখী (বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী) হয়ে নামায আদায় করতে লাগলেন। তাঁর পরিবারের লোকজন মনে করে যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করেছেন। আসলে তা ঠিক নয়। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ওদের চেয়ে আমরা বেশী জানি।

বর্ণনাকারী কাআব ইব্ন মালিক বলেন, এরপর আমরা হজ্জের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি এবং ১২ই যিলহাজ্জ আকাবা তে তাঁর সাথে সাক্ষাত করব বলে কথা দিয়ে যাই। আমরা হজ্জ শেষ করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের ওই রাতটি আসলো। আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের সমাজপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম আবূ জাবির। তিনি তখনো মুশরিক। আমাদের সাথী মুশরিকদের থেকে আমরা আমাদের কার্যক্রম গোপন রাখতাম। আমরা আমাদের সমাজপতি ও নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের সাথে একান্তে কথা বলি। আমরা বললাম, হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের অন্যতম নেতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনি যে পথে আছেন, সে পথে থেকে আখিরাতে জাহান্নামের জ্বালানি হবেন তা হতে আমরা আপনাকে রক্ষা করতে চাই। এরপর আমরা তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেই এবং আকাবায়ে আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আসন্ন বৈঠকের কথা তাঁকে অবহিত করি। তিনি ইসলামগ্রহণ করেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় উপস্থিত হন। তিনি একজন অন্যতম নকীব হন।

ইমাম বুখারী বলেন, ইবরাহীম .... জাবির (রা) সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা এবং আমার মামা আকাবায় শপথ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন

মুহাম্মদ বলেন যে, ইব্ন উয়ায়না বলেছেন, শপথ গ্রহণকারীদের একজন হলেন বারা' ইব্ন মা'রূর। জারির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, "আমার দুই মামা আমার সাথে আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ১০ বছর অবস্থান করেছিলেন। তখন তিনি লোকজনকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়েছেন। 'উকায মেলা উপলক্ষে মাজান্না বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে তিনি মানুষের নিকট গিয়েছেন এবং বলেছেন, "আমাকে কে আশ্রয় দেবে, আমাকে কে সাহায্য করবে, যাতে করে আমি আমার প্রতিপালকের দেয়া রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে পারি ? যে আশ্রয় দেবে, যে সাহায্য করবে, সে জান্নাত পাবে। কিন্তু তাঁকে আশ্রয় দেয়ার মতও সাহায্য করার মত কাউকে তিনি পেলেন না। কখনো কখনো ইয়ামান থেকে লোক আসত। মুদার গোত্র থেকে লোক আসত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট যেতেন এবং আপন বক্তব্য পেশ করতেন। সাথে সাথে তাঁরই গোত্রের লোকজন এবং তাঁরই আত্মীয়-স্বজন ওই লোকের নিকট উপস্থিত হত এবং বলত কুরায়শী এই বালক থেকে আপনারা সতর্ক থাকবেন। সে যেন আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য নিয়ে মহল্লায়-মহল্লায়, তাঁবুতে তাঁবুতে গমন করতেন আর মুশরিকরা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে তিরস্কার ও কটূক্তি করত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াছরিব থেকে আমাদেরকে তাঁর নিকট পাঠালেন। আমরা তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করলাম এবং তাঁকে আশ্রয় দিলাম। এরপর আমাদের একেকজন তাঁর নিকট যেত। তাঁর প্রতি ঈমান আনত। তিনি তাকে কুরআন পড়াতেন। সে লোক তার পরিবারের নিকট ফিরে আসত এবং তার ইসলামের বদৌলতে তার পরিবারের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করত। অবশেষে এমন হয়ে গেল যে, আনসারদের ঘরে ঘরে, মহল্লায় মহল্লায় মুসলমানদের জামাআত সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে লাগল। তারা সকলে এ বিষয়ে পরামর্শ করল যে, আর কত দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কায় রাখব যে, তিনি মক্কার পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াবেন আর ভয়-ভীতির মধ্যে দিন গুজরান করবেন ? আমাদের ৭০ জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে আসার জন্যে রওনা হলেন। হজ্জের মওসুমে তাঁরা তাঁর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। আকাবার গিরি সংকটে তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হল। যথা সময় একজন দু'জন করে আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলে সেখানে সমবেত হলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ বিষয়ে আমরা আপনার হাতে বায়আত করব? তিনি বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত করবে যে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমরা আমার কথা শুনবে, আমার নির্দেশ পালন করবে। অভাবের সময়, সচ্ছলতার সময় সর্বসময়ে তোমরা আল্লাহর পথে দান-সাদাকা করবে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পক্ষে কথা বলবে, আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, কাজ করতে গিয়ে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার তোয়াক্কা করবে না। তোমরা এ বিষয়েও বায়আত করবে যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমাদের নিকট আমি যখন যাই, তখন তোমরা আমাকে তেমন ভাবে নিরাপত্তা দিবে, যেমনটি নিরাপত্তা দাও তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে। বিনিময়ে

তোমরা জান্নাত পাবে। তাঁর হাতে বায়আত হবার জন্যে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। তখনি আসআদ ইব্ন যুরারা এসে তাঁর হাতে হাত রাখলেন। তিনি আমাদের ৭০ জনের ছোটদের অন্যতম ছিলেন। অবশ্য আমি তার চেয়েও ছোট ছিলাম। তিনি বললেন, হে ইয়াছরিবের অধিবাসিগণ। থামুন, আমরা উটের পিঠে আরোহণ করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি এজন্যে যে, আমরা বিশ্বাস করি তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তবে কথা হল, আজ যদি আপনারা তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যান, তবে আরবদের সকলেই আপনাদের শত্রু হয়ে যাবে। আপনাদের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো নিহত হবেন। তীক্ষ্ণ তরবারি আপনাদের গর্দান উড়াবে। এ পরিস্থিতিতে আপনারা যদি এই অঙ্গীকারে অবিচল থাকতে পারেন, অটল থাকতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে যাবেন, ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্র নিকট সাওয়াব পাবেন। আর যদি আপনারা নিজেদের ব্যাপারে শংকিত হয়ে থাকেন, তাঁর পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানে অক্ষমতার ভয় করেন, তবে তাঁকে রেখে যান। আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করার জন্যে এটিই হবে সহজতর। উপস্থিত লোকজন বলল, হে আসআদ ! তুমি সরে যাও, আমরা এই বায়আত ত্যাগ করব না এবং কস্মিনকালেও এর বরখেলাপ করব না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দাঁড়ালাম এবং তাঁর হাতে বায়আত হলাম। তিনি আমাদের থেকে কিছু শর্ত ও অঙ্গীকার আদায় করলেন আর বিনিময়ে আমাদেরকে জান্নাত লাভের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী (র) দাঊদ ইব্ন আবদুর রহমান আত্তার....... আবূ ইদরীস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্ত অনুযায়ী এটি একটি উত্তম সনদ, যদিও তিনি এ হাদীছ তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করেননি। বায়যার বলেছেন, একাধিক ব্যক্তি ইব্ন খায়ছাম থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে জাবির (রা) থেকে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইব্ন দাঊদ....... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, উক্ত অনুষ্ঠানে আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরে রেখেছিলেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন। আমরা যখন অঙ্গীকার প্রদান শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ —আমি কিছু অঙ্গীকার আদায় করেছি এবং কিছু কথা দিয়েছি।

বায্যার বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার........ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারী নকীবগণকে বললেন, تُؤْوُوْنِى وَتَمْنَعُوْنِى —তোমরা কি আমাকে আশ্রয় দিবে এবং আমাকে নিরাপত্তা দিবে ? নকীবগণ বললেন, "হ্যাঁ, তা দেবো বটে, বিনিময়ে আমরা কী পাব ? তিনি বললেন তোমরা বিনিময়ে জান্নাত পাবে। বায্যার বলেন, জাবির (রা) থেকে এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে এ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন...... কাআব ইব্ন মালিক বলেছেন, এই রাতে আমাদের লোকদের সাথে আমরা আমাদের তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়ি। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রতিশ্রুত সাক্ষাতের জন্যে আমরা তাঁবু হতে বেরিয়ে পড়ি। আমরা

বের হলাম চুপি চুপি অতি সন্তর্পণে যেমন বেরিয়ে আসে বিড়াল। আমরা সকলে আকাবায় গিয়ে একত্রিত হলাম। আমরা ছিলাম ৭৩ জন পুরুষ। আমাদের সাথে দু'জন মহিলাও ছিল। একজন উম্মু আম্মারা নাসীবাহ্ বিন্ত কাআব। সে বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয়জন আমর ইব্ন 'আদী ইব্ন নাবীর কন্যা আসমা। তিনি ছিলেন বনূ সালামা গোত্রের মেয়ে। তার উপনাম ছিল উম্মু মানী'। ইব্ন ইসহাক ইউনুস ইব্ন বুকয়ারের বর্ণনার মাধ্যমে আকাবায় উপস্থিত লোকদের নাম ও বংশ পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সকল বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁরা ৭০ জন ছিলেন, সে বর্ণনা সম্পর্কে বলা যায় যে, আরবগণ সংখ্যা বর্ণনায় সাধারণত দুই দশকের মধ্যবর্তী খুচরা সংখ্যাগুলো ছেড়ে দিত। সে হিসেবে আলোচ্য বর্ণনাগুলোতে ৭০-এর অতিরিক্ত সংখ্যাগুলো বাদ পড়েছে।

উরওয়া ইব্ন যুবায়র ও মূসা ইব্ন উকবা (রা) বলেছেন, আকাবায় উপস্থিত ছিলেন ৭০ জন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তন্মধ্যে ৪০ জন ছিলেন প্রবীণ আর ৩০ জন যুবক। সবার ছোট ছিলেন আবূ মাসঊদ ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)।

কাআব ইব্ন মালিক বলেন, আকাবার গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। এক সময় তিনি এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। আব্বাস তখনো তার পিতৃধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে ভাতিজা মুহাম্মদ (সা)-এর সম্পর্কে গৃহীতব্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত থাকতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নেয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে বসলেন। প্রথম কথা বললেন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তিনি বললেন, 'হে খাযরাজের লোকজন ! আরবগণ আনসারীদের আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রকে খাযরাজ গোত্র নামে ডাকত। তাদের উদ্দেশ্যে আব্বাস বললেন, আমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে তোমরা অবগত আছ। আমাদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের হাত থেকে আমরা কিন্তু তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। ফলে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সে তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং আপন শহরে সে নিরাপদ রয়েছে। এখন সে তোমাদের সাথে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন তোমরা যদি মনে কর যে, মুহাম্মদ (সা)-কে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহ তোমরা পুরোপুরি পালন করতে পারবে এবং বিরোধিতাকারীদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে, তবে ভাল। আর যদি তোমরা মনে কর যে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তাকে রক্ষা করতে পারবে না বরং বিরুদ্ধবাদীদের হাতে তুলে দেবে এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে, তবে এখনই তাকে রেখে যাও, কারণ, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আপন দেশে সে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে আছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আব্বাসকে বললাম, আপনার কথা আমরা শুনেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এবার আপনি কথা বলুন এবং আপনার প্রতিপালকের পক্ষে আমাদের থেকে যত অঙ্গীকার নিতে চান, নিন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বললেন। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের অঙ্গীকার নেবো যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের স্ত্রী-পুত্রকে যেভাবে রক্ষা কর, আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে। বারা ইব্ন মারূর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন,

যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমাদের স্ত্রীদেরকে আমরা যেভাবে রক্ষা করি আপনাকেও অবশ্যই সেভাবে রক্ষা করব। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে বায়আত করান। আল্লাহ্র কসম, আমরা তো যোদ্ধা জাতি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যুদ্ধ পেয়ে আসছি। বারা কথা বলছিলেন, এরই মধ্যে আবূ হায়ছাম ইব্ন তায়হান বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এখন আমাদের মাঝে এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ইয়াহূদীদের মাঝে একটি মৈত্রী চুক্তি আছে। আপনার অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা ওই চুক্তি ভঙ্গ করব। পরে আপনি এমন কিছু করবেন নাকি যে, আমরা যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করি এবং আপনাকে নিরাপত্তা দেই তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সার্বিক বিজয় দান করেন, তাহলে আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসবেন ? তাঁর কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ

بَلِ الرُّمُ الدَّمُ وَالْهَدَمُ الْهَدَمُ اَنَا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مِنِّيْ اُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَاُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ-

অর্থাৎ আমার জীবন তোমাদের জীবন, আমার ধ্বংস তোমাদের ধ্বংস। আমি তোমাদের তোমরা আমার। তোমরা যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আর তোমরা যার সাথে সন্ধি করবে আমি তার সাথে সন্ধি করব। কাআব (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমাকে তোমাদের মধ্য থেকে ১২ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে দাও। তারা তাদের সম্প্রদায়ের উপর দায়িত্বশীল হবে। তারা খাযরাজ গোত্র থেকে ৯ জন এবং আওস গোত্র থেকে ৩ জন— মোট ১২ জন প্রতিনিধি বাছাই করে দিলেন ইসলামের ইতিহাসে এই বারোজন নকীবরূপে পরিচিত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ওই বারো জন হলেন পূর্বোল্লিখিত আবূ উমাম আসআদ ইব্ন যুরারাহ্, সাআদ ইব্ন রাবী (ইব্ন আমর ইব্ন আবূ যুহায়র ইব্ন মালিক ইব্ন মালিক ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন কাআব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিছ ইব্ন খাযরাজ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন আমর ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন ছালাবাহ ইব্ন কাআব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিছ ইব্ন খাযরাজ পূর্বোল্লিখিত রাফি' ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান, বারা ইব্ন মা'রূর ইব্ন সাখর ইব্ন খানসা ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ ইব্ন আদী ইব্ন গানাম ইব্ন কাআব ইব্ন সালামা ইব্ন সাআদ ইব্ন আলী ইব্ন আসাদ ইব্ন সারিদা ইব্ন তাযীদ ইব্ন জাশ্ম ইব্ন খাযরাজ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (ইব্ন হারাম ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন হারাম ইব্ন কাআব ইব্ন গানাম ইব্ন কাআব ইব্ন সালামা), পূর্বোল্লিখিত উবাদা এর সামিত, সাআদ ইব্ন উবাদা (ইব্ন দালীম ইব্ন হারিছা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন তারীফ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাইদা ইব্ন কাআব ইব্ন খাযরাজ), মুনযির ইব্ন আমর খুনায়স ইব্ন হারিছা লূযান ইব্ন আবদূদ (ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাইদা ইব্ন কাআব ইব্ন খাযরাজ (রা)। এই নয় জন হলেন খাযরাজ গোত্রভুক্ত।

আওস গোত্রের ছিলেন তিনজন। তাঁরা হলেন (১) উসায়দ ইব্ন হুযায়র (ইব্ন সিমাক ইব্ন আতীক ইব্ন রাফি' ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল আশহাল ইব্ন জাশম ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস) (২) সাআদ ইব্ন খায়ছামা (ইব্ন হারিছ ইব্ন মালিক ইব্ন কাআব ইব্ন নুহাত ইব্ন কাত্মাব ইব্ন হারিছা ইব্ন গানাম ইব্ন সালাম ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আওস (৩), রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির (ইব্ন যানীর ইব্ন যায়দ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

ইব্ন হিশাম বলেন, বিদ্বান ব্যক্তিগণ উপরোল্লিখিত রিফাআর স্থানে আবূ হায়ছাম ইব্ন তায়হানকে গণ্য করেন। ইব্ন ইসহাক থেকে ইউনুস সূত্রে বর্ণিত বর্ণনায়ও তাই রয়েছে। সুহায়লী এবং ইব্নুল আছীর তার উসদুল গাবায়ও তা সমর্থন করেছেন। এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ ইব্ন হিশাম আবূ যায়দ আনসারী থেকে বর্ণিত কাআব ইব্ন মালিকের কবিতাটি পেশ করেন। আকাবার দ্বিতীয় শপথের রাতে উপস্থিত ১২জন প্রতিনিধি সম্বন্ধে কাআব ইব্ন মালিক বলেছেন ঃ

اَبْلِغْ اُبَيًّا اَنَّهٗ قَالَ رَأْيُهٗ – وَحَانَ غَدَاةَ الشَّعْبِ وَالْحِيْنُ وَاقِعُ–

উবায়কে জানিয়ে দাও যে, তার অভিমত ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণই ধ্বংস হয়েছে আকাবার শপথ দিবসে। ধ্বংস তো তাদের উপর আপতিত হবেই।

اَبَى اللّٰهِ مَا مَنَّتْكَ نَفْسُكَ اِنَّهٗ – بِمِرْصَادٍ اَمْرِ النَّاسِ رَاءٍ وَّسَامِعٍ–

তোমার মন যা কামনা করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানুষের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তিনি সদা সতর্ক। তিনি সব দেখেন, সব শুনেন।

وَاَبْلِغْ اَبَا سُفْيَانَ اَنَّهُ قَدْ بَدَا لَنَا – بِاَحْمَرَ نُوْرٌ مِنْ هُدَى اللّٰهِ سَاطِعٍ–

আবূ সুফিয়ানকে জানিয়ে দাও যে, আহমাদ (সা)-এর সাথে সাথে আমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াতের প্রদীপ্ত আলো প্রকাশিত হয়েছে।

فَلَا تَرْغَبَنَّ فِىْ حَشْدِ اَمْرِ تُرِيْدُهٗ – وَاَلِبَّ وَجَمِّعْ كُلَّ مَا اَنْتَ جَامِعُ–

সুতরাং তুমি যে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কামনা করছ, তা পূর্ণতা লাভের আশা করোনা। তুমি যত ইচ্ছা প্রস্তুতি নাও, যা ইচ্ছা সংগ্রহ কর তাতে কোন কাজ হবে না।

وَدُوْنَكَ فَاعْلَمْ اَنَّ نَقْضَ عُهُوْدِنَا – اَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهْطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا–

তুমি এটাও জেনে রেখো যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত আমাদের শপথ ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্যে তুমি যে প্রস্তাব ও প্ররোচনা দান করেছ আমাদের দল তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যখন তারা অঙ্গীকার করেছে, তখনই তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

---

১. ব্র্যাকেটের অংশটি সীরাতে ইব্ন হিশামে নেই।

اَبَاهُ الْبَرَاءُ وَابْنُ عَمْرٍو كِلاَهُمَا - وَاَسْعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ-

বারা' এবং ইব্‌ন আমর দু'জনেই তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আসআদ এবং রাফি'ও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

وَسَعْدُ اَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرُ - لاَنْفِكَ اِنْ حَاوَلْتَ ذٰلِكَ جَادِعُ-

সাআদ সাইদী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুনযরও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদি তুমি ওই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে চাও, তবে তোমার নাক কাটা যাবে।

وَمَا ابْنُ رَبِيْعٍ اِنْ تَنَاوَلْتَ عَهْدُهُ - بِمُسْلِمِهِ لاَ يَطْمَعَنْ ثُمَّ طَامِعُ-

তুমি যদি ইব্‌ন রাবীকে বায়আত ভঙ্গের প্রস্তাব দাও, তবে তিনি তা মানবেন না। সুতরাং কেউ যেন সে বিষয়ে লোভ না করে।

وَاَيْضًا فَلاَ يُعْطِيْكَهُ ابْنُ رَوَاحَةَ - وَاِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السُّمُّ نَاقِعُ-

ইব্‌ন রাওয়াহা তোমাকে তোমার কাম্য বস্তু দিবেন না। তাঁর আশ্রিত ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্ন করা তাঁর জন্যে পরিপূর্ণ বিষের ন্যায়।

وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْقَلِيُّ بْنُ صَامِتٍ - بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ-

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণকরণ ও প্রতিশ্রুতি পালনে কাওকালী ইব্‌ন সামিত উদারমনা ও মুক্তহস্ত। তুমি যা চাচ্ছ তা রহিতকরণে তিনি সদা প্রস্তুত।

اَبُوْ هَيْثَمٍ اَيْضًا وَفِيُّ بِمِثْلِهَا - وَفَاءً بِمَا اَعْطٰى مِنَ الْعَهْدِ خَانِعُ

আবূ হায়ছামও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি পালনকারী। যে অঙ্গীকার তিনি প্রদান করেছেন, তা পালনে তিনি অবিচল।

وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ اِنْ اَرَدْتَ بِمُطْمِعٍ - فَهَلْ اَنْتَ عَنْ اَحْمُوْقَةِ الْغَيِّ نَازِعُ-

তুমি যদি চাও, তবু ইব্‌ন হুযায়র তোমাকে সে আশ্বাস দেবেন না। এখন গোমরাহীর বোকামি থেকে তুমি কি বেরিয়ে আসবে?

وَسَعْدُ اَخُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاِنَّهُ - ضَرُوْحٌ لِمَا حَاوَلْتَ مِلا اَمْرِ مَانِعُ-

আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের সাআদ, তুমি যা কামনা কর তা প্রতিরোধ করার জন্যে তিনি সদা প্রস্তুত।

اَوْلاَكَ نُجُوْمٌ لاَ يَغِبُّكَ مِنْهُمْ - عَلَيْكَ بِنَحْسٍ فِيْ دُجَى اللَّيْلِ طَالِعُ-

এই সব নক্ষত্রে অনুসরণ করাই তোমার জন্যে শ্রেয়। অন্ধকার রাতে আগমনকারী কোন অশুভ শক্তি যেন তোমাকে ওঁদের থেকে আড়াল করতে না পারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কাআব ইব্‌ন মালিক এই কবিতায় আকাবায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবূ হায়ছামার নাম উল্লেখ করেছেন। রিফাআর নাম উল্লেখ করেননি।

আমি বলি, কাআব ইব্ন মালিক তো এই কবিতায় সাআদ ইব্ন মুআযের নামও উল্লেখ করেছেন অথচ এই রাতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি মোটেই ছিলেন না। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আকাবার শপথের রাতে উপস্থিত আনসারদের সংখ্যা ছিল ৭০। তাঁদের নেতা মনোনীত হয়েছিলেন ১২ জন। ৯ জন খাযরাজ গোত্রের এবং ৩ জন আওস গোত্রের। জনৈক আনসারী প্রবীণ ব্যক্তি বলেছেন, আকাবার শপথের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাদেরকে নেতা বানাবেন, জিবরাঈল (আ) ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) সে রাতে একজন নকীব মনোনীত হয়েছিলেন। বায়হাকী এটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনোনীত নকীবগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ

اَنْتُمْ عَلٰى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيْهِمْ كُفَلاَءُ كَكِفَالَةِ الْحَوَا رِيِّيْنَ لِعِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ وَاَنَا كَفِيْلٌ عَلٰى قَوْمِىْ-

নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে আপনারা এক একজন দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার, যেমন হাওয়ারিগণ ঈসা (আ)-এর পক্ষে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে যিম্মাদার ছিলেন। আর আমি আমার সম্প্রদায়ের জন্যে যিম্মাদার। উপস্থিত সকলে তাতে সম্মতি প্রদান করেন।

আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত হওয়ার জন্যে লোকজন যখন একত্রিত হলেন, তখন বনূ সালিম ইব্ন আওফ গোত্রের আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাযলা আনসারী বলেন, হে খাযরাজের লোকজন! তোমরা কোন্ বিষয়ে তাঁর হাতে বায়আত করতে যাচ্ছ তা কি তোমরা জান ? উপস্থিত লোকজন বলল, হ্যাঁ, জানি। তিনি বললেন, বস্তুত তোমরা বায়আত করছ এ বিষয়ে যে, তাঁর কারণে তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে গোরা কালো সকল মানুষের বিরুদ্ধে। তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা বিপদে পড়লে, তোমাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট হলে এবং যুদ্ধে তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকজন নিহত হতে দেখলে, তোমরা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে, তবে এখনই তাঁকে রেখে যাও। কেননা, তখন যদি তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাও, তবে তা হবে তোমাদের ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের জন্যে ক্ষতি ও লাঞ্ছনার কারণ। আর যদি তোমরা মনে কর যে, ধন-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে, নেতৃস্থানীয় লোকদের বিনাশ সত্ত্বেও তোমরা অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারবে, প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে, তবে তোমরা তাঁকে নিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম, তখন তা হবে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্যে কল্যাণকর। উপস্থিত লোকজন বলল, ধন-সম্পদ বিসর্জন এবং নেতাদের বিনাশ হওয়ার আশংকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে নিয়ে যাব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা যদি এই অঙ্গীকার পালন করি, এই বায়আত রক্ষা করি, তবে আমরা কী পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা জান্নাত পাবে। তাঁরা বললেন, তবে আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকলে তাঁর হাতে বায়আত করলেন। আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা বলেন, আব্বাস ইব্ন উবাদা এ কথাটি বলেছিলেন বায়আতের

দায়-দায়িত্ব যেন তাদের কাঁধে মযবুত ভাবে বর্তায় । পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বলেছেন, ওই বক্তব্য দানের পেছনে আব্বাসের উদ্দেশ্য ছিল ওই বায়আত যেন বিলম্বিত হয়, ওই রাতে যেন তা অনুষ্ঠিত না হয়। তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল যে, এই অবসরে খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল এসে পৌঁছবে এবং আপন সম্প্রদায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মূলত কী উদ্দেশ্য ছিল, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ নাজ্জার গোত্র দাবী করে যে. আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারাহ-ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেন। বনূ আব্দ আশহাল বলে যে, সর্বপ্রথম বায়আত করেন আবূ হায়ছাম ইব্ন তায়হান।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মা'বাদ ইব্ন কাআব তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা কাআব ইব্ন মালিক বলেছেন, সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়আত করেছিলেন বারা' ইব্ন মা'রূর তারপর অবশিষ্ট লোকজন। ইব্ন আছীর "উসদুল গাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বনূ সালমা গোত্রের দাবী হল, ওই রাতে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন কাআব ইব্ন মালিক (রা)। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে যুহ্রী...... কাআব ইব্ন মালিকের হাদীছে আছে, তাবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা প্রসংগে তিনি বলেছেন, আমি আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা ইসলামকে মযবুত ভাবে ধারণ করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। সেই রাতের পরিবর্তে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয় মনে হয় না, যদিও লোক সমাজে বদরের যুদ্ধই অধিক স্মরণীয় ও আলোচ্য বিষয়। বায়হাকী বলেন, আবুল হুসাইন ইব্ন বিশরান.... আমির শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আব্বাসকে নিয়ে আকাবাতে বৃক্ষের নীচে ৭০ জন আনসারী লোকের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আপনাদের মধ্য থেকে যিনি কথা বলবেন, তাঁকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে হবে। বক্তব্য দীর্ঘ করা যাবে না। কারণ মুশরিকদের পক্ষ থেকে আপনাদের পেছনে গুপ্তচর নিয়োজিত আছে। তারা যদি আপনাদের অবস্থান জানতে পারে, তবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। তাদের একজন আবূ উমামা বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার প্রতিপালকের জন্যে আপনি আমাদের থেকে যত অঙ্গীকার নিতে চান নিন। তারপর আপনার জন্যে যত অঙ্গীকার নিতে চান নিন! তারপর ওই সব অঙ্গীকার পালনের ফলশ্রুতিতে আমরা আপনার থেকে এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে কী কী প্রতিদান পাব, তা আমাদের অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার প্রতিপালকের জন্যে আমি আপনাদের নিকট এই অঙ্গীকার চাই যে, আপনারা তাঁর ইবাদত করবেন, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেন না। আর আমার জন্যে এবং আমার সাহাবীদের জন্যে এই অঙ্গীকার চাই যে, আপনারা আমাদেরকে আশ্রয় দেবেন, সাহায্য করবেন এবং নিজেদেরকে যেভাবে নিরাপত্তা প্রদান করেন, আমাদেরকেও সে ভাবে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। উপস্থিত লোকজন বললেন, আমরা যদি তা পালন করি, তাহলে বিনিময়ে আমরা কী পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আপনারা পাবেন জান্নাত। তাঁরা বললেন, তবে আমরা আপনাকে অঙ্গীকার প্রদান করলাম।

হাম্বল....... আবূ মাসঊদ আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত ঘটনা আলোচনা করেছেন। আবূ মাসঊদ আনসারী উপস্থিত লোকদের মধ্যে সকলের ছোট ছিলেন। আহমদ....... শা'বী সূত্রে বলেছেন..... উপস্থিত-যুবক বৃদ্ধ কেউই ইতোপূর্বে এমন চমৎকার বক্তৃতা শুনেননি। বায়হাকী বলেন, আবূ তাহির মুহাম্মদ..... ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন রিফাআ তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমি শরাবের পাত্র এগিয়ে দিলাম। উবাদা ইব্ন সামিত সেখানে এলেন এবং ওই পাত্র ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছি। আমরা অঙ্গীকার করেছি যে, আনন্দ-বিষাদ সকল অবস্থায় তাঁর আনুগত্য করব। সচ্ছল অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করব। আমরা সৎকাজের আদেশ দেবো, অসৎ কাজ থেকে বারণ করবো। আমরা আল্লাহ্র পথে কথা বলে যাব, কোন নিন্দুকের নিন্দা আমাদেরকে পিছপা করতে পারবে না। আমরা আরো অঙ্গীকার করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াছরিবে আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁকে সাহায্য করব এবং আমাদের নিজেদেরকে ও সন্তানদেরকে যেভাবে রক্ষা করি তাঁকেও সে ভাবে রক্ষন করব। বিনিময়ে আমরা জান্নাত পাব। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমাদের অঙ্গীকার। তাঁর হাতে আমাদের বায়আত। এটি একটি উত্তম সনদ। কিন্তু সিহাহ্ সঙ্কলকগণ এটি উদ্ধৃত করেননি।

ইউনুস....... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছি যুদ্ধের অঙ্গীকারের ন্যায়। আমরা অঙ্গীকার করেছি যে, অভাবে-সচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর আনুগত্য কর। সুখে দুঃখে এবং আমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিলেও আমরা তাঁর আনুগত্য করে যাবো। আমরা দায়িত্বশীলদের বিরোধিতা করবো না। আমরা যেখানেই থাকি সত্য কথা বলবো। আল্লাহ্র পথে আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না।

ইব্ন ইসহাক মা'বাদ ইব্ন কাআব থেকে তিনি তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করলাম, তখন আকাবা পাহাড়ের চূড়া থেকে শয়তান এমন জোরে একটি চীৎকার দিল, যা ইতোপূর্বে কখনো আমি শুনিনি। চীৎকার দিয়ে সে বলল, হে তাঁবু ও গৃহের আধিবাসীবৃন্দ! এক নিন্দিত লোক এবং তার সাথে কতক ধর্মত্যাগী লোকদের ব্যাপারে তোমরা কোন ব্যবস্থা নিবে কি ? তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সমবেত হয়েছে, একমত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এই চীৎকারকারী হল আকাবার ঘৃণ্য আযিব জিন। সে ঘৃণ্য বংশজাত। ইব্ন হিশাম বলেন, শয়তানকে "ইব্ন আযীব" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বললেন, "হে আল্লাহ্র দুশমন! আমরা তোকে ওই সুযোগ দেবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এবার সবাই নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও! আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাযলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, "আপনি চাইলে আগামীকাল ভোরে আমরা তরবারি নিয়ে মীনাবাসীদের উপর অভিযান চালাতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, এখনও আমরা সে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হইনি। সবাই বরং তাঁবুতে ফিরে যাও! বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সবাই আমাদের তাঁবুতে ফিরে গেলাম এবং ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম। সকালে কুরায়শের কতক নেতৃস্থানীয় লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হলো।

তারা বলে, হে খাযরাজের লোকজন! আমরা খবর পেয়েছি যে, তোমরা আমাদের বিরোধী লোকটির নিকট গিয়েছিলে। তোমরা নাকি তাকে আমাদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাও। আর তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তার সাথে অঙ্গীকার করেছ। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে আমরা যত ঘৃণা করি আরবের অন্য কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধকে আমরা তত ঘৃণা করি না। ওদের কথা শুনে আমাদের সম্প্রদায়ের মুশরিকরা উঠে দাঁড়াল এবং কসম করে বলল, এমন কোন ঘটনা তো ঘটেনি এবং এবিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। বস্তুত তারা সত্যই বলেছিল। আসলে তারা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যারা শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম। এরপর কুরায়শের লোকজন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা মাখযুমী ছিল। তার পায়ে ছিল এক জোড়া নতুন জুতা। আমার সম্প্রদায়ের লোকজন ওদেরকে যা বলেছে সে বক্তব্যে আমিও শামিল আছি বুঝানোর জন্যে আমি বললাম, হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা, আপনি কি কুরায়শের ওই নওজোয়ান যুবকের ন্যায় দু'খানি জুতা ব্যবহার করতে পারেন না? হারিছ আমার কথা শুনেছিল। পা থেকে জুতা দু'খানি খুলে সে আমার দিকে ছুঁড়ে মারল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম, এ দুটো তোমাকে পরিধান করতেই হবে। আবূ জাবির বলল, আহ থামো! তুমি তো যুবকটিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। তার জুতা তাকে ফিরিয়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি ওগুলো ফেরত দেবো না। আল্লাহ্র কসম, এটি একটি শুভাচিহ্ন। এই শুভ যাত্রা যদি সত্য হয়, তবে আমি তাকেও ছিনিয়ে আনব।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের নিকট গিয়েছিলেন এবং কাআব যা উল্লেখ করেছেন তা তাকে জানালেন, সে বলল, এ বিষয়টি তো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার সম্প্রদায়ের লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন কাজ করল অথচ আমি তার কিছুই জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁরা তার কাছ থেকে ফিরে এলেন। আমাদের লোকজন মীনা ছেড়ে চলে গেল। অন্যদিকে কুরায়শের লোকেরা এই ঘটনা সম্পর্কে গোপনে খোঁজখবর নিল। তারা ঘটনার সত্যতা উদঘাটন করল। তারা আমাদের লোকজনকে খুঁজতে লাগল। ইযখির ঘাসসহ তারা সাআদ ইব্ন উবাদাকে ধরে ফেলল। মুনযির ইব্ন আমর যিনি বনূ সাইদা ইব্ন কাআব ইব্ন খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিলেন, তাঁকেও তারা খুঁজে পেল। তাঁরা দু'জনেই ওই রাতে নকীব নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুনযির তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে কৌশলে পালিয়ে আসেন। তারা সওয়ারীর রশি দিয়ে সাআদ ইব্ন উবাদার হাত দুটো গলার সাথে বেঁধে তাঁকে নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করল। তারা তাঁকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে মাথার চুল টেনে ধরে মক্কায় নিয়ে এল। তাঁর মাথায় অনেক চুল ছিল। সাআদ (রা) বলেন আল্লাহ্র কসম, আমি তাদের হাতে বন্দী ছিলাম। তখন দেখি সেখানে উপস্থিত হল একদল কুরায়শী লোক। তাদের মধ্যে একজন খুব ফর্সা দীপ্তিময় চেহারা বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। আমি মনে মনে বললাম, এদের মধ্যে যদি কারো নিকট কোন উপকার পাওয়া যায়, তবে এই লোকের নিকট পাওয়া যাবে। সে যখন আমার কাছাকাছি এল, তখন হাত উপরে তুলে আমাকে প্রচণ্ড এক ঘুষি দিল। তখন আমি আপন মনে বললাম, এরপর ওদের

কারো নিকট আর কোন সহানুভূতি আশা করা যায় না। আমি তাদের হাতে ছিলাম। তারা আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে থাকে। মাটিতে ফেলে টানতে থাকে। হঠাৎ তাদের এক লোক আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সে বলল, ধুত্তুরী, তোমার সাথে কি কুরায়শের কোন একজন লোকের সাথেও আশ্রয় চুক্তি ও মৈত্রী চুক্তি নেই ? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে তো আমি তো আমার শহরে জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম-এর ব্যবসায়ী কাফেলাকে আশ্রয় দিতাম এবং কেউ তাদের উপর জুলুম করতে চাইলে তাদেরকে রক্ষা করতাম এবং মক্কার লোক হারিছ ইব্‌ন হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স-এর সাথেও তো আমি, একই আচরণ করতাম। লোকটি আমাকে বলল, তাড়াতাড়ি তুমি ওই দু'জনের নাম ধরে চীৎকার দাও, ওদেরকে ডাক এবং ওদের সাথে তোমার যে সম্পর্ক চীৎকার করে তা সবাইকে জানিয়ে দাও। সাআদ (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। ওই লোক দ্রুত ওই দু'জনের নিকট রওনা করল। সে তাদেরকে কা'বাগৃহের নিকট মসজিদে খুঁজে পেল। সে ওদেরকে বলল, মক্কার সমতলভূমিতে খাযরাজ গোত্রের একজন লোককে প্রচণ্ডভাবে মারপিট করা হচ্ছে। সে আপনাদের দু'জনের নাম ধরে ডাকছে। তারা বলল, লোকটি কে ? সে বলল, লোকটি হল সাআদ ইব্‌ন উবাদা। জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম ও হারিছ ইব্‌ন হার্‌ব বলল সে তো ঠিকই বলেছে। নিজ শহরে সে আমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে আশ্রয় দিত এবং তাদের উপর কেউ জুলুম করতে চাইলে সে তাদেরকে রক্ষা করত। এরপর তারা দু'জনে এল এবং সাআদ (রা)-কে অত্যাচারী কুরায়শীদের হাত থেকে রক্ষা করল। সাআদ (রা) আপন পথে চলে গেলেন। হযরত সাআদ (রা)-কে যে ব্যক্তি ঘুষি মেরেছিল, সে ছিল সুহায়ল ইব্‌ন আমর। ইব্‌ন হিশাম বলেন, যে ব্যক্তি হযরত সাআদ (রা)-এর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল, সে হল আবুল বুখতারী ইব্‌ন হিশাম।

বায়হাকী (র) আপন সনদে ঈসা ইব্‌ন আবূ ঈসা ইব্‌ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এক রাতে আবূ কুবায়স পাহাড় থেকে এক ঘোষক ঘোষণা দিয়েছিল, কুরায়শগণ তা শুনেছিল। ঘোষক বলেছিল ঃ

فَانْ يُسْلِمِ السَّعْدَانِ يُصْبِحُ مُحَمَّدٌ - بِمَكَّةَ لاَ يَخْشَى خِلاَفَ الْمُخَالِفِ-

সাআদ নামের ব্যক্তিদ্বয় যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে মুহাম্মাদ (সা) মক্কা নগরীতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবেন যে, কোন বিরোধিতাকারীর বিরোধিতাকে তিনি ভয় করবেন না।

সকালে আবূ সুফিয়ান বলল, ওই দুই সাআদ কে ? সাআদ ইব্‌ন বকর, নাকি সাআদ ইব্‌ন হুযায়ম ? দ্বিতীয় রাতে তারা শুনতে পেল, ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলছে ঃ

اَيَا سَعْدُ سَعْدَ الاَوْسِ كُنْ اَنْتَ نَاصِرًا - وَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْخَزْرَجِيْنَ الْغَطَارِفِ-

হে সাআদ! আওস গোত্রের সাআদ! তুমি সাহায্যকারী হয়ে যাও। এবং হে সাআদ সুন্দর ও চালাক গোত্র খাযরাজ গোত্রের সাআদ!

اَجِيْبَا اِلَى دَاعِى الْهُدٰى وَتَمَنَّيَا - عَلَى اللّٰهِ فِى الْفِرْدَوْسِ مِنْيَةَ عَارِفِ-

১. সীরাতে ইব্‌ন হিশাম-এ আছে, তারা আমায় ছেড়ে চলে গেল।

তোমরা দু'জনে সাড়া দাও হিদায়াতের পথে আহ্বানকারীর ডাকে। আর আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাতুল ফিরদাঊসের উচ্চস্থান কামনা কর যেমন কামনা করে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী ব্যক্তি।

فَانَّ ثَوَابَ اللّٰهِ لِلطَّالِبِ الْهُدٰى - جِنَانٌ مِنَ الْفِرْدَوْسِ ذَاتِ رَفَارِفِ -

নিশ্চয় হিদায়াত অন্বেষণকারীদের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কার হল ফিরদাউসের বাগানসমূহ যেগুলোতে রয়েছে সবুজ আসন।

ভোর হওয়ার পর আবূ সুফিয়ান বলল, আলোচ্য দুই সাআদ হল সাআদ ইব্‌ন মুআয এবং সাআদ ইব্‌ন উবাদা।

পরিচ্ছেদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আকাবার দ্বিতীয় শপথের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বায়আত সম্পন্ন করে আনসারী সাহাবীগণ মদীনায় ফিরে আসার পর সেখানে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাদের মধ্যে কতক বয়োবৃদ্ধ লোক ছিল, যারা তখনও তাদের পিতৃধর্ম শির্‌কের অনুসরণকারী ছিল। তাদের একজন হল আমর ইব্‌ন জামূহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন সালামা। তার পুত্র মুআয ইব্‌ন আমর আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমর ইব্‌ন জামূহ ছিল বনূ সালামা গোত্রের অন্যতম নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তার গৃহে সে কাঠের তৈরী একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল। সেটির নাম মানাত্। শির্‌কবাদী সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাই করত। এক একটি মূর্তি নির্মাণ করে তারা তার পূজা করত, সেটিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করত। বনূ সালামা গোত্রের দু' যুবক ইসলাম গ্রহণ করলেন। একজন আমরের পুত্র মুআয, অন্যজন মুআয ইব্‌ন জাবাল। তাঁরা রাতের অন্ধকারে আমরের পূজনীয় মূর্তির নিকট যেতেন। সেটিকে তুলে এনে বনূ সালামা গোত্রের এক কুয়োর মধ্যে উপুড় করে ফেলে দিতেন। কুয়োটিতে লোকজন ময়লা-আবর্জনা ফেলত। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমর বলত, "তোমাদের জন্যে ধ্বংস আসুক, গত রাতে আমাদের মূর্তির উপর চড়াও হল কে ? এরপর সে মূর্তি খুঁজতে বের হত। খুঁজে পাওয়ার পর সেটিকে গোসল করিয়ে খোশবু লাগিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে যথাস্থানে রাখত এবং বলত, আল্লাহ্‌র কসম, কে আমার মূর্তিকে এমন করেছে তা যদি আমি জানতে পারতাম, তবে তাকে আমি চরম ভাবে অপমানিত করতাম। সন্ধ্যা বেলা আমর ঘুমিয়ে পড়লে মুআয ইব্‌ন আমর ও মুআয ইব্‌ন জাবাল মূর্তির নিকট আসতেন এবং পূর্ব রাতে যা করেছেন এ রাতেও তা করতেন। সকালে আমর মূর্তির খোঁজ করত এবং ময়লা-আবর্জনা মিশ্রিত অবস্থায় তুলে এনে গোসল করিয়ে খোশবু লাগিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে যথাস্থানে রাখতো। আবার সন্ধ্যা হলে সে ঘুমাতে যেত। তাঁরা এসে মূর্তি নিয়ে পূর্বের ন্যায় আচরণ করতেন। বহুদিন এভাবে চলার পর একদিন সে ময়লা-আবর্জনা থেকে সেটিকে তুলে এনে যথাস্থানে স্থাপন করে। তারপর সেটির গলায় একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, কে যে তোমার এই অবস্থা করে তা আমি জানি না। মূলত তোমার মধ্যে যদি কোন কল্যাণ থাকে, তবে এই তরবারি তোমার সাথে রইল, এটি দিয়ে তুমি নিজেকে রক্ষা করো। সন্ধ্যায় আমর ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁরা মূর্তির উপর চড়াও হলেন। সেটির গলা থেকে

তলোয়ারটি খুলে নিলেন। একটি মৃত কুকুর এনে রশি দিয়ে সেটিকে মূর্তির সাথে মিলিয়ে বাঁধলেন। তারপর মূর্তি ও কুকুরটি বনূ সা'লামা গোত্রের আবর্জনা নিক্ষেপের কুয়োতে ফেলে দিলেন। সকালে এসে আমর মূর্তিটিকে যথাস্থানে পেল না। খুঁজতে গিয়ে সে দেখতে পেল মৃত কুকুরের সাথে একই রশিতে বাঁধা অবস্থায় ওই কুয়োতে সেটি উপুড় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ অবস্থা দেখে মূর্তিটির আসল পরিচয় তথা অক্ষমতা সে উপলব্ধি করে। তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাঁরাও তার সাথে কথাবার্তা বলে। ফলে আল্লাহ্‌র দয়ায় সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ভাল ভাবে ইসলাম পালন করে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপযুক্ত মাআরিফাত লাভ করে। পরবর্তীতে তার মূর্তির প্রকৃত অবস্থা এবং অন্ধত্ব ও গোমরাহী থেকে আল্লাহ্ তাঁকে যে মুক্তি দিলেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বললেন ঃ

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ - اَنْتَ وَكَلْبُ وَسْطَ بِئْرٍ فِى قَرْنٍ- ১

আল্লাহ্‌র কসম, হে মূর্তি! তুমি যদি প্রকৃতই ইলাহ্ ও উপাস্য হতে, তবে মৃত কুকুরের সাথে মিলিত ভাবে কুয়োর মধ্যে পড়ে থাকতে না।

اُفٍّ لِمَلْقَاكَ اِلٰهَا مُسْتَدِنُ - اَلاٰنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغُبُنِ- ২

দুঃখ হয় তোমার নিক্ষিপ্ত হওয়া দেখে। তুমি তো লাঞ্ছিত উপাস্য। মন্দতম প্রতারণার বশবর্তী হয়ে আমি তোমাকে বরণ করেছিলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ ذِى الْمِنَنِ - الْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيْنِ-

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি সর্বোচ্চ, অনুগ্রহশীল, দাতা, রিযিক প্রদানকারী এবং সকল দীন ও ধর্মের স্রষ্টা।

هُوَ الَّذِى اَنْقَذَنِيْ مِنْ قَبْلِ - اَنْ اَكُوْنَ فِى ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَنُ

ওই মহান আল্লাহ্ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন কবরের অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে।

পরিচ্ছেদ

আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৭৩ জন পুরুষ ২ জন মহিলার নামের তালিকা

আওস গোত্রের ছিলেন ১১জন। তাঁরা হলেন (১) উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র, সেই রাতে মনোনীত একজন নকীব, (২) আবূ হায়ছাম ইব্‌ন তায়হান বদরী, (৩) সালামা ইব্‌ন সা'লামা ইব্‌ন ওয়াক্‌শ বদরী, (৪) যাহীর ইব্‌ন রাফি', (৫) আবূ বুরদাহ্ ইব্‌ন দীনার বদরী, (৬) নাহীর ইব্‌ন হায়ছাম ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন মাজদাআ ইব্‌ন হারিছাহ, (৭) সাআদ ইব্‌ন খায়ছামা, ওই রাতে মনোনীত একজন নকীব। বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, (৮) রিফাআ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানীর বদরী, ওই রাতে মনোনীত একজন নকীব, (৯) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান

---

১. اَلْقَرْنُ। —যে রশি দ্বারা বন্দী লোককে বাঁধা হয়।

১. اَلْغُبُنُ। —প্রতারণা।

ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বার্‌ক বদরী, উহুদ যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা ছিলেন। ওই যুদ্ধে শহীদ হন, (১০) মা'ন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন যাবীআ বালাভী। তিনি আওস গোত্রের মিত্র। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন, (১১) উওয়াইম ইব্‌ন সাইদা বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে খাযরাজ গোত্রের ৬২ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন (১) আবূ আইয়ুব খালিদ ইব্‌ন যায়দ (রা) তিনি বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে রোমান রাজ্যে শহীদ হয়েছেন, (২) মুআয ইব্‌ন হারিছ (৩) তাঁর ভাই আওফ (৪) তাঁর ভাই মুআওয়ায। তাঁরা তিন জন আফরার পুত্র। তাঁরা সকলে বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, (৫) আম্মারা ইব্‌ন হাযম। তিনি বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন, (৬) আসআদ ইব্‌ন যুরারাহ আবূ উমামা মনোনীত অন্যতম নকীব। বদর যুদ্ধের পূর্বে ইনতিকাল করেন। (৭) সাহ্‌ল ইব্‌ন আতীক বদরী. (৮) আওস ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন মুনযির বদরী, (৯) আবূ তালহা যায়দ ইব্‌ন সাহ্‌ল বদরী, (১০) কায়স ইব্‌ন আবূ সাসাআ আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মাবযুল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মাযিন। বদরের যুদ্ধে পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর নেতা ছিলেন, (১১) আমর ইব্‌ন গাযয়াহ, (১২) সাআদ ইব্‌ন রাবী'। ওই রাতে মনোনীত একজন নকীব। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, (১৩) খারিজা ইব্‌ন যায়দ, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। (১৪) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা ওই রাতে মনোনীত একজন অন্যতম নকীব, বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হন। (১৫) বাশীর ইব্‌ন সাআদ বদরী, (১৬) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বপ্নে আযানের বাণী দেখিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, (১৭) খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়াইদ বদরী, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বনূ কুরায়যা যুদ্ধের দিন শহীদ হন। তার মাথায় একটি যাঁতা ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে, তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اِنَّ لَهٗ لَاَجْرَ شَهِيْدَيْنِ —তাঁর জন্যে দু'শহীদের সমান সাওয়াব থাকবে, (১৮) আবূ মাসঊদ উকবা ইব্‌ন আমর বদরী। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আকাবায় যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইনি বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। বদরের যুদ্ধে হাযির হননি। (১৯) যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ বদরী, (২০) ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াদাফা, (২১) খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক বদরী, (২২) রাফি' ইব্‌ন মালিক। সে রাতের মনোনীত একজন নকীব, (২৩) যাকওয়ান ইব্‌ন আবদ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক, তাঁকে মুহাজির সাহাবী এবং আনসারী সাহাবী দু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ, তিনি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন এবং সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদরী সাহাবী। উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, (২৪) আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক বদরী (২৫) তাঁর ভাই হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির বদরী। (২৬) বারা ইব্‌ন মারূর। অন্যতম নকীব, বনূ সালামা গোত্রের দাবী হল বারা ইব্‌ন মারূর-ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

মদীনায় আসার পূর্বে তার ইনতিকাল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়অংশ ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সবই তার ওয়ারিসদের ফেরত দিয়ে দেন। (২৭) বারা-এর পুত্র বিশর, তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের যুদ্ধে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেয়া ইয়াহূদীর বিষ মাখানো বকরীর গোশত খেয়ে তিনি শহীদ হন, (২৮) সিনান ইব্ন সায়ফী ইব্ন সাখর বদরী, (২৯) তুফায়ল ইব্ন নু'মান ইব্ন খানসা বদরী। তিনি খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন, (৩০) মা'কিল ইব্ন মুনযির ইব্ন সারা বদরী, (৩১) তাঁর ভাই ইয়াযীদ ইব্ন মুনযির বদরী, (৩২) মাসঊদ ইব্ন যায়দ ইব্ন সুবায়, (৩৩) দাহ্হাক ইব্ন হারিছা ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা বদরী, (৩৪) ইয়াযীদ ইব্ন খুযাম ইব্ন সুবায়' (৩৫) জাব্বার ইব্ন সাখর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ বদরী, (৩৬) তুফায়ল ইব্ন মালিক ইব্ন খানসা বদরী, (৩৭) কাআব ইব্ন মালিক, (৩৮) সুলায়ম ইব্ন আমির ইব্ন হাদীদা বদরী, (৩৯) কুতবা ইব্ন আমির ইব্ন হাদীদা বদরী, (৪০) তাঁর ভাই আবূ মুনযির ইয়াযীদ বদরী, (৪১) আবূ ইউসর কাআব ইব্ন আমর বদরী, (৪২) সায়ফী ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন আব্বাদ, (৪৩) ছা'লাবা ইব্ন গানামা ইব্ন আদী ইব্ন নাবী বদরী। তিনি খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন, (৪৪) তাঁর ভাই আমর ইব্ন গানামা ইব্ন আদী, (৪৫) আবাস ইব্ন আমির ইব্ন আদী বদরী, (৪৬) খালিদ ইব্ন আমর ইব্ন আদী ইব্ন নাবী, (৪৭) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স। কুযাআ গোত্রের মিত্র, (৪৮) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম। ওই রাতে মনোনীত একজন নকীব। বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। (৪৯) তাঁর পুত্র জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, (৫০) মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ বদরী, (৫১) ছাবিত ইব্ন জাযা' বদরী। তিনি তাইফের যুদ্ধে শহীদ হন, (৫২) উমায়র ইব্ন হারিছ ইব্ন ছা'লাবা বদরী, (৫৩) খাদীজ ইব্ন সালামা বালী গোত্রের মিত্র, (৫৪) মুআয ইব্ন জাবাল। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে আমওয়াসের প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করেন, (৫৫) উবাদা ইব্ন সামিত। ওই রাতে মনোনীত নকীব। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, (৫৬) আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাযলা, তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। অবশেষে সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাই তাঁকেও মুহাজির ও আনসার সাহাবী বলা হয়। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন, (৫৭) আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খাযামা ইব্ন আসরাম। বালী গোত্রের মিত্র, (৫৮) আমর ইব্ন হারিছ ইব্ন কিনদা, (৫৯) রিফাআ ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ বদরী, (৬০) উকবা ইব্ন ওহাব ইব্ন কালদা। ইনি খাযরাজীদের মিত্র ছিলেন। প্রথমে মক্কায় চলে এসেছিলেন। সেখানে অবস্থান করছিলেন। পরে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাই তিনিও একই সাথে মুহাজির ও আনসারী নামে পরিচিত। (৬১) সাআদ ইব্ন উবাদা ইব্ন দালীম। ওই রাতে মনোনীত একজন নকীব, (৬২) মুনযির ইব্ন আমর। ওই রাতে মনোনীত নকীব। বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। বি'রে মাউনা দিবসে সংশ্লিষ্ট কাফেলার নেতা হিসেবে শহীদ হন। তাঁকে মৃত্যু আলিঙ্গনকারী নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আকাবার দ্বিতীয় শপথের রাতে উপস্থিত মহিলা দু'জন হলেন (১) উম্মু আম্মারা নাসীবা বিন্ত কাআব ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মাবযূল ইব্ন আমর ইব্ন গানাম ইব্ন মাযিন ইব্ন

নাজ্জার মাযিনিয়্যা নাজ্জারিয়্যা। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বহু যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বোন এবং স্বামী যায়দ ইব্ন আসিমও যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দু'পুত্র খুবায়ব এবং আবদুল্লাহ্ তাঁর সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাঁর পুত্র খুবায়বকে ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাব হত্যা করেছিল। মুসায়লামা তাঁকে বলেছিল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল ? খুবায়ব (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমি তো ওই সাক্ষ্যই দিই। এবার মুসায়লামা বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? তিনি বললেন, না, আমি ওই সাক্ষ্য দিই না। তুমি ভাল করে শুনে নাও যে, আমি ওই সাক্ষ্য দিই না। ফলে সে একটি একটি করে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কাটতে থাকে। ওই অবস্থায় মুসায়লামার হাতেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তিনি অবিরত বলে যাচ্ছিলেন, না, আমি তোমার কোন কথাই শুনছি না। তাঁর মা উম্মু আম্মারাহ (রা) মুসলমানদের সাথে ওই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যাতে মুসায়লামা নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি যখন বাড়ী ফিরে এলেন, তখন তাঁর দেহে তীর ও ছুরির আঘাত মিলিয়ে প্রায় ১২ টি ক্ষতচিহ্ন ছিল।

আকাবার শপথে উপস্থিত অপর মহিলা হলেন উম্মু মানী' আসমা বিন্ত আমর ইব্ন আদী ইব্ন নাবী ইব্ন আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন গানাম ইব্ন কাআব ইব্ন সালামা। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত

ইমাম যুহরী উরওয়া সূত্রে হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আর তখন তিনি ছিলেন মক্কায় আমাকে দেখানো হয়েছে হিজরত ভূমি। তা কোলাহলপূর্ণ এলাকা, খর্জুর বৃক্ষ পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ প্রস্তরময় দু'টি অঞ্চলের মধ্যখানে তা অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন একথা বলেন, তখন কিছু লোক মদীনার দিকে হিজরত করে এবং মুসলমানদের মধ্যে যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে এসে মদীনায় হিজরত করেন। ইমাম বুখারী এ বর্ণনা করেন। হযরত আবূ মূসা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক ভূমিতে হিজরত করছি, যা খর্জুর বৃক্ষ পরিবেষ্টিত। আমার ধারণা হল যে, এলাকাটা হবে ইয়ামামা বা হিজর, দেখা গেল যে তা মদীনা অর্থাৎ ইয়াছরিব। ইমাম বুখারী অন্যত্র দীর্ঘ এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম আবূ কুরাইব সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স-এর বরাতে নবী (সা) থেকে দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী হাফিয সূত্রে জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, এ তিনটি শহরের যেখানেই অবস্থান করবে তা-ই হবে তোমার হিজরত ভূমি— মদীনা, বাহ্রাইন বা কিন্নাসিরীন। বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, এরপর তাঁর জন্যে মদীনাকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হয়। তখন তিনি তাঁর সঙ্গী সাহাবীদেরকে সেখানে হিজরত করার নির্দেশ দান করেন।

এ হাদীছটি অতিশয় গরীব (অর্থাৎ কোন এক যুগে মাত্র একজন রাবী হাদীছটি রিওয়ায়াত করেন)। আর ইমাম তিরমিযী তাঁর জামি' গ্রন্থের মানাকিব তথা গুণাবলী অধ্যায়ে আবূ

আম্বার...... সূত্রে জারীর থেকে এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি ওহী করেন যে, এ তিন স্থানের যেখানেই তুমি অবতরণ করবে তাহলে তোমার হিজরত-স্থল ঃ মদীনা, বাহরাইন অথবা কিন্নাসিরীন। এরপর ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীছটি গরীব। ফযল ইব্‌ন মূসা ব্যতীত অপর কোন সূত্রে আমরা হাদীছটি জানি না। আবূ আম্মার এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

আমি বলি, এ গায়লান ইব্‌ন আদুল্লাহ্ আল-আমিরীকে ইব্‌ন হাব্বান নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে, তিনি আবূ যুর'আ সূত্রে হিজরত সংক্রান্ত একটা মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা যুদ্ধের অনুমতি দান করেন ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُوْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ (الحج : ٣٩)

“যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম, তাদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে— আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা (২২ ঃ ৩৯)।

আল্লাহ্ যখন যুদ্ধের অনুমতি দান করেন, ইসলামের ব্যাপারে আনসার গোত্র রাসূলের আনুসরণ করেন, রাসূলকে তারা সাহায্য করেন, তারা রাসূলের অনুসারীকেও সাহায্য করেন এবং অনেক মুসলমান আনসারদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন রাসূল (সা) তাঁর কওমের সঙ্গী-সাথী এবং মক্কায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দান করে আনসার ভাইদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বলেন। এ নির্দেশে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এমন কিছু ভাই এবং এমন কিছু স্থানের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে। ফলে তারা দলে দলে বের হলেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য আপন পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে কুরায়শের বনূ মাখযুম শাখা থেকে যিনি সর্ব প্রথম হিজরত করেন তিনি ছিলেন আবূ সালামা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মখযূম। আকাবার বায়আতের এক বছর পূর্বে তিনি হিজরত করেন। হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর কুরায়শের নির্যাতনের মুখে তিনি হাবশায় ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। মদীনায় তাঁর কিছু ভাই আছে বলে জানতে পেরে তিনি মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমার পিতা সালামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর সূত্রে তদীয় দাদী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ আবূ সালামা যখন মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত

নেন, তখন তিনি আমার জন্য তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করেন এবং আমাকে তার পিঠে আরোহণ করান এবং আমার পুত্র সালামা ইব্‌ন আবূ সালামাকে আমার কোলে দেন। তারপর আমাকে নিয়ে বের হয়ে তাঁর সওয়ারী চালনা করেন। বনূ মুগীরার লোকেরা তাকে দেখে তার দিকে তেড়ে এসে বলে ঃ তুমি নিজে তো আমাদেরকে অশ্রাব্যকর হিজরত করে যাচ্ছো, সে যাও, কিন্তু আমাদের এ কন্যাকে নিয়ে কি কারণে আমরা তোমাকে দেশে দেশে সফর করতে দেবো ? উম্মু সালামা বলেন, তাই তারা তাঁর হাত থেকে উটের রশি ছিনিয়ে নেয় এবং তার নিকট থেকে আমাকেও নিয়ে নেয়। তিনি বলেন, এসময় বনূ আবদুল আসাদ অর্থাৎ আবূ সালামার বংশের লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আমাদের বংশের সন্তানকে তার কাছে থাকতে দেবো না। তোমরা তো আমাদের সঙ্গীর নিকট থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছ। উম্মু সালামা বলেন, আমার পুত্র সালামাকে নিয়ে তারা পরস্পরে টানা-হেঁচড়া করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা তার হাতকে ছাড়িয়ে নেয়। বনূ আবদুল আসাদ তাকে নিয়ে চলে যায় এবং বনূ মুগীরা আমাকে তাদের কাছে আটকিয়ে রাখে এবং আমার স্বামী আবূ সালামা একা মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি বলেন ঃ এভাবে তারা আমার, আমার স্বামী এবং সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি বলেন ঃ প্রতিদিন ভোরে আমি বের হতাম এবং প্রান্তরে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতাম। এক বছর বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বনূ মুগীরার মধ্য থেকে আমার চাচাত ভাই এসে আমার অবস্থা দেখে আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বনূ মুগীরাকে বলে ঃ

এ অসহায় নারীটির প্রতি জুলুম-অবিচার থেকে তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? তার স্বামী এবং সন্তানের মধ্যে তোমরা তো বিচ্ছেদ ঘটালে। তিনি বলেন, তখন তারা আমাকে বলে ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তোমার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পার। তিনি বলেন, এ সময় আবদুল আসাদ গোত্রে লোকজন আমার সন্তানকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেয়। তিনি বলেন, এ সময় আমার উটনী রওনা হয় এবং আমি আমার সন্তানকে আমার কোলে তুলে নিই। তারপর আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে আমি মদীনায় রওনা হই এবং এসময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের কেউই আমার সঙ্গে ছিল না। এমনকি আমি যখন 'তানঈমে' এসে পৌঁছি, তখন বনূ আদি গোত্রের উছমান ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবূ তালহার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ উমায়্যার কন্যা! কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যেতে চাই। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে কি ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং আমার এ সন্তানটি ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তোমাকে একা ছাড়তে পারি না। এ বলে তিনি আমার উটের লাগাম ধরে আমার সঙ্গে চলতে থাকেন। আল্লাহ্‌র কসম, আরবের যেসব লোকের সঙ্গে আমি চলেছি, তাদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী ভদ্র কাউকে দেখিনি আমি। কোন মনযিলে উপনীত হলে তিনি আমার জন্য উটকে বসাতেন এবং নিজে পেছনে সরে যেতেন। আমি নিচে অবতরণ করলে তিনি সওয়ারী থেকে হাওদাটি নামাতেন এবং দূরে গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনি নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। রওনা করার সময় এলে তিনি উটের নিকট এগিয়ে আসতেন, উটকে এগিয়ে দিতেন এবং উটকে তৈয়ার করে তিনি নিজে দূরে সরে যেতেন এবং আমাকে বলতেন ঃ তুমি সওয়ার হও। আমি উটের পিঠে ঠিক

মতো সওয়ার হয়ে বসলে তিনি এসে উটের লাগাম ধরতেন এবং আমাকে নিয়ে তিনি অগ্রে অগ্রে চলতেন। এভাবে তিনি আমাকে মনযিলে নিয়ে যেতেন। আমাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে এরূপই করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের জনপদের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি বলে উঠলেন ঃ এ জনপদেই তোমার স্বামী রয়েছেন। আর আবূ সালামা সে জনপদেই অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার বরকত ও কল্যাণ নিয়ে তুমি সে জনপদে প্রবেশ কর।

একথা বলেই তিনি মক্কার পথে রওনা হয়ে যান। তিনি বলতেন ঃ ইসলামের কারণে আবূ সালামার পরিবারের লোকজন যেসব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে অন্য কোন পরিবারের লোকজন তেমন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে বলে আমার জানা নেই এবং উছমান ইব্‌ন তালহার চাইতে ভদ্র মানুষ আমি কখনো সঙ্গী হিসাবে পাইনি। এ উছমান ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা আল আবদারী হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এক সঙ্গে হিজরত করেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর পিতা, তিন ভাই-হারিছ, কিলাব এবং মুসাফি এবং তাঁর মামা উছমান ইব্‌ন আবূ তালহা-এরা সকলেই শহীদ হন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এবং তাঁর চাচাত ভাই শায়বার নিকট কা'বা শরীফের চাবি অর্পণ করেন। তাঁর চাচাত ভাই শায়বা ছিলেন বনূ শায়বার আদি পুরুষ। জাহিলী যুগে কা'বা শরীফের চাবি তাদের নিকট ছিল। নবী (সা) ইসলামী যুগেও তা বহাল রাখেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে" (৪ ঃ ৫৮)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ সালামার পর প্রথম যে ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেন তিনি হলেন বনী আদীর মিত্র আমির ইব্‌ন রাবীআ। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্‌ত আবূ হাছমা আল-আদবিয়াও ছিলেন। এরপর বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স-এর মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন রিয়াব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সূরুরা ইব্‌ন সুবরা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানাম দূদান এবং আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা। তিনি পরিবার-পরিজন এবং তাঁর ভাই আব্‌দ আবূ আহমদকেও সঙ্গে নিয়ে গমন করেন। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী তার নাম ছিল আব্‌দ। কারো কারো মতে তার নাম ছিল ছুমামা। সুহায়লী বলেন ঃ প্রথম অভিমতই বিশুদ্ধতর, আর আবূ আহমদ ছিলেন দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি, কিন্তু কোন দিশারী-সহকারী ব্যতীতই তিনি মক্কার উচ্চভূমি নিম্নভূমি ঘুরে বেড়াতেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব্ এর কন্যা ফারিআহ। আর তার মাতা ছিলেন উমায়মা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম। হিজরত বনূ জাহশের ঘরবাড়ী জনশূন্য করে দেয়।

এক দিনের ঘটনা। মক্কার উচ্চভূমি দিয়ে যাচ্ছিলেন উতবা ইব্‌ন রাবীআ, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং আবূ জাহ্ল ইব্‌ন হিশাম। উতবা দেখতে পেলেন যে, বনূ জাহাশের

বসত বাড়ির দরজা রুদ্ধ। তাতে কেউ বসবাস করে না। এ অবস্থা দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আরোহণকারী বলে উঠে ঃ

وكل دار وان طالت سلامتها - يوما ستدر كها النكباء والحوب-

যে কোন গৃহ যত দীর্ঘ দিন তা নিরাপদে থাকুক না কেন, একদিন বায়ুপ্রবাহ তা গ্রাস করবে, আচ্ছন্ন করবে তাকে ধ্বংসলীলা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এই কবিতাটি আবূ দাউদ আয়াদীর কাসীদা থেকে নেয়া হয়েছে। সুহায়লী বলেন, আবূ দাউদের নাম হল হানযালা ইব্‌ন শারকী। কারো কারো মতে তাঁর নাম হারিছা। এরপর উতবা বললো, বনূ জাহশের গৃহ জনশূন্য পড়ে আছে বসবাস করার কেউ নেই। তখন আবূ জাহ্‌ল বললো ঃ তবে এ ফাল ইব্‌ন ফাল-এর জন্য কেন তুমি রোদন করছ? এরপর আব্বাসকে উদ্দেশ করে বলে এতো তোমার ভাতিজার কাণ্ড। সেই তো আমাদের দলে ভাঙ্গন ধরিয়েছে, আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে এবং আমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর আবূ সালামা আমির ইব্‌ন রাবীআ এবং বনূ জাহাশ কুবায় মুবাশ্‌শির ইব্‌ন আবদে মুনযির-এর নিকট অবস্থান করতে থাকেন। এরপর মুহাজিরগণ দলে দলে আগমন করতে থাকেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ গানাম ইব্‌ন দূদান ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের নারী-পুরুষরা হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। আর তাঁরা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ, তাঁর ভাই আবূ আহমদ উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান, ওয়াহ্‌বের পুত্র শুজা ও উকবা আরবাদ ইব্‌ন জামীরার মুনকিয ইব্‌ন নাবাতা, সাঈদ ইব্‌ন রাকীশ মিহরায ইব্‌ন নাযলা, যায়দ ইব্‌ন ফাকীশ, কায়স ইব্‌ন জাবির, আম্‌র ইব্‌ন মিহসান, মালিক ইব্‌ন আমর, সাফওয়ান ইব্‌ন আমর, সাকাফ ইব্‌ন আম্‌র ও রাবীআ ইব্‌ন আকছুম যুবায়র ইব্‌ন উবায়দা তামাম ইব্‌ন উবায়দা, সাখবারা ইব্‌ন উবায়দা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ এবং তাদের নারীদের মধ্যে যয়নব বিন্‌ত জাহাশ, বিন্‌ত জাহাশ উম্মে হাবীব বিন্‌ত জাহাশ জুদামা বিন্‌ত জন্দল, উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান, উম্মু হাবীব বিন্‌ত সুমামা, আমিনা বিন্‌ত রাকীশ এবং সাখবারা বিন্‌ত তামীম। মদীনায় তাঁদের হিজরত প্রসঙ্গে আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহাশ নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

ولما رأتنى ام احمد غاديا - بذمة من اخشى بغيب وارهب-

যে সত্তাকে আমি না দেখে ভয় করি ভোরে তার পানে রওনা হওয়ার সময় উম্মে আহমদ যখন আমাকে দেখে ফেলে।

تقول فاما كنت لابد فاعلا - فيمم بنا البلدان ولننا يثرب-

তখন সে বলে ঃ তোমাকে যদি হিজরত করতেই হয়, তবে ইয়াছরিব থেকে দূরে সরে অপর কোন নগরে আমাদেরকে নিয়ে চল।

فقلت لها ما يثرب بمظنة – وما يشإ الرحمن فالعبد يركب–

তাকে আমি বললাম, ইয়াছরিব আমার আকাঙ্ক্ষার স্থান নয়, রহমান যা চান ইনসান তো সেদিকেই ধাবিত হয়।

الى الله وجهى والرسول ومن يقم – الى الله يوما وجهه لا يخيب–

আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকেই আমার মুখ ফিরালাম। আর যে আল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরাবে সে কোন দিন ব্যর্থ মনোরথ হবে না।

فكم قد تركنا من حميم مناصح – وناصحة تبكي بدمع وتندب–

কতো উপদেশদাতা বন্ধুকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি, বিসর্জন দিয়েছি, কতো উপদেশদাতা নারীকে, অশ্রুজলে ক্রন্দনরত আর বিলাপরত অবস্থায়।

ترى ان وترا ناعيا عن بلادنا – ونحن نرى ان الرغائب نطلب

তারা মনে করতো জুলুম আমাদের শহর থেকে দূরে (তাই হিজরত নিষ্প্রয়োজন)। আর আমরা মনে করি মূল্যবান বস্তুই আমরা সন্ধান করছি

دعوت بنى غنم لحقن دمائهم – وللحق لما لاح للناس ملحب

আমি বনূ গুনামকে আহ্বান জানিয়েছি তাদের রক্তের হিফাযতের তরে, সত্যের তরে, যখন তা প্রকাশ পায় জনগণের নিকট স্পষ্ট ভাবে।

اجابوا بحمد الله لما دعاهم – الى الحق داع والنجاح فاوعبوا–

যখন তাদের ডাকা হয়, তারা আল-হামদু লিল্লাহ্ বলে সাড়া দেয়। যখন আহ্বান করে তাদেরকে আরোহণকারী সত্যের দিকে, সাফল্যের দিকে, তখন তারা সাড়া দেয়।

وكنا واصحا بنا فارقوا الهدى – اعانوا علينا بالسلاح واجلبوا–

আমরা এবং আমাদের বন্ধুরা দূরে ছিলাম হিদায়াত থেকে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং হামলা চালায়।

كفوجين اما منهما فموفق – على الحق مهدى وفوج معذب –

তারা ছিল যেন দু'টি বাহিনী, একটি ছিল তাওফীকধন্য হিদায়াতের পথে, আর অপর বাহিনী ছিল আযাবে নিপতিত।

طغوا وتمنوا كذبة وازلهم ع– ن الحق ابليس فخابوا وخيبوا–

একটা বাহিনী বিদ্রোহ করে আর মিথ্যা আশা করে আর ইবলীস তাদের পদস্খলিত করে। ফলে তারা হয় ব্যর্থ মনোরথ।

ورعنا الى قول النبى محمد – فطاب ولاة الحق منا وطيبوا–

আমরা প্রত্যাবর্তন করি নবী মুহাম্মাদের বাণীর প্রতি। ফলে সত্যের সাধকরা হয় আমাদের প্রতি প্রসন্ন।

نمت بارحام اليهم قريبة – ولا قرب بالارحام اذ لا تقرب–

আমরা তাদের সঙ্গে নৈকট্যের সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন করি, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের তোয়াক্কা না করলে তা মযবুত হয় না। এমন সম্পর্ক কোন কাজেও আসে না।

فاى ابن اخت بعدنا يامننكم – واية صعر بعد صهرى يرقب–

সুতরাং আমাদের পর কোন্ বোনের ছেলে তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকবে, আর আমার জামাই হওয়ার পর কোন্ জামাইয়ের প্রতীক্ষায় ?

ستعلم يوما اينا اذ تزايلوا – وزيل امر الناس للحق اصوب–

এক দিন তুমি জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কে সত্যের নিকটতর, যখন জনগণের ব্যাপার নিয়ে তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়বে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন: এরপর (হিজরতের উদ্দেশ্যে) বহির্গত হন উমর ইব্‌ন খাত্তাব এবং আইয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবীআ। নাফি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি যখন হিজরতের সংকল্প করি, তখন আমি, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ এবং হিশাম ইব্‌ন আস সরফ নামক স্থানের কাছে বনূ গিফারের জলাশয়ের নিকট 'তানাযুব' নামক স্থানে মিলিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রত্যূষে সেখানে পৌঁছতে পারবে না, ধরে নেয়া হবে যে, সে আটকা পড়েছে সুতরাং তার সঙ্গীদ্বয় তোর অপেক্ষায় না থেকে যাত্রা অব্যাহত রাখবে। ভোরে আমি এবং আইয়াশ তানাযুব উপস্থিত হই আর হিশাম আটকা পড়ে এবং নির্যাতনের শিকার হয়। মদীনায় পৌঁছে আমরা কইব্‌নয় বনূ আমর ইব্‌নু আওফের পল্লীতে অবস্থান করি। আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম এবং হারিস ইব্‌ন হিশাম বেরিয়ে আইয়াশের নিকট আসে। আর আইয়াশ ছিলেন উভয়ের চাচাত ভাই এবং বৈমাত্রেয় ভাই। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এরা দু'জন আইয়াশের নিকট আগমন করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁকে জানায় যে, তোমার মা মানত করেছেন যে, তোমাকে না দেখে তিনি মাথার চুল আঁচড়াবেন না। তিনি আরো মানত করেছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি কোন ছায়ায় বসবেন না। এসব শুনে তাঁর অন্তর বিগলিত হয়। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, এরা আসলে তোমাকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে চায়। কাজেই তাদের ব্যাপারে তুমি সতর্ক থাকবে। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, উকুন তোমার মাকে উত্যক্ত করলে তিনি অবশ্যই চিরুনী ব্যবহার করবেন। আর মক্কার উষ্ণতা তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি অবশ্যই ছায়ায় যাবেন। আইয়াশ বললেন, আমি আমার মায়ের কসম পূর্ণ করবো এবং মক্কায় আমার যে ধন-সম্পদ রয়েছে তাও নিয়ে আসবো। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো ভাল করেই জান যে, আমি কুরায়শের মধ্যে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। আমার অর্ধেক সম্পদ তোমাকে দান করবো, তবু তুমি তাদের সঙ্গে যেয়ো না। তিনি বলেন, ফলে তিনি তাদের সঙ্গে

বের হতে অস্বীকার করেন। তিনি যখন এটা অর্থাৎ মক্কায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর সবই অস্বীকার করলেন, তখন আমি তাকে বললাম যে, তুমি যখন যা করার তাই করবে তখন আমার এ উটনীটি গ্রহণ কর। এটি উচ্চ বংশজাত এবং অনুগত উটনী। তুমি তার পিঠে চড়বে আর এদের কোন বিষয় তোমাকে সন্দেহে ফেললে তার পিঠে চড়ে তুমি ফিরে আসবে। ফলে উটনীর পিঠে চড়ে তিনি তাদের উভয়ের সঙ্গে বের হলেন, পথিমধ্যে আবূ জাহ্ল তাঁকে বলেঃ ভাই আল্লাহ্র কসম, আমি মনে করি আমার উটনীটি বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তুমি কি আমাকে তোমার উটনীর পিঠে বসতে দেবে! আইয়াশ বললেন। কেন নয়! অবশ্য অবশ্যই তিনি উটনী বসালেন আর তারা দু'জনেও উটনী বসালো। তারা সকলে মাটিতে নামলে দু'জনে ছুটে এসে তাকে কষে বেঁধে ফেলে এবং মক্কায় পৌঁছে তার প্রতি নির্যাতন চালায়। উমর বলেন, আমরা বলতাম, যে ব্যক্তি পরীক্ষায় পড়েছে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করবেন না। আর তারাও নিজেদের জন্য একথাই বলতো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا .... وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ.

বল, হে আমার বান্দাগণ তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হবে না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট আযাব আসার পূর্বে। তার পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর তোমাদের উপর অতর্কিত ভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে (৩৯ ঃ ৫৩-৫৫)।

উমর (রা) বলেন, আমি উপরোক্ত আয়াত লিপিবদ্ধ করে হিশাম ইব্ন 'আস-এর নিকট প্রেরণ করি। হিশাম বলেন ঃ লিপিটি আমার নিকট পৌঁছলে আমি 'যীতুয়া' উপত্যকায় উঠতে উঠতে ও নামতে নামতে তা পাঠ করতে থাকি। কিন্তু তার মর্ম উদ্ধার করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি দু'আ করি ঃ হে আল্লাহ্! আমার নিকট আয়াতটি নাযিলের মর্ম স্পষ্ট করে দিন! তখন আল্লাহ্ আমার অন্তরে এ ভাবের উদয় ঘটান যে, এটি তো আমাদের প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে। আমরা নিজেদের সম্পর্কে যা বলাবলি করতাম এবং আমাদের সম্পর্কে লোকেরা যা বলাবলি করতো, সে প্রসঙ্গেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার উটের নিকট ফিরে এলাম এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। ইব্ন হিশাম উল্লেখ করেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা হিশাম ইব্ন 'আস এবং 'আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবীআকে মদীনায় নিয়ে আসে। তাদের দু'জনকে মক্কা থেকে চুরি করে নিজের উটের উপর সওয়ার করে মদীনায় নিয়ে আসে আর সে নিজে তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে আসে। পথে পা ফসকে গিয়ে তার আঙ্গুল যখম হলে সে বলে ঃ

هل انت الا اصبع دميت – وفى سبيل الله ما لقيت

তুমি তো একটা আঙ্গুল বৈ নও! রক্তাপ্লুত হয়েছো। আর যা কষ্ট করলে তা তো করলে আল্লাহ্র রাস্তায়ই।

ইমাম বুখারী আবুল ওয়ালীদ সূত্রে বারা' ইব্ন আযিব (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ সর্বপ্রথম যিনি আমাদের নিকট আগমন করেন, তিনি ছিলেন মুসআব ইব্ন উমায়র, তারপর ইব্ন উম্মে মাক্তূম। এরপর আমাদের নিকট আগমন করেন আম্মার এবং বিলাল। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার বারা' ইব্ন আযিব সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম আমাদের নিকট আগমন করেন মুসআব ইব্ন উমায়র এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম এবং এরা দু'জনে লোকদেরকে কুরআন মজীদ শিখাতেন। এরপর আগমন করেন বিলাল, সাআদ এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসির। এরপর নবী করীম (সা)-এর ২০ জন সাহাবীর একটা দল নিয়ে উমর ইব্ন খাত্তাব আগমন করেন। তারপর আগমন করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। রাসূলের আগমনে মদীনাবাসীরা যতটা আনন্দিত হয়, ততটা আনন্দিত হতে তাদেরকে আমি আর কখনো দেখিনি। এমনকি নারীরাও রাসূলের আগমনের কথা বলাবলি করে। তাঁর আগমন পর্যন্ত আমি মুফাস্সাল সূরাগুলোর মধ্যে সূরা 'আলা' শিখে নেই। আর ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ইসরাঈল সূত্রে বারা' ইব্ন আযিব থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাতে স্পষ্ট করে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্বেই সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস আগমন করেছিলেন। মূসা ইব্ন উকবা যুহরী সূত্রে ধারণা ব্যক্ত করেন যে, সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে হিজরত করেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর ভাই যায়দ ইব্ন খাত্তাব, আমর ও আবদুল্লাহ্— এঁরা দু'জন ছিলেন সুরাকা ইব্ন মু'তামির এর পুত্র, উমরের কন্যা হাফসার স্বামী খুনায়স ইবন হুযাফা সাহ্মী এবং তাঁর চাচাত ভাই সাঈদ ইবন যায়দ ইব্ন আমর ইবন নুফায়ল— তাঁদের মিত্র ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তামীমী, বনূ আজল এবং বনূ বুকায়র থেকে তাদের মিত্রদ্বয় খাওলা ইব্ন আবূ খাওলা এবং মালিক ইব্ন আবূ খাওলা এবং বনূ সাআদ ইব্ন লায়ছ থেকে তাদের মিত্র ইয়াস, খালিদ, আকিল এবং আমির, এঁরা কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফ-এর শাখা গোত্র রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির ইবন যিন্নীর-এর গৃহে অবস্থান করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর এক এক করে মুহাজিরদের আগমন-ধারা অব্যাহত থাকে। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ এবং সুহায়ব ইব্ন সিনান ইব্ন হারিছ ইব্ন খাযরাজের ভাই খুবায়ব ইব্ন ইসাফ-এর গৃহে অবস্থান করেন সুনাহ্ নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেন, তালহা আসআদ ইব্ন যুরারার গৃহে অবস্থান করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আবূ উছমান নাহদী সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, সুহায়ব হিজরতের ইচ্ছা করলে কুরায়শের কাফিররা তাকে বলে, তুমি তো আমাদের কাছে এসেছিলে নিঃস্ব, হীন ও তুচ্ছ অবস্থায়। এরপর তোমার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এখন তো তুমি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন আর এখন তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও তোমার জান আর মাল নিয়ে।

আল্লাহ্র কসম, তা হতে পারবে না। তখন সুহায়ব (রা) তাদেরকে বললেন, কি বল, আমি সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিলে তোমরা কি আমার পথ ছেড়ে দেবে? তারা বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন সুহায়ব বললেন ঃ আমি আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদের হাতে অর্পণ করলাম। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ ربح صهيب ربح صهيب সুহায়ব লাভবান হয়েছে লাভবান হয়েছে সুহায়ব। আর ইমাম বায়হাকী (র) বলেন ঃ হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে সাআদ ইব্ন মুসাইয়াব সুহায়ব সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

"আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরত-ভূমি দেখানো হয়েছে। তা দেখানো হয়েছে দুই কঙ্করময় ভূমির মাঝখান থেকে। তা হবে হয় হিজর, অথবা তা হবে ইয়াছরিব।"

সুহায়ব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা অভিমুখে রওনা হন, তাঁর সঙ্গে রওনা হন আবূ বকর (রা)। আমি তাঁর সঙ্গে বের হওয়ার সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু কিছু সংখ্যক কুরায়শী যুবক আমাকে বাধা দেয়। সে রাত আমি দাঁড়িয়ে থাকি, বসতে পারিনি। তারা বললো, তার পেটের কারণে আল্লাহ্ তাকে তোমাদের থেকে মুক্ত রেখেছেন। আসলে আমার পেটে কোন অসুখ ছিল না। ফলে তারা ঘুমিয়ে পড়লে চুপিসারে আমি বেরিয়ে পড়ি, তাদের কিছু লোক আমার সঙ্গে এসে মিলিত হয়। আমি বেরিয়ে আসার পর তারা আমাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। আমি তাদের বলি, আমি তোমাদেরকে কয়েক উকিয়া স্বর্ণ দান করলে তোমরা আমার পথ ছেড়ে দেবে? তোমরা কথা রাখবে তো? তারা তাই করে। আমি তাদের সঙ্গে মক্কা ফিরে আসি এবং তাদেরকে বলি, তোমরা দরজার দেহলিজ খুঁড়ে দেখ। কারণ, সেখানে ঐ উকিয়াগুলো আছে। আর অমুক নারীর কাছে যাও এবং তার কাছ থেকে দুই জোড়া পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পূর্বে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হই। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ يا ابا يحيى ربح البيع

"হে আবূ ইয়াহ্ইয়া, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।"

তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আগে তো কেউ আপনার কাছে আসেনি এবং জিবরাঈল (আ) ব্যতীত কেউ আপনাকে এ খবর দেয়নি। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, যায়দ ইব্ন হারিছা আবূ মারছাদ, কুনায ইব্ন হুসাইন এবং তাঁর পুত্র মারছাদ-এরা উভয়েই গানাবী এবং হামযার মিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আনিসা এবং আবূ কাবশা এরা কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের কুলছুম ইব্ন হিদাম-এর গৃহে অবস্থান করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, সাআদ ইব্ন খায়সামার গৃহে অবস্থান করেন। আবার কারো কারো মতে বরং হামযা অবস্থান করেন আসআদ ইব্ন যুরারার গৃহে। আসল ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উবায়দা ইব্ন হারিছ এবং তার দুই ভাই তুফায়ল ও হুসাইন এবং বনূ আবদুদদার-এর সুয়াইবিত ইব্ন সাআদ ইব্ন হুরায়মালা এবং মিসতাহ্ ইব্ন উছাছা, বনূ আবদ বনূ কুসাই-এর তুলায়ব ইব্ন উযায়র এবং উতবা ইব্ন গাযওয়ান-এর আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব কুবায় বা'লাজালান গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামার গৃহে অবস্থান করেন। আর

একদল মুহাজিরসহ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ অবস্থান করেন সাআদ ইব্‌ন রবী'-এর গৃহে। আর সুবায়র ইব্‌ন আওয়াম এবং আবূ সুবরা ইব্‌ন আবূ রাহাম অবস্থান করেন মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উক্‌বা ইব্‌ন উহায়হা ইব্‌ন জাল্লাহ বনূ জাহজীর মহল্লা আবায় অবস্থান করেন। আর মুসআব ইব্‌ন উমায়র অবস্থান করেন সাআদ ইব্‌ন মুআয-এর গৃহে। আর আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা এবং তার আযাদকৃত গোলাম সালিম অবস্থান করেন সালামার গৃহে। উমাবীর উদ্‌ধৃতি দিয়ে ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, বনূ হারিছার খুবায়ব ইব্‌ন আসাফ-এর গৃহে তিনি অবস্থান করেন। আর উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান অবস্থান করেন বনূ আবদুল আশহালে আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন-ওয়াক্কাশ এর গৃহে। আর উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান অবস্থান করেন বনূ নাজ্জার মহল্লায় হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত এর ভাই আওস ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন মুনযির-এর গৃহে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, একদল অবিবাহিত মুহাজির অবস্থান করেন সাআদ ইব্‌ন খায়ছামার গৃহে। কারণ, তিনি নিজেও ছিলেন অবিবাহিত। আসল ব্যাপার কি ছিল তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান আহমদ ইব্‌ন আবূ বকর সূত্রে ইব্‌ন উমরের উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ মদীনায় উপস্থিত হয়ে আমরা আস্‌বা অঞ্চলে অবস্থান করি। (আমাদের মধ্যে ছিলেন) উমর ইব্‌ন খাত্তাব আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ এবং আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম। আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম তাঁদের মধ্যে ইমামতি করতেন। কারণ, তাদের মধ্যে তিনি কুরআন পাঠে বেশী পারঙ্গম ছিলেন।

পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত

আল্লাহ্ পাক্ বলেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّى مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

"বল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের কর কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শাক্তি" (১৭ ঃ ৮০)।

এভাবে দু'আ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দেন। কারণ, এতে রয়েছে আসন্ন প্রসন্নতা এবং দ্রুত নিষ্ক্রমণের পথ। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নবীর শহরের প্রতি হিজরত করার অনুমতি দান করেন, সে স্থানে রয়েছে সাহায্যকারী এবং বন্ধু ভাবাপন্ন লোকজন। ফলে মদীনা তাঁর জন্য হয়েছে নিবাস আর নিরাপদ স্থান, আর মদীনার বাসিন্দারা হয়েছেন তাঁর জন্য আনসার তথা সাহায্যকারী।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল এবং উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা জারীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) মক্কায় ছিলেন, এরপর তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দান করা হয় এবং তাঁর উপর নাযিল করা হয় ঃ

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ ....

কাতাদা বলেন ঃ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ অর্থ আল-মদীনা, اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ অর্থ মক্কা থেকে হিজরত আর وَاَجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا অর্থ আল্লাহ্র কিতাব, তাঁর নির্ধারিতকরণ এবং দণ্ডবিধি প্রভৃতি বিধানসমূহ।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী মুহাজিরদের হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের হিজরতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং আটকা পড়া বা নির্যাতনগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তাঁর সঙ্গে পেছনে কেউ থেকে যাননি। যারা মক্কায় থেকে যান, তাঁদের মধ্যে আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও ছিলেন। আর আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হিজরতের জন্য প্রায়ই অনুমতি চাইতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলতেন ঃ "তুমি তাড়াহুড়া করো না, হয়তো আল্লাহ্ তোমাকে একজন সঙ্গী দান করবেন।"এ সময় আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। কুরায়শরা যখন দেখলো যে, দেশের বাইরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী-সাথী এবং সমর্থক একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তারা মুহাজির সাহাবীদেরকেও বের হয়ে তাদের নিকট গমন করতে দেখলো তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তারা এমন এক স্থানে অবতরণ করেছে এবং সেখানে তারা নিরাপদ স্থান করে নিয়েছে, তখন তাদের আশঙ্কা জাগলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। তখন তারা তার প্রসঙ্গ (আলোচনা করার জন্য) 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হয়। আর এ 'দারুন নাদওয়া' ছিল কুসাই ইব্ন কিলাব-এর গৃহ। কুরায়শরা পরামর্শের জন্য এখানে সমবেত হতো এবং সেখানে পরামর্শক্রমে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে তারা শংকিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নিমিত্ত দারুন নাদওয়ায় সমবেত হওয়া ঠিক করে।

যার বিরুদ্ধে কোন অপবাদ সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই এমন রাবী আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ নাজীহ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ কুরায়শের লোকেরা যখন এ বিষয়ে একমত হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শের দিনক্ষণ নির্ধারণ করে এবং দারুন নাদওয়ায় একত্রিত হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং তারা এ দিনটার নামকরণ করে 'ইয়াওমুন যাহ্মা' তথা ভিড়ের দিন। এ দিন সকালে অভিশপ্ত ইবলীস একজন প্রবীণের বেশভূষা ধারণ করে উক্ত পরামর্শ-গৃহের দরজায় এসে দাঁড়ায়। তাকে দরজায় দেখে লোকেরা তার সম্পর্কে জানতে চায়। সে বলে ঃ নাজদের একজন শায়খ। তোমাদের কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে পেরে তোমরা কী আলোচনা কর তা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। হতে পারে উত্তম প্রস্তাব আর হিতকর মতামত দান থেকে তোমাদেরকে তিনি বঞ্চিত করবেন না। তার বক্তব্য শুনে সকলে বললো, ঠিক আছে। দয়া করে ভেতরে এসে বসুন। শায়খে নাজদী ভেতরে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে বসে। কুরায়শের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ সমাবেশে যারা সমবেত হয়,

তাদের মধ্যে ছিল উতবা, শায়বা, আবূ সুফিয়ান, তুয়ায়মা ইব্‌ন আদী এবং জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম ইব্‌ন আদী, হারিছ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন নাওফিল, নযর ইব্‌ন হারিছ, আবুল বুখতারী ইব্‌ন হিশাম, যাম্‌আ ইব্‌ন আসওয়াদ, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, হাজ্জাজের দু'পুত্র নাবীহ্‌ ও মুনাব্বিহ, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ প্রমুখ। কুরায়শ আর কুরায়শের বাইরের আরো অনেকে এ পরামর্শ সভায় উপস্থিত হয়, যাদের সংখ্যা অগণিত। পরামর্শ সভায় উপস্থিত লোকজন একে অপরকে বলে, লোকটার ব্যাপার তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো। আমাদের বাদে তার অন্য অনুসারীদেরকে নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালাবার ব্যাপারে তার সম্পর্কে তো আমরা নিরাপদ নই। কাজেই তার ব্যাপারে তোমরা ঐকমত্যে উপনীত হও। বর্ণনাকারী ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর তারা পরস্পরে পরামর্শ করে। তাদের মধ্যে একজন বক্তা—কথিত আছে যে, সে ছিল আবুল বুখতারী ইব্‌ন হিশাম- সে বলে, লোহার শিকলে তাকে বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে হবে। এরপর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার পূর্বে এ ধরনের কবি, যথা যুহায়র, নাবিগা যুবইয়ানী প্রমুখের কী পরিণতি হয়েছিল, একেও যাতে তাদের পরিণতি বরণ করতে হয় এবং সেও যেন তাদের মতো মরতে পারে, সে দিকেই সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তার এ বক্তব্য শ্রবণ করে 'শায়খে নাজদী' বলে উঠে— না, আল্লাহ্‌র কসম, এটা তো কোন যুক্তিযুক্ত অভিমত হল না। (আমি তো তোমাদের নিকট থেকে এমন হাস্যস্পদ পরামর্শ আশা করিনি)। কারণ, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের কথা মত তোমরা তাকে আটক করলে, তার কথা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। তার বন্ধু সঙ্গী-সাথীদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং অবিলম্বে তারা তোমাদের উপর হামলা চালিয়ে তাকে তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। আর এভাবে দিন দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, শেষ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর জয়ী হবে। কাজেই তোমাদের পক্ষ থেকে এটা তো কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হলো না।

শায়খে নাজদীর এ বক্তব্য শুনে তারা পুনরায় পরামর্শ করতে বসে। একজন বললো ঃ আমাদের মধ্য থেকে তাকে বহিষ্কার করতে হবে, নির্বাসনে পাঠাতে হবে, দেশ থেকে নির্বাসিত করার পর সে কোথায় গেল বা কী করলো, তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা থাকবে না। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে আমাদের থেকে দূরে চলে গেলে আমরা তার থেকে মুক্ত হলাম আর আমরা নির্বিবাদে আমাদের কাজ করে যেতে পারবো। আগে যা করতাম তা-ই করবো।

শায়খে নাজদী বললো, তোমাদের জন্য এটা তো কোন অভিমত হল না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না তার কথা কতো চমৎকার, বক্তব্য কতো মিষ্টি মাখা এবং চিত্তাকর্ষক। কিভাবে সে কথা দ্বারা মানুষের মন জয় করে নেয়। তোমরা তাকে বহিষ্কার করলে আরবের কোন না কোন গোত্র তাকে আশ্রয় দেবে। নিজের কথা আর বচন দ্বারা সে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। শেষ পর্যন্ত সে লোকগুলো তার অনুসারী হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে তোমাদের উপর চড়াও হবে। তোমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। এরপর তোমাদের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করবে। কাজেই তার সম্পর্কে তোমরা অন্য কোন চিন্তা করতে পার।

তখন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম বলে উঠে ঃ আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, এ লোকটি সম্পর্কে আমার ভিন্ন মত আছে। আমি মনে করি, আমি যা ভাবছি, তোমরা (অনেক) পরেও তা ভাবতে পারবে না। লোকজন বলে উঠে, হে আবুল হাকাম! কী তোমার সে ভিন্নমত ? সে বললো ঃ আমি মনে করি যে, আমরা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন তাগড়া সম্ভ্রান্ত যুবক বাছাই করে নেবো, সে যুবক হবে সম্মান আর মর্যাদার অধিকারী। আমরা প্রতিটি যুবকের হাতে তুলে দেবো একটা করে শাণিত তরবারি এক ব্যক্তির মতো তারা সকলে একযোগে তার উপর আঘাত হানবে। তার জীবনলীলা সাঙ্গ করবে। এভাবে আমরা তার উৎপাত থেকে শান্তি আর মুক্তি লাভ করবো। যুবকরা যখন এ কাজটা করবে, তখন তার রক্ত সকল গোত্রের মধ্যে বিভক্ত ও বণ্টিত হবে। আর বনূ আব্দ মানাফ তার কাওমের সকল গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। ফলে তারা আমাদের নিকট থেকে রক্তপণ গ্রহণ করতে রাযী হয়ে যাবেন। আমরা অনায়াসেই সে রক্তপণ পরিশোধ করবো।

ইব্ন ইসহাক বলেন, শায়খে নাজদী বলে ঃ এ ব্যক্তি যা বললো এটাই তো সঠিক কথা। এটাই হলো অভিমতের মতো অভিমত। আর কোন কথা আর কোন অভিমত দরকার করে না। এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়ে বৈঠক সমাপ্ত করে এবং সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়। ইতোমধ্যে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে বললেন ঃ যে শয্যায় আপনি ঘুমাতেন আজ রাতে সে শয্যায় আপনি ঘুমাবেন না। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাত গভীর হলে তারা সকলে তাঁর গৃহের দরজায় সমবেত হয়ে অপেক্ষায় থাকে, তিনি ঘুমালে তারা সকলে মিলে তাঁর উপর হামলা চালাবে। তাদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরে রাসূলাল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিবকে বললেন ঃ আমার এই সবুজ হায্রামী চাদর গায়ে দিয়ে তুমি আমার শয্যায় শুয়ে পড়ো। এ চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমালে তাদের পক্ষ থেকে তোমাকে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না আর রাসূলাল্লাহ্ (সা) সাধারণত এ চাদর গায়ে দিয়েই ঘুমাতেন।

ইব্ন ইসহাক যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, ঠিক একই কাহিনী বর্ণনা করেছেন ওয়াকিদী, আইশা, ইব্ন আব্বাস, আলী, সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জাশম প্রমুখের বরাতে। ওয়াকিদীর বর্ণনার সঙ্গে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার অনেকটা মিল আছে এবং তাঁর বর্ণনাও পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ।

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযীর সূত্রে ইব্ন ইসহাক বলেন, কুরায়শের লোকজন যখন রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর গৃহের দরজায় জমায়েত হয়, তখন তাদের মধ্যে আবূ জাহ্লও ছিল। তারা সকলেই দরজায় দাঁড়িয়ে। আবূ জাহ্ল বললো, মুহাম্মদের ধারণা তোমরা তার অনুসরণ করলে তোমরা আরব-আজমের বাদশাহ বনে যাবে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তোমাদের জন্য জর্দানের উদ্যানের মতো উদ্যান বানানো হবে। আর তা না করলে তোমরা ধ্বংস হবে, যবাই হবে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে এবং তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করা হবে এবং তাতে তোমাদেরকে দগ্ধীভূত করা হবে।

বর্ণনাকারী ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা) গৃহ থেকে বের হন, এক মুঠো ধূলো হাতে নিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, আমি একথা বলি, আর তুমিও তাদের একজন।" আল্লাহ্ তাদের চোখে আবরণ সৃষ্টি করেন, তারা তাঁকে দেখতে পায়নি। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে তাদের দিকে ধূলো ছিটাতে ছিটাতে রাসূল (সা) বের হয়ে যান ঃ

يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ...... فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ.

"ইয়াসীন, শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট থেকে। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা গাফিল। ওদের অধিকাংশের জন্য সে বাণী অবধারিত হয়েছে। সুতরাং ওরা ঈমান আনবে না। আমি ওদের গলদেশে বেড়ি পরিয়েছি চিবুক পর্যন্ত। ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি ওদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং ওদেরকে আবৃত করেছি। ফলে ওরা দেখতে পায় না" (৩৬ ঃ ১-৯)।

তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে তিনি (নবী সা) যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, সেখানে চলে গেলেন। তাদের মধ্যে একজন লোকও ছিল না যার মাথায় ধুলো লাগেনি। এরপর তাদের সঙ্গে ছিল না-এমন এক আগন্তুক আগমন করে জিজ্ঞাসা করলো: তোমরা এখানে কিসের জন্য আপেক্ষা করছো ? তারা বললো ঃ আমরা মুহাম্মদের জন্য অপেক্ষা করছি। লোকটি বললো ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ব্যর্থ করেছেন। আল্লাহ্র কসম, সে তো তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেছে। সে তো বেরিয়ে গেছে তার প্রয়োজনে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না তোমাদের উপর কী আছে। বর্ণনাকারী ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ মাথায় হাত দিয়ে মাটি পায়। এরপর তারা মুহাম্মদকে খুঁজতে থাকে। তারা শয্যায় আলী (রা)-কে দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি শুয়ে আছেন (মনের আনন্দে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার চিত্তে)। এ অবস্থা দেখে তারা বললো ঃ আল্লাহ্র কসম, এতো মুহাম্মদ তার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত তারা এ ভাবে পাহারা দিতে থাকে। ভোর হলে তারা দেখতে পায় যে, তাঁর শয্যা থেকে আলী (রা) বেরিয়ে এসেছেন। তখন তারা বলে ঃ যে আমাদেরকে বলেছিল, সে তো ঠিকই বলেছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সেদিন যে উদ্দেশ্যে কাফিররা সমবেত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ.

আর (হে মুহাম্মদ!) তুমি সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তারা (কাফিররা) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, তোমাকে হত্যা করা বা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী (৭ ঃ৩০)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ.

'ওরা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি ? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। তুমি (হে মুহাম্মদ) বল, তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষারতদের অন্তর্ভুক্ত আছি' (৫২ ঃ ৩০-৩১)।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এ সময় মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে হিজরতের অনুমতি দান করেন।

পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহ্ আনহু। আর এ ঘটনা ছিল ইসলামের ইতিহাসে হিজরী গণনার সূচনাকাল। উমর (রা)-এর শাসনকালে এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন হোন। উমর (রা)-এর জীবনী গ্রন্থে আমরা বিষয়টা সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

ইমাম বুখারী (র) মাতার ইব্ন ফযল সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) চল্লিশ বছর বয়সে নবূওয়াত লাভ করেন। মক্কা মুকাররামায় ১৩ বছর কাল অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়। এরপর তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয় এবং তিনি হিজরত করেন দশ বছর (মদীনায় অতিবাহিত করেন) এবং ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। নবুওয়াত লাভের এয়োদশ বর্ষে রবিউল আউয়াল মাসে তিনি হিজরত করেন। আর হিজরতের দিনটি ছিল সোমবার। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, তোমাদের নবী (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবারে। মক্কা থেকে (মদীনার উদ্দেশ্যে) বহির্গত হন সোমবারে। তিনি নবুওয়াত লাভ করেন সোমবারে। তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন সোমবারে এবং তিনি ইনতিকাল করেন সোমবারে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, তাড়াহুড়া করবে না (বরং ধৈর্যধারণ কর এবং অপেক্ষা করতে থাক) আল্লাহ্ হয়তো তোমার জন্য একজন সঙ্গী জুটাবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে একথা শুনে তিনি আশা পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই তাঁর সঙ্গী হবেন। তিনি দু'টি সওয়ারী ক্রয় করেন। নিজ গৃহে রেখে হিজরতের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সেগুলোকে সযত্নে লালন করেন। ওয়াকিদী বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে সওয়ারী দু'টি ক্রয় করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক নির্ভরযোগ্য সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিদিন

সকালে বা বিকালে এক বেলায় আবূ বকর (রা)-এর ঘরে আসতে ভুলতেন না। হয় সকালে, না হয় বিকালে অবশ্যই আগমন করতেন। শেষ পর্যন্ত সেদিনটি উপস্থিত হলো, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে হিজরত করা এবং মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি দিলেন। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ এদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুপুরে আমাদের গৃহে আগমন করেন। এটা ছিল এমন এক সময়, যে সময় তিনি সাধারণত আসতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই কোন ঘটনা ঘটেছে, যে জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন অসময়ে আগমন করেছেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ তাঁকে দেখে আবূ বকর (রা) তাঁর খাট থেকে একটু সরে বসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাটে উপবেশন করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে আমি এবং আমার বোন আসমা বিন্‌ত আবূ বকর ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার নিকট থেকে অন্যদেরকে বের করে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা উভয়েই তো আমার কন্যা (অন্য কেউ নয়)। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। ব্যাপার কী ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হিজরত এবং (মক্কা থেকে) বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।' আইশা (রা) বলেন, তখন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আপনার সাহচর্য পাবো তো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, সাহচর্য পাবে। আইশা (রা) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম, এদিনের আগে আমি কখনো বুঝতে পারিনি যে, কোন মানুষ আনন্দেও কাঁদতে পারে, যতক্ষণ না এ দিন আমি আবূ বকরকে কাঁদতে দেখেছি। এরপর তিনি বললেন ঃ ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! এ দু'টি সওয়ারী আমি এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তারা দু'জনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাদকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করে নেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ কারো কারো মতে একে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরীকত বলা হয়। এ লোকটি ছিল বনূ দউল ইব্‌ন বকর গোত্রের লোক আর তার মা ছিল বনূ সাহম ইব্‌ন আম্‌র-এর লোক। সে ছিল মুশরিক। লোকটি তাদের দু'জনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। উভয়ে দু'টি উট লোকটির হাতে অর্পণ করেন। উট দু'টি তার কাছেই ছিল এবং সে নির্ধারিত সময়ের জন্য সেগুলোর লালন-পালন করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে (মদীনার উদ্দেশ্যে) বের হন, তখন এ সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং তাঁর পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ তা জানতো না। আর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান এবং তাঁর নিকট লোকজনের যে সব আমানত ছিল, তা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। মক্কায় কারো নিকট কোন দুর্মূল্য ও লোভনীয় বস্তু থাকলে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমানত রাখা হতো। কারণ, তারা তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারী সম্পর্কে অবগত ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বের হওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করলেন তখন তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফার নিকট আসেন এবং তারা দু'জনে গৃহের পেছন দিক থেকে

খিড়কি পথে বের হন। আর আবূ নুয়াইম ইব্রাহীম ইব্ন সাআদ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা ত্যাগ করে আল্লাহ্র নির্দেশে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে বের হন, তখন তিনি বললেন ঃ

الحمد لله الذى خلقنى ولم اك شيئا اللهم اعنى على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والايام اللهم اصحبنى فى سفرى واخلفنى فى اهلى وبارك لى فيما رزقنى ولك فذللنى وعلى صالح خلقى فقومنى واليك رب فحببنى والى الناس فلا تكلنى رب المستضعفين وانت ربى اعوذ بوجهك الكريم الذى اشرقت له السموات والا رض وكشفت به الظلمات وصلح عليه امرالاولين والآخرين ان تحل على غضبك وتنزل بى سخطك اعوذ بك من زوال نعمتك وفجائة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندى خيرما استطعت لاحول ولا قوة الا بك

"আল্হাম্দু লিল্লাহ্। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। (সৃষ্টি করার আগে) আমি তো কিছুই ছিলাম না, কোন বস্তুই ছিলাম না। হে আল্লাহ্! দুনিয়ার ভয়াবহতা, কালের কঠোরতা এবং দিবা-রাত্রির বিপদাপদের উপর তুমি আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ্! সফরে তুমি আমাকে সঙ্গ দাও, আমার পরিবারে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব কর, তুমি আমাকে যে জীবিকা দিয়েছ, তাতে বরকত দান কর, আর তুমি আমাকে কেবল তোমারই অনুগত কর এবং সুন্দর আখলাকের উপর আমাকে দৃঢ় রাখ। প্রভু পরওয়ারদিগার। আমি তোমার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছি, কাজেই আমাকে তোমার প্রিয়পাত্র বানাও। আর আমাকে মানুষের নিকট সমর্পণ করো না। হে দুর্বলদের পালনকর্তা! তুমিই তো আমার পালনকর্তা। তোমার প্রদীপ্ত চেহারার উছিলায় আমি পানাহ চাই, যার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে আসমান-যমীন, যার দ্বারা দূরীভূত হয়েছে সবরকম অন্ধকার, যার কারণে সুস্থ-সুন্দর হয়েছে পূর্ববর্তী আর পরবর্তীদের কর্মকাণ্ড, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই আমার নিকট তোমার গযব আপতিত হওয়া থেকে। আমি পানাহ চাই আমার উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকে। আমি তোমার নিকট আরো পানাহ্ চাই তোমার নিআমতের অবসান থেকে। অকস্মাৎ তোমার শাস্তি আপতিত হওয়া থেকে। তোমার প্রদত্ত শান্তি বিদূরিত হওয়া থেকে এবং পানাহ্ চাই তোমার যাবতীয় অসন্তুষ্টি থেকে। আমার বিবেচনায় তুমিই তো পরকালের মালিক, আর আমার নিকট আছে আমার সাধ্যমত উত্তম আমল। তুমি ব্যতীত কোন শক্তি নেই, নেই কোন সাধ্য।"

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর তাঁরা দু'জনে মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছাওর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা হন। দু'জনে গুহায় প্রবেশ করলেন। আর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে নির্দেশ দিয়ে যান তাদের সম্পর্কে লোকজন কী বলাবলি

করছে, দিনের বেলা তা যেন মনোযোগ সহকারে শুনে এবং সন্ধ্যায় দিনের খবরাখবর নিয়ে যেন তাঁদের নিকট আসে। আর তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে নির্দেশ দান করেন দিনের বেলা তাঁর মেষ চরাবার জন্য। আর সন্ধ্যায় যেন সে মেষ তাদের নিকট গুহায় নিয়ে আসে। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) দিনের বেলা কুরায়শের মধ্যে অবস্থান করে তারা কী সব পরামর্শ করছে, তা শুনতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) সম্পর্কে তারা কী বলছে, তিনি তা-ও শুনতেন এবং রাত্রিবেলা তাঁদের নিকট এসে সেসব তাঁদেরকে অবহিত করতেন। আর 'আমির ইব্‌ন ফুহায়রা দিনের বেলা মক্কার রাখালদের সঙ্গে মেষ চরাতেন। আর রাতের বেলা তাঁদের নিকট মেষ নিয়ে আগমন করতেন। আবূ বকর (রা) সহ দু'জনে দুধ দোহন করতেন এবং মেষ যবাহ্ করে আহারের ব্যবস্থা করতেন। ভোরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর তাদের নিকট থেকে মক্কায় আগমন করলে আমির ইব্‌ন ফুহায়রা মেষ নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং তার পদচিহ্ন মুছে ফেলতেন। এ সম্পর্কে একটু পরেই প্রমাণ স্বরূপ ইমাম বুখারীর বর্ণনা উল্লেখ করা হবে।

ইব্‌ন জারীর অন্য সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আগে ছাওর গুহায় পৌঁছেন এবং যাওয়ার সময় আলী (রা)-কে বলে যান তাঁর চলে যাওয়া সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-কে অবহিত করার জন্য, যাতে করে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পথিমধ্যে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। এ বর্ণনাটি নিতান্তই গরীব পর্যায়ের। কেবল গরীবই নয়, বরং প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী। আর প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, তাঁরা দু'জনে এক সঙ্গে বের হয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আস্‌মা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) সন্ধ্যায় তাঁদের জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য নিয়ে আসতেন। এ প্রসঙ্গে আসমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) বের হওয়ার পর কুরায়শের একদল লোক আমাদের নিকট আসে। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামও ছিল। তারা এসে আবূ বকর (রা)-এর গৃহের দরজায় দাঁড়ালে আমি গৃহ থেকে বেরিয়ে আসি। তারা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আবূ বকর তনয়া! তোমার পিতা কোথায় ? তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আব্বা কোথায় আছেন আমার জানা নেই। আসমা বলেন ঃ (এ কথা শ্রবণ করার পর) আবূ জাহ্‌ল— আর সে ছিল খাবীছ বজ্জাত— হাত উঠিয়ে সজোরে আমার মুখে এমন এক চপেটাঘাত করে যে, তাতে আমার কানের বালি (দুল) পড়ে যায়। তারপর তারা চলে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ সূত্রে আসমা থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আবূ বকর (রা)-ও বের হন। তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ সঙ্গে নিয়ে বের হন, যার পরিমাণ ছিল ৫/৬ হাজার দিরহাম্। এ সম্পদ তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। হযরত আসমা (রা) বলেন, এরপর দাদা আবূ কুহাফা আমাদের ঘরে আসেন। আর ইতোমধ্যে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো দেখছি, সে নিজের এবং অর্থ-সম্পদের দিক থেকেও তোমাদেরকে বিপদে ফেলে গেছে। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, না, তা হতে পারে না হে দাদা! তিনি আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি বলেন,

আব্বাজান ঘরে যে পাত্রে টাকা-কড়ি রাখতেন, সে পাত্রে আমি প্রস্তরখণ্ড রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেই এবং তাতে দাদাজানের হাত রেখে বলি ঃ দাদাজান, এ মালের উপর আপনি হাত বুলিয়ে দেখুন। তিনি বলেন, দাদা আবূ কুহাফা সে পাত্রে হাত রেখে বলেন ঃ কোন অসুবিধা নেই। সে তোমাদের জন্য এ সম্পদ রেখে দিয়ে ভালই করেছে। এতেই তোমাদের ব্যয় নির্বাহ হবে। আসমা বলেন, আসলে তিনি কোন সম্পদ রেখে যাননি, কেবল বৃদ্ধ দাদাকে প্রবোধ দেয়ার জন্যই আমি এমনটি করেছি!

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে জানান যে, হাসান বসরী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) রাত্রিবেলা গুহার মুখে আসেন এবং প্রথমে আবূ বকর (রা) গুহায় প্রবেশ করেন। সেখানে সাপ-বিচ্ছু কিছু আছে কিনা দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) একা বাইরে থাকেন। এ বর্ণনায় শুরু এবং শেষ উভয় দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

আবুল কাসিম বাগাবী দাউদ ইব্‌ন আমর সূত্রে আবূ মুলায়কা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী করীম (সা) যখন গুহার উদ্দেশ্যে বের হন আর আবূ বকর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তখন আবূ বকর (রা) কখনো নবীজীর সামনে আবার কখনো পেছনে থাকতেন।

এ সম্পর্কে নবী (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেনঃ আমি যখন আপনার পেছনে থাকি, তখন আশংকা জাগে না জানি সম্মুখ থেকে কোন বিপদ আসে, আবার আমি যখন সামনে থাকি, তখন আশংকা হয় না জানি পেছন থেকে কোন বিপদ দেখা দেয়। গুহার মুখে প্রবেশ করে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ছিদ্রপথে হাত রেখে দেখি, যদি কোন জন্তু থেকে থাকে, তাহলে আগে আমাকে দংশন করুক। নাফি' বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, গর্তে একটা ছিদ্র ছিল, ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে কোন জন্তু বা অন্য কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয় কিনা, সে আশংকায় হযরত আবূ বকর (রা) ছিদ্রের মুখে তাঁর পা রেখে তা বন্ধ করে দেন। এ বর্ণনা মুরাসাল সূত্রের। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লা, আনহুর জীবনী গ্রন্থে আমরা এ মুরসাল বর্ণনা, আরো কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছি। আর ইমাম বায়হাকী (র) আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইব্‌ন সীরীন থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, উমর (রা)-এর শাসনামলে কিছু লোক হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর হযরত উমর (রা)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। খলীফা উমর (রা) এ সম্পর্কে জানতে পেরে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আবূ বকর (রা)-এর জীবনের একটি রজনী উমরের গোটা পরিবারের চাইতে উত্তম। আর আবূ বকর (রা)-এর জীবনের একটা দিন উমরের গোটা পরিবারের চাইতে উত্তম। ইব্‌ন সীরীন বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রিবেলা বের হন এবং গুহার দিকে এগিয়ে যান। আর তাঁর সঙ্গে আছেন আবূ বকর (রা)। তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগে আগে চলেন, আবার কখনো পেছনে পেছনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেন ঃ

হে আবূ বকর! তোমার কী হয়েছে যে, তুমি কখনো আমার পেছনে আবার কখনো সামনে চলছো ? জবাবে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

Contents

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার অনুসন্ধানে বের হওয়া লোকদের কথা চিন্তা করে আমি আপনার পেছনে হাঁটি, আবার আপনার জন্য কাফিরদের ওৎ পেতে থাকার কথা চিন্তা করে আপনার সামনে থাকি (যাতে কেউ আপনাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করলে আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও আপনার জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে পারি)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর জবাব শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ

হে আবূ বকর! কোন কিছু ঘটলে তুমি কি চাও যে, আমার স্থলে তোমাকে স্পর্শ করুক? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ অবশ্যই। যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম। উভয়ে গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছলে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য গুহা পরিষ্কার করে নিই। এরপর তিনি গুহার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং গুহা পরিষ্কার করেন। এ সময় তাঁর মনে পড়লো যে, একটা ছিদ্র বন্ধ করা হয়নি। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। একটু অপেক্ষা করুন, আমি পরিষ্কার করে নিই, তিনি ভেতরে প্রবেশ করে তা পরিষ্কার করে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এবার আপনি প্রবেশ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রবেশ করলেন। উমর (রা) বলেন ঃ

যে সত্তার হাতে আমার জীবন, সে সত্তার কসম, সেই একটি মাত্র রাত উমরের গোটা পরিবারের চাইতে উত্তম।

বায়হাকী ঘটনাটি হযরত উমর (রা) -এর বরাতে অন্য ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ আবূ বকর (রা) কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দিয়ে চলেন, কখনো পেছন দিয়ে, কখনো ডান দিক দিয়ে, আবার কখনো বাম দিক দিয়ে। সে বর্ণনায় একথাও আছে যে, চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদদ্বয় অবশ হয়ে পড়লে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে কাঁধে তুলে নেন এবং তিনি ছিদ্রগুলোর মুখ বন্ধ করে নেন। একটা গর্ত অবশিষ্ট ছিলো, হযরত আবূ বকর (রা) পায়ের গোড়ালি দিয়ে সে ছিদ্র বন্ধ করেন। তখন সর্প তাঁকে দংশন করলে চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বলেন ঃ

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

এ বর্ণনাধারাটি গরীব ও মুনকার পর্যায়ের। বায়হাকী জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বলেন, গুহায় হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। এসময় পাথরে লেগে তাঁর হাত যখম হলে তিনি বলেন ঃ

اِنْ اَنْتَ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ - وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ-

"তুমি তো একটা আঙ্গুল বৈ কিছুই নও,আর তোমাকে যা স্পর্শ করেছে, তাতো করেছে কেবল আল্লাহ্র রাস্তায়ই।"

আর ইমাম আহমদ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাসকে উদ্‌ধৃত করে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ

আর স্মরণ কর, কাফিররা যখন তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী করার জন্য (৮ ঃ ৩০)।

তিনি বলেন, কুরায়শের লোকেরা এক রাত্রে মক্কায় পরামর্শ করে। কেউ বলে, সকাল বেলা তাকে শক্ত ভাবে বাঁধবে। কথাটি তারা নবী করীম (সা)-কে ইঙ্গিত করে বলেছিল। আবার কেউ বলে, না, বরং তাকে হত্যা করো। আবার কিছু লোক বলে, না, বরং তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে অবহিত করলেন। হযরত আলী (রা) সে রাত্রে নবী (সা)-এর শয্যায় কাটান। আর নবী করীম (সা) বের হয়ে গুহা পর্যন্ত পৌঁছেন। আর মুশরিকরা আলী (রা)-কে নবী (সা) মনে করে সারারাত ঘেরাও করে রাখে। ভোরে তারা তাঁর উপর হামলা চালাতে গিয়ে আলী (রা)-কে দেখতে পায়। এভাবে আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন। তখন তারা বলে, তোমার সঙ্গীটি কোথায় ? তিনি বললেন, আমি জানি না। তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলো। পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু ঠাহর করতে পারলো না। তারা পাহাড়ে আরোহণ করলো এবং গুহা পর্যন্ত পৌঁছলো। তারা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখতে পেলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, এতে কেউ প্রবেশ করলে তো তার মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। গুহায় তিনি তিন রাত কাটান। এটির সনদ হাসান। গুহার মুখে মাকড়সার জাল বুনা সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এটাই উত্তম। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলের প্রতি সাহায্য-সহায়তার অন্যতম।

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাঈদ আল-কাযী মুসনাদে আবূ বকর গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করে হযরত হাসান বস্‌রী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এবং আবূ বকর (রা) গুহা পর্যন্ত হেঁটে যান। ওদিকে কুরায়শরা নবী করীম (সা)-কে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌছে। কিন্তু তারা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে বলে ঃ এখানে তো কেউ প্রবেশ করেনি। এ সময় নবী করীম (সা) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন আর আবূ বকর (রা) তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন। এ সময় আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-কে বললেন ঃ

এরা আপনার স্বজাতির লোকজন, এরা আপনাকে খুঁজছে। আল্লাহ্‌র কসম, নিজের সম্পর্কে আমার কোন চিন্তা নেই। তবে আপনার কোন ক্ষতি হোক তা আমার কাছে অসহ্য। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন ঃ يا ابا بكر لا تخف ان الله معنا

"হে আবূ বকর! কোন ভয় নেই; নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন।"

হযরত হাসান বসরী (র) থেকে এটি মুরসাল ভাবে বর্ণিত। আর সমর্থক বর্ণনাদি থাকায় এ বর্ণনাটি হাসানও বটে। এতে অতিরিক্ত আছে, গুহায় নবী করীম (সা)-এর নামায আদায় করা, আর নবী (সা) কোন বিষয়ে চিন্তায় পড়লে নামায আদায় করতেন। আর এ ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ

বকর আহমদ ইব্‌ন আলী আল-কাযী আম্‌র আন-নাকিদ সূত্রে আবূ হুরায়রার বরাতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সন্তানকে বলেন, বৎস! লোকদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটলে তুমি গুহায় এসে আমাদেরকে জানাবে, যেখানে আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্মগোপন করে থাকবো। কেউ কেউ একথাটা কবিতায় ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ نسج داود ما حمى صاحب الغارِ وكان الفخار للعنكبوت

"দাউদী জাল (অর্থাৎ লৌহ অস্ত্র) গুহাবাসীকে হিফাযত করেনি, এ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব হচ্ছে মাকড়সার!"

এটাও কথিত আছে যে, দু'টি কবুতর গুহার মুখে বাসা বেঁধেছিল। কবি রিবক আস-সারসারী একথাটা কবিতায় ব্যক্ত করেন এ ভাবে ঃ

فغمى عليه العنكبوت بنسجه - وظل على الباب الحمام يبيض-

মাকড়সা জাল বুনে তাঁকে ঢেকে রাখে আর (গুহার) মুখে কবুতর ডিম পাড়ে (এ ভাবে তাঁকে হিফাযত করে)।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, আবূ মুসআব মাক্কী বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে আলোচনা করতে শুনেছি যে, গুহার রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলা বৃক্ষকে নির্দেশ দান করলে বৃক্ষ নবীজীর সম্মুখে বের হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে নেয় আর আল্লাহ্ তা'আলা মাকড়সাকে নির্দেশ দিলে মাকড়সা উভয়ের মধ্যস্থলে জাল বিস্তার করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক আচ্ছাদিত করে নেয় এবং দু'টি বুনো কবুতরকে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দান করলে কবুতর দু'টি পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাকড়সার জাল এবং বৃক্ষের মধ্যস্থলে এসে বসে। আর কুরায়শের প্রতিটি গোত্রের যুবকরা এগিয়ে আসে। তাদের হাতে লাঠি, ধনুক আর ডাণ্ডা। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দু'শ' হাত পরিমাণ দূরে, তখন তাদের পথ-প্রদর্শক সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম মুদলিজী বললেন ঃ এ পাথর পর্যন্ত, তো বুঝা যাচ্ছে (যার উপর পদচিহ্ন বর্তমান রয়েছে), তবে এরপর কোথায় তার পা পড়েছে আমি জানি না। তখন কুরায়শী যুবকরা বলে, তুমি রাত্রি বলে ভুল করনি তো? ভোর হলে তাদের পথ-প্রদর্শক বলে— গুহায় দৃষ্টি দিয়ে দেখ। লোকেরা গুহা দেখার জন্য ছুটে আসে। যখন নবী (সা)-এর মধ্যখানে আনুমানিক ৫০ হাত দূরত্ব বাকী, তখন কবুতর দু'টি ডাক দিয়ে উঠে। তখন তারা বললো, গুহায় তাকাতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? সে বললো— আমি গুহার মুখে দু'টি বুনো কবুতর দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি বুঝতে পারি যে, গুহার ভেতরে কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনতে পান এবং বুঝতে পারেন যে, এ কবুতর দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'জনকে হিফাযত করেছেন। কবুতর দু'টিকে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করেন এবং হেরেমে তাদেরকে স্থান দান করেন আর সেখানে তারা বাচ্চা দেয়, যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ। এ ধারায় বর্ণনাটি নিতান্ত গরীব পর্যায়ের।

হাফিয আবূ নুআইম মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম সূত্রে ভিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তাতে একথা আছে ঃ মক্কার তাবত কবুতর ঐ কবুতর দু'টিরই বংশধর। এ বর্ণনায় এ কথা আছে যে, পথ-প্রদর্শক এবং পদচিহ্ন শনাক্তকারী ছিল সুরাকা ইব্ন মালিক মুদলিজী। ওয়াকিদী মূসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম তার পিতার বরাতে বলেন ঃ পদচিহ্ন পরখকারী ব্যক্তি ছিল কুরয্ ইব্ন আলকামা। আমি (ইব্ন কাছীর) বলি ঃ এমনও হতে পারে যে, তারা দু'জনই পদচিহ্ন অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছিল। আসল ব্যাপার কি তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ .... وَاللّٰهِ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"তোমরা যদি তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করেছিল এবং সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তারা উভয়ে ছিল গুহার মধ্যে, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তো নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আছেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর উপর নিজের প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন এবং আল্লাহ্র কথাই সব কিছুর উপরে এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৯ ঃ ৪০)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গমন না করে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ —যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর। তোমরা তাকে সাহায্য না করলে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন, তাকে শক্তি যোগাবেন এবং তাকে বিজয়ী ও সফলকাম করবেন, যেমন তিনি সাহায্য করেছিলেন ঃ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا —যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কাফিররা, তিনি মক্কা ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন সঙ্গী সাথী-আর বন্ধু আবূ বকর ছাড়া আর কেউই তাঁর সঙ্গে ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ —দু'জনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে ছিল গুহার মধ্যে। অর্থাৎ তারা দু'জনে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাতে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন, যাতে দুশমনদের অনুসন্ধানে ভাটা পড়ে, আর তা এ জন্যে যে, মুশরিকরা তাদেরকে না পেয়ে তাদের সন্ধানে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ে যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের দু'জন বা একজনকে ধরে দিতে পারলে একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করে। ফলে তাদের পদচিহ্ন অনুসন্ধানে লোকজন বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তারা তা মিলাতে সক্ষম হয়নি, বরং বিষয়টা তাদের নিকট সন্দেহজনক হয়ে উঠে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরায়শের জন্য পদচিহ্ন অনুসন্ধান করছিল সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম। তাঁরা যে পাহাড়ে ছিলেন, সে পাহাড়ে কুরায়শের অনুসন্ধানীরা আরোহণ করে, এমনকি তারা গুহার মুখ দিয়েও অতিক্রম করে। তাদের পা গুহার মুখ বরাবর হয়ে যায়। ফলে তারা তাদের উভয়কে দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের দু'জনকে হিফাযত করার কারণে, যেমন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন। আনাস ইব্ন মালিক আবূ বকর (রা)-এর বরাতে

বর্ণনা করে বলেছেন, গুহায় অবস্থানকালে আমি নবী করীম (সা)-কে বললাম, তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকালেই পায়ের নিচে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে পাবে। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

"হে আবূ বকর! সে দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ্ তা'আলা ? ইমাম বুখারী এবং মুসলিম তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কোন কোন সীরাত গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, আবূ বকর (রা) একথা বললে তখন নবী করীম (সা) বললেন, তারা এ দিক থেকে আসলে আমরা অবশ্যই ঐদিকে চলে যেতাম। তখন হযরত আবূ বকর (রা) গুহার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, এক দিক থেকে তা ফাঁক হয়ে গেছে। আর সমুদ্র তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর অপর প্রান্তে নৌকা বাঁধা আছে। আল্লাহ্র মহান কুদরত আর বিশাল ক্ষমতার কাছে এটা অসম্ভব অবাস্তব এবং অগ্রাহ্য নয়। তবে শক্তিশালী এমনকি দুর্বল সনদেও এমন হাদীছ বর্ণিত নেই। আমরা নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু প্রমাণ করতে চাই না। তবে যে হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ বা হাসান, আমরা কেবল তেমন হাদীছই উল্লেখ করি, কেবল সে হাদীছের কথাই আমরা বলি। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আর হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার ফযল ইব্ন সাহল সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ বৎস! মানুষের মধ্যে যখন কোন ঘটনা ঘটে, তখন তুমি গুহায় আসবে, যেখানে আমাকে আত্মগোপন করতে দেখেছ। আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে আত্মগোপন করেছি। তুমি সেখানে যাবে। কারণ, সকাল-সন্ধ্যা তথায় রিযিক আসবে। এরপর ইমাম বায্যার (হাদীছটি সম্পর্কে) মন্তব্য করেন ঃ খালফ্ ইব্ন তামীম ব্যতীত অন্য কোন রাবী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমি (অর্থাৎ গ্রন্থকার) বলি ঃ বর্ণনাকারীদের একজন মূসা ইব্ন মাতীর যঈফ এবং মাতরূক—অর্থাৎ রাবী হিসাবে তিনি নির্ভরযোগ্য নন বরং দুর্বল এবং তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুহাদ্দিছ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন তো তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

আর ইউনুস ইব্ন বুকায়র মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তারা দু'জন গুহায় প্রবেশকালে তৎপরবর্তী কালে তাদের গতিবিধি এবং সুরাকা ইব্ন মালিক-এর কাহিনীতে পরে বর্ণনা করা হবে— যে পংক্তিসমূহ হযরত আবূ বকর (রা) আবৃত্তি করেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কবিতাটিও ছিল ঃ

قال النبي ولم اجزع يوقرني - ونحن في سدف من ظلمة الغار

لا تخش شيئا فان الله ثالثنا - وقد توكل لي منه بإظهار-

নবী করীম (সা) বলেন, আমি ব্যাকুল হইনি, আমাকে সান্ত্বনা দানের জন্য তিনি বলেন, আর আমরা ছিলাম গুহায় অন্ধকারের আবরণে আচ্ছাদিত—

তুমি কোন কিছুর ভয় করবে না, কারণ, আল্লাহ্ হলেন আমাদের মধ্যে তৃতীয়, আর তিনি তো আমার দায়িত্ব নিয়েছেন (দীনকে) জয়যুক্ত করার।

আর হাফিয আবূ নুআয়ম যিয়াদ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে এ দীর্ঘ কাসীদাটি এবং তার সঙ্গে অন্য কাসীদাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আর ইব্ন লাহীআ আবুল আসওয়াদ সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের পর অর্থাৎ যেখানে আনসারগণের বায়আতে আকাবার পর যিলহাজ্জ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং মুহাররম ও সফর মাস মক্কায়ই অবস্থান করেন। এরপর কুরায়শের মুশরিকরা একমত হয় এবং সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা বা বন্দী করবে। অথবা তারা তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে অবহিত করে তাঁর উপর আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْاٰيَةُ-

"যখন কাফিররা তোমার সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করছিল যে ....

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে নির্দেশ দান করলে আলী তাঁর শয্যায় সে রাত্রে ঘুমান। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) বেরিয়ে যান। ভোরে কাফিররা তাঁদের দু'জনের খোঁজে চতুর্দিকে বের হয়। মূসা ইব্ন উকবা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে এরকমই উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) গুহার উদ্দেশ্যে বের হন রাত্রিবেলা। ইতোপূর্বে হাসান বসরী সূত্রে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে ইব্ন হিশাম রাত্রিবেলার সফর সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন। ইমাম বুখারী (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র সূত্রে নবী সহধর্মিণী হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। আইশা (রা) বলেন ঃ আমার যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হয়, তখন থেকেই আমি পিতা-মাতাকে দীন পালন করতে দেখে আসছি। আমাদের উপর এমন কোন দিন অতিবাহিত হতো না, যেদিন সকাল-বিকাল দিনের দু'প্রান্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের গৃহে আগমন না করতেন। মুসলমানরা যখন নির্যাতনের শিকার হলেন, তখন আবূ বকর (রা) ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তিনি যখন 'বারকুল গিমাদ'[১] পৌঁছেন, তখন ইব্নুদ দাগিন্নার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। আর ইনি ছিলেন 'ফারাহ' গোত্রের নেতা। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) এ প্রসঙ্গে ইবনুদ দাগিন্না কর্তৃক তাঁকে মক্কায় ফিরায়ে আনার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইথিওপিয়ায় হিজরত প্রসঙ্গে আমরা সে ঘটনা আলোচনা করেছি। সেখানে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইব্নুদ দাগিন্নাকে বলেছিলেন, আমি তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহ্র আশ্রয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। আইশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তখন মক্কায় ছিলেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে বললেন ঃ তোমাদের হিজরত ভূমি-স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে, তা দুই কঙ্করময় ভূমির মধ্যস্থলে খেজুর বাগান পরিবেষ্টিত স্থান। তখন যাদের হিজরত করার ছিল তারা মদীনার দিকে হিজরত করেন আর যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাদের কেউ কেউ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর আবূ বকর (রা) মদীনায় হিজরত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন ঃ অপেক্ষা কর, আশা করি আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন! আপনি কি তাই আশা করেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ।

১. বারকুল গিমাদ ইয়ামানের একটা স্থানের নাম। ভিন্ন মতে মক্কার পেছনে দিবা-রাত্রি ৫ দিনের দূরত্বে একটা স্থানের নাম।

তখন রাসূলের সঙ্গে হিজরতে সাথী হওয়ার জন্য আবূ বকর নিজেকে সংযত রাখেন এবং তিনি দু'টি বাহনকে ৪ মাস যাব বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে প্রস্তুত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ৬ মাস যাবত ঘাস-পানি খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন ?

ইব্ন শিহাব যুহরী উরওয়া সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আইশা (রা) বলেছেন ঃ একদিন আমরা দুপুরের গরমে আবূ বকর (রা)-এর গৃহে বসা ছিলাম। তখন কেউ একজন আবূ বকরকে বললোঃ ঐ দেখ মাথায় রুমালসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করছেন, এমন এক সময় সাধারণত যে সময় তিনি আগমন করেন না। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোন! আল্লাহ্র কসম, কোন বিশেষ ব্যাপারই তাঁকে এ সময় নিয়ে এসে থাকবে। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করে অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়। তিনি গৃহে প্রবেশ করে বললেন ঃ তোমার নিকট থেকে সকলকে বের করে দাও। তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোন! তারা তো আপনার পরিবারেরই লোক ঃ অন্য কেউ নয়। তখন তিনি বললেন— আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাহচর্য জুটবে তো ? নবী করীম (সা) বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ দু'টি বাহনের একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, মূল্যের বিনিময়ে। আইশা (রা) বলেন, আমরা তড়িঘড়ি তাদের জন্য সফরের সম্বল প্রস্তুত করি এবং তা একটি থলেতে পুরে দেই। আসমা বিন্ত আবূ বকর তার কোমর বন্ধ থেকে একটা টুকরা ছিঁড়ে নিয়ে থলের মুখ বেঁধে দেন। এ কারণে তার নাম হয় 'যাতুন নিতাকাইন'— দু' কোমরবন্ধের অধিকারিণী।

আইশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) ছাওর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করেন এবং তিন রাত সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। তিনি তখন বিচক্ষণ যুবক। ভোর রাত্রে তিনি মক্কায় এসে কুরায়শের সঙ্গে কাটাতেন যেন এখানেই তিনি রাত্রে ছিলেন। কথাবার্তা শুনে মনে রাখতেন এবং অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তাঁদের কাছে গিয়ে সে বিষয়ে তাঁদের জানাতেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা দিনের বেলা তাঁদের মেষ চরাতেন আর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তাঁদের নিকট মেষ নিয়ে আসতেন এবং তাঁরা দুধ পান করে রাত্রি যাপন করতেন। অন্ধকার থাকতেই আমির ইব্ন ফুহায়রা মেষ নিয়ে ফিরে আসতেন। উপর্যুপরি তিন রাত তিনি এরকম করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) পরিশ্রমিকের বিনিময়ে জনৈক ব্যক্তিকে পথ-প্রদর্শক নিয়োগ করেন। লোকটি ছিল বনী দাউলের শাখাগোত্র বনূ আব্দ ইব্ন আদীর লোক এবং একজন দক্ষ পথ-প্রদর্শক। 'আস ইব্ন আবূ ওয়াইল সাহমীর পরিবারের সাথে তার ছিল গভীর বন্ধুত্ব এবং সে ছিল এদের মিত্র। কুরায়শের কাফির-মুশরিকদের ধর্মে সে বিশ্বাসী ছিল। তাঁরা দু'জনে তাকে বিশ্বাস করে সওয়ারী তার কাছে অর্পণ করেন এবং তিন দিন পর ভোরে সওয়ারী নিয়ে গুহার মুখে হাযির হওয়ার জন্য তাকে বলে দেন। এসময় আমির ইব্ন ফুহায়রা এবং পথ-প্রদর্শককে নিয়ে তারা সমুদ্র উপকূলীয় পথে রওনা হন।

ইব্‌ন শিহাব (যুহরী) সুরাকা ইব্‌ন মালিক মুদলিজীর ভাতিজা আবদুর রহমান ইব্‌ন মালিক মুদলিজী সূত্রে তাঁর পিতার বরাতে বলেন যে, তাঁর পিতা সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরায়শ কাফিরদের দূত আসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বা আবূ বকর (রা)-কে হত্যা বা বন্দী করার পুরস্কারের ঘোষণা নিয়ে। তিনি বলেন, আমার স্বগোত্র বনী মুদলিজের একটা মজলিসে আমি উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তাদের এক ব্যক্তি আমাদের দিকে এ গিয়ে এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। আমরা তখনো উপবিষ্ট আছি। লোকটি বললো, হে সুরাকা! আমি সবে মাত্র উপকূলীয় পথে কিছু লোক দেখে এসেছি, আমার ধারণা এরা মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গী হবে। সুরাকা বলে, আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা তো আসলেই তারা। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম যে, না, ওরা তারা নয়। তুমি হয়তো অমুককে দেখে থাকবে, যে আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটু আগে চলে গেছে। এরপর আমি মজলিসে কিছু সময় অবস্থান করি. তারপর উঠে দাঁড়ায় এবং গৃহে প্রবেশ করি। আমি আমার ঘোড়া বের করে আনার জন্য বাঁদীকে নির্দেশ দেই। আমি তাকে টিলার পেছনে ঘোড়া নিয়ে আমার অপেক্ষায় থাকতে বলি এবং আমি বর্শা নিয়ে ঘরের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমার ঘোড়ার নিকট আসি, তার উপর সওয়ার হই, তাকে ছুটাই আর সে ছুটে যায় এবং আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যায়। আমাকে নিয়ে ঘোড়াটি হোঁচট খায় এবং আমি তার পিঠ থেকে নিচে পড়ে যাই। আমি উঠে দাঁড়ায় এবং তূণের প্রতি হাত বাড়াই এবং তা থেকে ভাগ্য গণনার তীর বের করে তার সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষ করি। তাদের ক্ষতি আমি করবো কি না তা জানার চেষ্টা করি। যা আমি পসন্দ করি না তাই বের হলো। ভাগ্য পরীক্ষার তীরের বিরোধিতা করে আমি ঘোড়ায় সওয়ার হই, ঘোড়া আমাকে কাছাকাছি নিয়ে যায়। এমনকি আমি রাসূলুল্লাহ্‌র তিলাওয়াতের শব্দ শুনতে পাই। কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। আর আবূ বকর তখন এদিকে ওদিকে-তাকাচ্ছিলেন। আমার ঘোড়ার দু'পা মাটিতে আটকা পড়ে হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায়। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই। আমি উঠে দাঁড়ায়, ঘোড়াকে শাসাই। সেও উঠে, কিন্তু সামনের পা দু'টি মাটি থেকে বের করতে পারলো না। সে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তার সামনের দু'পায়ের নীচ থেকে ধূলা উড়ে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আবার আমি তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও তা-ই বের হলো, যা আমার অপসন্দ। আমি তাদেরকে অভয় দিলাম। তাঁরা দাঁড়ালেন আমি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাদের নিকটে পৌঁছি। মাটিতে আটকা পড়ে আমার যে দশা হয় তাতে মনে এমন ভাবের উদয় হয় যে, অবিলম্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দীন জয়যুক্ত হবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার জাতি আপনাকে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাদেরকে নিয়ে লোকেরা যা করতে চায়, সে সম্পর্কে আমি তাঁদেরকে অবহিত করলাম এবং আমি তাদেরকে পথের সম্বল আর সামগ্রী দানের প্রস্তাব পেশ করলাম। তাঁরা আমাকে কোন জবাব দিলেন না। কোন কথা আমার নিকট জিজ্ঞাসাও করলেন না। কেবল এ টুকুই বললেন যে, আমাদের বিষয়টা গোপন রাখবে। আমাকে নিরাপত্তা-পত্র লিখে দেয়ার জন্য আমি আবেদন জানালে তিনি আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে চামড়ার টুকরায় নিরাপত্তা পত্র লিখে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক যুহরী সূত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর চাচা সুরাকা থেকে এ কাহিনী বর্ণনা করেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, তিনি একথা উল্লেখ করেনঃ গৃহ থেকে বের হওয়ার পরই ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তীর বের

করেন। তখন এমন তীর বের হয়, যা তার পসন্দ ছিল না। তাই বলে তার জন্য তা ক্ষতিকরও ছিল না। শেষ পর্যন্ত সুরাকা তাঁদের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানায়। তাতে একথাও উল্লেখ আছে যে, তাকে নিয়ে ঘোড়া চার বার হোঁচট খায়। আর এ সবই ঘটে তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণের মাধ্যমে। আর এতে এমন তীর বের হয়ে আসে, যা তার পসন্দনীয়ও ছিল না আবার তার জন্য ক্ষতিকরও ছিল না। শেষ পর্যন্ত সুরাকা তাদেরকে অভয় দান করে। সুরাকা তাদের নিকট এ অনুরোধও জানায় যে, তিনি যেন তাকে এমন একটি লিপি লিখে দেন যা হবে তার এবং রাসূলের মধ্যে একটি স্মারক স্বরূপ। সুরাকা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হাড্ডি, কাগজের টুকরা বা কাপড়ের টুকুরার উপরে একটা লিপি লিখে দেন। তাতে একথাও উল্লেখ করা হয় যে, তাইফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জিয়িররানায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ লিপি অর্থাৎ নিরাপত্তা পত্র দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ এ দিনটি উত্তম আচরণ আর বিশ্বস্ততার দিন। তাকে আমার নিকটে নিয়ে এসো। আমি তার নিকটে এলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ সে হল আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম। আর এটি একটি বিশ্বস্ত বিবরণ।

সুরাকা যখন ফিরে আসে (এ অনুসন্ধানী অভিযান থেকে) সন্ধানকারী দলের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে ফেরত দিয়ে বলতো, এ দিকে এ পর্যন্তই থেমে যাও। (অর্থাৎ এ দিকে গিয়ে লাভ হবে না, কেউ নেই।) যখন প্রকাশ পেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিশ্চিত মদীনা পৌঁছছেন, তখন সে লোকজনের নিকট সে সব বিষয় আর ঘটনা প্রকাশ করতে শুরু করে, যা সে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার মাধ্যমে এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। তখন কুরায়শের সরদাররা তার পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশংকা করে। তারা এ আশংকাও করে যে, এটা তাদের অনেকের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে যেতে পারে। আর সুরাকা ছিল বনী মুদলিজ গোত্রের নেতা। তখন অভিশপ্ত আবূ জাহ্ল বনূ মুদলিজ গোত্রের নিকট নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখে পাঠায় ঃ

بنى مدلج انى اخاف سفيهكم - سراقة مستغو لنصر محمد

عليكم به الا يفرق جمعكم - فيصبح شتى بعد عزو سودد

অর্থাৎ বনী মুদলিজ গোত্রের লোকজন! তোমাদের নির্বোধ সুরাকা সম্পর্কে আমার ভয় হয়, মুহাম্মদকে সাহায্য করে সে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। তোমাদের উচিৎ তাকে ঠেকানো, যাতে করে কোন ফাটল ধরাতে না পারে তোমাদের ঐক্যে। ফলে মর্যাদা আর কর্তৃত্বের পর তোমরা হয়ে পড়বে শতধা বিভক্ত। আবূ জাহ্লের জবাবে সুরাকা নীচের কবিতাটি লিখে পাঠান ঃ

أَبَاحِكَمٍ وَاللّٰه لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا - لِاَمْرِ جَوَادِىْ اِذْ تَسَوَّخَ قَوَائِمُهُ-

আবুল হাকাম! তুমি যদি দেখতে আমার ঘোড়ার পা যখন দেবে যায় মাটিতে,

عَجِبْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِاَنَّ مُحَمَّدًا - رَسُوْلٌ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ

তবে তুমি অবাক হতে। সন্দেহ করতে না যে, মুহাম্মদ রাসূল এবং প্রমাণ, কে আছে, যে তাঁর মুকাবিলা করতে পারে?

عليك فكف القوم عنه فانني اَخَالُ لَنَا يَوْمًا سَتَبْدُوْ مَعَالِمُهُ

তোমার কর্তব্য হলো লোকজনকে তার থেকে নিবৃত্ত করা, আমার ধারণা একদিন তার দীনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পাবে।

بامر تود النصر فيه فانهم - وان جميع الناس طرا مسالمه

যাতে তুমিও তাকে সাহায্য করতে আকাঙ্ক্ষী হবে, কারণ তারা এবং সকল মানুষ তার সঙ্গে সন্ধি করতে উদগ্রীব হবে।

[উমাবী তদীয় 'মাগাযী' গ্রন্থে আবূ ইসহাক সূত্রে এ কবিতাটি উদ্‌ধৃত করেছেন আর আবূ নুআয়ম উল্লেখ করেছেন যিয়াদ সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক থেকে এবং আবূ জাহ্‌লের কবিতায় এমনকিছু শ্লোক যোগ করেছে যাতে কুফরী বা নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা রয়েছে।]

আর ইমাম বুখারী (র) ইব্‌ন শিহাবের সনদে বলেন যে, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র আমাকে জানান যে, যুবায়র (রা) যখন সিরিয়া থেকে একটি মুসলমান বাণিজ্য কাফিলার সাথে ফিরছিলেন এসময় তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাদা কাপড় উপহার দেন। এদিকে মদীনার মুসলমানরা মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহির্গত হওয়ার কথা শুনতে পান। তারা প্রতিদিন ভোরে 'হাররা' নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য অপেক্ষায় থাকতেন এবং দুপুরের খরতাপে ঘরে ফিরতেন। এ ভাবে দীর্ঘ অপেক্ষার পর একদিন তারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেছেন এমন সময় জনৈক ইয়াহূদী কোন প্রয়োজনে একটু উঁচু ঘরের উপর উঠে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখতে পায়। তাঁরা সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁদের সাদা পোশাকের উজ্জ্বলতা যেন মরীচিকাকে হার মানাচ্ছিল। ইয়াহূদী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার দিয়ে উঠলো ঃ হে আরব সমাজ! এই যে তোমাদের ঈপ্সিত ব্যক্তি এসে পড়েছেন, যার অপেক্ষায় তোমরা প্রহর গুণছিলে। মুসলমানরা অস্ত্রের দিকে ছুটে যান এবং অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাররার উঁচু ভূমিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ডান দিকে মোড় নেন এবং শেষ পর্যন্ত বনূ আমর ইব্‌ন আওফের মহল্লায় অবতরণ করেন। আর এ দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের এক সোমবার। আবূ বকর (রা) লোকজনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপচাপ বসে থাকেন। আর অন্যদের মধ্যকার যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইতোপূর্বে দেখেননি তাঁরা এগিয়ে এসে আবূ বকর (রা)-কে অভিবাদন জ্ঞাপন করা শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদন মুবারকে রৌদ্রের উত্তাপ পতিত হলে হযরত আবূ বকর (রা) চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া দেন। তখন লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আমর ইব্‌ন আওফের মহল্লায় দশ রাতের কিছু বেশীকাল অবস্থান করেন। এখানে তিনি একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি ছিল বিখ্যাত মসজিদে কুবায়। এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করেন। এরপর তিনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে লোকজনও হেঁটে চলেন। শেষ পর্যন্ত মদীনায় মসজিদে নববীর স্থানে গিয়ে উট বসে পড়ে। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানরাও নামায আদায় করেন। যে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অন্যান্য মুসলমানগণ নামায আদায় করেন সেটি ছিল সুহাইল এবং সাহল নামের দু'জন ইয়াতীম বালকের, যারা ছিল আসআদ ইব্‌ন যুরারার প্রতিপালনাধীন। স্থানটি ছিল খেজুর শুকানোর খলা। এখানে উট বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

هذا ان شاء الله المنزل–

ইনশাআল্লাহ, এটিই হচ্ছে অবতরণ স্থল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াতীম বালকদ্বয়কে ডেকে আনান এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থানটির মূল্য জানতে চান। বালকদ্বয় বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আমরা স্থানটি আপনাকে দান করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট থেকে দান হিসাবে স্থানটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত তিনি টাকা দিয়ে স্থানটি ক্রয় করে সেখানে মসজিদ বানান।

মসজিদ নির্মাণকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাঁদের সঙ্গে ইট বহন করেন। এ সময় তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ

هذا الحمال لاَ حِمَالَ خَيْبَرَ – هَذا ابر ربنا واطهر–

এ (ইট) বহন করা খায়বর-এর ফলমূল বহন করার মত নয়, হে আমাদের পালনকর্তা! এ বহন করা অতি পুণ্যময় ও অতি পবিত্র।

নবী করীম (সা) এ সময় আরো আবৃত্তি করতেন ঃ

لاهم ان الاجر اجر الاخرة – فارحم الانصار والمهاجره–

হে পরওয়ারদিগার! পরকালের পুরস্কারই আসল পুরস্কার। সুতরাং তুমি দয়া কর আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি।[১]

কোন একজন মুসলমানের নামে এ কবিতাগুলো চালু হলেও তাঁর নাম আমি জ্ঞাত নই। ইব্ন শিহাব (যুহরী) বলেন ঃ এ কবিতার পংক্তি ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য কোন পূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা বুখারী শরীফের শব্দমালা। ইমাম বুখারী এককভাবে এ কবিতাগুলো উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর উল্লিখিত কবিতার সমর্থনে আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। তবে তাতে উম্মু মা'বাদ আল খুযাইয়ার ঘটনার উল্লেখ নেই। আমরা এখানে ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক প্রয়োজনীয় আলোচনা করবো।

ইমাম আহমদ আম্র ইব্ন মুহাম্মদ আবূ সাঈদ আল-আনকারী সূত্রে বারা' ইব্ন আযিরা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ আবূ বকর (রা) ১৩ দিরহাম দিয়ে আযিব-এর নিকট থেকে একটা যীন ক্রয় করেন। তখন আবূ বকর (রা) আযিবকে বললেন, তাকে বল, যেন যীনটি আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বের হলেন, তখন আপনি কেমনটি করেছিলেন আমাদেরকে তা না বলা পর্যন্ত তা আপনার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেবো না। কারণ এ সময় আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আমরা

১. মূল গ্রন্থে এ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সীরাতে ইবন হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময় মুসলমানরা বলতেন ঃ لا عيش الا عيش الاخرة – اللهم ارحم الانصار والمهاجره আখিরাতের জীবনই আসল জীবন, হে আল্লাহ! রহম কর আনসার মুহাজিরদের প্রতি। আর রাসূলুল্লাহ্ ও (সা) বলতেন ঃ لاعيش الاعيش الاخرة – اللهم فارحم المهاجرين والانصار —আখিরাতের জীবন ছাড়া কোন জীবন নেই, হে আল্লাহ! মুহাজির ও আনসারদের প্রতি রহম কর।

বের হই রাত্রের শেষ প্রহরে। দিবারাত্র সফর করতে থাকি। শেষ পর্যন্ত বেলা ঠিক দুপুরে আমি চোখ খুলে চতুর্দিকে তাকালাম এই আশায় যেন আমরা কোন ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারি। অকস্মাৎ একটা বড় পাথর সামনে পড়ে, এগিয়ে গিয়ে দেখি সামান্য ছায়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আমি জায়গাটি সমান করি, তাঁর জন্য চাদর বিছাই এবং বলি-ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিশ্রাম করুন। তিনি বিশ্রাম করলেন। এরপর আমি বের হয়ে সন্ধানরত কাউকে দেখতে পাই কিনা, লক্ষ্য করতে থাকি। এ সময় একজন মেষ চারককে দেখতে পাই। তাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কার মেষ চারক হে বালক? সে বলে, এক কুরায়শী ব্যক্তির। সে মালিকের নাম বলে, আমি তাকে চিনতে পারি। আমি তাকে বলি, তোমার মেষ পালের মধ্যে কি দুধেল মেষ আছে ? সে বলে, আছে বৈ কি! আমি বলি তুমি কি আমার জন্য দুধ দোহন করবে ? বললো, হ্যাঁ। এরপর আমি তাকে নির্দেশ দিলে সে একটা ছাগল নিয়ে আসে। আবার তাকে নির্দেশ দিলে সে ওলান ধূলা-বালিমুক্ত করে। আবার নির্দেশ দিলে সে ধূলা বালি থেকে হাত পরিষ্কার করে। আমার সঙ্গে একটা পাত্র ছিল। পাত্রের মুখে ছিল একটা কাপড়ের টুকরা। সে আমার জন্য সামান্য পরিমাণ দুধ দোহন করে। আমি দুধ পেয়ালায় ঢালি, তার নিচের অংশ ঠাণ্ডা হয়। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করি এবং তাঁকে দুধটুকু দিয়ে দেই। এসময় তিনি জেগে গিয়েছিলেন। আমি নিবেদন করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে খুশী হলাম। এরপর বললাম, প্রস্থান করার সময় হয়েছে কি ? তারপর আমরা রওনা হলাম। আর (কুরায়শের) লোকজন তখনো আমাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম ছাড়া কেউ আমাদের সন্ধান পায়নি। আর সে ছিল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অনুসন্ধানী ব্যক্তিটি তো আমাদের নিকট এসে গেছে! তিনি বললেন ঃ

لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"তুমি বিচলিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।" এমন কি তার এবং আমাদের মধ্যে এক, দুই বা তিন বর্শা পরিমাণ দূরত্ব থাকা অবস্থায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অনুসন্ধানী তো একেবারেই আমাদের নিকটে এসে গেল, আমদের নাগাল পায় পায় আর কি! এ বলে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন ? [আমি বললাম]

আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি আমার নিজের জন্য কাঁদছি না, আমি কাঁদছি আপনার জন্য। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য বদদু'আ করে বললেন ঃ

اللهم اكفناه بما شئت

"হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে ইচ্ছা তার থেকে আমাদেরকে হিফাযত কর।" এরপর তার ঘোড়ার পা পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে দেবে যায় এবং সে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলে ঃ

“হে মুহাম্মদ! আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি যে, এটা আপনার কাজ! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, আমি যে বিপদে আছি, তিনি যেন আমাকে তা থেকে নাজাত দেন। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমার পেছনে যারা অনুসন্ধানরত আছে, তাদের ব্যাপারে আমি অবশ্যই অন্ধ হয়ে থাকবো। (অর্থাৎ তাদেরকে দেখবো না এবং আপনার সন্ধান দেবো না)। এ হল আমার তীরদান। আপনি তা থেকে একটা তীর নিয়ে নিন। অমুক অমুক স্থানে আপনি আমার উট আর মেষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবেন। সেখান থেকে প্রয়োজন অনুপাতে আপনি নিয়ে নেবেন।”

“তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই”— এ বলে রাসূলুল্লাহ্ তার জন্যে দু'আ করেন। তার ঘোড়া মুক্তি পায়। সে তার লোকজনের নিকট ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আমি অব্যাহত ভাবে চলতে থাকি। শেষ পর্যন্ত আমরা মদীনায় এসে পৌঁছি। লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় আর ছাদে ছাদে লোক বেরিয়ে আসে।

الله اكبر جاء رسول الله جاء محمد صل الله عليه وسلم

“আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ্ এসেছেন, মুহাম্মদ এসেছেন” বলে শিশুরা আর সেবকরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাদের বাড়ীতে অবস্থান করবেন, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

আবদুল মুত্তালিবের মাতৃকুল বনু নাজ্জার পরিবারে আজ রাত্রে অবস্থান করবো, তাঁদের প্রতি সম্মানার্থে। ভোর হলে তিনি সেখানে গমন করেন, যেখানে গমন করার জন্য তাঁকে হুকুম করা হয়েছিল।

বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম যিনি আমাদের নিকট আগমন করেন তিনি হলেন মুসআব ইব্‌ন উমায়র। ইনি ছিলেন বনূ আবদুদ্দারভুক্ত। এরপর আগমন করেন ইব্‌ন উম্মু মাক্‌তূম, বনূ ফিহরের অন্যতম সদস্য। এরপর আগমন করেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ২০ সদস্যের একটি দল নিয়ে। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খবর কি? তিনি বললেনঃ আমার পেছনে আসছেন। এরপর আগমন করলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বেই আমি কতিপয় মুফাস্‌সাল সূরা শিখে নিয়েছিলাম। বুখারী, মুসলিম হাদীসটি ইসরাঈলের সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে বারা'র উক্তি ঃ

اول من قدم علينا

(সর্বপ্রথম যিনি আমাদের নিকট আগমন করেন) শুধু মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) গুহায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর (রা)। কুরায়শরা যখন থেকে তাঁকে সন্ধান করতে থাকে, তখন থেকেই তাঁকে ফেরত দিতে পারলে একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করে। যখন তিন দিন অতিক্রান্ত হয়

এবং তাঁদের ব্যাপারে লোকজন নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের দু'জনের এবং তার নিজের উট নিয়ে পূর্ব বর্ণিত পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ হাযির হয় এবং আসমা বিন্‌ত আবূ বকর খাদ্যদ্রব্যের পুটলি নিয়ে আসেন। কিন্তু তা বাঁধবার জন্য রশি আনতে ভুলে যান। তারা উভয়ে রওনা হয়ে গেলে আসমা খাদ্যদ্রব্যের পাত্র ঝুলাতে গিয়ে দেখেন যে, তাতে রশি নেই। তখন তিনি কোমরবন্ধ ছিঁড়ে রশি বানান এবং পুটলিটি বেঁধে দেন। একারণে তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন' বলা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) দু'টি বাহনের নিকটে গিয়ে তাদের মধ্যে উত্তমটি পেশ করে বলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি আরোহণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

যে উটের মালিকানা আমার নয়, আমি তাতে আরোহণ করবো না। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, উটটি আপনারাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, বরং কত মূল্যে তুমি তা কিনেছো ? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ এত এত মূল্যে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ মূল্যে আমি ক্রয় করলাম। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা আপনারই জন্য।

ওয়াকিদী তাঁর একাধিক সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) কাসওয়া নামক উটটি গ্রহণ করেন। তিনি একথাও বলেন যে, আবূ বকর উটনী দু'টি আটশ' দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন। আর ইব্‌ন আসাকির হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তা ছিল জাদ'আ। অনুরূপভাবে সুহায়লীও ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তাঁরা দু'জন সওয়ার হয়ে রওনা করেন এবং আবূ বকর (রা) পথিমধ্যে তাদের খিদমতের জন্য তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে তাঁর উটের পেছনে বসান। এ সম্পর্কে হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) বেরিয়ে যাওয়ার পর কুরায়শের একদল লোক আমাদের কাছে আসে। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌লও ছিল। এরপর ইব্‌ন ইসহাক আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক আসমার গালে চপেটাঘাত করে এবং এর ফলে তাঁর কানের বালি (দুল) পড়ে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন, যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ আমরা তিন রাত অতিবাহিত করি। আমরা জানতাম না যে, তিনি কোন্ দিকে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মক্কার নিম্নভূমি থেকে জনৈক জিন আগমন করে আরবদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে। লোকেরা তার আওয়ায শুনছিল, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মক্কার উচ্চভূমি থেকে বেরিয়ে এসে সে আবৃত্তি করে ঃ

جزى الله رب الناس خير جزائه – رفيقين حلا خيمتى ام معبد–

মানুষের পালনকর্তা আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দিন সে দু'জন সঙ্গীকে, যারা অবতরণ করেছে উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে।

هما نزلا بالبر ثم تروحا – فافلح من امسى رفيق محمد

তারা অবতরণ করেছে পুণ্য আর তাকওয়া নিয়ে। আর সফল হয়েছে সে ব্যক্তি, যে মুহাম্মদের সঙ্গী হয়েছে।

ليهن بني كعب مكان فتاتهم –ومعقدها للمؤمنين بمرصد–

বনূ কাআবের জন্য মুবারক হোক তাদের নারীর স্থান, আর তাদের অবস্থান মুসলমানদের জন্যে শান্তিধাম।

হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ সে লোকটির কথা অর্থাৎ এ কবিতা শুনে আমরা বুঝতে পারি রাসূল (সা) কোন্ দিকে যাচ্ছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি মদীনার দিকে যাত্রা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তাঁরা ছিলেন চার জন ঃ রাসূল (সা), আবূ বকর (রা), আমির ইব্‌ন ফুহায়রা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাদ। ইব্‌ন ইসহাক এরূপই বলেছেন। আর প্রসিদ্ধ হল ইব্‌ন আরীকত দুয়ালী। তখন পর্যন্ত সে ছিল মুশরিক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তাদের পথ-প্রর্দশক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাদ যখন তাঁদের উভয়কে নিয়ে বের হয়, তখন তারা মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়ে পথ চলে। এরপর তাদেরকে নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে উসফানের নিম্নাঞ্চল দিয়ে পথ চলতে থাকে। এরপর আমাজ এবং কুদায়দ অঞ্চল অতিক্রম করার পর তাঁদেরকে নিয়ে আগ্রসর হয়। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে সে স্থান থেকে খারার[১] এর পথ হয়ে 'ছানিয়া আল-মুর্‌রা' অতিক্রম করে। সেখান থেকে তাঁদেরকে নিয়ে যায় 'লাক্‌ফ' অঞ্চলে। সেখান থেকে তাঁদেরকে নিয়ে অতিক্রম করে মাদলাজা লাক্‌ফ। সেখান থেকে মাদলাজা মাজাজ। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে গমন করে মারজাহ্ মাজাজ। সেখান থেকে তাঁদেরকে নিয়ে যায় যুল-আযওয়ায়ন মারজাহ। এরপর যী কাশাদ প্রান্তরে। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে যায় জাদাজিদ-এর উপর দিয়ে। এরপর আজরাদ-এর উপর দিয়ে। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে চলে আ'দা প্রান্তর ও যা-সালম হয়ে তি'হিন-এর মাদলাজায়। এরপর আবাবীদ হয়ে তাঁদেরকে নিয়ে অতিক্রম করে আল-কাহা অঞ্চল। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে নেমে আসে আল আরজ অঞ্চলে। এরপর একটি উট পেছনে পড়ে গেলে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি—যাকে বলা হয় আওস ইব্‌ন হাজার—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর উটে সওয়ার করান। এ উটকে বলা হতো ইব্‌নুর রিদা। এ উট তাঁকে মদীনা পর্যন্ত বহন করে নেয়।

আওস ইব্‌ন হাজার তার উটের সঙ্গে একজন সেবকও দেয়, যার নাম ছিল মাসঊদ ইব্‌ন হুনায়দা। তাদেরকে নিয়ে বের হয় [তাদের পথ-প্রদর্শক আল-আরাজ থেকে রাকূবার দক্ষিণে ছানিয়া আল আইর-এর পথে অগ্রসর হয়। ইব্‌ন হিশামের মতে এ স্থানকে বলা হয় আল গাইর (الغائر)। সেখান থেকে তাদেরকে নিয়ে নেমে আসে রীম প্রান্তরে। সেখান থেকে তাঁদেরকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে] কুবায় পৌঁছে। সেখানে বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে তিনি অবস্থান

১. মূল দুটি কপিতে আছে আল-হারার (الحرار) আল্‌হারার বহু বচন (جمع الحرة) সীরাতে ইব্‌ন হিশামে আছে আল খারার (الخرار) এটা হিজাযের একটা স্থানের নাম। মতান্তরে মদীনার একটা উপত্যকা বা কূয়ার নাম (ইয়াকূত প্রণীত মুজামুল বুলদান)।

করেন। এটি ছিল সোমবার রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রাত্রি। সূর্য তখন প্রখর কিরণ দিচ্ছিল এবং তখন ছিল প্রায় দুপুরের কাছাকাছি সময়।

ওয়াকিদী সূত্রে আবূ নুআয়ম এই মনযিলগুলোর অনুরূপ নাম উল্লেখ করেছেন। তবে কোন কোন মনযিলের নামের ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন। আবূ নুআয়ম আবূ হামিদ ইব্‌ন জাবালা সূত্রে মালিক ইব্‌ন আওস-এর মাধ্যমে তাঁর পিতাকে উদ্‌ধৃত করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) হিজরত কালে জুহ্‌ফায় আমাদের উটের নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে জিজ্ঞেস করেলেন, এ উটগুলো কার ? লোকেরা বললো, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকর (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌ চাহেন তো আমি নিরাপদ। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? সে বললো, মাসউদ। তিনি হযরত আবূ বকরের প্রতি তাকিয়ে বললেন ঃ

سعدت ان شاء الله

"ইনশা আল্লাহ্‌ আমি সফল হয়ে গেছি।" তিনি বলেন, এরপর তাঁর নিকট আমার পিতা আগমন করেন এবং তাঁকে উটে আরোহণ করান। সে উটটির নাম ছিল 'ইব্‌নুর-রিদা'।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, ইতোপূর্বে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা থেকে সোমবারে বের হন এবং মদীনায় প্রবেশ করেন সোমবারে। বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় প্রবেশ করার মধ্যখানে ১৫ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। কারণ তিনি ছওর গুহায় অবস্থান করেন তিন দিন। এরপর উপকূলীয় পথ ধরে চলেন। এ পথ সচরাচর চলাচলের পথ থেকে অনেক দীর্ঘ। এ পথ অতিক্রম কালে পথিমধ্যে তিনি বনূ কাআব ইব্‌ন খুযাআর উম্মু মা'বাদ বিন্‌ত কাআবের নিকট দিয়ে যান। ইউনুসের উদ্‌ধৃতি দিয়ে ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ মহিলার নাম আতকা বিন্‌ত খাল্‌ফ ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আসরাম। আর উমুবী বলেন ঃ তিনি হলেন বনী মুনকিয ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন সাম্‌বীস ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন খায়সা ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন আমর গোত্রের মিত্র আতিকা বিন্‌ত তাবী'। এ মহিলার সন্তানদের মধ্যে ছিলেন মা'বাদ, নাযরা এবং হুনায়দা। এরা সকলেই আবূ মা'বাদের সন্তান। আর তার নাম আকতাম ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন সাম্‌বীস। তার কাহিনী প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, যার একটা অপরটাকে শক্তিশালী করে।

এ হল উম্মু মা'বাদ আল-খুযাইয়ার কাহিনী। ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে ইউনুস বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা মেহমান-দারীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে মহিলাটি বলেন, আমার নিকট কোন খাবার নেই, নেই কোন দুধেল বকরী: এ অল্পবয়সী ছাগলগুলো ছাড়া। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে একটা মেষ আনার জন্য বললেন। মেষ হাযির করা হলে তিনি ওলানে হাত বুলালেন, আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন এবং একটা বড় পাত্রে দুধ দোহন করলেন। এমনকি দুধে ফেনা দেখা দিল এবং তিনি বললেন ঃ হে উম্মু মা'বাদ, তুমি পান কর। উম্মু মা'বাদ বললো, না, বরং আপনিই পান করুন। আপনিই তো পান করার বেশী হকদার। তিনি উম্মু মা'বাদকে তা ফিরিয়ে দিলে তিনি পান করলেন। এরপর আরো

একটি অল্প বয়সী ছাগী তলব করে আনান এবং সেটিকেও এরকম করেন এবং তার দুধ পান করেন। এরপর অপর একটা অল্প বয়সী বকরী তলব করে সেটিকেও এরূপ করে তার দুধ দোহন করে পথ-প্রদর্শককে পান করান। পরে আরো একটি অল্প বয়সী ছাগী তলব করান এবং সেটিকেও এরূপ করে তার দুধ আমিরকে পান করান। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন। ওদিকে কুরায়শের লোকজন উম্মু মা'বাদের নিকট পৌঁছে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলে ঃ তুমি কি মুহাম্মদকে দেখেছে ? তার এই এই হুলিয়া। তারা উম্মু মা'বাদের নিকট তার পরিচয় পেশ করে। উম্মু মা'বাদ বলেন ঃ তোমরা কি বলছো কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমাদের নিকট এক যুবক এসেছিল, সে অল্প বয়সী বকরীর দুধ দোহন করেছে। কুরায়শরা বললো ঃ আমরা তো তাকেই খুঁজছি।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উভয়ে গুহায় প্রবেশ করেন। গুহায় ছিল বেশ কয়েকটি ছিদ্র। তা থেকে কিছু বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাতে দংশন না করে এ আশংকায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটি গর্তের মুখ বন্ধ করেন। তাঁরা দু'জন গুহায় তিন রাত্রি অবস্থান করেন। তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে উম্মু মা'বাদের তাঁবুতে অবস্থান নেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে বললেন, আমি এক অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল দেখতে পাচ্ছি। তবে আপনাদের মেহমানদারীর জন্য এ গোত্র আমার চাইতে বেশী শক্তিশালী ও যোগ্য। সন্ধ্যা হলে মহিলাটি তার এক অল্পবয়সী ছেলে মারফত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটা চাকু এবং একটা বকরী প্রেরণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চাকুটি নিয়ে যাও এবং একটি পাত্র নিয়ে এসো। তখন মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট (এ মর্মে) খবর পাঠায় যে, বকরীটির দুধ আর বাচ্চা কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমাদের নিকট পাত্র নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরীর পিঠে হাত বুলালে তা চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং তার ওলানে দুধ নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুধ দোহন করে নিজে পান করেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে পান করান। এরপর আবার দুধ দোহন করে পাত্রে করে উম্মু মা'বাদের নিকট পাঠান। এরপর ইমাম বায্যার (র) বলেন, এ সনদ ব্যতীত (অন্য কোন সনদে) হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আর ইয়াকুব ইব্ন মুহাম্মদ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইব্ন উকবা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

হাফিয বায়হাকী (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে বের হয়ে আরবের একটি কবীলার নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কোণে একটা গৃহ দেখতে পেয়ে সেদিকে যেতে মনস্থ করলেন। আমরা যখন সেখানে অবতরণ করি, তখন সেখানে একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ ছিল না। মহিলাটি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! আমি তো একজন মেয়ে মানুষ, আমার সঙ্গে অন্য কেউ নেই। আপনারা মেহমানদারী চাইলে কবীলার কোন প্রধান ব্যক্তির নিকট যান। কিন্তু তিনি একথার কোন জবাব দিলেন না। আর তখন ছিল সন্ধ্যার সময়। মহিলার এক পুত্র সন্তান

বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। মহিলাটি সন্তানকে বলে ঃ বৎস! এ বকরী আর এ ছোরা এ দু'জন লোকের কাছে নিয়ে যাও এবং বল ঃ আমার আম্মা বলছেন, বকরী যবাহ্ করে নিজে খাবেন এবং আমাদেরকেও খাওয়াবেন। সে নবী (সা)-এর নিকট গেলে তিনি তাকে বলেন ঃ ছোরাটা নিয়ে যাও এবং আমার জন্য একটা পেয়ালা নিয়ে এসো। সে বললো, বকরীটি তো এখনো বাচ্চা দেয়নি। তা এখনো দুধেল নয়। তিনি বললেন, তুমি যাও (এবং পেয়ালা নিয়ে এসো)। সে পেয়ালা নিয়ে আসে। নবী করীম (সা) বকরীটির ওলানে হাত বুলান এবং দুধ দোহন করেন। এমনকি পাত্র দুধে ভরে যায়। এরপর বললেন ঃ এ পাত্র তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। তিনি দুধ পান করেন, এমনকি পরিতৃপ্ত হয়ে যান। এরপর সে পেয়ালা নিয়ে তিনি বলেন, এ ছাগীটি নিয়ে যাও এবং অন্য একটি আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি ঐ বকরীর সঙ্গেও এরূপ করলেন এবং এবার আবূ বকর (রা)-কে পান করালেন। এরপর আরেকটি বকরী নিয়ে আসে এবং তিনি তার সঙ্গেও অনুরূপ করেন। এরপর নবী করীম (সা) নিজে পান করেন এবং আমরা রাত্রি যাপন করি। তার পরে আমরা প্রস্থান করি। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুবারক বলে অভিহিত করেন। মহিলার মেষ পাল অনেক বৃদ্ধি পায়, এমনকি তা মদীনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

আবূ বকর (রা) গমনকালে মহিলার সন্তান তাকে দেখে চিনতে পায়। তখন সে বলে, এ লোকটি মোবারক ব্যক্তির সঙ্গে ছিল। তখন মহিলা তার দিকে দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার সঙ্গে যে লোকটি ছিলেন তিনি কে? তিনি বললেন, তুমি কি জান না তিনি কে? মহিলাটি বললেন, না। তখন তিনি বললেন ঃ তিনিই তো আল্লাহ্র নবী। মহিলাটি বললেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। বললেন, মহিলাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে আপ্যায়িত করেন এবং উপঢৌকন দেন। ইব্ন আব্দান তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত যোগ করেন ঃ মহিলাটি বলেন ঃ সে মুবারক ব্যক্তির নিকট গমন করার পথ আমাকে দেখাও। মহিলাটি আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে গমন করেন এবং তাঁকে কিছু পনির এবং কিছু আরবীয় পণ্যসম্ভার উপহার দান করেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে পরিধেয় বস্ত্র এবং উপঢৌকন দান করেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমার মনে হয়, তিনি একথাও বলেছেন যে, মহিলাটি ইসলাম কবূল করেন। বর্ণনাটির সনদ হাসান। ইমাম বায়হাকী বলেন, এ কাহিনীটি উম্মু মা'বাদের কাহিনীর অনুরূপ। বলা বাহুল্য, উনিই ছিলেন উম্মু মা'বাদ।

বায়হাকী হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবূ মা'বাদ খুযাঈ থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্য বের হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), তাঁর আযাদ করা গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা এবং তাঁদের পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরীকত আল লায়ছী। তাঁরা উম্মু মা'বাদ খুযাঈর তাঁবুর নিকট দিয়ে গমন করেন। আর উম্মু মা'বাদ ছিলেন একজন প্রৌঢ়া মোটা-সোটা মহিলা। তিনি তাঁবুর বাইরে বসে থাকতেন এবং আগন্তুকদেরকে আপ্যায়ন করাতেন। তাঁরা মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলার নিকট থেকে ক্রয় করতে পারেন এমন কোন গোশ্ত বা দুধ কি তার নিকট আছে? কিন্তু তারা তার নিকট এমন কিছুই পেলেন না। মহিলাটি আরো বলে ঃ আমাদের কাছে কিছু থাকলে আমরা তোমাদের মেহমানদারী করা থেকে বিরত থাকতাম না। আর গোত্রের লোকেরা

তো বিপন্ন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁবুর এক প্রান্তে একটা বকরী আছে। তিনি বললেন, উম্মু মা'বাদ-এ বকরীটা কেমন ? মহিলাটি জবাব দিল, দুর্বলতার কারণে অন্য বকরীদের সঙ্গে চলতে না পেরে এটি পেছনে পড়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তার কি দুধ আছে ? মহিলা বললেন, তাতো নিতান্তই দুর্বল। দুধ আসবে কোত্থেকে ? বললেন, তুমি কি আমাকে তার দুধ দোহন করার অনুমতি দেবে ? মহিলাটি বললোঃ তাতে দুধ থাকলে দোহন করে দেখতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরীটিকে আনতে বললেন। বকরীটি হাযির করা হলে তিনি আল্লাহ্র নাম নিয়ে বকরীটির গায়ে হাত বুলান। ওলান মুছে দেন। আল্লাহ্র নাম নিয়ে একটা বড়সড় পাত্র আনতে বলেন, যাতে একদল লোকের তৃপ্তি হতে পারে। বকরীটি চাঙ্গা হয়ে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ সজোরে দুধ দোহন করেন। এমনকি পাত্রটি ভরে যায়। [আর তিনি সে দুধ মহিলার নিকট প্রেরণ করেন] তিনি পান করেন, পান করেন তাঁর সঙ্গীরাও একের পর এক করে বারবার। তারা তৃপ্ত হলে পর তিনি (রাসূলুল্লাহ) নিজে পান করেন। এ সময় তিনি বলেন ঃ ساقى القوم آخرهم

"জাতিকে যে পান করায় সে সকলের শেষে পান করে থাকে।"

এরপর তিনি পুনরায় বকরীটির দুধ দোহন করেন। তাঁরা সেখানে রাত্রি যাপন করেন। দুধটুকু রেখে তারা প্রস্থান করেন।

তিনি বলেন, অল্পক্ষণ পরই মহিলাটির স্বামী আবূ মা'বাদ দুর্বল কৃশ, শক্তি-সামর্থ্যহীন মেষ গুলো তাড়া করতে করতে ফিরে আসে। এসব মেষে মজ্জা খুব সামান্যই ছিল। দুধ দেখে স্বামীটি অবাক হয় এবং জিজ্ঞাসা করে, হে উম্মু মা'বাদ! এ দুধ কোত্থেকে এলো ? দুধ দেয়ার মতো বকরী তো ঘরে একটাও নেই। যে বকরীগুলো আছে সেগুলোতো নেহাৎ অল্প বয়সী। উম্মু মা'বাদ বললো ঃ না, আল্লাহ্র কসম, আমাদের নিকট দিয়ে এক মুবারক (বরকতময় ও পুণ্যবান) ব্যক্তি অতিক্রম করে গিয়েছেন। তাঁর কথা আর বচন ছিল এমন এমন। তার স্বামী বললেন ঃ সে মুবারক ব্যক্তিটির পরিচয় আমার কাছে পেশ কর। তাঁর বর্ণনা দাও। আমার ধারণা ইনিই সে ব্যক্তি, কুরায়শরা যাকে খুঁজছে। তখন মহিলাটি বললো ঃ আমি এমন ব্যক্তিকে দেখেছি যার চেহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর চরিত্র, লাবণ্যময় মুখ, বিরাট বপু তাকে কদর্য করেনি, মাথার টাক বা ক্ষুদ্র মাথা তাকে ত্রুটিপূর্ণ করেনি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও চিত্তহারী ব্যক্তিত্ব, তার চোখ দু'টি ডাগর কালো। চোখের পলক দীর্ঘ ও ঘন, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য ও ভারিক্কীপনা, উজ্জ্বল সুর্মামাখা চোখ, সরু পাতলা ভুরু, ঘাড় খাড়া সোজা, দাড়ি ঘন-কৃষ্ণ, না অতি দীর্ঘ না অতি খাটো, যখন তিনি চুপ থাকেন তখন থাকেন গাম্ভীর্য নিয়ে, যখন তিনি কথা বলেন তখন কণ্ঠস্বর হয় ভরাট মিষ্টভাষী, থেমে থেমে কথা বলেন, বেশী কথাও বলেন না, আবার প্রয়োজনের চাইতে কম কথাও বলেন না। তাঁর কথা যেন ছড়ানো মুক্তামালা, দূর থেকে দেখতে সুদর্শন ও চিত্তহারী, আর নিকট থেকে দেখলে আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর, মধ্যম অবয়ব, দীর্ঘ আকৃতি নয়, যা দেখতে খারাব দেখায়, আর এমন খাটোও নয়, যা দৃষ্টিতে তুচ্ছ ঠেকে, দু'টি শাখার মধ্যস্থলে একটা শাখা, যা তিনটি শাখার মধ্যে সবচেয়ে নযরকাড়া, দৈহিক আকৃতিতে

তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথী আছেন, যারা সর্বদা তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তিনি কথা বললে তারা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনেন, তিনি নির্দেশ দান করলে তা পালন করার জন্য তারা ছুটে যান। সকলেই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন সকলেই তার চারিপাশে সমবেত হন কানকথাও বলে না আবার বেশী কথাও না। মহিলার ভাষায় রাসূলের পরিচয় এরকম।

তখন মহিলার স্বামীটি বললো ঃ هذا والله صاحب قريش الذى تطلب

"আল্লাহ্র কসম, এ তো কুরায়শের সে ব্যক্তি, যাকে তারা খুঁজছে।" তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে আমাকে তার সঙ্গী করার জন্য আবেদন জানাতাম। এ জন্য কোন পথ পেলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবো। আবূ মা'বাদ আল-খুজাঈ বলেন ঃ এরপর মক্কাভূমি থেকে উচ্চকণ্ঠে বুলন্দ-আওয়াজ উত্থিত হয়। আসমান-যমীনে এ আওয়াজ ভেসে আসে। সকলে এ আওয়াজ শুনতে পায়। কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কে আওয়াজ দিচ্ছে, কেউ তা জানে না। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। আওয়াজদাতা বলছিল ঃ

جزى الله رب الناس خير جزائه – رفيقين حلا خيمتى ام معبد

মানুষের পালনকর্তা মহান আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দিন সে সঙ্গীদ্বয়কে, যারা অবস্থান নিয়েছিলেন উম্মু মা'বাদের তাঁবুতে।

هما نزلا بالبر وارتحلابه – فا فلح من امسى رفيق محمد

তাঁরা দু'জনে অবস্থান নেন সম্মান আর মর্যাদার সঙ্গে এবং প্রস্থান করেন। যে ব্যক্তি মুহাম্মদের সঙ্গী হয়েছে সেইতো হয়েছে সফলকাম।

فيال قصى مازوى الله عنكم – به من فعال لا تجارى وسؤدد

সুতরাং হে কুসাই-এর বংশধরগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কেমনতর কীর্তি আর কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন।

سلوا اختكم عن شاتها واناءها – فانكم ان تسئلوا الشاة تشهد

তোমরা জিজ্ঞেস কর তোমাদের বোনকে তার বকরী আর ভাণ্ড সম্পর্কে। কারণ তোমরা যদি বকরীকে জিজ্ঞেস কর, তবে সেও সাক্ষ্য দেবে।

دعا ها بشاة حائل فتحلبت – له بصريح ضَرَّة الشاة مزبد

তিনি সে মহিলাকে একটি অল্পবয়সী বকরী দিতে বলেন, আর তা তাঁকে দুধ দেয় স্পষ্ট রূপে, বকরীর ওলানে ছিল ফেনাযুক্ত দুধ।

فغادره رهنا لديها لحالب – يدرلها فى مصدر ثم مورد

তিনি তার নিকট দুধ দোহনকারীর জন্য দুধভর্তি ওলান রেখে যান, যা সে নারীকে দুধ দেয় দিনের শুরুতে আর শেষে (অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায়)।

তিনি বলেন, পরদিন প্রত্যূষে লোকেরা নবী করীম (সা)-কে মক্কায় আর খুঁজে পেলো না। তারা উম্মু মা'বাদের তাঁবুর পথ ধরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হয় (মদীনায়)। আবূ মা'বাদ আল-খুযাঈ বলেন, উপরোক্ত কবিতার জবাবে হাস্সান ইব্ন ছাবিত নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم – وقد سر من يسرى اليهم ويغتدى

ব্যর্থ হয়েছে সে জাতি হিজরত করেছেন যাদের নবী, আর আনন্দিত হয়েছে সে ব্যক্তি, যে সকাল-বিকাল ছুটে যায় তাঁর পানে।

ترحل عن قوم فزالت عقولهم – وحل على قوم بنور مجدد

এমন এক জাতির নিকট থেকে তিনি প্রস্থান করেছেন, যাদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অপর এক জাতির নিকট অবস্থান নিয়েছেন নিত্য নতুন নূর তথা আলো নিয়ে।

هداهم به بعد الضلالة ربهم – وارشدهم من يتبع الحق يرشد

গোমরাহীর পর তাদের পালনকর্তা তাদেরকে হিদায়াত করেছেন, পথ-প্রদর্শন করেছেন। যে সত্যের অনুসরণ করে, সে হিদায়াত পায়।

وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا – عمى وهداة يهتدون بمهتد

জাতির গোমরাহ লোকেরা, যারা গ্রহণ করেছে নির্বুদ্ধিতা আর অন্ধত্ব, তারা কি সমান হতে পারে ওদের, যারা হিদায়াত লাভে ধন্য হয়েছে?

نبى يرى مالا يرى الناس حوله – ويتلو كتاب الله فى كل مشهد

তিনি এমন এক নবী, যিনি দেখেন তাঁর আশেপাশের লোকজন যা দেখে না এবং তিলাওয়াত করেন আল্লাহ্র কিতাব সকল স্থানে।

وان قال فى يوم مقالة غائب – فتصديقها فى اليوم او فى ضحى الغد

কোন দিন যদি তিনি গায়বের কথা বলেন, তবে তা সত্য প্রতিপন্ন হয় সেদিনই; অথবা পর দিন পূর্বাহ্নে।

ليهن ابا بكر سعادة جده – بصحبته من يسعد الله يسعد

আবূ বকরের জন্য মুবারক হোক তার সাধনার সৌভাগ্য সাহচর্য লাভের কারণে; আল্লাহ্ যাকে ভাগ্যবান করেন সে-ই হয় ভাগ্যবান।

ويهن بنى كعب مكان فتاتهم – ومقعدها للمسلمين بمرصد

বনূ কাআবকে মুবারকবাদ যে, তাদের বংশে মহিলাটি রয়েছেন এবং মুসলমানদের তাঁর আস্তানায় বিশ্রামের জন্য।[১]

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনীকার সুহায়লী উপরোক্ত কবিতাগুলো তৎপূর্ববর্তী কবিতাগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন এবং তা জিনদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। এ কবিতাগুলো সাহাবী কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিতের রচনা বলে তিনি মেনে নিতে চান না।

আবদুল মালিক ইব্ন ওয়াহাব বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আবূ মা'বাদ আল্ খুযাঈ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরত করে (মদীনায়) নবী করীম (সা)-এর নিকট গমনও করেছিলেন। বর্ণনাটি আবূ নুআয়ম-এর। এ বর্ণনার শেষে তিনি এটুকু যোগ করেন যে, আমি জানতে পেরেছি উম্মু মা'বাদ হিজরত করেছিলেন। ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে গিয়ে মিলিতও হয়েছিলেন। এরপর আবূ নুআয়ম বকর ইব্ন মুহ্রিম আল-কালবী সূত্রে সাহাবী হুবায়শ ইব্ন খালিদ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন তিনি তথা থেকে মুহাজিররূপে বের হন। সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), আমির ইব্ন ফুহায়রা এবং তাঁদের পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরীকত লাইছী। তাঁরা উম্মু মা'বাদের তাঁবুর নিকট দিয়ে গমন করেন। উম্মু মা'বাদ ছিলেন বয়াস্কা কিন্তু শক্ত-সমর্থ এক মহিলা। তিনি তাঁবুর আঙ্গিনায় ঠায় বসে থাকতেন।

এরপর তিনি ঠিক পূর্বের মত বর্ণনা করেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ সূত্রে সালীত আলবদ্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর (রা), আমির ইব্ন ফুহায়রা এবং ইব্ন আরীকত, যে তাদেরকে পথ দেখতো। তাঁরা উম্মু মা'বাদ আল খুযাইয়ার নিকট দিয়ে গমন করেন। মহিলাটি তাঁদেরকে চিনতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে বললেন ঃ

হে উম্মু মা'বাদ! তোমার কাছে কি কিছু দুধ পাওয়া যাবে ? মহিলাটি বলে ঃ না, আল্লাহ্র কসম, বকরীটি তো অল্পবয়সী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ বকরীটি কেমন ? মহিলাটি বলে ঃ দুর্বলতার কারণে অন্য বকরী থেকে পেছনে পড়ে আছে। এরপর পূর্বের মতো গোটা হাদীছ বর্ণনা করেন।

বায়হাকী (র) বলেন, এ ঘটনাগুলো একই কাহিনী হতে পারে। এরপর তিনি উম্মু মা'বাদের বকরীর কাহিনীর সঙ্গে অনুরূপ কাহিনী বর্ণনা করেন। হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ কায়স ইব্ন নুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এবং আবূ বকর (রা) যখন গোপনে রওনা হন, তখন তাঁরা একজন মেষচারকের নিকট দিয়ে গমন কালে তার কাছে দুধ চান। সে বললো, দুধ দোহন করার মতো বকরী আমার কাছে নেই। তবে একটা বকরী শীত মওসুমের শুরুতে গর্ভবতী হয়েছিল, তা একটা অসম্পূর্ণ বাচ্চা জন্ম দিয়েছিল, এখন তো তার ওলানে কোন দুধ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরীটি হাযির করতে বললেন। তা হাযির করা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে স্পর্শ করলেন, তার ওলানে হাত বুলালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে তার ওলানে দুধের সঞ্চার হলো এবং আবূ বকর (রা) একটা ঢাল নিয়ে এলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে পাত্রেই দুধ দোহন করলেন। আবূ বকর (রা)-কে তিনি দুধ পান করালেন। আবার দোহন করে রাখালকে পান করালেন। এরপর আবার দোহন করে তিনি নিজে পান করলেন। তখন রাখালটি বললো, আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, সত্য করে বলুন, আপনি কে ? আল্লাহ্র কসম, আপনার মতো মানুষ তো আমি কখনো দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বিষয়টা তুমি গোপন রাখতে পারলে আমি তোমাকে বলবো, রাখালটি বললো, আচ্ছা। তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাখালটি বললো। আপনি কি সে ব্যক্তি, যার সম্পর্কে কুরায়শের

ধারণা যে, লোকটি সাবী তথা পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ তারা তো এমন কথাই বলে। তখন রাখালটি বললো ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি (আল্লাহ্‌র) নবী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাও সত্য। আসল কথা এই যে, আপনি যা করেছেন, তা কেবল একজন নবীই করতে পারেন (অন্য কেউ এমনটি করতে পারে না)। আজ থেকে আমি আপনার অনুসারী।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ

বর্তমান সময়ে তুমি এটা করতে সক্ষম হবে না। তুমি যখন জানতে পারবে যে, আমি জয়যুক্ত হয়েছি, তখন তুমি আমার কাছে আসবে। আবূ ঈয়ালা আল মাওসেলী জা'ফর সূত্রে এটি বর্ণনা করেন।

আবূ নুআয়ম এখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, আমি ছিলাম বালিগ হওয়ার কাছাকাছি যুবক, মক্কায় আমি উতবা ইব্ন আবূ মুআয়তের মেষ চরাতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাঁরা মুশরিকদের কবর থেকে বেরিয়ে আসছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বালক তোমার কাছে কি আমাদেরকে পান করাবার মতো দুধ আছে ? আমি বললাম, এটা তো আমার কাছে আমানত স্বরূপ, কাজেই আমি তো আপনাদেরকে দুধ পান করাতে পারি না। তারা দু'জনে বললেন, তোমার কাছে এমন ছোট ছাগল আছে, যা এখনো সঙ্গমের উপযুক্ত হয়নি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমি তাঁদের দু'জনের নিকট তা নিয়ে এলাম। আবূ বকর (রা) আমার কাছে ছাগলটিকে ধরলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ওলানে হাত দিলেন। দু'আ করলেন। এর ফলে ওলান দুধে ভরে গেল। এরপর আবূ বকর (রা) পেয়ালার মতো একটা পাত্র নিয়ে আসলেন। তাতে দুধ দোহন করলেন। তিনি নিজে এবং আবূ বকর (রা)-কে পান করালেন এবং আমাকেও পান করালেন। এরপর ওলানকে সংকুচিত হওয়ার জন্য বললে তা সংকুচিত হয়ে গেল। পরবর্তীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছার পর আরয করলাম—এ পবিত্র বাণী অর্থাৎ কুরআনুল করীম থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি তো একজন শিক্ষিত যুবক। আমি সরাসরি তাঁর যবান মুবারক থেকে ৭০টি সূরা শিক্ষা করি। এতে কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি যে বলেছেন, তাঁরা দু'জনে মুশরিকদের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, এর অর্থ হিজরতের সময় নয়। এ হলো হিজরতের পূর্বে কোন এক পর্যায়ে। কারণ, সূচনাতেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইব্ন মাসঊদ ছিলেন এবং মক্কায় ফিরে আসেন, সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আর তাঁর এ কাহিনী বিশুদ্ধ এবং সিহাহ্ ইত্যাদি গ্রন্থে প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসআব ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুবায়রী সূত্রে আবাদিল-এর আযাদকৃত গোলাম ফাইদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন সাআদের সঙ্গে আমি বের হলাম। আমরা যখন আল্-আরাজ নামক স্থানে পৌঁছি, তখন ইব্ন

সাআদ উপস্থিত হন। আর এ সাআদ হলেন সে ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রাকূবার[১] পথ প্রদর্শন করেছেন। তখন ইবরাহীম বলেন, আপনার পিতা আপনাকে যে হাদীছ বলেছেন, আপনি আমাকে সে হাদীছটি বলুন। তখন ইব্ন সাআদ বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের নিকট আগমন করেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর (রা)। আর আমাদের নিকট আবূ বকর (রা)-এর একটা দুগ্ধপোষ্যা কন্যা ছিল—আর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার দিকে সংক্ষিপ্ত রাস্তা তালাশ করছিলেন।

এখন সাআদ তাঁকে বলেন 'রাকূবা' উপত্যকার এই বিরান প্রান্তরে আসলাম গোত্রের দু'জন চোর রয়েছে। এদেরকে 'মুহানান' বলা হয়। আপনি চাইলে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করে আনতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, তাদেরকে পাকড়াও করে আনার দরকার নেই। বরং আমাদেরকেই তাদের কাছে নিয়ে চলো। সাআদ বলেন, এরপর আমরা বের হলাম। আমরা কিছু দূর এগিয়ে গেলে তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলে ঃ এই যে ইয়ামানী! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দু'জনকে ডেকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তাদের নাম জিজ্ঞেস করলে তারা বলে--আমরা হলাম মুহানান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ بل انتما المكرمان

(না, তোমরা মুহানান নও) বরং তোমরা তো 'মুকরামান' তথা সম্মানিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মদীনায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বের হলাম। আমরা যখন কুবার নিকটে উপস্থিত হই, তখন বনূ আমর ইব্ন আওফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারা কোথায়? সাআদ ইব্ন খায়ছামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তো আমার আগে পৌঁছেছেন। আমি কি এ সংবাদ দেব না? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হলেন। তিনি একটা খেজুর বাগানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, সেখানে পর্যাপ্ত পানি ভর্তি একটি হাওয রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ

হে আবূ বকর! এটাই তো সে স্থান, যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটা হাওযওয়ালা অঞ্চলে অবতরণ করছি। যেমন বনী মুদলাজের হাওযওয়ালা অঞ্চল। বর্ণনাটি এককভাবে ইমাম আহমদের।

পরিচ্ছেদ

নবী (সা)-এর মদীনায় প্রবেশ ও তাঁর অবস্থান-স্থল

যুহরী সূত্রে উরওয়া থেকে ইতোপূর্বে বুখারীর বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) দুপুরে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন। গ্রন্থকার বলেন ঃ হয়তো এটা দুপুরের পর হয়ে থাকবে। কারণ, হিজরতের হাদীছ বুখারী-মুসলিমের বর্ণনায় ইসরাঈল সূত্রে আবূ বকর (রা)-এর বর্ণনায় আছে ঃ আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

---

১. মূল কপিতে 'নূন' যোগে ركونه (রকুনা) লিখা হয়েছে, যা ভুল। আর 'রকূবা' মক্কা-মদীনার মধ্যস্থলে 'আল-আরাজ' নামক স্থানের কাছে 'ওয়ারকান' পর্বতের কাছে একটা ঘাঁটির নাম।

আমরা রাত্রি-বেলা (মদীনায়) উপস্থিত হই। তখন আনসারদের মধ্যে বিরোধ বাধে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কার গৃহে অবতরণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আবদুল মুত্তালিবের মাতুলকুল বনূ নাজ্জারে অবস্থান করবো তাদের সম্মানার্থে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এটা হয়তো ছিল তাঁর কুবায় উপস্থিতির দিন দুপুরে যখন তিনি মদীনার কাছাকাছি পৌঁছেন এবং খেজুর গাছের ছায়ায় অবস্থান করে পরে মুসলমানদেরকে নিয়ে রওনা হন এবং কুবায় রাত্রি যাপন করেন। আর এখানে দুপুরের পরকে রাত্রি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, দুপুরের পর থেকেই বিকালের সূচনা হয়। অথবা এর অর্থ এই যে, কুবা থেকে রওনা হন দিনের বেলা এবং বনূ নাজ্জারে পৌঁছেন রাত ইশার সময়। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে।

ইমাম বুখারী যুহরী সূত্রে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফের নিকট অবস্থান করেন দশ রাত্রির চাইতে কিছু বেশী এবং এ সময় তিনি কুবায় মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর তিনি সওয়ার হন এবং তাঁর সঙ্গে লোকজনকে নিয়ে রওনা হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মসজিদের স্থানে সওয়ারী বসে পড়ে। এ স্থানটি ছিল সহ্ল এবং সুহায়ল নামে দু'জন ইয়াতীমের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট থেকে স্থানটা ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করান। আর এ ছিল বনী নাজ্জারের মহল্লায়। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন।

আর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সূত্রে নবী করীম (সা)-এর একদল সাহাবীর বরাতে বলেন যে, তাঁরা বলেছেন ঃ আমরা যখন মক্কা থেকে নবী করীম (সা) -এর বের হওয়ার খবর জানতে পারলাম তখন আমরা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম। ফজরের নামায আদায় করার পর 'হাররার' বাইরে আমরা নবী করীম (সা)-এর অপেক্ষায় থাকতাম। আল্লাহ্র কসম, সূর্যতাপ আমাদের অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা ছায়ায় বসে থাকতাম। ছায়া না পেলে আমরা ফিরে যেতাম। আর এটা ছিল গ্রীষ্মের মওসুম। এমনকি যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করেন, সেদিন যখন এলো সেদিনও আমরা অন্যান্য দিনের মত বসে ছিলাম। যখন কোন ছায়াই আর অবশিষ্ট থাকলো না তখন আমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলাম। আর আমরা যখন ঘরে প্রবেশ করি, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় প্রবেশ করেন। জনৈক ইয়াহূদী ব্যক্তি তাঁকে সকলের আগে দেখতে পায়। সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বলে, হে বনূ কায়লা (আনসার!) এই যে, তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি আগমন করেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ছুটে গেলাম। তিনি তখন খেজুর গাছের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর (রা)। দু'জনের বয়স প্রায় সমান ছিল। আমাদের অধিকাংশ লোক ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেনি। তাঁর আশে-পাশে লোকজনের ভিড় হয়ে যায়। আবূ বকর আর তাঁর মধ্যে লোকেরা ফারাক করতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ছায়া সরে গেলে আবূ বকর (রা) তাঁর চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছায়া দান করেন। এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পারি। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় ইতোপূর্বে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। মূসা ইব্ন উকবাও তাঁর মাগাযী গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ হাশিম সূত্রে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক-এর রিওয়ায়াত উদ্‌ধৃত করেন ঃ

আমি বালকদের মধ্যে ছুটাছুটি করছিলাম। তারা বলছিল— মুহাম্মদ এসেছেন। আমি ছুটে গেলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে আবূ বকর (রা)। তাঁরা দু'জনে অনাবাদ এলাকায় থেমে যান। এরপর দু'জনে জনৈক বেদুঈনকে প্রেরণ করলেন আনসারকে তাঁদের আগমনের সংবাদ দেয়ার জন্য। পাঁচ শতাধিক আনসার ছুটে এসে তাঁদের দু'জনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আনসারগণ তাঁদের নিকটে এসে বলেন ঃ আপনারা নিরাপদে এবং আমাদের বরণীয়রূপে চলুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সঙ্গী লোকজনের সাথে এগিয়ে আসেন। মদীনাবাসীরা নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এমনকি কুলশীলা মহিলাগণও ঘরের ছাদে আরোহণ করে তাঁকে দেখে বলে উঠেন ঃ ايهم هو ايهم هو।

তিনি কোন্ জন ? তিনি কোন্ জন ? এমন দৃশ্য আমরা (ইতোপূর্বে) কখনো দেখিনি। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি তাঁকে দেখি, যেদিন তিনি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেন (অর্থৎ হিজরতের দিন) এবং তাঁর ইনতিকালের দিনও দেখেছি। এ দু'দিনের অনুরূপ দিন আমি আর কখনো দেখিনি। ইমাম বায়হাকী হাকিম সূত্রে আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে ইসরাঈল সূত্রে আবূ বকর (রা) থেকে হিজরত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

আমরা মদীনায় আগমন করলে লোকেরা ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে, গৃহের উপরে উঠে। শিশুরা আর খাদিমরা বলে উঠে ঃ

আল্লাহু আকবার রাসূলুল্লাহ্ এসেছেন,
আল্লাহু আকবার মুহাম্মদ এসেছেন।
আল্লাহু আকবার মুহাম্মদ এসেছেন,
আল্লাহু আকবার রাসূলুল্লাহ্ এসেছেন।

সকাল হলে তিনি রওনা করেন— যেমনটি তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইমাম বায়হাকী আবূ আমর আল-আদীব সূত্রে ইব্‌ন আইশার বরাতে বলেন ঃ

"আমি ইব্‌ন আইশাকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে নারী এবং শিশুরা বলে উঠে ঃ

তালাআল বাদ্‌রু আলাইনা
মিন ছানিয়াতিল ওয়াদাই,
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মাদাআ লিল্লাহি দা-ই।
"উদিত হয়েছে আমাদের উপর নতুন চাঁদ
ওদা পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে,

শোকর আদায় করা আমাদের কর্তব্য

যতদিন আহ্বানকারী আহ্বান করে (আল্লাহর দিকে)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐতিহাসিকরা যেমন বর্ণনা করেন, কুবায় কুলছুম ইব্‌ন হিদম-এর গৃহে অবস্থান করেন। এ কুলছুম ইব্‌ন হিদম বনূ আম্‌র ইবনু আওফের লোক এবং এটা হচ্ছে বনূ উবায়দের শাখা গোত্র। কারো কারো মতে তিনি সাআদ ইব্‌ন খায়ছামার গৃহে অবস্থান করেন। যাঁরা বলেন যে, তিনি কুলছুম ইব্‌ন হিদম-এর গৃহে অবস্থান করেন, তাঁরা (এর ব্যাখ্যা হিসাবে এ কথাও) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুলছুম ইব্‌ন হিদম-এর গৃহ থেকে বের হয়ে লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ দানের জন্য সাআদ ইব্‌ন খায়ছামার গৃহে বসতেন। আর এটা এজন্যে যে, সাআদ ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর পরিবার-পরিজন ছিল না। আর এ কারণে তাঁর গৃহকে বলা হতো অবিবাহিতদের নিবাস। আর হযরত আবূ বকর (রা) অবস্থান করেন বনূ হারিছ ইব্‌ন খাযরাজের অন্যতম সদস্য খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ-এর গৃহে 'সুন্‌হ' নামক স্থানে। আবার কারো কারো মতে তিনি অবস্থান করেন বনূ হারিছ ইব্‌ন খাযরাজের খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ সুহায়ব-এর গৃহে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব মক্কায় তিন রাত তিন দিন অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে যেসব আমানত তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, সে সব ফেরত দেওয়া পর্যন্ত। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে এসে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে কুলছুম ইব্‌ন হিদম এর গৃহে অবস্থান করেন। কাজেই হযরত আলী (রা) কুবায় এক রাত বা দু'রাত অবস্থান করেন। হযরত আলী (রা) বলেন যে, কুবায় এক মহিলা ছিল, তার স্বামী ছিল না। মহিলাটি ছিল মুসলমান। আমি দেখতে পাই যে, রাত্রিবেলা একজন পুরুষ আগমন করে মহিলার দরজায় আঘাত করতো। পুরুষটির নিকট মহিলাটি বেরিয়ে এলে তাকে কিছু একটা দিতো। আর মহিলা তা গ্রহণ করতো। পুরুষটি সম্পর্কে আমার খারাব ধারণা জন্মে। আমি মহিলাটিকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দী। এ লোকটি কে, যে প্রতি রাত্রে তোমার গৃহের দরজায় করাঘাত করে আর তুমি লোকটির নিকট বের হয়ে আস, আর লোকটি তোমাকে কিছু একটা জিনিস দেয়। জানি না, তা কী জিনিস। তুমি তো একজন মুসলিম মহিলা, তোমার স্বামী নেই। মহিলাটি বললো! এ পুরুষটি হলেন সাহল ইব্‌ন হানীফ। তিনি জানেন যে, আমি এমন এক নারী যার কেউ নেই। সন্ধ্যায় তিনি গোত্রের মূর্তিগুলোর উপর আঘাত হেনে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেন এবং মূর্তিভাঙ্গা কাষ্ঠগুলো আমার কাছে নিয়ে আসেন, যাতে সে কাষ্ঠগুলো আমি জ্বালানি রূপে ব্যবহার করতে পারি। হযরত সাহল ইব্‌ন হানীফ ইরাকে হযরত আলী (রা)-এর নিকট মৃত্যুবরণ করলে তিনি এ গোপন তথ্যটি প্রকাশ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফ-এর গৃহে সোম মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— এ চারদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর জুমুআর দিন আল্লাহ্ তাকে তাদের মধ্য থেকে বের করেন। আর বনূ আম্‌র ইব্‌ন আওফ-এর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করেছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদ্‌রীস বলেন, বনূ আমর ইব্‌ন আওফ ধারণা করে যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্যে আঠারো রাত্রি অবস্থান করেন। গ্রন্থকার বলেন ঃ ইতোপূর্বে যুহ্রী সূত্রে উরওয়া থেকে ইমাম বুখারীর বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি তাদের মধ্যে ১০ রাত্রির কিছু বেশী সময় অবস্থান করেছিলেন। আর মূসা ইব্ন উকবা মুজাম্মা' ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হারিছ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফের মধ্যে বাইশ রাত্রি অবস্থান করেন। আর ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন ঃ কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্যে চৌদ্দ রাত্রি অবস্থান করেন।

মদীনা মুনাওওয়ারায় প্রথম জুমুআর নামায

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ সালিম ইব্ন আওফে জুমুআর সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাতনে ওয়াদী-ওয়াদীয়ে রানূনায়-জুমুআর নামায আদায় করেন। আর এটা ছিল মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম জুমুআর নামায। এরপর বনূ সালিমের এক দল লোকের সঙ্গে ইতবান ইব্ন মালিক এবং আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নায্লা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন, আমরা সংখ্যায় অধিক, আমাদের প্রস্তুতি অনেক এবং আমরা প্রতিরোধ আর প্রতিরক্ষায়ও সক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ خلوا سبيلها فانها مامورة-

"তোমরা উটনীটির পথ ছেড়ে দাও। কারণ, সে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আদেশপ্রাপ্ত।" ফলে তারা উটনীটির পথ ছেড়ে দেয়। উটনী চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বনূ বিয়াযার মহল্লায় পৌঁছলে যিয়াদ ইব্ন লাবীদ এবং ফারওয়া ইব্ন আমর একদল লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবেদন জানান ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন, আমরা জনবল এবং অস্ত্র বলে অধিক এবং প্রতিরোধ আর প্রতিরক্ষায় সক্ষম।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "তোমরা তার পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট।" তারা তার পথ ছেড়ে দেয় এবং সে চলতে থাকে। বনূ সাইদার মহল্লা দিয়ে গমনকালে বনূ সাইদার একদল লোকসহ সাআদ ইব্ন উবাদা এবং মুনযির ইব্ন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর খিদমতে হাযির হয়ে আবেদন জানান ঃ

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন। সংখ্যায় আমরা অধিক এবং প্রতিরোধে আমরা সক্ষম।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা তার রাস্তা ছেড়ে দাও। কারণ, সে (আল্লাহ্র পক্ষে থেকে) আদেশপ্রাপ্ত আছে। উটনীটি চলতে থাকে। বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ এর মহল্লা বরাবর পৌঁছলে সাআদ ইব্ন রাবী', খারিজা ইব্ন যায়দ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ-এর একদল লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে আগমন করুন। জনবল আর অস্ত্রবলে আমরা বেশী এবং প্রতিরোধ আর প্রতিরক্ষায়ও আমরা সক্ষম।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

"তোমরা তার পথ ছেড়ে দাও, সে যে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট।" তারা পথ ছেড়ে দিলে সে চলতে থাকে। বনী আদী ইব্ন নাজ্জারের মহল্লা দিয়ে অতিক্রমকালে উম্মু আবদুল

মুত্তালিব তাদের বংশের অন্যতম নারী সালমা বিনত আম্‌র- এরা দু'জন নিকটে আসে। এরা সালীত ইব্‌ন কায়স এবং আবূ সালীত আসীরা ইব্‌ন খারিজা বনী আদী ইব্‌ন নাজ্জারের একদল লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনার মাতুলকূলে অবস্থান গ্রহণ করুন। জনসংখ্যা আর অস্ত্রবলে তারা বেশী এবং প্রতিরোধেও তারা সক্ষম।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবারও বললেন ঃ

"তোমরা তার পথ ছেড়ে দাও। কারণ, সে তো আদিষ্ট আছে।" পথ ছেড়ে দিলে উটনীটি আপন মনে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বনূ মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের মহল্লার দরজায় এসে, বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত, সেখানে বসে পড়ে। এ স্থানটি ছিল বনূ মালিকের দু'জন ইয়াতীম শিশু— সহল এবং সুহায়লের খেজুর শুকাবার স্থান আর এ দু'জন ইয়াতীম শিশু মুআয ইব্‌ন আফরার প্রতিপালনাধীন ছিলেন।

আমি অর্থাৎ (গ্রন্থকার) বলি, যুহ্‌রী সূত্রে উরওয়ার উদ্‌ধৃতিতে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াতীমদ্বয় আসআদ ইব্‌ন যুরারার প্রতিপালনাধীন ছিলেন। আসল ব্যাপার আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মূসা ইব্‌ন উকবা উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল-এর গৃহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন আর সে তখন কাছেই উপস্থিত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এ আশায় অপেক্ষা করেন যে, হয়তো তাঁকে তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করবে আর সে ছিল তখন খাযরাজের গোত্রপতি। তখন আবদুল্লাহ্ বলে, যারা আপনাকে ডেকেছে, তাদের নিকট গিয়ে অবস্থান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারীকে একথা জানালে সাআদ ইব্‌ন উবাদা তাঁর পক্ষ থেকে ওযর পেশ করে বলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ্ করেছেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আমরা তার মাথায় মুকুট স্থাপন করবো এবং তাকে আমাদের রাজারূপে বরণ করবো।" মূসা ইব্‌ন উকবা আরো বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আমর ইব্‌ন আওফ-এর গৃহ থেকে রওনা হওয়ার আগে আনসারগণ একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সওয়ারীর আগে-পিছে চলতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান আর মর্যাদা লাভের জন্যে কে তাঁর উটের রশি ধরবেন, এ নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়। কোন আনসারীর গৃহের নিকট দিয়ে গমনকালে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আহ্বান জানাতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন ঃ

"তাকে ছেড়ে দাও, সে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট। আল্লাহ্ যেখানে আমাকে অবতরণ করান, সেখানেই সে অবতরণ করবে।" হযরত আবূ আইউবের গৃহের কাছে গিয়ে উটনীটি তাঁর গৃহের দরজায় বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে অবরতণ করে হযরত আবূ আইউবের গৃহে প্রবেশ করেন এবং সেখানে মসজিদ ও বাসস্থান নির্মাণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে (তাঁর) উটনী বসে পড়লে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উটনীর পিঠ থেকে অবতরণ করেননি; উটনীটি, আবার উঠে দাঁড়ায় এবং কিছু দূর চলে আর

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উটনীর রশি ধারণ করে রাখেন, তাকে একেবারে ছেড়ে দেননি। এরপর উটনীটি কিছুটা পেছনে সরে আসে এবং তার বসার স্থানে এসে বসে পড়ে। এরপর সে একটু সরে যায় হনহন শব্দ করে এবং মাটিতে মাথা রাখে এবং তার পিঠ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নেমে আসেন। তখন আবূ আইউব এবং খালিদ ইব্ন যায়দ (এগিয়ে এসে) উটের পালানটি বহন করে ঘরে নিয়ে রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে অবতরণ করেন। পূর্বোক্ত খেজুর খলা সম্পর্কে তিনি জানতে চান যে, এটা কার ? মু'আয ইব্ন আফ্রা তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আম্র-এর দুইপুত্র সাহ্ল এবং সুহায়লের এবং তারা দু'জন ইয়াতীম অবস্থায় আমার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আমি তাদের দু'জনকে রাযী করতে পারবো। আপনি সেখানে মসজিদ বানিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তিনি আবূ আইউবের গৃহেই অবস্থান করেন। মসজিদ আর বাসস্থান নির্মাণ না করা পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করেন। মসজিদ নির্মাণের কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসারগণের সঙ্গে নিজেও অংশগ্রহণ করেন। মসজিদ নির্মাণের কাহিনী একটু পরে আস্ছে।

ইমাম বায়হাকী 'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে আনসার নারী-পুরুষগণ উপস্থিত হয়ে তাঁদের ঘরে আহ্বান করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের মতই জবাব দেন।

এ সময় বনূ নাজ্জারের বালিকারা তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে এবং দফ বাজাতে বাজাতে বলতে থাকে ঃ

لنحن جوار من بنى النجار - ياحبذا محمد من جار-

আমরা নাজ্জার বংশের বালিকারা, মুহাম্মদ (সা) কতই না উত্তম প্রতিবেশী!

রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহ থেকে বের হয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে ভালবাস? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমরা অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একে একে তিনবার বললেন ঃ

انا والله احبكم

"আল্লাহ্র কসম, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।"

এ সূত্রে হাদীছটি গরীব। সুনান গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেউই হাদীছটি উদ্ধৃত করেননি। অবশ্য হাকিম তাঁর 'মুস্তাদরাকে' হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী আবূ আবদুর রহমান সুলামী সূত্রে আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এতে বাড়তি এতটুকু আছে যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

يعلم الله ان قلبى يحبكم

"আল্লাহ্ জানেন যে, আমার অন্তর তোমাদেরকে ভালবাসে।"

ইমাম ইব্ন মাজা হিশাম ইব্ন আম্মার সূত্রে ঈসা ইব্ন ইউনুস থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী মা'মার সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) দেখতে পেলেন যে, নারী আর শিশুরা এগিয়ে আসছে। রাবী বলেন যে, আমার ধারণা, আনাস (রা) বলেছেন, তারা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসছিল। তখন নবী করীম (সা) সোজা দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমরা আমার নিকট মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথাটা তিনবার বললেন।

ইমাম আহমদ আবদুস সামাদ সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা অভিমুখে রওনা করেন, আর তার সঙ্গে উটে সওয়ার ছিলেন আবূ বকর (রা)। আবূ বকর (রা)-কে বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল এবং তিনি পরিচিত ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-যুবক দেখাচ্ছিল, চেনা যাচ্ছিল না। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে (রাস্তায়) কারো সাক্ষাত হলে জিজ্ঞাসা করতো ঃ

হে আবূ বকর! তোমার সম্মুখে ইনি কে ? হযরত আবূ বকর বলতেন ঃ ইনি আমার পথ-প্রদর্শক। প্রশ্নকর্তা মনে করতো যে, ইনি (মদীনার) রাস্তা দেখাচ্ছেন। আর হযরত আবূ বকর (রা) কল্যাণ আর মঙ্গলের পথ-প্রদর্শক বলে বুঝাতেন। আবূ বকর (রা) ওদিকে তাকিয়ে দেখেন যে, একজন অশ্বারোহী তাদের নিকটে এসে গেছে। তিনি (আতংকিত হয়ে) বলে উঠলেন ঃ

হে আল্লাহ্র নবী! এ অশ্বারোহী তো একেবারে আমাদের কাছে এসে গেছে! রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিকে ফিরে বললেন ঃ

হে আল্লাহ্! তাকে নীচে নিক্ষেপ কর। ঘোড়া তাকে নীচে নিক্ষেপ করে হনহন করতে শুরু করে। এরপর (লোকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে পতিত হয়ে) বললো ঃ

হে আল্লাহ্র নবী! আমাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এখানেই থেমে যাও, আর কাউকে আমাদের দিকে আসতে দেবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ

লোকটি দিনের শুরুতে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধী, আর দিনের শেষে হয়ে যায় তাঁর সশস্ত্র রক্ষাকারী। বর্ণনাকরী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাররার দিকে অবতরণ করেন এবং আনসারদের নিকট লোক প্রেরণ করেন তা এসে সালাম জানিয়ে বলেন ঃ আপনারা দু'জন শান্তিতে ও বরণীয়রূপে সওয়ার হোন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) সওয়ার হলেন এবং আনসারগণ তাঁদেরকে সশস্ত্র অবস্থায় পরিবেষ্টন করে এগিয়ে নেয়। ওদিকে মদীনায় সংবাদ রটে যায় যে, আল্লাহ্র নবী (সা) আগমন করেছেন। তারা সকলে মাথা তুলে তাঁকে দেখে আর বলে ঃ এসেছেন, আল্লাহ্র নবী এসেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী করীম (সা) এগিয়ে যান এবং আবূ আইউবের গৃহের নিকটে গিয়ে অবস্থান নেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ আইউব তাঁর গৃহে পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিলেন আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম তা শুনতে পান। তখন তিনি নিজের খেজুর বাগানে পরিবারের লোকজনের জন্য খেজুর চয়ন করছিলেন। খেজুর চয়ন রেখে দিয়ে যাতে চয়ন

করছিলেন সেই পাত্রটি সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে আসেন এবং আল্লাহ্র কথা শুনে গৃহে ফিরে যান। আর আল্লাহ্র নবী বললেন ঃ কার ঘর আমাদের সবচাইতে কাছে ? আবূ আইউব (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমার ঘর। এ আমার গৃহ, আর এ আমার গৃহের দরজা। বললেন ঃ যাও, আমাদের বিশ্রামের আয়োজন কর। তিনি যান এবং আয়োজন করে ফিরে এসে বলেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ব্যবস্থা করেছি। আপনারা দু'জন চলুন এবং বিশ্রাম নিন! আল্লাহ্র নবী (সা) আগমন করলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম খিদমতে হাযির হয়ে বলেন ঃ

اشهد انك نبى الله حقا وانك جئت بحق-

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী এবং আপনি আগমন করেছেন সত্যসহ।" আর ইয়াহূদীরা জানে যে, আমি তাদের নেতার পুত্র নেতা এবং আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী এবং সবচেয়ে বেশী জ্ঞানীর সন্তান। আপনি তাদের আহ্বান করুন এবং জিজ্ঞেস করুন! তারা এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন ঃ

হে ইয়াহূদী সমাজ! দুঃখ তোমাদের জন্য। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। সে আল্লাহ্র কসম, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা তো ভাল করেই জান যে, আমি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল। তোমরা এটাও জান যে, সত্য নিয়েই আমার আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা তা জানি না (অর্থাৎ আপনি যে আল্লাহ্র রাসূল। তাতো আমাদের জানা নেই)। কথাটা তারা তিনবার উচ্চারণ করে। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী আব্দুস সামাদের দিকে সম্পৃক্ত না করে এককভাবে মুহাম্মদ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাকের আরো একটা বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব সূত্রে আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার গৃহে উঠেন, তখন তিনি নীচের তলায় অবস্থান করেন। আমি এবং উম্মু আইউব (অর্থাৎ আমার স্ত্রী) অবস্থান করি উপর তলায়। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন! আমি উপর তলায় থাকবো আর আপনি থাকবেন নীচতলায়, এটা আমার নিকট অসহ্য এবং জঘন্য বেয়াদবী। তাই আমি চাই যে, আপনি উপরে চলে আসুন এবং আমি নীচে নেমে যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

হে আবূ আইউব! আমি ঘরের নীচতলায় অবস্থান করলে তাহবে আমি এবং যারা আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করবেন, তাদের জন্য সুবিধাজনক। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহের নীচতলায় অবস্থান করলেন, আর আমরা অবস্থান করতে থাকি উপর তলায়। একদিন একটা বড় পানির পাত্র ভেঙ্গে গেল যাতে পানি ছিল। তখন আমি এবং উম্মু আইউব একটা চাদর বা লেপ নিয়ে দাঁড়ায়। আর আমাদের ঘরে কেবল একটা চাদর ছিল—যাতে চাদর পানি চুষে নেয়, যেন তা

নীচে রাসূলের গায়ে পতিত হয়ে তাকে কোন কষ্ট না দেয়। বর্ণনাকারী আবূ আইউব বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর রাত্রের খাবার পাকাতাম এবং তাঁর কাছে প্রেরণ করতাম। তিনি খাবার খেয়ে বাড়তি অংশ ফেরত পাঠালে বরকতের আশায় আমি এবং উম্মু আইউব খুঁজে বেড়াতাম কোথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত পড়েছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত পড়েছে, বরকতের আশায় আমরা সেখান থেকে খেতাম। এক রাত্রে আমরা তাঁর জন্য খাবার পাঠালাম, তাতে ছিল রসুন বা পিয়াজ। ফলে তিনি খাবার ফেরত পাঠালেন। আমরা তাতে তাঁর হাত দেয়ার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসি এবং আরয করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ, আপনি রাত্রের খাবার ফেরত দিয়েছেন, তাতে আপনার হাত রাখার চিহ্ন পেলাম না। তিনি বললেন ঃ আমি খাদ্যে এ গাছের গন্ধ পেয়েছি। আমি তো এমন এক ব্যক্তি, যে সঙ্গোপনে কথা বলে (আল্লাহ্ বা ফেরেশতার সঙ্গে)। তবে তোমরা তা খেতে পার। বর্ণনাকারী আবূ আইউব (রা) বলেন, আমরা তা আহার করি, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা আর তাঁর খাদ্যে পিয়াজ-রসুন ব্যবহার করিনি।

অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকী লায়ছ ইব্ন সাআদ সূত্রে আবূ আইউব (রা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আবূ বকর ইব্ন শায়বাও ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুআদ্দাব সূত্রে লায়ছ (র) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

ইমাম বায়হাকী (র)-ও আফলাহ এর বরাতে আবূ আইউব থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আবূ আইউব বিচলিত হয়ে উপরে রাসূলের নিকট গিয়ে জানতে চাইলেন ঃ রসুন কি হারাম! রাসূল বললেন ঃ

না, হারাম নয়, তবে আমি তা পসন্দ করি না। তখন আবূ আইউব বললেন ঃ আপনি যা অপসন্দ করেন, আমিও তা অপসন্দ করি। রাবী বলেন, নবী (সা)-এর নিকট ফেরেশতা আগমন করতেন। আহমদ ইব্ন সাঈদ সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বদরে—অন্য বর্ণনায় বদর (بدر)-এর স্থলে কিদ্‌র (قدر) অর্থাৎ ডেগ আছে—কিছু সবজি তরকারি হাযির করা হলে বর্ণনাকারী বলেন, তিনি জানতে চাইলেন তাতে কী আছে? তা তাঁকে জানান হয়। তিনি দেখে তা খাওয়া অপসন্দ করলেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

তুমি খেতে পার। কারণ, আমি এমন সত্তার সঙ্গে সঙ্গোপনে কথা বলি, যাদের সঙ্গে তোমরা কথা বল না।

ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, আবূ আইউবের গৃহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবস্থানকালে আসআদ ইব্ন যুরারা সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অবস্থান করেন এবং আবূ আইউব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীর রশি ধারণ করেন আর উটনীটি তাঁর নিকটই রয়ে যায়।

হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইউবের গৃহে অবস্থানকালে সর্বপ্রথম তাঁর সমীপে যে হাদিয়া পেশ করা হয়, তা আমি বহন করে আনি। তা ছিল একটা পেয়ালায় কিছু রুটি এবং দুধ ও ঘি দ্বারা তৈয়ার করা ছারীদ। আমি বলি, আমার আম্মা এ পেয়ালা প্রেরণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

بارك الله فيك-

"আল্লাহ্ তোমাতে বরকত দান করুন।" এ বলে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ডাকলে তাঁরা সকলে আহার করেন। এরপর আসে হযরত সাআদ ইব্‌ন উবাদার ছারীদ আর গোশ্‌তের শুরুয়া ভর্তি পেয়ালা। এমন কোন রাত ছিল না, যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরের দরজায় হাদিয়ার খাদ্যবাহী তিন-চারজন একের পর এক উপস্থিত থাকতেন না। আবূ আইউবের গৃহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাত মাস অবস্থান করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আবূ আইউবের গৃহে অবস্থানকালেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিছা এবং আবূ রাফি'কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'টি উট এবং ৫শ' দিরহামসহ প্রেরণ করেন রাসূলের কন্যাদ্বয় ফাতিমা আর উম্মু কুলছুম, নবী-সহধর্মিণী সাওদা বিন্‌ত যামআ এবং উসামা ইব্‌ন যায়দকে নিয়ে আসার জন্য। আর রাসূলের কন্যা রুকায়া স্বামী উছমানের সঙ্গে হিজরত করেন। আর যয়নব ছিলেন মক্কায় স্বামী আবুল আস ইব্‌ন রাবী'র সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে আগমন করেন যায়দ ইব্‌ন হারিছার স্ত্রী উম্মু আয়মান। তাদের সঙ্গে আবূ বকরের পরিবার-পরিজন নিয়ে বের হন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর, তাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর সঙ্গে বাসর করেননি।

ইমাম বায়হাকী আলী ইব্‌ন আহমদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এবং হাসান ইব্‌ন যায়দ-এর গৃহের মধ্যস্থলে তাঁর উটনীটি বসে পড়ে। তখন লোকেরা হাযির হয়ে তাঁদের নিজ নিজ ঘরে নবী করীম (সা)-কে আহ্বান জানান। শেষ পর্যন্ত তিনি আবূ আইউবের ঘরে উঠেন। আবূ আইউব আনসারী উটের পৃষ্ঠে বসার গদি তাঁর গৃহে নিয়ে যান। এরপর জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কোথায় অবস্থান করবেন ? প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন ঃ

ان الرجل مع رحله حيث كان-

"মানুষ সেখানেই থাকে, যেখানে তার বাহনের গদি থাকে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় মসজিদ নির্মাণ পর্যন্ত ১২ রাত্রি ছাপড়ায় অবস্থান করেন। আবূ আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়দের এক বিরাট সম্মান ও মর্যাদার বিষয় যে, তাঁর গৃহেই মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবস্থান করেছিলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ আইউব বসরায় আগমন করলে তখন সেখানে ইব্‌ন আব্বাস

ছিলেন আলী ইব্ন আবূ তালিবের পক্ষ থেকে বসরার শাসক। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর গৃহ থেকে বের হয়ে আইউবকে সসম্মানে নিজ ঘরে প্রবেশ করান-যেমনটি আবূ আইউব রাসূলুল্লাহ্কে তাঁর গৃহে সসম্মানে বরণ করেছিলেন। ঘরের সবকিছুই তাঁর হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসতে মনস্থ করলে ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে ২০ হাজার (দিরহাম) এবং ৪০টি গোলাম দান করেন। আর আবূ আইউবের গৃহ পরবর্তীকালে তাঁর আযাদকৃত গোলাম আফলাহ্-এর গৃহে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে মুগীরা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম তার নিকট থেকে গৃহটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করেন এবং তা মেরামত করে মদীনার নিঃস্বদেরকে তা দান করেন।

অনুরূপভাবে বনূ নাজ্জারের মহল্লায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য তা অবলম্বন করা এটাও এক বিরাট ফযীলত ও মর্তবার ব্যাপার। মদীনায় ছিল অনেক পল্লী, যার সংখ্যা নয় পর্যন্ত পৌঁছে। বসবাসের গৃহ, খেজুর বাগান, খেত-খামার আর বাসিন্দাসহ এসব পল্লী রীতিমত এককেটি মহল্লা ছিল। সেখানকার প্রতিটি গোত্র নিজেদের মহল্লা আর জনপদে সমবেত হয়ে পরস্পর সম্পৃক্ত জনপদে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বনূ মালিক ইব্ন নাজ্জারের মহল্লাকে মনোনীত করেন।

আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে শু'বা সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

আনসারগণের সমস্ত বংশের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বনু নাজ্জার, তারপর বনূ আবদুল আশহাল, তারপর বনূ হারিছ ইব্ন খায্রাজ, তারপর বনূ সাইদা। আনসারগণের সকল জনপদেই মঙ্গল আর কল্যাণ নিহিত আছে। সাআদ ইব্ন উবাদা বলেন ঃ আমি দেখি যে, নবী করীম (সা) আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তখন বলা হলো, তোমাদেরকেও অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটা বুখারীর শব্দমালা। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস ও আবূ সালামা সূত্রে এবং আবূ হুমায়দ সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ হুমায়দের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে। তখন আবূ উসায়দ সাআদ ইব্ন উবাদাকে বলেন ঃ তুমি কি দেখ না যে, নবী করীম (সা) আনসারগণকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন আর আমাদেরকে তাদের মধ্যে সকলের শেষে স্থান দিয়েছেন। তখন সাআদ নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনসারদের জনপদকে আপনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সকলের শেষে স্থান দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ

او ليسه يحسبكم ان تكونوا من الاخيار ؟

"তোমরা সর্বোত্তমদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?" সমস্ত মদীনাবাসী মুসলমানদের মধ্যে আনসারগণ দুনিয়া এবং আখিরাতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

মুহাজির-আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা-সাফল্য (৯ ঃ ১০০)।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সে জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, আর যারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। মনের কার্পণ্য থেকে যাদেরকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম (৫৯ ঃ ৯)।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعبهم الانصار شعار والناس دثار-

'হিজরত না হলে আমি হতাম একজন আনসারী ব্যক্তি। আর মানুষ কোন গিরিপথ দিয়ে চললে আমি চলতাম আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে। আনসাররা প্রতীক পোশাক স্বরূপ আর সাধারণ লোকেরা সাধারণ চাদর স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

الانصار كرش وعيبتى

"আনসাররা হল আমার একান্ত আপনজন আর নির্ভর-স্থল।"

আল্লাহ্র নবী আরো বলেন ঃ

انا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم-

যারা আনসারদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে আমিও তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করি, আর যারা আনসারদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, আমিও তাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হই।"

হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল সূত্রে বারা’ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করে ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الامنافق

فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله–

“মু’মিন ছাড়া অন্য কেউ আনসারদেরকে ভালবাসে না আর মুনাফিক ছাড়া কেউ আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যে আনসারদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন; আর যে আনসাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ্ তাকে অপসন্দ করেন।” শূ‘বা সূত্রে আবূ দাঊদ ছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্যান্য সংকলকগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে, আর তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

أية الايمان حب الانصار وأية النفاق بغض الانصار

“আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ আর আনসারকে ঘৃণা করা নিফাকের লক্ষণ।” ইমাম বুখারী আবুল ওয়ালীদ সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেন। আনসারদের ফযীলত আর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রচুর আয়াত এবং হাদীছ রয়েছে। আনসারদের অন্যতম কবি আবূ কায়স সুরমা ইব্‌ন আবূ আনাস, যার সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে—তিনি আনসারগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন, তাঁর প্রতি তাঁদের সাহায্য-সহায়তা এবং রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি আনসারগণের সহানুভূতি বিষয়ে কী চমৎকার কবিতাই না রচনা করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকুন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ কায়স সুরমা ইব্‌ন আবূ আনাস ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা আনসারগণকে যে মর্যাদা দান করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে আনসারগণকে যে বৈশিষ্ট্য দান করেছে সে সম্পর্কে তিনি কবিতা রচনা করেছেন ঃ

ثونى فى قريش ة بضع عشرة حجة – يذكر لو يلقى صديقا مواتيا

তিনি কুরায়শের মধ্যে ১৩ বছরের অধিক কাল অবস্থান করেন।

তিনি তাঁদেরকে উপদেশ দেন যদি মিলে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী।

ويعرض فى اهل المواسم نفسه – فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا

হজের মওসুমে লোকদের মধ্যে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করতেন; কিন্তু তিনি দেখেননি কোন আশ্রয়দাতা, পাননি কোন আহবানকারী।

فلما اتانا واطمأنت به النوى – واصبح مسرورا بطيبة راضيا

তিনি যখন আসেন আমাদের কাছে আর স্থিত হয় তাঁর সওয়ারী। আর তিনি তুষ্ট হন মদীনা তায়্যিবা দ্বারা এবং সন্তুষ্ট হন।

والفى صديقا واطمأنت به النوى – وكان له عونا من الله باديا

তিনি লাভ করেন সঙ্গী আর তুষ্ট হয় তাঁকে নিয়ে বাহন। আর আসে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্পষ্ট সাহায্য।

يقص لنا ما قال نوح لقومه – وما قال موسى اذ اجاب المناديا

তিনি আমাদের নিকট কাহিনী বর্ণনা করেন, যা করেছেন নূহ্ (আ) তাঁর জাতির নিকট। আর যা বলেছেন মূসা (আ), যখন তিনি সাড়া দেন আহ্বায়ককে।

فاصبح لا يخشى من الناس واحدا – قريبا ولا يخشى من الناس نائيا

ফলে তিনি ভয় করেন না মানুষের মধ্যে কাউকেও, না কাছের কোন মানুষকে, না দূরের কোন মানুষকে।

بذلناله الاموال من جل مالنا – وانفسنا عند الوغى والتاسيا

আমাদের সম্পদ থেকে আমরা তাঁর জন্য প্রচুর ব্যয় করি। লড়াই আর সমবেদনাকালে আমরা বিলিয়ে দিয়েছি আমাদের জীবন।

نعادى الذى عادى من الناس كلهم– جميعا ولو كان الحبيب المواسيا

যারা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে আমরা তাদের সকলের সঙ্গে শত্রুতা করি, যদিও সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক না কেন।

ونعلم ان الله لا شئ غيره – وان كتاب الله اصبح هاديا

আমরা জানি যে. আল্লাহ্ আছেন, তিনি ছাড়া অন্য কিছু নেই। আর আল্লাহ্‌র কিতাব, তা-ই তো কেবল পথ-নির্দেশক।

اقول اذا صليت فى كل بيعة – حنانيك لا تظهر علينا الاعاديا

যখন আমি সালাত আদায় করি সকল পবিত্র স্থানে, তখন আমি বলি, চাপিয়ে দিও না আমাদের উপর দুশমনদেরকে।

اقول اذا جاوزت ارضا مخيفة – تباركت اسم الله انت المواليا

আমি বলি, যখন আমি অতিক্রম করি ভীতিপ্রদ অঞ্চল; পবিত্র আল্লাহ্‌র নাম, তুমিই তো মাওলা।

فطأ معرضا ان الحتوف كثيرة – وانك لا تبقى لنفسك باقيا

তাই তুমি এগিয়ে চল বিপদ উপেক্ষা করে, মৃত্যুর উপলক্ষ তো প্রচুর, তুমি তো রক্ষা করতে পারবে না নিজেকে চিরদিন।

فو الله ما يدرى الفتى كيف سعيه – اذا هولم يجعل له الله واقيا

আল্লাহ্‌র শপথ, যুবক জানে না কী তার চেষ্টার পরিণতি; যদি আল্লাহ্ তার জন্য হিফাযতকারী নিয়োগ না করেন।

ولا تحفل النخل المعيمة ربها - اذا اصبحت ريا واصبح ناويا

বালুকাময় স্থানের খেজুর গাছও তোয়াক্কা করে না তার মালিকের, যখন সে হয় তৃপ্ত, যখন সে দাঁড়ায় নিজের পায়ে।

ইব্ন ইসহাক প্রমুখ কবিতাটি উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র আল-হুমায়দী প্রমুখ সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী সূত্রে এক আনসারী বৃদ্ধার উদ্‌ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসকে এ কবিতামালা বর্ণনাকালে সুরমা ইব্ন কায়স-এর নিকট আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। ইমাম বায়হাকী বর্ণনাটি উদ্‌ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ

মক্কা-মদীনার ফযীলত

মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের মাধ্যমে মদীনা নগরী ধন্য হয়। আল্লাহ্র বন্ধু এবং তাঁর নেক বান্দাদের জন্য তা নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। মুসলমানদের জন্য তা পরিণত হয় দুর্ভেদ্য দুর্গে, আর গোটা বিশ্ববাসীর জন্য তা হয়ে উঠে হিদায়াতের কেন্দ্রস্থল। মদীনার ফযীলত সম্পর্কে অনেক অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। বিভিন্ন স্থানে সে সমস্ত হাদীছ আমরা উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ্।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হাবীব ইব্ন ইয়াসাফ সূত্রে জা'ফর ইব্ন আসিম-এর বরাতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها

"নিশ্চয়ই ঈমান মদীনায় আশ্রয় নেবে যেমন সর্প আশ্রয় নেয় তার গর্তে।" ইমাম মুসলিম মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে আর তিনি নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে মালিক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

امرت بقرية تاكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة تنقى الناس كما ينقى الكير خبث الحديد

"এমন একটি জনপদে (হিজরত করার জন্য) আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে জনপদ সমস্ত জনপদকে গ্রাস করবে। লোকেরা সে জনপদকে ইয়াছরিব বলে, (আসলে) তা হল মদীনা বা নবীর নগরী, এ নগরী মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে (পাপ-পংকিলতার আবর্ত থেকে) যেমন আগুনের ভাঁটি লোহার মরিচা দূর করে।" চার ইমামের মধ্যে কেবল ইমাম মালিকই এককভাবে মক্কার উপর মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। ইমাম বায়হাকী (র) হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اللهم انك اخرجتنى من احب البلا د الىّ فاسكنى احب البلاد اليك فاسكنه الله المدينة

"হে আল্লাহ্! আমার সবচাইতে প্রিয় নগরী থেকে তুমি আমাকে বের করেছ, কাজেই তোমার নিকট প্রিয়তম নগরীতে আমাকে বাসিন্দা কর! ফলে আল্লাহ্ তাঁকে মদীনার বাসিন্দা করেন।" এ হাদীছটি অতিশয় গরীব পর্যায়ের। আর জমহুর আলিম সমাজের মতে মক্কা হচ্ছে মদীনা থেকে শ্রেষ্ঠ। তবে সে স্থান ব্যতীত, যাতে রাসূলের পবিত্র দেহ মিশে আছে। জমহুরে উলামা এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যার আলোচনা এখানে করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হবে। আমরা كتاب المناسك من الاحكام গ্রন্থে ইনশাআল্লাহ্ এ প্রসঙ্গ আলোচনা করবো। তবে তাদের প্রসিদ্ধ দলীল, যা ইমাম আহমদ আবুল ইয়ামান সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন হামরার বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কার বাজারে 'হাযূরা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন ঃ

والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الىّ ولولا انى اخرجت منك ما خرجت-

"আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র দুনিয়ায় তুমি আমার নিকট এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। তোমার কোল থেকে আমাকে বহিষ্কার করা না হলে আমি কখনো তা থেকে বের হতাম না"। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইয়াযূয ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে যুহ্রী থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ লায়ছ সূত্রে যুহ্রী থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান-সহীহ্ বলেছেন। তিরমিযী ইউনুস সূত্রে যুহ্রী থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন আম্র আবূ সালামা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আমার মতে যুহ্রী বর্ণিত হাদীছটি বিশুদ্ধতর।

ইমাম আহমদ আবদুর রায্যাক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'হাযূরা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

"আমি জানি যে, তুমি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ ভূমি এবং আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। তোমার অধিবাসীরা আমাকে তোমা থেকে বহিষ্কার না করলে আমি বের হতাম না।" অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ মা'মার সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেন। হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, এটা মা'মারের ভ্রম। কোন কোন মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইব্ন আম্র সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এটিও ভ্রম। জামাআত তথা বিপুল সংখ্যক লোকের বর্ণনাই বিশুদ্ধ। ইমাম আহ্মদ ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ সূত্রে আবূ সালামা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তাবারানী আহমদ ইব্ন খালিদ সূত্রে আদী ইব্ন হামরা থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেন। এগুলো হলো হাদীছটির সূত্র বা সনদ। আর এ সবের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন।

হিজরী প্রথম সনের ঘটনাবলী

হিজরী ষোড়শ, কারো কারো মতে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ সনে খলীফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে হিজরী সন গণনার সূচনা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম একমত হন। আর তা এভাবে হয় যে, আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর দরবারে কোন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু দলীল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করা হয় এবং তাতে একথা উল্লেখ ছিল যে, শা'বান মাসে তা পরিশোধ করতে হবে। তখন হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ শা'বান মাস ? এর এ বছরের শা'বান মাস, যাতে আমরা এখন আছি, নাকি গত বছরের শা'বান মাস, না আগামী বছরের শা'বান মাস ? এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে একটা তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁদের নিকট পরামর্শ আহ্বান করেন, যাতে ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উক্ত তারিখ দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ পারস্যের অনুরূপ তারিখ নির্ধারণের প্রস্তাব করলে খলীফা তা না-পসন্দ করেন। আর পারসিকরা একের পর এক তাদের রাজা-বাদশাহ দ্বারা তারিখ গণনা করতো। কেউ কেউ রোম সাম্রাজ্যের তারিখ অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করে। রোমানরা তারিখ নির্ধারণ করে মেসিডোনিয়ার ফিলিপ্স তনয় সম্রাট আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল থেকে। খলীফা উমর (রা) এ প্রস্তাবও পসন্দ করেননি। কিছু কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম থেকে তারিখ নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। আবার কোন কোন সাহাবী প্রস্তাব করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভ থেকে তারিখ গণনা শুরু করতে। আবার কিছু লোক বলেন, বরং রাসূল (সা)-এর হিজরত থেকেই তারিখ গণনা শুরু করা হোক। কেউ কেউ বলেন, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত থেকেই শুরু করা হোক। হিজরত থেকে তারিখ গণনা শুরু করার দিকে খলীফা উমর (রা) ঝুঁকেন। কারণ, হিজরতের ঘটনা প্রসিদ্ধ ও খ্যাত। এ ব্যাপারে সকলে তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে তারিখ এবং তারিখের সূচনা পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম সূত্রে সাহল ইব্ন সাআদ থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভ বা ওফাত থেকে (তারিখ) গণনা শুরু করেননি, বরং তাঁরা শুরু করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় আগমন থেকে।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ইব্ন আবিয্ যিনাদ সূত্রে ইব্ন সীরীন থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

হযরত উমর (রা) সমীপে কেউ একজন আবেদন জানায় ঃ তারিখ নির্ধারণ করে দিন হে আমীরুল মু'মিনীন। খলীফা উমর জানতে চাইলেন, কী তারিখ ? লোকটি বললো ঃ আজমী তথা অনারবরা একটা কাজ করে তারা লিখে রাখে— অমুক শহরে অমুক মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ চমৎকার, তাহলে তোমরাও লিখে রাখ। তখন লোকজন বললো ঃ কোন্ সন থেকে আমরা সূচনা করবো ? কিছু লোক বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভ থেকে। অপর কিছু লোক বললোঃ না, বরং তাঁর ওফাত থেকেই শুরু করি। এরপর হিজরত থেকে সূচনা করার ব্যাপারে সকলেই একমত হন। পরে কিছু লোক বললেন ঃ কোন্ মাস থেকে আমরা সূচনা করবো ? কিছু লোক বললেন ঃ রমাযান মাস থেকে। আবার অপর কিছু লোক বললেন ঃ না, বরং মুহাররম মাস থেকে (শুরু করা

হোক)। কারণ, মুহাররম মাস হজ্জ থেকে লোকদের ফিরে যাওয়ার মাস। আর তা হচ্ছে হারাম তথা সম্মানিত মাস। তাই মুহাররম মাস থেকে হিজরী সন গণনা শুরু করার ব্যাপারে সকলেই একমত হন।

ইব্‌ন জারীর (তাবারী) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ সম্পর্কে কুতায়বা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

هو المحرم فجر السنة–

তা হলে মুহাররম মাস, সনের সূচনা। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

ان المحرم شهر الله وهو رأس السنة يكسى البيت ويورخ به الناس ، ويضرب فيه الورق–

"মুহাররম হল আল্লাহ্‌র মাস, তা-ই বছরের শুরু, তাতে (বায়তুল্লাহ্‌র) গিলাফ পরানো হয়, লোকেরা এ দ্বারা তারিখ নির্ণয় করে এবং মুদ্রা চালু করা হয়।"

ইমাম আহ্‌মদ (র) রাওহ ইব্‌ন উবাদা সূত্রে আমর ইব্‌ন দীনার থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া সর্বপ্রথম ইয়ামানে ইতিহাস লিখার সূচনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় আগমন করেন এবং লোকেরা এ বছরের প্রথম মাস থেকেই বছরের তারিখ গণনার সূচনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক যুহ্‌রী সূত্রে এবং মুহাম্মদ সালিহ্ শা'বী সূত্রে এবং তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ

বনূ ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা থেকে তারিখ গণনার সূচনা করে। এরপর হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলায়হিমাস সালাম কর্তৃক বায়তুল্লাহ্‌র ভিত্তি স্থাপন থেকে তারিখ গণনার সূচনা করে। এরপর তারিখ গণনার সূচনা করা হয় কাআব ইব্‌ন লুয়াই-এর মৃত্যু থেকে। এরপর তার সূচনা করা হয় হস্তী বাহিনীর হামলার দিন থেকে। এরপর তারিখ গণনার সূচনা করেন হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব হিজরতের বছর থেকে। আর এটা হিজরী সপ্তদশ বা অষ্টাদশ সনে। দলীল-প্রমাণ এবং সনদ-সূত্র সমেত বিষয়টা আমরা সবিস্তারে আলোচনা করছি হযরত উমর (রা)-এর জীবন চরিত গ্রন্থে। মহান আল্লাহ্ই সমস্ত প্রশংসার মালিক। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ইতিহাস গণনার সূচনা করেন হিজরী সন থেকে। আর বছরের শুরু নির্ধারণ করেন মুহাররম মাসকে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এটাই প্রসিদ্ধ ও খ্যাত। আর এটাই জমহুর ইমামগণের মত।

সুহায়লী প্রমুখ ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

ইসলামী সনের সূচনা রবিউল আউয়াল মাস থেকে। কারণ, এটা এমন মাস, যে মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করেন। সুহায়লী এ ব্যাপারে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন ঃ

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ-

"প্রথম দিন থেকে যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাকওয়ার উপর"। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মদীনায় প্রবেশের প্রথম দিন থেকে, আ: এটাই হলো ইসলামের ইতিহাস গণনার প্রথম দিন। যেমন হিজরতের সনই ইতিহাসের প্রথম সন-এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। ইমাম মালিক (র) যা বলেছেন তা যে যথার্থ, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে বাস্তব কার্যক্রম এর বিপরীত। আর তা এ জন্যে যে, আরবী মাসের সূচনা মুহাররম মাস থেকে। তাই তারা প্রথম বছরকে হিজরতের সন নির্ধারণ করেছেন আর বছরের শুরু নির্ধারণ করেছেন মুহাররমকে। কারণ এটাই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, যাতে শৃংখলা বিপন্ন না হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাই আমরা বলি, আর আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থানকালেই হিজরী সনের সূচনা হয়। আর আনসারগণ আকাবার দ্বিতীয় বায়আতে অংশ নিয়েছেন, যেমন আইয়ামে তাশ্রীকের মধ্যভাগে আমরা আলোচনা করে এসেছি আর তা ছিল হিজরী সনের পূর্বে যিলহাজ্জ মাসের ১২ তারিখ। এরপর আনসারগণ ফিরে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দান করেন। শেষ পর্যন্ত যার পক্ষে হিজরত করা সম্ভব, রাসূলুল্লাহ্ ছাড়া এমন কেউই মক্কায় অবশিষ্ট থাকেননি। আর আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কারণে নিজেকে আটকে রাখেন, যাতে রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গ দান করতে পারেন, যেমন ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এরপর তাঁরা দু'জন এমনভাবে বের হন, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম (সা)-এর পর আলী ইব্ন আবূ তালিব পেছনে থেকে যান তাঁরই নির্দেশে, যাতে করে রাসূল (সা)-এর নিকট যেসব আমানত ছিল, তা ফেরত দিতে পারেন। এরপর হযরত আলী (রা) কুবায় এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোমবার দুপুরের কাছাকাছি সময়, যখন প্রখর রৌদ্রতাপ ছিল, এমন সময় মদীনায় আগমন করেন।

আর ওয়াকিদী প্রমুখ বলেন ঃ এটা রবিউল আউয়ালের ২ তারিখের ঘটনা। আর ইব্ন ইসহাকও একথাই বর্ণনা করেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি এ তারিখের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। আর তিনিও এ বর্ণনাকেও প্রাধান্য দান করেছেন যে, ঘটনাটা রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখের। আর এটাই প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা জমহুর ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানের মুদ্দত ছিল নবুওয়াত লাভের পর তেরো বছর। আর এটাই আবূ হাম্যা যাব্বী সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে হাম্মাদ ইব্ন সালামার বর্ণনা। এ বর্ণনায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

بعث رسول الله لاربعين سنة واقام بمكة ثلاث عشرة سنة-

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন আর মক্কায় অবস্থান করেন (নবুওয়াত লাভের পর) তেরো বছর। ইব্ন জারীর মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সুরমা ইব্‌ন আবূ আনাস-এর কবিতা লিখেছেন ঃ

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة - يذكر لو يلقى صديقا موانيا

তিনি কুরায়শের মধ্যে তেরো বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি উপদেশ দান করেন, যদি কোন সহানুভূতিশীল সঙ্গী পাওয়া যায়! আর ওয়াকিদী ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুরমার উপরোক্ত কবিতা তিনি প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন।

অনুরূপভাবে ইব্‌ন জারীর হারিছ সূত্রে ওয়াকিদী থেকে পনের বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি নিতান্তই গরীব। আর এর চেয়েও বেশী গরীব হল ইব্‌ন জারীরের উক্তি। রাওহ ইব্‌ন উবাদা সূত্রে কাতাদা থেকে বর্ণনা করে তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মক্কায় কুরআন নাযিল হয় আট বছর এবং মদীনায় দশ বছর। এ শেষোক্ত উক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন হাসান বসরী। উক্তিটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক, হযরত আইশা, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব, আম্‌র ইব্‌ন দীনার এমত সমর্থন করেন। এ ব্যাপারে ইব্‌ন জারীর তাঁদের নিকট থেকে রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। এটা ইব্‌ন আব্বাস থেকেও একটা বর্ণনা। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

তেতাল্লিশ বছর বয়সে নবী করীম (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হয়, এরপর তিনি মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন।

ইতিপূর্বে আমরা ইমাম শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেছি ঃ

হযরত ইসরাফীল (আ) নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে তিন বছর ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বাণী নিয়ে আসতেন এবং আরো কিছু। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

তিনি ফেরেশতা ইসরাফীলের উপস্থিতি অনুভব করতেন, কিন্তু তাঁকে দেখতেন না। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) আগমন করেন। ওয়াকিদী তাঁর কোন কোন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত শায়খ শা'বীর এ উক্তি অস্বীকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন বলে যারা বলেছেন, আর তের বছর অবস্থান করেন বলে যারা বলেছেন, ইব্‌ন জারীর এ দু' উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তিনি এ চেষ্টা করেন ইমাম শা'বীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। আসল ব্যাপার আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কুবায় অবস্থানের বিবরণ

নবী করীম (সা) সঙ্গীদের সহ মদীনায় প্রবেশ করে কইব্‌নয় বনূ আম্‌র ইব্‌ন আওফ-এর মহল্লায় অবস্থান করেন। ইতোপূর্বে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কথিত আছে যে, সেখানে সর্বোচ্চ ২২ রাত্রি, মতান্তরে ১৮ রাত্রি, আবার কারো কারো মতে ১০ রাত্রির কিছু বেশী অবস্থান

করেন। মূসা ইব্ন উকবা তিন রাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, যা ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, নবী করীম (সা) কুবায় তাদের মধ্যে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে—যার পরিমাণ নিয়ে পূর্বোল্লিখিত মতদ্বৈধতা রয়েছে, তিনি সেখানে মসজিদে কুবায় ভিত্তি স্থাপন করেন। সুহায়লী দাবী করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় আগমনের প্রথম দিনেই এ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আর এর সপক্ষে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন ঃ

لمسجد اسس على التقوى من اول يوم-

প্রথম দিনেই যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর, অবশ্যই সে মসজিদ .... আর من اول يوم -এর পূর্বে উহ্য ক্রিয়া স্বীকার করে নেয়ার তিনি প্রতিবাদ করেন। মসজিদে কুবায় এক বিশাল মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ, যে সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ.

"প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়া তথা আল্লাহ্র ভয়ের উপর, তোমার সালাতের জন্য তা-ই অধিকতর যোগ্য ও হকদার। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে। আর পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন (৯ ঃ ১০৮)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাফসীর গ্রন্থে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর তা মদীনার মসজিদ বলে সহীহ্ মুসলিমে যে হাদীছ উক্ত হয়েছে, সেখানে আমরা সে হাদীছের জবাবও উল্লেখ করেছি। আর ইমাম আহমদ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে উওয়ায়ম ইব্ন সাইদা থেকে বর্ণিত হাদীছও আমরা উল্লেখ করেছি। যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্যে মসজিদে কুবায় উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ

তোমাদের মসজিদের কিসসা প্রসঙ্গে তোমাদের পবিত্রতা-পরিচ্ছনতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে এটা কি, যদ্দ্বারা তোমরা পবিত্রতা অর্জন কর ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমরা কিছুই জানি না। তবে আমাদের কিছু ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিল, তারা পায়খানার পর মলদ্বার ধুয়ে ফেলতো। তাদের মতো আমরাও ধুয়ে নিতাম। ইব্ন খুযায়মা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন এবং তার অন্য কিছু প্রমাণও রয়েছে। খুযায়মা ইব্ন ছাবিত, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম এবং ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছটি বর্ণিত। আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা ইউনুস ইব্ন হারিছ সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে এবং তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

উপরোক্ত আয়াতটি কুবাবাসীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি বলেন যে, তারা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতো, তাই তাদের সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এরপর তিরমিযী বলেন ঃ এ সূত্রে হাদীছটি গরীব। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এ ইউনুস ইব্ন হারিছ যঈফ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আর যাঁরা বলেন যে, এই মসজিদ হল সে মসজিদ, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর। তাঁদের মধ্যে আছে আবদুর রায্যাক..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে যা বর্ণিত হয়েছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া শা'বী, হাসান বসরী, কাতাদা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতিয়া আল-আওফী এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) পরবর্তীকালে মসজিদটি দেখতে পেতেন এবং সেখানে নামায আদায় করতেন এবং প্রত্যেক শনিবার সেখানে যেতেন। কখনো পায়ে হেঁটে, আবার কখনো সওয়ার হয়ে। হাদীছ শরীফে আছে ঃ

صلوة فى مسجد قباء كعمرة–

"কইব্নর মসজিদে সালাত আদায় করা উমরার সমতুল্য।" হাদীছ্ শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان جبرائيل عليه السلام هو الذى اشار للنبى صلى الله عليه وسلم–الى موضع قبلة مسجد قباء فكان هذا المسجداول مسجد بنى فى الاسلام بالمدينة بل اول مسجد جعل لعموم الناس فى هذه الملة.

জিবরাঈল (আ) মসজিদে কইব্নর কিবলার দিক নির্ণয়ের জন্য নবী (সা)-কে ইঙ্গিত করেন। আর এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। বরং ইসলামী মিল্লাতে সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম মসজিদ ছিল এটি। আবূ বকর (রা) তাঁর বাড়ীর দরজায় যে মসজিদ নির্মাণ করান, সেখানে তিনি ইবাদত করতেন এবং নামায আদায় করতেন, তা ছিল একান্তই তাঁর নিজের, তা সাধারণের জন্য ছিল না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ পর্যায়ে হযরত সালমান ফারসীর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা এই যে, সালমান ফারসী যখন রাসূলের আগমন সম্পর্কে শুনতে পেলেন [মদীনায়], তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমনকালে তাঁর সঙ্গে কিছু জিনিস হাতে নিয়ে যান এবং তা রাসূলের সম্মুখে রাখলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। হযরত সালমান 'ফারসী এটা সাদাকা' বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত গুটিয়ে নেন। তিনি নিজে খেলেন না, কিন্তু তাঁর নির্দেশে তাঁর সাহাবীরা তা থেকে কিছু আহার করলেন। পুনরায় তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু একটা জিনিস ছিল। এবার তিনি বললেন, এটা হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা থেকে কিছু আহার করলেন এবং সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলে তাঁরাও তা থেকে আহার করলেন। দীর্ঘ হাদীছটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।]

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)-এর ইসলামগ্রহণ

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে লোকেরা দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে আসে। যারা তাঁর দিকে ছুটে আসে, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি তাঁর চেহারা দেখেই চিনতে পারি যে, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি সর্বপ্রথম তাঁকে যে কথাটি বলতে শুনি, তা এই ঃ

افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام-

"সালামের বিস্তার ঘটাও, লোকজনকে আপ্যায়িত কর, রাত্রিকালে নামায আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, আর এর পরিণামে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ আওফ আল-আ'রাবী সূত্রে যুরারা ইব্‌ন আবূ আওফা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং তিরমিযী হাদীছটিকে 'সহীহ্' বলেন। এ বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর পাবিত্র মুখ থেকে তা শ্রবণ করেছেন এবং তিনি মদীনায় আগমন করে কুবায় বনূ আম্‌র ইব্‌ন আওফ-এর মহল্লায় অবস্থান করার প্রথম পর্যায়েই, যখন সেখানে উট বসান, তখনই তাঁকে তা বলতে শুনেন এবং তাঁকে সরাসরি দেখেন আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহায়ব সূত্রে আনাস-এর বর্ণনায় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুবায় থেকে বনূ নাজ্জারের মহল্লায় আগমন করে উট বাঁধার সময়ই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন। সম্ভবত কুবায় যিনি নবী করীম (সা)-কে সর্বপ্রথম দেখতে পান এবং বনূ নাজ্জারের মহল্লায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বুখারীর বর্ণনায় আবদুল আযীয (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মদীনায়) আগমন করলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সত্য নিয়ে আপনি আগমন করেছেন। ইহূদীরা একথা ভাল করেই জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং নেতার পুত্র এবং আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি একথা তারা জানার আগেই তাদেরকে ডেকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। কারণ, তারা যদি জানতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাহলে তারা আমার সম্পর্কে এমন সব কথা বলবে, যা আমার মধ্যে নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌র নবী (সা) তাদের নিকট বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। তারা আসলে তিনি বললেন ঃ "হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! (তোমাদের জন্য আফসোস, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর! যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সে আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা অবশ্যই (একথা) জান যে, আমি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র নবী এবং (তোমরা একথাও জান যে,) আমি তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে আগমন করেছি। সুতরাং তোমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ কর! তারা বললো ঃ আমরা তো তা জানি না। তারা নবী করীম (সা) সম্পর্কে [একথা] তিনবার বলে। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম কে ? তিনি কেমন লোক ? তারা বললো ঃ তিনি তো আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর পুত্র। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা বল দেখি, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন ? (তবে কেমন হবে ?)। তারা বললো ঃ আল্লাহ্‌র পানাহ, তিনি মুসলমান হতে পারেন না। তিনি বললেন ঃ 'হে ইব্‌ন সালাম! বেরিয়ে এসো! তিনি বেরিয়ে এসে বললেন: "হে ইয়াহূদী সমাজ! তোমরা আল্লাহকে ভয়কর, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো নিশ্চিত জানো যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন।" তখন তারা

বললো ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বের করে দেন। এ হল বুখারীর ভাষ্য। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বেরিয়ে এসে সত্য সাক্ষ্য দান করলে তারা বলে ঃ (এতো) আমাদের মধ্যে দুষ্ট লোক এবং দুষ্ট লোকের সন্তান। তারা তাকে গাল-মন্দ করে। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটাই তো আমি আশংকা করছিলাম।

বায়হাকী হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম তাঁর এক খামার থেকেই রাসূল (সা)-এর আগমন সম্পর্কে শুনতে পান। তখন তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করে বলেন ঃ আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করছি, কোন নবী ছাড়া কে এ কথাগুলো জানে না। (প্রশ্নগুলো এই— (১) কিয়ামতের প্রথম লক্ষণগুলো কি ? (২)জান্নাতবাসীরা প্রথম কী খাদ্য খাবে ? (৩) শিশু কখনো মায়ের অবয়বে আবার কখনো বাপের অবয়বে হয়, এর রহস্য কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ জিবরাঈল (আ) এইমাত্র আমাকে এসব বিষয়ে অবহিত করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ জিবরাঈল ? নবী করীম (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম বললেন ঃ ইনি তো ফেরেশতাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের দুশমন। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله

"যে ব্যক্তি জিবরীলের দুশমন এ জন্য যে, সে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছিয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হবে একটা আগুন, যা দেখা দেবে মানুষের উপর (অর্থাৎ মানুষের নিকট প্রকাশ পাবে) এবং লোকদেরকে চালিত করবে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের দিকে। আর জান্নাতীরা প্রথম যে খাদ্য আহার করবে তা হবে মাছের কলিজা। আর শিশু সন্তান, যখন পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর প্রবল হয়, তখন শিশু হয় পিতার অবয়বে, আর যখন নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রবল হয়, তখন সন্তান হয় মায়ের আকৃতির। তখন তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহূদীরা হল বড়ই অপবাদপ্রবণ জাতি।

আপনি তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তারা যদি আমার ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়াবে। তখন ইয়াহূদীরা উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ কে ? (অর্থাৎ সে কেমন লোক ?) তারা বললো ঃ সে আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির সন্তান। আমাদের মধ্যে সে নেতা এবং নেতার পুত্র। তিনি বললেন ঃ তোমরা কী বল ? সে যদি ইসলামগ্রহণ করে ? তারা বলে ঃ এ থেকে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন। তখন আবদুল্লাহ্ বের হয়ে বললেন ঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

তারা বললো ঃ সে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক এবং নিকৃষ্ট লোকের সন্তান-একথা বলে তারা তার ত্রুটি বর্ণনা করে। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো এ আশংকাই করছিলাম। বুখারী আব্দ ইব্ন মুনীর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি হামিদ ইব্ন উমর সূত্রে হুমায়দ থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের পরিবারের জনৈক ব্যক্তির বরাতে তাঁর ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেন ঃ

আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের কথা শুনতে পেলাম এবং তাঁর নাম, গুণাবলী ও পরিচয় জানতে পারলাম এবং তাঁর যমানায় আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম, তখন আমি কুবায় বিষয়টি গোপন রেখে চুপচাপ ছিলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেন। মদীনায় আগমন করে তিনি কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফের মহল্লায় অবস্থান করেন। জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাঁর আগমন-বার্তা জানায়। এ সময় আমি খেজুর গাছের মাথায় কাজ করছিলাম। আর আমার ফুফু খালিদা বিন্ত হারিছ নীচে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের খবর শুনে আমি তাক্বীরধ্বনি দেই। আমার তাক্বীরধ্বনি শ্রবণ করে আমার ফুফু বললেন, তুমি মূসা ইব্ন ইমরানের আগমনের খবর শুনলে এর চাইতে জোরে তাকবীরধ্বনি দিতে না। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আমার ফুফু আল্লাহ্র কসম, তিনি মূসা ইব্ন ইমরানের সমপর্যায়ের এবং তাঁর দীন নিয়েই তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তিনি কি সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমরা জানতাম যে, কিয়ামতের পূর্বে তাঁর আগমন ঘটবে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তিনিই সে ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্র নিকট গেলাম, ইসলামগ্রহণ করলাম, এরপর আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে বললে তারাও ইসলামগ্রহণ করে। আমি আমার ইসলাম গ্রহণ ইয়াহূদীদের নিকট গোপন রাখি। আমি বলি, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইয়াহূদীরা এক অপবাদপ্রবণ জাতি। আমি পসন্দ করি যে, আপনি আমাকে কোন গৃহে তাদের থেকে লুকিয়ে রাখবেন। এরপর আমার সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কেমন। আর এ কাজটা করবেন আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তারা জানবার আগে। তারা এটা জানতে পারলে আমার সম্পর্কে অপপ্রচার চালাবে আর আমার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলে। আগের মতো ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এরপর আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলাম এবং ফুফু খালিদা বিন্ত হারিছও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে সাফিয়্যা বিনত হুয়াই-এর বরাতে বলেন ঃ আমার পিতা এবং চাচার সন্তানদের মধ্যে কেউ তাদের উভয়ের নিকট আমার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল না। তাদের সন্তানদের মধ্যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তারা আমাকেই অগ্রাধিকার দিতেন । রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় বনূ আম্‌র ইব্ন আওফের জনপদে আগমন করলে আমার পিতা এবং চাচা আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব ভোরে তাঁর কাছে গমন করতেন (এবং রাতে ফিরে আসতেন)। আল্লাহ্র কসম, কেবল সূর্যাস্তকালেই তারা ফিরে আসতেন আমাদের নিকট। তারা আমাদের নিকট ফিরে আসতেন বিষণ্ন মনে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে, পড়ন্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে পদ-চারণা করে সাধারণত আমি সাহায্য বদনে তাদের নিকট আগমন করলে আল্লাহ্র কসম, তারা কারো দিকে তাকাতেন না। তখন আমি আমার চাচা আবূ ইয়াসিরকে বলতে শুনতাম, তিনি আমার পিতাকে বলতেন ঃ ইনিই কি তিনি ? তিনি বলতেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! তিনি বলতেন ঃ তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কি তুমি জান ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম। তিনি

বললেন, তাহলে তাঁর ব্যাপারে তোমার মনের কী অবস্থা? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তাঁর প্রতি শত্রুতা করে যাবো।

মূসা ইব্ন উকবা যুহ্রী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর কথা শুনেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বলেন, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আমার আনুগত্য কর, কারণ, তোমরা যার অপেক্ষায় ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাকে প্রেরণ করেছেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে, বিরোধিতা করবে না। তখন তার সহোদর হুয়াই ইব্ন আখতাব—যিনি তখন ইয়াহূদীদের সরদার বা নেতা,আর এরা উভয়েই ছিল বনূ নাযীরের লোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর কাছে গিয়ে বসল এবং তাঁর কথা শুনলো, এরপর তার জাতির নিকট ফিরে এলে—আর সে ছিল জাতির মধ্যে মান্যবর—সে বললো ঃ

আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, আল্লাহ্র কসম, আমি চিরকাল তাঁর শত্রুই থাকবো। (তার মুখে একথা শুনে) তার ভাই আবূ ইয়াসির বললো ঃ হে আমার সহোদর ভাই! এ ব্যাপারে আমার আনুগত্য কর আর পরে যা খুশী আমার অবধ্যতা-নাফরমানী করবে। তবে নিজেকে ধ্বংস করবে না। সে বললো: না আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো তোমার আনুগত্য করবো না। শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তার জাতি তারই মতামতের অনুসারী হয়।

আমি বলি, আবূ ইয়াসিরের নাম হুয়াই ইব্ন আখতাব[১] তার কী শেষ পরিণতি হয়েছিল আমার জানা নেই। তবে সাফিয়্যার পিতা হুয়াই ইব্ন আখতাব নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি শত্রুতা ছিল মজ্জাগত। এটাই ছিল তার অভ্যাস। তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার এ অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি। বনূ কুরায়যার যুদ্ধের আলোচনায় তার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশআল্লাহ্।

অনুচ্ছেদ

প্রথম জুমুআর নামায

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দিন তাঁর উটনী কাস্ওয়ায় চড়ে কুবায় থেকে রওনা হলেন, সে দিনটি ছিল জুমুআর দিন। বনূ সালিম ইব্ন আওফের গোত্রে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যায়। তাই সেখানেই তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করেন। আর এটা ছিল রানুওয়ানা উপত্যকায়। এটা ছিল মদীনায় মুসলমানদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম জুমুআর নামায অথবা এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম জুমআর নামায। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কারণ, মক্কায়

---

১. দু'টি মূল কপিতে এমনই উল্লেখ আছে। আর সীরাতে ইব্ন হিশাম গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তারা ছিল তিনজন (১) হুয়াই ইবন আখতাব, (২) আবূ ইয়াসির ইবন আখতাব আর (৩) জুদী ইবন আখতাব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের পক্ষে সকলে একত্র হয়ে জুমুআর নামায আদায় করা, তাতে খুতবা বা ভাষণ দান করা, ঘোষণা বা আযান দেয়া এবং সমাবেশে ভাষণ দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, সময়টা ছিল রাসূলের প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতার আর নির্যাতন-নিপীড়নের।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম জুমুআর খুত্‌বা

ইব্‌ন জারীর (বারী) ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা সূত্রে আবদুর রহমান আল জামাহীর বরাতে বর্ণনা করে যে, মদীনায় বনূ সালিম আমর ইব্‌ন আওফ-এর মহল্লায় প্রথম জুমুআর নামাযে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে খুতবা বা ভাষণ দান করেন, তা ছিল নিম্নরূপঃ

الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واستهديه واو من به ولا اكفره واعادى من يكفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة، وقرب من الاجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلا لا بعيدا واو صيكم بتقوى الله فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم ان يحضه على الاخرة، وان يامره بتقوى الله، فاحذر واما حذركم الله من نفسه، ولا افضل من ذالك نصيحة ولا افضل من ذالك ذكرى، وانه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة، وعون صدق على ما تبتغون من امر الاخرة، ومن يصلح الذى بينه وبين الله من امر السر والعلا نية لا ينوى بذالك الا وجه الله يكن له ذكرا فى عاجل امره وذخرافيما بعد الموت، حين يفتقر المرأ الى ما قدم وما كان من سوى ذالك يودلو ان بينه وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والذى صدق قوله وانجز وعده لا خلف لذالك فانه يقول تعالى : ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد، واتقوا الله فى عاجل امركم وأجد فى السر والعلانية فانه، من يتق الله يكفر عنه سيأته ويعظم له اجرا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما- وان تقوى الله توقى مقته وتوقى عقوبته وتوقى سخطه وان تقوى الله تبيض الوجه وترضى الرب وترفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله قد علمكم الله كتابه

ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين فاحسنوا كما احسن الله اليكم وعادوا اعدائه وجاهدوا فى الله حق جهاده هواجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة ولا قوة الا بالله فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من اصلح ما بينه وبين الله يكفه ما بينه وبين الناس ذالك بان الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه الله اكبر ولا قوة الا بالله العلى العظيم- هكذا اوردها ابن جرير وفى السند ارسال،

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাইছি, তাঁর নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তাঁর কাছে হিদায়াত কামনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর প্রতি কুফরী করি না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে আমি তার সঙ্গে দুশমনী করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত, নূর আর সত্য দীন সহকারে উপদেশ নিয়ে রাসূলদের আগমনে বিরতির পর। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষের গোমরাহী, সময়ের ব্যবধান কিয়ামতের নৈকট্য আর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চিত সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সেতো নিশ্চিত বিপদগামী হয়, স্থানচ্যুত হয় এবং গোমরাহীর অতল তলে নিমজ্জিত হয়।

আমি তোমাদেরকে ওসীয়্যত করছি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার। কারণ, একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে যে বিষয়ে ওসীয়্যত করতে পারে, তন্মধ্যে তাকওয়া হলো সর্বোত্তম। একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে আখিরাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার হুকুম করবে। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে যে সতর্ক করেছেন, তোমরা সে ব্যাপারে সতর্ক হও। এর চেয়ে উত্তম কোন নসীহত নেই, নেই এর চেয়ে উত্তম কোন উপদেশ। আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে কাজ করাই হলো তাকওয়া। পরকালের ব্যাপারে তোমরা যে সহায়তা-সহযোগিতা তালাশ করতে পারো তা হলো এ তাকওয়া। যে ব্যক্তি তার নিজের এবং আল্লাহ্‌র মধ্যকার গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয় সংশোধন করে নিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে না, তার পরিণাম তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনে হবে তার জন্য যিক্‌র ও সঞ্চয় স্বরূপ। যখন মানুষ যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার মুখাপেক্ষী হবে, হবে সে জন্য কাঙ্গাল। আর যে কাজ হবে এর বিপরীত, সে জন্য সে ব্যক্তি কামনা করবে যে, যদি তার এবং সে কর্মের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি হতো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুশিয়ার করেছেন তাঁর নিজের ব্যাপারে। আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ অতিশয় দয়ালু। আর আল্লাহ্ তাঁর বাণী সত্য করে দেখান, পূরণ করেন তাঁর ওয়াদা-অঙ্গীকার। এর কোন খেলাফ তিনি করেন না, করেন না ব্যতিক্রম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ

"আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না, কোন হেরফের হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি অবিচার করি না" (৫০ ঃ ২৯)।

ইহকাল আর পরকালের সকল ক্ষেত্রে গোপনে আর প্রকাশ্যে কেবল আল্লাহ্‌কেই ভয় করে চলবে। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে আল্লাহ্ তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহা পুরস্কার। (৬৫ ঃ ৫)। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা মহাসাফল্য অর্জন করবে। (৩৩ ঃ ৭১

কারণ আল্লাহ্‌র ভয় তাঁর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে, তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করে, রক্ষা করে আল্লাহ্‌র বিরাগ ভাজন হওয়া থেকে। আর আল্লাহ্‌র ভয় চেহারাকে উজ্জ্বল করে, পালনকর্তার সন্তুষ্টি আকর্ষণ করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তোমরা নিজেদের অংশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে শৈথিল্য করো না। কেননা, আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে তাঁর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর পথ, যাতে করে তিনি (প্রকাশ্যে) জানতে পারেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং অন্যদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ করো, যেমনটি আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করেছেন। আল্লাহ্‌র দুশমনদের সঙ্গে তোমরাও দুশমনী করো। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং তোমাদের মুসলিম নামকরণ করেছেন। যাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যাদের বেঁচে থাকার. তারা যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যাদের বেঁচে থাকার তারা যেন সত্যাসত স্পষ্ট হওয়ার পর বেঁচে থাকে। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া (কিছু করার) কোন শক্তি নেই। তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করবে। কারণ, কেউ তার এবং আল্লাহ্‌র মধ্যের সম্পর্ক সুন্দর আর সংশোধন করলে তার এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মানুষের বিচার-ফায়সালা করেন, মানুষ আল্লাহ্‌র বিচার করতে পারে না। আল্লাহ্ মানুষের মালিক, মানুষের কোন আধিপত্য নেই। আল্লাহু আকবার— আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নেই। ইব্‌ন জারীর (তাবারী) বিবরণটি উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদে ইরসাল আছে। (অর্থাৎ এ হাদীছের সনদে সাহাবীর নাম বাদ পড়ে গেছে)।

বায়হাকী (র) ভাষ্যে মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম খুতবা।

হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্‌র সূত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বরাতে বায়হাকী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে দাঁড়িয়ে প্রথম যে খুত্‌বা দান করেন, তাতে তিনি আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য স্তুতী প্রশস্তির পর বলেন ঃ

اما بعد ايها الناس فقدموا لانفسكم تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه ، ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه - الم ياتك رسولى فبلغك واتيتك ما لا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك ؟ فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع ان يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فان بها تجزى الحسنة عشر امثالها الى سبعمائة ضعف والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته-

আম্মা বা'দ (এরপর) লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য (নেক আমল) অগ্রে প্রেরণ কর, তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বেহুশ হয়ে পড়বে এবং তার বকরী পাল রাখালহীন অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে, তার জন্য এরপর তার পালনকর্তা তাকে অবশ্যই বললেন ঃ তখন কোন দোভাষী থাকবে না, থাকবে না কোন প্রহরী, যে উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হবে— তোমার নিকট আমার রাসূল এসে আমার বাণী কি পৌঁছাননি ? আমি তোমাকে ধন-সম্পদে ধন্য করেছি এবং তোমার প্রতি করুণা-বারি বর্ষণ করেছি। তুমি নিজের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করেছ ? তখন সে ডানে-বাঁয়ে দৃষ্টিপাত করবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করবে। জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। কেউ এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে যদি তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তবে তার তাই করা উচিত। আর কেউ তা না পেলে ভাল কথা দ্বারা তো করবে)। কারণ, এতেই নেকীর পুরস্কার দেয়া হবে দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর সালাম আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত। অপর এক খুতবায় আল্লাহ্‌র নবী বলেন ঃ

ان الحمد لله احمده واستعينه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيآت اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادى له ، واشهد ان لا اله الا الله (وحده لاشريك له) ان احسن الحديث كتاب الله، قد افلح من زينه الله فى قلبه وادخله فى الاسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه احبوا من احب الله احبوا الله من كل قلوبكم (ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم) فانه من يختار الله ويصطفى فقد سماه خيرته من الاعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث ومن كل

ما اوتى الناس من الحلال والحرام فاعبدوا اللّه ولا تشركوابه شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا اللّه صالح ما تقولون بافواهكم وتحابوا بروح اللّه بينكم ان اللّه يغضب ان ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته-

সমস্ত প্রশংসা-স্তুতির মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের নফসের অনিষ্ট আর আমলের ত্রুটি থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাইছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করেন তাকে গোমরাহ্ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন তাকে হিদায়াত করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই [তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই] আল্লাহ্র কালাম নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর কথা। আল্লাহ যার অন্তরকে সুশোভিত করেছেন এবং তাকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন কুফরীর পর সে নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে। অন্য মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাকেই বাছাই করে নিয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী নিঃসন্দেহে সুন্দরতম বাণী এবং সবচেয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণও মর্মস্পর্শী বাণী। আল্লাহ্ যাদেরকে ভালাবাসেন, তোমরা তাদেরকে ভালবাসবে। তোমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ভালবাসবে। [আল্লাহ্র বাণী আর যিকির সম্পর্কে তোমরা ক্লান্তিবোধ করো না। এ ব্যাপারে তোমাদের অন্তর যেন কঠিন ও কঠোর না হয়]। কারণ, আল্লাহ্ যাকে মনোনীত করেন তার উত্তম নামকরণ করেন এবং উত্তম বান্দাদের মধ্যে তাকে স্থান দান করেন, তাকে উত্তম কথা আর হালাল-হারামের জ্ঞান দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে, ভয় করার মত এবং তোমরা মুখে যা বলবে, তার উত্তম বাণীতে আল্লাহ্কে সত্য জ্ঞান করবে আর আল্লাহ্র আশিসে নিজেদের মধ্যে ভালবাসার বিনিময় করবে। আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আল্লাহ্কে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ করে তোলে।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

এ ভাষণও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তবে পূর্ববর্তী খুতবার এটি সমর্থক— যদিও শব্দের পার্থক্য রয়েছে।

অনুচ্ছেদ

মসজিদে নববী নির্মাণ এবং আবূ আইউবের গৃহে অবস্থানকাল

আবূ আইউব আনসারী (রা) -এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। ওয়াকিদী বলেন, সাত মাস; আর অন্যরা বলেন, এক মাসেরও কম সময়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী ইসহাক ইব্ন মানসূর সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (র)-এর বরাতে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে মদীনার উঁচু এলাকায় বনূ আম্র ইব্ন আওফ গোত্রে অবতরণ করেন। তিনি সেখানে ১৪ রাত্রি অবস্থান করেন। তারপর বনূ নাজ্জারের কাছে খবর

প্রেরণ করলে তারা কোষবদ্ধ তরবারি সহ উপস্থিত হয়। রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সওয়াবীর উপর দেখতে পাচ্ছি আর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পেছনে সওয়ার আর বনূ নাজ্জারের সরদাররা তাঁর আশপাশে। শেষ পর্যন্ত তিনি আবূ আইউবের গৃহ প্রাঙ্গণে অবস্থান নেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে সময় হতে সেখানেই নামায আদায় করে নিতেন। তিনি বকরী রাখার স্থানেও নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি (সা) মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। বনূ নাজ্জারের নিকট পয়গাম প্রেরণ করলে তারা হাযির হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে বনূ নাজ্জার। তোমরা আমাকে এ বাগানের মূল্য নির্ণয় করে দাও। তারা বললেন ঃ না, আল্লাহ্র কসম, আমরা আল্লাহ্র নিকট ছাড়া কারো নিকট থেকে এর মূল্য গ্রহণ করবো না। রাবী বলেন, সেখানে কি ছিল আমি তোমাদেরকে বলছি। সেখানে ছিল মুশরিকদের কবর। সেখানে ছিল ধ্বংসাবশেষ এবং খেজুর বাগান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশে কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়, ধ্বংসাবশেষকে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয় আর খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। রাবী বলেন. খেজুর গাছগুলো সাবিবদ্ধ করে কিবলার দিকে রাখা হয় এবং দরজার চৌকাঠ দু'টি করা হয় পাথর দিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, পাথর বহনকালে তাঁরা সকলে সমস্বরে সুর করে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন আর তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন ঃ

اللهم انه لا خير الاخير الاخرة - فانصر الانصار المهاجرة،

"হে আল্লাহ্! আখিরাতের মঙ্গল ছাড়া কোন মঙ্গল নেই, সুতরাং তুমি সাহায্য কর আনসার আর মুহাজিরগণকে।"

ইমাম বুখারী অন্য কয়েক স্থানেও হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং ইমাম মুসলিম আবূ আবদুস সামাদ ও আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন সাঈদ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় ইতোপূর্বে যুহরী সূত্রে উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে.যে, মসজিদের স্থানটি ছিল খেজুর শুকাবার খলা। দু'জন ইয়াতীম ছিল স্থানটির মালিক, যারা ছিল আসআদ ইব্ন যুরারার প্রতিপালনাধীন আর সে ইয়াতীমদ্বয়ের নাম ছিল সাহল এবং সুহায়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট মূল্য জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা মূল্য গ্রহণ করবো না, বরং জায়গাটি আপনাকে 'হিবা' করবো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ এভাবে হিবা বা দান হিসাবে স্থানটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ক্রয় করে নিয়ে তথায় মসজিদ নির্মাণ করান। রাবী বলেন, সকলের সঙ্গে মাটি বহনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবৃত্তি করেন ঃ

هذا الحمال لا حمال خيبر * هذا ابر ربنا واطهر

"এ বোঝা খায়বরের বোঝা নয়, হে রব, এটা অনেক পূত, অনেক পবিত্র।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

لاهم ان الاجر اجر الآخرة * فارحم الانصار والمهاجره،

"হে আল্লাহ্! আখিরাতের পুরস্কারইতো প্রকৃত পুরস্কার। তাই তুমি রহম কর আনসার আর মুহাজিরগণকে।"

মূসা ইব্ন উকবা উল্লেখ করেন যে, আসআদ ইব্ন যুরারা ইয়াতীমদ্বয়কে উক্ত স্থানের পরিবর্তে বিয়াযা' অঞ্চলে একটা খেজুর বাগান দান করেন। তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট থেকে স্থানটি ক্রয় করে নেন।

আমি অর্থাৎ (গ্রন্থকার) বলি, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেন যে, খেজুর শুকাবার খলাটি ছিল দু'জন ইয়াতীম বালকের, যারা মুআয ইব্ন আফরার তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তারা ছিল আম্র-এর পুত্র সাহল এবং সুহায়ল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম বায়হাকী আবূ বকর ইব্ন আবুদ্দুনইয়া সূত্রে হাসান-এর বরাতে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ নির্মাণ কার্য শুরু করলে সাহাবীগণ এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁদের সঙ্গে ইট-পাথর বহন করছিলেন; এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষ মুবারক ধুলা-মলিন হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা এটাকে মূসা (আ)-এর ছাপরার মত বানিয়ে দাও। তখন আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, মূসা (আ)-এর ছাপরা কি জিনিস? তিনি বললেন, উঠলে ছাদের নাগাল পাওয়া যায়। এ বর্ণনাটি মুরসাল পর্যায়ের। বায়হাকী (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা সূত্রে উবাদার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আনসারগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (এ টাকা দিয়ে) মসজিদ নির্মাণ করুন এবং তা সুশোভিত করুন। আমরা আর কতকাল এ ছাপরার তলে নামায আদায় করবো? তখন আল্লাহ্র নবী (সা) বললেন ঃ

আমরা ভাই মূসার প্রতি আমার কোন অভক্তি নেই। মূসা (আ)-এর ছাপরার ছাপড়া। এ সূত্রে হাদীছটি গরীব পর্যায়ের। আবূ দাঊদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম সূত্রে..... ইব্ন উমর (রা) -এর বরাতে বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে মসজিদে নববীর খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের আর তার উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ ছিল খেজুর পাতার। আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে তা নষ্ট হয়ে গেলে খেজুরের কাণ্ড আর ডাল-পাতা দিয়ে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়। উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে তা নষ্ট হয়ে গেলে তা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। অদ্যাবধি অর্থাৎ গ্রন্থকারের জীবদ্দশা পর্যন্ত তা বহাল আছে। গ্রন্থকার বলেন, এ বর্ণনাটিও গরীব।

ইমাম আবূ দাঊদ মুজাহিদ ইব্ন মূসা সূত্রে ইব্ন উমর-এর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে মসজিদে নববী ছিল ইট দ্বারা নির্মিত আর তার ছাদ ছিল খেজুর পাতার এবং তাঁর খুঁটি ছিল খেজুর কাঠের। আবূ বকর (রা) তাতে কোন সংযোজন করেননি। উমর (রা) তাতে সংযোজন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের ইট আর খেজুর পাতার ভিতের উপর সংযোজন করেন এবং কাঠের খুঁটি ব্যবহার করেন। হযরত উছমান (রা) তা পরিবর্তন করে তাতে অনেক সংযোজন করেন। তিনি

নকশা করা পাথর দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করে তাতে চুনকাম করান এবং ছাদ নির্মাণ করান সেগুন কাঠ দিয়ে। ইমাম বুখারী আলী ইব্ন সূত্রে ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীমের বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি যে, হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) যে মসজিদে নববীতে সংযোজন করেছেন তা করেছেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীর আলোকে ঃ

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে— তা মুরগীর কুটির পরিমাণ হলেও— আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন।" তখন যেসব সাহাবা বর্তমান ছিলেন, তাঁরা হযরত উছমানের সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং পরবর্তী কালেও তাঁরা এটাকে পরিবর্তন করেননি। এ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে আলিমগণ বলেছেন যে, এ সংযোজনের বিধান সমস্ত মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব মসজিদে নামায আদায়ে ছাওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং এসব মসজিদের উদ্দেশ্যে গমন করা যাবে। দামিশ্ক এর জামি' মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের শাসনামলে মসজিদে নববীতে সংস্কার-সংযোজন করা হয়। খলীফা ওয়ালীদের নির্দেশে মদীনায় খলীফার প্রতিনিধি উমর ইব্ন আবদুল আযীয এ সংস্কার-সংযোজন কর্ম সাধন করেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুজরাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এ সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। পরবর্তীকালে এতে আরো অনেক সংস্কার-সংযোজন করা হয়েছে এবং কিবলার দিক থেকেও সংযোজন করা হয়েছে, যার ফলে রওযা এবং মিম্বর সামনের সফের পরে চলে যায়। যেমন অধুনা দৃষ্টিগোচর হয় (অর্থাৎ লেখকের জীবদ্দশা পর্যন্ত)।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ মসজিদ এবং বাসস্থান নির্মাণ পর্যন্ত রাসূল (রা) হযরত আবূ আইউবের গৃহে অবস্থান করেন এবং নির্মাণ কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেন মুসলমানদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। রাসূলের পদাংক অনুসরণ করে মুহাজির এবং আনসারগণ এ নির্মাণ কার্যে যোগদান করেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক মুসলিম কবি বলেন ঃ

لئن قعدنا والنبى يعمل * لذاك منا العمل المضلل

"আমরা বসে থাকব আর নবীজী কাজ করবেন, আমাদের এ কর্ম হবে কেবলই বিভ্রান্তিকর।" নির্মাণ কাজ চলাকালে মুসলমানরা সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন ঃ

لا عيش الا عيش الاخرة * اللهم ارحم الانصار والمهاجره

"পরকালের সুখই পরম সুখ— অন্য কিছু নয়। হে আল্লাহ্ ! রহম কর তুমি আনসার আর মুহাজিরগণকে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বলেন ঃ

لاعيش الا عيش الاخرة * اللهم ارحم المهاجرين والانصار

"পরকালের সুখই পরম সুখ, অন্য কিছু নয়। হে আল্লাহ্! রহম কর মুহাজির আর আনসারে। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইট-মাটি বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আমাকে মেরে ফেললো। তারা নিজেরা যে বোঝা বহন করে না, তেমন বোঝা আমার ঘাড়ে চাপায়। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে দেখেছি তাঁর ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল থেকে ধুলাবালি ঝাড়তে আর তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো। এসময় তিনি বলছিলেন ঃ

ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك انما يقتلك الفئة الباغية–

ইব্ন সুমাইয়ার জন্য আফসোস! তারা তোমাকে হত্যার করছে (বলছ), তারা তোমাকে হত্যা করবে না, বরং তোমাকে হত্যা করবে এক বিদ্রোহী দল।" এ সনদে হাদীছটি মুনকাতি, এমনকি তা বিচ্ছিন্ন সনদ অর্থাৎ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক এবং উম্মু সালামার মধ্যস্থলে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। অবশ্য ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন। উম্মু সালামা সূত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ একটা বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে। ইমাম মুসলিম অপর এক সূত্রে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হে ইব্ন সুমাইয়া! তোমার জন্য আফসোস! একটা বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে উম্মু সালামা থেকে বর্ণনা করেন ঃ

উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মসজিদ নির্মাণ করছিলেন, তখন প্রত্যেকে একটা ইট বহন করছিলেন; কিন্তু আম্মার বহন করছিলেন দু'টি করে ইট। একটা তাঁর নিজের, অপরটা নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে। তখন নবী করীম (সা) আম্মারের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে বলেন ঃ

ابن سمية للناس اجر ولك اجران وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية–

হে ইব্ন সুমাইয়া! লোকদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান আর তোমার জন্য রয়েছে দু'টি। আর তোমার শেষ খাবার হবে দুধ; একটা বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।" এ বর্ণনার সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।

বায়হাকী প্রমুখ একদল রাবী থেকে খালিদ হামযা সূত্রে আবূ সাঈদ খুদ্রীর বরাতে বলেন ঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন ঃ মসজিদে নববীর নির্মাণ কার্যে আমরা একটি একটি করে ইট বহন করছিলাম আর আম্মার বহন করছিল দু'টি দু'টি করে। নবী করীম (রা) এটা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলছিলেন ঃ

দুঃখ আম্মারের জন্য, একটা বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে ওদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা আম্মারকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে। রাবী বলেন, আম্মার বলছিলেন ঃ আমি ফিতনা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই। মুসাদ্দাদ সূত্রে খালিদ আল-হামযার বরাতে

ইমাম বুখারীও হাদীছটি বর্ণনা করেন। ভিন্ন সনদেও তিনি হাদীছটি বর্ণনা করেছেন । তবে তিনি এ অংশটি উল্লেখ করেননি ঃ تقتلك الفئة الباغية

ইমাম বায়হাকী বলেন যে, ইমাম বুখারী এ অংশটি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, ইমাম মুসলিম আবূ নায্‌রা সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

তিনি বলেন, যিনি আমার চেয়ে উত্তম, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, খন্দক খনন কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মারকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মারের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলছিলেন ঃ ইব্‌ন সুমাইয়ার বিপদ! একটা বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। ইমাম মুসলিম শু'বা সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণনায় আছে ঃ

তিনি বলেন, যিনি আমার চেয়ে উত্তম, তিনি আমাকে জানান— আর তিনি হলেন আবূ কাতাদা খন্দক খননকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে বলেন, হে ইব্‌ন সুমাইয়া! দুঃখ তোমার জন্য, একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী উহায়ব সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খন্দক খনন করছিলেন, তখন লোকেরা একটা একটা ইট বহন করছিলেন আর আম্মার ব্যথায় কাতর অবস্থায়ও দু' দু'টি ইট বহন করছিলেন। আবূ সাঈদ বলেন, আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলছিলেন, ইব্‌ন সুমাইয়্যা! দুঃখ তোমার জন্য, একটা বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। বায়হাকী বলেন, তিনি নিজে যা শুনেছেন আর সঙ্গীর নিকট থেকে যা শুনেছেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হতে পারে খন্দক খননের কথা উল্লেখ করাটা রাবীর ভ্রম। তাঁরা উভয়ে বা তাঁদের একজন মসজিদ নির্মাণকালে এবং অন্যজন খন্দক খননকালে তাকে একথা বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, খন্দক খননকালে ইট বহন অর্থহীন। বাহ্যত এটা লিপিকারের বিভ্রম। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ হাদীছটি নবুওয়াতের অন্যতম প্রমাণ। এতে নবী (সা) আগাম জানান যে, একটা বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে। সিফ্‌ফীনের ঘটনায় শামবাসীরা তাঁকে হত্যা করে। আর এ ঘটনায় আম্মার ছিলেন আলী (রা) ও ইরাকীদের সঙ্গে। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হযরত আলী (রা) ছিলেন হযরত মুআবিয়ার চেয়ে বেশী হকদার। মুআবিয়ার সঙ্গীদেরকে বিদ্রোহী বলায় তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া অপরিহার্য হয় না। যেমনটি শিয়া প্রমুখ বাতিল ফিরকা প্রয়াস পেয়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা বিদ্রোহী হলেও যুদ্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন মুজতাহিদ। সকল মুজতাহিদ যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না। ইজতিহাদে যিনি ঠিক করেন তার জন্য রয়েছে দু'টি বিনিময় আর যিনি ভুল করেন তাঁর জন্য রয়েছে একটা পুরস্কার। পরবর্তীকালে এ হাদীছের সঙ্গে যারা একথা যোগ করেছে ঃ

لا انالها الله شفاعتى يوم القيامة

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে যেন আমার শাফাআতের অংশীদার না করেন। এ সংযোজনের মাধ্যমে সে রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ এমন কথা বলেননি, প্রামাণ্য সূত্রে তাঁর নিকট থেকে এমন কথা বর্ণিত নেই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ।

তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন আর তারা তাঁকে ডাকছে জাহান্নামের দিকে— আম্মার তারা এবং তাঁর সঙ্গীরা সিরিয়াবাসীদেরকে ডাকছিলেন সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ঐক্যের দিকে; আর সিরিয়াবাসীরা কে বেশী হকদার সে কথাবাদ দিয়ে কর্তৃত্ব কবজা করতে চেয়েছিল। তারা এটাও চেয়েছিল যে, লোকেরা নানা দলে বিভক্ত হোক আর প্রত্যেক দলের মাথায় থাকুক একজন ইমাম। এটা চালিত করে অনৈক্য আর উম্মতের মতভেদের দিকে।

একথা স্বীকার না করলেও এটাই ছিল তাদের মাযহাবের অপরিহার্য পরিণতি আর তাদের গৃহীত নীতির ফলাফল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আমরা যখন সিফ্ফীন-এর ঘটনায় পৌঁছব, তখন এ বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাঁর তাওফীকে। এখানে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাহিনী। তার প্রতিষ্ঠাতার উপর হাযারো দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

হাফিয বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

তিনি বলেনঃ হযরত আবূ বকর (রা) একখানা পাথর এনে তা স্থাপন করলেন, এরপর হযরত উমর (রা) একখানা পাথর এনে স্থাপন করলেন। এরপর হযরত উছমান (রা) একখানা পাথর এনে তা স্থাপন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমার পরে এরাই হবে কর্তৃত্বের অধিকারী।

হাফিয বায়হাকী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্দুল হামীদ হিম্মানী সূত্রে সাফীনার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ ।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে নববী নির্মাণকালে একটা প্রস্তর স্থাপন করে বলেন ঃ এবার আবূ বকর আমার পাথরের পাশে তার পাথর স্থাপন করুক, এরপর আবূ বকরের পাথরের পাশে উমর তার পাথর স্থাপন করুক, এরপর উমরের পাথরের পাশে উছমান তার পাথর স্থাপন করুক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

هؤلاء الخلفاء من بعدى

"আমার পরে এরাই খলীফা হবেন।" এই সনদে হাদীছটি নিতান্তই গরীব পর্যায়ের। ইমাম আহমদ আবুন নায্র সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনার বরাতে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তা-ই পরিচিত। তাতে সাফীনা বলেন ঃ

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, তারপর হবে রাজতন্ত্র। তারপর সাফীনা বলেন ঃ আবূ বকরের খিলাফত শুমার কর— দু'বছর, উমরের খিলাফত শুমার কর দশ বছর, উছমানের খিলাফত শুমার কর- বার বছর, আলীর খিলাফত

শুমার কর ছয় বছর। হাদীসের এ শব্দগুলো আহমদ (র) বর্ণিত। আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ সাঈদ ইব্‌ন জামহান সূত্রে ও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলে মন্তব্য করে বলেন, এ সূত্র ছাড়া হাদীছটি আমাদের জানা নেই। আর তিরমিযীর ভাষায় ঃ

الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا

"আমার পর খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, এরপর হবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র।" তিনি হাদীছের অবশিষ্টাংশও উল্লেখ করেছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি, মসজিদে নববী প্রথম যখন নির্মাণ করা হয়, তখন তাতে খুত্‌বা দানের জন্য মিম্বর ছিল না; বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর 'মুসাল্লার' নিকট দেয়ালে একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। পরে তাঁর খুত্‌বার জন্য মিম্বর তৈয়ার করা হলে তিনি সেদিকে অগ্রসর হলে খুঁটিটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর মত অঝোরে ক্রন্দন করা শুরু করে। কারণ, খুঁটিটি নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুতবা শ্রবণ করতো। যথাস্থানে রাসূলের মিম্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। খুঁটিটি ক্রন্দন করতে লাগলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন। যেমন ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দান করলে সে চুপ হয়ে যায়। এ বিষয়ে পরে সাহল ইব্‌ন সাআদ সাইদী, জাবির, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, আনাস ইব্‌ন মালিক ও উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করা হবে। আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর হযরত হাসান বসরী কি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يامعشر المسلمين! الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه ، اوليس الرجال الذين يرجون لقاءه احق ان يشتاقوا اليه ؟

"হে মুসলিম সমাজ! রাসূলে করীম (সা)-এর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে কাষ্ঠ পর্যন্ত ক্রন্দন করছে। যারা রাসূলের দীদার প্রত্যাশী, তারা কি রাসূলে পাকের প্রেমে আপ্লুত হওয়ার অধিকতর হকদার নয় ?

মসজিদে নববীর ফযীলত

ইমাম আহমদ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উনায়স সূত্রে তাঁর পিতার বরাতে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন ঃ

দু' ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, এক ব্যক্তি বনূ খাদ্‌রার, অপর ব্যক্তি বনু আম্‌র ইব্‌ন আওফের। তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ কোন্‌টি তা নিয়ে তাদের মধ্যে এ বিরোধ দেখা দেয়। খুদ্‌রী ব্যক্তিটি বলেন ঃ তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী)। পক্ষান্তরে বনূ আম্‌রের লোকটি বলেন, তা হচ্ছে কুবার মসজিদ। উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

هو هذا المسجد لمسجد رسول الله وقال فى ذالك خير كثير يعنى مسجد قباء–

"তা হল এ মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী)। তিনি আরো বলেন ঃ এতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। অর্থাৎ মসজিদে কুবায়।" তিরমিযী কুতায়বা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করে তাকে হাসান-সহীহ্ হাদীছ বলে মন্তব্য করেন।

আহমদ (র) ইসহাক ইব্ন ইয়াহইয়া সূত্রে. তিরমিযী ও নাসাঈ উভয়ে কুতায়বা সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ বিষয়ে দু'ব্যক্তি বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এরপর পূর্ব বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করেন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে আবূ সালামা সূত্রে বর্ণিত হাদীছে বলা হযেছে যে, তিনি এ সম্পর্কে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সম্পর্কে তুমি তোমার পিতার কাছে কী শুনেছ? আমার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হাতে কঙ্কর তুলে নিয়ে তা নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তা হলো তোমাদের এ মসজিদ।

ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী সূত্রে সাহল ইব্ন সাআদ থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ বিষয়ে দু'ব্যক্তি বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। তাদের একজন বললেনঃ তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ (মসজিদে নববী অপর ব্যক্তি বললো তা হলো মসজিদে কুবা। উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তা হলো আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী)। ইমাম আহমদ (র) আবূ নুআয়ম সূত্রে উবাই ইব্ন কাআব থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

اَلْمَسْجِدُ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مَسْجِدِىْ هٰذَا–

"তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ হলো আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)।" বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এসব হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মসজিদে তাক্ওয়া হলো মসজিদে নববী। হযরত উমর (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব এ মত পোষণ করেন। আর ইব্ন জারীর (তাবারী) এ মতই গ্রহণ করেন। অন্যরা বলেন, মসজিদে কুবা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল এবং এসব হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সে কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এ মসজিদ মানে মসজিদে নববী এ সব গুণ- বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। তন্মধ্যে একটা এই যে, এ মসজিদ হলো সে তিনটি মসজিদের অন্যতম, যে সম্পর্কে বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس-

"এ তিন মসজিদ ভিন্ন অপর কোন মসজিদের দিকে সফর করা যাবে না ঃ (১) আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী), (২) মাসজিদুল হারাম ও (৩) বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ সাঈদ সূত্রেও নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

বুখারী শরীফে এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال! صلوة فى مسجدى هذا خير من الف صلوة فيما سواه الا المسجد الحرام-

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার এ মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে হাযার নামাযের চাইতে উত্তম; তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।" মুসনাদে আহমদে হাসান সনদে আরো একটি সুন্দর অতিরিক্ত সংযোজন আছে। আর তা এই ঃ فان ذلك افضل কারণ, এটা অনেক মর্যাদাপূর্ণ। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حوضى-

"আমার গৃহ আর আমার মিম্বরের মধ্যস্থলে রয়েছে জান্নাতের অন্যতম বাগান আর আমার মিম্বর হবে আমার হাওযের উপর।" এ মসজিদ (মসজিদে নববী)-এর ফযীলত বিষয়ে অনেক অনেক হাদীছ রয়েছে। 'কিতাবুল আহকাম আল-কাবীর'-এর মানাসিক অধ্যায়ে সে সব হাদীছ আমরা উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ্। তাঁর প্রতিই আমাদের আস্থা আর তাঁর উপরই আমাদের ভরসা। মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নেই, কোন ক্ষমতা নেই।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এ মত পোষণ করেন যে, মদীনার মসজিদ মাসজিদুল হারাম থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তা নির্মাণ করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ) আর এটা নির্মাণ করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)। আর এটা জানা কথা যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অপরদিকে জমহুর ইমাম ও বিদগ্ধ আলিমগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন এবং তাঁরা স্থির করেছেন যে, মাসজিদুল হারাম শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ। কারণ, তা এমন এক নগরীতে অবস্থিত, যাকে আল্লাহ্ হারাম তথা মর্যাদাপূর্ণ করেছেন— যেদিন আসমান-যমীন পয়দা করেছেন সেদিনই। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ খাতামুল মুরসালীনও তার মর্যাদা বহাল রেখেছেন। তাই তাতে এমন সব গুণ- বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে, যা অন্য কোন মসজিদের নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হবে।

অনুচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ শরীফে মানে মসজিদে নববীর আশপাশে তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের বসবাসের জন্য হুজরা নির্মাণ করা হয়। এসব বাসস্থান ছিল ছোট ছোট। এগুলো ছিল মসজিদের আঙিনায়। হাসান বাস্‌রী (র) বলেন— আর তখন তিনি ছিলেন ছোট শিশু মাতা খায়রার সঙ্গে। আর খায়রা ছিলেন উম্মু সালামার আযাদকৃত দাসী। আমি নবী (সা)-এর হুজরার ছাদ হাত দিয়ে নাগাল পেতাম। আমি বলি ঃ হাসান বসরী ছিলেন মোটাসোটা দীর্ঘ দেহধারী ব্যক্তি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আর সুহায়লী 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থে বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর বাসস্থান ছিল খেজুর পাতার নির্মিত, তার উপর ছিল মাটি। আর মাটির উপরে স্থানে স্থানে প্রস্তর জড়ানো ছিল। আর এসব বাসগৃহের ছাদ পুরোটাই ছিল খেজুর পাতার। হাসান বসরীর উক্তি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এসব হুজরার সঙ্গে 'আরআর' কাঠের সঙ্গে শক্তভাবে পাথর জড়ানো ছিল। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী প্রণীত 'তারীখ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুজরার দরজায় নখ দ্বারা টোকা দেওয়া যেতো। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরজায় নাড়া দেয়ার মত কড়া ছিল না। সুহায়লী আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমস্ত হুজরা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয়। ওয়াকিদী, ইব্‌ন জারীর (তাবারী) প্রমুখ বলেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরীকত দুয়ালী মক্কায় ফিরে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা) তার সঙ্গে যায়দ ইব্‌ন হারিছা এবং আবূ রাফিকেও যেতে দেন। যাতে করে এরা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আসতে পারেন। আর এরা দু'জনই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম। সঙ্গে দু'টি বাহন ছাড়া তাদেরকে পাঁচশত দিরহামও দেওয়া হয় কুদায়দ বাজার থেকে উট কেনার জন্য। তাঁরা যান এবং নবী (সা)-এর দু'জন কন্যা— ফাতিমা আর উম্মু কুলছূম এবং নবী (সা)-এর দু'জন সহধর্মিণী— হযরত সাওদা আর হযরত আইশা (রা)-কে মদীনায় নিয়ে আসেন। এদের সঙ্গে ছিলেন হযরত আইশার মাতা উম্মু রূমান এবং নবী (সা)-এর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ এবং আবূ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্‌সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ। পথে হযরত আইশা এবং তার মাতা উম্মু রূমানকে নিয়ে উটনী পলায়ন করলে উম্মু রূমান বলতে শুরু করেন হায় নববধূ ও তার দুই কন্যা! হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ এসময় আমি একজনকে বলতে শুনি লাগাম ঢিলা করে দাও। আমি লাগাম ঢিলা করে দিলে আল্লাহ্‌র হুকুমে উটটি থেমে যায় এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে হিফাযত করেন। সকলেই এগিয়ে যায় এবং ডান দিকে সুন্‌হ নামক স্থানে অবস্থান করে। আটমাস পর শাওয়াল মাসে হযরত আইশা (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিলন ঘটে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এঁদের সঙ্গে আগমন করেন যুবায়র ইব্‌ন আওআম-এর স্ত্রী আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)। তিনি ছিলেন পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র। এ সনের ঘটনাবলীর শেষ পর্যায়ে উপযুক্ত স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অনুচ্ছেদ

মদীনার জ্বরে মুহাজিরদের আক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব সূত্রে হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। তিনি বলেন, আমি তাঁদের দু'জনের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করি ঃ আব্বাজান আপনার কেমন লাগছে ? বিলাল! আপনি যেমন বোধ করছেন? তিনি বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে বলতেন ঃ

كل امرأ مصبح فى اهله * والموت ادنى من شراك نعله

"প্রতিটি ব্যক্তি তার পরিজনের মধ্যে সকালে শয্যা ত্যাগ করে; আর মৃত্যু তো তার জুতার ফিতার চিয়েও নিকটবর্তী।"

আর বিলালের জ্বর সেরে গেলে ঘাড় সোজা করে বলতেন ঃ

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة * بواد وحولى اذخر وجليل

"হায়! আমি যদি রাত্রি যাপন করতে পারতাম (মক্কার) উপত্যকায় আর চারদিকে থাকতো ইয্খির ও জালীল ঘাসের সমারোহ।"

وهل اردن يوما مياه مجنة – وهل يبدون لى شامة وطفيل

কোন দিন তারা যদি পান করতে পারতো মাজান্না কুয়ার পানি। যদি প্রকাশ পেতো আমার জন্য শামা ও তাফীল (পর্বত)!

হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ

اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة–

"হে আল্লাহ্! মক্কার মতো মদীনাকেও আমাদের জন্য প্রিয় (ভূমি) কর বা তার চেয়েও বেশী এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর নিবাসে পরিণত কর এবং মদীনার সা' ও মুদ্-এ (দু'টি পরিমাপ বিশেষ— অর্থাৎ মাপে-ওযনে মানে পণ্য ও কেনাবেচায়) আমাদেরকে বরকত দাও। আর মদীনার জ্বরকে স্থানান্তর কর জুহ্ফা অঞ্চলে।"

ইমাম মুসলিম হযরত আবূ বকর (রা) সূত্রে হিশামের বরাতে সংক্ষেপে হাদীছটি বর্ণনা করেন। বুখারীর বর্ণনায় আবূ উসামা সূত্রে.... আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বিলালের কবিতার পর অতিরিক্ত যোগ করা হয় ঃ

হে আল্লাহ্! ওতবা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ— এদের উপর তুমি লা'নত বর্ষণ কর, যেমন তারা আমাদেরকে মহামারী আক্রান্ত জনপদে ঠেলে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

হে আল্লাহ্! মদীনা ভূমিকে আমাদের নিকট প্রিয় কর মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশী। হে আল্লাহ্! মদীনার সা' আর মুদ্দ-এ আমাদেরকে বরকত দান কর। মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর জনপদে পরিণত কর এবং মদীনায় মহামারী জুহ্ফা অঞ্চলে স্থানান্তর কর। হযরত আইশা (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনায় আগমন করি, তখন তা ছিল আল্লাহ্র দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় মহামারীগ্রস্ত অঞ্চল। তখন বাত্হান অঞ্চলে পানি সরবরাহ ছিল খুবই কম অর্থাৎ পানি ছিল দুর্গন্ধযুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে যিয়াদ..... হযরত আইশার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনা আগমন করেন, তখন মদীনা ছিল আল্লাহ্র দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় মহামারী পীড়িত জনপদ। ফলে রাসূলের সাহাবীগণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং আল্লাহ্ তাঁর নবী থেকে এসব ব্যাধি-বিপদকে দূরে রাখেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, (হযরত আবূ বকর (রা) এবং) আমির ইব্ন ফুহায়রা ও বিলাল এরা দু'জনেই ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম— এরা সকলে এক গৃহে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাঁদের কাছে যাই শুশ্রূষা করার জন্য আর এটা ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগের ঘটনা। আর জ্বরের প্রকোপে তাঁদের এমন অবস্থা হয়েছিল, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, আব্বা, আপনার কেমন লাগছে ? তিনি বললেন ঃ

"সকলেই স্বজনের মধ্যে সকাল করে, আর মৃত্যু তো জুতার ফিতারও কাছে।" হযরত আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার পিতা কি যে বলছেন তা তিনি জানতেন না। আইশা (রা) বলেন, এরপর আমি আমির ইব্ন ফুহায়রার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমির! কেমন লাগ্ছে ? তিনি বললেন ঃ

لقد وجدت الموت قبل ذوقه * ان الجبان حتفه من فوقه

মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করার আগেই আমি মৃত্যু-যাতনা ভোগ করছি। আর ভীরুদের মৃত্যু তো আসে তার উপর থেকে।

كل امرأ مجاهد بطوقه * كالثور يحمى جلده بروقه

প্রতিটি ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে তার হিম্মত অনুযায়ী। যেমন ষাঁড় নিজেকে প্রতিরোধ করে তার শিং দ্বারা।

তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, তিনি কি বলছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। আইশা (রা) বলেন, জ্বর হলে বিলাল ঘরের আঙ্গিনায় শুয়ে থাকতেন। তখন তিনি ঘাড় উঁচু করে বললেন ঃ

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة * بفخ وحولى اذخر وجليل

যদি জানতাম যে, 'ফাখ' নামক স্থানে আমি রাত্রি যাপন করবো, আর আমার আশপাশে থাকবে ইয্খির ও জালীল ঘাস।

وهل اردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لى شامة وطفيل

আমি কি কখনো পান করবো মাজান্না কুয়ার পানি? আমার সামনে কি প্রকাশ পাবে শামা ও তাফীল পর্বত!

হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি তাদের মুখ থেকে যা কিছু শুনতে পেয়েছি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তা ব্যক্ত করে বললাম, জ্বরের ঘোরে তাঁরা প্রলাপ বকছেন এবং কি যে বলছেন, তার মাথামুণ্ড কিছুই তাঁরা বুঝতে পারছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة اواشد وبارك لنا فى مدها وصاعها وانقل وباءها الى مهيعة

ইয়া আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশী। মদীনার 'মুদ্দ' আর সা'-এ আমাদেরকে বরকত দাও আর মদীনার মহামারীকে স্থানান্তর কর মাহীআ তথা জুহ্ফা অঞ্চলে।

ইমাম আহমদ ইউনুস সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা এবং বিলাল অসুস্থ হলেন। তাঁদের পরিচর্যা আর সেবার জন্য আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দেন। তিনি আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ কেমন লাগছে আপনার কাছে? তিনি বললেন ঃ

كل امرأ مصبح فى اهله * والموت ادنى من شراك نعله

সকলেই স্বজনদের মধ্যে ভোরে (জাগ্রত হয়ে) উঠে।

আর মৃত্যু তো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটতর।

আমিরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

انى وجدت الموت قبل ذوقه * ان الجبان حتفه من فوقه

মৃত্যুর স্বাদের পূর্বেই আমি মৃত্যু পেয়েছি। কাপুরুষের মৃত্যু আসে উপর থেকে (অকস্মাৎ)।

আর বিলালকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন! ঃ

يا ليت شعرى هل ابيتن ليلة * بفخ وحولى اذخر وجليل

হায়, আমি যদি 'ফাখ' অঞ্চলে রাত্রি যাপন করতে পারতাম, আর আমার আশপাশে থাকতো ইযখির আর জালীল ঘাসের সমারোহ।

হযরত আইশা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে তা জানান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় কর। যেমন প্রিয় করেছিলে মক্কাকে বা তার চেয়েও বেশী। হে আল্লাহ্! মদীনার সা' আর মুদ্দ-এ আমাদেরকে বরকত দান কর। আর মদীনার মহামারী মাহীআ অঞ্চলে স্থানান্তর কর। আর তাদের ধারণায় মাহীআ হলো জুহ্ফা অঞ্চল। ইমাম নাসাঈ কুতায়বা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনা ছিল আল্লাহ্র দুনিয়ায় সর্বাধিক মহামারী পীড়িত অঞ্চল। আর বাত্হান উপত্যকার পানি ছিল দূষিত ও দুর্গন্ধময়। হিশাম বলেন, জাহিলী যুগে মদীনার মহামারী ছিল সর্বজন বিদিত। তখন সে আমলে নিয়ম ছিল যে, কোন উপত্যকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে তথায় আগত ব্যক্তিকে গাধার মতো চীৎকার করতে বলা হতো। এমনটি করলে সে উপত্যকার মহামারী সে লোকের কোন ক্ষতি করত না বলে তাদের ধারণা ছিল। জনৈক কবি মদীনায় আগমন করে এ কবিতাটি রচনা করেন ঃ

لعمرى لئن عبرت من جيفة الردى * نهيق الحمار اننى لجزوع

আমার জীবনের শপথ, বিনাশ (আর মৃত্যুর) আশংকায় যদি আমি গাধার মতো চীৎকার করি, তবে তো আমি নিতান্তই বিলাপকারী ও প্রলাপকারী সাব্যস্ত হবো।

ইমাম বুখারী মূসা ইব্ন উকবা সূত্রে, তিনি সালিম থেকে, সালিম তদীয় পিতার বরাতে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة - وهى الجحفة-

"আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গিণী নারী যার মাথার চুল উষ্কখুষ্ক মদীনা থেকে বের হয়ে মাহীআয় অবস্থান নিয়েছে। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী মাহীআয় স্থানান্তরিত হয়েছে। আর মাহীআ হচ্ছে জুহ্ফা। এ হল বুখারী (র)-এর শব্দমালা। মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেননি। তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করে তাকে সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন। নাসাঈ ও ইব্ন মাজা মূসা ইব্ন উকবা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ হিশাম ইব্ন উরওয়া সূত্রে আইশা (রা)-এর বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আইশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনা ছিল মহামারীগ্রস্ত। তিনি দীর্ঘ হাদীছটি উল্লেখ করেন। হিশাম বলেন ঃ জুহফায় জন্ম নেয়া শিশু বালিগা হওয়ার পূর্বেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো। বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। ইউনুস ইসহাক সূত্রে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনা ছিল মহামারীতে আক্রান্ত। সেখানে রাসূলের সাহাবীগণ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, যার ফলে তারা নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তা'আলা এ

থেকে তাঁর নবীকে হিফাযত করেন। বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ উমরাতুল কাযার বছরে মক্কায় পৌছলে মুশরিকরা বলেঃ তোমাদের নিকট এক প্রতিনিধি দল আগমন করছে ইয়াছরিবের জ্বর-ব্যাধি যাদেরকে দুর্বল করে তুলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণ রমল করার নির্দেশ দেন অর্থাৎ তারা যেন (প্রথম তিন চক্করে) বীরদর্পে চলেন এবং দুই রুকন অর্থাৎ রুক্ন ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যস্থলে যেন ধীরে-সুস্থে হাঁটেন। এবং অন্যান্য চক্করে তিনি তাঁদেরকে রমল করতে বারণ করেছেন কেবল তাদের প্রতি করুণা বশে।

আমি (গ্রন্থকার) বলি উমরাতুল কাযা সংঘটিত হয় সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে আর মদীনার মহামারী স্থানান্তরের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ হয়তো পরে করেছেন, অথবা মহামারী হলেও তার লক্ষণ আর প্রতিক্রিয়া তখনো সামান্য হলেও অবশিষ্ট ছিল। অথবা তাঁরা যে জ্বরে ভুগেছেন, তার লক্ষণ তখনো পরিস্ফুট ছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন শিহাব যুহরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আস সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ মদীনা আগমন করে জ্বরে আক্রান্ত হন। মদীনার এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রোগ-ব্যাধিতে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন। অবশ্য আল্লাহ্ এ থেকে তাঁর নবীকে হিফাযত করেন। তাঁরা এতই দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েন যে, না বসে তাঁরা নামায আদায় করতে পারতেন না। রাবী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন আর সাহাবীগণ এ ভাবে (বসে বসে) নামায আদায় করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ জেনে রাখবে, বসে বসে নামায আদায়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। এরপর মুসলমানরা রোগ-ব্যাধি আর দুর্বলতা সত্ত্বেও জোর করে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের চেষ্টা করেন কেবল সওয়াব লাভের আশায়।

অনুচ্ছেদ

মুহাজির-আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি

ইব্ন জারীর তাবারীর বর্ণনা মতে মদীনায় ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করতো—বনূ কায়নূক, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যা। আনসারগণের পূর্বে বুখতে নসর-এর শাসনামলে ইয়াহূদীরা হিজাযে আগমন করে। বুখতে নসর পবিত্র নগরীর ধ্বংস সাধন করে। সায়লুল আরিম তথা সর্বগ্রাসী প্লাবনে লোকেরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলে আওস এবং খায্রাজ গোত্রের লোকেরা মদীনায় আগমন করে ইয়াহূদীদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। এসব নবাগতরা ইয়াহূদীদের সঙ্গে মৈত্রী ও সখ্যতা গড়ে তোলে এবং তাদের মতো সাজার চেষ্টা চালায়। কারণ, এ নবাগতদের দৃষ্টিতে ইয়াহূদীরা নবীদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের বদৌলতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু এসব মুশরিককে হিদায়াত আর ইসলাম দ্বারা ধন্য করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। হিংসা-বিদ্বেষ, বিদ্রোহ এবং সত্যকে গ্রহণ করে নিতে অনীহার কারণে আল্লাহ্ এসব দাম্ভিক ইয়াহূদীকে লাঞ্ছিত করেন।

ইমাম আহমদ (র) আফফান সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনাস ইব্‌ন মালিকের গৃহে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করেন। ইমাম আহমদসহ ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং ইমাম আবূ দাউদ আসিম ইব্‌ন সুলায়মান আল-আহ্ওয়ালের বরাতে আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার গৃহে কুরায়শ এবং আনসারদের মৈত্রী স্থাপন করেন। আর ইমাম আহমদ নসর ইব্‌ন বাব সূত্রে আমর ইব্‌ন শুআয়বের দাদা থেকে বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) মুহাজির-আনসারদের মধ্যে একটা লিখিত চুক্তি করেন যে, তারা পরস্পরে লেনদেন করবে, উপযুক্ত ফিদিয়ার বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করবে এবং মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার-সংশোধন করবে। ইমাম আহমদ আব্বাস সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাদীসটি ইমাম আহমদ এককভাবে বর্ণনা করেন। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিটি গোত্রের উপর দিয়াতের বিধান লিখে দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে একটা লিখিত চুক্তি করান, তাতে তিনি ইয়াহূদীদেরকেও অঙ্গীকারবদ্ধ করেন। ধর্মপালন এবং সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং তাদের উপর কিছু শর্তও আরোপ করেন। চুক্তিটির ভাষা এ রকম ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هذا كتاب من محمد النبى الامى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفذون عانيهم بالمعروف والقسط وبنو عوف على ربعتهم يتعا قلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار واهل كل دار بنى ساعدة وبنى جشم وبنى النجار وبنى عمرو بن عوف وبنى النبيت الى ان قال وان المؤمنين لا يتركون مفر حا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء وعقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيسة ظلم اوا ثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعهم ولوكان ولد احدهم ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وان ذمة الله واحدة يجير عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متنا صر عليهم وان سلم

المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم وان كان غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا وان المؤمنين يبئ بعضهم بعضا بما نال دماءهم فى سبيل الله وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحوا دونه على مؤمن وانه من اعتبط مؤمنا قتلا من بينة فانه قودبه الى ان يرضى ولى المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه وانه لا يحل لمؤمن اقربما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الأخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه وان من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وانكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته وان ليهود بنى النجار وبنى الحارث وبنى ساعده وبنى جشم وبنى الاوس وبنى ثعلبه رجفنه وبنى الشطنه مثل ما ليهود بنى عوف وان بطانة يهود كانفسهم وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد ولا ينجر على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه الامن ظلم وان الله على اثر هذا وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة، وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم ياثم امرأ بحليفه وان النصر لالمظلوم وان يثرب حرام حرفها لاهل هذه الصحيفة وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث أوا شتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله وان الله على من اتقى ما فى هذه الصحيفه وابره وانه لا تجار قريش ولا من نصرها وان بينهم النصر على من دهم يثرب واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه والهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او اثم وانه من خرج

آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم اوا ثم وان الله جار لمن بروا اتقى كذا اورده ابن اسحاق بنحوه-

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র ইয়াহূদীরাও এ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কুরায়শী এবং ইয়াছরিবী মুসলমান এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে উম্মী নবী মুহাম্মদ (সা) এ সনদ জারী করেন।

১. এক জাতি হিসাবে তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে অন্যদের মুকাবিলায়।

২. কুরায়শী মুহাজিররা তাদের কর্তৃত্বে বহাল থাকবে। তারা রীতি অনুযায়ী নিজেদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইনসাফের ভিত্তিতে বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে।

৩. বনূ আওফ তাদের কতৃত্বে বহাল থাকবে। তারা রীতি ও বিধি মতো দিয়্যত পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক দল রীতি অনুযায়ী ইনসাফের ভিত্তিতে মু'মিনদেরকে ফিদিয়া পরিশোধ করে তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করবে।

৪. এরপর তিনি আনসারদের প্রত্যেক বংশ-গোত্র-এর উল্লেখ করেন। এরা হলো, বনূ সাইদা, বনূ জুশাম, বনূ নাজ্জার, বনূ আমর ইব্‌ন আওফ, বনূ নাবীত। এমনকি চুক্তিতে তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, কোন মুসলমান ঋণভারে জর্জরিত বিপণ জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়হীন রাখবে না এবং ফিদিয়া আর দিয়্যতের ক্ষেত্রে নিয়ম-রীতি অনুযায়ী পরস্পরের সাহায্য-সহায়তা করবে।

৫. কোন মুসলমান অপর মুসলমানের আযাদ করা গোলামের সঙ্গে কোন চুক্তি করবে না তাঁকে বাদ দিয়ে (মুহাম্মদ (সা)-কে ছাড়া)। (অর্থাৎ অন্যের মুক্ত দাসের সঙ্গে কোন মুসলমান মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করতে পারবে না।

৬. মু'মিন মুত্তাকীরা ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করবে বিদ্রোহী, যালিম, অত্যাচারী, পাপাচারীর বিরুদ্ধে, মু'মিনদের মধ্যে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির বিরুদ্ধে। এমন কি আপন সন্তানদের বিরুদ্ধে গেলেও এ মোর্চা গঠন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সকলে নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সহায়তা করবে।

৭. কোন কাফিরের বদলায় কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করবে না।

৮. মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরের সাহায্য করা যাবে না।

৯. আল্লাহ্‌র যিম্মা-অঙ্গীকার এক ও অভিন্ন। তাদের পক্ষ থেকে একজন সামান্য-নগণ্য ব্যক্তিও কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে।

১০. অন্যদের মুকাবিলায় মুসলমানগণ পরস্পরে ভাই।

১১. আমাদের অনুগত ইয়াহূদীরা সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। তাদের প্রতি জুলুম করা যাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে না।

১২. সকল মুসলমানের নিরাপত্তা আর স্বার্থ এক। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কোন মু'মিন অপর মু'মিন ভাইকে বাদ দিয়ে সন্ধি চুক্তি করবে না। তা সমভাবে সকলের জন্য ইনসাফ ভিত্তিক হতে হবে।

১৩. যে সব যোদ্ধা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হবে, তারা একে অন্যের সহায়তা করবে।

১৪. মু'মিনগণ আল্লাহ্র রাস্তায় নিহতদেরকে পরস্পরে সহায়তা করবে।

১৫. মু'মিন-মুত্তাকীরা সত্য-সরল ও সঠিক হিদায়াতের উপর আছে। কোন মুশরিক কোন কুরায়শীকে জান-মালের নিরাপত্তা দেবে না। কোন মু'মিনের মুকাবিলায় সে প্রতি- বন্ধক হবে না (এবং তার বিরুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা করবে না)।

১৬. অহেতুক কোন মু'মিনকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে দায় বহন করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিসকে সন্তুষ্ট করতে হবে। হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সমস্ত মু'মিনের কর্তব্য হবে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কিছু করা তাদের জন্য হালাল হবে না।

১৭. কোন মু'মিন ব্যক্তি, যে এ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে ঈমান রাখে এবং তা স্বীকার করে, আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে যার ঈমান ও বিশ্বাস আছে, কোন নতুন কিছু উদ্ভাবনকারীর সাহায্য সহায়তা করা তার জন্য হালাল নয়, হালাল নয় এমন নব উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দান করা। যে ব্যক্তি এমন লোককে সাহায্য-সহযোগিতা করবে বা তাকে আশ্রয় দান করবে কিয়ামতের দিন তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত, আল্লাহ্র গযব আপতিত হবে। তার নিকট থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না (তার তাওবাও কবূল করা হবে না)।

১৮. চুক্তির ক্ষেত্রে কোন বিরোধ, মত-পার্থক্য দেখা দিলে (তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৯. ইয়াহূদীরা যত দিন মু'মিনদের সহযোদ্ধা রূপে থাকবে, ততদিন তারা মু'মিনদের সাথে ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

২০. বনূ আওফের ইয়াহূদীরা মু'মিনদের সঙ্গে একই উম্মা রূপে থাকবে।

২১. ইয়াহূদীরা তাদের ধর্ম মেনে চলবে আর মু'মিনরা মেনে চলবে তাদের নিজেদের দীন।

২২. তাদের দাস এবং তারা নিজেরা নিরাপদ থাকবে। অবশ্য কেউ জুলুম, পাপাচার আর অপরাধ করলে সে কেবল নিজেকেই ধ্বংস করে। নিজের এবং নিজের পরিজনের ক্ষতি সাধন করে। (অন্যায়কারীকে অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করতে হবে)।

২৩. বনূ নাজ্জার, বনূ হারিছ, বনূ সাইদা, বনূ জুশাম, বনূ আওস, বনূ ছা'লাবা বনূ জাফনা, বনূ শাতনা—এসব শাখা গোত্রের ইয়াহূদীরা বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মতো অধিকার ভোগ করবে, সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে এবং ইয়াহূদীদের গোপন বিষয় নিজেদের গোপন বিষয়ের মতো বিবেচিত হবে।

২৪. মুহাম্মদ-এর বিনা অনুমতিতে তাদের কেউ বের হতে পারবে না।

২৬. কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে তা করবে নিজেরই সঙ্গে, তবে জুলুমের বিপরীতে জুলুমের শাস্তি তাকে পেতে হবে।

২৭. আর আল্লাহ্ তো রয়েছেনই তার পশ্চাতে।

২৮. ইয়াহূদীরা নিজেদের ব্যয় ভার বহন করবে, আর মুসলমানরা বহন করবে নিজেদের ব্যয়ভার।

২৯. এ চুক্তিপত্রের অনুসারীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করবে, তার বিরুদ্ধে সাহায্য করা সকলের কর্তব্য হবে।

৩০. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে সম্পর্ক হবে শুভাকাঙ্ক্ষী, সদুপদেশও পুণ্যভিত্তিক— পাপাচারমূলক হবে না।

৩১. কোন ব্যক্তি তার মিত্রপক্ষের সঙ্গে পাপাচারের কর্ম করবে না। মিত্রপক্ষের অপরাধের কারণে সে অপরাধী হবে না।

৩২. মজলুমের সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে।

৩৩. এ চুক্তির পক্ষের লোকের জন্য ইয়াছরিব এবং তার উপকণ্ঠ হবে সম্মানার্হ।

৩৪. প্রতিবেশী-আশ্রয়প্রার্থী হবে নিজের মতো— যদি সে ক্ষতিকর এবং অপরাধী না হয়।

৩৫. অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন নারীকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৩৬. এ চুক্তির পক্ষের মধ্যে কোন ঘটনা-উত্তেজনায় বিপর্যয়ের আশংকা সৃষ্টি হলে (বা কোন বিরোধ দেখা দিলে) ব্যাখ্যার জন্য আল্লাহ্ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৩৭. যে এ চুক্তি মেনে চলবে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন।

৩৮. কুরায়শ এবং তাদের সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৩৯. কেউ ইয়াছরিবের উপর চড়াও হলে সকল পক্ষ মিলে ঠেকাবে।

৪০. মুসলমানদেরকে কোন সন্ধি-চুক্তির জন্য আহ্বান করা হলে তারা (ইয়াহূদীরা) ও তা মেনে চলবে। ইয়াহূদীরা কারো সঙ্গে চুক্তি করলে মুসলমানরাও তাতে যোগ দিবে। তবে কেউ দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাতে মুসলমানরা যোগ দেবে না।

৪১. প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য তার অংশের সংরক্ষণ করা।

৪২. জালিম আর অপরাধী ছাড়া কেউ এ চুক্তিপত্রের অন্যথা করবে না।

৪৩. কেউ মদীনার বাইরে গেলে বা মদীনায় বসবাস করলে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে— যদি সে জালিম এবং অপরাধী না হয়ে থাকে।

৪৪. যে ব্যক্তি পুণ্যবান এবং মুত্তাকী, আল্লাহ্ হবেন তার হিফাযতকারী।

ইব্ন ইসহাক চুক্তিপত্রের অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সালাম তাঁর কিতাবুল গরীব ইত্যাকার গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ

মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে নবী (সা)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

(আর তাদের জন্যেও) মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সে জন্যে তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না আর তারা ওদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়---নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। অন্তরের কার্পণ্য থেকে যাদেরকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম (৫৯ ঃ ৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا.

এবং যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা (৪ ঃ ৩৩) ।

ইমাম বুখারী (র) সাল্‌ত্ ইব্‌ন মুহাম্মদ সূত্রে.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ (এবং প্রত্যেকের জন্য আমি মাওয়ালী করেছি) এ আয়াতে মাওয়ালী অর্থ ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ (এবং যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ)-এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই আনসারদের ওয়ারিছ বলে গণ্য হতেন, নবী (সা) তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছেন তার সুবাদে। وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ —এ আয়াত নাযিল হলে আনসারদেরকে উত্তরাধিকার দানের বিধান রহিত হয়। তিনি বলেন, পরে আয়াত নাযিল হয় ঃ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ —এ আয়াতে তাদের অংশ বলে তাদেরকে সাহায্য করা, রিফাদা অর্থাৎ আপ্যায়ন এবং কল্যাণ কামনা বুঝানো হয়েছে। আর মীরাছেও ওসীয়্যতের বিধান রহিত হয়ে গেছে। ইমাম আহমদ সুফিয়ান ও আসিম সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) আমাদের গৃহে মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেননি, এমন কথা তাঁর প্রতি আরোপ করা থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাই। আমরা জানতে পেরেছি, তাতে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র জন্য তোমরা দু'দু' জন ভাই ভাই হয়ে যাও। এরপর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এ হচ্ছে আমার ভাই। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ছিলেন প্রেরিত রাসূলগণের সর্দার, মুত্তাকিগণের ইমাম এবং রাব্বুল 'আলামীনের রাসূল। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, যার কোন সমকক্ষ নেই। রাসূল (সা) এবং আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিব হয়ে গেলেন পরস্পরে ভাই ভাই। হাম্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন আসাদুল্লাহ্ ওয়া আসাদু রাসূলিহী তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ। তিনি ছিলেন রাসূলের চাচা। তিনি এবং রাসূলের আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্ হারিছা হলেন পরস্পর ভাই ভাই। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর প্রতিই হযরত হাম্যা ওসীয়্যত করেন। দু' ডানা বিশিষ্ট জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব এবং মুআয ইব্ন জাবাল হলেন পরস্পর ভাই ভাই। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ তখন জা'ফর আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন, তাঁদের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মুহাজির	আনসার
হযরত আবূ বকর (রা)	হযরত খারিজা ইব্ন যায়দ (রা)
হযরত উমর (রা)	হযরত ইতবান ইব্ন মালিক (রা)
হযরত আবূ উবায়দা (রা)	হযরত সাআদ ইব্ন মুআয (রা)
হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ	হযরত সাআদ ইব্ন রাবী' (রা)
হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)	হযরত সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওকশ মতান্তরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)
হযরত উছমান ইব্ আফ্ফান	হযরত আওস ইব্ন ছাবিত ইব্ন মুনযির নাজ্জারী (রা)
হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্	হযরত কাআব ইব্ন মালিক (রা)
হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা)	হযরত উবাই ইব্ন কাআব (রা)
হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)	হযরত আবূ আইউব (রা)
হযরত আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা (রা)	হযরত আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা)
হযরত আম্মার (রা)	হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান আবাসী আবদুল আশহালের মিত্র, মতান্তরে ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস
হযরত আবূ যর বরীর ইব্ন জুনাদা (রা)	হযরত মুনযির ইব্ন আমর-মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী উয়ায়স ইব্ন সাইদা
হাতিব ইব্ন আবূ বালতা'আ	

মুহাজির	আনসার
আরো যাঁদেরকে তিনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ঃ	
হযরত সালমান ফারসী (রা)	হযরত আবূ দারদা (রা)
তাঁর আসল নাম ছিল	
উয়ায়মির ইব্‌ন ছা'লাবা	
হযরত বিলাল (রা)	আবূ রুয়ায়হা (রা) (মতান্তরে উবায়দা ইব্‌ন হা'রিছ ইব্‌ন মুত্তালিব)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে যাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন, তাদের মধ্যে এ নামগুলো আমাদের নিকট উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তার কোন কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। নবী (সা) এবং আলী (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব কোন কোন আলিম অস্বীকার করেন এবং তারা এর বিশুদ্ধতাই স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি এই যে, এই ভ্রাতৃত্বের বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে যাতে একজন দ্বারা আরেকজন আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারেন এবং একে অন্যের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। এ অর্থে তাদের কারো সঙ্গে নবী (সা)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করার কোন অর্থই হয় না। তেমনি এক মুহাজিরের সঙ্গে অপর মুহাজিরের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনেরও কোন অর্থ হয় না। যেমন হামযা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন হারিছার মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে হ্যাঁ, নবী (সা) হযরত আলী (রা)-এর আর্থিক প্রয়োজন অন্য কারো উপর ন্যস্ত করেননি। ইতোপূর্বে মুজাহিদ প্রমুখের উদ্‌ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-এর পিতা আবূ তালিবের জীবদ্দশায় শৈশবকাল থেকেই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-এর ব্যয়ভার বহন করে আসছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত হামযা তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিছার দেখাশোনা করতেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এই বিবেচনাতেই হয়তো তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেয়া হয়েছিল।

অনুরূপভাবে হযরত জা'ফর ও হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল-এর যে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা-ও সন্দেহাতীত নয়। ইব্‌ন হিশাম এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব সপ্তম হিজরীর গোড়ার দিকে খায়বর বিজয়কালে হাবশা থেকে (মদীনায়) আগমন করেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। সুতরাং নবী (সা)-এর মদীনা আগমনের শুরুতেই তাঁর এবং মুআয ইব্‌ন জাবাল-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা কিরূপে হতে পারে? তবে হ্যাঁ, একথা বলা যেতে পারে যে, নবী (সা) তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা তখনই করেছিলেন, যখন জা'ফর (মদীনায়) আগমন করেন। আবূ উবায়দা এবং সাআদ ইব্‌ন মুআয-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের যে কথা তিনি উল্লেখ করছেন, তা ইমাম আহমদের বর্ণনার পরিপন্থী। তিনি আবদুস সামাদ সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উবায়দা ইবন্ জাররাহ এবং আবূ তালহার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে

ইমাম মুসলিম এককভাবে হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ উবায়দা এবং সাআদ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বিষয়ে ইব্‌ন ইসহাক যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তা থেকে এটাই বিশুদ্ধতর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিভাবে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম বুখারী আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ-এর উক্তি উদ্‌ধৃত করেন ঃ আমরা মদীনায় আগমন করলে নবী (সা) আমার এবং সাআদ ইব্‌ন রাবী'-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আর আবূ জুহায়ফা বলেন ঃ নবী (সা) সালমান ফারসী এবং আবূ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করে তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (মদীনায়) আগমন করলে নবী (সা) তাঁর এবং সাআদ ইব্‌ন রাবী' আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তখন হযরত সাআদ তার সম্পদ এবং স্ত্রীদেরকে সমভাবে বন্টন করে নেয়ার জন্য আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের নিকট প্রস্তাব পেশ করলে আবদুর রহমান বলেন ঃ আপনার সম্পদ ও পরিবারে আল্লাহ্ বরকত দান করুন, আপনি বরং আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন। ফলে তিনি ঘি এবং পনিরের ব্যবসা দ্বারা কিছু লাভ করেন। কিছুদিন পর তাঁর গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখে নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, আবদুর রহমান, এটা কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক আনসারী মহিলাকে আমি বিবাহ করেছি। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী পরিমাণ মহর দিয়ে তাকে বিবাহ করেছ? তিনি বলেন, এক খেজুর বীচির পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ একটি বকরী দ্বারা হলেও তুমি ওলীমার আয়োজন করবে। এই সূত্রে ইমাম বুখারী হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী অন্যত্রও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিমও হুমায়দ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম আহমদ আফ্‌ফান সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ মদীনায় আগমন করলে নবী (সা) তাঁর এবং সাআদ ইব্‌ন রাবী' আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। তখন হযরত সাআদ (রা) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফকে বললেন, হে ভ্রাত! আমি মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আমার সম্পদ থেকে আপনি অর্ধেক গ্রহণ করুন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, এদের মধ্যে যাকে আপনার পসন্দ হয়, আমি তাকে তালাক দেবো, আপনি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। আবদুর রহমান (রা) বললেন ঃ আপনার পরিবার-পরিজন এবং সহায়-সম্পদে আল্লাহ্ বরকত দান করুন, আপনারা বরং আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন। লোকেরা তাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিলে তিনি বাজারে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং লাভের অংশ থেকে কিছু ঘি ও পনির নিয়ে আসেন। এরপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি কিছুকাল অবস্থান করেন। এরপর (একদিন) তিনি আগমন করেন, আর তাঁর শরীরে রয়েছে জাফরান রঙ্গের চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাকে কত মহরানা দিয়েছ ? তিনি বললেন ঃ এক খেজুর বীচি পরিমাণ স্বর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ একটা বকরী দ্বারা হলেও ওলীমার আয়োজন কর। আবদুর রহমান বলেন, আমি নিজেকে (এমন অবস্থায়) দেখতে পাই যে, আমি একটি পাথর হাতে নিলে তা-ও স্বর্ণ-রৌপ্যে পরিণত

হবে বলে আশা করি। ইমাম বুখারী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ থেকে হাদীছটি মুআল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন, যা গরীব পর্যায়ের। কারণ, কেবল আনাস সূত্রেই হাদীছটি বর্ণিত। এটাও সম্ভব যে, তিনি হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ থেকে শুনেছেন।

ইমাম আহমদ ইয়াসীদ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, মুহাজিররা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যে সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করেছি, তাদের মধ্যে স্বল্প সম্পদ নিয়ে অধিক সহমর্মিতা জ্ঞাপন করতে এবং বেশী সম্পদ থেকে বেশী ব্যয় করতে (আনসারদের চাইতে অধিকতর তৎপর অন্য কোন সম্প্রদায়কে) আমরা দেখিনি। তারা তো আমাদেরকে জীবিকা সম্পর্কে চিন্তামুক্ত করে দিয়েছে এবং উৎপাদনে আমাদেরকে অংশীদার করে নিয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাদের আশংকা জাগে যে, তারা বুঝি সমস্ত ছওয়াবই নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, যতদিন তোমরা তাদের শুকরিয়া আদায় করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে থাকবে, ততদিন তা হবে না। বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীছটি (মুহাদ্দিছদের পরিভাষায়) সুলাসী হাদীছ। সিহাহ্ সিত্তাহ্র সংকলকদের মধ্যে অন্য কেউ এই সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেননি। বিশুদ্ধ হাদীছের মধ্যে এটা অন্য রাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী হাকাম ইব্ন নাফি' সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আনসাররা বললেন যে, (হে আল্লাহ্র রাসূল!) আমাদের এবং (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর বাগান বণ্টন করে দিন। রাসূল (সা) বললেন, না। তখন আনসারগণ বললেন ঃ তবে তোমরা আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পরিশ্রম করবে আর আমরা তোমাদেরকে ফলনে অংশীদার করে নেবো? মুহাজিরগণ বললেন, ঠিক আছে, আমরা মেনে নিলাম।

ইমাম বুখারী এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের মুহাজির ভাইয়েরা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি রেখে তোমাদের কাছে এসেছে। তখন আনসারগণ বললেন ঃ আমাদের সম্পদ আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই? আনসারগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কী হতে পারে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা কায়িক শ্রম করতে জানে না; তোমাদেরকে তাদের কাজ করে দিতে হবে এবং ফলন ভাগ করে নেবে। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। আনসারদের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

—এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা সেসব আলোচনা করেছি।

অনুচ্ছেদঃ আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারার ইনতিকাল

আসআদ ইব্ন যুরারা ইব্ন আদাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার আকাবার বায়আতের রাত্রে বনূ নাজ্জার কাওমের ১২ জন নকীবের অন্যতম। আকাবার তিনটি বায়আতেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বায়আতের রজনীতে এক উক্তি মতে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেন, আর তখন তিনি ছিলেন

একজন যুবক। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হায্মুন নাবীত' অঞ্চলে 'নাকীউল খায্মাত' নামক স্থানে তিনিই সর্বপ্রথম লোকদেরকে নিয়ে মদীনায় জুমুআর নামায আদায় করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ মসজিদে নববী নির্মাণকালের মাসগুলোতে আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারা গলায় বা বুকে ব্যথার কারণে ইনতিকাল করেন।[১] ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসআদ ইব্ন যুরারাকে 'শাওকা' ব্যাধিতে লোহা গরম করে দাগান।

ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর সূত্রে আসআদ ইব্ন যুরারার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আবূ উমামার মৃত্যু ছিল মদীনার ইয়াহূদী এবং আরবের মুনাফিকদের দৃষ্টিতে অলক্ষুণে মৃত্যু। ইয়াহূদী এবং মুনাফিকরা বলতো ঃ (মুহাম্মদ সা) নবী হলে তার সাথী মারা যেতো না। অথচ আমার নিজেকে এবং আমার কোন সাহাবীকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। এ বর্ণনার দাবী এই যে, নবী (সা) মদীনায় আগমনের পর আসআদ ইব্ন যুরারা সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন। (উস্দুল) গাবাহ গ্রন্থে আবুল হাসান ইব্ন আছীর ধারণা করেছেন যে, নবী (সা)-এর মদীনায় আগমনের সপ্তম মাস শাওয়ালে তিনি ইনতিকাল করেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, আসআদ ইব্ন যুরারার পর বনূ নাজ্জারের জন্য একজন নকীব নির্ধারণের নিমিত্ত তারা রাসূল (সা)-এর নিকট আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা হলে আমার মাতৃকুলের বংশধর। তোমাদের প্রয়োজন আমি দেখবো এবং আমি তোমাদের নকীব। তিনি একজনকে বাদ দিয়ে অন্য জনকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা নাপসন্দ করেন। বনূ নাজ্জার অন্যদের উপর এ কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতো যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নকীব। ইব্ন আছীর বলেন, আসআদ ইব্ন যুরারা বনূ সাইদার নকীব ছিলেন বলে আবূ নুআয়ম এবং ইব্ন মান্দাহ যে উক্তি করেছেন, এই বর্ণনা দ্বারা তা রদ হয়ে যায়। আসলে তিনি নকীব ছিলেন বনূ নাজ্জারের। তাই ইব্ন আছীর যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। আর ইব্ন জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনতিকাল করেন তাঁর গৃহের মালিক কুলছূম ইব্ন হিদম। রাসূলের মদীনায় আগমনের অল্পকাল পরই ইনি ইনতিকাল করেন। এরপর আসআদ ইব্ন যুরারার মৃত্যু হয়। রাসূলের আগমনের বছর গলা ব্যথা বা বুকে ব্যথার কারণে মসজিদে নববীর নির্মাণকালে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মতে, কুলছূম ইব্ন হিদম ইব্ন ইম্রাউল কায়স ইব্ন হারিছ ইব্ন যায়দ ইব্ন উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আম্র ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস আল-আনসারী আল-আওসী ছিলেন বনূ আমর ইব্ন আওফের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে কুবায় অবস্থানকালে রাত্রিবেলা তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করেন। দিনের বেলা সাহাবীদের

১. ওয়াকিদী বলেন, হিজরতের নবম মাসের গোড়ার দিকে শাওয়াল মাসে আসআদ ইব্ন যুরারা ইনতিকাল করেন। আর এ ঘটনা বদর যুদ্ধের পূর্বের।

সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন সাআদ ইব্ন রাবী'-এর গৃহে। সেখান থেকে বনূ নাজ্জারের পল্লীতে যাওয়ার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন আছীর বলেন, কথিত আছে যে, রাসূলের মদীনা আগমনের পর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ইনতিকাল করেন, তিনি ছিলেন কুলছূম ইব্ন হিদম। এরপর মৃত্যু হয় আসআদ ইব্ন যুরারার। ঐতিহাসিক তাবারীও একথা উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ

হিজরী সনের শাওয়াল মাসে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর জন্ম প্রসঙ্গে

হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, যেমন আনসারদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রথম সন্তান ছিলেন নু'মান ইব্ন বাশীর। কেউ কেউ ধারণা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র হিজরতের ২০ মাস পরে জন্মগ্রহণ করেন। এটা আবুল আসওয়াদের উক্তি। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া সূত্রে তাঁর পিতা এবং পিতামহের উদ্ধৃতি দিয়ে এটি বর্ণনা করেন। একদল ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, নু'মান ইব্ন বাশীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র-এর ৬ মাস পূর্বে হিজরতের ১৪ মাসের মাথায় জন্মগ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধ মত তা-ই, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম বুখারী (র) যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া সূত্রে আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে গর্ভে নিয়ে আমি হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হই এবং মদীনায় এসে কুবায় অবস্থান করি এবং এখানেই সন্তানের জন্ম হলে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে এলে তিনি নবজাত শিশুকে কোলে তুলে নেন এবং খেজুর নিয়ে আসতে বলেন। খেজুর নিয়ে এলে তিনি তা চিবিয়ে সন্তানের মুখে তুলে দেন। তাই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি শিশুর পেটে যায় তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাবিত্র মুখের লালা। এরপর খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেন এবং এ সময় তিনি শিশুর জন্য বরকতের দু'আ করেন। তিনি ছিলেন হিজরতের পর প্রথম মুসলিম সন্তান।

খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ আসমা থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা (রা) হিজরতকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কুতায়বা সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, মদীনার মুসলিম সমাজে যে শিশু সন্তানটি সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করে, সে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র। শিশুটিকে নবী (সা)-এর নিকট আনা হলে নবী (সা) খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে শিশুর মুখে তুলে দেন। তাই প্রথম যে বস্তুটি শিশুর পেটে যায়, তা ছিল নবী (সা)-এর পবিত্র মুখের লালা। এটা ওয়াকিদীর মতকে খণ্ডন করে। কারণ, তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরীকত-এর সঙ্গে যায়দ ইব্ন হারিছা এবং আবূ রাফি'কে মক্কা প্রেরণ করেন, যাতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকর (রা)-এর পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর তারা তাঁদেরকে নিয়ে আসেন এবং আসমা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। আসমার সন্তান প্রসব তখন আসন্ন ছিল। তিনি সন্তান প্রসব করলে নবজাতকের জন্মে উৎফুল্ল হয়ে মুসলমানগণ এক বিরাট তাক্বীর ধ্বনি তোলেন। কারণ, ইয়াহূদীদের পক্ষ হতে মুসলমানদের নিকট এ খবর

পৌঁছেছিল যে, তারা মুসলমানদেরকে জাদু করেছে, যার ফলে হিজরতের পর তাদের কোন সন্তান জন্ম নেবে না। ইয়াহূদীদের কল্পিত ধারণাকে আল্লাহ্ মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন।

অনুচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হযরত আইশা (রা)-কে ঘরে তোলা প্রসঙ্গে

ইমাম আহমদ ওয়াকী' সূত্রে..... হযরত আইশা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। হযরত আইশা (রা), বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাওয়াল মাসে আমাকে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমাকে ঘরে তুলে আনেন। তাই রাসূল (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে কে তাঁর নিকট আমার চাইতে অধিকতর প্রিয় ছিলেন? আর এজন্যেই হযরত আইশা পসন্দ করতেন যে, স্ত্রীরা শাওয়াল মাসেই স্বামীগৃহে গমন করুক। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা সুফিয়ান ছাওরী সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান-সহীহ্ বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেন যে, সুফিয়ান ছাওরীর সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। এ হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে হযরত আইশা (রা)-এর বাসর হিজরতের সাত বা আট মাস পরে হয়েছিল। ইব্ন জারীর তাবারী এ দু'টি উক্তিই উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে হযরত সাওদার সঙ্গে নবী (সা)-এর বিবাহের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিভাবে এ বিবাহ সংঘটিত হয়েছে এবং হযরত আইশার সঙ্গে তাঁর বাসরের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ বাসর হয় মদীনা আগমনের পর লোকজনের বর্তমানকালের অভ্যাসের বিপরীতে 'সুনেহ্' নামক স্থানে দিনের বেলা। নবী করীম (সা) কর্তৃক শাওয়াল মাসে হযরত আইশা (রা)-এর সঙ্গে সংগত হওয়ার মধ্যে কিছু লোকের এ ধারণার প্রতিবাদ রয়েছে যে, দুই ঈদের মধ্যবর্তী কালে (অর্থাৎ শাওয়াল মাসে) নববধূর সঙ্গে সংগত হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার আশংকা থাকে। এ কারণে কেউ কেউ এ সময়ের মিলনকে না-পসন্দ করতেন। এ কথার কোন্ ভিত্তি নেই। এ ধরনের উক্তির[১] প্রতিবাদ করেই হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার সঙ্গে সংগত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর নিকট আমার চেয়ে প্রিয়তর? এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আইশা (রা) বুঝতে পেরেছেন যে, নবী (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তাঁর এ উপলব্ধি যথার্থ। কারণ, এর পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। প্রমাণ হিসাবে সহীহ্ বুখারীতে আমর ইব্ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছ দু'টিই যথেষ্ট। উক্ত হাদীছে আছে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আইশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বললেন, আইশার পিতা।

১. আবূ আসিম বলেন ঃ অতীতকালে শাওয়াল মাসে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণে লোকেরা এ মাসে স্ত্রী সংগমকে অশুভ কর্ম মনে করতো। তাঁর এ উক্তি ঠিক হয়ে থাকলে এ ধারণা দূর করার জন্যই তিনি শাওয়াল মাসে স্ত্রীদের সঙ্গে সংগত হন। ইব্ন সাআদ— তাব্কাত খ ৮, পৃ, ৬০

অনুচ্ছেদ

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ কথিত আছে, এ বছর অর্থাৎ হিজরতের প্রথম বর্ষে মুকীম অবস্থার নামাযে দু' রাক্‌আত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। ইতোপূর্বে মুকীম অবস্থায় ও সফরে নামায ছিল দু' রাকআত। আর এ ঘটনা ঘটে নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের এক মাস পর রবিউছ্-ছানী মাসের ১২ তারিখে। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ওয়াকিদীর ধারণা মতে হিজাযবাসীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

আমার মতে, মা'মার সূত্রে হযরত আইশা থেকে বর্ণিত বুখারীর হাদীছ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আইশা বলেন ঃ প্রথমে নামায প্রতি ওয়াক্ত দু'রাকআত ফরয করা হয়। সফরকালে দু' রাকআত বহাল রাখা হয় এবং মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাকআত যোগ করা হয়। শা'বী সূত্রেও তিনি এ মর্মে হযরত আইশা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম বায়হাকী হাসান বসরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুকীম অবস্থায় শুরুতে চার রাকআত নামায ফরয করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। সূরা নিসা আয়াত—

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ.

যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন নামায কসর করায় তোমাদের কোন দোষ নেই। (৪ ঃ ১০১) এ আয়াতের তাফসীরে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

অনুচ্ছেদ

আযান ও আযানের বিধিবদ্ধতা প্রসঙ্গে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় স্থিত হলেন এবং মুহাজির ও নেতৃস্থানীয় আনসারগণ যখন তাঁর পাশে সমবেত হলেন এবং ইসলাম যখন দৃঢ়তা-স্থিরতা লাভ করলো, তখন নামায কাইম হল, রোযা ও যাকাত ফরয করা হলো, হুদূদ তথা শরীআতের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হলো, হালাল-হারামের বিধান জারী করা হলো এবং ইসলাম তাদের মধ্যে সুদৃঢ় আসন করে নিল। আর আনসাররা ছিলেন সেই গোত্র, যারা পূর্ব থেকেই মদীনায় বসবাস করতেন এবং ঈমান আনয়ন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন কোন রকম আহ্বান ছাড়াই নামাযের সময় হলে লোকেরা তাঁর নিকট সমবেত হতো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাবলেন, ইয়াহূদীদের শিঙা বা বিউগলের মতো তিনিও কিছু একটা বানাবেন, যা দিয়ে ইয়াহূদীরা তাদের লোকজনকে তাদের প্রার্থনার দিকে ডাকে। পরে তিনি এটা অপসন্দ করেন। এরপর তিনি নাকূস (তৈয়ার করার) নির্দেশ দিলেন, যাতে তার আওয়াজ দ্বারা লোকজনকে— মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য ডাকা যায়। তাঁরা যখন এসব চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এমন সময় বিলহারিস ইব্‌ন খাযরাজের অন্যতম সদস্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহী স্বপ্নযোগে সালাতের জন্য আহ্বানের ধরন দেখতে পান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ রাত্রে আমার নিকট একজন আগন্তুক আগমন করে। লোকটির গায়ে দুটো সবুজ বস্ত্র। তার হাতে ছিল নাকূস। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি এ নাকূস বিক্রয় করবে? লোকটি

বললো ঃ এটা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, এ দিয়ে আমি (লোকজনকে) নামাযের জন্য আহ্বান জানাবো। লোকটি বললোঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সন্ধান দেব? আমি বললাম, তা কি? সে বললো, (তা এই যে,) তুমি বলবে ঃ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্

হাইয়্যা আলাস সালাহ্ হাইয়্যা আলাস সালাহ্

হাইয়্যা আলাল ফালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ চাহে তো এটা সত্য স্বপ্ন। তুমি বিলালের পাশে দাঁড়াও এবং আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও, যাতে করে সে, এ বাক্যগুলো দ্বারা আযান দেয়। কারণ, সে তোমার চেয়ে উচ্চকণ্ঠ। বিলাল এ বাক্যগুলো দ্বারা আযান দিলে উমর ইব্ন খাত্তাব গৃহ থেকেই তা শুনতে পান। তিনি চাদর টানতে টানতে ঘর থেকে বের হয়ে রাসূলের প্রতি ছুটে এসে বললেন ঃ ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! সে পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তিনি যা স্বপ্নে দেখেছেন, অনুরূপ আমিও দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন আব্দ রাব্বিহী তাঁর পিতা সূত্রে আমার নিকট এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ এবং ইব্ন খুযায়মা বিভিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী ইব্ন খুযায়মা প্রমুখ হাদীছটি সহীহ্ তথা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদের মতে তাঁকে ইকামাতও শিক্ষা দেয়া হয়। তিনি বলেন, ইকামাতে বলবে-

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্

হাইয়্যা আলাস সালাহ্

হাইয়্যা আলাল ফালাহ

কাদ কামাতিম সালাহ

কাদ কামাতিম সালাহ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্!

ইমাম ইব্‌ন মাজা হাদীছটি আবূ উবায়দ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মায়মুন থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক থেকে পূর্বোক্তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আবূ উবায়দ বলেছেন যে, আবূ বকর আল-হাকামী আমাকে জানান যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ আল-আনসারী এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

الحمد لله ذى الجلال وذى الا   كرام حمدا على الاذان كبيرا

اذ اتانى به البشير من اللّه   فاكرم به لدى بشيرا

فى ليال والى بهن ثلاث   كلماجاء زادنى توقيرا

আযানের জন্য মহান আল্লাহ যুল-জালাল ওয়াল ইকরামের অশেষ শুকরিয়া।

হঠাৎ আমার নিকট আগমন করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা, যিনি আমার নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসেন, তিনি কতই না উত্তম!

একের পর এক তিন রজনী তিনি আগমন করেন সে সংবাদ নিয়ে এবং যখনই তিনি আগমন করেছেন আমার মর্যাদা বৃদ্ধিই করেছেন।

আমি বলি ঐ কবিতামালা তো বিস্ময়কর। এ কবিতার দাবী এই যে, তিনি তিন রজনী স্বপ্নে দেখেন, পরে তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেছেন। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, যুহ্‌রী সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ সূত্রে ইব্‌ন ইসহাকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তায়মী সূত্রে; তবে তিনি এ কবিতাটি উল্লেখ করেননি। ইমাম ইব্‌ন মাজা খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-ওয়াসিতী সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন যে, নামাযের আয়োজনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিঙা বা বিউগলের উল্লেখ করলে ইয়াহূদীদের প্রতীক হওয়ার কারণে রাসূল (সা) তা পসন্দ করেননি। এরপর নাকূস-এর কথা উঠলে নাসারার কারণে রাসূল (সা) তা-ও না-পসন্দ করেন। ঐ রাত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ নামক জনৈক আনসার এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) স্বপ্নে 'আযান' দেখতে পান। উক্ত রাত্রেই সে আনসারী ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তার স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলালকে নির্দেশ দেন (এবং বিলাল সে মতে)

আযান দেন। যুহ্‌রী বলেন, ভোরের নামাযের আহ্বানে বিলাল যোগ করেন ঃ আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম (ঘুম থেকে নামায উত্তম) দু'বার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা বহাল রাখলেন। তখন উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি যেমন স্বপ্নে দেখেছেন, অনুরূপ আমিও স্বপ্ন দেখেছি। তবে তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী। 'কিতাবুল আহকাম আল-কাবীর' গ্রন্থে আযান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্! আল্লাহ্‌র প্রতিই রয়েছে আস্থা ও ভরসা।

অবশ্য সুহায়লী বায্‌যার সূত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব থেকে ইসরা বা মি'রাজের হাদীছে উল্লেখ করেন। তাতে উল্লেখ আছে যে, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে একজন ফেরেশতা বের হয়ে এসে এ আযান দেন এবং যখনই এক একটা বাক্য উচ্চারণ করেন, তখনই আল্লাহ্ তার সত্যতা অনুমোদন করেন। তারপর ফেরেশতা মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাত ধরে তাঁকে আগে বাড়িয়ে দেন এবং তিনি আসমানবাসীদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। তাঁদের মধ্যে আদম (আ) এবং নূহ্ (আ)-ও ছিলেন। এরপর সুহায়লী বলেন, ইস্‌রা তথা মি'রাজের হাদীছের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে এ হাদীছটি সহীহ্ হতে পারে বলে আমি মনে করি। তবে তাঁর ধারণা অনুযায়ী হাদীছটি সহীহ্ নয়, বরং মুনকার তথা বাতিল। জারূদিয়া[1] ফির্কার আদি পুরুষ আবুল জারূদ যিয়াদ ইব্‌ন মুনযির এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ ব্যক্তি অভিযুক্তদের অন্যতম। তিনি মি'রাজ রজনীতে এ আযান শুনে থাকলে অবশ্যই হিজরতের পর নামাযের দিকে ডাকার জন্য এর নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ উল্লেখ করেছেন, আতা আমাকে বলেন, আমি উবায়দ ইব্‌ন উমায়রকে বলতে শুনেছি ঃ নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ নামাযে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে নাকূস ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ করেন। এ সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব নাকূসের জন্য দু'টি কাষ্ঠ ক্রয়েরও ইচ্ছা করেন। এ সময় এক রাত্রিতে উমর (রা) স্বপ্নে দেখেন নাকূস বানাবে না, বরং নামাযের জন্য আযান দেবে। তখন উমর (রা) স্বপ্ন সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করার জন্য তাঁর নিকট যান। এ সময় নবী করীম (সা)-এর নিকট এ সম্পর্কে ওহী নাযিল হল। এমন সময় বিলালের আযান শুনে উমর ঘাবড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। এ

---

১. ইসফারাইনী 'আল ফারক বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ জারূদিয়া ফির্কা যায়দিয়া ফির্কার অন্যতম উপদল। এরা আবুল জারূদ নামে পরিচিত মুন্‌যির ইব্‌ন আমর-এর অনুসারী। হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে বায়আত না করার কারণে এরা সাহাবীদেরকে কাফির বলে মনে করে। তারা বলে যে, নবী (সা) হযরত আলী (রা)-এর নাম না নিয়ে তাঁর ইমামত তথা নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতীক্ষিত ইমামের ব্যাপারে এ দলটি আবার অনেক উপদল বা ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে একদল নির্দিষ্ট করে কোন একজন ইমামের অপেক্ষায় থাকে না। আবার একদল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের অপেক্ষায় আছে। একদল অপেক্ষায় আছে তালিকানের সঙ্গী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের; আবার একদল অপেক্ষায় আছে কূফায় বিদ্রোহ সৃষ্টিকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন উমরের।

থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহী (স্বপ্নে) যা দেখেছিলেন তার সমর্থনে ওহী নাযিল হয়েছিল— যেমনটি কেউ কেউ স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর সূত্রে বনূ নাজ্জারের জনৈক মহিলা মারফত আমি জানতে পেরেছি যে, ঐ মহিলা বলেনঃ মসজিদের নিকটে আমার ঘরটি ছিল সবচেয়ে উঁচু। এ ঘরের ছাদে উঠে বিলাল প্রতিদিন ভোরে আযান দিতেন। শেষ রাত্রে তিনি এসে ঘরের ছাদে বসে ফজরের অপেক্ষায় থাকতেন। ফজরের সময় হয়েছে দেখতে পেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে দু'আ করতেন ঃ

اللهم احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রশংসা করছি এবং কুরায়শের ব্যাপারে তোমার নিকট সাহায্য কামনা করছি— যাতে তারা তোমার দীন কাইম করে।" মহিলা বলেন ঃ (এ দু'আ করার পর) তিনি আযান দিতেন। নাজ্জারী মহিলা আল্লাহ্‌র কসম করে বলেন ঃ কোন রাতেই তিনি এ দু'আটি বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ

হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর অভিযান

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ওয়াকিদী ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ বছর রমাযান মাসে হিজরতের সাত মাসের মাথায় সাদা রঙের পতাকা দিয়ে ৩০জন মুহাজিরের একটি দলকে কুরায়শের বণিক কাফেলাকে ঠেকাবার জন্য প্রেরণ করেন। আবূ জাহ্‌লের নেতৃত্বে পরিচালিত তিনশ' জন কুরায়শী কাফেলা হযরত হামযার মুখোমুখি হয়। মাজদী ইব্‌ন আম্‌রের মধ্যস্থতার ফলে কোন সংঘর্ষ হয়নি। রাবী বলেন, হযরত হামযার পতাকা[১] বহন করেন আবূ মারছাদ আল-গানাবী।

অনুচ্ছেদ

উবায়দা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর অভিযান

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ওয়াকিদী ধারণা করেন যে, নবী (সা) এ বছর অষ্টম মাসের মাথায় শাওয়াল মাসে উবায়দা ইব্‌ন হারিছ (ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ্ মানাফ)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে 'বাত্‌নে রাবিগ'[২] অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দান করেন। এ দলের সাদা পতাকা ছিল মিসতাহ ইব্‌ন আছাছার হস্তে। তারা জুহ্‌ফার দিকে ছানিয়া আল-মুররা পর্যন্ত পৌঁছেন। এ দলে ছিলেন ৬০ জন মুহাজির— কোন আনসারী ছিলেন না। 'আহ্‌য়া' নামক জলাশয়ের কাছে তাঁরা মুশরিক বাহিনীর মুখোমুখি হন। তাদের মধ্যে তীর

১. ইব্‌ন সাআদ বলেন ঃ এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম পতাকা।

২. জুহ্‌ফা থেকে কুদায়দ অভিমুখে যাওয়ার পথে ১০ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

ছোঁড়াছুঁড়ি হয়, কোন সংঘর্ষ হয়নি। ওয়াকিদী বলেন, মুশরিকরা সংখ্যায় ছিল দু'শ' জন এবং তাদের নেতা ছিল আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইব্ন হারব। আমাদের মতে এটাই বিশুদ্ধ কথা। কেউ কেউ বলেন যে, তাদের নেতা ছিল মুক্রিয ইব্ন হাফ্স।

অনুচ্ছেদ

সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর অভিযান

ওয়াকিদী বলেন ঃ এ বছর অর্থাৎ হিজরী প্রথম সালে যিলকাদ মাসে রাসূল (সা) সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে খারার অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ দলের সাদা পতাকা বহন করেন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)। আবূ বকর ইব্ন ইসমাঈল তাঁর পিতা সূত্রে আমির ইব্ন সাআদের বরাতে বলেন, ২০ বা ২১ জন মুজাহিদ নিয়ে আমি বের হই। দিনের বেলা আমরা লুকিয়ে থাকতাম এবং রাতের বেলা সফর করতাম। পঞ্চম দিন ভোরে আমরা 'খারার' পৌঁছি এবং খারার অতিক্রম না করার জন্য রাসূল (সা) আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন। কুরায়শের কাফেলা একদিন পূর্বেই এ জায়গাটি অতিক্রম করে যায়। বণিক দলে ছিল ৭০ জন লোক আর সাআদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন মুহাজির। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন ইসহাকের মতে ওয়াকিদী বর্ণিত পূর্বোক্ত তিনটি অভিযানই সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরীতে। আমার মতে ইব্ন ইসহাকের এ উক্তিটি দ্ব্যর্থহীন নয়, চিন্তা-ভাবনাকারী ব্যক্তি এটা অনুধাবন করতে পারবে। প্রথম হিজরী সনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে কিতাবুল মাগাযীর শুরুতে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। এর পরই ইনশাআল্লাহ্ সে আলোচনা আসবে। এটাও তাঁর লক্ষ্য হতে পারে যে, এসব অভিযান সংঘটিত হয়েছে প্রথম সনে। সেখানে পৌঁছে এ বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। আর ওয়াকিদীর নিকট অতিরিক্ত উত্তম তথ্য রয়েছে। আর সম্ভবত তাঁর রয়েছে লিখিত ইতিহাস। এবং তিনি ইতিহাস বিষয়ের অন্যতম মহান ইমাম। এমনিতে তত্ত্বগত ভাবে তিনি সত্যবাদী, তবে তাঁর বর্ণনায় অতিকথন থাকে। 'আত-তাক্মীল ফী মা'রিফাতিছ ছিকাত ওয়ায-যুআফা ওয়াল মাজাহীল' নামক গ্রন্থে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও তার বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

অনুচ্ছেদ

এই মুবারক বছর অর্থাৎ হিজরী প্রথম সালে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সর্ব প্রথমজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র। তাঁর আম্মা আসমা এবং খালা আইশার বরাতে বুখারী এ কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মাতা আসমা (রা) এবং খালা উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) এরা উভয়েই হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। কেউ কেউ বলেন, নু'মান ইব্ন বাশীর তাঁর (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র) ৬ মাস পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ মত অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম নবজাত শিশু। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা উভয়েই দ্বিতীয় হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথমোক্ত মতই স্পষ্ট, যা আমরা ইতোপূর্বে

আলোচনা করেছি। প্রশংসা আর স্তুতি সবই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। দ্বিতীয় হিজরী সনের ঘটনাবলী বর্ণনার শেষে দ্বিতীয় উক্তি সম্পর্কে আমরা ইশারা করবো ইনশাআল্লাহ্।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ কথিত আছে যে, মুখ্‌তার ইব্‌ন আবূ উবায়দ এবং যিয়াদ ইব্‌ন সুমাইয়া এরা দু'জনই হিজরী প্রথম সনে জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। হিজরী প্রথম সনে সাহাবীদের মধ্যে যারা ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন কুলছূম ইব্‌ন হিদ্‌ম আল-আওসী রাসূল (সা) কুবায় অবস্থানকালে যার বাড়িতে ছিলেন। তিনি যেখান থেকে বনূ নাজ্জার বসতিতে গমন করেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একই বছর এরপর মৃত্যুবরণ করেন বনূ নাজ্জারের নকীব আবূ উমামা আসআদ ইব্‌ন যুরারা। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ (নববী) নির্মাণ করছিলেন, যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ এঁদের দু'জনের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং এঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এই একই বছর অর্থাৎ হিজরতের প্রথম বর্ষে আবূ তাইফ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ও 'আস ইব্‌ন ওয়াইল সাহমী মক্কায় মারা যায়।

আমার মতে, এরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে মুশরিক অবস্থায়, এরা ঈমান আনেনি।

হিজরী দ্বিতীয় সনে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার আলোচনা

এ সময় অনেক গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বদর যুদ্ধ, যা এ বছর রমাযান মাসে সংঘটিত হয়। আর এ যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ্ সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেন। পার্থক্য করেন হিদায়াত আর গোমরাহীর মধ্যে। আর এ হল মাগাযী আর সারিয়া সম্পর্কে আলোচনা করার সময়। তাই আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে আমরা বলছি।

কিতাবুল মাগাযী

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে ইয়াহূদী ধর্মযাজক, ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের প্রতি তাদের দুশমনী তথা হিংসা-বিদ্বেষ এবং যাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাদের কথা আলোচনা করার পর বলেন ঃ তাদের মধ্যে রয়েছে হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং তার দুই ভাই আবূ ইয়াসির ও জুদী, সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম, কিনানা ইব্‌ন রাবী' ইব্‌ন আবিল হুকায়ক। সাল্লাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক এ-ই ছিল সেই কুখ্যাত আবূ রাফি' হিজাযের বাসিন্দাদের সাথে যার বাণিজ্য ছিল— খায়বর ভূমিতে সাহাবীরা এ ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যার আলোচনা পরে করা হবে। রাবী' ইব্‌ন রাবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আমর ইব্‌ন জাহ্‌হাশ, কাআব ইব্‌ন আশরাফ— যে ছিল বনূ তাঈ গোত্রের বৃহত্তর বনূ নাবহান গোষ্ঠীর অন্যতম সর্দার এবং তার মা ছিল বনূ নাযীর গোত্রের। সাহাবীরা আবূ রাফি' হত্যার পূর্বে একে হত্যা করেন, যে সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে। আর হুলায়ফা আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর এবং কারদাম ইব্‌ন কায়স। এদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত-এরা সকলেই ছিল বনূ নাযীর গোত্রের লোক। আর বনী ছা'লাবা ইব্‌ন ফাত্‌য়ূনের অন্তর্ভুক্ত ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সূরিয়া। পরবর্তী কালে হিজাযে তার চাইতে বড় তাওরাতের জ্ঞানী আর কেউ ছিল না।

আমি বলি, কথিত আছে যে, ইনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইব্‌ন সালূবা এবং মুখায়রীক উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন— এ সম্পর্কে বর্ণনা আসছে। ইনি ছিলেন তার জাতির ধর্মযাজক। আর বনূ কায়নুকা'র মধ্যে যায়দ ইব্‌ন লিসীত, সাআদ ইব্‌ন হানীফ, মাহমূদ ইব্‌ন শায়খান (মতান্তরে সুবহান), উযায়য ইব্‌ন আবূ উযায়য, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাইফ, সুয়ায়দ ইব্‌ন হারিছ, রিফাআ ইব্‌ন কায়স, ফিনহাস, আশ্‌য়া 'ও নু'মান ইব্‌ন আযা বাহ্‌রী ইব্‌ন আম্‌র, শাশ্ ইব্‌ন আদী, শাশ ইব্‌ন কায়স, যায়দ ইব্‌ন হারিছ, নু'মান ইব্‌ন উমায়র (মতান্তরে আমর), সিকীন ইব্‌ন আবী সিকীন, আদী ইব্‌ন যায়দ, নু'মান ইব্‌ন আবূ আওফা আবূ উন্‌স, মাহ্‌মূদ ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মালিক ইব্‌ন সাইফ, কাআব ইব্‌ন রাশিদ, আযির ও রাফি' ইব্‌ন আবূ রাফি' (দুই

ভাই), খালিদ ও আযার ইব্‌ন আবূ আযার। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আযর ইব্‌ন আবূ আযরও বলা হয়। রাফি' ইব্‌ন হারিছা, রাফি' ইব্‌ন হুরায়মিলা, রাফি' ইব্‌ন খারিজা, মালিক ইব্‌ন আওফ, রিফাআ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম।

আমার মতে, ইনি ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইনি ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আলিম। তাঁর নাম ছিল হুসাইন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নামকরণ করেন আবদুল্লাহ্। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ কুরায়যার মধ্যে ছিল যুবায়র ইব্‌ন বাতা ইব্‌ন ওয়াহাব, আযাল ইব্‌ন শামওয়াল— কাআব ইব্‌ন আসাদ, এ ব্যক্তি খন্দকের যুদ্ধের বছর তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি লংঘন করে। শামুয়েল ইব্‌ন যায়দ, জাবাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাকীনা, নাহাম ইব্‌ন যায়দ, কারদাম ইব্‌ন কাআব, ওয়াহাব ইব্‌ন যায়দ, নাফি' ইব্‌ন আবূ নাফি', আবূ ইব্‌ন যায়দ, হারিছ ইব্‌ন আওফ, কারদাম ইব্‌ন যায়দ, উসামা ইব্‌ন হাবীব, রাফি' ইব্‌ন যামীলা, জাবাল ইব্‌ন আবী কুশায়র, ওয়াহাব ইব্‌ন য়াহূযা। তিনি বলেন, বনী যুরায়কের মধ্যে লবীদ ইব্‌ন আসাম— এ ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জাদু করেছিল। আর বনী হারিছার ইয়াহূদীদের মধ্যে কিনানা ইব্‌ন সূরিয়া এবং বনী আম্‌র ইব্‌ন আওফের ইয়াহূদীদের মধ্যে কারদাম ইব্‌ন আম্‌র এবং বনী নাজ্জারের ইয়াহূদীদের মধ্যে সিলসিলা ইব্‌ন বারহাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরা হলো ইয়াহূদী আলিম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বৈরিতা ও বিদ্বেষ পোষণকারী এবং রাসূলের সাহাবীদের প্রতিও বিদ্বেষ পোষণকারী। আর এরা ছিল প্রশ্নকর্তা। এরা হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা আর কুফ্‌রীবশত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নানারূপ প্রশ্ন করে বিব্রত করার প্রয়াস পেতো। ইসলামকে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে এরা এসব করতো। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম এবং মুখায়রীক ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম এবং তাঁর চাচী খালিদা (বিনতুল হারিছ)-এর ইসলাম গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করেন, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। উহুদ যুদ্ধের দিন মুখায়রীকের ইসলাম গ্রহণের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, যে সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে। এ ব্যক্তি তার জাতির লোকজনকে সাব্‌ত দিবস তথা শনিবারে বলেছিলেন— হে ইয়াহূদী সমাজ! আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা নিশ্চিতভাবে জান যে, মুহাম্মদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্যকর্তব্য। তারা বললো, আজতো শনিবার দিন। তিনি বললেন— তোমাদের জন্য কোন শনিবার নেই। এ কথা বলে তিনি অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েন এবং পেছনে তার জাতির লোকজনকে ওসীয়্যত করে যান— আজ আমি যদি মারা যাই, তবে আমার সম্পদের মালিক হবেন মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তিনি তা ব্যবহার করবেন। তিনি ছিলেন অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন! তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মুখায়রীক ছিলেন ইয়াহূদীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি।

অনুচ্ছেদ

এরপর ইব্‌ন ইসহাক তাদের কথা উল্লেখ করেন যে, আওস এবং খাযরাজের যেসব মুনাফিক এসব ইয়াহূদীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল আর এসব ইয়াহূদী ছিল পরস্পর বিরোধী চরিত্রের

অধিকারী এবং মুসলিম বিদ্বেষী। এদের মধ্যে আওস গোত্রের লোক ছিল যাবী ইব্‌ন হারিছ, জাল্লাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত আল-আনসারী, যার সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ–

তারা আল্লাহ্‌র কসম করে বলে যে, তারা বলেনি; তারা অবশ্যই কুফ্‌রী কালেমা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফ্‌রী করেছে (৯ ঃ ৭৪)। আর ঘটনা এই যে, তাবূক যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকার পর সে বলেছিল যে, এ লোকটি (নবী স) সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমরা তো গাধার চেয়েও অধম। তার স্ত্রীর পুত্র উমায়র ইব্‌ন সাআদ এ কথাটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানিয়ে দেন এবং জাল্লাস তখন কসম করে অস্বীকার করলে তার সম্পর্কে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, লোকটি তাওবা করেছিল এবং তার তাওবা ছিল উত্তম তাওবা, এমনকি তার ইসলামগ্রহণ ও ধর্মপরায়ণতা সুবিদিত ছিল। ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন যে, তার ভাই ছিল হারিছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ, যে উহুদ যুদ্ধের দিন মুজাযযার ইব্‌ন যিয়াদ আল-বাল্‌বী এবং বনী যবীআর অন্যতম সদস্য কায়স ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে হত্যা করেছিল। আসলে এ ছিল মুনাফিক; কিন্তু যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করে এবং লোকজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে এদের দু'জনকে হত্যা করে; এরপর কুরায়শের সঙ্গে মিশে যায়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ জাহিলী যুগের কোন এক যুদ্ধে মুজাযযার তার পিতা সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে হত্যা করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন সে পিতৃহত্যারই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেন যে, সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে হত্যা করেছিলেন মুআয ইব্‌ন আফ্‌রা। তা কোন যুদ্ধের ঘটনা নয়, বরং বুআছ যুদ্ধের পূর্বে তীর নিক্ষেপ করে তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন। হারিছের কায়স ইব্‌ন যায়দকে হত্যা করার কথাও ইব্‌ন হিশাম অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ইব্‌ন ইসহাক উহুদ যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে তার নাম উল্লেখ করেননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে নির্দেশ দান করেন যে, কায়স ইব্‌ন যায়দকে বাগে পেলে তিনি যেন তাকে হত্যা করেন। হারিছ তার ভাই জাল্লাসের নিকট তাওবার ব্যবস্থা করার আবদার জানিয়ে লোক প্রেরণ করে, যাতে সে স্বজাতির মধ্যে ফিরে যেতে পারে। ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে আমার নিকট যে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে, সে মতে এ সম্পর্কেই কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ (ال عمران : ٨٦)

আল্লাহ্ কিরূপে হিদায়াত করবেন সেসব লোককে যারা ইসলাম কবূল করার পর কুফ্‌রী অবলম্বন করে; অথচ তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্য এবং তাদের নিকট স্পষ্ট

প্রমাণ-নিদর্শনও উপস্থিত হয়েছিল। আর আল্লাহ্ জালিম কওমকে হিদায়াত দান করেন না। (৩ ঃ ৮৬)। এখানে দীর্ঘ কাহিনী আছে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বাজাদ ইব্ন উছমান ইব্ন আমির এবং নাব্তাল ইব্ন হারিছ, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

যে ব্যক্তি শয়তান দেখা পসন্দ করে, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে। আর লোকটি ছিল মোটা-তাগড়া, কৃষ্ণকায় দীর্ঘাঙ্গধারী, মাথার চুলগুলো উষ্কুখুষ্ক, লাল তামাটে চক্ষুদ্বয় এবং গাল দু'টি কুচকুচে কালো। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী শ্রবণ করে তা মুনাফিকদের নিকট গিয়ে লাগাতো। এ লোকই বলেছিল ঃ

انما محمد اذن من حدثه بشيء صدقه-

মুহাম্মদ তো আস্ত কান, কেউ তাঁকে কোন কথা বললে তিনি তা সত্য বলে মেনে নেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ-

তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবী (সা)-কে পীড়া দেয় এবং বলে যে, সে তো কর্ণপাতকারী। (৯ ঃ ৬১)।

তিনি আরো বলেন ঃ আবূ হাবীবা ইব্ন আয'আর ছিল মসজিদে যিরারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ছা'লাবা ইব্ন হাতিব এবং মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র— এরা হল সেই দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিল যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করলে আমরা অবশ্যই সাদকা করবো। এরপর তারা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তাদের সম্পর্কেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। আর মুআত্তাব হল সে ব্যক্তি, যে উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিল ঃ

لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا-

"এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এখানে মারা পড়তাম না।" তার সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়। আর এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে আহযাব যুদ্ধের দিন বলেছিল ঃ মুহাম্মদ আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, আমরা কায়সার-কিসরার ধনভাণ্ডারের অধিকারী হবো- অথচ অবস্থা এই যে, আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শৌচাগারে যেতেও নিরাপদ বোধ করছে না। তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّاوَعَدَ نَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلاَّ غُرُوْرًا-

আর স্মরণ কর, মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা বলেছিল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয় (৩৩ ঃ ১২)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আরো ছিল হারিছ ইব্ন হাতিব। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র এবং ছা'লাবা ও হারিছ—এরা দু'জন ছিল হাতিবের পুত্র। আর এরা ছিল বনী উমাইয়া

ইব্‌ন যায়দ-এর লোক, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এঁরা মুনাফিক ছিলেন না। নির্ভরযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাকে এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন ইসহাক ছা'লাবা এবং হারিছকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ সাহল ইব্‌ন হানীফের ভাই আব্বাদ ইব্‌ন হানীফ এবং ইয়াখরাজ— এরা ছিল মসজিদে যিরারের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। আরো ছিল আম্‌র ইব্‌ন হারাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাব্‌তাল, জারিয়া ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আতাফ এবং তাঁর দু' সন্তান ইয়াযীদ ও মুজাম্মা'— এরা দু'জন জারিয়ার পুত্র। আর এরা সকলেই ছিল মসজিদে যিরার-এর উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত। আর মুজাম্মা' ছিল উদীয়মান তরুণ, অধিকাংশ কুরআন সে মুখস্থ করেছিল এবং ঐ মসজিদে সে নামাযে ইমামতী করতো তাবূক যুদ্ধের পর মসজিদে যিরার ধ্বংস করা হলে— যার বিবরণ পরে দেওয়া হবে— কুবাবাসীরা হযরত উমরের খিলাফতকালে তাঁর নিকট এ মর্মে আবেদন জানান যে, মুজাম্মা' যেন তাদের ইমামতী করেন। হযরত উমর বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, তা কিছুতেই হতে পারে না। সে কি মসজিদে যিরারে মুনাফিকদের ইমাম ছিল না? লোকটি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে, মুনাফিকদের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা ছিল না। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, খলীফা উমর তাকে ছেড়ে দেন এবং পরে সে কুবার লোকদের ইমামতী করে। তিনি আরো বলেন ঃ ওয়াদীআ ইব্‌ন ছাবিতও ছিল মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। এ হল সে ব্যক্তি, যে বলেছিল ঃ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ —আমরা তো কেবল আলাপ-সালাপ আর ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ.

আর তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, আমরা তো কেবল আলাপ-সালাপ আর ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। তুমি বল, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াত- নিদর্শন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিদ্রূপ করছিলে? (৯ ঃ ৬৫)।

ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন, খুযাম ইব্‌ন খালিদও হল তাদের অন্যতম। আর এ হল সে ব্যক্তি, যে মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠার জন্য তার বাড়ীতে স্থান করে দিয়েছিল। ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইসহাকের মত খণ্ডন করে বলেন যে, আওস গোত্রের বনী নাবীত খান্দানের বাশার এবং রাফি'ও ছিল মুনাফিক। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তাদের মধ্যে মুরব্বা' ইব্‌ন কায়যীও ছিল; আর সে ছিল অন্ধ। এ ব্যক্তির বাগান দিয়ে রাসূলের গমনকালে সে বলেছিল, তুমি নবী হয়ে থাকলে আমি তোমাকে আমার বাগানের ভেতর দিয়ে গমন করার অনুমতি দিতাম না। এ কথা বলে হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সে বলেছিল ঃ

والله لو اعلم انى لا اصيب بها غيرك لرميتك بها

"আমি যদি জানতাম যে, তা কেবল তোমার মাথায়ই পড়বে, তাহলে আমি অবশ্যই তা নিক্ষেপ করতাম।" এ কথা শুনে লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

دعوه فهذا الاعمى اعمى القلب واعمى البصر-

"তোমরা লোকটাকে ছেড়ে দাও! সেতো চোখেরও অন্ধ আবার অন্তরেরও অন্ধ।" সাআদ ইব্ন যায়দ আল-আশহালী ধনুকের আঘাতে তাকে অন্ধ করেন। তিনি (ইব্ন ইসহাক) আরো বলেন ঃ তার ভাই আওস ইব্ন কায়যীও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ আওস ইব্ন কায়যী খন্দক যুদ্ধের দিন আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলেছিল ঃ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ —আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কথা বাতিল করে দিয়ে বললেন ঃ

وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا-

(আসলে) সেগুলো অরক্ষিত নয়। মূলত পলায়ন করাই তাদের উদ্দেশ্য (৩৩ ঃ ১৩)।

ইব্ন ইসহাক বলেনঃ হাতিব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন রাফি'ও ছিল তাদের অন্যতম। সে ছিল অতিবৃদ্ধ এবং মোটাসোটা ব্যক্তি। জাহিলিয়াতের যুগেই সে অতিবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার সন্তান ইয়াযীদ ইব্ন হাতিব ছিলেন উত্তম মুসলমানদের অন্যতম. উহুদ যুদ্ধে তিনি আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। আহত অবস্থায় তাকে বনী যাফরের বসতিতে আনা হয়। আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বনী যাফরের বসতিতে নারী-পুরুষ অনেকেই সমবেত হয়ে (তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য) বলতে থাকে, হে হাতিব তনয়! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এ সময় তার পিতার মুনাফিকী উন্মোচিত হয়। হ্যাঁ, হারমাল-এর বাগান আর কি! আল্লাহ্র কসম, তোমরা এই নিরীহ লোকটাকে মনের দিক থেকে ধোঁকা দিয়েছ। তিনি বলেন, তাদের অন্যতম হলেন বুশায়র ইব্ন উবায়রিক আবূ তু'মা, ২টি বর্মচোর, যার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ-

যারা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে, তুমি তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবে না (৪ ঃ ১০৭)। তিনি আরো বলেন ঃ বনূ যাফরের মিত্র কাযমানও ছিল তাদের অন্যতম। এ ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধের দিন ৭ ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আঘাতে কাতর হয়ে অবশেষে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুকালে সে বলে যায়, কেবল নিজ জাতির গৌরব রক্ষার্থেই আমি লড়াই করেছি। একথা ক'টি বলার পর সে মারা যায়। তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ আবদুল আশহালে কোন মুনাফিক নারী-পুরুষ ছিল না; তবে দহ্হাক ইব্ন ছাবিত মুনাফিকীর অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। ইয়াহূদীদের প্রতি ভালবাসার অভিযোগেও সে অভিযুক্ত ছিল। আর এরা সকলেই ছিল আওস গোত্রের লোক। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ছিল রাফি' ইব্ন ওয়াদীআ। যায়দ ইব্ন আম্র, আম্র ইব্ন কায়স, কায়স ইব্ন আম্র ইব্ন সাহল এবং জাদ ইব্ন কায়স— এ হল সে ব্যক্তি, যে বলেছিল (হে মুহাম্মদ) আমাকে অনুমতি দাও, ফিতনায় ফেলো না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল— এ লোকটি ছিল মুনাফিকদের নেতা এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রধান ব্যক্তি। জাহিলী যুগে তাকে বাদশাহ বানাবার ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছিল। এর আগেই আল্লাহ্

তাদেরকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করলে দুষ্ট লোকটি ভীষণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। এ লোকই বলেছিল ঃ

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ-

"আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করবে।"

তার সম্পর্কে কুরআন মজীদের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। বনূ আওফের জনৈক ওদী'আ, মালিক ইব্ন আবূ কাওকাল, সুওয়ায়দ এবং দাইস— এসব লোকেরা তলে তলে বনূ নাযীরের প্রতি ঝুঁকে পড়লে এদের সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لاَيَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ-

"ওদেরকে বের করে দেয়া হলে ওদের সঙ্গে এরা বের হবে না।"

অনুচ্ছেদ

কোন কোন ইয়াহূদী আলিমের মুনাফিকসুলভ ইসলামগ্রহণ প্রসঙ্গে

যে সব ইয়াহূদী আলিম তাকিয়া তথা আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এরপর ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেন, তলে তলে এরা ছিল কাফির। মুনাফিকী করে এরা ইসলামের অনুসারী সাজলেও মূলত এরা ছিল দুষ্ট-নিকৃষ্ট মুনাফিক। এদের মধ্যে ছিল সাআদ ইব্ন হুনায়ফ এবং যায়দ ইব্ন লাসীত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উট হারিয়ে গেলে সে বলেছিল ঃ মুহাম্মদের ধারণা যে, তার কাছে আসমান থেকে খবর আসে, অথচ তার উটনীটি কোথায় তা-ও সে জানে না। মুনাফিকটির এ কথা শুনে আল্লাহ্র নবী বলেন ঃ

وَاللّٰهِ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّمَا عَلَّمَنِى اللّٰهُ ، وَقَدْ دَلَّنِى اللّٰهُ عَلَيْهَا فَهِىَ فِىْ هٰذَا الشِّعَبِ قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا-

"আল্লাহ্র কসম (করে বলছি,) আল্লাহ্ আমাকে যা জানান, আমি কেবল তাই জানি। আল্লাহ আমাকে এই মাত্র জানালেন যে, আমার উটনীটি গিরিসঙ্কটের গাছের সঙ্গে তার লাগাম জড়িয়ে যাওয়ার কারণে আটকা পড়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথা শুনে কিছু লোক সেদিকে ছুটে যায় এবং উটনীটিকে সে অবস্থায় দেখতে পায়। তিনি আরো বলেন, নু'মান ইব্ন আওফা, উছমান ইব্ন আওফা, রাফি' ইব্ন হুরায়মিলা। এ লোকটি যেদিন মারা যায়, সেদিন আল্লাহ্র নবী বলেন ঃ

قَدْمَاتَ الْيَوْمَ عَظِيْمٌ مِنْ عَظَمَاءِ الْمُنَافِقِيْنَ-

"আজকের দিনে একজন বড় মুনাফিকের মৃত্যু হলো।"

রিফাআ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত। তাবূক থেকে রাসূল (সা)-এর প্রত্যাবর্তনকালে এ ব্যক্তির মৃত্যুর দিনে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّهَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ-

"একজন বড় কাফিরের মৃত্যুতে এ বায়ু প্রবাহিত হয়েছে।"

তাঁরা মদীনায় ফিরে এসে জানতে পারেন যে, ঐ দিনই রিফাআর মৃত্যু হয়েছিল। আরো হল সিলসিলা ইব্‌ন বারহাম এবং কিনানা ইব্‌ন সূরিয়া। ইয়াহূদী মুনাফিকদের মধ্যে এরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এসব মুনাফিক মসজিদে উপস্থিত হতো, মুসলমানদের কথাবার্তা শুনতো এবং তাদেরকে নিয়ে উপহাস করতো। একদিন তাদের কিছু লোক মসজিদে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখতে পান যে, তারা একে অপরের সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে তাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আবূ আইউব দাঁড়িয়ে বনূ নাজ্জারের সদস্য আম্‌র ইব্‌ন কায়সের পা ধরে টেনে- হেঁচড়ে তাকে বের করেন। এ লোকটি ছিল জাহিলী যুগে তাদের প্রতিমার তত্ত্বাবধায়ক। এ সময় সে বলছিল— হে আবূ আইউব, তুমি আমাকে বনু ছা'লাবার খোয়াড় থেকে বের করে দিচ্ছ? এরপর আবূ আইউব রাফি' ইব্‌ন ওয়াদীআ নাজ্জারীর দিকে এগিয়ে যান এবং কাপড়ে পেঁচিয়ে সজোরে টান দেন, মুখে কিল-ঘুষি দিয়ে তাকে মসজিদ থেকে এই বলতে বলতে বের করে দেন, ধিক তোমায়, পাপিষ্ঠ মুনাফিক। আর যায়দ ইব্‌ন আমরের দিকে এগিয়ে যান আম্মারা ইব্‌ন হায্‌ম। লোকটি ছিল দীর্ঘ দাড়িধারী। দাড়ি ধরে টেনে-হেঁচড়ে তাকে মসজিদ থেকে বের করেন। এরপর আম্মারা তার দু'হাত একত্র করে তার বুকে প্রচণ্ড ঘুষি মারেন, যাতে সে মাটিতে পড়ে যায়। তখন সে বলছিল, হে আম্মারা! তুমি আমার বুকে আঘাত করলে? তখন আম্মারা বললেন— রে, মুনাফিক! আল্লাহ্ তোকে দূর করুন, আল্লাহ্ তোর জন্য যে আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা এর চাইতেও কঠোর। আর কখনো রাসূলের মসজিদের কাছেও আসবি না। আবূ মুহাম্মদ মাসঊদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার— ইনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তিনি কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাহলের দিকে এগুলেন। সে ছিল যুবক এবং সে ছাড়া মুনাফিকদের মধ্যে আর কোন যুবক ছিল না। গলা ধাক্কা দিয়ে তিনি তাকে বের করে দেন। বনূ খাদ্‌রার জনৈক ব্যক্তি হারিছ ইব্‌ন আমরের দিকে অগ্রসর হন। এ লোকটি ছিল দীর্ঘকেশী। তিনি তার চুল ধরে তাকে টেনে-হেঁচড়ে একেবারে ধরাশায়ী করে বের করেছেন। এ সময় সে মুনাফিকটি বলছিল, হে আবুল হারিছ। তুমি বড় কঠোর আচরণ করলে। তখন তিনি বললেন, এটা তোর পাওনা ছিল রে আল্লাহ্‌র দুশমন! কারণ আল্লাহ্ তোর সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন। আর কখনো রাসূলুল্লাহ্‌র মসজিদের নিকটেও আসবি না, কারণ তুই অপবিত্র। বনী আমর ইব্‌ন আওফের জনৈক ব্যক্তি তার ভাই যাবী ইব্‌ন হারিছের দিকে অগ্রসর হন এবং শক্তভাবে তাকে মসজিদ থেকে বের করতে করতে নাকে হাত দিয়ে বলেন, তোর উপর শয়তান সওয়ার হয়েছে। এরপর ইমাম ইব্‌ন ইসহাক এ ব্যাপারে সূরা বাকারা ও সূরা তাওবার যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেসবের উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যায় ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম যুদ্ধাভিযান

আব্‌ওয়া বা ওয়াদ্দানের যুদ্ধ হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বা উবায়দা ইব্‌ন হারিছের বাহিনীর অভিযানের বিবরণ মাগাযী পর্যায়ে আলোচিত হবে। বুখারী ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে

কিতাবুল মাগাযীতে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম যে যুদ্ধাভিযান বা গায্ওয়ায় অংশ নেন, তা হল আব্ওয়া যুদ্ধ, এরপর বুয়াত, তারপর আশীরার যুদ্ধ। তারপর রাবী বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হযেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়টি গায্ওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন ঃ ১৯টিতে। তবে মতান্তরে তিনি ১৭টিতে উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথমটা হলো আসীরা বা আশীরার যুদ্ধ। গায্ওয়া আশীরার বর্ণনায় সনদ ও মূল পাঠসহ এ বিষয়ে আলোচনা পরে আসছে। আর সহীহ্ বুখারীতে বুরায়দা সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১৬টি গায্ওযায় যোগদান করেন। আর মুসলিম শরীফে একই রাবী থেকে বর্ণিত আছে, যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ১৬টা গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেন। একই রাবী সূত্রে মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১৯টা গায্ওয়ায় যোগদান করেন। আর এগুলোর মধ্যে যুদ্ধ করেন ৮টায়। হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ.... বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১৭টা গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করেন ৮টাতে— বদর, উহুদ, আহযাব, মুরায়সী, কাদীদ, খায়বর, মক্কা ও হুনায়ন। ২৪ টা সারিয়া তথা বাহিনী প্রেরণ করেন। আর ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান মাক্হুল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১৮টা গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেন, যুদ্ধ করেন ৮টিতে। এগুলোর প্রথম হলো বদর, পরে উহুদ, তারপর আহযাব, তারপর কুরায়যা, তারপর বি'রে মাউনা, এরপর খুযাআ গোত্রের বনূ মুস্তালিক, এরপর গায্ওয়া খায়বর, তারপর গায্ওয়া মক্কা, তারপর হুনায়ন এবং তাইফ। কুরায়যার পর বি'রে মাউনার উল্লেখ তর্কাতীত নয়। আর বিশুদ্ধ কথা এই যে, তা ছিল উহুদ যুদ্ধের পর, যে সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে। ইয়াকূব বলেন ঃ.... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যব বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১৮টা গায্ওয়ায় অংশগ্রহণ করেন। আরেকবার আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি চব্বিশটিতে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি জানি না, এটা তাঁর অনুমান, নাকি পরে তিনি শুনে বলেছেন। তাবারানী..... যুহ্রী থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ২৪টা গায্ওয়ায় অংশগ্রহণ করেন। আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে জাবির (রা)-এর বরাতে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ২১টি গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেন। আর হাকিম হিশাম সূত্রে কাতাদার বরাতে বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাগাযী এবং সারিয়ার মোট সংখ্যা ছিল ৪৩টি। অতঃপর হাকিম বলেন ঃ হয়তো তিনি গায্ওয়া[১] ও সারিয়া উভয় প্রকার অভিযান বুঝাতে চেয়েছেন।[১]

'আল-ইকলীল' গ্রন্থে আমি ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত অভিযানসমূহের উল্লেখ করেছি, যেগুলোর সংখ্যা শতাধিক। হাকিম বলেন, আমাদের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী বুখারায় আমাকে জানান যে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন নাসর-এর গ্রন্থে যুদ্ধ ছাড়া সত্তরটির অধিক সারিয়া ও অভিযাত্রী বাহিনীর নাম পড়েছেন। হাকিমের এই বর্ণনা রীতিমতো বিস্ময়কর আর কাতাদার উক্তির যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তাও সন্দেহাতীত নয়। ইমাম আহমদ আযহার ইব্ন কাসিম রাসিবী সূত্রে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

১. গায়ওয়া হচ্ছে ঐ সব যুদ্ধাভিযান, যেগুলোতে স্বয়ং নবী করীম (সা) উপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে সারিয়া বলা হয় তাঁর প্রেরিত বাহিনীগুলির অভিযানসমূহকে।

গায্ওয়া ও সারিয়ার মোট সংখ্যা ৪৩টি। ২৪টি সারিয়া আর ১৯টি গায্ওয়া। এর মধ্যে ৮টিতে যুদ্ধ হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ বদর, উহুদ, আহযাব, মুরায়সী', খায়বর, মক্কা বিজয় এবং হুনায়ন। আর মূসা ইব্ন উকবা যুহ্রী সূত্রে বলেন ঃ এগুলো হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গায্ওয়া, যেগুলোতে তিনি শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় সনে বদরের যুদ্ধ রমাযান মাসে। এরপর তৃতীয় সনে শাওয়াল মাসে উহুদে তিনি লড়াই করেন। এরপর তিনি লড়াই করেন খন্দকের যুদ্ধে। এটাকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। হিজরী ৪র্থ সনের শাওয়াল মাসে বনী কুরায়যা, এরপর ৫ম সনে শা'বান মাসে তিনি বনী মুস্তালিক ও বনী নিহ্ইয়ানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ সনে তিনি খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, ৮ম সনে (মক্কা) বিজয়কালে রমাযান মাসে তিনি অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর ৮ম সনে শাওয়াল মাসে তিনি হুনায়নের যুদ্ধ লড়েন ও তারপর তাইফ অবরোধ করেন। আর নবম সনে আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালিত হয়। আর দশম সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জ করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১২টা গায্ওয়ায় অংশগ্রহণ করেন, যেগুলোতে কোন যুদ্ধ হয়নি। প্রথম যে গায্ওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অংশগ্রহণ করেন, তা ছিল আবওয়ার অভিযান।

হাম্বল ইব্ন হিলাল.... যুহ্রীর বরাতে বলেন ঃ যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় তা হলো ঃ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا–

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল, কারণ, তারা মজলূম"— আয়াতের শেষ পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমনের পর এ আয়াত নাযিল হয়। আর সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীক হন, তা ছিল বদর যুদ্ধ— ১৭ রমাযান শুক্রবার। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এরপর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ করেন অর্থাৎ তৃতীয় সনে। এরপর ৪র্থ সনে শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ করেন। পরে ৫ম সনে শা'বান মাসে বনী লিহ্ইয়ানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬ষ্ঠ সনে খায়বর যুদ্ধ এবং ৮ম সনে শা'বান মাসে মক্কা বিজয়ের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ৮ম সনে রমাযান মাসে হুনায়নের যুদ্ধ হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১১টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, যেগুলোতে কোন সংঘর্ষ হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম যে গায্ওয়ায় অংশ নেন, তা হলো আবওয়া, এরপর আল-আশীরা, তারপর গায্ওয়া গাতফান, তারপর গায্ওয়া বনী সুলায়ম, এরপর গায্ওয়া আল-আব্ওয়া, এরপর গায্ওয়া বদর আল-উলা (প্রথম বদর যুদ্ধ), তারপর গায্ওয়া তাইফ, তারপর গায্ওয়া হুদায়বিয়া, তারপর গায্ওয়া সাফরা, এরপর গায্ওয়া তাবূক ছিল তাঁর শেষ অভিযান। এরপর তিনি সারিয়াসমূহের উল্লেখ করেন। হাফিয ইব্ন আসাকির-এর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নিয়ে আমি এটি লিপিবদ্ধ করেছি। তবে এটি একটি বিরল বর্ণনা। পরে আমরা ধারাবাহিকভাবে যা লিখবো, তা-ই সঠিক ও বিশুদ্ধ।

আর সিয়ার ও মাগাযীর বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। যেমন মুহাম্মদ ইব্ন উমর আল-ওয়াকিদী আলী ইব্ন হুসাইন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা কুরআন

মজীদের সূরা যেভাবে শিখতাম, সে ভাবে রাসূল (সা)-এর যুদ্ধের বিবরণসমূহ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করি। ওয়াকিদী বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা যুহ্‌রীকে বলতে শুনেছি ঃ ইলমুল মাগাযী হচ্ছে এমনি এক ইল্‌ম, যাতে নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞান।

আর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইয়াহূদী মুনাফিকদের বড় বড় কাফির সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন দুশমনের সঙ্গে জিহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী। আশপাশের মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দুপুরের দিকে মদীনায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স তখন ছিল ৫৩ বছর। এটা ছিল নুবুওয়াতপ্রাপ্তির ১৩ বছর পরের ঘটনা। রবিউল আউয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো, রবিউছ ছানী, জুমাদাল উলা ও জুমাদাছ ছানী, রজব, শা'বান, রমাযান, শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ অর্থাৎ বছরের শেষাবধি তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। এ বছর হজ্জের কর্তৃত্ব মুশরিকদের হাতে ছিল। মুহাররম মাসও তিনি এভাবে কাটালেন। মদীনায় আগমনের ১২ মাসের মাথায় সফর মাসে তিনি মুজাহিদের বেশে বের হন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ এ সময় তিনি সাআদ ইব্ন উবাদাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। ইব্ন ইসহাক বলেন, তিনি ওয়াদ্দান পর্যন্ত পৌঁছেন; এটাকে আব্ওয়ার যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। ইব্ন জারীর বলেন ঃ এটাকে ওয়াদ্দানের যুদ্ধও বলা হয়। তিনি কুরায়শ এবং বনী যামরা ইব্ন বকর ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। এখানে তিনি বনী যামরার সাথে সমঝোতা করেন এবং বনী যামরার পক্ষ থেকে মাখ্‌শী ইব্ন আম্‌র যামরী উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। সে সময় ইনিই ছিলেন তাদের নেতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসেন, কোন সংঘাতের মুখোমুখি হননি। সফর মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং রবিউল আউয়ালের প্রাথমিক দিনগুলো তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম গায্‌ওয়া। আর ওয়াকিদী বলেন ঃ তাঁর পতাকা ছিল চাচা হামযার হাতে এবং তাঁর পতাকা ছিল সাদা রঙ্গের।

উবায়দা ইব্ন হারিছের অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় অবস্থানকালে উবায়দা ইব্ন হারিছ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদ্ মানাফ ইব্ন কুসাইকে ৬০ জন বা ৮০ জনের বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর সকলেই ছিলেন অশ্বারোহী এবং মুহাজির। তাঁদের মধ্যে কোন আনসারী ছিলেন না। এ বাহিনী রওনা হয়ে চলতে চলতে 'ছানিয়াতুল মুররার' নিম্নাঞ্চলে একটা কুয়োর নিকট পৌছে। সেখানে কুরায়শের এক বিশাল দলের মুখোমুখি হয়। তবে সেখানে কোন সংঘর্ষ হয়নি। অবশ্য সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এ সময় একটা তীর নিক্ষেপ করেন। আর এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর। এরপর সকলে সেখান থেকে ফিরে আসেন। মুসলমানরা তখন ছিলেন হর্ষোৎফুল্ল। এ সময় বনূ যুহ্‌রার মিত্র মিকদাদ ইব্ন আম্‌র আল-বাহ্‌রানী এবং বনূ নাওফিল ইব্ন আব্দ মানাফের মিত্র উতবা ইব্ন গায্‌ওয়ান ইব্ন জাবির আল-মাযিনী মুশরিকদের দল থেকে পলায়ন করে মুসলমানদের দলে যোগ দেন। এঁরা উভয়েই

ছিলেন মুসলমান। তবে কাফিরদের দলের সঙ্গে মিশে বেরিয়েছিলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এ সময় মুশরিকদের দলপতি ছিল ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল। পক্ষান্তরে ইব্ন হিশাম আবূ আম্র ইব্ন আলা এবং আবূ আমর আল-মাদানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তখন মুশরিকদের দলপতি ছিল মিক্রায ইব্ন হাফ্স।

আমার মতে, ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইতোপূর্বে দু'টি উক্তি উল্লিখিত হয়েছে। এক উক্তি মতে মুশরিকদের দলপতি ছিল মিকরায। অপর উক্তি মতে তাদের দলপতি ছিল আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইব্ন হার্ব। তবে আবূ সুফিয়ান সে বাহিনীর নেতা ছিলেন এ মতকেই তিনি প্রাধান্য দেন। এরপর ইব্ন ইসহাক এ বাহিনী সম্পর্কে একটা কসীদার উল্লেখ করেছেন, যা (আবূ বকর) সিদ্দীকের বলে কথিত আছে। কাসীদাটির শুরু এই ঃ

امن طيف سلمى بالبطاح الدمائث - ارقت وامر فى العشيرة حادث-

তুমি কি সালমার কল্পনায় কোমল উপত্যকায় জন্ম নিয়েছ? এবং সমাজে এক নব বিষয় হিসাবে উদ্ভূত হয়েছ?

ترى من لؤى فرقة لايصدها - عن الكفر تذكير ولا بعث باعث-

তুমি লুয়াই গোত্রকে দেখতে পাবে যে কোন উপদেশ বা কোন বাহিনী তাদেরকে কুফর থেকে বিরত রাখে না।

رسول اتاهم صادق فتكذبوا - عليه وقالوا لست فينا بماكث

তাদের কাছে এসেছেন এক সত্য রাসূল। তাঁকে তারা অস্বীকার করে এবং বলে— তুমি আমাদের মধ্যে থাকতে পারবে না।

اذا ما دعوناهم الى الحق ادبروا - وهروا هرير المحجرات اللواهث-

আমরা তাদেরকে সত্যের দিকে ডাকলে তারা পেছনে ফিরে যায় এবং হাঁপানো কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে পালায়।

দীর্ঘ এ কাসীদার জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরীর একটি কাসীদা বর্ণিত আছে, যার শুরু এ রকম ঃ

امن رسم دار اقفرت بالعثاعث - بكيت بعين دمعها غير لابث-

আমি কি এমন ব্যক্তির ধ্বংসস্তূপের নিকট আশাইছ নামক স্থানে ক্রন্দন করেছি এমন চক্ষু দিয়ে, যার অশ্রু অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হয়?

ومن عجيب الايام والدهر كله - له عجب من سابقات وحادث-

কালের বিস্ময়, আর কাল তো সবটাই বিস্ময়, তা আগের হোক বা পরের হোক।

لجيش اتانا ذى غرام يقوده - عبيدة يدعنى فى الهياج ابن حارث-

একটা বিদ্রোহী বাহিনী আমাদের নিকট এসেছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে উবায়দা, যুদ্ধকালে যাকে ডাকা হয় ইব্ন হারিছ বলে।

لنترك اصناما بمكة عكفا - مواريث موروث كريم لوارث-

(আমাদেরকে আহ্বান করে যে,) আমরা যেন মক্কায় বিসর্জন দেই মূর্তিপূজা, যা সম্ভ্রান্তদের জন্যে উত্তম উত্তরাধিকার।

তিনি দীর্ঘ কাসীদাটি উল্লেখ করেছেন। আমরাও পুরোটাই উদ্ধৃত করতাম, তবে বাধ সেধেছে এই যে, ভাষার পণ্ডিত ইমাম আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ জ্ঞানীরা এ কাসীদাদ্বয়কে অস্বীকার করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস তাঁর সে তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে এ কবিতা আবৃত্তি করেছেন বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন ঃ

الا هل اتى رسول الله انى - حميت صحابتى بصدور نبلى-

রাসূলুল্লাহ্ কি খবর পেয়েছেন যে, আমি আমার সঙ্গীদের সহায়তা করেছি আমার তীরের অগ্রভাগ দ্বারা?

اذودبها اوائلهم ذيادا - بكل حزونة وبكل سهل-

আমি সেগুলো দিয়ে প্রতিরোধ করে চলেছি তাদের অগ্রবর্তীদেরকে প্রত্যেক প্রস্তরময় এবং নরম ভূমিতে।

فما يعتد رام فى عدو - بسهم يارسول الله قبلى-

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার আগে কোন তীর নিক্ষেপকারী দুশমনের জন্যে তীর তৈয়ার করেনি।

وذالك ان دينك دين صدق - وذو حق اتيت به وفضل-

আর তা এ জন্যে যে, আপনার দীন সত্য দীন এবং আপনার আনীত দীন সত্য, তাই সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

ينجى المؤ منون به ويخزى - به الكفار عند مقام مهل-

তা দ্বারা মু'মিনরা পাবে নাজাত আর কাফিররা হবে লাঞ্ছিত অপেক্ষা-স্থলে।

فمهلا قد غويت فلا تعبنى غوى - الحى ويحك يا ابن جهل !

হে (ইকরামা) ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল! ধিক তোমাকে! আমাকে তিরস্কার করবে না যে, আমি গোমরাহ করেছি গোত্রকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কবিতা বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে, তাদের অধিকাংশ এ পংক্তিগুলো সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের বলে স্বীকার করেন না। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ উবায়দার পতাকা ছিল ইসলামে প্রথম পতাকা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মুসলমানের নিকট নিজ হাতে অর্পণ করেছেন। পক্ষান্তরে যুহ্‌রী, মূসা ইব্‌ন উকবা এবং ওয়াকিদী এ মতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে হাম্‌যার বাহিনী উবায়দা ইব্‌ন হারিছের বাহিনীর পূর্বেই প্রেরিত হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। সাআদ ইব্‌ন আবূ ওযাক্কাস প্রসঙ্গে উল্লিখিত হবে যে, সারিয়ার আমীরদের মধ্যে প্রথম ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ আসাদী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গায্ওয়া আব্ওয়া থেকে ফিরে মদীনা পৌঁছার পূর্বেই তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। মূসা ইব্‌ন উকবাও যুহ্‌রী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ

সারিয়্যা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব প্রসঙ্গে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ স্থান থেকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমকে ৩০ জনের একটা বাহিনীসহ 'ঈস' নামক স্থানের দিকে সীফুল বাহ্‌রে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে কোন আনসারী সাহাবী ছিলো না। এ বাহিনীটি সমুদ্র তীরে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামের নেতৃত্বে পরিচালিত ৩০০ অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এখানে মাজদী ইব্‌ন আম্‌র আল-জুহানী উভয় বাহিনীর মধ্যে মধ্যস্থতা করে সমঝোতা করে দেন। ফলে উভয় দলের লোকেরা ফিরে যান— তাদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়নি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কেউ কেউ বলেন যে, হামযার পতাকা ছিল প্রথম পতাকা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মুসলমানের হাতে তুলে দেন। আর এটা এ কারণে যে, হামযা আর উবায়দার বাহিনী একই সময় প্রেরণ করা হয়, তাই তা লোকদের নিকট সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মূসা ইব্‌ন উকবা যুহ্‌রী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উবায়দা ইব্‌ন হারিছের বাহিনীর পূর্বে হামযার বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়। আর হামযার বাহিনীকে যে আবওয়ার যুদ্ধের পূর্বে প্রেরণ করা হয় তিনি তার পক্ষে প্রমাণও পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্ওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুহাজিরদের ৬০ জনের বাহিনীসহ উবায়দা ইব্‌ন হারিছকে প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ওয়াকিদীর উদ্‌ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ প্রথম হিজরী সনের রমাযান মাসে হামযার বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়, এরপর শাওয়াল মাসে প্রেরণ করা হয় উবায়দার বাহিনীকে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক হামযা (রা)-এর একটা কবিতা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে তাঁর পতাকাই ছিল প্রথম পতাকা। তবে ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হামযা এ কবিতা বলে থাকলে ঠিকই বলেছেন। কারণ, তিনি সত্য কথাই বলেন। আসলে কোন্‌টা ঘটেছিল, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে আমরা জ্ঞানীদের নিকট থেকে যা শুনেছি, সে অনুযায়ী উবায়দাই ছিলেন অগ্রবর্তী। আর তার কাসীদাটি এই —

الا يا لقوى للتحلم والجهل – وللنقض من راى الرجال وللعقل–

হে আমার সম্প্রদায়, সাবধান! নিজেদের মিথ্যা স্বপ্ন আর অজ্ঞতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ কর; বিস্ময় প্রকাশ কর জ্ঞান-বুদ্ধি আর লোকের মতের বিরুদ্ধাচরণের জন্যেও।

وللراكبينا بالمظالم لم نطأ – لهم حرمات من سوام ولا أهل

আরো বিস্ময় প্রকাশ কর অশ্বারোহী বাহিনীর জুলুম নির্যাতনের জন্যে। আমরা তাদের সম্পদ আর জনবলের অবমাননা করিনি।

كأنا بتلنا هم ولا بتل عندنا – لهم غير امر بالعفاف وبالعدل–

যেন আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, অথচ আমরা তা করি না। আমরা তাদের জন্য পবিত্রতা আর ইনসাফের হুকুম ছাড়া আর কিছুই করি না।

وامر باسلام فلا يقبلونه – وينزل منهم مثل منزلة الهزل–

ইসলাম গ্রহণের হুকুম ছাড়া আমরা অন্য কোন হুকুম করি না। তবে তারা ইসলাম কবূল করে না, বরং তারা উপহাসের অবস্থান গ্রহণ করে।

فما برحوا حتى انتدبت لغارة – لهم حيث حلوا ابتغى راحةالفضل–

তারা অটল থাকে (একই অবস্থায়) শেষ পর্যন্ত আমি প্রেরিত হই একটা আকস্মিক অভিযানে। যেখানেই তারা অবস্থান নেয়, সেখানে আমি কামনা করি তাদের জন্যে শান্তি আর কল্যাণ!

بامر رسول الله اوَّلَ خافق – عليه لواء لم يكن لاح من قبل

রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশে তার উপর উড়ছে প্রথম পতাকা, যা ইতোপূর্বে কখনো উড্ডীন হয়নি।

لواء لديه النصر من ذى كرامة – اله عزيز فعله افضل الفعل–

এ পতাকার সাথে আছে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য, যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, যাঁর কাজ সর্বোত্তম কাজ।

عشية ساروا حاشدين وكلنا – مراجله من غيظ اصحابه تغلى–

তারা যাত্রা করে রাতের প্রথম প্রহরে প্রস্তুত হয়ে, আর আমাদের অন্তর উত্তেজিত হচ্ছিল তাদের প্রতি ক্রোধে।

فلما تراءينا اناخوا فعقلوا – مطايا وعقلنا مدى غرض النبل–

আমরা যখন পরস্পরে মুখোমুখি হলাম, তারা তখন সওয়ারী বসিয়ে বেঁধে ফেললো। আমরাও তখন বাহনগুলোকে বেঁধে নেই তীরের লক্ষ্য-সীমার বাইরে।

وقلنا لهم حبل الاله نصيرنا – ومالكم الا الضلالة من حبل–

আমরা তাদের বললাম, আল্লাহ্র রজ্জু (কুরআন) আমাদের সহায়, আর তোমাদের জন্য গোমরাহী ছাড়া কোন আশ্রয় নেই।

فثار ابو جهل هنالك باغيا – فخاب ورد الله كيد ابى جهل–

সেখানে আবূ জাহ্ল গর্জে উঠে ঔদ্ধত্যে, আবূ জাহ্লের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেন আল্লাহ্।

وما نحن الا فى ثلاثين راكبا – وهم مائتان بعد واحدة فضل–

আমরা ছিলাম কেবল ত্রিশ জন অশ্বারোহী! আর তারা ছিল দুই শ' এক জন।

فيال لؤى لا تطيعوا غواتكم – وفيئوا الى الاسلام والمنهج السهل–

হে লুয়াই গোত্রের লোকেরা ! তোমরা আনুগত্য করো না তোমাদের গোমরাহ লোকদের। ফিরে এসো তোমরা ইসলামে, সরল পথে।

فانی اخاف ان یصب علیکم – عذاب فتدعوا بالندامة والنكل–

আমার আশংকা হয় তোমাদের উপর নাযিল হবে আযাব তখন তোমরা লাঞ্ছিত হয়ে সন্তান হারানোর জন্যে রোদন করবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম - তার প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত হোক— এর জবাবে বলে-

عجبت لاسباب الحفيظة والجهل – وللشا غبين بالخلاف وبالبطل–

এসব রাগ-লোভ আর অজ্ঞতার কারণসমূহ নিয়ে আমি অবাক, বিরোধ আর অর্থহীন কথায় যারা মেতে উঠে, তাদের জন্য আমি অবাক হই।

وللتاركين ما وجدنا جدودنا – عليه ذوى الاحساب والسؤدد الجزل–

যারা বিসর্জন দেয় পূর্ব পুরুষের রীতিনীতি, (তাদের জন্য বিস্ময়) যারা ছিলেন বংশ-মর্যাদা আর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী।

অধিকাংশ আলিমই এই দু'টি কবিতা হামযা ও আবূ জাহ্লের হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

বুওয়াতের যুদ্ধ

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (স) দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কুরায়শের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ এবং সাইব ইব্ন উছমান ইব্ন মাযউনকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। পক্ষান্তরে ওয়াকিদী বলেন ঃ মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করেন সাআদ ইব্ন মুআযকে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন দু'শ' আরোহী আর তাঁর পতাকা ছিল সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের হাতে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লক্ষ্য ছিল কুরায়শের বণিক দলের উপর আক্রমণ করা। এ দলে উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ এবং তার নেতৃত্বে একশ' ব্যক্তি এবং দু' হাজার পাঁচ শ' উট ছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) রিজবী পাহাড়ের দিক থেকে বুওয়াত পৌছেন। সেখান থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানে কোন সংঘর্ষ হয়নি। তিনি সেখানে রবিউছ-ছানী মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং জুমাদাল উলার কিছু সময় কাটান।

আশীরার যুদ্ধ

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ এ যাত্রায় নবী করীম (স) আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। আর ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকা ছিল হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের হাতে। তিনি বলেন, সিরিয়াগামী কুরায়শের বণিক দলকে ঠেকাবার জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিযানে বের হন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ দীনারের পথ ধরে চলেন। এরপর ফাইফা আল-খিয়ার-এর উঁচু ভূমির দিকে যান এবং ইব্ন

আযহার-এর বাতহা প্রান্তরে একটা বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন। এ স্থানকে বলা হতো যাতুস্ সাক। সেখানে নামায আদায় করেন। পরে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সেখানে তাঁর জন্যে আহার্য তৈয়ার করা হলে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা আহার করেন। সেখানকার চুলার চিহ্ন সর্বজন বিদিত। মুশায়রিব নামক কুয়ো থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হয়। এরপর তিনি রওনা হন খালায়েক স্থানটি বাঁয়ে রেখে এবং আবদুল্লাহ্ গিরিসঙ্কটের পথ ধরে গমন করেন। এরপর সাব্বুশ শাদ হয়ে 'মিলাল' নামক স্থানে অবতরণ করেন। তিনি সেখানে মুজতামাউয যাবুআ নামক স্থানে অবস্থান নেন। এরপর ফারশা মিলাল হয়ে বাখীরাতুল ইয়ামাম-এর পথ ধরে চলেন। তারপর সেখান থেকে পথের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বাত্নে ইয়াম্বু-এর আশীরা নামক স্থানে অবস্থান নেন এবং জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরার কিছু দিন কাটান। সেখানে তিনি বনী মুদলাজ এবং বনী মুদলাজের মিত্রদের সঙ্গে সমঝোতা করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ ক্ষেত্রেও কোন সংঘর্ষ হয়নি।

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ্ সূত্রে.... আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করে বলেন, আবূ ইসহাক বলেনঃ আমি যায়দ ইব্‌ন আরকামের পাশে ছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ্ (স) কতটা যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন ঃ ১৯টায়। আমি বললাম, আপনি তাঁর সঙ্গে ক'টাতে শরীক ছিলেন? তিনি বললেন, ১৭টায়। আমি বললাম, এগুলোর মধ্যে কোন্‌টা প্রথম ছিল? তিনি বললেন, আল-আশীর বা আল-আসীর। বিষয়টা আমি কাতাদার সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আল-আশীর। এ হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথম গায্ওয়া ছিল আল-আশীরা। এটাকে আশীরা, আসীরা, আশীর এবং আশীরাও বলা হয়ে থাকে। তবে যদি এর অর্থ হয় সে সব গায্ওয়া, যাতে নবী করীম (স) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, তবে তার প্রথমটা হল আল-আশীরা। এ যুদ্ধে যায়দ ইব্‌ন আরকাম অংশগ্রহণ করেন। তখন আর তার পূর্বে এমন অন্য অভিযান হওয়াটা নাকচ হবে না যাতে যায়দ ইব্‌ন আরকাম অংশগ্রহণ করেননি। এভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা এবং এ হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে লক্ষ্য করে যা বলার বলেছিলেন! ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ সূত্রে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির থেকে তা বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, আম্মার বলেন, বাতনে ইয়াম্বু-এর গায্ওয়া আল-আশীরায় আমি আলী (রা)-এর সফর-সঙ্গী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে অবতরণ করে এক মাস অবস্থান করেন। সেখানে তিনি বনী মুদলাজ এবং তাদের মিত্র গোত্র বনী যামরার সঙ্গে সন্ধি করেন। তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আমাকে বলেন, বনী মুদলাজের যেসব লোক একটা কুয়োর কাছে কাজ করছে, হে আবুল ইয়াকযান! আমরা কি তাদের কাছে যেতে পারি না? সেখানে তারা কেমন কাজ করছে আমরা তা প্রত্যক্ষ করবো। আমরা তাদের কাছে গেলাম এবং কিছু সময় তাদের কাজ প্রত্যক্ষ করলাম। এখানে নিদ্রা আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে এবং আমরা মাটিতে শুয়ে পড়ি। সেখানে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র পা দিয়ে আমাদেরকে নাড়া দিলে আমরা জাগ্রত হই। আমাদের গায়ে মাটি লেগেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে

বললেন, হে আবূ তুরাব! কারণ তাঁর গায়ে মাটি লেগেছিল। আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে জানালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি কি সে হতভাগা দু' জন লোক সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাবো ? আমরা বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, ছামূদ গোত্রের উহায়মির, যে উষ্ট্রী বধ করেছিল, আর সে ব্যক্তি, যে তোমার এ অঙ্গে আঘাত করবে। হে আলী— একথা বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীর মাথায় তাঁর হাত রাখলেন। অবশেষে এটা রক্তে রঞ্জিত হবে। একথা বলে তিনি দাড়ির উপর তাঁর পবিত্র হাত স্থাপন করেন। এ সনদে হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। তবে অন্য হাদীসে এর সমর্থন আছে— আলী (রা)-এর নাম আবূ তুরাব রাখার পক্ষে। যেমন বুখারী শরীফে আছে ঃ আলী (রা) একদিন ফাতিমার উপর রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে ঘুমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ঘরে এসে ফাতিমার নিকট আলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাগ করে তিনি মসজিদে চলে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) মসজিদে উপস্থিত হয়ে তাকে জাগ্রত করেন এবং বলেন, হে আবূ তুরাব, উঠে দাঁড়াও! হে আবূ তুরাব, উঠে দাঁড়াও।

প্রথম বদর যুদ্ধ

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ গাযওয়া আশীরা থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করেন, যা দশ পর্যন্তও পৌঁছেনি। এসময় কুরয ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রী মদীনার চারণভূমিতে হামলা চালায়। তখন রাসূল (সা) তার তালাশে বের হয়ে বদর-এর উপকণ্ঠে অবস্থিত সাফওয়ান নামক স্থানে উপস্থিত হন। আর এটাই হল গায্ওয়া বদর আল উলা— প্রথম বদর যুদ্ধ। কিন্তু কুরয সে স্থান অতিক্রম করে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাগাল পাননি। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, রাসূল (সা)-এর পতাকাবাহী ছিলেন আলী (রা)। ইব্ন হিশাম এবং ওয়াকিদী বলেন ঃ এসময় মদীনায় যায়দ ইব্ন হারিসাকে তিনি স্থলাভিষিক্ত করে যান।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে আসেন এবং সেখানে জুমাদাছ ছানী, রজব ও শা'বান— এ তিন মাস অবস্থান করেন। আর এসময় তিনি সাআদ (রা)-এর নেতৃত্বে ৮ জন মুহাজিরের একটা দলকে প্রেরণ করেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে সাআদকে প্রেরণ করা হয় হামযার পর। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। কোন সংঘর্ষ হয়নি। সংক্ষেপে ইব্ন ইসহাক এতটুকু উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি বাহিনী সম্পর্কে ওয়াকিদীর বর্ণনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রমাযান মাসে হামযার সারিয়া, শাওয়াল মাসে উবায়দার সারিয়া এবং যিলকাদ মাসে সাআদের সারিয়া। আর এসবই সংঘটিত হয় হিজরী প্রথম সনে।

ইমাম আহমদ আবদুল মুতাআল ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব.... সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলে জুহায়না তাঁর নিকট আগমন করে বলে, আপনি তো আমাদের এলাকায় অবস্থান করছেন, তাই আমাদেরকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমরা এবং আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার নিকট নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। রাবী বলেন, রজব মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে প্রেরণ করেন।

সংখ্যায় আমরা ছিলাম একশ'রও কম। জুহায়নার পড়শী গোত্র বনূ কিনানার উপর হামলা করার জন্য রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দেন। আমরা তাদের উপর হামলা চালালাম। সংখ্যায় তারা ছিল অনেক বেশী। তাই আমরা জুহায়না গোত্রের নিকট আশ্রয় চাইলে তারা আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। তারা বলে, তোমরা কেন পবিত্র হারাম মাসে লড়াই করছ? তখন আমরা একে অপরকে বললাম, এখন কী করা যায়? এ সময় আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো— আমরা নবী (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে বিষয়টা জানাই! আবার কিছু লোক বললো— না, বরং আমরা এখানেই অবস্থান করবো। আমার সঙ্গের লোকজনকে আমি বললাম, না, বরং আমরা অগ্রসর হয়ে কুরায়শ কাফেলার উপর হামলা চালাই। তখন গনীমতের বিধান ছিল এই যে, যে যা সামনে পেতো সেটা তারই হবে। একথা বলে আমরা চললাম, কাফেলা অভিমুখে আর আমাদের অন্য সঙ্গীরা নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টা অবহিত করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান। তাঁর চেহারা মুবারক রক্তবর্ণ ধারণ করে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে গেলে তো দলবদ্ধ ভাবে আর ফিরে এলে বিচ্ছিন্ন ভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এখন আমি তোমাদের উপর এমন ব্যক্তিকে নেতা নিযুক্ত করবো, যে তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে না, তবে ক্ষুৎ-পিপাসায় ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে সে হবে তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তি।

এরপর তিনি আমাদের উপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ আল-আসাদীকে নেতা নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আমীর। ইমাম বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ যায়েদা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করে তাদের উক্তির পর যোগ করেন ঃ তোমরা কেন হারাম মাসে লড়াই করছ? তারা বললো, আমরা লড়াই করছি তাদের সঙ্গে, যারা আমাদেরকে 'বালাদুল হারাম' তথা পবিত্র নগরী থেকে বহিষ্কার করেছে। এরপর সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি সাআদ এবং যিয়াদের মধ্যস্থলে কুত্‌বা ইব্‌ন মালিক নামে একজন রাবীর নামও উল্লেখ করেন আর এটাই অধিক সমীচীন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ হাদীসের দাবী অনুযায়ী প্রথম সারিয়া হলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ আল-আসাদীর সারিয়া। আর এটা ইব্‌ন ইসহাকের উক্তির বিপরীত। ইব্‌ন ইসহাকের মতে সর্বপ্রথম পতাকা বাঁধা হয় উবায়দা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মুত্তালিবের জন্য। আর ওয়াকিদীর এক বর্ণনা মতে তাঁর ধারণা সর্বপ্রথম পতাকা বাঁধা হয় হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের জন্য।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ-এর সারিয়া

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ-এর এই সারিয়া বড় বদর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বদরই হলো يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ —পার্থক্যের দিন, যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তো সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন রিয়াব আল-আসাদীকে বদর আল-উলা অর্থাৎ প্রথম বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রজব মাসে প্রেরণ করেন। আর তাঁর সঙ্গে ৮ জন মুহাজিরকে প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে কোন আনসারী সাহাবী

ছিলেন না। আর সে আটজন হলেন আবূ হুযায়ফা ইব্ন উত্বা— বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মার মিত্র উক্কাশা ইব্ন মিহসান ইব্ন হারছান, বনী নাওফিলের মিত্র উত্বা ইব্ন গাযওয়ান, সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস আয-যুহরী, বনী আদীর মিত্র আমির ইব্ন রাবীআ আল-ওয়াইলী, বনী আদীর অপর এক মিত্র ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দ মানাফ, বনী আদীর অপর মিত্র বনী সাআদ ইব্ন লায়ছের অন্যতম সদস্য খালিদ ইব্ন বুকায়র এবং সাহল ইব্ন বায়যা আল-ফিহরী— এঁরা ৭ জন । আর ৮ম জন হলেন তাঁদের আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। ইব্ন ইসহাক সূত্রে ইউনুস বলেন, তাঁরা ছিলেন ৮জন, আর তাদের আমীর হলেন নবম ব্যক্তি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে একখানা লিপি দিয়ে বলেন, দু'দিন সফর করার আগে লিপিটি খুলবে না। দু'দিন পর তা খুলে তাতে লিখিত নির্দেশ দেখবে এবং তা অনুসরণ করবে। তবে সঙ্গীদের কাউকে যেন বাধ্য না করা হয়। দূ'দিন সফর শেষে লিপি খুলে দেখেন, তাতে লেখা আছে—

আমার এই লিপি পাঠ করে সফর অব্যাহত রাখবে, শেষপর্যন্ত মক্কা এবং তাইফ-এর মধ্য-স্থলে 'নাখ্লায়' অবতরণ করবে আর সেখানে কুরায়শের গতিবিধি লক্ষ্য করবে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে। লিপি খুলে তিনি বললেন ঃ এ নির্দেশ আমার শিরোধার্য। তারপর লিপির মর্ম সম্পর্কে সঙ্গীদেরকে জানালেন। তিনি একথাও বললেন যে, কাউকে বাধ্য করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ শাহাদত কামনা করলে এবং সে জন্য আগ্রহী হলে সে যেন আমার সঙ্গে চলে। আর কারো তা পসন্দ না হলে সে যেন ফিরে যায়। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মতো চলতে থাকবো। এই বলে তিনি চলতে শুরু করেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর সঙ্গে চলতে থাকে। কেউই পেছনে থেকে যায়নি। হিজায ভূমি দিয়ে তারা চলতে থাকেন। ফারা'এর উঁচু ভূমি মা'দান যাকে বাহরান বলা হয়, সেখানে পৌঁছে সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এবং উতবা ইব্ন গাযওয়ান তাদের উট হারিয়ে ফেললেন। এই উটের উপর তাঁরা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। তাঁরা ২জন উটের সন্ধানে পেছনে রয়ে গেলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ এবং তাঁর অন্য সঙ্গীরা চলতে চলতে নাখলায় গিয়ে অবতরণ করলেন। কুরায়শের কাফেলা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে আমর ইব্ন হায্রামীও ছিল। ইব্ন হিশাম বলেন, হাযরামীর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাদ আস-সদফ, উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগীরা আল মাখযূমী এবং তাঁর ভাই নাওফিল এবং হিশাম ইব্ন মুগীরার আযাদকৃত গোলাম হাকাম ইব্ন কায়সান। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে দেখে ভীত হয়ে পড়ে আর ওরা তাঁদের একেবারে নিকটেই অবস্থান নিয়েছিল। উক্কাশা ইব্ন মিহসান, যাঁর মস্তক মুণ্ডিত ছিল, প্রতিপক্ষের লোকেরা তাঁকে দেখে নিরাপদ বোধ করল। এরা উমরাকারী দল। তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এদিকে তাদের ব্যাপার নিয়ে সাহাবাগণ পরামর্শ করলেন, আর এ ঘটনাটি ছিল রজব মাসের শেষ দিনের। তাঁরা বলাবলি করছিলেন, আল্লাহ্র কসম, আজ রাতে তোমরা যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তবে তারা হেরেমে প্রবেশ করবে এবং তারা নিজেদেরকে তোমাদের থেকে রক্ষা করবে। আর তোমরা যদি

তাদেরকে হত্যা কর, তবে এ হত্যাকাণ্ড হবে হারাম মাসে। বিষয়টি নিয়ে সাহাবাগণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। তাঁরা ওদেরকে আক্রমণ করতে ভয় পেলেন। এরপর তারা মনে সাহস সঞ্চয় করে এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে কাবু করা সম্ভব, তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তাঁরা তাদের সঙ্গে যা কিছু আছে তা নিয়ে নেয়ার ব্যাপারে একমত হলেন। এরপর ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তামীমী আম্র ইব্ন হাযরামীকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করেন। উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং হাকাম ইব্ন কায়সানকে গ্রেফতার করা হয় এবং নাওফিল ইব্ন আবদুল্লাহ্ পলায়ন করে প্রাণ বাঁচায়। তারা তাকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ এবং তাঁর সঙ্গীরা দু'জন বন্দী এবং মাল-সামানসহ বণিক দলকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ (রা)-এর পরিবারের কোনও এক সদস্য উল্লেখ করেন যে, আবদুল্লাহ্ তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ আমরা যে গনীমত লাভ করেছি, তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে। তা পৃথক করে অবশিষ্ট অংশ তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, পরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ (রা)-এর এ বন্টনকে অনুমোদন করে পরবর্তীকালে খুমুসের বিধান নাযিল হয়। তাঁরা রাসূলের দরবারে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেইনি। তাই দ্রব্য সামগ্রী ও কয়েদী দু'জন এমনিতেই পড়ে থাকে এবং রাসূল (সা) তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। রাসূল (সা) এ কথা বললে তারা ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং মনে করলেন যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করে তারা ধ্বংস হয়ে গেছেন এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরাও এজন্য তাদের নিন্দা করেন। আর কুরায়শরা বলতে শুরু করে মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা হারাম মাসকেও হালাল করে নিয়েছে। হারাম মাসেও তারা রক্তপাত শুরু করেছে, (গনীমতের) মাল গ্রহণ করছে এবং লোকদেরকে বন্দী করা শুরু করেছে। আর মক্কার মুসলমানরা কুরায়শদের জবাবে বলতেন, তারা যা করেছেন, তাতো করেছেন শা'বান মাসেই (রজব মাসে নয়)। আর ইয়াহূদীরা এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে ফাল বের করে (শুভাশুভ নির্ণয় করে)। তারা বলে, আমর ইব্ন হায্রামীকে হত্যা করেছে ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্। আমর যুদ্ধকে চাঙ্গা করেছে, হাযরামী যুদ্ধে হাযির হয়েছে আর ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুদ্ধকে উসকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে লোকেরা অনেক কথাবার্তা শুরু করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا-

হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ (অন্যায়), তবে আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়া, তার বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বের করা আল্লাহ্র নিকট তার চাইতেও বড় (গুনাহের কাজ)। আর ফিতনা হত্যার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়— যদি তারা সক্ষম হয় (২ ঃ ২১৭)।

অর্থাৎ তোমরা যদি হারাম মাসে হত্যা করেই থাক, তবে তারা তো আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাঁর পথ থেকে বারণ করছে, বারণ করছে মাসজিদুল হারাম থেকে। আর মাসজিদুল হারাম থেকে তোমাদেরকে বের করা, অথচ— তোমরা তো মাসজিদুল হারামেরই বাসিন্দা— একাজটা তোমরা তাদের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করেছ, তার চাইতেও গুরুতর অপরাধ, আর ফিতনা তথা অশান্তি-অরাজকতা-বিপর্যয় হত্যার চাইতেও গুরুতর অপরাধ। এতদ্ সত্ত্বেও তারা এহেন নিকৃষ্ট ও গুরুতর অন্যায় কাজে অবিচল রয়েছে, তাওবা করছে না। সে সব অপকর্ম বর্জনও করছে না। একারণে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا-

তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই যাবে, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়— যদি তারা সক্ষম হয় (২ঃ২১৭)।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ কুরআন করীমে যখন এ নির্দেশ নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুসলমানদের ভীতি কাটিয়ে দেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফেলার ধনসম্পদ আর দু'জন বন্দীকে গ্রহণ করলেন। এ সময় কুরায়শরা উছমান এবং হাকাম ইব্ন কায়সানের মুক্তিপণসহ দূত প্রেরণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ তোমরা যতক্ষণ আমাদের দু'জন সঙ্গী অর্থাৎ সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এবং উত্বা ইব্ন গাযওয়ানকে ফেরত না দেবে, ততক্ষণ আমরাও তোমাদের বন্দীদ্বয়কে মুক্তিপণের বদলে ফেরত দেবো না। কারণ আমাদের আশংকা হচ্ছে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। তোমরা তাদের দু'জনকে হত্যা করলে আমরাও তোমাদের সঙ্গীদ্বয়কে হত্যা করবো। এরপর তারা সাআদ এবং উতবাকে নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের সঙ্গীদ্বয়কে ফেরত দেন। অবশ্য হাকাম ইব্ন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানের জীবন যাপন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে অবস্থান করেন। বি'রে মাউনার ঘটনায় তিনি শাহাদতবরণ করেন। আর উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ মক্কায়ই ফিরে যায় এবং কাফির হিসাবেই সেখানে মারা যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ কুরআন নাযিল হলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ এবং তাঁর সঙ্গীদের ভয়ভীতি দূর হয় এবং তাঁরা সওয়াব লাভের আশা করেন। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি মুজাহিদদের অনুরূপ সওয়াব লাভের আশা করতে পারি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, তারা প্রত্যাশা করে আল্লাহ্‌র রহমত আর আল্লাহ্ মহাক্ষমশীল, অতি দয়াময় (২ ঃ ২১৮)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ মহা প্রত্যাশার প্রশংসা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এ প্রসঙ্গে যুহ্‌রী ও ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান কর্তৃক উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। অনুরূপভাবে মূসা ইব্‌ন উকবা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে যুহরী সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ঠিক এভাবেই শুআয়ব যুহরী সূত্রে উরওয়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আছে, মুসলমান এবং মুশরিকদের সংঘাতে নিহত মুশরিকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হল ইব্‌ন হাযরামী। আর ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ সে হল প্রথম ব্যক্তি, যাকে মুসলমানরা হত্যা করেছিলেন। আর এসব সম্পদই ছিল প্রথম সম্পদ, যা মুসলমানরা গনীমত হিসাবে লাভ করেছিলেন। আর উছমান (ইব্‌ন আবদুল্লাহ্) এবং হাকাম ইব্‌ন কায়সান ছিল মুসলমানদের হাতে প্রথম বন্দী। আমি বলি ঃ সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস সূত্রে ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীছ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ছিলেন ইসলামে প্রথম আমীর। আর আমি তাফসীর গ্রন্থে ইব্‌ন ইসহাকের উপস্থাপিত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে হাফিয আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী হাতিম বর্ণিত হাদীছও রয়েছে। আপন পিতার সূত্রে জুন্দুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বরাতে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটা ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহকে— মতান্তরে উবায়দা ইব্‌ন হারিছকে। তিনি রওনা হওয়ার সময় রাসূলের প্রেমে কান্নাকাটি করতে করতে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে একটা লিপি দিয়ে নির্দেশ দেন যে, অমুক অমুক স্থানে পৌঁছার পূর্বে এ লিপি পাঠ করবে না। লিপিতে তিনি তাঁকে বলেন, সঙ্গীদের কাউকে তোমার সঙ্গে চলতে বাধ্য করবে না। লিপি পাঠ করে তিনি ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ এবং রাসূলের নির্দেশ শুনলাম এবং মাথা পেতে নিলাম। তিনি তাদেরকে খবর দেন এবং লিপি পাঠ করে শোনান। তাঁদের মধ্যে ২জন পিছনে রয়ে যান আর অবশিষ্টরা তাঁর সঙ্গে থেকে যান। তাঁরা ইব্‌ন হাযরামীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে হত্যা করেন কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, এদিনটা রজব মাসের, না জুমাদাছ ছানী মাসের অন্তর্ভুক্ত। তখন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলতে শুরু করে— তোমরা তো হারাম মাসে হত্যাকাণ্ড ঘটালে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ.

লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। তুমি বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায় (২ ঃ ২১৭)। ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান সুদ্দী কবীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস ও ভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন মাসঊদসহ একদল সাহাবী সূত্রে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা ছিলেন ৭ জনের একটা দল। তাদের আমীর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ (রা) আর তাঁরা হলেন (১) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির, (২) আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা, (৩) সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, (৪) উতবা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান, (৫) সাহ্‌ল ইব্‌ন বায়যা; (৬) আমির ইব্‌ন ফুহায়রা এবং (৭) উমর ইব্‌ন খাত্তাবের মিত্র ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইয়ারবূঈ (রা)। ইব্‌ন জাহাশের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটা চিঠি লিখে 'বাত্‌নে মিলাল' পৌঁছার আগে পত্রটা না খোলার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। 'বাত্‌নে মিলাল' পৌঁছে পত্র খুলে দেখেন, তাতে লিখা আছে ঃ 'বাত্‌নে নাখলা' পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখবে। তখন তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি শাহাদতের প্রত্যাশী, সে যেন সফর অব্যাহত রাখে এবং ওসীয়্যত করে রাখে। কারণ আমিও ওসীয়্যত করছি এবং রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী চলছি। এই বলে তিনি চলতে থাকেন এবং সাআদ ও উতবা পেছনে রয়ে যান। এরা দু'জন তাঁদের সওয়ারী হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তার খোঁজে সেখানে অবস্থান করেন। তিনি এবং তাঁর অন্য সঙ্গীরা চলতে চলতে বাত্‌নে নাখ্‌লা পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে হাকাম ইব্‌ন কায়সান, মুগীরা ইব্‌ন উছমান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরাকে দেখতে পান। উক্ত বর্ণনায় ওয়াকিদ কর্তৃক আমর ইব্‌ন হাযরামীর হত্যা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা গনীমত আর দু'জন বন্দী নিয়ে ফিরে আসেন। এটা ছিল মুসলমানদের অর্জিত প্রথম গনীমতের মাল। তখন মুশরিকরা বলতে শুরু করে— মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র আনুগত্য দাবী করেন, অথচ তিনিই সর্বপ্রথম হারাম মাসকে হালাল করে রজব মাসে আমাদের সঙ্গীকে হত্যা করেছেন। মুসলমানরা বলে আমরা তো তাকে হত্যা করেছি জুমাদাছ ছানী মাসে। সুদ্দী বলেন: মুসলমানরা তাকে হত্যা করে রজব মাসের প্রথম রাত্রে এবং জুমাদাছ ছানী মাসের শেষ রাত্রে।

আমি (গ্রন্থকার আল্লামা ইব্‌ন কাছীর) বলি ঃ হয়তো জুমাদাছ ছানী মাস অসম্পূর্ণ অর্থাৎ ২৯ দিন ছিল। একারণে মুসলমানরা মনে করেছিলেন ৩০ তারিখ রাত্রেও জুমাদাছ ছানী মাসই রয়ে গেছে। অথচ ঐ রাতেই রজবের চাঁদ দেখা গিয়েছিল। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আওফী ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, ঘটনাটি ঘটে জুমাদাছ ছানী মাসের শেষ তারিখ রাত্রে। আসলে তা ছিল রজব মাসের প্রথম তারিখ, কিন্তু মসলমানরা তা জানতেন না। ইব্‌ন আবী হাতিম বর্ণিত জুন্দুবের হাদীছ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তা ছিল রজব মাসের শেষ রাত্রি ঃ তাঁদের আশংকা ছিল এই সুযোগ গ্রহণ না করলে এবং সুযোগ কাজে না লাগালে পরদিন হারাম মাস শুরু হয়ে যাবে। এ বিশ্বাস থেকেই তারা এরূপ করেন। যুহ্‌রী উরওয়া সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন, আর বায়হাকী তা উল্লেখ করেছেন। আসল ব্যাপার কি ছিল, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। যুহ্‌রী উরওয়া সূত্রে বলেন, আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন হাদরামীর রক্তপণ আদায় করেন এবং হারাম মাসকে হারাম করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁদেরকে নির্দোষ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন। এ বর্ণনা ইমাম বায়হাকীর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশের গায্‌ওয়া সম্পর্কে মুশরিকদের সমালোচনার জবাবে আবূ বকর সিদ্দীক নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। মুশরিকরা বলেছিল যে,

মুসলমানরা হারাম মাসকেও হালাল করা শুরু করেছে। ইব্‌ন হিশাম বলেন, কবিতাটি আসলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশের। কবিতাটি হলো এরূপ :

تعدون قتلا فی الحرام عظیمة – واعظم منه لو یری الرشد داشد–

তোমরা হারাম মাসে হত্যাকে বড় অপরাধ বলে গণ্য করছ, সত্য-সন্ধানী যদি দেখে তাহলে তার চাইতেও জঘন্যতর হল-

صلودکم عما یقول محد – وکفربه والله راء وشاهل–

মুহাম্মাদ যা বলেন, তাতে তোমাদের বাধা দান এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, আর আল্লাহ্‌তো দেখেন এবং সাক্ষ্য দেন।

واخراجکم من مسجد الله اهله – لئلا یری لله فی البیت ساجد–

এবং মসজিদে হারাম থেকে তোমাদের বের করাটা তথাকার বাসিন্দাদের, যাতে দেখা না যায় আল্লাহ্‌র ঘরে কোন সিজদাকারীকে।

فانا وان عیرتمونا بقتله – وارجف بالاسلام باغ وحاسد–

আর আমরা। যদিও তোমরা আমাদেরকে অভিযুক্ত কর তার হত্যার জন্য, ইসলাম বিদ্বেষী আর বিদ্রোহী বলে গাল দাও।

سقینا من ابن الحضرمی حضری رماحنا – بنخلة لما اوقد الحرب واقد–

নাখলায় ইব্‌ন হাযরামীর রক্তে সিক্ত করেছি আমাদের বর্শা, যখন ওয়াকিদ প্রজ্বলিত করেছিল যুদ্ধের আগুন।

دما وابن عبد الله عثمان بیننا – ینازعه غل من القید عاند–

আর আমাদের হাতে বন্দী ছিল উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, কয়েদ থেকে তাকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয় তারা।

অনুচ্ছেদ

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পূর্বে কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন ঃ দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে এ ঘটনাটি ঘটে। কাতাদা এবং যায়দ ইব্‌ন আসলামও একথা বলেন এবং এটা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকেরও একটি বর্ণনা। ইমাম আহমদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে যা বর্ণনা করেন, তা থেকেও এটা প্রতীয়মান হয়। বারা’ ইব্‌ন আযিব-এর হাদীছ থেকে, যে সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে এবং ওটাই স্পষ্টতর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেন, ঐ বছর শা’বান মাসে এ ঘটনাটি ঘটে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ-এর অভিযানের পর। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় আগমনের ১৮ মাসের মাথায় শা’বান মাসে কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল। ইব্‌ন জারীর সুদ্দী সূত্রে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং এর সনদ ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন মাসঊদ এবং কতিপয় সাহাবী সূত্রের।

জমহুরের মতে হিজরতের ১৮ মাসের মাথায় শা'বান মাসের মধ্য ভাগে কিবলা পরিবর্তন হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সাআদ এবং ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মধ্য শা'বানে মঙ্গলবার কিবলা পরিবর্তন হয়। এভাবে সময় নির্দিষ্টকরণ সন্দেহাতীত নয়।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.

আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানো আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেবো, যা তুমি পসন্দ করবে। অতএব, তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সেদিকেই মুখ ফিরাও। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, তা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল নন (২ ঃ ১৪৪)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর আগে-পরে নির্বোধ ইয়াহূদী এবং মুনাফিক ও বড় বড় জাহিলদের আপত্তি-অভিযোগেরও আমরা জবাব দিয়েছি। কারণ এটা ছিল ইসলামে সংঘটিত প্রথম নাস্‌খ বা রহিতকরণ এর ঘটনা। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইতোপূর্বে—

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তার চাইতে উত্তম বা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান? (২ ঃ ১০৬)। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেন যে, এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে রহিত করা জাইয আছে। ইমাম বুখারী আবূ নুআয়ম.... বারা' থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ১৬ বা ১৭ মাস নামায আদায় করেন; কিন্তু তিনি পসন্দ করতেন যে, বায়তুল্লাহ্ তাঁর কিবলা হোক। বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে তিনি প্রথম নামায আদায় করেন আসরের। আরো অনেকেই তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করেন। তাঁদের সঙ্গে নামায আদায় করেছেন এমন এক ব্যক্তি বেরিয়ে যান এবং দেখেন যে, মসজিদে লোকজন নামায আদায় করছেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে এসেছি। তারা তখন রুকূতে ছিলেন। সে অবস্থায়ই তারা বায়তুল্লাহ্র দিকে ঘুরে যান। কিবলা পরিবর্তনের আগে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কি অবস্থা হবে? এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ—

আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান পণ্ড করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অবশ্যই অতি দয়ার্দ্র, মহা দয়ালু। (বলা বাহুল্য, উক্ত আয়াতে ঈমান বলতে নামায বুঝানো হয়েছে)। ইমাম মুসলিম ভিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম.... বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে (মুখ করে) ষোল বা সতের মাস নামায আদায় করেন। কা'বার দিকে মুখ করা তাঁর পসন্দনীয় ছিল। তাই আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

রাবী বলেন, তাই তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরান, তখন নির্বোধ ইয়াহূদীরা বললো ঃ

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا

যে কিবলায় তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরাল? (২ ঃ ১৪২)। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

বল, পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্র, তিনি যাকে ইচ্ছা সিরাতে মুস্তাকীমে চালিত করেন (২ ঃ ১৪২)

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন আর কা'বা থাকতো তার সম্মুখে, যেমন ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পর এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি দু' কিবলা পানে এক সঙ্গে মুখ করবেন। তাই মদীনায় আগমনের শুরু থেকে ষোল অথবা সতের মাস কা'বাকে পেছনে রেখে নামায আদায় করেন। সে হিসাবে এ ঘটনা হবে হিজরী দ্বিতীয় সনের রজব মাসে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আর নবী করীম (সা) ভালবাসতেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা কা'বার দিকে তাঁর কিবলা হোক। এজন্য তিনি আল্লাহ্র নিকট অতি বিনয় আর মিনতি সহকারে দু'আ করতেন। তাই তো তিনি হাত তুলে দু'আ করতেন আর তাঁর দৃষ্টি থাকতো আসমানের দিকে। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন এবং তাঁদেরকে এটা অবহিত করেন। এ মর্মে নাসাঈতে আবূ সাঈদ ইব্ন মুআল্লা থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। আর এটা ছিল যুহরের সময়। আবার কেউ কেউ বলেন, কিবলা পরিবর্তনের বিধান আসে দু' নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে। মুজাহিদ প্রমুখ একথা বলেন। আর বুখারী-মুসলিমে বারা' (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বায় মদীনার দিকে প্রথম যে নামায পড়েন, তা ছিল আসরের নামায। বিস্ময়ের ব্যাপার

এই যে, পরদিন ফজর পর্যন্ত কুবাবাসীদের নিকট এখবর পৌঁছেনি। বুখারী-মুসলিমে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে একথাও প্রমাণিত। তিনি বলেন, ফজরে কুবার লোকেরা নামাযে ছিলেন। এসময় জনৈক আগন্তুক এসে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আজ রাত্রে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন তাঁরা কিবলামুখী হলেন এবং তাঁদের চেহারা ছিল সিরিয়া তথা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে, তখন তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। সহীহ্ মুসলিমে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আসল কথা এই যে, কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিধান রহিত করে দেন। তখন নির্বোধ, অজ্ঞ-মূর্খ আর গবেটের দল টিপ্পনি কেটে বলতে শুরু করলো--- তারা যে কিবলার অনুসারী ছিল, তাদেরকে তা থেকে ফিরালো কিসে? অথচ আহলে কিতাবের কাফিররা জানতো যে, এই কিবলা পরিবর্তনটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে। কারণ, তাদের কিতাবেই তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতো যে, মদীনা হবে তাঁর হিজরত স্থল। তারা একথাও জানতো যে, কা'বার দিকে মুখ করার জন্য অনতিবিলম্বে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ-

আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিত জানে যে, তা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সত্য।

এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেন ঃ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلِّ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অর্থাৎ, আল্লাহ্ এমন মালিক, কর্তৃত্ব প্রয়োগকারী এবং হুকুমদাতা, যার হুকুম কেউ রদ করতে পারে না। আপন সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং শরীআতের ব্যাপারেও তিনি যেমনটা ইচ্ছে হুকুম করেন। আর তিনিই যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালিত করেন। আর যাকে ইচ্ছা সুষ্ঠু পথ থেকে বিচ্যুত করেন। এতে রয়েছে তাঁর হিকমত ও রহস্য, সে জন্য সন্তুষ্ট থাকা এবং তা মেনে নেয়া কর্তব্য।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী (শ্রেষ্ঠ) উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন। (২ ঃ ১৪৩)

অর্থাৎ, যেভাবে আমি তোমাদের জন্য নামাযে উত্তম দিক নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আ)-এর কিবলার দিকে তোমাদেরকে চালিত করেছি, যিনি ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' তথা তৎপরবর্তী নবীগণের পিতা, যে কিবলার দিকে মুখ করে মূসা (আ) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ নামায আদায় করতেন, ঠিক সেভাবেই আমি তোমাদেরকে সর্বোত্তম জাতি করেছি, করেছি সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্মান আর মর্যাদার অধিকারী, করেছি বিশ্বের সারনির্যাস এবং নতুন-পুরান সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন মানুষের উপর সাক্ষী হতে পার, যখন তারা জড়ো হবে তোমাদের নিকট এবং তারা তোমাদের দিকে শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করতে পারে, যেমন সহীহ্ বুখারীতে প্রমাণিত আছে। আবূ সাঈদ থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন এ উম্মতের জন্য নূহ (আ)-কে সাক্ষী রূপে হাযির করা হবে। আর সময়ের দিক থেকে অনেক আগের হওয়া সত্ত্বেও যদি নূহ্ (আ)-কে এ উম্মতের জন্য সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়, তাহলে পরবর্তীদেরকে তো অতি উত্তমরূপেই পেশ করা হতে পারে। এরপর এ ঘটনায় সন্দেহ্ পোষণকারীর প্রতি শাস্তি আপতিত এবং এ ঘটনাকে সত্য বলে যে মেনে নেয়, তার প্রতি নিআমত বর্ষণের যুক্তি ও তাৎপর্য বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً.

তুমি যে কিবলার অনুসারী ছিলে, তাকে আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে আমি জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে (২ ঃ ১৪৩)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা কেবল দেখতে চাই কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পেছনে ফিরে যায়।

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً-

যদিও তা বড় অর্থাৎ যদিও ঘটনা হিসাবে এটা বড় এবং ব্যাপার হিসাবে কঠিন-কঠোর, তবে তার জন্য নয়, যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন। অর্থাৎ তারা যে ঘটনা বিশ্বাস করে, তা মেনে নেয়, সে সম্পর্কে মনে কোন রকম সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে ঈমান আনে এবং সে মতে আমল করে। কারণ, তারা মহান বিধানদাতার বান্দা, যিনি মহাশক্তিশালী, পরম ধৈর্যশীল, সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্বজ্ঞ।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ-

আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান পণ্ড করবেন, মানে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার বিধান দিয়ে এবং সেদিকে ফিরে নামায আদায় করা দ্বারা।

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ-

আর আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অবশ্যই অতি দয়াময়, বড় মেহেরবান। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে, তাফসীর গ্রন্থে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ততোধিক বিস্তারিত আলোচনা করবো 'আমার আল-আহকামুল কাবীর' গ্রন্থে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে,

আলী ইব্‌ন 'আসিম... আইশা (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন (আর্থাৎ) আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে তারা আমাদেরকে জুমুআর দিন এবং কিবলার চাইতে অন্য কোন জিনিসের জন্য বেশী হিংসা করে না— আল্লাহ্ আমাদেরকে জুমুআর দিন দান করেছেন। আর ইয়াহূদীরা এ সম্পর্কে গোমরাহ হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে কিবলার দিকে হিদায়াত করেছেন, ইয়াহূদীরা কিবলা সম্পর্কে গোমরাহ। ইমামের পিছনে আমীন বলার জন্যও তারা আমাদেরকে হিংসা করে।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পূর্বে রমাযান মাসের রোযা ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এই সনে রমাযানের রোযা ফরয করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, একই বছর শা'বান মাসে রোযা ফরয করা হয়। এরপর তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে দেখতে পান যে, ইয়াহূদীরা আশূরার দিন রোযা পালন করছে। এ সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ঃ এ এমন একটা দিন, যেদিন আল্লাহ মূসা (আ)-কে নাজাত দেন (এবং এ দিনে ফিরআওনের লোকজনকে ডুবিয়ে মারেন), তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের চাইতে আমরাই বরং মূসার বেশী ঘনিষ্ঠ। তাই তিনি নিজে আশূরার রোযা রাখেন এবং লোকজনকে এ দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ....

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে, যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার— (সিয়াম) স্বল্প কয়েকদিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া-একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করে, তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর— যদি তোমরা জানতে। রমযান মাস, এ মাসে মানুষের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এতে রোযা পালন করে। আর কেউ পীড়িত থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টকর তা চান না, এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার (২ ঃ ১৮৩-১৮৫)।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট হাদীছ আর বর্ণিত রিওয়ায়াত এবং এ থেকে সংগৃহীত বিধান সম্পর্কে আমরা তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

ইমাম আহমদ (র) আবূ নসর, আম্‌র ইব্‌ন মুররা সূত্রে মুআয ইব্‌ন জাবাল থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ সালাতের উপর তিনটা অবস্থা অতিবাহিত হয়, সিয়ামের উপরও তিনটা অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপর তিনি সালাতের অবস্থা উল্লেখ করেন। সিয়ামের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন। এ সময় তিনি আশূরার রোযাও রাখতেন। তারপর আল্লাহ তাঁর উপর রোযা ফরয করে আয়াত নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-

থেকে عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٌ পর্যন্ত। তখন যার ইচ্ছা রোযা রাখতো আর যার ইচ্ছা একজন মিসকীনকে খাবার দান করলে তার জন্য তা-ই যথেষ্ট হতো। অতঃপর আল্লাহ অপর আয়াত নাযিল করেন ঃ فَمَنْ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ থেকে شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ পর্যন্ত। এতে সুস্থ মুকীমের জন্য সিয়াম পালন অবধারিত করেন এবং পীড়িত আর মুসাফিরের জন্য রুখসত বা রাখা না রাখার অবকাশ দেন। যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, তার জন্য রোযা পালন না করার এ অবকাশ বা অনুমতি। এ হলো দুটো অবস্থা। তিনি বলেন ঃ তারা পানাহার এবং স্ত্রীগমন করতো যাবত না ঘুমাতো। ঘুমালে এ (সব থেকে) বিরত থাকতো। আনসারের এক ব্যক্তি, যাকে বলা হতো ছুরমা, লোকটি সারাদিন রোযা রেখে কায়িক শ্রম দেয় অর্থাৎ শ্রমিকের কাজ করে এবং গৃহে ফিরে ইশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে পানাহার না করেই এবং এ অবস্থায়ও পরদিন রোযা রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাকে দেখলেন যে, বেশ পরিশ্রম করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেনঃ

"কি ব্যাপার, আমি তোমাকে কষ্টের পরিশ্রম করতে দেখছি। লোকটি তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ একদিন উমর (রা) নিদ্রার পর স্ত্রীগমন করেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করে তাকে এ সম্পর্কে জানালে আল্লাহ তা'আলা اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ থেকে ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ। পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

আবূ দাঊদ তাঁর সুনান গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে মাস্‌ঊদীর হাদীছ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর বুখারী-মুসলিমে যুহ্‌রী সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আশূরায় রোযা রাখা হতো; কিন্তু রমাযানের রোযার আয়াত নাযিল হলে যার ইচ্ছা রোযা রাখতো যার ইচ্ছা না রাখতো। ইমাম বুখারী (র) ইব্‌ন উমর এবং ইব্‌ন মাসঊদ (রা)

থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে লিখার জন্য তাফসীর এবং 'আহকামুল কাবীর' এ ভিন্ন মওকা রয়েছে। আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কাম্য।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এ বছর লোকজনকে যাকাতুল ফিত্‌র তথা সাদাকাতুল ফিতরের নির্দেশ দেয়া হয়। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিতরের একদিন বা দু'দিন পূর্বে লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দেন এবং তিনি সাদাকা ফিত্‌র আদায় করার জন্য লোকজনকে নির্দেশ দেন। রাবী বলেন ঃ এ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের নামায পড়েন এবং লোকজনকে নিয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। আর এ ছিল প্রথম ঈদের নামায, যা রাসূলুল্লাহ (সা) আদায় করেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে একটা বল্লম নিয়ে দাঁড়ায়। এটা ছিল যুবায়র (রা)-এর। হাব্‌শার বাদশাহ তাকে এ বল্লম দান করেছিলেন। ঈদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে এটি স্থাপন করা হতো।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলি ঃ পরবর্তীকালের একাধিক ব্যক্তি উল্লেখ করেন যে, এ বছর সম্পদের যাকাত ফরয করা হয়। বদর যুদ্ধের ঘটনা আলোচনা করার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর প্রতিই তো আস্থা আর তাঁর উপরই ভরসা। লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

সে দিন ছিল মীমাংসার দিন যে দিন দু'দল পরস্পরের মুখোমুখি হয় (৮ ঃ ৪১)।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (৩ ঃ ১২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ .... وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

"এটা এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায্যভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন, অথচ বিশ্বাসীদের এক দল এটা পসন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন এটা প্রত্যক্ষ করছে। স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'-দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন। এটা এ জন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পসন্দ করে না। (৮ ঃ ৫-৮)। এ ভাবে বদর যুদ্ধের বর্ণনা সূরা আনফালে যে পর্যন্ত করা হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা তাফসীর গ্রন্থে যথাস্থানে করেছি। এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী তার পুনরাবৃত্তি করা হবে।

ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের অভিযান সম্পর্কে আলোচনার পর লিখেন ঃ এর কিছু দিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পারলেন যে, আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হার্‌ব কুরায়শদের বিশাল এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে রওনা হয়েছে। তার সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ও বাণিজ্য-সম্ভার। তিনি আরও জানলেন যে, এই কাফিলায় ত্রিশ অথবা চল্লিশ জন লোক রয়েছে, যাদের মধ্যে মাখরামা ইব্ন নাওফিল এবং আমর ইব্ন আসও আছে। মূসা ইব্ন উক্‌বা ইমাম যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা ছিল ইব্ন হাযরামীর হত্যাকাণ্ডের দু'মাস পরের

ঘটনা। তিনি বলেন, এ কাফেলায় এক হাজার উট ছিল এবং কেবল মাত্র হুওয়ায়তিব ইব্ন আবদিল উয্যা ছাড়া কুরায়শদের সকলের পণ্যদ্রব্য বহন করে আনছিল। আর এ কারণেই হুওয়ায়তিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বদর যুদ্ধের ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ও ইয়াযীদ ইব্ন রূমান— এরা সবাই বর্ণনা করেছেন উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে। আর অন্যান্য আলিমগণ বর্ণনা করেছেন ইব্ন আব্বাস থেকে। এদের প্রত্যেকেই ঘটনার এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন। সবগুলো মিলিয়ে বদর যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ রূপ বিন্যস্ত করা হয়েছে।[১]

তাদের বর্ণনা এরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন শুনতে পেলেন যে, আবূ সুফিয়ান সিরিয়া থেকে রওনা হয়ে এদিকে আসছে, তখন তিনি মুসলমানদেরকে তার বিরুদ্ধে অভিযানে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন এবং বললেন, কুরায়শদের এ কাফেলায় তাদের বহু ধন-সম্পদ রয়েছে। তোমরা এগিয়ে যাও। হয়তো আল্লাহ্ ঐ ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিবেন। লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দিল। তবে কিছু লোক দ্রুত হাযির হল আর কিছু লোক দ্বিধাবোধ করছিল। এর কারণ হচ্ছে, এ লোকগুলো বুঝতে পারছিল না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা! আবূ সুফিয়ানের কাছে জনগণের সম্পদের দায়িত্ব থাকায় ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে হিজাযের নিকটবর্তী এসে যে কোন আরোহীর সঙ্গে দেখা হলেই সে তার থেকে গোপন সংবাদ নিতে থাকে। অবশেষে জনৈক আরোহী তাকে জানাল যে, মুহাম্মদ তার অনুসারীদেরকে তোমার ও তোমার কাফেলার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সংবাদ পেয়ে আবূ সুফিয়ান সাবধানতা অবলম্বন করল এবং যমযম ইব্ন আমর গিফারীকে তখনই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, কুরায়শদের কাছে গিয়ে বলবে, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে তোমাদের কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছেন, তাই তারা যেন তাদের সম্পদ রক্ষার্থে একদল সশস্ত্র লোক পাঠিয়ে দেয়। যমযম দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস ও উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেছেন, যমযম মক্কায় পৌঁছার তিন দিন পূর্বে আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেন। এরপর তিনি তাঁর ভাই আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে ডেকে বললেন, ভাই! আল্লাহ্র কসম, গত রাত্রে আমি এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। এতে আমার আশংকা হচ্ছে আপনার সম্প্রদায়ের উপর হয়তো কোন অনিষ্ট ও বিপদ আসতে পারে। সুতরাং আমি যা

---

১. বদর একটি কুয়োর নাম। গিফার গোত্রের বদর নামক এক ব্যক্তি কুয়োটি খনন করে। তার নাম অনুসারে ঐ কূপের নাম বদর রাখা হয়। কারও মতে খননকারীর নাম বদর ইব্ন কুরায়শ ইব্ন ইয়াখলাদ। কেউ বলেন, জনৈক ব্যক্তির বদর অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্রাকৃতির একটি কুয়ো ছিল— তাই একে বদর বলা হয়। মদীনা থেকে এর দূরত্ব চার দিনের পথ। ইব্ন সাআদ বলেন, বদর ছিল জাহিলী যুগের মেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সমগ্র আরবের লোকজন এখানে সমবেত হত। বদর ও মদীনার মাঝে দূরত্ব আট বুর্দ দুই মাইল। এক বুর্দ প্রায় বার মাইল।

বলবো, তা আপনি গোপন রাখবেন। আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ ? আতিকা বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন লোক উটে চড়ে মক্কার সংলগ্ন সমতল ভূমিতে এসে থামল। তারপর সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে ঘোষণা দিল, সাবধান ওহে বিশ্বাসঘাতকেরা! তিন দিনের মধ্যে ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। এরপর দেখলাম, জনতা তার পাশে সমবেত হয়েছে। লোকটি পরে মসজিদে হারামে প্রবেশ করল, জনতাও তাকে অনুসরণ করল। এরপর উটনী তাকে নিয়ে কা'বাঘরে গিয়ে উঠলো। সেখানেও সে অনুরূপ ঘোষণা দিল, 'সাবধান হে বিশ্বাসঘাতকের দল (অর্থাৎ কুরায়শরা)! তিন দিনের মধ্যে তোমরা ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত হও।' এরপর উটনী সেখান থেকে তাকে নিয়ে আবূ কুবায়স পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করলো। সেখান থেকেও সে একই ঘোষণা দিল। এরপর সে পাহাড়ের উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে দিল। পাথরটি গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এসেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো। ফলে মক্কার এমন কোন বাড়ি-ঘর অবশিষ্ট থাকলো না, যেখানে এর কোন টুকরো পৌঁছায়নি। তা শুনে আব্বাস বললেন, সত্যিই আল্লাহ্র কসম! সত্যিই এটা এক ভয়ানক স্বপ্ন। তবে তুমি এ স্বপ্নের কথা গোপন রাখবে, কাউকে বলবে না।

এরপর আব্বাস সেখান থেকে বেরিয়ে যান। পথে তাঁর বন্ধু ওয়ালীদ ইব্ন উতবার সাথে সাক্ষাত হয়। আব্বাস তার নিকট স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বলেন এবং তা গোপন রাখার জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু ওয়ালীদ তার পিতা উতবার কাছে তা বলে দেয়। এ ভাবে স্বপ্নের কথাটি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং কুরায়শদের ঘরে ঘরে এর আলোচনা চলতে থাকে। আব্বাস বলেন, একদিন সকালে আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে বের হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আবূ জাহ্ল কুরায়শদের কয়েকজন লোকের সাথে বসে আতিকার স্বপ্ন প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। আবূ জাহ্ল আমাকে দেখেই বললো, হে আবুল ফযল! তাওয়াফ শেষ করে আমাদের কাছে এসো। আমি তাওয়াফ শেষে তাদের পাশে গিয়ে বসলাম। আবূ জাহ্ল বললো, হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! তোমাদের মধ্যে এই মহিলা নবীর আবির্ভাব আবার কবে থেকে হল ? আমি বললাম, সে আবার কি ? আবূ জাহ্ল বললো, কেন, ঐ যে আতিকার স্বপ্ন! আমি বললাম, সে আবার কী স্বপ্ন দেখেছে ? আবূ জাহ্ল বললো ,হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! তোমরা কি তোমাদের পুরুষদের নবুওয়াতীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারছো না যে, এখন তোমাদের মহিলারাও নবুওয়াতী দাবী করছে ? আতিকা নাকি স্বপ্নের মাধ্যমে জেনে বলেছেন, তিন দিনের মধ্যে তোমরা প্রস্তুত হও। আমরা এখন তোমাদের জন্যে এই তিন দিন অপেক্ষা করবো। এর মধ্যে যদি তার কথা সত্য হয়, তা হলে যা হবার তাই হবে। আর যদি এই তিন দিনের মধ্যে কোন ঘটনা না ঘটে, তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লিখিত ঘোষণা জারী করবো যে, গোটা আরব জাহানে তোমরাই সবচেয়ে মিথ্যাবাদী গোষ্ঠী। আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাকে তেমন গুরুতর কিছুই বলিনি, শুধু তার বক্তব্যকে অস্বীকার করলাম এবং বললাম, আদতে আতিকা কোন স্বপ্নই দেখেনি।

এরপর আমরা সেখান থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। বিকেল বেলা বনূ আবদুল মুত্তালিবের মহিলারা আমার কাছে এসে বললো, এই জঘন্য পাপিষ্ঠকে তোমরা স্বাধীন ভাবে

ছেড়ে দিয়েছ। সে তোমাদের পুরুষদের যা খুশী তাই বলেছে। এখন তোমাদের নারীদের সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রকার কটূক্তি করছে। আর তুমি সব শুনে চুপ করে বসে রইছ। এতে তোমার আত্মমর্যাদায় মোটেও লাগছে না! আব্বাস বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আছে। তবে আমার পক্ষ থেকে বড় ধরনের কিছু দেখাইনি। আল্লাহ্‌র কসম, এবার আমি তার কঠোর প্রতিবাদ করবো। সে যদি এর পুনরাবৃত্তি করে তবে আমি অবশ্যই তার সমুচিত জবাব দেব। আব্বাস বলেন, আতিকার স্বপ্ন দেখার তৃতীয় দিবসে আমি ক্রোধে অধীর হয়ে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হলাম। ভাবলাম, তাকে ধরার একটা সুবর্ণ সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। আবূ জাহ্‌লকে মসজিদের মধ্যে পেয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম এবং প্রস্তুতি নিলাম যে, কোন কায়দায় সে যদি পূর্বের ন্যায় আচরণ করে, তবে তার উপর আক্রমণ করবো। আবূ জাহ্‌ল ছিল হালকা-পাতলা দেহ বিশিষ্ট। কিন্তু তার চেহারা ছিল রুক্ষ, ভাষা ছিল রূঢ় এবং দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। আব্বাস বলেন, হঠাৎ সে দ্রুত পায়ে মসজিদের দরজার দিকে বেরিয়ে আসছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, ওর হলটা কী? আল্লাহ্ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন! সে কি আমার গালমন্দের ভয়ে সরে যেতে চাচ্ছে? কিন্তু সহসাই বুঝতে পারলাম সে যমযম ইব্‌ন আমর গিফারীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে, যা আমি শুনতে পাইনি। গিফারী মক্কার উপকণ্ঠে বাত্‌নে ওয়াদীতে এসে উটের নাক কেটে হাওদা উলটিয়ে এবং জামা ছিঁড়ে ফেলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে বলছিল ঃ

“হে কুরায়শ জনগণ! বিপদ! বিপদ!! আবূ সুফিয়ানসহ তোমাদের মালামাল লুট করার জন্যে মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা আক্রমণে বেরিয়েছেন। আমার মনে হয়, তোমরা আর তা রক্ষা করতে পারবে না। সাহায্যের জন্যে আগাও! সম্পদের জন্য আগাও! ছুটে যাও। আব্বাস বলেন, এ ভয়াবহ্ পরিস্থিতির কারণে আমিও তার দিকে মনোযোগী হতে পারলাম না; আর সেও আমার দিকে মনোযোগী হল না। যা হোক, লোকজন অতি দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেললো। তারা বলাবলি করছিল যে, মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা কি আমাদের কাফেলাকে ইবন হাযরামীর কাফেলার মত মনে করছে? কখনো না, আল্লাহ্‌র কসম, তারা এবার ভিন্ন রকম দেখবে।

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা আতিকার স্বপ্নের বর্ণনা ইব্‌ন ইসহাকের মতই উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, যমযম ইব্‌ন আমর যখন ঐ অবস্থায় এসে উপস্থিত হল, তখন কুরায়শরা আতিকার স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং ঘর থেকে উচ্চ ও নিম্নভূমিতে বেরিয়ে আসে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুরায়শদের সকলেই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। হয় নিজে সরাসরি গমন করে, না হয় অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে পাঠায়। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আবূ লাহাব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ব্যতীত আর কেউ যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকেনি। সে তার পরিবর্তে আসী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাকে পাঠায়। আবূ লাহাবের নিকট আসী চার হাজার দিরহামের ঋণী ছিল। দরিদ্রতার কারণে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারছিল না। ঐ পাওনা দিরহামের বিনিময়ে আবূ লাহাব তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধে পাঠায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট ইব্ন আবূ নাজীহ্ বর্ণনা করেছেন যে, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফও যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে ছিল অতিশয় বৃদ্ধ, মোটাসোটা ভারী দেহের অধিকারী। এ সংবাদ শুনে উক্বা ইব্ন আবূ মুআয়ত তার কাছে আসে। তখন উমাইয়া মসজিদে হারামে নিজের লোকজনসহ বসা ছিল। উকবার হাতে ছিল আগুন ও অঙ্গারভর্তি একটা পাত্র। সে পাত্রটি উমাইয়ার সম্মুখে রেখে দিয়ে বললো, হে আবূ আলী লও তুমি আগুন পোহাও। কেননা, তুমি তো একজন নারী। উমাইয়া বললো, আল্লাহ্ তোমাকে ও যা তুমি নিয়ে এসেছ তাকে অমংগল করুন। রাবী বলেন, উমাইয়া তখন প্রস্তুতি নিল ও অন্যদের সাথে যুদ্ধে গমন করল।[১]

ইব্ন ইসহাক এ ঘটনা এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী ঘটনাটির বর্ণনা অন্য ভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার কাছে আহমদ ইব্ন উছমান.... সাআদ ইব্ন মুআয থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর ও উমাইয়া ইব্ন খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় এলে সাআদ ইব্ন মুআযের অতিথি হত এবং সাআদ মক্কায় গেলে উমাইয়ার বাড়িতে মেহমান হতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করলে একদা সাআদ ইব্ন মুআয উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান ও উমাইয়ার বাড়িতে অবস্থান করেন। সাআদ উমাইয়াকে বললেন, আমার জন্যে একটা নিরিবিলি সময় বের কর, যে সময়ে আমি নির্বিঘ্নে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারি। সে মতে একদা দুপুর বেলা উমাইয়া সাআদকে সাথে নিয়ে বের হল। তাদের সাথে আবূ জাহ্লের সাক্ষাত হয়। আবূ জাহ্ল উমাইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবূ সাফওয়ান! তোমার সাথে এ ব্যক্তিটি কে? সে উত্তরে বললো, এ হচ্ছে সাআদ। তখন আবূ জাহ্ল সাআদকে লক্ষ্য করে বললো ঃ মক্কায় তোমাকে যে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে তাওয়াফ করতে দেখ্ছি। অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দান করেছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার ঘোষণা দিয়েছ? শুনে রেখো, আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি এ সময় আবূ সাফওয়ানের সাথে না হতে, তবে কিছুতেই তুমি তোমার পরিবারের কাছে অক্ষত ভাবে ফিরে যেতে পারতে না। সাআদ ততোধিক উচ্চকণ্ঠে বললেন, সাবধান! তুমি যদি আমাকে এ কাজ থেকে বাধা দাও, তবে আমি তোমাকে এমন এক বিষয়ে বাধা দেবো, যা তোমার জন্যে এর চাইতে গুরুতর হবে আর তা হচ্ছে, মদীনার উপর দিয়ে সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ। তখন উমাইয়া তাঁকে বললো, হে সাআদ! আবুল হাকামের সাথে এতো উচ্চকণ্ঠে কথা বলো না। কেননা, তিনি হলেন এই তল্লাটের অধিবাসীদের নেতা। তখন সাআদ বললেন, উমাইয়া! তুমি চুপ থাক। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তারাই তোমার হত্যাকারী। উমাইয়া জিজ্ঞেস করলো, কোথায়, মক্কায়? সাআদ বললেন, তা আমি জানি না। এ কথা শুনে উমাইয়া অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। এরপর বাড়ি ফিরে যেয়ে উমাইয়া তার স্ত্রীকে ডেকে বললো, হে উম্মে সাফ্ওয়ান! শুনেছ, সাআদ আমাকে কী বলেছে? তার স্ত্রী বললো, সে তোমাকে কী বলেছে? উমাইয়া বললো, মুহাম্মদ নাকি তাদেরকে বলেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমি

১. ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, উকবা ও আবূ জাহ্ল দু'জনেই উমাইয়ার কাছে যায়। উকবার কাছে ছিল আগুন ও আগরবাতি, আর আবূ জাহ্লের হাতে ছিল সুরমাদানী। উকবা বললো, আগর বাতির ঘ্রাণ লও। কেননা, তুমি হলে নারী। আবূ জাহ্ল বললো, সুরমা লাগাও। কেননা, তুমি তো নারী।

জিজ্ঞেস করলাম, মক্কায়? সে বললো, জানি না। এরপর উমাইয়া বললো, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আর মক্কা ছেড়ে কোথাও যাবো না। এরপর বদর যুদ্ধ সমাগত হলে আবূ জাহ্‌ল লোকজনকে যুদ্ধে যাওয়ার প্ররোচনা দিয়ে বললো, তোমরা তোমাদের কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যে বেরিয়ে পড়। কিন্তু উমাইয়া মক্কা থেকে বের হতে অনীহা প্রকাশ করলো। তখন আবূ জাহ্‌ল এসে বললো, হে আবূ সাফওয়ান! লোকে যখন দেখবে, তুমি এ উপত্যকার অন্যতম নেতা হয়েও যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকছ, তখন তারাও তোমার সাথে বাড়িতে থেকে যাবে। আবূ জাহ্‌ল তাকে নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। অবশেষে উমাইয়া বললো, তুমি যখন ছাড়লেই না, তখন আল্লাহ্‌র কসম, আমি মক্কার মধ্যে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ও তেজী একটি উট ক্রয় করবো।[১]

এরপর সে স্ত্রীকে বললো, হে উম্মে সাফওয়ান! আমার যুদ্ধে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। স্ত্রী বললো, হে আবূ সাফওয়ান! তোমার ইয়াছরিবী ভাই-এর কথা কি ভুলে গিয়েছ? সে বললো, না, ভুলি নাই। তবে আমি তাদের সাথে অল্প কিছু দূর পর্যন্ত যেতে চাই মাত্র। রওনা হয়ে যাওয়ার পর যে স্থানেই সে অবতরণ করেছে সেখানেই সে (সম্মুখে অগ্রসর না হওয়ার জন্যে) উট বেঁধে রেখেছে। সারাটা পথেই সে এরূপ করতে থাকলো। অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুমে বদর রণাঙ্গনে সে নিহত হয়।

বুখারী অন্যত্র এ ঘটনা আবূ ইসহাকের বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ইসরাঈল সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আছে যে, উমাইয়াকে তার স্ত্রী বলেছিল, আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুরায়শরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি সমাপন করলো এবং রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, তখন বনূ বকর ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন কিনানার সাথে তাদের বিরোধের কথা মনে পড়লো এবং তারা আশংকা করলো যে, আমরা রওনা দিলে তারা পিছন থেকে আমাদের উপর হামলা করতে পারে। কুরায়শ ও বনূ বকরের মধ্যে সুদীর্ঘ যুদ্ধের মূলে যে কারণ ছিল তা হলো, কুরায়শ পক্ষের বনূ আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রের সদস্য হাফ্‌স ইব্‌ন আখইয়াফের এক পুত্রের হত্যা। তাকে হত্যা করেছিল বনূ বকরের এক ব্যক্তি এবং হত্যা করেছিল তাদের সর্দার আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মাল্‌লূহ-এর ইঙ্গিতে। এরপর নিহতের ভাই মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌স-এর প্রতিশোধ স্বরূপ। আমিরকে হত্যা করে সে আমিরের পেটের মধ্যে তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। এরপর ঐ রাত্রেই বাড়িতে ফিরে আসে এবং কা'বাঘরের গিলাফের সাথে তরবারি ঝুলিয়ে রাখে। এ কারণে দু'-পক্ষের মধ্যে অবস্থার যে অবনতি ঘটে, তাতে কুরায়শদের মনে ঐ সময় বনূ বকরের প্রতি আশংকা জাগে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শরা যুদ্ধে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে বনূ বকরের সাথে তাদের বিরোধের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা ভাবতে থাকে। ঠিক ঐ মুহূর্তে ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক

১. ওয়াকিদী বলেছেন, উমাইয়া কুশায়র গোত্র থেকে তিনশ' দিরহাম দিয়ে একটি উট ক্রয় করে। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা এটা গনীমত স্বরূপ পায় এবং খুবায়ব ইব্‌ন আসাফের ভাগে তা পড়ে।

ইব্ন জুশাম মুদলাজির আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে হাযির হয়। সুরাকা ছিল বনূ কিনানার অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা। সে কুরায়শদের বললো, বনূ কিনানার লোকেরা যাতে পশ্চাৎ দিক থেকে তোমাদের উপর হামলা না করে আমি তার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে কুরায়শরা দ্রুত যুদ্ধে রওনা হয়ে গেল। কুরআনে আল্লাহ্ এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ .... وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থাৎ, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। আমি তোমাদের পাশেই থাকবো। এরপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন সে সরে পড়লো ও বললো, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইলো না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (৮ ঃ ৪৭-৪৮)। অভিশপ্ত শয়তান কুরায়শদের ধোঁকা দিয়ে যুদ্ধ অভিযানে রওনা করিয়ে দিল এবং সেও তাদের সাথী হলো। একে একে মনযিল অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। এই বাহিনীর অনেকেই বলেছে, সুরাকার সাথে দলবল ও ঝাণ্ডা ছিল। এ ভাবে শয়তান তাদেরকে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিল। পরে যখন সে যুদ্ধের তীব্রতা লক্ষ্য করলো এবং মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতাদের অবতরণ করতে দেখলো ও জিবরাঈলকে প্রত্যক্ষ করলো, তখন সে এই কথা বলে পেছনে ধাবিত হলো যে, আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি।" এ ধরনের কথা আল্লাহ্ অন্যত্রও বলেছেন। যথা ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

"এদের তুলনা শয়তান— যে মানুষকে বলে 'কুফরী কর'। এরপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।" (৫৯ ঃ ১৬)।

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

এবং বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই (১৭ ঃ ৮১)। তাই অভিশপ্ত ইবলীস ঐ দিন মুসলমানদের জন্যে সাহায্যকারী ফেরেশতাদের দেখতে পেয়ে পালিয়ে যায়। সে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রথম পলায়নকারী। অথচ সেই ছিল তাদের সাহস দানকারী তাদের সহযাত্রী। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, ওয়াদা দেয় ও উপকার করার কথা বলে। কিন্তু শয়তানের ওয়াদা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইউনুস (র) ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শরা ছোট-বড় মিলে মোট নয় শ' পঞ্চাশজন যোদ্ধা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের সাথে ছিল দু'শ' ঘোড়া[১] এবং কয়েকজন গায়িকা।[২] যারা দফ বাজিয়ে গান গাইত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা আবৃত্তি করতো। এই অভিযানে যে সব কুরায়শ এক এক দিন করে সকল সৈন্যের খাদ্য সরবরাহ করে, ইব্‌ন ইসহাক তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। উমাবী বলেন, মক্কা থেকে বের হওয়ার পর সর্বপ্রথম আবূ জাহ্‌ল (মিনায়) দশটি উট যবাহ্‌ করে। এরপর উসফান নামক স্থানে পৌঁছলে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ সৈন্যদের জন্যে নয়টি উট যবাহ্‌ করে। কুদায়দে পৌঁছলে সুহায়ল ইব্‌ন আমর তাদের জন্যে দশটি উট যবাহ্‌ করে। কুদায়দ থেকে তারা পথ পরিবর্তন করে লোহিত সাগরের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে তারা একদিন অবস্থান করে। এ সময় শায়বা ইব্‌ন রাবীআ নয়টি উট যবাহ্‌ করে সকলকে আপ্যায়িত করে। এরপর তারা জুহ্‌ফায় পৌঁছে। সেখানে উতবা ইব্‌ন রাবীআ দশটি উট যবাহ্‌ করে। এরপর তারা আবওয়া পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবীহ্‌ ও মুনাব্বিহ্‌ দশটি উট যবাহ্‌ করে। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবও যোদ্ধাদের দশটি উট যবাহ্‌ করে তাদেরকে আপ্যায়িত করেন। [তাছাড়া হারিছ ইব্‌ন নাওফিল দশটি উট যবাহ্‌ করে।] বদর কুয়োর সন্নিকটে আবুল বুখতারী দশটি উট যবাহ্‌ করে। এরপর থেকে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ খরচে পানাহার করে। উমাবী বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর হুযালী বলেছেন, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের কাছে ছিল ষাটটি ঘোড়া ও ছয়শ' বর্ম। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে ছিল দুটি ঘোড়া ও ষাটটি বর্ম।

এতক্ষণ যাবত কুরায়শ বাহিনীর মক্কা ত্যাগ ও বদর যুদ্ধে গমন সম্পর্কে আলোচনা করা হল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অভিযান সম্পর্কে ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রমাযান মাসের কয়েক দিন অতিবহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে অভিযানে বের হন। ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে তিনি লোকদের নামাযের ইমামতীর দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর রাওহা থেকে আবূ লুবাবাকে মদীনার শাসক নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান। মুসআব ইব্‌ন উমায়রের হাতে যুদ্ধের পতাকা অর্পণ করেন। এ পতাকা ছিল সাদা রঙের। রাসূলুল্লাহ্‌র সম্মুখে ছিল দু'টি কাল পতাকা। এর একটি ছিল আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের হাতে। এ পতাকার নাম ছিল উকাব (ঈগল)। আর অন্যটি ছিল জনৈক আনসার সাহাবীর হাতে। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আনসারদের পতাকা ছিল সাআদ ইব্‌ন মুআযের হাতে। কিন্তু উমাবী বলেছেন, আনসারদের পতাকা ছিল হুবাব ইব্‌ন মুনযিরের হাতে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর সেনা-দলের পশ্চাৎ ভাগের দায়িত্ব বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জারের কায়স ইব্‌ন আবূ সা'সাআকে প্রদান করেন। উমাবী বলেন, মুসলিম বাহিনীতে দু'টি মাত্র ঘোড়া ছিল। তার একটির আরোহী ছিলেন মুসআব ইব্‌ন উমায়র এবং অপরটিতে আরোহণ করেছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা)। সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুর (মায়মানা) নেতৃত্বে ছিলেন সাআদ ইব্‌ন খায়ছামা এবং বাম বাহুর (মায়সারা) নেতৃত্বে ছিলেন মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)।

---

১. ওয়াকিদীর মতে একশ' অশ্ব।

২ ওয়াকিদী বলেন, গায়িকারা হলো সারা— আমর ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন মুত্তালিবের দাসী; উয্‌যা— আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিবের দাসী; তৃতীয় জন উমাইয়া ইব্‌ন খালফের দাসী।

ইমাম আহমদ আবূ ইসহাক সূত্রে.... আলী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে মিকদাদ ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কোন অশ্বারোহী ছিল না। বায়হাকী ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। হযরত আলী তাঁকে বলেছেন, বদর যুদ্ধে আমাদের বহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল। এর একটি ছিল যুবায়রের এবং অপরটি ছিল মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের। উমাবী..... তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীতে দু'জন অশ্বারোহী ছিলেন। একজন হলেন যুবায়র ইব্ন আওয়াম। তিনি ছিলেন দক্ষিণ বাহুতে। আর অপরজন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ। তিনি ছিলেন বাম বাহুতে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিম বাহিনীতে সেদিন সত্তরটি উট ছিল, যাতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা), আলী ও মারছাদ ইব্ন আবুল মারছাদ পালাক্রমে একটি উটে আরোহণ করতেন। হামযা, যায়দ ইব্ন হারিছা, আবূ কাবশা ও আনাসা আর একটিতে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। শেষোক্ত তিন জন ছিলেন রাসূলের মুক্তদাস। এ হচ্ছে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা। কিন্তু ইমাম আহমদ.... ইব্ন মাসঊদ থেকে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন বদর যুদ্ধে আমরা প্রতি তিনজনে একটি করে উটে আরোহণ করি। আবূ লুবাবা ও আলী ছিলেন, রাসূলের সহযাত্রী। যখন রাসূলের ভাগের উট টানার পালা আসলো, তখন তারা উভয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পালা আমাদেরকে দিন— আমরা হেঁটে যাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা দু'জন আমার থেকে অধিক শক্তিশালী নও এবং সওয়াব ও পুরস্কার লাভের আগ্রহ তোমাদের চেয়ে আমার কম নয়। (ما انتما باقوى منى ولا انا باغنى عن الاجر منكما)

ইমাম নাসাঈ এ হাদীছ..... হাসান ইব্ন সালামা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লেখক বলেন, সম্ভবত আবূ লুবাবাকে রাওহা থেকে ফেরত পাঠান পর্যন্ত তিনি রাসূলের সহ-আরোহী ছিলেন। আবূ লুবাবা চলে যাওয়ার পর তাঁর সহ-আরোহী হন আলী এবং আবু লুবাবার পরিবর্তে মারছাদ। ইমাম আহমদ...... আইশা থেকে বর্ণনা করেন, বদর অভিযানে আজরাসে পৌঁছে রাসূল (সা) উটের কাঁধের কিছু অংশ চিরে দিতে বলেন। বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীছটি বর্ণিত । নাসাঈ..... কাতাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাফিয মিযযী সাঈদ ইব্ন বিশর ও হিশাম ..... আবূ হুরায়রা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাআব ইব্ন মালিককে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে তাবূক অভিযান ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধ থেকে আমি পিছিয়ে থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধেও আমি অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের কাউকেই আল্লাহ্ তিরস্কার করেননি। কারণ, প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শ কাফিলাকে ধরার উদ্দেশ্যেই কেবল বের হয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর মুকাবিলায় এনে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে মক্কার পথে উঠে মদীনার বাইরের গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং পর্যায়ক্রমে আকীক, যুল-হুলায়ফা, উলাতুল জায়শ, তুরবান, মালাল, গামীসুল-হুমাম, সাখীরাতুল-ইয়ামামা, সায়ালা হয়ে ফাজ্জুর রাওহাতে

পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি শানুকার সমতল পথ ধরে চলতে লাগলেন। তিনি যখন আরকুয যাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন এক বেদুঈনের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। মুসলিম সৈন্যরা তার নিকট কুরায়শদের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করে। কিন্তু তার থেকে তারা কোনই তথ্য জানতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করার জন্যে তারা বেদুঈনকে পরামর্শ দেয়। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মাঝে কি আল্লাহ্র রাসূল (সা) উপস্থিত আছেন? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ আছেন। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করে বললো, আপনি যদি রাসূল হয়ে থাকেন, তা হলে বলুন দেখি, আমার এই উটনীটির গর্ভে কী আছে? তখন সালামা ইব্ন সুলামা ইব্ন ওয়াক্কাশ তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্র নিকট এই কথা জিজ্ঞেস করো না। আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে বলে দেবো। তুমি এই উটনীর সাথে সংগম করেছ এবং তার ফলে এর গর্ভে এখন তোমার ঔরসের একটি উটের বাচ্চা আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালামাকে বললেন, চুপ থাক, এ লোকটিকে তুমি অশ্লীল কথা বলেছো। এই বলে তিনি সালামা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাওহার সাজাজ নামক কূপের কাছে গিয়ে অবতরণ করেন। এখানে কিছু সময় কাটাবার পর আবার যাত্রা শুরু করেন। একটা মোড়ের নিকট পৌঁছে মক্কার পথ বামে রেখে ডান দিকে নাযিয়ার উপর দিয়ে বদর অভিমুখে তাঁরা চলতে থাকেন। মক্কার নিকটবর্তী এসে রাহ্কান নামক একটি উপত্যকা তিনি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেন। এই উপত্যকাটি নাযিয়া ও সাফরা গিরিপথের মাঝখানে অবস্থিত। এরপর তিনি আরও একটি সংকটময় গিরিপথ অতিক্রম করে সাফরায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব ও অন্যদের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে বাস্বাস্ ইব্ন আমর জুহানী (বনূ সাইদার মিত্র) ও আদী ইব্ন আবুয-যাগবা (বনু নাজ্জারের মিত্র)-কে বদর এলাকায় পাঠান। কিন্তু মূসা ইব্ন উকবা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে যাত্রা করার পূর্বেই এ দু'জনকে পাঠিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসে জানালেন যে, কুরায়শরা তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। মূসা ইব্ন উক্বা এবং ইব্ন ইসহাক উভয়ের বর্ণনা যদি সঠিক হয় তবে ধরে নিতে হবে সে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে দু'বার পেরণ করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ঐ দু'জনকে পাঠিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওনা হন। দু'টি পর্বতের মাঝখানে অবস্থিত সাফ্রা নামক জনপদে উপনীত হয়ে তিনি ঐ দু'টি পাহাড়ের নাম জানতে চান। তাকে জানান হলো যে, একটির নাম মুসলিহ এবং অপরটির নাম মুখরী। এরপর তিনি পাহাড় দু'টির অধিবাসীদের পরিচয় জান্তে চান। তাঁকে জানান হলো, এরা হচ্ছে গিফার গোত্রের দু'টি শাখা— বনূ নার ও বনূ হারাক। এ নাম দু'টি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং নাম দু'টিকে অশুভ মনে করে তার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করা শুভ মনে করলেন না। তাই তিনি ঐ দু'টি পাহাড় ও সাফরা জনপদ বামে রেখে ডান দিকে যাফ্রান নামক উপত্যকা আড়াআড়িভাবে পাড়ি দিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেলেন যে, কুরায়শরা তাদের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার্থে প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তিনি তাঁর সাথিগণকে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং এখন কী করা উচিত সে সম্পর্কে তাঁদের থেকে পরামর্শ আহ্বান করেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উঠে চমৎকার ভাবে নিজের মতামত

ব্যক্ত করেন। এরপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপর মিক্দাদ ইব্ন আমর দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে যা করতে নির্দেশ দেন আপনি তাই করুন, আমরা আপনার সংগে আছি। আল্লাহ্র কসম, আমরা আপনাকে সে কথা বলবো না, যে কথা বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল ঃ আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করুন গে, আমরা এখানে বসে থাকলাম। কিন্তু আমরা বলছি ঃ আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধে যান, আমরাও আপনাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবো। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সুদূর বারকুল গিমাদেও যেতে চান, তবে আমরা আপনার সংগী হয়ে সেখান পর্যন্ত পৌঁছবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিকদাদের প্রশংসা করলেন এবং তার মংগলের জন্যে দু'আ করলেন।

এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের কাছ থেকে পুনরায় পরামর্শ আহ্বান করলেন। তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন যে, আনসারদের মধ্য হতে কেউ কিছু বলুক। এর কারণ হলো, আনসারদের বড় একটা সংখ্যা সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু আকাবা গিরিগুহায় যখন তাঁরা রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের আবাসভূমিতে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো না। যখন আপনি আমাদের মাঝে চলে আসবেন, তখন থেকে আপনি আমাদের দায়িত্বে থাকবেন। আমরা আপনাকে বিপদ-আপদ ও শত্রু থেকে সেইরূপ রক্ষা করবো যেমনটি আমাদের সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজনকে করে থাকি। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশংকা করছিলেন যে, আনসারগণ এ কথা ভাবতে পারেন যে, মদীনায় তিনি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তখনই তাঁদের উপর তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু তিনি মদীনার বাইরে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে সেই অভিযানে শরীক হওয়া তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পরামর্শ চান, তখন সাআদ ইব্ন মুআয উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি সম্ভবত আমাদের (আনসারদের) দিকে ইঙ্গিত করছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাআদ বললেন, "আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার দাওয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। আপনি যে বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার উপর সাক্ষ্য দিয়েছি এবং এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আপনার নিকট অংগীকার করেছি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি যে, আপনার কথা শনুবো ও আপনার আনুগত্য করবো। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যা সংকল্প করেছেন তাই করুন! আমরা আপনার সংগে আছি। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে যান এবং তাতে ঝাঁপ দেন, তবে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একটি লোকও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না। আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে আগামীকাল শত্রুর মুকাবিলা করতে চান, তবে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। যুদ্ধে আমরা ধৈর্যশীল এবং শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকবো। হতে পারে আল্লাহ্ আমাদের দ্বারা এমন বীরত্ব দেখাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়াবে। সুতরাং আল্লাহ্র উপরা ভরসা করে আপনি সামনে অগ্রসর হোন।" সাআদ-এর এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং উৎসাহিত বোধ করলেন। এরপর সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা সম্মুখে অগ্রসর

হও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দু'দলের একদল আমাদের করায়ত্ত হবে।" আল্লাহ্র কসম, শত্রুদের মধ্যে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবে, তাদের সেই স্থানগুলো যেন আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি।

ইব্ন ইসহাকের এই বর্ণনার সমর্থনে আরও অনেকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে ইমাম বুখারী আবূ নুআয়মের সূত্রে.... ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের দ্বারা এমন একটি দৃশ্য সংঘটিত হতে দেখেছি, তা যদি আমার দ্বারা সংঘটিত হত, তবে দুনিয়ার সকল সম্পদের চাইতে ওটাই আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আহ্বান করেন, তখন মিকদাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমরা আপনাকে সে রকম কথা বলবো না, যে রকম মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় মূসা (আ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল তুমি ও তোমার প্রতিপালক যেয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকলাম। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করবো। ইব্ন মাসঊদ বলেন, আমি দেখলাম, মিকদাদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ্র চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন।

বুখারী তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে এককভাবে কয়েক স্থানে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যা মুসলিমে নেই। ইমাম নাসাঈও এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় এই কথাটা বাড়তি আছে যে, বদর যুদ্ধে মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ ঘোড়ায় চড়ে আসেন এবং অনুরূপ ভাষণ দেন। ইমাম আহমদ উবায়দা.... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর প্রান্তরে যাওয়া সম্পর্কে সাথী-সংগীদের থেকে পরামর্শ আহ্বান করেন। আবূ বকর (রা) তাঁর পরামর্শ ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় পরামর্শ আহ্বান করেন। উমর (রা) উঠে তাঁর পরামর্শ ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের নিকট আবারও পরামর্শ চান। তখন একজন আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আনসার ভাইয়েরা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাদের মতামত বিশেষ করে জানতে চাচ্ছেন। তখন জনৈক আনসার সাহাবী উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে সেরূপ কথা বলবো না যেরূপ বলেছিল বনী ইসরাঈল তাদের নবী মূসা (আ)-কে। তারা বলেছিল, তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকলাম। কিন্তু আমরা ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে দুর্গম বারকুল গিমাদে যেতে চান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে থাকবো। এ হাদীছটি ছুলাছী বা তিনজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত এবং সহীহ্র শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ আফ্ফান সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের নিকট থেকে পরামর্শ তখনই আহ্বান করেন যখন আবূ সুফিয়ানের আগমনের সংবাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছে। তখন আবূ বকর (রা) পরামর্শ দিলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর উমর (রা) আলোচনা করলেন। কিন্তু এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার সাআদ ইব্ন উবাদা (আনসারী) উঠে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের (আনসারদের)-ই মতামত জানতে চাচ্ছেন। সেই আল্লাহ্র কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, তবে

আমরা অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো। যদি আমাদেরকে বারকুল গিমাদের দিকে সওয়ারী হাঁকাতে আদেশ দেন, তবে আমরা নির্দ্বিধায় তাই করবো। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। মুসলিম সেনারা তখন যাত্রা করে বদর প্রান্তরে উপনীত হয়।

মুসলিম বাহিনী যেখানে অবতরণ করেছিল সেখানে কুরায়শদের কয়েকটি উট এসে হাযির হয়। এই উট পালের মধ্যে বনু হাজ্জাজের এক কৃষ্ণকায় গোলামও ছিল। মুসলমানরা তাকে ধরে এনে আবূ সুফিয়ান ও তার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। সে বারবার বলছিল যে, আবূ সুফিয়ানের কোন সংবাদ আমি জানি না। তবে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উতবা ইব্ন রাবীআ এবং উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ এই কাছেই আছে। গোলামটি এই কথা বললে মুসলমানরা তাকে প্রহার করলেন। মার খেয়ে সে বললো, হ্যাঁ, আবূ সুফিয়ানের সংবাদ বলছি সে নিকটেই আছে। এরপর তাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বললো, আবূ সুফিয়ানের কোন সংবাদ আমার জানা নেই, তবে আবূ জাহ্ল, উতবা, শায়বা ও উমাইয়া কাছেই অবস্থান করছে। সে যখন দ্বিতীয়বার এই কথা বললো, তখন সাহাবীগণ তাকে আবার প্রহার করা শুরু করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করছিলেন। তা লক্ষ্য করে তিনি সালাত শেষ করে বললেন, যে আল্লাহ্র হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, সে যখন সত্য কথা বলছিল তোমরা তখন তাকে প্রহার করছিলে। আর যখন সে মিথ্যা বল্লো, তখন ছেড়ে দিলে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাটির উপর হাত রেখে চিহ্নিত করে দেখাচ্ছিলেন যে, কাফিরদের মধ্যে এখানে অমুক এখানে অমুক নিহত হবে। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিহ্নিত স্থানগুলো তাদের মধ্যে কেউই অতিক্রম করেনি। (যার জন্যে যেই স্থান চিহ্নিত করেছিলেন, সে সেই স্থানেই নিহত হয়েছে।)

ইমাম মুসলিম আবূ বকর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবূ হাতিম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং ইব্ন মারদাবিয়াহ তাঁর হাদীছ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন লুহায়য়া সূত্রে.... আবূ আইয়ূব আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা মদীনায় অবস্থান করছিলাম। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি, আবূ সুফিয়ান তাঁর বাণিজ্য কাফেলাসহ মক্কা অভিমুখে রওনা হয়েছে, এখন তোমরা কি ভাল মনে কর না যে, আমরা ঐ বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা করি? হয়তো আল্লাহ্ এই কাফেলাকে আমাদেরকে গনীমত হিসেবে দান করবেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ, আমরা তা চাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন, আমরাও বের হলাম। এক দিন বা দুই দিন পথ চলার পর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা যে মদীনা থেকে বেরিয়ে এসেছ এ সংবাদ কুরায়শরা জেনে গেছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়ে তোমাদের মত কি? আমরা বললাম, এ ব্যাপারে আমাদের মত নেতিবাচক। আল্লাহ্র কসম, ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সামর্থ আমাদের নেই। আমরা তো বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি পুনরায় বললেন, কুরায়শ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী? আমরা আগের মতই উত্তর দিলাম। এ সময় মিক্দাদ ইব্ন আমর উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে সে কথা বলবো না

যেমনটি মূসা (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল— আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে অবস্থান করি। রাবী বলেন, আমরা আনসাররা আফসোস করলাম যে, মিকদাদের মত আমরাও যদি বলতে পারতাম, তা হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া অপেক্ষা নিজেকে বেশী ধন্য মনে করতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ নিম্নের আয়াতটি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেন ঃ

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ.

"যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে যথার্থভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করেনি।" এরপর তিনি পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেন। ইব্ন মারদাবিয়াহ মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস আল-লায়ছী সূত্রে তাঁর পিতা ও দাদার বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের দিকে যাত্রা করে রাওহা নামক স্থানে পৌছে সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ তোমরা কী মনে কর? আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! শুনেছি তাদের সৈন্য ও অস্ত্র অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মতামত কি? এবার উমর (রা) উঠে আবূ বকর (রা)-এর অনুরূপ মত ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পরামর্শ কী? এবার সাআদ ইব্ন মুআয (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সম্ভবত আমাদের আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছেন, আমরা এ পথে কিছুতেই আসতাম না, এ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আপনি যদি সফর করতে করতে ইয়ামানের বারকুল গিমাদ পর্যন্ত যান, তবে আমরাও অবশ্যই আপনার সফর-সংগী হবো। আমরা তাদের মত হবো না যারা মূসা (আ)-কে বলেছিল, তুমি ও তোমার রব যাও ও যুদ্ধ কর। আমরা এখানে থাকলাম। বরং আমরা বলছি, আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা আপনাদের সাথে আছি।

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا .... اَنَّ مَعَكُمْ مُتَّبِعُوْنَ-

আপনি হয়তো এক উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্ অন্য পরিস্থিতির সম্মুখীন করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ যে পরিস্থিতি এনে দিয়েছেন সেটিকে গ্রহণ করুন, সেই দিকে অগ্রসর হোন। আপনি যাকে চান তাকে সংযুক্ত রাখুন। যাকে চান বিযুক্ত করে দিন! আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছা শত্রুতা করুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা মিত্রতা করুন এবং আমাদের সম্পদ থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা তা গ্রহণ করুন!" সাআদের বক্তব্যের পর কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে যথার্থভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করেনি।" উমাবী তার মাগাযী গ্রন্থে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং এই কথাটা অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, আপনি আমাদের সম্পদ থেকে যেটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করুন, যেটুকু ইচ্ছা আমাদের জন্যে রেখে দিন! তবে যে অংশ গ্রহণ করবেন তা রেখে দেয়া অংশ থেকে

আমাদের নিকট অধিকতর পসন্দনীয় হবে। আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, সে বিষয়ে আমাদের হুকুম করুন, আমরা আপনার হুকুম মত চলবো। আল্লাহ্র কসম, আপনি যদি অগ্রসর হতে হতে বারকুল গিমাদ পর্যন্ত চলে যান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে থাকবো।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাফিরান থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং আসাফির পাহাড়ের উঁচু পথ বেয়ে অগ্রসর হন। এরপর বিরাট পাহাড়ের মত উঁচু হান্নান নামক এক বালুর বিরাট ঢিবি ডানে রেখে পাহাড়ী পথ থেকে নেমে দিয়্যা (বা দাব্বা) নামক এক জনপদে পৌঁছেন। সেখান থেকে বদরের কাছাকাছি এক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এরপর তিনি জনৈক সাহাবীকে নিয়ে ইব্ন হিশামের মতে আবূ বকর (রা)-কে নিয়ে উটে চড়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বাইরে যান। কিছু দূর অগ্রসর হলে এক বৃদ্ধ বেদুঈনের সাথে তাঁর দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃদ্ধের নিকট জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কুরায়শ বাহিনী এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের অভিযান সম্পর্কে কোন সংবাদ জান কি? বৃদ্ধটি বললো, তোমাদের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত আমি কোন সংবাদ জানাবো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি আগে সংবাদ জানালে আমাদের পরিচয়ও দেবো। বৃদ্ধ বললো, তা হলে কি সংবাদের বিনিময়ে পরিচয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বৃদ্ধ বললো, আমি শুনেছি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবীরা অমুক দিন রওনা হয়েছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আজ তারা অমুক জায়গায় থাকবেন। বৃদ্ধটি ঐ জায়গার নাম উল্লেখ করেন যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ্র বাহিনী অবস্থান করছিল। বৃদ্ধটি বললো, আমি আরও শুনেছি যে, কুরায়শরা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছেন। আমার এ প্রাপ্ত সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে আজ তারা অমুক স্থানে আছে। বৃদ্ধটি ঐ স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে স্থানটিতে তখন কুরায়শরা অবস্থান করছিল। বৃদ্ধ তার কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করলো। এবার বলুন, আপনারা দু'জন কোন্ গোত্র থেকে এসেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা পানি থেকে এসেছি। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। বৃদ্ধটি মনে মনে ভাবতে লাগলো কোন্ পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে নয়তো? ইব্ন হিশাম লিখেছেন, এই বৃদ্ধের নাম সুফিয়ান যিমারী।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণের নিকট ফিরে যান। সন্ধ্যার পর তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্ন আওআম এবং সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে একদল সাহাবীসহ খবর সংগ্রহের জন্যে বদর কূপের দিকে পাঠিয়ে দেন। ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে এ কথা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে কুরায়শদের পানি সরবরাহকারী একটি উটের পাল দেখতে পান। ঐ পালের মধ্যে বনূ হাজ্জাজের গোলাম আসলাম ও বনূ আস ইব্ন সাআদ-এর গোলাম আরীয আবূ ইয়াসারও ছিল। তাঁরা লোক দু'জনকে শিবিরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সালাতে রত ছিলেন। সাহাবীগণের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে তারা বললো, আমরা কুরায়শদের পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। এখান থেকে পানি নেয়ার জন্যে তারা

আমাদেরকে পাঠিয়েছে। সাহাবীগণ তাদের এ পরিচয়ে সন্তুষ্ট হলেন না। তাদের ধারণা ছিল যে, এরা আবূ সুফিয়ানের লোক হবে। তাই তারা তাদেরকে প্রহার করতে শুরু করলেন। তখন তারা বললো, আমরা আবূ সুফিয়ানের লোক। এ কথা বলার পর মুসলমানরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকূ-সাজদা করে ও সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ এরা যখন সত্য কথা বলছিল তোমরা তখন তাদেরকে প্রহার করছিলে। আর যখন তারা মিথ্যা কথা বললো, তখন তাদেরকে ছেড়ে দিলে। আল্লাহ্র কসম, ওরা কুরায়শদেরই লোক।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ দু'জনকে বললেন, কুরায়শদের অবস্থান সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। তারা বললো, আল্লাহ্র কসম, ঐ যে দূর প্রান্তে মাটির ঢিবি দেখা যায়, ওটার আড়ালেই কুরায়শদের অবস্থান। আর ঐ ঢিবির নাম হচ্ছে আজানকাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সংখ্যা কত হবে? তারা বললো, অনেক তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওদের সমরপ্রস্তুতি কেমন? তারা বললো, জানি না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা দৈনিক কতটি উট যবাহ্ করে? তারা বললো, কোন দিন নয়টি কোন দিন দশটি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাদের সংখ্যা নয়শ' থেকে হাযারের মধ্যে। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, কুরায়শ নেতাদের মধ্যে কে কে রয়েছে? তারা জানাল, উতবা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, আবুল বুখতারী ইব্ন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিশাম, নাওফিল ইব্ন খুওয়ায়লিদ, হারিছ ইব্ন আমির ইব্ন নাওফিল, তুআয়মা ইব্ন আদী ইব্ন নাওফিল, নযর ইব্ন হারিছ, যামআ ইব্ন আসওয়াদ, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ, হাজ্জাজের দুই পুত্র নাববীহ ও মুনাব্বিহ, সুহায়ল ইব্ন আমর এবং আমর ইব্ন আবদূদ। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলো তোমাদের দিকে উগ্লে দিয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বাস্বাস্ ইব্ন আমর ও আদী ইব্ন আবুয যাগ্বা ইতোপূর্বে টহল দিতে দিতে বদর পর্যন্ত চলে আসে। সেখানে তারা একটি পানির কূপের কাছে অবস্থিত টিলার নিকটে উট থামিয়ে নীচে অবতরণ করে এবং একটি মশকে পানি ভর্তি করে নেয়। ঐ পানির কাছেই ছিল মাজদী ইব্ন আমর জুহানী।

আদী ও বাস্বাস্ সেখানে দু'জন স্থানীয় দিন-মজুর মহিলার পারস্পরিক কথোপকথন শুনতে পায়। তাদের মধ্যে একজন অন্যজনের নিকট ঋণী ছিল। ঋণ গ্রহীতা মহিলা ঋণদাত্রী মহিলাকে বললো, আজ বা কালকের মধ্যেই কাফেলা এখানে চলে আসবে। তাদের কাজ করে দিয়ে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করবো। মাজদী বললো, তুমি ঠিক বলেছো। তারপরে সে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে দিল। এ কথা শুনেই আদী ও বাস্বাস্ উটের উপর চড়ে দ্রুত প্রস্থান করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে যা তারা শুনেছিল তা জানিয়ে দিল। এ দিকে আবূ সুফিয়ান সতর্কতা স্বরূপ কাফেলাকে পশ্চাতে রেখে নিজে আগে আগে আসতে থাকে। বদরের পানির কাছে এসে মাজদীকে জিজ্ঞেস করলো, কারও আনাগোনা লক্ষ্য করেছ কি? সে বললো, সন্দেহজনক কাউকে দেখিনি। তবে দু'জন আরোহীকে দেখলাম, এই টিলার কাছে উট থামিয়ে

মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে গেল। এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান বাস্‌বাস্ ও আদীর উট বসাবার স্থানে গেল। তাদের উটের কিছু গোবর হাতে নিল। গোবর ভেঙ্গে দেখলো ভিতরে কতগুলো খেজুরের আঁটি আছে। তখন সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম, এটা তো ইয়াছরিবের পশুর গোবর। এ কথা বলেই আবূ সুফিয়ান দ্রুত কাফেলার কাছে ছুটে গেল এবং পথ পরিবর্তন করে বদর প্রান্তর বাঁয়ে রেখে কাফেলাকে নিয়ে সাগর তীরের পথ ধরে দ্রুত চলে গেল। এদিকে কুরায়শ বাহিনী অগ্রসর হয়ে জুহ্‌ফায় এসে যাত্রা বিরতি করলো। এখানে অবস্থানকালে জুহায়ম ইব্‌ন সাল্‌ত ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দে মানাফ এক স্বপ্ন দেখে। সবাইকে লক্ষ্য করে সে বললো, আমি আধা-নিদ্রা আধা-জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে দেখি। একজন অশ্বারোহী লোক এসে থামলো। তার সাথে একটা উটও আছে। এরপর সে বললো, উতবা ইব্‌ন রাবীআ, শায়বা ইব্‌ন রাবীআ, আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ এবং অমুক অমুক নিহত। এভাবে সে বদর যুদ্ধে যে সব কুরায়শ নেতা নিহত হয়, তাদের সকলের নাম একে একে উল্লেখ করল। এরপর দেখলাম, সে তার উটের ঘাড়ে তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করে উটটিকে রক্তাক্ত করে দিল। তারপরে সে উটটিকে আমাদের সৈন্য শিবিরের দিকে হাঁকিয়ে দিল। এতে এমন কোন তাঁবু বাকি থাকেনি যা ঐ উটের রক্তে রঞ্জিত হয়নি। আবূ জাহ্‌ল এ কথা শুনে বললো, এতো দেখছি বনু মুত্তালিব গোত্রের আর এক নবী। আগামী কাল যদি যুদ্ধ হয়, তখনই সে দেখতে পাবে নিহত কারা হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবূ সুফিয়ান যখন নিশ্চিত হল যে, সে তার কাফেলাকে বাঁচিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, তখন সে কুরায়শ বাহিনীর নিকট বলে পাঠাল যে, তোমরা বেরিয়েছিলে তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা, লোকজন ও পণ্যদ্রব্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সেগুলো রক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা ফিরে যাও! কিন্তু আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা বদর পর্যন্ত না গিয়ে ফিরছি না। আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করবো। উট যবাহ্ করে খাওয়াবো। মদ পান করবো। গায়িকারা আমাদেরকে গান গেয়ে শুনাবে। গোটা আরবে আমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের অভিযান ও সমাবেশের কথা জানতে পারবে। চিরদিন তাদের মনে আমাদের ভীতি বদ্ধমূল হয়ে যাবে। অতএব তোমরা এগিয়ে চলো। উল্লেখ্য, বদর ছিল আরবের একটি অন্যতম মেলার স্থান। প্রতিবছর মেলা উপলক্ষে এখানে বিরাট বাজার বসতো। আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহব ছাকাফী ছিলেন বনূ যুহরার মিত্র। জুহফায় অবস্থানকালে তিনি বলেন, হে বনূ যুহরার লোকজন! আল্লাহ্ তোমাদের মালামাল রক্ষা করেছেন এবং তোমাদের বন্ধু মাখরামা ইব্‌ন নাওফিলকে সঙ্কটমুক্ত করেছেন। তোমরা তো মাখরামা ও তার সম্পদ রক্ষার্থে বের হয়েছিলে। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও, আর কেউ কাপুরুষতার অপবাদ দিলে তা আমার উপর ছেড়ে দিও। যেখানে তোমাদের কোন ক্ষতিই হচ্ছে না, সেখানে যুদ্ধে গমন করার কোনই প্রয়োজন নেই। এই লোক (আবূ জাহ্‌ল) যা বলে তা তোমরা শুনবে না। এ কথা শুনার পর তারা সবাই ফিরে যায় এবং বনূ যুহরার একজন লোকও যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না। তারা আখনাসের কথা মেনে

নিল। আখনাস ছিল তাদের সকলের বরেণ্য ব্যক্তি। কুরায়শ গোত্রের যতগুলি শাখা ছিল প্রত্যেক শাখা থেকেই কিছু না কিছু লোক এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে. কিন্তু বনূ আদী শাখার কোন লোকই এতে অংশ নেয়নি। আর বনূ যুহরার লোকজন বের হলেও মাখরামার নেতৃত্বে পথ থেকে ফিরে আসে। সুতরাং বদর যুদ্ধে এ দু' গোত্রের কেউই যোগদান করেনি।[১] কুরায়শদের এ অভিযানে তালিব ইব্ন আবূ তালিবও অংশগ্রহণ করে।[২] পথে তালিব ও জনৈক কুরায়শের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। তখন কুরায়শ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা তালিবকে বললো, ওহে বনূ হাশিম, আমরা তোমাদের সম্যক চিনি। যদিও বাহ্যিকভাবে আমাদের সাথে বের হয়েছ। কিন্তু তোমাদের অন্তর রয়েছে মুহাম্মদের সাথে বাঁধা। এ কথা শুনার পর অন্যদের সাথে তালিবও মক্কায় ফিরে যান। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

এখানে আরবী কবিতা দিতে হবে

"হে আল্লাহ্! তালিব যদি এমন এক বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করে, যারা মূলত তালিবের বিরোধী ও শত্রু। যে বাহিনীতে আছে কয়েকশ' অশ্ব। সে বাহিনী যেন লুণ্ঠিত হয়–লুণ্ঠনকারী না হয়। সে বাহিনী যেন বিজিত হয়— বিজয়ী না হয়।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, কুরায়শ বাহিনী উপত্যকার দূর-প্রান্তে আকানকাল টিলার অপর পাশে গিয়ে শিবির স্থাপন করে। বদর ও আকানকালের মধ্যবর্তী মরুময় উপত্যকাটি ছিল অসমতল–যার পশ্চাতে ছিল কুরায়শরা। উপত্যকার নাম 'বাত্নে ইয়ালীল'। বদরের কূপের অবস্থান ছিল নিকট প্রান্তে। অর্থাৎ বাতনে ইয়ালীল থেকে মদীনার দিকে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ

"স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর-প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে।" অর্থাৎ লোহিত সাগরের উপকূলে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً.

যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটতো; কিন্তু বস্তুত যা ঘটবারই ছিল। আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করবার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন। (৮ ঃ ৪২)। এ সময় আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। উপত্যকার মাটি ছিল নরম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের অবস্থান স্থলের বালু বৃষ্টির পানিতে জমাট হয়ে যায়। ফলে তাঁদের চলাফিরায় কোন অসুবিধা হয়নি। পক্ষান্তরে কুরায়শদের ওখানে বৃষ্টির পানিতে মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের চলাফিরায় দারুণ বিঘ্ন ঘটে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ.

"এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন। তা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্যে" (৮ ঃ ১১)। এখানে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদের ভিতর ও বাইর পবিত্র করেছেন তাদের অবস্থানকে মযবূত করেছেন। তাদের অন্তরে সাহস যুগিয়েছেন এবং শয়তানের প্রতারণা, ভয়-ভীতি ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত রেখেছেন। ভিতর-বাইর সুদৃঢ় করার তাৎপর্য এটাই। এছাড়া তাদেরকে উপর থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সাথে আছি সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ, যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, সুতরাং আঘাত কর তাদের স্কন্ধে (অর্থাৎ মাথায়) ও আঘাত কর তাদের সর্বাঙ্গে।" যাতে করে তারা হাতিয়ার উত্তোলনে সক্ষম না হয় (৮ ঃ ১২)। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ.

"এর হেতু এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। সুতরাং এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফিরদের জন্যে অগ্নিশাস্তি রয়েছে" (৮ ঃ ১৩-১৪)।

ইবন জারীর বলেন, আমার নিকট হারূন ইব্ন ইসহাক..... আলী ইব্ন আবূ তালিব থেকে বর্ণনা করেন ঃ যে দিন সকাল বেলা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সে রাত্রে স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে আমরা বৃক্ষের নীচে ও চালের তলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করছিলেন এবং যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। ইমাম আহমদ

১. জুহ্ফা ঃ মক্কা থেকে চার মারহালা দূরে মদীনার পথে একটি বড় গ্রামের নাম (মু'জামুল বুলদান ৩/৬২)

২. ওয়াকিদীর মতে এদের সংখ্যা ছিল একশ'। সঠিক মতে একশ'র কম। বনূ আদী মাররাজ-জাহরান থেকে ফিরে আসে কিংবা পথ থেকে।

৩. তাবারী ইব্ন কালবী থেকে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা তালিবকে তাদের সাথে আসতে বাধ্য করেছিল। ইব্ন আছীর বলেন, বন্দী, নিহত বা ফিরে আসা কোন দলের মধ্যেই তালিবের নাম পাওয়া যায় না।

বলেন, আমাদের নিকট আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী.... আলী থেকে বর্ণনা করেন ঃ বদর যুদ্ধে আমাদের বাহিনীতে মিকদাদ ব্যতীত আর কোন অশ্বারোহী ছিল না। আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বৃক্ষের নীচে রাতভর সালাত আদায় ও কান্নাকাটি করতে থাকেন। এ ভাবে করতে করতে ভোর হয়ে যায়। সামনে এ হাদীছ বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। ইমাম নাসাঈ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেন ঃ বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মুসলিম শিবির এলাকায় ধুলা-বালি উড়া বন্ধ হয়, বালুমাটি জমে যায়, মুসলমানদের মনে শান্তি নেমে আসে এবং তাদের পা সুদৃঢ় হয়।

বদরের পূর্বরাত ছিল হিজরী ২য় বর্ষের রমাযান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবারের রাত। রাসূলুল্লাহ (সা) বদরে একটি বৃক্ষের কাছে ঐ রাত্রটি সালাতরত অবস্থায় কাটান। সিজদাবনত হয়ে তিনি বারবার এই দু'আটি পড়তে থাকেন ঃ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী।)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের বাহিনীকে অগ্রসর করে বদরের কূপের কাছে নিয়ে যান। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ সালামার অনেক লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তারা বলেছে, ঐ সময় হুবাব ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন জামূহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যেই স্থানে আপনি অবস্থান নিয়েছেন এটা কি আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এর থেকে সামান্য আগে বা পিছনে আমরা যেতে পারব না? না এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত এবং রণ-কৌশল হিসেবে এ জায়গাকে আপনি বেছে নিয়েছেন? তিনি বললেন, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। রণ-কৌশল হিসেবে এ স্থানকে বেছে নেয়া হয়েছে; এটা আমার ব্যক্তিগত মত। হুবাব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ স্থানটা যুদ্ধের জন্যে খুব সুবিধাজনক নয়। আপনি লোকজন নিয়ে শত্রুদের কাছাকাছি পানির কুয়ার নিকট চলুন, সেখানে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। এরপর আশে-পাশের সব কূপ আমরা নষ্ট করে দেবো। আমাদের অবস্থানের জায়গায় একটা জলাধার তৈরি করে তাতে পানি ভর্তি করে রাখবো। যুদ্ধের সময় আমরা পানি পান করবো কিন্তু ওরা পানি পান করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি একটা ভাল পরামর্শ দিয়েছ। উমাবী ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে সমবেত করছিলেন। জিবরীল তাঁর ডান পাশে ছিলেন। এমন সময় একজন ফেরেশতা এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনিই সালাম, তাঁর থেকে সালাম আসে, তাঁর কাছে সালাম প্রত্যাবর্তন করে।

(وهو السلام ومنه السلام واليه السلام)

ফেরেশতা বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে জানাচ্ছেন যে, হুবাব ইব্‌ন মুনযির যে পরামর্শ দিয়েছে তা সঠিক, আপনি সেই মত কাজ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরীলকে বললেন আপনি এই ফেরেশতাকে চিনেন? জিবরীল বললেন ঃ আসমানের সকল অধিবাসীকে আমি চিনি না। তবে ইনি ফেরেশতা, শয়তান নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথীদের নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন এবং শত্রুদের নিকটবর্তী কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে আশপাশের সকল কূপ নষ্ট করে দেয়া হয় এবং যে কূপের কাছে তাঁরা অবতরণ করছিলেন তার পাশে একটা

জলাধার তৈরি করে তাতে পানি ভর্তি করে রেখে পানি উঠাবার পাত্র রেখে দেয়া হয়। কোন কোন লেখক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হুবাব ইব্ন মুনযির যখন রাসূলুল্লাহ্কে পরামর্শ দেন, তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা আসেন। তখন জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্র পাশে ছিলেন। ফেরেশতা বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং হুবাব ইব্ন মুনযিরের পরামর্শ গ্রহণ করতে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরীলের দিকে তাকালেন। জিবরীল বললেন, আমি সকল ফেরেশতাকে চিনি না। তবে ইনি ফেরেশতা— শয়তান না। উমাবী বলেন, মুসলমানরা যাত্রা করে মধ্যরাতের সময় মুশরিকদের নিকটবর্তী কূপের কাছে অবতরণ করে। এরপর ঐ কূপের পানি দ্বারা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটান। তারপর জলাধার তৈরি করে তাতে পানি ভর্তি করে রাখলেন। ফলে মুশরিকদের জন্যে আর পানি অবশিষ্ট থাকলো না।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সাআদ ইব্ন মুআয ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি অনুমতি দিন, আমরা আপনার জন্যে উঁচু স্থানে একটা ছাউনি স্থাপন করি। আপনি সেখানে থাকবেন। তার কাছেই আপনার সওয়ারী ঠিক করে রাখবো। তারপরে শত্রুর মুকাবিলায় আমরা যুদ্ধ করবো। যুদ্ধে যদি আল্লাহ্ আমাদের বিজয় দান করেন, তাহলে তো আমাদের আশা পূর্ণ হলো। আর যদি তা না হয়, তাহলে আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করে আমাদের সেই সব লোকের কাছে চলে যাবেন, যারা যুদ্ধে আসেনি। কেননা, এই যুদ্ধে এমন অনেক লোক আসতে পারেনি যাদের তুলনায় আমরা আপনার জন্যে অধিক শক্তিশালী নই। তারা যদি জানতো যে, আপনি কোন যুদ্ধে গমন করছেন, তাহলে কিছুতেই তারা পিছিয়ে থাকতো না। আল্লাহ্ তাদের দ্বারা আপনাকে হিফাযত করবেন। তারা আপনার কল্যাণকামী হবে ও আপনার সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। সাআদের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ তার প্রশংসা করেন ও তার জন্যে দু'আ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্র জন্যে উঁচু স্থানে একটি ছাউনি স্থাপন করা হয় এবং তিনি তাতে অবস্থান করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ কুরায়শ বাহিনী সকাল বেলা তাদের অবস্থান থেকে রণাংগনের দিকে বেরিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন শত্রুরা আকানকাল টিলা থেকে নেমে উপত্যকার দিকে ছুটে আসছে, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে এই দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! এই সেই কুরায়শ— যারা অশ্ববাহিনী নিয়ে দর্পভরে এগিয়ে আসছে। এরা আপনার বিদ্রোহী এবং আপনার রাসূলকে অস্বীকারকারী। হে আল্লাহ্! আমি আপনার সেই সাহায্যের প্রত্যাশী যার প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন। হে আল্লাহ্! এই সকাল বেলায় আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। কুরায়শ দলের মধ্যে উত্বা ইব্ন রাবীআকে একটি লাল উটে আরোহণরত দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ গোটা কুরায়শ বাহিনীর মধ্যে যদি কারও মধ্যে কিছু কল্যাণ থেকে থাকে, তবে এই লাল উট আরোহীর মধ্যে আছে। কুরায়শরা যদি তার কথা শোনে, তবে তারা বেঁচে যাবে। ইতোমধ্যে খুফাফ ইব্ন আয়মা ইব্ন রাহযা কিংবা তার পিতা আয়মা ইব্ন রাহযা গিফারী তার পুত্রের মাধ্যমে কয়েকটি উট উপহার হিসেবে কুরায়শদের নিকট প্রেরণ করে এবং জানায় যে, তোমরা চাইলে আমি অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি।

কুরায়শরা তার পুত্রের মাধ্যমে জবাব পাঠাল যে, তোমার এ সৌজন্য আত্মীয়তার নিদর্শন। তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ। আমার জীবনের কসম, আমাদের যুদ্ধ যদি কোন মানুষের সাথে হয়, তবে ওদের তুলনায় আমাদের শক্তি কম নয়। আর যদি আমাদের এ যুদ্ধ আল্লাহ্‌র সাথে হয় যেমনটি মুহাম্মদ বলে থাকে, তা হলে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার শক্তি তো কারও নেই। কুরায়শরা ময়দানে অবতরণ করার পর তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন রাসূলের তৈরি করা জলাধার পানি পান করতে আসে। তাদের মধ্যে হাকীম ইব্‌ন হিযামও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওদেরকে পানি পান করতে দাও। পরিশেষে দেখা গেল যে, তাদের যতগুলো লোক ঐ পানি পান করেছিল একমাত্র হাকীম ইব্‌ন হিযাম ব্যতীত তাদের সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান হন। এ কারণে হাকীম ইব্‌ন হিযাম যখন শক্ত কসম করতে চাইতেন, তখন বলতেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে বদর যুদ্ধে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বদর যুদ্ধে শরীক সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন। যুদ্ধের বর্ণনা শেষে আমরা তাঁদের নাম আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করবো ইন্‌শা আল্লাহ্।

সহীহ্ বুখারীতে বারা' ইব্‌ন আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এই কথা বলাবলি করতাম যে, বদর যোদ্ধাদের সংখ্যা তিনশ' দশের কিছু অধিক। এই একই সংখ্যা ছিল তালূত বাহিনীরও— যাঁরা তালূতের সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন। আর তাঁর সাথে মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউ নদী অতিক্রম করতে পারেনি। সহীহ্ বুখারীতে বারা' ইব্‌ন আযিব থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীছে আছে যে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের সময় আমি ও ইব্‌ন উমর ছোট বলে বিবেচিত ছিলাম। সে যুদ্ধে মুহাজিরগণের সংখ্যা ছিল ষাটের কিছু বেশী। আর আনসারগণের সংখ্যা ছিল দুইশ' চল্লিশের কিছু বেশী। ইমাম আহমদ (র) ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন। তাঁদের মধ্যে মুহাজিরগণের সংখ্যা ছিল ছিয়াত্তর। আর যুদ্ধ সংঘটিত হয় সতের রমাযান শুক্রবার। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً وَّلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ-

"স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছেন" (৮ ঃ ৪৩)। যুদ্ধের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই স্বপ্ন দেখেন। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নির্ধারিত ছাপরায় নিদ্রা যান এবং সবাইকে নির্দেশ দেন যে, অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। ইতোমধ্যে শত্রুদল মুসলমানদের কাছাকাছি চলে আসে। তখন আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা তো আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন তাঁর নিদ্রা ভংগ হয়। এই নিদ্রায় আল্লাহ্ তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে দুশমনদের সংখ্যা

কম করে দেখান। এ ঘটনা উমাবী বর্ণনা করেছেন (এবং বায়হাকী তার দালাইল গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন)। বর্ণনাটি নিতান্তই গরীব পর্যায়ের। আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً ...

দু'টি দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন আল্লাহ্ প্রত্যেক দলকে অপর দলের দৃষ্টিতে কম করে দেখান। যাতে উভয় দলই একে অপরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এরূপ করার পিছনে নিগূঢ় রহস্য রয়েছে, যা সুস্পষ্ট। এ আয়াতের বক্তব্যের সাথে সূরা আলে-ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে কোন বিরোধ নেই।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ-

"দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহ্র পথে লড়াই করছিল, অন্যদল কাফির ছিল। ওরা তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিররা মুসলমানদেরকে) চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। (৩ ঃ ১৩)। কেননা, প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে সেদিন কাফির দল মু'মিনদের দলকে কাফির দলের দ্বিগুণ সংখ্যা দেখতে পাচ্ছিল। আর এ দেখাটা হয়েছিল তীব্র লড়াই ও প্রতিযোগিতার সময়। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করে দেন। এ ছিল আল্লাহ্র কৌশল। প্রথমে মুখোমুখি হওয়ার সময় কাফিরদের চোখে মু'মিনদের সংখ্যা কম করে দেখান। এরপর যুদ্ধ বেধে গেলে কাফিরদের চোখে মু'মিনদের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেখান। আল্লাহ্র এ সাহায্যে কাফির দল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরাজয় বরণ করে। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।"

ইসরাঈল..... আবূ উবায়দ ও আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমাদের চোখে কাফিরদের সংখ্যা খুবই কম দেখাচ্ছিল। এমন কি আমি আমার পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম, ওদের সংখ্যা কি সত্তর জনের মত দেখাচ্ছে না? সে বললো, আমার মনে হয় ওরা শ'খানেক হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ ইসহাক ও অন্যান্য আলিমগণ প্রবীণ আনসারগণের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শ বাহিনী যখন সবকিছু ঠিকঠাক করে তাদের যুদ্ধের স্থান নিশ্চিত করে নিল, তখন উমায়র ইব্ন ওয়াহব জুমাহীকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠাল যে, মুহাম্মদের বাহিনীতে লোকসংখ্যা কত তা নির্ণয় করে এসো। উমায়র ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারদিকে এক চক্কর দিয়ে কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, ওদের সংখ্যা তিনশ'র চেয়ে সামান্য বেশী বা সামান্য কম। তবে আমাকে আরেকবার অবকাশ দাও দেখে আসি তাদের কোন গুপ্ত ঘাঁটি— বা সাহায্যকারী দল আছে কি না। এবার সে উপত্যকার দূর প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু কিছুই পেলো না। কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে সে

বললো, "কোন কিছুরই সন্ধান পেলাম না। তবে হে কুরায়শরা! আমি মৃত্যু বহনকারী বিপদসমূহ দেখে এসেছি। দেখেছি ইয়াছরিবের বাহিনী যেন নিশ্চিত মৃত্যু বহন করে এনেছে। ওদের কাছে আত্মরক্ষা ও আশ্রয়ের জন্যে একমাত্র তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ্র কসম, তাদের হাবভাব দেখে মনে হলো, তাদের একজন নিহত হলে তোমাদের একজন অবশ্যই নিহত হবে। এ ভাবে তাদের সম-পরিমাণ লোক যখন তোমাদের দল থেকে নিহত হবে, তখন আর বেঁচে থাকার মধ্যে কল্যাণ কোথায়? অতএব তোমরা পুনর্বিবেচনা করে দেখ। উমায়রের মুখে এ কথা শুনে হাকীম ইব্ন হিযাম কুরায়শ বাহিনীর মধ্যে খুঁজে উত্বা ইব্ন রাবীআকে বললো ঃ হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কুরায়শ গোত্রের প্রবীণ নেতা, সবাই আপনাকে মান্য করে। আপনি কি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মত একটা কাজ করবেন? উতবা বললো, সে কাজটি কী হাকীম? হাকীম বললো, আপনি কুরায়শ বাহিনীকে যুদ্ধ না করে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর ইব্ন হাযরামীর খুনের বিষয়টা নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিন। উতবা বললো, তোমার কথা আমি মেনে নিলাম। এ ব্যাপারে তুমি সাক্ষী থাক। সে আমার মিত্র। তার রক্তপণ ও অর্থের ক্ষয়ক্ষতি বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার উপর থাকলো। তুমি হানযালিয়ার পুত্রের অর্থাৎ আবূ জাহ্লের নিকট যাও। কেননা, কুরায়শ বাহিনীকে বিনা যুদ্ধে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সে ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করবে বলে আমি আশংকা করি না। এরপর উতবা এক ভাষণে বলে ঃ হে কুরায়শরা! মুহাম্মদ ও তাঁর সংগীদের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের তেমন কোন লাভ নেই। আল্লাহ্র কসম, আজ যদি তোমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষমও হও, তবু তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক থাকবে না। একজন আর একজনকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে। কেননা, সে হয় তার চাচাত ভাই কিংবা খালাত ভাই অথবা অন্য কোন আত্মীয়কে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ না করে ফিরে যাও। আর মুহাম্মদের ব্যাপারটা গোটা আরববাসীর হাতে ছেড়ে দাও। তারা যদি তাকে হত্যা করে, তবে তো তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল। আর যদি তা না হয়, তা হলে মুহাম্মদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক ভাল থাকবে। তোমরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে যাবে না।

হাকীম ইব্ন হিযাম বলেন, এরপর আমি আবূ জাহলের কাছে গেলাম। দেখলাম, সে থলে থেকে বর্ম বের করে প্রস্তুত করছে। আমি বললাম, হে আবুল হাকাম! উত্বা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছে এই সংবাদ দিয়ে। এরপর উত্বা যা কিছু বলেছিল সবই তাকে জানালাম। আবূ জাহ্ল বললো, আল্লাহ্র কসম, উত্বা যখন থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদেরকে দেখেছে, তখন থেকে সে জাদুগ্রস্ত হয়ে আছে। আল্লাহ্র কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা না করে দেবেন ততক্ষণ, পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। আর উত্বা যা বলেছে ওটা তার আসল কথা নয়। আসল ব্যাপার হলো, সে যখন মুহাম্মদ ও তার সংগীদের সংখ্যা কম দেখেছে, তাদের মধ্যে উত্বার ছেলেও আছে, তখন সে তার ছেলের জীবন নাশের ভয় করছে। এরপর আবূ জাহ্ল আমির ইব্ন হাযরামীর কাছে লোক মারফত খবর পাঠাল যে, তোমার মিত্র উত্বা বিনা যুদ্ধে লোকজন ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছে। অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন প্রায়। সুতরাং তুমি ওঠো এবং তোমার নিহত ভাই আমর ইব্ন হাযরামীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কুরায়শদের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে

সবাইকে উত্তেজিত কর। আমির ইব্ন হাযরামী উঠে দাঁড়াল এবং তার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে চিৎকার করে বললো, 'হায় আমর' 'হায় আমর'। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তারা যে যুদ্ধের জন্যে এসেছিল তার উপর তারা অটল হয়ে পড়লো। এ ভাবে উতবা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা সহসাই বানচাল হয়ে গেল। উতবা যখন আবূ জাহলের এ মন্তব্য শুনলো যে, "উত্‌বা জাদুগ্রস্ত হয়ে গেছে", তখন সে বললো, অচিরেই সে বিবেকহীন জানতে পাবে, জাদুগ্রস্ত আমি, না সে। এরপর উত্‌বা মাথায় পরার জন্যে একটা লৌহ শিরস্ত্রাণ খুঁজলো। কিন্তু গোটা বাহিনীর মধ্যে তার মাথার মাপে কোন শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেল না। কারণ, উত্‌বার মাথা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড়। অবশেষে সে তার মাথায় নিজের চাদর পেঁচিয়ে নিল।

ইব্‌ন জারীর মুসাওয়ার ইব্‌ন আবদুল মালিক ইয়ারবূঈর সূত্রে ... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একদা মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের কাছে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় দ্বাররক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে বললো, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ভিতরে আসার অনুমতি চান। মারওয়ান বললো, তাকে আসতে দাও। হাকীম ভিতরে প্রবেশ করলে মারওয়ান ধন্যবাদ দিয়ে বললো, হে আবূ খালিদ কাছে এসো। এরপর তিনি বৈঠকের মাঝখানে এসে মারওয়ানের সম্মুখে বসে পড়েন। মারওয়ান তাকে বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করার অনুরোধ জানায়। হাকীম ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমরা যখন জুহ্‌ফা নামক স্থানে পৌঁছি, তখন কুরায়শ গোত্রের একটি শাখার সকলেই ফিরে চলে যায়। ফলে ঐ শাখার একজন লোকও সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। এরপর আমরা রণাংগনের একেবারে কাছে গিয়ে শিবির স্থাপন করি— যার কথা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন (উদওয়াতুদ দুনয়া— নিকট প্রান্তে)। তখন আমি উত্‌বা ইব্‌ন রাবীআর কাছে এসে বললাম, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কি আজকের দিনের গৌরব নিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে চান ? উত্‌বা বললো, তাই করবো। বলো সেটা কি ? আমি বললাম, মুহাম্মদের কাছে তো আপনাদের একটাই দাবী। তা হলো, আমর ইব্‌ন হাযরামীর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ। আমর ইব্‌ন হাযরামী আপনার মিত্র। আপনি যদি তার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে কুরায়শরা আজ যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে পারে। উত্‌বা বললো, আমি সে দায়িত্ব নিলাম। তুমি সাক্ষী থাক। তবে তুমি ইব্‌ন হানযালিয়া অর্থাৎ আবূ জাহ্‌লের কাছে যাও এবং বলো, আপনি কি নিজের চাচাত ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ না করে লোকজন নিয়ে ফিরে যেতে রাযী আছেন ? আমি আবূ জাহ্‌লের কাছে গেলাম। দেখলাম, সম্মুখে-পশ্চাতে অনেক লোকের মধ্যে সে বসে আছে। আর আমির ইব্‌ন হাযরামী তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং বলছে, আবদে শামসের হাত থেকে আমার যে হার (অর্থাৎ মর্যাদা) খুয়া গেছে, সে হার আজ বনূ মাখযুমের হাতে উদ্ধার হবে। আমি আবূ জাহ্‌লকে উদ্দেশ্য করে বললাম, উত্‌বা ইব্‌ন রাবীআ জানতে চেয়েছে, আপনি কি লোকজন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত আছেন ? আবূ জাহ্‌ল বললো, সে বুঝি এ কাজের জন্যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দূত পায়নি ? আমি বললাম, না। তবে আমিও তার ছাড়া অন্য কারও দূত হতে রাযী নই। হাকীম বলেন, আমি দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে উত্‌বার কাছে চলে গেলাম। যাতে কোন সংবাদ থেকে

১. আবূ জাহ্‌লের মাতার নাম হানযালা, অপর নাম আসমা বিন্‌ত মাখরামা।

বঞ্চিত না হই। উত্‌বা তখন আয়মা ইব্‌ন রাহ্‌যা গিফারীর দেহের উপর হেলান দিয়ে বসে ছিল। আয়মা কুরায়শদের জন্যে উপহার স্বরূপ দশটি উট নিয়ে এসেছিল ইত্যবসরে দুরাচার আবূ জাহ্‌ল সেখানে উপস্থিত হয়ে উত্‌বাকে শাসিয়ে বললো, তুমি কি জাদুগ্রস্ত হয়েছো ? উত্‌বা আবূ জাহ্‌লকে বললো, একটু পরেই জানতে পারবে। এ কথা বলার সাথে সাথেই আবূ জাহ্‌ল তলোয়ার বের করে তার ঘোড়ার পিঠে আঘাত করলো। এ দেখে আয়মা ইব্‌ন রাহ্‌যা মন্তব্য করলো যে, এটা শুভ লক্ষণ নয়। তখন চারিদিকে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে রাসূল (সা) তাঁর সাথীগণকে সারিবদ্ধ করেন এবং সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত করেন।ইমাম তিরমিযী আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে আমাদেরকে রাত্রিবেলা সারিবদ্ধ করেন।

ইমাম আহমদ.... আবূ আইয়ূব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে আমাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেন। আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সারি ছেড়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়। নবী করীম (সা) তাদেরকে দেখে বললেন, আমার সাথে এসো, আমার সাথে এসো। ইমাম আহমদ একাই এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান বা উত্তম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের জন্যে তাঁর সৈন্যগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান। তিনি হাতে একটি তীর নিয়ে তা দ্বারা লাইন সোজা করেন। সৈন্যদের কাতার পর্যবেক্ষণ করার সময় দেখেন যে, সুওয়াদ ইব্‌ন গাযিয়া (বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জারের মিত্র) লাইন থেকে আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তীর দ্বারা তার পেটে গুঁতা মেরে বলেন, সুওয়াদ! লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াও। সুওয়াদ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে ব্যথা দিলেন। অথচ আল্লাহ্ আপনাকে সত্য ও ইনসাফ দিয়ে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পেটের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললেন, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সুওয়াদ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জড়িয়ে ধরে পেটে চুম্বন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সুওয়াদ! তুমি এরূপ করতে গেলে কেন ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবস্থার ভয়াবহতা আপনি দেখছেন। তাই আমি চাচ্ছিলাম জীবনের শেষ মুহূর্তে আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহের একটু স্পর্শ লাগুক। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কল্যাণের জন্যে দু'আ করলেন ও সদুপদেশ দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আফরার পুত্র আওফ ইব্‌ন হারিছ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ বান্দার উপর কিসে খুশী হন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বর্মহীন শরীরে দুশমনদের মধ্যে ঢুকে যুদ্ধ করলে আল্লাহ্ খুশী হন। এ কথা শুনে আওফ শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈন্যদের লাইন বিন্যস্ত করে ফিরে যান ও ছাপরায় প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে আবূ বকর (রা)-ও যান। ছাপরার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে আবূ বকর ব্যতীত আর কেউ ছিল না। ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন ঃ রাসূলের ছাপরার বাইরে দরজার সামনে সাআদ ইব্‌ন মুআয শত্রুর আক্রমণের ভয়ে কতিপয় আনসারসহ তলোয়ার হাতে নিয়ে পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। আর দ্রুতগামী উন্নতমানের কিছু উট

প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। যাতে প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে আরোহণ করে মদীনায় চলে যেতে সক্ষম হন। যে দিকে সাআদ ইব্‌ন মুআয ইতোপূর্বে ইংগিত করেছিলেন।

বায্‌যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা খলীফা আলী (রা) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা বলো তো, সবচেয়ে বড় বীর কে ? সবাই বললো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! সবচেয়ে বড় বীর আপনি। আলী (রা) বললেন ঃ যে কেউ আমার মুকাবিলায় এসেছে আমি তার বদলা নিয়েছি। কিন্তু আবূ বকর (রা)-এর ব্যতিক্রম। আমরা বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে আলাদা ছাপড়া স্থাপন করি। মুশরিকদের কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে যাতে তাঁর কাছে আসতে না পারে সে জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে যে কোন একজনকে থাকার জন্যে আমরা নাম আহ্বান করলাম। আল্লাহ্‌র কসম, সে দিন আবূ বকর (রা) ব্যতীত কেউ এগিয়ে এলো না। তিনি খোলা তলোয়ার উঁচু করে রাসূলুল্লাহ্‌র শিয়রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মুশরিকদের কেউ এ দিকে অগ্রসর হলেই তিনি তাকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিতেন। সুতরাং আবূ বকরই সবচেয়ে বড় বীর। আলী (রা) বলেন, আমি দেখেছি কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে বিরোধিতা করতো, আবূ বকর তার জবাব দিতেন, মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়াতেন। কাফিররা অভিযোগ দিতো তুমি-ই তো আমাদের অনেক মা'বূদের স্থলে একজন মা'বূদের কথা প্রচার করছো। আল্লাহ্‌র কসম, তখন আমাদের মধ্য হতে আবূ বকর ব্যতীত আর কেউ এগিয়ে যেতো না। তিনিই তাদের সামনে বাধ সাধতেন, তর্ক করতেন ও লড়াই করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যিনি বলছেন, "আমার প্রতিপালক আল্লাহ্"। এরপর হযরত আলী (রা) তাঁর গায়ের চাদর খুলে ফেললেন এবং এতো বেশী রোদন করলেন যে, তার দাড়ি ভিজে গেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, বল দেখি ফিরআওন বংশের সেই মু'মিন লোকটি উত্তম, না আবূ বকর উত্তম ? প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সবাই নিরুত্তর হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, ফিরআওন বংশের সেই মু'মিন লোকটির জীবনের সমুদয় পুণ্যের তুলনায় আবূ বকরের এক ঘণ্টার পুণ্য অনেক বেশী। কেননা, সে তার ঈমানকে গোপন করে রেখেছিল আর ইনি প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন। বায্‌যার বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণনাটি আমাদের কাছে পৌঁছেনি। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা)-এর এটা একক বৈশিষ্ট্য যে, গারে ছাওরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যেমন তিনি একাই ছিলেন, তেমন বদরের ছাপরার মধ্যে তিনিই তাঁর একক সাথী ছিলেন। তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র কাছে বিগলিত মনে অধিক পরিমাণ কান্নাকাটি করেন এবং এই দু'আ করেন ঃ

اللهم انك ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الارض

"হে আল্লাহ্! আজ যদি আপনি এ দলকে ধ্বংস করে দেন, তবে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না।"

তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র নিকট আরও প্রার্থনা করেন ঃ

اللهم انجزلى ما وعدتنى اللهم نصرك

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা কার্যকারী করেন। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার সাহায্য চাই।"

দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকাশের দিকে দু'হাত উত্তোলন করেন। ফলে কাঁধের উপরে রাখা চাদর নীচে পড়ে যায়। আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর পশ্চাতে থেকে চাদর পুনরায় কাঁধে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ্‌র অধিক কান্নাকাটির জন্যে তিনি সদয় হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন শেষ করুন। আল্লাহ্ আপনার দু'আ কবূল করেছেন। শীঘ্রই তিনি প্রতিশ্রুত সাহায্য পাঠাবেন।

সুহায়লী কাসিম ইব্ন ছাবিতের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আবূ বকর (রা)-এর এই "ক্ষান্ত হোন, আপনার দু'আ কবূল হয়েছে" বলে যে উক্তি, তা তিনি করেছেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে। যখন তিনি দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একান্ত নিবিড় চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছেন ও কান্নাকাটি করছেন; এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন ক্ষান্ত হোন অর্থাৎ নিজের জীবনকে আর কষ্ট দেবেন না। আল্লাহ্, তো আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবূ বকর ছিলেন কোমল হৃদয় ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অত্যধিক অনুরাগী। সুহায়লী এ প্রসংগে তার উস্তাদ আবূ বকর ইব্ন আরাবীর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন খওফ-এর মাকামে। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন রাজা (আশা)-এর মাকামে। আর ঐ মুহূর্তটা ছিল প্রচণ্ড ভয়ের মুহূর্ত। কেননা, আল্লাহ্‌র তো এ ক্ষমতা রয়েছে যে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। সে জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে এই ভীতি বিরাজ করে যে, এর পরে পৃথিবীতে হয়তো আর ইবাদত করার লোক থাকবে না। তাঁর এই ভীতিটাও ছিল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সূফী বলেছেন, এ দিনের অবস্থাটা ছিল গারে ছাওর-এর বিপরীত অবস্থা। কিন্তু এ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও এ মত অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এ উক্তির মধ্যে যে কত বড় ভ্রান্তি নিহিত আছে— এ কথা মেনে নিলে এর সাথে আরও কি কি কথা মেনে নেয়া হয় এবং তার পরিণতি কী দাঁড়ায় ঐ সূফীগণ তা ভেবে দেখেননি।

যুদ্ধ বাধার পূর্ব মুহূর্তের চিত্রটা ছিল এ রকম যে, তখন দু'টি বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি দু'টি দল একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রস্তুত। দয়াময় আল্লাহ্‌র সামনে দু'টি বিবদমান পক্ষ উপস্থিত। এদিকে নবীকুলের সর্দার তাঁর প্রতিপালকের কাছে সাহায্য লাভের ফরিয়াদে রত। সাহাবাগণ বিভিন্ন প্রকার দু'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন সেই সত্তার কাছে, যিনি ভূ-মণ্ডল-নভঃমণ্ডলের মালিক। মানুষের দু'আ শ্রবণকারী ও বিপদ থেকে মুক্তিদানকারী। যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে সর্বপ্রথম যে নিহত হয়, তার নাম আসওয়াদ ইব্ন আবদুল আসাদ মাখযুমী। ইব্ন ইসহাক বলেন, সে ছিল খুবই ঝগড়াটে ও জঘন্য চরিত্রের লোক। সে কসম করে বলেছিল যে, আমি মুসলমানদের তৈরি হাওয থেকে পানি পান করবই, না হলে অন্তত তা নষ্ট করে দেবো। এ জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় দেবো। এ উদ্দেশ্যে সে দল থেকে বেরিয়ে এলো। হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তার দিকে ধাবিত হলেন। দু'জনে মুখোমুখি হলে হামযা তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন। এতে তার পায়ের গোছা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার নিকটেই ছিল হাওয।

কর্তিত পা হাওযের গায়ে যেয়ে পড়লো। পায়ের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে তার সঙ্গীদের দিকে যেয়ে পড়তে লাগলো। ঐ অবস্থায় সে হামাগুড়ি দিয়ে হাওযের নিকটে গেল এবং হাওযের মধ্যে গড়িয়ে পড়লো। এ ভাবে সে তার কসম রক্ষা করার শেষ প্রচেষ্টা চালালো। হামযা তার পশ্চাদ্ধাবন করে হাওযের মধ্যেই তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করেন। উমাবী বলেন ঃ এ সময় উত্‌বা ইব্‌ন রাবীআ উত্তেজিত হয়ে বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আপন সহোদর শায়বা ইব্‌ন রাবীআ ও পুত্র ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বাকে নিয়ে স্বীয় ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসে। উভয় দলের মাঝখানে এসে তারা মল্লযুদ্ধের জন্যে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানদের মধ্য থেকে তিনজন আনসার সাহাবী বেরিয়ে তাদের সম্মুখে যান। তাঁরা হলেন আওফ ও মুআয— এদের পিতার নাম হারিছ এবং মাতার নাম আফ্‌রা। তৃতীয়জন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা।[১]

এদের দেখে কুরায়শীরা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? তাঁরা জবাব দিলেনঃ আমরা আনসার। কুরায়শরা বললো ঃ তোমাদের দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অন্য বর্ণনা মতে তারা বলেছিল ঃ তোমরা আমাদের পর্যায়ের সম্মানিত লোক। কিন্তু আমাদের নিকট আমাদের বংশের লোকদের পাঠাও! তাদের একজন চিৎকার করে বললো ঃ হে মুহাম্মদ। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বংশের সমকক্ষ লোক পাঠাও। তখন নবী করীম (সা) কুরায়শের তিন জনের নাম উল্লেখ করে বললেন, ওঠো হে উবায়দা ইব্‌ন হারিছ! ওঠো হে হামযা! ওঠো হে আলী! (তোমরা তাদের মুকাবিলা কর)। উমাবীর মতে মল্লযুদ্ধের জন্যে যখন তিনজন আনসার বের হয়ে যান, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পসন্দ করেননি। কারণ, এটা ছিল শত্রুদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রথম যুদ্ধ। তাই তিনি চাচ্ছিলেন প্রথম মুকাবিলাটা নিজ গোত্রের লোক দিয়েই হোক। সে জন্যে তিনি আনসার তিনজনকে ফিরিয়ে আনেন এবং কুরায়শ তিনজনকে পাঠিয়ে দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ এ তিনজন তাদের সম্মুখে গেলে তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? এরূপ প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় যে, তারা যুদ্ধের পোশাক দ্বারা দেহ এমন ভাবে আবৃত করেছিলেন যে, তাঁদেরকে চেনা যাচ্ছিল না। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিচয় দিলেন। তারা বললো, হ্যাঁ— এবার ঠিক আছে— সমানে সমান হয়েছে। এরপর মুসলিম তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক উবায়দা উত্‌বার সাথে, হামযা শায়বার সাথে এবং আলী ওয়ালীদের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। হামযা ও আলী প্রতিপক্ষকে পাল্টা আঘাতের সুযোগ না দিয়ে প্রথম আঘাতেই যথাক্রমে শায়বা ও ওয়ালীদকে হত্যা করলেন। কিন্তু উবায়দা ও উত্‌বা প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করে আহত করেন। এ অবস্থা দেখে হামযা ও আলী একযোগে উত্‌বার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করেন এবং উবায়দাকে উঠিয়ে মুসলিম শিবিরে নিয়ে যান।[২]

---

১. ওয়াকিদী বলেন ঃ বের হওয়া তিনজনই আফরার পুত্র। তাদের নাম মুআয' মুআওয়ায ও আওফ।

২. ইবনুল আছীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আবূ উবায়দার পা কেটে যায়। নবী (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কি শহীদ হবো না? তিনি বললেন হ্যাঁ।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আবূ মিজলায কায়স ইব্ন উবাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ যর (রা) কসম করে বলতেন ঃ

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ–

এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ— তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত (২২ ঃ ১৯)। আয়াতটি বদর যুদ্ধে হামযা ও তাঁর সঙ্গী এবং উত্বা ও তার সঙ্গীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (বুখারী তাফসীর অধ্যায়)। বুখারী মাগাযী অধ্যায়ে হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল.... কায়স ইব্ন উবাদের সূত্রে বর্ণিত। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন রাহমান আল্লাহ্র সামনে বিবাদের মীমাংসার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসবো। কায়স বলেন, এদের সম্পর্কেই কুরআনের ঃ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ–

"এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ" আয়াতটি নাযিল হয়। তিনি বলেন, তাঁরা হলেন (মুসলিম পক্ষে) আলী, হামযা, উবায়দা এবং (মুশরিকদের পক্ষে) শায়বা ইব্ন রাবীআ, উত্বা ইব্ন রাবীআ ও ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা। তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উমাবী বলেন, মুআবিয়া ইব্ন আমর..... আবদুল্লাহ্ আল বাহী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরে মল্লযুদ্ধের জন্যে উতবা, শায়বা ও ওয়ালীদ অগ্রসর হয়। তাদের মুকাবিলার জন্যে হামযা, উবায়দা ও আলী এগিয়ে যান। সামনে গেলে তারা বললো, তোমাদের পরিচয় দাও যাতে করে আমরা তোমাদেরকে চিনতে পারি। হামযা বললেন ঃ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিংহ। আমার নাম হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। উত্বা বললো, খুব ভাল, উত্তম প্রতিপক্ষ হয়েছে। আলী বললেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা। আমি রাসূলুল্লাহ্র ভাই। উবায়দা বললেন, আমি এ দু'জনেরই মিত্র। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। একজনের বিরুদ্ধে একজন মুকাবিলা করে। কুরায়শ পক্ষের তিনজনই আল্লাহ্র হুকুমে নিহত হয়। এ প্রসঙ্গে হিন্দ বিন্ত উত্বা নিম্নরূপ শোকগাথা আবৃত্তি করে ঃ

أعينيَّ جُوْدى بدمع سرب – على خير خندف لم ينقلب

تداعى له رهطه غدوةً – بنو هاشم وبنو المطلب

يذيقونه حدَّ اسيافهم – يعلُّونه بعدَ مَا قد عَطِب

অর্থ ঃ হে আমার চক্ষুদ্বয়। প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা বদান্যতা দেখাও— বনূ খুনদুফের উত্তম ব্যক্তির (উতবা) উপর, যে আর ফিরে আসেনি।

ঊষাকালে তাকে আহ্বান করেছে তার গোত্রের বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব।

তারা তাকে তরবারির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে এবং নিহত হবার পরও তার লাশের উপর উপর্যুপরি আঘাত হেনেছে।

এই কারণে হিন্দা হযরত হামযার কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার মানত করে।

উবায়দার পূর্ণ পরিচয় হলো উবায়দা ইব্ন হারিছ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফ। তাঁকে তাঁর সাথীরা তুলে এনে রাসূলুল্লাহ্র তাঁবুর মধ্যে তাঁর পাশে চিত করে শুইয়ে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পা মুবারক বিছিয়ে দেন। উবায়দা তাঁর পায়ের উপর গাল রেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ যদি আবূ তালিব আমাকে এ অবস্থায় দেখতেন, তবে ভাল ভাবেই জানতে পারতেন যে, তাঁর কথা সত্যে পরিণত করার আমিই অধিকতর হকদার। যাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

ونُسْلِمُهُ حتى نصرَّع دونه - ونذهلَ عن ابنائنا والحلائل

(হে কুরায়শরা! তোমাদের এ ধাবণাও মিথ্যা যে,) আমরা তাকে (মুহাম্মদকে) তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেবো, যতক্ষণ না তার হিফাযতের জন্যে আমরা ধরাশায়ী হয়ে যাই এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে ভুলে যাই।[১]

এরপর হযরত উবায়দার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি শহীদ। ইমাম শাফিঈ (রহ) এ কথা বর্ণনা করেছেন। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে প্রথম শহীদ উমর ইব্‌ন খাত্তাবের আযাদকৃত গোলাম মাহ্‌জা'।[২] দূর থেকে নিক্ষিপ্ত এক তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হন। ইব্‌ন ইসহাকের মতে, তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ। এরপর আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের হারিছা ইব্‌ন সুরাকা হাওয থেকে পনি পান করার সময় শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর তার বুকে লাগায় তিনিও নিহত হন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) বলেন, হারিছা ইব্‌ন সুরাকা বদর যুদ্ধে নিহত হন। তিনি যুদ্ধ পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হঠাৎ এক তীর এসে তাঁর দেহে বিদ্ধ হলে তিনি শহীদ হন। সংবাদ শুনে তাঁর মা এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে হারিছার কথা বলুন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়, তা হলে আমি ধৈর্য ধারণ করবো। আর যদি অন্য কিছু হয়, তা হলে আল্লাহ্ দেখবেন আমি কিরূপ কান্নাকাটি করি। উল্লেখ্য, তখন পর্যন্ত মৃতের জন্যে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করা নিষিদ্ধ হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ বলো কি, তুমি কি পাগল হয়েছো? জান্নাত তো আটটি। আর তোমার ছেলে তো এখন সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাত ফিরদাউসে অবস্থান করছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর উভয় বাহিনী পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেলো এবং একে অন্যের নিকটবর্তী হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর লোকদের বললেন, আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা আক্রমণ করো না। যদি তারা তোমাদের ঘিরে ফেলে তা হলে তীর নিক্ষেপ করে

---

১. আবূ তালিব এক নাতিদীর্ঘ কাসীদার মাধ্যমে আরববাসীকে জানিয়ে দেয় যে, আমি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিনি, তবে তাকে কখনও শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবো না, জীবন দিয়ে রক্ষা করবো। উল্লিখিত পংক্তির পূর্বের পংক্তি এই ঃ

كذبتم وبيت الله نخلى محمد - ولما نطاعن دونه ونناظل

অর্থ ঃ বায়তুল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা মিথ্যা বলছো যে, মুহাম্মদকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। অথচ তাকে রক্ষার জন্যে আমরা এখনও পর্যন্ত তীর-বর্শা নিক্ষেপ করিনি (ওয়াকিদী)।

২. তাকে হত্যা করে আমির ইব্‌ন হাযরামী (ইব্‌ন সাআদ)। আনসারদের মধ্যে প্রথম শহীদ হারিছা— তাকে হত্যা করে হাব্বান আরকাতা। কারও মতে উমায়র ইব্‌ন হুমাম। তাঁর হত্যাকারী খালিদ ইব্‌ন আ'লাম উকায়লী। ইব্‌ন উকবা বলেন, বদরের প্রথম শহীদ উমায়র (বায়হাকী ৩/১১৩; ইব্‌ন সাআদ ২/১১২; ইব্‌ন আছীর ২/১২৬)।

তাদেরকে সরিয়ে দিবে। বুখারী শরীফে আবূ উসায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নির্দেশ দেন যে, মুশরিকরা যদি তোমাদের নিকটে এসে যায়, তবে তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করো এবং তীর বাঁচিয়ে রেখো। বায়হাকী বলেন ঃ হাকিম... ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন গোত্রের মুজাহিদদের পরিচয়ের জন্যে বিভিন্ন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেন। সুতরাং মুহাজিরদের আহ্বান করার জন্যে "ইয়া বনী আবদির রাহমান", খাযরাজ গোত্রের কাউকে আহ্বান করার জন্যে "ইয়া বনী আবদিল্লাহ্" শব্দ নির্ধারণ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের ঘোড়ার নাম রাখেন "খায়লুল্লাহ্"। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ ঐ দিন মুজাহিদ সাহাবীদের সাধারণ সংকেতসূচক শব্দ ছিল "আহাদ আহাদ"।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঁচু স্থানে ছাপরার মধ্যে অবস্থান করছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ ঃ স্মরণ কর, তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবূল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ্ এটা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেয়ার জন্যে এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্র নিকট হতেই আসে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৮ ঃ ৯-১০)।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবূ নূহ্ কারাদ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবাগণের প্রতি লক্ষ্য করেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী। এরপর তিনি মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করেন। ওদের সংখ্যা ছিল এক হাযারেরও বেশী। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাদরমুড়ি দিয়ে কিবলামুখী হন এবং দু'আ পাঠ করেন ঃ

হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করুন। "হে আল্লাহ্! আজ যদি ইসলামের এ দলটিকে আপনি ধ্বংস করেন তা হলে পৃথিবীর বুকে আর কখনও আপনার ইবাদত করা হবে না।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অব্যাহত ভাবে আল্লাহ্র নিকট এরূপ ফরিয়াদ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। আবূ বকর (রা) এসে চাদরটি কাঁধে উঠিয়ে দেন এবং পশ্চাৎ দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্কে ধরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যথেষ্ট হয়েছে! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করেছেন। অচিরেই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। এ সময়

আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ......) "স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। তিনি তা কবূল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে— যারা একের পর এক আসবে.....)। ইমাম আহমদ হাদীছের পুরোটাই বর্ণনা করেছেন। আমরা সামনে তা উল্লেখ করবো। এ হাদীছ ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন জারীর ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ইকরিমা ইব্ন আম্মার ইয়ামানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং আলী ইব্ন মাদানী ও তিরমিযী সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। সুদ্দী, ইব্ন জারীর ও আরও কিছু বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে,এ আয়াত বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল। উমাবী ও অন্যরা বলেছেন যে, মুসলিম সৈন্যগণও সে দিন আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ —এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন— যারা একের পর এক আসবে। এর অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ তোমাদের পশ্চাতে থাকবে ও তোমাদের বাহিনীকে সাহায্য করবে। ইব্ন আব্বাস থেকে আওফী এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ ইব্ন কাছীর এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ প্রমুখও এ অর্থ করেছেন। আবূ কুদায়না (র) কাবূস থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস থেকে (مُرْدِفِيْنَ —একের পর এক)-এর অর্থ লিখেছেন— প্রতি একজন ফেরেশতার পিছনে একজন ফেরেশতা থাকবে। এই একই সনদে ইব্ন আব্বাস থেকে مُرْدِفِيْنَ-এর আর একটি অর্থ পাওয়া যায়। তা হলো, প্রত্যেক ফেরেশতা তার সামনের ফেরেশতাকে অনুসরণ করবেন। আবূ যুবইয়ান দাহ্হাক ও কাতাদা এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা ওয়ালিবী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর নবী ও মু'মিনদেরকে এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন। তাঁদের মধ্যে জিবরাঈলের নেতৃত্বে পাঁচশ' ফেরেশতা ছিলেন এক পার্শ্বে এবং মীকাইলের নেতৃত্বে পাঁচশ' ফেরেশতা ছিলেন অন্য পার্শ্বে। এটাই প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু ইব্ন জারীর— আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) এক হাযার ফেরেশতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডান পার্শ্বে অবতরণ করেন। উভয়ের মাঝখানে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) এবং মীকাঈল (আ) আর এক হাযার ফেরেশতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্র বাম পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং আমি ছিলাম বাম পার্শ্বে। এ হাদীছটি ইমাম বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে আলী (রা) থেকে কিছু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসরাফীল (আ)ও এক হাযার ফেরেশতাসহ অবতীর্ণ হন এবং তিনি বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করেন। ফলে তাঁর বগল রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। বায়হাকীর এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বদরে মোট তিন হাযার ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এটা অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা এবং এর সনদ দুর্বল। আর সনদ যদি সহীহ্ হয়, তবে ইতোপূর্বে উল্লিখিত বর্ণনাগুলো এর দ্বারা সমর্থিত হবে। তা ছাড়া بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ –এর مُرْدِفِيْنَ শব্দে (د)-এর উপর যবর দিয়ে পড়লে ঐ মতটি আরও শক্তিশালী হয়। একটি কিরাআত এই রকম আছে। বায়হাকী বলেন, হাকিম.... আলী ইব্ন আবূ তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি অল্পক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী

করছেন তা দেখার জন্যে দ্রুত ছুটে যাই। গিয়ে দেখি তিনি সিজদাবনত হয়ে আছেন এবং বলছেন ঃ ياحى يا قيوم – ياحى يا قيوم (হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী)। এর চেয়ে বেশী কিছু বলছেন না। আমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে আসলাম। দেখলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় সিজদায় পড়ে আছেন ও সেই একই তাসবীহ্ অনবরত পড়ে যাচ্ছেন। আমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে গেলাম। তারপরে ফিরে এলাম। দেখলাম, তখনও তিনি সিজদায় আছেন এবং ঐ দু'আই পড়ছেন। অবশেষে এ অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্ আমাদের বিজয় দান করলেন। ইমাম নাসাঈ বুনদার, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মজীদ আবূ আলী হানাফীর বরাত দিয়ে এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের রাত্রে ও দিনে এ দু'আ করেছিলেন। আ'মাশ আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আবূ উবায়দা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যেরূপ অনুনয়-বিনয় করেছিলেন, অন্য কোন প্রার্থনাকারীকে সেরূপ অনুনয়-বিনয় করতে আমি কখনও দেখিনি। তিনি বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার দেয়া প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার বাস্তবায়ন কামনা করি। হে আল্লাহ্! এ ক্ষুদ্র দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে আপানার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।" এরপর তিনি ফিরে তাকালেন। মনে হলো যেন তাঁর চেহারায় পূর্ণিমার চাঁদ উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি বললেন, আমি যেন শত্রুদের নিহত হয়ে পড়ে থাকার স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছি। নাসাঈ এ ঘটনা আ'মাশের বরাতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, ইব্ন মাসঊদ বলেন ঃ আমরা যখন বদরে শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আয় মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর প্রার্থিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে ভাবে আবেদন-নিবেদন করলেন, সেভাবে করতে আমি কাউকে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিক নেতাদের নিহত হওয়ার স্থান সম্পর্কে বদর যুদ্ধের দিনে সাহাবাগণকে অবহিত করেছিলেন। এ বিষয়ে সহীহ্ মুসলিমে উদ্ধৃত আনাস ইব্ন মালিকের বর্ণনা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। মুসলিমে উমর ইব্ন খাত্তাবের বর্ণিত হাদীছটিও আমরা উল্লেখ করবো। ইব্ন মাসঊদের বর্ণিত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে এটাই যথার্থ। পক্ষান্তরে আনাস ও উমর ইব্ন খাত্তাব বর্ণিত হাদীছদ্বয় হতে বুঝা যায় যে, তিনি ঐ দিনের একদিন পূর্বেই এ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তবে উক্ত দুই প্রকারের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, হতে পারে তিনি যুদ্ধের একদিন পূর্বে কিংবা তারও বেশী পূর্বে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধের দিনে যুদ্ধ বাধার কিছুক্ষণ পূর্বে আর একবার অবহিত করেন।

ইমাম বুখারী একাধিক সূত্রে খালিদ আল-হায্যা', ইকরিমার বরাতে ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বদর যুদ্ধের দিন তাঁর নির্ধারিত ছাপরা থেকে এভাবে দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার কার্যকরী করার জোর ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান আজকের দিনের পরে আর কখনও আপনার ইবাদত করা হবে না.....। তখন আবূ বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বসলেন এবং বললেন ঃ ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রভুর কাছে অনেক মিনতি করেছেন। এ সময় তিনি লৌহ বর্ম পরা অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং এ আয়াত পড়তে লাগলেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ

এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর (৫৪ ঃ ৪৫-৪৬)। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মক্কায়, আর এর বাস্তবায়ন হয় বদরের দিনে। যেমন ইব্ন হাতিম..... ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন উমর (রা) বলেছিলেন, কোন্ দল পরাজিত হবে? কোন্ দল জয়লাভ করবে? উমর (রা) বলেন, এরপর বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লৌহ বর্ম পরিধান করে এ আয়াত পড়তে লাগলেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ

তখন আমি এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারলাম। ইমাম বুখারী ইব্ন জুরায়জ সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ

আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়। তখন আমি ছিলাম কিশোরী। খেলাধুলা করে বেড়াতাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রভুর নিকট সেই সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন, যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। প্রার্থনায় তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্! আজ যদি আপনি এ ক্ষুদ্র দলটিকে শেষ করে দেন, তা হলে আপনার ইবাদত করার কেউ আর থাকবে না। আবূ বকর (রা) বলছিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রভুর কাছে আপনার যথেষ্ট প্রার্থনা করা হয়েছে। তিনি আপনাকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করবেন। এরপর নবী করীম (সা) ছাপরার মধ্যে সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। মুহূর্তের মধ্যে তন্দ্রা কেটে গেলে তিনি বললেন, হে আবূ বকর! সু-সংবাদ গ্রহণ কর। তোমার কাছে আল্লাহ্ সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরীল ফেরেশতা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে টানছেন। ঘোড়ার সামনের দাঁতগুলোতে ধুলাবালি লেগে আছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাপরার মধ্য থেকে বের হয়ে লোকদের যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন। আজ যে লোক ধৈর্যের সাথে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করবে, সম্মুখে অগ্রসর হবে, পশ্চাদপদ হবে না, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। বনূ সালামা গোত্রের উমায়র ইব্ন হুমাম তখন কয়েকটি খেজুর হাতে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বেশ তো আমার ও জান্নাতে

প্রবেশের মাঝে তাদের হাতে আমার নিহত হওয়া ছাড়া আর বাধা কি ? রাবী বলেন, এরপর তিনি হাতের খেজুর ছুঁড়ে ফেলে তলোয়ার নিয়ে শত্রুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

ইমাম আহমদ বলেন, হাশিম ইব্‌ন সুলায়মান (র) ছাবিত থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে বাসবাসকে গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন। তখন ঘরের মধ্যে আমি ও নবী করীম (সা) ব্যতীত আর কেউ ছিল না। রাবী (ছাবিত) বলেন, আমার স্মরণ পড়ছে না, আনাস নবীর কোন সহধর্মিণীর ঘরে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন কিনা। তারপর তিনি বিস্তারিত ভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর থেকে বেরিয়ে লোকজনের সাথে আলাপ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, শত্রুর সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। তাই যাদের বাহন মওজুদ আছে, তারা যেন তাদের বাহন নিয়ে আমাদের সাথী হয়। কিছু লোক মদীনার উচ্চ এলাকা থেকে তাদের বাহনজন্তু নিয়ে আসার জন্যে রাসূলুল্লাহ্র কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ না, যাদের বাহন এখন প্রস্তুত আছে কেবল তারাই যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ রওনা হন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরে উপস্থিত হন। এরপরে মুশরিকরা সেখানে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে বললেন তোমরা কেউ কাজে নিজেরা অগ্রসর হবে না, যতক্ষণ না আমি সে কাজের সামনে থাকি। এরপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা জান্নাত লাভের জন্যে অগ্রসর হও— যার প্রশস্ততা আসমান-যমীনের সমান। আনাস বলেন, তখন উমায়র ইব্‌ন হুমাম আনসারী বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান-যমীনের সমান ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমায়র বললেন ঃ বেশ বেশ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, উমায়র! বেশ বেশ বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো ? উমায়র জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অন্য কিছু নয়, আল্লাহ্র কসম, ঐ জান্নাতে যাওয়ার আশায়ই আমি এ রকম বলেছি। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, অবশ্যই তুমি তার অধিবাসী হবে। এরপর তিনি তাঁর থলে থেকে কিছু খুরমা বের করে খেতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার মর্ম বললেন, এই খুরমা খাওয়ার শেষ পর্যন্ত যদি আমি বেচেঁ থাকি, তা হলে তো আমার জীবন অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। সুতরাং খুরমাগুলো তিনি দূরে নিক্ষেপ করে যুদ্ধে চলে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও একাধিক রাবী থেকে এবং আবুন-নযর হাশিম ইব্‌ন কাসিম, সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ উমায়র যুদ্ধ করার সময় এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

ركضا الى الله بغير زاد + الا التقى وعمل المعاد

والصبر فى الله على الجهاد + وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد

অর্থ ঃ "কোন রকম পাথেয় ছাড়াই আমি আল্লাহ্‌র পথে দৌড়ে চলে এসেছি। পাথেয় বলতে আছে শুধু আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালে মুক্তির চিন্তা। জিহাদে প্রয়োজন আল্লাহ্‌র জন্যে ধৈর্য ধরা। দুনিয়ার সব পাথেয়ই তো শেষ হয়ে যাবে। শেষ হবে না কেবল তাকওয়া, পুণ্য ও সঠিক পথ।"

ইমাম আহমদ বলেন ঃ হাজ্জাহ, ইসরাঈল, আবূ ইসহাক, হারিছা ইব্‌ন মুদরিব, আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিজরত করে মদীনায় আসলে সেখানকার ফলমূল খেয়ে আমাদের শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয় এবং আমরা জ্বরে আক্রান্ত হই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যখন আমরা জানলাম যে, মুশরিকরা রওনা হয়ে পড়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের পথে যাত্রা শুরু করেন। বস্তুত বদর একটি কুয়োর নাম। মুশরিকদের আগেই আমরা তথায় পৌঁছে যাই। সেখানে দু'জন লোককে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে একজন কুরায়শী, অন্যজন উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআয়তের আযাদকৃত গোলাম। কুরায়শটি আমাদেরকে দেখে পালিয়ে যায়, কিন্তু গোলামটিকে আমরা ধরে ফেলি। তার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করি, কুরায়শরা সংখ্যায় কত ? সে উত্তরে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, তাদের সংখ্যা অনেক, শক্তি প্রচুর। সে বারবার এরূপ উত্তর দেয়ায় মুসলমানরা তাকে প্রহার করেন এবং শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি গোলামটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কুরায়শদের সংখ্যা কত ? সে একই উত্তর দিল, আল্লাহ্‌র কসম, তাদের সংখ্যা অনেক— শক্তি অধিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার থেকে কুরায়শদের সংখ্যা জানতে বারবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে এড়িয়ে যায়। এরপর নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তারা প্রতিদিন কয়টি উট যবাহ্ করে ? সে বললো, দশটা। নবী করীম (সা) বললেন, তাদের সংখ্যা এক হাযার। প্রতি একটা উট একশ' জনে খায়। ঐ রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে আমরা বৃক্ষের নীচে ও ঢালের তলে আশ্রয় নিই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে তাঁর প্রভুর নিকট প্রার্থনায় বলেন ঃ "আয় আল্লাহ্ আপনি যদি আজ এই ছোট্ট দলটিকে খতম করে দেন, তবে আপনার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না।" রাত শেষ হলো। ফজরের সালাত আদায় করার জন্যে তিনি "হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ"! বলে সবাইকে আহ্বান করেন। ডাকে সাড়া দিয়ে লোকজন বৃক্ষ ও ঢালের নীচ থেকে চলে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন ও যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর আমাদেরকে জানান— দেখ, কুরায়শ বাহিনী এই পাহাড়ের লাল টিলাটির অপর পার্শ্বে অবস্থান করছে। কুরায়শরা যখন আমাদের নিকটবর্তী হলো এবং আমরাও যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধ হলাম, তখন দেখা গেল, তাদের মধ্যে একটি লোক একটি লাল উটে সওয়ার হয়ে লোকজনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী-কে ডেকে বললেন, হামযা কোথায়? তাকে ডাকো। কারণ, ঐ লাল উটওয়ালার সাথে হামযার মুশরিকদের থেকেও বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইত্যবসরে হামযা তথায় উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ও তো উতবা ইব্‌ন রাবীআ। সে যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করছে এবং লোকজনকে বলছে, তোমরা সব দোষ আমার মাথায় চাপিয়ে দিও আর এ কথা বলিও যে, উতবা ইব্‌ন রাবীআ কাপুরুষতা দেখিয়েছে।

বস্তুত তোমরা তো জান, আমি কাপুরুষ নই। আবূ জাহ্ল এ কথা শুনে উত্বাকে বললো, এ কথা তুমি বলেছো ? শুন, যদি তুমি না হয়ে অন্য কেউ এ কথা বলতো, তবে আমি তাকে চিবিয়ে খেতাম। আমি দেখছি, তোমার অন্তরে ভয় ঢুকেছে। উত্বা বললো ঃ ওহে হলুদ বর্ণের পশ্চাৎদেশধারী! আমারই উপর কলংক লেপন করছো? আজ সবাই দেখবে, কাপুরুষ কে? এরপর উতবা, তার ভাই শায়বা ও পুত্র ওয়ালীদ বংশগরিমার অহমিকা নিয়ে মল্লযুদ্ধের জন্যে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা দিল, কে আছে, যে আমাদের সাথে মল্লযুদ্ধ করবে? আনসারদের মধ্য হতে কয়েকজন যুবক তাদের সামনে এগিয়ে এলো। উত্বা বললো, আমরা এদেরকে চাই না। আমরা আমাদের স্বগোত্রীয় আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ওঠো হে হামযা! ওঠো হে আলী! ওঠো হে উবায়দা ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব! তোমরা ওদের মুকাবিলায় অগ্রসর হও! আল্লাহ্র ইচ্ছায় রাবীআর দুই পুত্র উত্বা ও শায়বা এবং উত্বার পুত্র ওয়ালিদ নিহত হল। অবশ্য উবায়দা এতে আহত হন। আলী বলেন, যুদ্ধে আমরা সত্তর জনকে হত্যা করি এবং সত্তরজনেকে বন্দী করি। জনৈক আনসারী আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে বন্দী করে আনেন। আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! এ লোক আমাকে বন্দী করেনি। আমাকে বন্দী করেছে এমন এক লোক, যার মাথার দুই পার্শ্বে টাক ছিল। সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট। সে একটি সাদা-কালো রঙের অশ্বে আরোহী ছিল। আনসারী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিই তাকে বন্দী করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, চুপ কর, আল্লাহ্ তোমাকে একজন ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন। আলী বলেন ঃ আবদুল মুত্তালিবের গোত্র থেকে আব্বাস, আকীল ও নাওফিল ইব্ন হারিছকে আমরা বন্দী করি। এ বর্ণনার সনদ অতি উত্তম। আরও বর্ণনা আছে, যা এর সমর্থন করে। সেগুলোর মধ্যে কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু পরে উল্লেখ করা হবে। ইমাম আহমদ এ ঘটনা বিস্তারিত এবং আবূ দাঊদ ইসরাঈল থেকে আংশিক উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ছাপরা থেকে নেমে এসে লোকদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন, তখন সকলেই ছিলেন সারিবদ্ধ, আত্ম-প্রত্যয়ে অবিচল এবং আল্লাহ্র স্মরণে লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্র নির্দেশ এ রকমই আছে। যথা ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে" (৮ ঃ ৪৫)।

উমাবী বলেন, আমার নিকট মুআবিয়া ইব্ন আমর (র) আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, আওযাঈ বলেছেন ঃ লোকে বলে, খুব কম লোকই দীনের উপর টিকে থাকতে সক্ষম হয়। তবে ঐ সময় যে ব্যক্তি বসে পড়ে কিংবা চক্ষু অবনমিত করে এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করে, আশা করি সে ব্যক্তি রিয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। বদর যুদ্ধে উত্বা ইব্ন রাবীআ তার দলীয় লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, তোমরা কি নবীর সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করছো না? তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত হাঁটু গেড়ে বসে আছে এবং মনে হচ্ছে সর্প বা অজগরের ন্যায় জিহ্বা বের করে ক্রোধে গরগর করছে।

উমাবী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ নবী করীম (সা) যখন মুসলমানগণকে যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অবস্থার উপর কসম করান এবং বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, আজ যে কেউ কাফিরদের বিরুদ্ধে ধৈর্য সহকারে সওয়াবের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে এবং সামনে এগিয়ে যাবে, পিছিয়ে আসবে না, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর তিনি উমায়র ইব্ন হুমামের ঘটনা বর্ণনা করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তীব্র লড়াই করেন। অনুরূপ আবূ বকর সিদ্দীকও প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে প্রথমে ছাপরার মধ্যে আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ ও কান্নাকাটির মাধ্যমে জিহাদ করেন। এরপর দু'জনেই ছাপরা থেকে নেমে এসে অন্যদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নিজেরা সশরীরে যুদ্ধ করেন। এতে তাঁরা উভয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মর্যাদা লাভ করেন।

ইমাম আহমদ বলেন, ওয়াকী' আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদরের দিন আমি আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আশ্রয়ে ছিলাম আমরা সবাই। আমাদের মধ্যে তিনিই দুশমনদের সর্বাধিক নিকটে ছিলেন। সে দিন সকলের চেয়ে তিনি অধিক কঠোরভাবে যুদ্ধ করেন। নাসাঈ এ হাদীছ আবূ ইসহাক সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা যখন যুদ্ধের সম্মুখীন হলাম এবং শত্রুদের সাথে লড়াই করলাম, তখন রাসূল (সা)-কে হিফাযত করার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবূ নুআয়ম.... আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ও আবূ বকরকে বদরের দিন বলা হয়, তোমাদের একজনের সাথে ছিলেন জিবরাঈল, অন্যজনের সাথে ছিলেন মীকাঈল। অপরদিকে ইসরাফীল একজন মহান ফেরেশতা। তিনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ করেননি। কিংবা বলেছেন, তিনি সৈন্যদের কাতারে হাযির ছিলেন। এ বর্ণনাটি পূর্বে উল্লিখিত সেই বর্ণনারই মত, যাতে বলা হয়েছে, আবূ বকর ছিলেন ডান পার্শ্বে এবং বদরের দিন ফেরেশতাগণ যখন একের পর এক অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, তখন জিবরাঈল পাঁচশ' ফেরেশতা নিয়ে ডাইনে আবূ বকরের পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অপরদিকে মীকাইল পাঁচশ' ফেরেশতার আর একটি দল নিয়ে বাম পার্শ্বে অবস্থান নেন। হযরত আলী এখানে ছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও একটি বর্ণনা আছে। যা আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্ঈম সূত্রে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী (রা) বলেন ঃ বদরের দিন আমি কুয়ার কাছে তাসবীহ পাঠ করছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়ে গেল। তারপরে আর একবার অনুরূপ বাতাস হল। কিছুক্ষণ পর আবার ঐ রকম বাতাস এলো। দেখা গেল, মীকাঈল এক হাযার ফেরেশতাসহ এসেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডান পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখানে ছিলেন আবূ বকর। আর ইসরাফীল এক হাযার ফেরেশতাসহ নবীর বাম পাশে রয়েছেন। এখানে ছিলাম আমি নিজে। জিবরাঈলও আর এক হাযার ফেরেশতা নিয়ে আসেন। আমি এই দিন অনেক ঘুরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আরবগণ যে কবিতা দ্বারা সর্বোচ্চ গৌরব প্রকাশ করতো, তা ছিল হাস্সান ইব্ন ছাবিতের নিম্নোক্ত কবিতা ঃ

وببئر بدر اذ يكفّ مَطيَّهم – جبريل تحت لوائنا ومحمد

"আর বদর কুয়োর নিকট তারা যখন তাদের বাহন থামালো, তখন জিবরাঈল ও মুহাম্মদ ছিলেন আমাদের পতাকাতলে।"

ইমাম বুখারী বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম.... মুআয থেকে, তিনি তাঁর পিতা রিফাআত ইবন রাফি' থেকে বর্ণনা করেন। মুআয বলেন, তাঁর পিতা রিফাআত ছিলেন বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীরে অন্যতম। তিনি বলেছেন, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন ঃ আপনার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা কিরূপ বলে মনে করেন ? তিনি বললেন, তাঁদেরকে সর্বোত্তম মুসলমান গণ্য করা হয়। অথবা অনুরূপ কোন কথা তিনি বলেছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, যে সব ফেরেশতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে তাঁদের মর্যাদাও তদ্রূপ। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

"স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং মু'মিনদেরকে অবিচলিত রাখ। যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর" (৮ ঃ ১২)। সহীহ্ মুসলিমে ইকরিমা ইব্‌ন আম্মার আবূ যুমায়ল সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ সে দিন জনৈক মুসলিম সৈনিক তার সম্মুখের একজন মুশরিকের পিছনে জোরে ধাওয়া করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর উপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ ও অশ্বারোহীর আওয়াজ শুনতে পান। অশ্বারোহী বলছিলেন, হে হায়যূম! (ফেরেশতার ঘোড়ার নাম) সম্মুখে এগিয়ে যাও। তখন তিনি দেখতে পেলেন— তাঁর সম্মুখে ঐ মুশরিক চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছে। এরপর তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তার নাক ফাটা ও মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত। যেন কেউ তাকে বেত্রাঘাত করেছে। বেতের আঘাতে তার সমস্ত দেহ নীল হয়ে গেছে এরপর ঐ আনসারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। এই সাহায্য তৃতীয় আসমান থেকে এসেছে। সে দিন মুসলমানগণ সত্তর জন কাফিরকে হত্যা ও সত্তর জনকে বন্দী করেন।

ইবন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ বকর ইবন হায্ম.....ইব্‌ন আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনূ-গিফারের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, বদরের দিন আমি ও আমার এক চাচাত ভাই বদর প্রান্তরে যাই। তখনও আমরা ছিলাম মুশরিক। পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ে উঠে আমরা ঘটনার দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম এবং পরিণতি কোন্ দিকে গড়ায় তার অপেক্ষা করছিলাম। তখন দেখলাম, এক টুকরো মেঘ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। মেঘের টুকরাটি যখন পাহাড়ের কাছে এলো, তখন আমরা সেই মেঘের ভিতর ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, 'হায়যূম! সম্মুখে অগ্রসর হও।' এ সময়

আমার সাথীর হৃদয়যন্ত্র বন্ধ হয়ে সেখানেই সে মারা যায়। আমি মরতে মরতে কোন মতে বেঁচে যাই। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বনূ-সাইদার জনৈক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আবূ উসায়দ মালিক ইব্ন রাবীআ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর একদিন তিনি বলেন, আজকের এই দিনে আমি যদি বদরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি বহাল থাকতো, তবে তোমাদেরকে সেই গিরিপথ দেখিয়ে দিতে পারতাম, যেখান দিয়ে ফেরেশতাগণ বেরিয়ে এসেছিলেন। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ভুল হতো না। ফেরেশতাগণ যখন অবতীর্ণ হলেন এবং ইবলীস তাঁদেরকে দেখতে পেলো- আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং মু'মিনদের অবিচলিত রাখ।" ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে অবিচলিত রাখতেন এভাবে যে, তাঁরা একজন সৈন্যের কাছে তার কোন পরিচিত লোকের আকৃতি ধারণ করে গিয়ে বলতেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, ওরা কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

ওয়াকিদী ইকরিমা সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, বদরে ফেরেশতাগণ কোন পরিচিত ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে কারও সামনে হাযির হতেন এবং অবিচল থাকার সাহস যোগাতেন। ফেরেশতা বলতেন, আমি ওদের কাছে গিয়েছিলাম। শুনলাম— তারা বলাবলি করছে, মুসলমানরা যদি আক্রমণ করে, তা হলে আমরা টিকতে পারবো না। ওরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। এ জাতীয় আরও উৎসাহব্যঞ্জক কথা তাঁরা শুনাতেন। আল্লাহ্ এ দিকেই ইংগিত করে বলেছেন ঃ

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا........... كُلَّ بَنَانٍ

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সংগে আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ। (৮ ঃ ১২)।

এরপর ইবলীস যখন ফেরেশতাগণকে দেখতে পেলো, তখন সে কেটে পড়লো ও বললো, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইলো না। তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। এ সময় সে সুরাকা (ইব্ন মালিক ইব্ন জুছাম)-এর রূপ ধারণ করেছিল। আবূ জাহ্ল তখন নিজের বাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে প্ররোচিত করে বলছিল, 'খবরদার! সুরাকার পক্ষত্যাগ যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা, সে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সঙ্গেকার প্রতিশ্রুতি মত কাজ করছে। তারপর সে লাত-উযযার কসম করে ঘোষণা দিল—'আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর সংগীদের পাহাড়ের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে না দেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না।'[১] সুতরাং তাদেরকে হত্যা না করে শক্তভাবে বেঁধে নিও।

বায়হাকী সালামা সূত্রে আকীল ইব্ন শিহাব—আবূ হাযিম— সাহ্ল ইব্ন সাআদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ উসায়দ অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একদা আমাকে বলেছিলেন, 'ভাতিজা! আমি এবং তুমি যদি আজ বদরে থাকতাম, আর আল্লাহ্ আমার চোক খুলে দিতেন, তবে আমি তোমাকে সেই গিরিপথটি দেখিয়ে দিতাম যেই পথ দিয়ে ফেরেশতাগণ আমাদের

১. বায়হাকীতে আছে, মুহাম্মদ ও তাঁর সংগীদের রশি দিয়ে না বাঁধা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না।

কাছে বেরিয়ে এসেছিলেন। এতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই। ইমাম বুখারী ইব্রাহীম ইব্ন মূসা... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, এই তো জিবরাঈল—যুদ্ধের পোশাক পরে তার ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওয়াকিদী বলেন ঃ ইব্ন আবূ হাবীবা ... ইব্ন আব্বাস থেকে, মূসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম তায়মী তাঁর পিতা থেকে এবং আবিদ ইব্ন ইয়াহ্য়া .... হাকীম ইব্ন হিযাম থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলে বলেছেন, যুদ্ধ যখন সমাগত, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে দু'আ করছেন। দু'আর মধ্যে তিনি বল্ছেন, 'আয় আল্লাহ্! ওরা যদি এই ক্ষুদ্র দলটিকে পরাভূত করে, তা হলে শির্ক বিজয়ী হবে এবং আপনার দীন আর কায়েম হবে না। তখন আবূ বকর (রা) বলছিলেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন এবং আপনার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করবেন। এরপর শত্রুরা যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো, তখন আল্লাহ্ পরপর এক হাযার ফেরেশতা নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূ বকর! সুসইব্নদ শোন! এই তো জিবরাঈল, হলুদ বর্ণের পাগড়ি মাথায় আসমান ও যমীনের মাঝখানে আপন অশ্বের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর যমীনে অবতরণ করলে কিছুক্ষণের জন্যে তিনি আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যান। অল্পক্ষণ পর আবার তিনি প্রকাশিত হন। তখন তাঁর সামনের দাঁতে ধুলাবালি লেগে রয়েছিল। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্র কাছে দু'আ করায় তিনি আপনার জন্যে সাহায্য পাঠিয়েছেন। বায়হাকী বলেন ঃ সাহ্ল (ইব্ন সাআদ) তার পুত্র আবূ উমামাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'প্রিয় বৎস! বদরের দিনে আমরা দেখেছি—আমাদের কেউ কোন মুশরিকের উপর তলোয়ার উত্তোলন করেছে। কিন্তু আঘাত করার পূর্বেই ঐ মুশরিকের মস্তক দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বনূ মাযিন গোত্রের কতিপয় লোকের মাধ্যমে আবূ ওয়াকিদ লায়ছী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদরে আমি এক মুশরিকের পিছনে তাকে মারার জন্যে ধাওয়া করি। কিন্তু আমার তরবারি তার শরীরে লাগার আগেই তার মাথা দেহচ্যুত হয়ে পড়ে যায়। এতে আমি বুঝলাম যে, অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে। ইউনুস ইব্ন বুকায়র ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ তায়মী সূত্রে রাবী' ইব্ন আনাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে যারা ফেরেশতাদের হাতে নিহত হয়েছিল লোকজন তাদের চিনতে পারতো। কেননা, তাদের কাঁধের উপরে ও জোড়ায় আগুনে পোড়ান দাগ থাকতো।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার কাছে মিকসাম থেকে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদরের দিন ফেরেশতাদের প্রতীক-চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ী, যা তাঁরা পিঠের উপর ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে জিবরাঈল ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি পরেছিলেন হলুদ রং-এর পাগড়ী। ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ ফেরেশতাগণ বদর ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি। অবশ্য, অন্যান্য যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সাহায্যকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন। তবে তাঁরা লড়াই করতেন না। ওয়াকিদী বলেন ঃ..... সুহায়ল ইব্ন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের দিন আমি কিছু সংখ্যক গৌরবর্ণের

লোককে সাদা-কালো বর্ণের ঘোড়ার উপরে আসমান ও যমীনের মাঝখানে দেখেছি। তাঁরা ছিলেন বিশেষ প্রতীক চিহ্নধারী। তাঁরা শত্রুদের হত্যা করছিলেন এবং বন্দীও করছিলেন। আবূ উসায়দ অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলেছিলেন, আমার যদি আজ চোখ থাকতো, আর তোমাদের সাথে বদরে থাকতাম, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে সেই গিরিপথ দেখিয়ে দিতাম, যে পথ দিয়ে ফেরেশতাগণ বেরিয়ে আসছিলেন। এতে আমার কোন সংশয় বা সন্দেহ নেই।

ওয়াকিদী বলেন ঃ আমার নিকট খারিজা ইব্‌ন ইবরাহীম তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— বদরের দিন কোন্ ফেরেশতা এ কথা বলেছিলেন যে, "হায়যূম! সামনে অগ্রসর হও"? উত্তরে জিবরাঈল বলেছিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তো আকাশের সকল বাসিন্দাকে চিনি না। এই মুরসাল বর্ণনা। যারা বলেন, 'হায়যূম' জিবরাঈলের ঘোড়ার নাম, যেমন সুহায়লী বলেছেন। এই হাদীস ঐ বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। ওয়াকিদী বলেন ঃ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া হামযা ইব্‌ন সুহায়ব সূত্রে সুহায়ব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদরের দিন কত যে কর্তিত হাত ও গভীর যখম দেখেছি, অথচ সে সব যখম ও ক্ষতস্থানে রক্তের কোন চিহ্ন ছিল না। ওয়াকিদী বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আবূ আকীল, [রাফি' ইব্‌ন খাদীজ] সূত্রে আবূ বুরদা ইব্‌ন নাইয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমি তিনটি ছিন্ন মস্তক এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে রেখে বললাম, এর দু'জনকে তো আমি হত্যা করেছি। কিন্তু তৃতীয় জনকে দেখলাম, একজন দীর্ঘকায় লোক একে আঘাত করেছে। ফলে আমার সামনে তার মস্তক পড়ে গেছে। ঐ মস্তক আমি উঠিয়ে আনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে হচ্ছে আমুক ফেরেশতা! ওয়াকিদী বলেন ঃ মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম তাঁর পিতা সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সাইব ইব্‌ন আবূ হুবায়শ উমর (রা) খিলাফত কালে বলতো, আল্লাহ্‌র কসম, আমাকে কোন মানুষ বন্দী করেনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হতো, তা হলে কে তোমাকে বন্দী করেছিলো ? সে বলতো, কুরায়শ বাহিনী যখন পরাজিত হয়ে পলায়ন করে, তখন আমিও তাদের সাথে পলায়ন করি। এ সময় সাদা ঘোড়ায় আরোহী লম্বা চুলধারী এক ব্যক্তি আমাকে ধরে বেঁধে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ আসেন। আমাকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তিনি সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করেন, একে বন্দী করেছে কে ? ঘোষণা দিতে দিতে তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট এনে হাযির করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে বন্দী করেছে ? আমি বললাম, তাকে আমি চিনি না। তবে যাকে দেখেছি তার বর্ণনা দিতে চাই না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাকে বন্দী করেছেন জনৈক ফেরেশতা। এরপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফকে বললেন, তোমার বন্দীকে নিয়ে যাও।

ওয়াকিদী বলেন ঃ হাকীম ইব্‌ন হিযাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের দিন আমি দেখলাম, আকাশ থেকে দিগন্তব্যাপী এক বিরাট চাদর নেমে আসছে। এরপর দেখলাম গোটা উপত্যকা ছেয়ে গেছে। তখন আমার মনে হল, এটা অবশ্যই আসমান থেকে আগত কিছু হবে, যা দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করা হচ্ছে। বস্তুত এ ছিল ফেরেশতাদের আগমন— যার পরিণতিতে কাফিরদের পরাজয় ঘটে। ইসহাক ইব্‌ন রাহ্ওয়ায়হ বলেন ঃ জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শদের পরাজয়ের পূর্বে দেখলাম, লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত। এমন সময় আকাশ থেকে কাল পিঁপড়ার মত যেন একটা কাল চাদর নেমে আসছে। এ যে ফেরেশতাদের আগমন তাতে আমার কোন সন্দেহ রইল না। ফলে কুরায়শদের পরাজয় বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্যে যখন অবতরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামান্য তন্দ্রার পর তাঁদেরকে দেখেন, তখন আবূ বকরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, আবূ বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর! এই তো জিবরাঈল তাঁর ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছেন। যুদ্ধের কারণে ধুলাবালি তাঁর দাঁতে লেগে আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ম পরে ছাপরা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন, জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং ফেরেশতাগণের আগমনের সংবাদ শুনিয়ে তাঁদেরকে সাহস যোগান। মুসলিম বাহিনী তখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও শত্রুদের উপর হামলা করেনি। তাদের অন্তরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নেমে আসে। তাঁরা ঐ অবস্থায় কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এই তন্দ্রাই ছিল তাঁদের প্রশান্তি, দৃঢ়তা ও ঈমানের লক্ষণ। আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسُ اَمَنَةً مِّنْهُ

"স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্যে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন।" (৮ ঃ ১১)। কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা যায়, উহুদ যুদ্ধেও তন্দ্রা আসার পর মুসলমানদের এরূপ প্রশান্তি লাভ হয়েছিল। এ কারণে ইব্ন মাসঊদ বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ সৈন্যদের তন্দ্রা ঈমানের লক্ষণ আর সালাতের মধ্যে তন্দ্রা মুনাফিকীর লক্ষণ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তোমরা বিজয় চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে; যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেবো এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না, এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন" (৮ ঃ ১৯)।

ইমাম আহমদ.... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা থেকে বর্ণনা করেন, বদরে দু'-পক্ষ মুখোমুখি হলে আবূ জাহ্ল এ ভাবে প্রার্থনা করেছিল, হে আল্লাহ্! এরা আমাদের রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, এমন সব বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং এই সকালে আপনি ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবূ জাহ্লই ছিল সাহায্য প্রার্থনাকারী।[১] ইব্ন ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে এবং নাসাঈ সালিহ্ ইব্ন কায়সান সূত্রে যুহরী

১. আয়াতে উল্লিখিত "তোমরা যদি মীমাংসা বা সাহায্য কামনা কর"— এখানে তোমরা বলতে কাদের বুঝান হয়েছে? এ বিষয়ে ৩টি মত আছে। যথাঃ (১) কাফির ঃ কেননা, আবূ জাহ্ল মীমাংসার জন্যে আল্লাহ্র

থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। হাকিম ইমাম যুহ্রী থেকে শেষে বলেছেন, বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্। কিন্তু বুখারী-মুসলিমে এ বর্ণনা নেই।

উমাবী বলেন ঃ আসবাত ইব্ন মুহাম্মদ কুরাশী আতিয়্যা সূত্রে মুতাররাফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা যদি মীমাংসা চাও, তবে মীমাংসা তো তোমাদের নিকট এসে গেছে" এ আয়াতটি তখন নাযিল হয় যখন আবূ জাহ্ল এই বলে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ্! দুই দলের মধ্যে যে দল শক্তিশালী, দুই গোত্রের মধ্যে যে গোত্র অধিক সম্মানিত এবং দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ সংখ্যায় বেশী তাদের প্রতি আপনি সাহায্য করুন! আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন, "স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হব" (৮ ঃ ৭)

এ আয়াত প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মক্কার বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে আসছে— এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নেতৃত্বে মদীনাবাসিগণ কাফেলাকে ধরার জন্যে বেরিয়ে আসেন। এ খবর তাৎক্ষণিক ভাবে মক্কা পৌঁছে যায়। মক্কাবাসীরা দ্রুত কাফেলার দিকে এগিয়ে আসে, যাতে নবী করীম (সা) ও তাঁর সাথীগণ কাফেলাকে কাবু করতে না পারে। কিন্তু কাফেলা পূর্বেই ঐ পথ অতিক্রম করে চলে যায়। এ দিকে আল্লাহ্ দুই দলের এক দলকে মুসলমানদের আয়ত্তাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মুসলমানদের কাম্য ছিল যে, বাণিজ্য কাফেলা তাদের করায়ত্ত হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা থেকে আগত সশস্ত্র বাহিনীকে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী মক্কাবাসীদের বিপুল রণশক্তির কারণে তাদের মুকাবিলায় যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে নবী করীম (সা) ও মুসলমানগণ বদরে অবতরণ করেন। বদরের পানির কুয়ো ও মুসলিম শিবিরের মাঝখানের জায়গাটি ছিল বালুকারাশিতে পূর্ণ। দীর্ঘ সফরে মুসলমানরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন। শয়তান তাঁদেরকে প্ররোচনা দেয়ার চেষ্টা করে। সে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলে, মনে করেছ যে, তোমরা আল্লাহ্র বন্ধু এবং আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের মধ্যে আছেন। অথচ পানির উপরে মুশরিকরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ দিকে অমুক অমুক অসুবিধার দরুন পানির প্রয়োজন তোমাদের অত্যধিক।[১] এরপর আল্লাহ্র হুকুমে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। মুসলমানগণ সে পানি পান করেন ও পবিত্রতা অর্জন

নিকট প্রার্থনা করেছিল। এ ছাড়া নযর ইব্ন হারিছ বলেছিল, হে আল্লাহ্! মুহাম্মদের ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন। ফলে ঐ দিন সে নিহত হয়। কাযী ইয়ায বলেন, 'ফাতাহ্' অর্থ যদি সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা হয়, তবে এখানে কাফিরদেরকেই বুঝানো হয়েছে। (২) মু'মিন ঃ অর্থাৎ তোমরা যদি সাহায্য চাও, তবে তোমাদের নিকট সাহায্য তো এসেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের বিজয় দিয়েছেন। কাযী ইয়াযের মতে এটাই উত্তম। কেননা, "সাহায্য তো তোমাদের নিকট পৌঁছে গেছে"— এ কথাটা মু'মিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (৩) প্রথম সম্বোধন মু'মিনদেরকে এবং পরে কাফিরদের। কেননা, আয়াতে বলা হয়েছে— " তোমরা যদি পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি ঘটাব।" এর অর্থ হলো, তোমরা যদি মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি কর, তবে আমি বদরের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করবো। কুশায়রী, হাসান বসরী, মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেছেন, কাফিরদের প্রতি সম্বোধন করার মতটিই বিশুদ্ধ। (তাফসীরে রাযী)

১. কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো ফরয গোসলের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল।

করেন। ফলে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাব তাঁদের অন্তর থেকে দূরীভূত হয়। বালু বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে জমে শক্ত হয়ে যায়। মানুষ ও বাহনগুলো সহজেই তার উপর দিয়ে চলাচল করতে পারছিল। এরপর মুসলিম বাহিনী মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাঁর নবী ও মুসলমানগণকে এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন। জিবরাঈল পাঁচশ' ফেরেশতা নিয়ে ডান পার্শ্বে এবং মীকাঈল পাঁচশ' ফেরেশতা নিয়ে বাম পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। অপরদিকে ইবলীস একদল শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে হাযির হয়। তারা মুদলাজ গোত্রের পুরুষদের আকৃতি নিয়ে আসে এবং মূল শয়তান আসে সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম-এর রূপ ধারণ করে। শয়তান মুশরিকদের বললো, তোমাদের উপর আজ কেউ বিজয়ী হতে পারবে না, আমি তোমাদের সাথে আছি। তারপর উভয় পক্ষ যখন যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধ হয়, তখন আবূ জাহ্ল এই দু'আ করে, "হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে দল সত্যের উপর আছে, সে দলকে সাহায্য করুন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করেন, "হে প্রতিপালক। আপনি যদি এ দলটিকে ধ্বংস করেন, তবে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না।" এ সময় জিবরাঈল তাঁকে বলেন, এক মুঠো ধুলো হাতে নিন। রাসূলুল্লাহ্ এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। দেখা গেল, মুশরিকদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল না যার চোখে, নাকে ও মুখে ঐ নিক্ষিপ্ত ধুলো পৌঁছেনি। ফলে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ফেরেশতা জিবরাঈল ইবলীসের দিকে অগ্রসর হন। তখন ইবলীসের হাত ছিল জনৈক মুশরিকের মুঠোর মধ্যে। সে জিবরাঈলকে দেখে হাতখানি ছুটিয়ে নিয়ে তাকে বিদায় জানিয়ে পলায়ন করে। মুশরিক লোকটি বললো, "হে সুরাকা! তুমি কি বলোনি যে, তুমি আমাদের সাথে থাকবে ? ইবলীস জবাব দিল ঃ "তোমরা যা দেখতে পাও না, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর" (৮ ঃ ৪৮)।

ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েই সে এ কথাটি বলেছিল। বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে এ টি বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ মুসআদা ইব্ন সাআদ আল- আত্তার ... রিফাআতা ইব্ন রাফি' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবলীস যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাদের কঠোর ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে, তখন আশংকা করে যে, সেও ধরা পড়ে যাবে। হারিছ ইব্ন হিশাম ইবলীসকে সুরাকা ইব্ন মালিক মনে করে জড়িয়ে ধরে। তখন ইবলীস হারিছের বুকে এক ঘুষি মেরে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করে "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার যে অবকাশ দিয়েছিলেন, সে অবকাশ আমি প্রার্থনা করছি। সে ভয় পাচ্ছিল যে, তাকে হত্যা না করা হয়। তখন আবূ জাহ্ল সবাইকে সম্বোধন করে বললো, হে কুরায়শ বাহিনী! সরাকা ইব্ন মালিকের কাপুরুষতা যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। কেননা, সে ছিল মুহাম্মদের একজন গোয়েন্দা। আর শায়বা, উতবা ও ওয়ালীদের নিহত হওয়ায় যেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা না আসে। কেননা, তারা খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছিল। লাত ও উয্যার কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে পাহাড়ে-পর্বতে ছড়িয়ে

পড়তে বাধ্য না করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। তোমরা কোন শত্রুকে ধরেই হত্যা করে ফেলো না, বরং তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করবে। তারপর আমাদের রক্ত সম্পর্ক নষ্ট করা ও লাত-উয্যা থেকে বিমুখ হওয়ার অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করে পরে ওদেরকে হত্যা করবে। এসময় আবূ জাহ্ল নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

ما تنقم الحرب الشموس منى - بازل عامين حديث سنى

لمثل هذا ولدتنى امى

অর্থ ঃ "প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সংঘটিত যুদ্ধও আমার থেকে বদলা নিতে সক্ষম হয় না। কেননা, আমি দু'বছর বয়সের জওয়ান উটের ন্যায় শক্তিশালী। এ জাতীয় দুঃসাহসী কাজের জন্যেই আমার মা আমাকে প্রসব করেছে।"

ওয়াকিদী বলেন ঃ মারওয়ান ইব্ন হাকাম একদা হাকীম ইব্ন হিযামকে বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে অনুরোধ জানায়। বৃদ্ধ হাকীম এতে অনীহা প্রকাশ করেন। বারবার অনুরোধ জানালে তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ আমরা উভয় পক্ষ পরস্পর মুখোমুখি হই এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পাই। যেন আকাশ থেকে পৃথিবীতে কিছু একটা পড়েছে। তামার পাত্রে পাথরের টুকরা পড়লে যেরূপ আওয়াজ হয়, ঐ আওয়াজটি ছিল অনেকটা সে রকম। এরপর নবী করীম (সা) এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ফলে আমাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ওয়াকিদী আবূ ইসহাক সূত্রে ... আবদুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন সুআয়র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাওফিল ইব্ন মুআবিয়া দায়লীকে বলতে শুনেছি— বদর যুদ্ধে আমরা পরাজিত হই। সে দিন আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে একটা শব্দ শুনি। শব্দটি ছিল তামার পাত্রে কংকর পড়ার শব্দের মত। এতে আমরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি।

উমাবী বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন সুআয়র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরে দু'দলের যুদ্ধ চলাকালে আবূ জাহ্ল এই প্রার্থনা করে ঃ 'হে আল্লাহ্! সে আমাদের রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, এমন সংবাদ নিয়ে এসেছে যার সাথে আমরা পরিচিত নই, সুতরাং এই সকালে আপনি তাকে পরাভূত করে দিন।" এভাবে আবূ জাহ্লই আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। এ রকম অবস্থা তখন বিরাজ করছিল। এদিকে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আল্লাহ্ মুসলমানদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। মুশরিকদের সংখ্যা মুসলমানদের চোখে কম করে দেখাচ্ছিলেন। ফলে যুদ্ধের জন্যে তারা উৎসাহবোধ করতে থাকে। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাপরার মধ্যে সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর জাগ্রত হয়ে বললেন, আবূ বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর, এই তো জিবরাঈল পাগড়ী মাথায় ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে নিয়ে আসছেন। ঘোড়ার মুখে ধুলাবালি লেগে আছে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সেই সাহায্য পৌঁছে গেছে। এরপর জিবরাঈলের কথামত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুঠো কংকর হাতে নেন এবং ছাপরা থেকে বেরিয়ে শত্রুদের সামনে যান। তারপর شاهت الوجوه (ওদের চেহারা বিকৃত হোক) বলে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তিনি সাহাবাগণকে বললেন, এবার তোমরা আক্রমণ কর।

ওদের পরাজয় সুনিশ্চিত। অবশেষে আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী মুশরিকদের অনেক নেতা যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে বন্দী হয়। এ ঘটনা সম্পর্কে ইব্ন ইসহাক থেকে যিয়াদের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুঠো কংকর হতে নিয়ে কুরায়শ দলের সামনে আসেন এবং شاهت الوجوه। বলে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। তারপর সাহাবাগণকে বলেন ঃ আক্রমণ কর। ফলে কুরায়শরা পরাজিত হয়। আল্লাহর হুকুমত কুরায়শদের অনেক নেতা নিহত হয় ও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি বন্দী হয়। সুদ্দী আল-কাবীর বলেন ঃ বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে বলেছিলেন, আমাকে কিছু কংকর এনে দাও, আলী কিছু কংকর এনে দেন। কংকরগুলোতে ধুলাবালি লেগেছিল। তিনি সেগুলো শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করে দেন। দেখা গেল, এমন কোন মুশরিক ছিল না, যার দুই চোখে ঐ ধুলাবালি লাগেনি। এরপর মুসলমানরা পিছনে ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যাও বন্দী করেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى.

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তুমি যখন ধুলো নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি এবং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন" (৮ ঃ ১৭)।

উরওয়া, ইকরিমা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কাআব, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ প্রমুখ মনীষিগণ এ কথাই বলেছেন যে, এ আয়াত বদর যুদ্ধের ঐ প্রসংগেই নাযিল হয়েছে। তবে হুনায়ন যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই একই কৌশল অবলম্বন করেন। যথাস্থানে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো ইন্শাআল্লাহ্।

ইব্ন ইসহাক লিখেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবাগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মুশরিকদের প্রতি ধুলো নিক্ষেপ করেন, যার পরিণতিতে তারা পরাজিত হয়, তখন তিনি পুনরায় ছাপরায় প্রবেশ করেন। আবূ বকর এ সময় রাসূলুল্লাহ্র সংগে ছিলেন। সাআদ ইব্ন মুআয ও কয়েকজন আনসার সাহাবী ছাপরার দরজার নিকট তলোয়ার হাতে পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। যাতে মুশরিকরা ঘুরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। ইব্ন ইসহাক বলেন, কুরায়যা বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর মুসলিম মুজাহিদগণ তাদের বন্দী করতে থাকেন। এ অবস্থা দেখে সাআদ ইব্ন মুআযের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাআদ-এর এ পরিবর্তন দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে সাআদ! মনে হচ্ছে মুসলমানদের এ কাজে তুমি সন্তুষ্ট নও? সাআদ বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আজ মুশরিকদের শেষ করার প্রথম সুযোগ আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন। তাই ওদের পুরুষদের বন্দী করে জীবিত রাখার চেয়ে বেশী বেশী হত্যা করাই ছিল আমার কাছে পসন্দনীয়। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবাগণকে এ দিন বলেছিলেন, আমি জানি, বনূ হাশিমসহ আরও কিছু লোককে কুরায়শরা জোরযবর দস্তি করে যুদ্ধে এনেছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না। সুতরাং বনূ হাশিমের কেউ তোমাদের কারো সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আবুল বুখতারী ইব্ন হিশাম ইব্ন হারিছ ইব্ন আসাদকে সামনে পেলে তাকে হত্যা করো না। রাসূলুল্লাহ্র চাচা আব্বাস ইব্ন

আবদুল মুত্তালিব কারও সামনে পড়লে তাকেও হত্যা করো না। কেননা, তাকে জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে আবূ হুযায়ফা উতবা ইব্ন রাবীআ বললেন, আমরা আমাদের বাপ, ভাই ও পুত্রদের হত্যা করবো আর আব্বাসকে ছেড়ে দিবো, তা কী করে হয় ? আল্লাহ্র কসম, সে যদি আমার সামনে পড়ে, তবে আমি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করবোই। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি উমরকে ডেকে বলেন ঃ ওহে আবূ হাফ্স্![১] আল্লাহ্র রাসূলের চাচার চেহারায় কি তরবারি চালান যায় ? উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তলোয়ার দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আল্লাহ্র কসম, সে মুনাফিক হয়ে গেছে। পরবর্তীতে আবূ হুযায়ফা বলতেন, ঐ দিন আমি যে কথাটি বলেছিলাম, তার জন্যে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি না। একমাত্র শাহাদতের দ্বারা কাফ্ফারা দেওয়া ছাড়া রক্ষা হবে না বলে আমি সর্বদা শংকিত থাকি। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

আবুল বুখতারী ইব্ন হিশামের হত্যার ঘটনা

ইবন ইসহাক বলেন, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল বুখতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। কেননা, মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্যাতন করা থেকে তিনি কুরায়শদেরকে নিবৃত্ত করতেন। তিনি নিজে কখনও রাসূলুল্লাহ্কে কষ্ট দেননি এবং এমন কোন আচরণও করেননি যাতে তাঁর মন ব্যথিত হয়। এছাড়া কুরায়শদের যে লিখিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও বনূ হাশিমকে আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ রাখা হয়, সে চুক্তিপত্র ভঙ্গের ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বদর রণাংগনে আবুল বুখতারী মুজায্যার ইবন যিয়াদের সামনে পড়েন। মুজাযযার ছিলেন আনসারদের মিত্র। তিনি আবুল বুখতারীকে জানিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে হত্যা করতে আমাদেরকে বারণ করে দিয়েছেন। আবুল বুখতারীর সঙ্গে ছিল জুনাদা ইব্ন মালীহা নামক লায়ছ গোত্রীয় তাঁর এক বন্ধু। মক্কা থেকে সে আবুল বুখতারীর সঙ্গে এসেছিল। তার সম্পর্কে আবুল বুখতারী বললেন, আমার সংগীটির কী হবে ? উত্তরে মুজায্যার জানালেন, আল্লাহ্র কসম, তোমার সঙ্গীকে ছাড়া হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল তোমার একার কথাই বলেছেন। আবুল বুখতারী বললেন, তাহলে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি ও সে এক সাথেই মরব। যাতে পশ্চাতে কুরায়শ মহিলারা আমার সম্পর্কে এ কথা বলতে না পারে যে, নিজের জীবন রক্ষার্থে আমি আমার সঙ্গীকে ত্যাগ করেছি। একথা বলেই তিনি মুজায্যারের উপর আক্রমণ করলেন এবং নিম্নের ছন্দটি পড়লেন ঃ

لَنْ يَتْرُكَ ابْنُ حُرَّةٍ زَمِيلَهُ – حَتَّى يَمُوتَ اَوْ يَرَى سَبِيلَهُ

"কোন সম্ভ্রান্ত লোক তার সঙ্গীকে কখনও পরিত্যাগ করে না। হয় সে সঙ্গীর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়, না হয় অন্য কোন উপায় বের করে নেয়।"

তারপর উভয়ের মধ্যে লড়াই শুরু হলে আবুল বুখতারী মারা যায়। এ প্রসঙ্গে মুজায্যার নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

---

১. হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্র কসম, এই দিনই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে 'আবূ হাফস' কুনিয়াতে আখ্যায়িত করেন।

"হয়তো তুমি আমার বংশপরিচয় জান না; কিংবা জানলেও ভুলে গিয়েছ। তবে বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি বালা গোত্রের লোক। যারা ইয়ামানের তৈরি বর্শা দ্বারা (শত্রুকে) আঘাত করে এবং শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধারা যতক্ষণ পরাভূত না হয়, ততক্ষণ তাদের উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। (হে পথিক!) বুখতারী'র সন্তানদেরকে ইয়াতীম হওয়ার সংবাদ দাও; কিংবা আমার সন্তানদের নিকট এ জাতীয় কোন সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও। আমি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, আমার মূল হচ্ছে বালা গোত্র। আমি বর্শা দ্বারা আঘাত করতে থাকি যতক্ষণ না তা বাঁকা হয়ে যায়। আমি আমার প্রতিপক্ষকে ধারাল মাশরাফী তরবারি দ্বারা হত্যা করি। আমি মৃত্যুকে সেইরূপ দ্রুত কামনা করি যেরূপ কামনা করে ঐ উষ্ট্রী যার স্তনে দুধ জমাট বেঁধে যাওয়ায় যন্ত্রণা ভোগ করে। মুজায্যারের এ কথাগুলোকে কেউ মিথ্যা হিসেবে দেখতে পাবে না।"

এরপর মুজায্যার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে বন্দী অবস্থায় আপনার নিকট নিয়ে আসতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে আমার সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুতেই রাযী হল না। ফলে আমাকে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং আমার হাতে সে নিহত হয়।

উমাইয়া ইব্ন খাল্ফের হত্যার ঘটনা

ইব্ন ইসহাক ... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কায় অবস্থানকালে উমাইয়া ইব্ন খাল্ফের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমার নাম ছিল আব্দে আমর। ইসলাম গ্রহণ করার পর ঐ নাম পরিবর্তন করে আমার নতুন নামকরণ করা হয় আবদুর রহমান। তখন সে আমার সাথে সাক্ষাত করে বলল, ওহে আবদে আমর! তোমার পিতার রাখা নাম কি পরিবর্তন করে ফেলেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আমি রহমান চিনি না। সুতরাং তোমাকে ডাকার জন্যে এমন একটা নাম রাখ, যা আমাদের দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন থেকে তোমাকে পূর্বের নামে ডাকলে তুমি সাড়া দিবে না আর আমিও তোমাকে এমন নাম ধরে ডাকবো না, যে নাম আমি চিনি না। এরপর থেকে আমাকে আবদে আমর বলে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম না। আবদুর রহমান বলেন, আমি উমাইয়াকে বললাম– হে আবূ আলী! তুমি তোমার পসন্দমত একটা নাম রাখ। সে বলল, তোমার নাম "আবদুল ইলাহ্"। আমি বললাম, তাই হোক। এরপর থেকে আমি যখন তার পাশ দিয়ে যেতাম, সে আমাকে আবদুল ইলাহ বলে সম্বোধন করতো। আমি তার সে ডাকে সাড়া দিতাম এবং তার সাথে কথাবার্তা বলতাম। বদরের যুদ্ধে আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম উমাইয়া তার পুত্র আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে ছিল কয়েকটি লৌহবর্ম। এগুলো আমি আমার হাতে নিহত শত্রুদের থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। উমাইয়া আমাকে দেখে আবদে আমর বলে ডাক দিল। কিন্তু আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। তখন সে 'আবদে ইলাহ' বলে ডাকল। এবার তার ডাকে আমি সাড়া দিলাম। সে বলল, আমার ব্যাপারে কি তোমার কোন দরদ নেই? তোমার কাছে সে বর্মগুলো আছে, তার থেকে কি আমি তোমার জন্যে অধিক কল্যাণকর নই? আমি বললাম, অবশ্যই। তারপর আমি হাতের বর্মগুলো ফেলে দিয়ে তার ও তার পুত্রের

(আলীর) হাত ধরলাম। সে বলল, আজকের ন্যায় আর কোন (খুশীর) দিন কখনও দেখিনি। সে বলল, তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন আছে? এরপর আমি তাদের দু'জনকে নিয়ে চললাম।

ইবন ইসহাক ... সাআদ ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ থেকে বর্ণনা করেন, আমি যখন উমাইয়া ও তার পুত্রের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলাম. তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে আবদে ইলাহ্! তোমাদের মধ্যে ঐ লোকটি কে, যে তার বুকে উটপাখীর পালক লাগিয়ে রেখেছে? আমি বললাম, হামযা। সে বলল, এ লোকটি তো আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই করেছে। আবদুর রহমান বলেন, আমি যখন তাদের দু'জনকে সাথে নিয়ে চলছিলাম, তখন বিলাল উমাইয়াকে দেখতে পান। এই উমাইয়া বিলালকে ইসলাম গ্রহণের দায়ে মক্কায় নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করত। বিলাল তাকে দেখেই বললেন, এই তো কাফির নেতা উমাইয়া ইবন খাল্‌ফ। সে যদি আজ রক্ষা পেয়ে যায়, তবে তো আমার রক্ষা নেই। আমি বললাম, বিলাল! এতো এখন আমার বন্দী। বিলাল বললেন, সে যদি বেঁচে যায়, তবে তো আমার রক্ষা নেই। এরপর বিলাল উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারিগণ! কাফির সর্দার উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ এখানে আছে। সে যদি বেঁচে যায়, তবে আমার আর রক্ষা নেই। বিলালের আহ্বানে আনসারগণ ছুটে এসে আমাদেরকে চারিদিক থেকে কাঁকনের মত বেষ্টন করে ফেলল। আমি তাদের আক্রমণ থেকে উমাইয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এর মধ্যে একজন পেছন থেকে উমাইয়ার ছেলের পায়ে আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। এ দেখে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার করল যে, ঐরূপ চিৎকার আমি কখনও শুনিনি। আমি বললাম, উমাইয়া! তুমি নিজের চিন্তা কর, আজ আর রক্ষা নেই। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারব না। শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ উমাইয়া ও তার পুত্রকে তরবারি দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা করল। পরবর্তীতে আবদুর রহমান প্রায়ই বলতেন, 'বিলাল আমাকে বর্ম ও বন্দীর ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন!

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে প্রায় অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ওয়াকালাত অধ্যায়ে আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফের সাথে আমি এই মর্মে একটা চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলাম যে, সে মক্কায় আমার ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং আমি মদীনায় তার ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করব। চুক্তিপত্রে আমার নামের অংশ 'রাহ্‌মান' শব্দটি যখন লিখলাম, তখন সে আপত্তি জানিয়ে বলল, রাহমানকে তো আমি চিনি না; বরং জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল সে নামই লিখ। তখন আমি তাতে আবদে আমর লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে উমাইয়াকে বাঁচাবার জন্যে তাকে নিয়ে একটি পাহাড়ের দিকে গেলাম। এ সময় বিলাল তাকে দেখে ফেলে এবং দ্রুত আনসারদের এক সমাবেশে গিয়ে জানায়, এই তো উমাইয়া ইবন খাল্‌ফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায়, তবে আমার রক্ষা নেই। তখন আনসারদের একটি দল তাঁকে সাথে নিয়ে আমাদের দিকে ছুটল। যখন আমার আশঙ্কা হল যে, তারা আমাদের নিকটে এসে পড়বে, তখন আমি উমাইয়ার পুত্রকে তাদের জন্যে পিছনে ছেড়ে এলাম, যাতে তারা ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা আমাদের দিকে ধেয়ে

আসল। উমাইয়া ছিল একটি স্থূলদেহী ব্যক্তি। যখন তারা আমাদের কাছে এসে পড়লেন, তখন আমি তাকে বললাম, শুয়ে পড়। সে শুয়ে পড়লে আমি আমার শরীর দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলে তাকে রক্ষার প্রয়াস পেলাম। কিন্তু তারা আমার শরীরের নীচ দিয়ে তলোয়ার চালিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। এদের একজনের তলোয়ারের একটি আঘাত আমার পায়ে এসে লাগে। আবদুর রহমান পরে আমাদেরকে তার পায়ের উপরের সে আঘাতের চিহ্নটি দেখাতেন। রিফায়া ইব্ন রাফি'র মুসনাদে আছে যে, তিনিই উমাইয়াকে হত্যা করেছিলেন।

অভিশপ্ত আবূ জাহ্লের হত্যার ঘটনা

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আবূ জাহ্ল নিম্নলিখিত রণ-সংগীত আবৃত্তি করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় ঃ

(সংগীত) বারবার আবর্তিত প্রচণ্ড যুদ্ধও আমার থেকে কোন প্রতিশোধ নিতে পারে না। আমি দু'বছর বয়সী যুবক উটের ন্যায় শক্তিশালী। আর এরূপ কাজের জন্যেই আমার মা আমাকে প্রসব করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিহতদের মধ্যে আবূ জাহ্লের অবস্থা কী, তা জানার জন্যে নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে ছওর ইব্ন যায়দ ... ইব্ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর সূত্রে বলেন, সর্বপ্রথম যিনি আবূ জাহ্লকে দেখতে পান, তিনি ছিলেন বনূ সালামা গোত্রের মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ। তিনি বলেন, আমি লোকদের বলাবলি করতে শুনি যে, আবূ জাহ্ল সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কেউ তার কাছে ঘেঁষতে সক্ষম হবে না। একথা শুনেই আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আবূ জাহ্লের নিকট যে কোন মূল্যে আমি পৌঁছবই। এরপর আমি সে দিকে অগ্রসর হলাম। যখন আমি তার নিকট পৌঁছে গেলাম, তখন তলোয়ার দিয়ে তার উপর সজোরে আঘাত করলাম। এতে তার পায়ের নলার মধ্যখান থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খেজুরের আঁটির উপর পাথরের আঘাত করলে আঁটির যে অবস্থা হয় তার সাথে আমার এ আঘাতের কিছুটা তুলনা করা যায়। পিতার অবস্থা দেখে আবূ জাহ্লের পুত্র ইকরিমা আমার কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। ফলে আমার বাহু গোড়ার দিক থেকে কেটে যায় এবং সামান্য চামড়ার সাথে লেগে ঝুলতে থাকে। ঝুলন্ত হাত পেছন দিকে রেখে আমি লড়াই করে চললাম। কিন্তু এতে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হওয়ায় ঝুলন্ত হাতটি পায়ের নীচে রেখে এক টানে ছিঁড়ে ফেললাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ্ (রা) হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবূ জাহলের পা কাটা যাওয়ার পর মুআওয়ায ইব্ন আফরা তার কাছে গেল এবং তরবারি দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করল। তারপর মুআওয়ায যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। মুআওয়াযের আঘাতের পরেও আবূ জাহ্ল একেবারে মারা যায়নি— শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নিহতদের মধ্যে আবূ জাহ্লকে খোঁজার নির্দেশ দেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ এসে আবূ জাহ্লকে এ অবস্থায় দেখতে পান। ইব্ন ইসহাক বলেন, বর্ণনা সূত্রে আমি জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আবূ জাহ্লকে নিহতদের মধ্যে সন্ধান করতে সাহাবাদেরকে নির্দেশ দেন তখন এ কথাও বলে

দিয়েছিলেন যে, আবূ জাহ্লের লাশ শনাক্ত করতে যদি তোমাদের অসুবিধা হয়, তাহলে দেখবে তার একটা হাঁটুতে পুরাতন যখমের চিহ্ন আছে। ঘটনা হচ্ছে, আমি ও আবূ জাহ্ল বাল্যকালে একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাদআনের বৈঠকখানায় কোন এক বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হই। আমি ছিলাম তার থেকে কিছুটা হালকা-পাতলা। বিতর্কের এক পর্যায়ে আমি তাকে ধাক্কা দেই। এতে সে উভয় হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ে যায় এবং এক হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে যায়। সেই যখমের চিহ্ন আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ বলেন, আমি আবূ জাহ্লকে দেখে চিনলাম। তখনও তার প্রাণ শেষ হয়ে যায়নি। আমি তার ঘাড়ের উপর আমার পা রাখলাম। কারণ, সে মক্কায় একবার আমার উপর চড়াও হয়ে আমাকে ঘুষি মারে ও নির্যাতন চালায়। তাকে সম্বোধন করে বললাম, ওহে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। আবূ জাহ্ল বলল, তোমরা একজন নেতৃস্থানীয় লোককে হত্যা করেছ, এতে লাঞ্ছনার কী আছে ? আবূ জাহ্ল জিজ্ঞেস করল, আজকের জয় কোন্ দলের ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ মাখযূম গোত্রের কিছু লোক জানিয়েছে, ইব্‌ন মাসঊদ বলতেন ঃ আবূ জাহ্ল আমাকে লক্ষ্য করে তখন বলেছিল ঃ এক কঠিন স্থানে আরোহণ করেছো হে তুচ্ছ মেষ রাখাল! এরপর আমি আবূ জাহলের শিরশ্ছেদ করে রাসূল (সা)-এর সম্মুখে পেশ করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দুশমনের শির। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, সেই আল্লাহ্ কি সর্বশক্তিমান নন, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই ? এটা ছিল আল্লাহ্‌র রাসূলের পূর্ব ঘোষিত কসম। আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। এরপর আমি ছিন্ন মস্তকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সামনে রেখে দিলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এ হচ্ছে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা। এ ঘটনা বুখারী ও মুসলিমে ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমি সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে আমার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখি আমি দু'জন আনসার বালকের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তখন আমার মনে এ কামনা জাগল যে, এদের পরিবর্তে যদি দু'জন শক্তিশালী লোকের মাঝখানে থাকতাম তবে কতই না ভাল হতো। এ সময় তাদের একজন আমাকে ইঙ্গিতে বলল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহ্লকে চিনেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে তাকে দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন ? সে বলল, আমি শুনেছি, সে নাকি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে গালাগাল করে। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে (তার উপর আক্রমণ করব এবং) ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ না তার ও আমার মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে। চাই যার মৃত্যুই আগে হোক না কেন ? বালকটির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এরপর অপর বালকটিও আমাকে ইঙ্গিতে অনুরূপ কথা বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, আবূ জাহ্ল তার লোকজনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তখন আমি বালক দু'টিকে বললাম, দেখ, এই যে সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে। এ কথা শুনামাত্র বালক দু'টি দ্রুত ছুটে যেয়ে আবূ জাহ্লকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললো। এরপর উভয়ে ফিরে এসে নবী করীম (সা)-কে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছো ? দু'জনের প্রত্যেকেই

দাবী করল, আমিই তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি পরিষ্কার করে ফেলেছ ? তারা বলল, না। তখন রাসূল (সা) উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে বললেন, এরা দু'জনেই আবূ জাহ্লকে হত্যা করেছে। বালক দুটির নাম (১) মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ এবং (২) মুআয ইব্ন আফরা। তবে নিহত আবূ জাহ্লের যুদ্ধাস্ত্র ও পোশাকাদি তিনি মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহকে প্রদানের সিদ্ধান্ত দেন।

ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমি সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়সী কিশোর। এরূপ দু'জন কিশোরেব মাঝখানে থাকায় আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলাম না। এমতাবস্থায় তাদের একজন অন্যজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ চাচা, আবূ জাহ্ল লোকটা কে ? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন না! আমি বললাম, ভাতিজা! তাকে দিয়ে তুমি কি করবে ? সে বলল, আমি আল্লাহ্র সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যদি আবূ জাহ্লের দেখা পাই তা হলে হয় তাকে হত্যা করব, না হয় নিজেই মারা যাব। এরপর দ্বিতীয় কিশোরটিও তার সঙ্গী থেকে গোপন করে আমাকে অনুরূপ জিজ্ঞেস করল। আবদুর রহমান বলেন, এদের কথা শুনে আমি এতই খুশী হলাম যে, এ কিশোরদ্বয়ের স্থলে দু'জন পূর্ণ-বয়স্ক লোকের মাঝে থেকেও আমি এতটা খুশী হতাম না। এরপর আমি তাদেরকে ইঙ্গিতে আবূ জাহ্লকে দেখিয়ে দিলাম। তখন তারা দু'টি বাজপাখীর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সজোরে আঘাত হানল। আবদুর রহমান বলেন, এরা দু'জন হল আফরার দু'পুত্র।

এছাড়া বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আবূ জাহ্লের কি অবস্থা, কে তা দেখে আসতে পারে ? ইব্ন মাসঊদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখে আসতে প্রস্তুত। এরপর ইব্ন মাসঊদ যেয়ে দেখলেন, আফরার দু'পুত্র তাকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, সে ঠাণ্ডা হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। ইব্ন মাসঊদ বলেন, আমি তার দাড়ি ধরে বললাম, তুমি কি আবূ জাহ্ল ? সে বলল ঃ যে ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করেছ কিংবা (রাবীর সন্দেহ) যে ব্যক্তিকে তার নিজের গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছে, তাতে আর গৌরব কিসের ? বুখারী শরীফে ইব্ন মাসঊদ থেকে অপর এক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় আছে– তিনি আবূ জাহ্লের নিকট এসে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করেছেন তো ? আবূ জাহ্ল বলল, একজন লোককে তোমরা হত্যা করেছ, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ?

আমাশ আবূ ইসহাক হতে আবূ উবায়দা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর রণাংগনে আমি আবূ জাহ্লের নিকট গেলাম। সে তখন মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাথায় শিরস্ত্রাণ এবং কাছে উন্নত তরবারি। পক্ষান্তরে আমার কাছে আছে একটি নিম্নমানের তরবারি। এ অবস্থায় আমি তার মাথায় আমার তরবারি দ্বারা আঘাত করতে লাগলাম এবং স্মরণ করতে থাকলাম মক্কার সেই ঘটনাকে যখন আবূ জাহ্ল আমার মাথায় আঘাত

১. তার নিজের বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে সে এ কথাটি বলেছিল।

করেছিল এবং আঘাত করতে করতে তার হাত দুর্বল হয়ে পড়লে আমি তার তরবারি ধরে বসলাম। সে তখন মাথা উঁচু করে বলল, বিপর্যয় কাদের, আমাদের, না তোমাদের ? তুমি কি মক্কায় আমাদের মেষের রাখাল নও ? ইব্ন মাসঊদ বলেন, এরপর আমি আবূ জাহ্লের মস্তক কেটে এনে রাসূল (সা)--এর নিকট এসে বললাম, আমি আবূ জাহ্লকে হত্যা করেছি। তিনি তখন বললেন, ঐ আল্লাহ্র জন্যে কি সকল প্রশংসা নয় যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই ? তিনি তিনবার আমার থেকে শপথ নিলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে কাফিরদের লাশের কাছে গেলেন এবং তাদের জন্যে বদ-দু'আ করলেন।

ইমাম আহমদ ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি আবূ জাহ্লের নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, তার পায়ে আঘাত এবং নিজের তরবারি দ্বারা লোকজনকে হটিয়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, ওহে আল্লাহ্র দুশমন, আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। সে বলল, এক ব্যক্তিকে তার নিজের গোত্রের লোকেরা হত্যা করলে তাতে আবার অপদস্থ কিসের ? এরপর আমি আমার ছোট তরবারি দিয়ে বারবার চেষ্টা করে তার হাতে লাগিয়ে দিলাম। এতে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। আমি সেই তরবারি উঠিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং হত্যা করে ফেললাম। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমি এত দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নিকট চলে আসলাম, মনে হল যেন যমীন আমার জন্যে সংকুচিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ জাহ্লের মৃত্যু-সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন, সেই আল্লাহ্র জন্যে কি সকল প্রশংসা নয়, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই ? এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। আমিও বললাম, ঐ আল্লাহ্র জন্যে কি সকল প্রশংসা নয়, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই ? ইব্ন মাসঊদ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সাথে নিয়ে চললেন এবং আবূ জাহ্লের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

الحمد لله الذى اخزاك الله ياعدو الله هذا كان فرعون هذه الامة

অর্থাৎ, "তাবত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন হে আল্লাহ্র দুশমন। এ ছিল এই উম্মতের ফিরআওন।" অপর এক বর্ণনায় ইব্ন মাসঊদ বলেন, রাসূল (সা) আবূ জাহ্লের তরবারিটি গনীমত হিসেবে আমাকে দান করেন।

আবূ ইসহাক ফাযারী ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জানালাম, আমি আবূ জাহ্লকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন, সেই আল্লাহ্র জন্যে কি সকল প্রশংসা নয়, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই ? আমি বললাম, সেই আল্লাহ্র জন্যে কি সকল প্রশংসা নয়, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই ? দু'বার কিংবা তিনবার এ কথাটি বলা হল। এরপর নবী করীম (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু-বাহিনীকে একাই বিধ্বস্ত করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, চল, তুমি আমাকে আবূ জাহ্লের লাশ দেখিয়ে দাও! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে তার লাশ দেখিয়ে দিলাম। লাশ দেখে তিনি বললেন ঃ

هذا فرعون هذه الامة-

"এ তো এই জাতির ফির্‌আওন।" আবূ দাউদ ও নাসাঈ এ ঘটনাটি আবূ ইসহাক সাবীঈ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আফরার দুই পুত্রের শাহাদাতবরণের জায়গায় দাঁড়িয়ে এই দু'আ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ আফরার দুই পুত্রের উপর রহমত বর্ষণ করুন। কেননা, তারা এই জাতির ফিরআওন ও কাফির নেতৃত্বের মূল নায়ককে হত্যা করেছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হত্যা কাজে তাদের সাথে আর কে শরীক ছিল ? তিনি বললেন, ফেরেশ্‌তা ও ইব্‌ন মাসঊদ এ হত্যা কাজে শরীক ছিল। বায়হাকী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী ... আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে যে লোকটি আবূ জাহ্‌লের নিহত হওয়ার সুসংবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসে, তার থেকে তিনি তিনবার শপথ নেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তুমি কি সত্যিই তাকে নিহত অবস্থায় দেখেছ ? সে তিনবার কসম করে বলল, জ্বী হ্যাঁ, আমি তাকে নিহত অবস্থায়ই দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদায় পড়ে যান। এরপর বায়হাকী আবূ নুআয়ম সূত্রে ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ বদর যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ ও আবূ জাহ্‌লের কর্তিত মস্তক আনা হয়, তখন তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। ইব্‌ন মাজা আবূ বিশ্‌র বকর ইব্‌ন খাল্‌ফ সূত্রে ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা থেকে বর্ণনা করেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ জাহ্‌লের শিরশ্ছেদের সুসংবাদ জানান হয়, সেদিন তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেন।

ইব্‌ন আবূদ্ দুনয়া ... শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, আমি বদর প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন লোক মাটির নীচ থেকে উপরে উঠে আসছে। তখন আর একজন লোক লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করছে যে, সে মাটির নীচে দেবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এরপরও সে আবার উঠছে এবং বারবার এরূপ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে হল আবূ জাহ্‌ল। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। উমাবী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে ... আমির সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জানায় যে, আমি দেখতে পেলাম জনৈক ব্যক্তি বদর প্রান্তরে বসে আছে। অন্য একজন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তাকে এমন জোরে আঘাত করছে যে, সে মাটির নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বসে থাকা ঐ লোকটি হচ্ছে আবূ জাহ্‌ল। তার জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। যখনই সে মাটির নীচ থেকে উঠবে, তখনই ঐ ফেরেশতা তাকে এভাবে পিটাতে থাকবেন। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

ইমাম বুখারী উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল সূত্রে ... উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার পিতা যুবায়র (রা) বলেছেন, বদর যুদ্ধে উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস-এর সাথে আমার মুকাবিলা হয়। তার গোটা দেহ বর্ম দ্বারা এমনভাবে আবৃত ছিল যে, দু'টি চোখ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে 'আবূ যাতিল-কারিশ' বলে ডাকা হত। সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আবূ যাতিল-কারিশ। এ কথা শুনে আমি তার উপর বর্শা দিয়ে হামলা করলাম এবং বর্শা তার চোখে বিদ্ধ করে দিলাম। এতে সেখানেই সে মারা গেল। হিশাম বলেন,

এ ঘটনা প্রসঙ্গে আমি আরও শুনেছি, যুবায়র বলেছেন, আমি উবায়দার লাশের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে বর্শাটি টেনে বের করি। বর্শার দু'পাশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। উরওয়া বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ বর্শাটি চেয়ে পাঠালে যুবায়র তাঁকে তা দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে যুবায়র তা নিয়ে আসেন। এরপর হযরত আবূ বকর চেয়ে পাঠালে যুবায়র বর্শাটি তাঁকে প্রদান করেন। হযরত আবূ বকরের ইনতিকাল হলে হযরত উমর (রা) বর্শাটি চেয়ে পাঠান। তিনি তাঁকে বর্শাটি দিয়ে দেন। হযরত উমরের ইনতিকালের পর যুবায়র বর্শাটি নিয়ে নেন। এরপর হযরত উছমান (রা) বর্শাটি চান এবং তাঁকে তা প্রদান করেন। হযরত উছমানের শাহাদাতের পর বর্শাটি হযরত আলী (রা)-এর পরিবারের হাতে আসে। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তা নিয়ে নিজের কাছে রাখেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত সেটি তাঁর কাছেই ছিল। ইব্ন হিশাম আবূ উবায়দা প্রমুখ মাগাযী বিশেষজ্ঞদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব একদিন সাঈদ ইব্ন আস-এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বললেন, আমার মনে হয় তোমার মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, আমি তোমার পিতাকে (বদর যুদ্ধে) হত্যা করেছি। যদি আমি তা করতাম, তবে সে জন্যে তোমার নিকট কোন ওযর পেশ করতাম না। আমি সেদিন আমার মামা 'আস ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরাকে হত্যা করেছিলাম। তোমার পিতা আমার সামনে পড়েছিল বটে কিন্তু তাকে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের ন্যায় হুংকার দিয়ে আসতে দেখে আমি সরে পড়ি। এরপর তার চাচাত ভাই আলী তাকে হত্যা করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বনী আবদে শামস-এর মিত্র বনী আসাদ গোত্রের সন্তান উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান ইব্ন হারছান বদর যুদ্ধে এমন তীব্র লড়াই করছিলেন যে, তাঁর তরবারিখানা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ একখণ্ড কাঠ দিয়ে বললেন, উক্কাশা! যাও এ নিয়ে তুমি যুদ্ধ কর! উক্কাশা কাঠখণ্ডটি নিয়ে নাড়া দিতেই তা একটি ধারাল লম্বা চকমকে তলোয়ারে পরিণত হয়। মুসলমানদের বিজয় লাভ পর্যন্ত তিনি ঐ তরবারি দ্বারা যুদ্ধ চালিয়ে যান। ঐ তরবারির নাম রাখা হয়েছিল 'আল আওন' (সাহায্য)। এই তরবারি সব সময় উক্কাশার কাছে থাকত। এ নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্র সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। অবশেষে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে ভণ্ড নবী তুলায়হা আসাদীর হাতে তিনি শহীদ হন। এ সম্পর্কে তুলায়হা একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিল যার একটি পংক্তির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'সেই সন্ধ্যার কথা স্মরণ কর, যখন আমি যুদ্ধের ময়দানে ইব্ন আকরাম ও উক্কাশা আল-গানামীর উপর হামলা করে তাকে হত্যা করেছিলাম।'

তুলায়হা অবশ্য এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা এই মর্মে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে– এদের কোন শাস্তি হবে না। তখন এই উক্কাশা বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি উক্কাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! এ ঘটনা সহীহ্ ও হাসানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা আমাদের মধ্যে রয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে লোকটি কে ? তিনি বললেন ঃ উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান। তখন যিরা'র ইব্‌ন আয্‌ওয়ার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমাদের গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে তোমাদের লোক নয় বরং মৈত্রী সূত্রে সে আমাদের লোক। বায়হাকী হাকিম থেকে ওয়াকিদী সূত্রে ... উছমান খাশানীর ফুফু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান বলেছেন ঃ বদর যুদ্ধে আমার নিজের তরবারিটি ভেঙ্গে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে একখানা কাঠ দিলেন। আমার হাতে এলে তা একটি ঝকঝকে লম্বা তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি এ তরবারি দ্বারা মুশরিকদের পরাজিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করি। মৃত্যু পর্যন্ত এ তরবারি তাঁর কাছেই ছিল। ওয়াকিদী উসামা ইব্‌ন যায়দ সূত্রে দাউদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বনূ আবদিল আশহাল গোত্রের কয়েক ব্যক্তি থেকে বারবার শুনেছেন যে, বদর যুদ্ধে সালামা ইব্‌ন হুরায়শের তরবারি ভেঙ্গে যায়। তিনি নিরস্ত্র হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁকে একটা ডাল দেন। ইব্‌ন তাবের খেজুরবীথি থেকে তিনি এটা সংগ্রহ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি এটা দিয়ে শত্রুকে আঘাত কর। ডালটি অমনি একটি উত্তম তরবারিতে পরিণত হয়ে যায়। এ তরবারিখানা তাঁর কাছে আবূ উবায়দার নেতৃত্বে পরিচালিত 'জাসার' যুদ্ধ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

কাতাদার চক্ষু ফিরিয়ে দেয়ার ঘটনা

ইমাম বায়হাকী 'দালাইল' গ্রন্থে আবূ সাআদ আল-মালিনী সূত্রে ... কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে তাঁর চোখে দারুণভাবে আঘাত লাগে। এতে চোখের পুতুলি বের হয়ে গণ্ডদেশে ঝুলতে থাকে। সাহাবাগণ ঝুলে থাকা চোখ কেটে ফেলার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে অনুমতি না দিয়ে কাতাদাকে ডেকে কাছে এনে পুতুলিটি ধরে যথাস্থানে বসিয়ে দেন। এতে তাঁর চোখ এমন ভাল হয়ে যায় যে, তিনি বুঝতেই পারতেন না কোন্ চোখে আঘাত লেগেছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁর এ চোখটি অপর চোখের চেয়েও উত্তম দেখাতো।

এ প্রসঙ্গে আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত কাতাদার পৌত্র আসিম ইব্‌ন উমর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

اَنَا ابْنُ الَّذِىْ سَالَتْ عَلَى الْخَدِّ عَيْنُهُ + فَرُدَّتْ بِكَفِّ الْمُصْطَفٰى اَيُّمَا رَدِّ-

আমি সেই মহান ব্যক্তির সন্তান যার চোখ গালের উপর ঝুলে পড়েছিল। তারপর মুহাম্মদ মুস্তাফার পবিত্র হাতে তা উত্তমভাবে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল।" এ কথা শুনে জবাবে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয উমাইয়া ইব্‌ন আবিস্ সালতের সেই কবিতাটি আবৃত্তি করেন, যা তিনি সায়ফ ইব্‌ন যী-ইয়াযানের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ

تِلْكَ الْمَكَارِمُ لاَ قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ + شَيْبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ اَبْوَالاً-

"ঐটা ছিল একটি বিশেষ ফযীলত। কিন্তু বর্তমানে এর সাথে তুলনা করা যায় এমন দু'টি পেয়ালার সাথে যার একটিতে আছে শুভ্র দুধ এবং অপরটিতে পানি। কিন্তু পরিবর্তীতে উভয়টিই প্রস্রাবে পরিণত হয়ে যায়।"

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয ... রাফি' ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে এক পর্যায়ে উবাই ইব্ন খাল্ফের চারপাশে লোকজনের জটলা দেখতে পাই। আমি অগ্রসর হয়ে সেখানে গেলাম। দেখলাম, তার পরিহিত বর্ম বগলের নীচ থেকে কাটা। সেই ফাঁক দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে আমি তাকে আঘাত করলাম। এ সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি তীর এসে আমার চোখ ফুঁড়ে যায়। রাসূল (সা) আমার চোখে একটু থুথু দিলেন ও দু'আ করলেন। এতে আমার চোখে আর কোন কষ্ট অনুভব হল না। হাদীছটি বর্ণিত সূত্রে খুবই অপরিচিত, যদিও এর সনদ উত্তম। সিহাহ্ সিত্তাহ্র মুহাদ্দিছগণ এ হাদীছটি বর্ণনা করেননি। অবশ্য তাবারানী এটা ইবরাহীম ইব্ন মুনযির থেকে বর্ণনা করেছেন। বদর যুদ্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক তাঁর পুত্র আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, হে দুরাচার! আমার ধন-সম্পদ কোথায়? আবদুর রহমান তখনও মুসলমান হননি এবং মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে জবাবে বললেন ঃ (কবিতার অর্থঃ) ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র ও পথভ্রষ্ট বৃদ্ধদের হত্যা করার তরবারি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। উমাবীর মাগাযী গ্রন্থ সূত্রে আমরা বর্ণনা করেছি যে, বদর যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক নিহত শত্রুদের লাশের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমরা এদের শিরগুলো কাটবো। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন ঃ যারা আমাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছিল এবং অহংকার প্রদর্শন করত এগুলো হচ্ছে তাদেরই শির।

বদর কুয়ায় কাফির সর্দারদের লাশ নিক্ষেপ

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইয়াযিদ ইব্ন রূমান উরওয়া সূত্রে আইশা (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন। বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের লাশ বদর কুয়ায় নিক্ষেপ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দেন। নির্দেশ মত লাশগুলো তাতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু উমাইয়া ইব্ন খাল্ফের লাশ নিক্ষেপ করা হল না। কেননা, তার লাশ ফুলে-ফেঁপে পরিহিত বর্মের সাথে আটকে গিয়েছিল। সাহাবীগণ বর্মের ভিতর থেকে লাশ টেনে বের করার চেষ্টা করলে মাংস ছিঁড়ে যেতে থাকে। তখন ঐ অবস্থায় রেখেই তাকে মাটিচাপা দেয়া হয়। লাশ নিক্ষেপ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কূপের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ করে বলেন ঃ হে কূপের অধিবাসীরা! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা যথাযথভাবে পেয়েছ? আমার প্রতিপালক আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তো আমি যথাযথভাবে পেয়েছি। হযরত আইশা (রা) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মৃত লোকদের সাথে কথা বল্ছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তারা এখন ভালভাবে জেনে গিয়েছে যে, তাদের প্রতিপালক তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সঠিক। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ

লোকজন বলাবলি করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, 'আমি তাদেরকে যা বল্ছি তারা তা শুনতে পাচ্ছে'। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেছিলেন, 'তারা জানতে পারছে'।

ইব্ন ইসহাক আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ একদা মধ্যরাতে শুনতে পান তিনি আহ্বান করছেন ঃ হে কূপের অধিবাসীরা, হে উতবা ইব্ন রাবীআ, হে শায়বা ইব্ন রাবীআ, হে উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ, হে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম! এভাবে কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বলেন ঃ তোমরা কি তা সত্যরূপে পেয়েছ, যার ওয়াদা তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে করেছিলেন ? আমার প্রভু আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমি তো তা সত্যরূপে পেয়েছি। সাহাবীগণ তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলছেন, যারা মরে পঁচে গলে গেছে ? জবাবে তিনি বললেন, আমি যা বল্ছি তা তোমরা ওদের থেকে বেশী শুনছ না। অবশ্য তারা আমার কথার উত্তর দিতে পারছে না।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আবূ আদী সূত্রে আনাস (রা) থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং তা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমাকে কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন– হে কূপের বাসিন্দারা! তোমরা ছিলে তোমাদের নবীর নিকৃষ্টতম আত্মীয়-স্বজন। তোমরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছ। অন্যরা আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তোমরা আমাকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছ। অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ। আর অন্য লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছে। এখন কি তোমরা সেই প্রতিদান যথার্থ পেয়েছ, যে সম্পর্কে তোমাদের রব তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ? কেননা, আমি সেই প্রতিফল যথার্থভাবে পেয়ে গেছি, যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি আমার রব আমাকে দিয়েছিলেন।

ইব্ন কাছীর বলেন ঃ হযরত আইশা (রা) যদি কুরআনের কোন আয়াতের সাথে বিশেষ কোন হাদীছের বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংঘর্ষ হচ্ছে বলে মনে করেন, তখন তিনি সেই হাদীছের তাবীল (ব্যাখ্যা) করে থাকেন। এটা সে ধরনের। হযরত আইশার মতে, আলোচ্য হাদীছটি ঃ

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ

আয়াতের সাথে সংঘর্ষিক। যার অর্থ হচ্ছে, 'তুমি তাদেরকে শুনাতে সমর্থ হবে না, যারা কবরে রয়েছে' (৩৫ ঃ ২২)। প্রকৃতপক্ষে হাদীছের সাথে এ আয়াতের কোন সংঘর্ষ নেই। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তীকালের অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিম এ হাদীছের শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করেছেন– যা হযরত আইশার মতের বিপরীত এবং এটাই সঠিক। ইমাম বুখারী বলেন ঃ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল ... উরওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আইশার নিকট আলোচনা করা হল, ইব্ন উমর রাসূলুল্লাহ্র বরাত দিয়ে বলছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আইশা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো একথা বলেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার অপরাধ ও গোনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ তার পরিবারের লোকজন এখন তার জন্যে কান্নাকাটি করছে। হযরত আইশা (রা)

বলেন, ইব্‌ন উমরের এ কথাটি তার ঐ কথারই অনুরূপ, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার তা বললেন। ইব্‌ন উমর বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। আসলে তিনি বলেছিলেন— এখন তারা ভালই বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা কিছু বলেছিলাম তা ছিল যথার্থ। তারপর হযরত আইশা এ আয়াতাংশ দুটো তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى – وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ–

(তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না (৩০ ঃ ৫২) এবং তুমি তাদেরকে শুনাতে সমর্থ হবে না, যারা কবরে রয়েছে (৩৫ ঃ ২২)। আইশা (রা) বলেন, এর অর্থ, হল যখন তারা জাহান্নামে যাবে। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ আবূ কুরায়ব সূত্রে আবূ উসামা থেকে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর সে বাইরের কথা শুনতে পায়. এ সম্পর্কে একাধিক হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। জানাযা অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ্। এরপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ উছমান ... ইব্‌ন উমর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটি ইমাম মুসলিম আবূ কুরায়ব সূত্রে আবূ উসামা থেকে এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ওয়াকী' সূত্রে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ... আবূ তালহা থেকে বর্ণিত। বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরায়শ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কূপটি ছিল ভীষণ নোংরা ও কদর্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নীতি ছিল— কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে যুদ্ধের ময়দানে তিন দিন অবস্থান করতেন। সে মতে, বদর প্রান্তরে অবস্থানের তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুত করার আদেশ দেন। বাহনের উপরে যীন তুলে বেঁধে দেয়া হল। এরপর তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন এবং সাহাবীগণ তাঁকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে গেলেন। তাঁরা বলেন, আমরা মনে করছিলাম, হয়ত কোন প্রয়োজনে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে ডেকে বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমক! এখন তো বুঝতে পারছ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের জন্যে আনন্দকর ছিল কিনা ? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা কি তা সত্য পেয়েছ ? একথা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আত্মাহীন দেহের সাথে কী কথা বল্‌ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, আমি যা বলছি তা ওদের তুলনায় তোমরা বেশী শুনছ না। কাতাদা বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলের কথা শুনাবার জন্যে তাদের দেহে সাময়িকভাবে প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনাস্বরূপ এবং লাঞ্ছনা, কষ্ট, অনুশোচনা ও লজ্জা দেয়ার জন্যে। এ হাদীছ ইব্‌ন মাজাহ্ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা থেকে বিভিন্ন সূত্রে

বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমদ ইউনুস, শায়বান, কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাতাদা আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ তালহার উল্লেখ করেননি। এ সনদটি সহীহ্। কিন্তু প্রথমটি অধিকতর সহীহ্ ও প্রসিদ্ধ।

ইমাম আহমদ আফ্‌ফান সূত্রে ... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। বদর যুদ্ধে নিহত শত্রুদের লাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন দিন পর্যন্ত রেখে দেন। অবশেষে লাশে পঁচন ধরে। তখন তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলেন ঃ হে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, হে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, হে উতবা ইব্‌ন রাবীআ, হে শায়বা ইব্‌ন রাবীআ! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা যথার্থভাবে পেয়েছ ? আমার প্রতিপালক আমাকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন আমি তো তা যথার্থভাবে পেয়েছি।

হযরত আনাস বলেন, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মৃত্যুর তিন দিন পর আপনি তাদেরকে আহ্বান করছেন ? তারা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে ? আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ-

"তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যা যা বলছি তা তাদের তুলনায় তোমরা অধিক শুনছ না। কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছে না। ইমাম মুসলিম এ হাদীছটি হুদবা ইব্‌ন খালিদ সূত্রে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত এ প্রসঙ্গে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ (بِالْكَثِيْبِ) + كَخَطِّ الْوَحْيِ فِى الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ .....

"আমি বালুর টিলার উপরে অবস্থিত যয়নাবের বসতবাটি চিনলাম, যেমনটি চেনা যায় পুরাতন কাগজের উপরে (অস্পষ্ট) হস্তাক্ষর। বাতাস প্রবাহিত হয়ে সে বসতবাটিকে দোলা দেয় এবং প্রতিটি কাল মেঘ তার উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করে। ফলে তার চিহ্ন পুরাতন হয়ে গেছে এবং তা সে পড়েছে। অথচ এক কালে এখানেই আমার প্রেমিকা বসবাস করত। (ওহে কবি!) প্রতিনিয়ত সেই স্মৃতি স্মরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখ এবং হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ কর। মিথ্যা কল্পকাহিনী বলা বাদ দিয়ে সেইসব সত্য ঘটনা বল, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের মুকাবিলায় মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে যে সৌভাগ্যদান করেছিলেন, সে কথা বর্ণনা কর! সেদিন প্রাতঃকালে তাদের কাহিনীকে হিরা পর্বতের ন্যায় (দৃঢ়) মনে হচ্ছিল। কিন্তু অপরাহ্ণে তার গোড়া পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে পড়ল। আমরা আমাদের মধ্য হতে এমন এক বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছি, যে বাহিনীর যুবক ও বৃদ্ধ সবাই ছিল বনের সিংহের ন্যায়। তারা যুদ্ধে অগ্নিশিখার মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-এর সম্মুখে থেকে তাঁকে হিফাযত করেছে। তাদের হাতে ছিল হাতলযুক্ত তরবারি এবং মোটা গ্রন্থিবিশিষ্ট বর্শা। সত্য দীনের খাতিরে বনূ আওসের নেতৃবৃন্দকে বনূ নাজ্জারের লোকজন সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। আমরা আবূ জাহ্‌লকে ধরাশায়ী করেছি এবং উতবাকে যমীনের উপর ছুঁড়ে মেরেছি। আর শায়বাকে

এমন সব লোকদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, যদি তাদের বংশ পরিচয় দেয়া হয়, তবে তারা সম্ভ্রান্ত বংশ হিসেবে গণ্য হবে। আমরা যখন তাদের দলবলকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা কি এখন আমার কথা সত্যরূপে পাওনি ? আল্লাহ্র নির্দেশ অন্তরকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তারা কোন জবাব দিল না। যদি তারা কথা বলতে সমর্থ হত, তবে অবশ্যই বলত যে, আপনি সত্য কথা বলেছিলেন এবং আপনি ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী।"

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের লাশ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উত্বা ইব্ন রবীআর লাশ টেনে-হেঁচড়ে কূপের নিকট আনা হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্বার (মুসলমান) ছেলে আবূ হুযায়ফার চেহারার দিকে তাকালেন। দেখলেন যে, সে মর্মাহত এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হুযায়ফা! তোমার পিতার অবস্থা দেখে সম্ভবত তোমার মনে কিছু ভাবের সৃষ্টি হয়েছে! হুযায়ফা বললেন, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা নয়। আমি আমার পিতার কুফরী ও হত্যার ব্যাপারে কোন প্রকারে দ্বিধাগ্রস্ত নই। তবে আমি আমার পিতাকে যথেষ্ট জ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল ও উত্তম গুণের অধিকারী বলে জানতাম। সে জন্যে আশা করেছিলাম যে, এসব গুণ তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু যখন দেখলাম যে, তিনি কুফরী অবস্থায়ই মারা গেলেন, তখন আমার সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমি মর্মাহত হয়েছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কল্যাণের জন্যে দু'আ করলেন ও তার প্রশংসা করলেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ হুমায়দী ... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا (যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, এরা হল কুরায়শদের মধ্যকার কাফিররা। আমর বলেন, এরা হল কুরায়শ সম্প্রদায় এবং মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন আল্লাহ্র নিআমত। এবং وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (নিজেদের সম্প্রদায়কে তারা ধ্বংসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে) আয়াতাংশে دَارَ الْبَوَارِ অর্থ نَار (দোযখ)। এখানে বদরের যুদ্ধের দিনে দোযখে নিক্ষেপের কথা বুঝান হয়েছে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এ প্রসঙ্গে হাস্সান ইব্ন ছাবিত তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

قَوْمِىْ ! الَّذِيْنَ هُمْ اَوَوْا نَبِيَّهُمْ + وَصَدَّقُوْهُ وَاَهْلُ الْاَرْضِ كُفَّارُ–

"আমার কওম– যারা তাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং গোটা বিশ্ববাসী যখন কুফরীতে নিমজ্জিত ছিল, তখন তারা তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। এরা ছিল পূর্ব-পুরুষের উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলীর সঠিক উত্তরসূরী। এরা পুণ্যবান আনসারদের সহযোগী। আল্লাহ্র বণ্টনে তারা সন্তুষ্ট। বংশীয় মর্যাদায় সম্মানিত শ্রেষ্ঠ নবী যখন তাদের মাঝে আগমন করেন, তখন মধুর স্বাগত সম্ভাষণে তাঁরা তাঁকে বরণ করে নেন এবং তাঁরা বলেন, আপনি এখানে নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অবস্থান করুন! আপনি শ্রেষ্ঠ নবী, উত্তম প্রতিবেশী। আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান। তাঁরা তাঁকে থাকার ব্যবস্থা করলেন এমন ঘরে, যেখানে কোন ভয়-ভীতি ছিল না। যে এঁদের প্রতিবেশী হবে এ রকম ঘরই তার থাকবে। মুহাজিরগণ যখন হিজরত করে

এখানে আগমন করলেন, তখন এরা নিজেদের ধন-সম্পদ তাদেরকে ভাগ করে দিলেন। আর অগ্রাহ্যকারী কাফিরদের ভাগে রয়েছে জাহান্নাম। আমরা বদর প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেলাম, তারাও মৃত্যুর জন্যে সেদিকে এগিয়ে আসল। যদি তারা নিশ্চিতভাবে তাদের পরিণামের কথা জানত, তবে কিছুতেই সেদিকে অগ্রসর হত না। ইবলীস তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে আনল। তারপর তাদেরকে একাকী ছেড়ে চলে গেল। শয়তান যাকে বন্ধু বানায় তার সাথে চরম ধোঁকাবাজীই করে থাকে। সে বলেছিল, আমি তোমাদের পাশেই থাকব। পরে তাদেরকে এক নিকৃষ্ট ঘাঁটিতে এনে ফেলল, যাতে কেবল লাঞ্ছনা ও অপমানই ছিল। এরপর যখন আমরা পরস্পরের মুখোমুখি হলাম, তখন শয়তান তার সাহায্যকারী দলবল নিয়ে নেতাদের থেকে কেটে পড়ল। আর একদল দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাল।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহয়া ইব্ন আবূ বকর ও আবদুর রায্যাক ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হল, এখন আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করুন। তাদেরকে সাহায্য করার মত আর কেউ সামনে নেই। তখন আব্বাস বন্দী অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকে বলে উঠলেন, মুহাম্মদ! এটা তুমি করতে পার না। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, কেন পারব না ? আব্বাস বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে দু'টি দলের মধ্যে একটি দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং সে ওয়াদা তিনি পূর্ণ করেছেন।

বদর যুদ্ধে বড় বড় কাফির নেতাসহ মোট সত্তর জন নিহত হয়। এ যুদ্ধে এক হাযার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্র পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল যে, এ যুদ্ধে যারা বেঁচে যাবে, তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সকলকে হত্যা করা আল্লাহ্র আভীষ্ট হলে এ কাজের জন্যে একজন মাত্র ফিরিশতা পাঠিয়েই তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু যুদ্ধে কেবল সে লোকগুলোই নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র কল্যাণ ছিল না। এই ফেরেশতাদের মধ্যে ছিলেন হযরত জিবরীল (আ)। যিনি আল্লাহ্র নির্দেশে লূত্ জাতির আবাসভূমি মাদাইনকে যমীন থেকে উপরে তুলে নেন। অথচ সেই ভূ-খণ্ডের মধ্যে ছিল সাতটি সম্প্রদায়ের লোক, জীব-জন্তু, মাটি, বৃক্ষ-লতা, ফসলাদি এবং আরও অনেক কিছু, যার তথ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জানা নেই। এসব কিছুসহ ভূ-খণ্ডটি হযরত জিবরীল (আ) তাঁর একটি পাখার কিনারায় তুলে আকাশের সীমানা পর্যন্ত উঠিয়ে নেন। এরপর তা উলটিয়ে নীচে ফেলে দেন এবং তার উপর চিহ্নিত বিশেষ ধরনের পাথর বর্ষণ করেন। লূত্ জাতির আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করে এসেছি।

আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে এর যৌক্তিকতা ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا. ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءَ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ -الاية :

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে, এরপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে" (৪৭ : ৪)।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ-

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমা-পরায়ণ হন" (৯ : ১৪-১৫)।

তাই দেখা যায় আবূ জাহ্ল একজন আনসার বালকের হাতে নিহত হয়। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ তার বুকের উপর বসে দাড়ি চেপে ধরেন। তখন আবূ জাহ্ল তাকে বললো হে তুচ্ছ মেষ রাখাল! আজ তুমি এক কঠিন স্থানে আরোহণ করেছো। তারপর ইব্ন মাসঊদ তার মুণ্ড কেটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে নিয়ে হাযির করেন। আল্লাহ্ এভাবে মু'মিনদের চিত্তকে প্রশান্তি দান করেন। নিঃসন্দেহে আবূ জাহ্লের এই মৃত্যু ছিল বজ্রপাতে বা ছাদ ধসে কারো মৃত্যু বা স্বাভাবিক মৃত্যুর চাইতে অধিকতর লাঞ্ছনাপূর্ণ।

ইব্ন ইসহাক বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের তালিকায় এমন কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই ছিলেন, কিন্তু মুশরিকদের ভয়ে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে আসেন। কেননা, ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁরা ছিলেন মক্কার মুশরিকদের হাতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত। তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল : (১) হারিছ ইব্ন যামআ ইব্ন আসওয়াদ, (২) আবূ কায়স ইব্ন ফাকিহ্ , (৩) আবূ কায়স ইব্ন ওয়ালীদ ইব্নুল মুগীরা, (৪) আলী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফ (৫) আস ইব্ন মুনাব্বিহ্ ইব্ন হাজ্জাজ। ইব্ন ইসহাক বলেন, এদের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

"যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাদের জান কবযের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে! জাহান্নামই এদের আবাসস্থল আর তা কত মন্দ আবাস" (৪ ঃ ৯৭)।

বদর যুদ্ধে মোট বন্দী সংখ্যা সত্তর জন। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ্। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন— (১) রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, (২) তাঁর চাচাত ভাই আকীল ইব্ন আবূ তালিব এবং (৩) নাওফিল ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। এখান থেকে দলীল গ্রহণ করে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বুখারী বলেন, কেউ যদি রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের মুনীব হয়ে যায়, তবে সে এমনিতে আযাদ হবে না; বরং গোলামই থাকবে। কিন্তু ইব্ন সামুরা থেকে হাসানের বর্ণিত হাদীছ এর বিপরীত। এই তালিকার মধ্যে আরও আছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কন্যা যয়নবের স্বামী আবুল আস ইব্ন রবী' ইব্ন আবদে শাম্স ইব্ন উমাইয়া।

অনুচ্ছেদ

বদর যুদ্ধের বন্দীদের হত্যা করা হবে, নাকি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে—এ ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ বলেন ঃ আলী ইব্ন আসিম ... হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে সাহাবীগণের পরামর্শ চান এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের করায়াত্ত করে দিয়েছেন। হযরত উমর দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওদেরকে হত্যা করে দিন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় লোকদের কাছে একই ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। এবার আবূ বকর সিদ্দীক দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মত হচ্ছে, তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এ কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ্‌র চেহারার বিষণ্ণ ভাব কেটে গেল এবং মুক্তিপণ নিয়ে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। হাসান বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ - الاية

আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তাতে তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত" (৮ ঃ ৬৮)।

ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও আলী আল-মদীনী ইকরিমা ইব্ন আম্মার সূত্রে ... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধের দিনে তাঁর সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করলেন, তারা ছিলেন সংখ্যায় তিনশ'র কিছু বেশী। পরে মুশরিক বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন, তারা ছিল হাযারের উর্ধ্বে। এরপর তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন, যার শেষের কথা ছিল– কাফিরদের সত্তরজন নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (বন্দীদের ব্যাপারে) আবূ বকর, আলী ও উমর (রা)-এর সাথে

পরামর্শ করেন। হযরত আবূ বকর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা তো আমাদের ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-স্বজন, আমার মতে, এদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। এতে যে অর্থ আসবে তা দ্বারা শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে হয়ত আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়াত দান করবেন এবং তখন তারা আমাদের সাহায্যকারী হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র (উমর)! তোমার মত কি? আমি বল্লাম, আল্লাহ্র কসম, আবূ বকর যে মত ব্যক্ত করেছেন আমার মত সে রকম নয়। আমার মত হচ্ছে এদের মধ্যে আমার নিকট-আত্মীয়কে ধরে আমিই হত্যা করব। আকীলকে আলীর কাছে দেয়া হবে, সে তাকে হত্যা করবে এবং হামযা তাঁর ভাইকে ধরে হত্যা করবেন। এতে আল্লাহ্ দেখবেন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি কোনই দুর্বলতা নেই। আর এই বন্দীরা হচ্ছে কাফিরদের সর্দার, তাদের নেতা ও পরিচালক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মত গ্রহণ করলেন না, তিনি আবূ বকরের মত গ্রহণ করলেন ও মুক্তিপণ আদায় করলেন।

উমর বলেন ঃ পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকরের নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তাঁরা উভয়ে কাঁদছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনারা কাঁদছেন কেন ? কারণটা জানতে পারলে যদি আমারও কান্না আসে, তবে আমিও কাঁদব। আর যদি কান্না না আসে, তবে আপনাদের দেখাদেখি কান্নার ভান করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে তোমাদের সাথীকে[১] এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখান হয়েছে। দেখান হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসছে এবং তা একেবারে নিকটস্থ এই বৃক্ষের চেয়েও নিকটে এসে গেছে। আর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ-

দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্যে সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্র পূর্ববিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ (অর্থাৎ মুক্তিপণ) সেজন্যে তোমাদের উপর আপতিত হত- মহাশাস্তি (৮ ঃ ৬৭-৬৮)। এরপর মু'মিনদের জন্যে গনীমতের মাল হালাল করে দেয়া হল। হযরত উমর হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ আবূ মুআবিয়া ... আবদুল্লাহ্ সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন- যাতে অতিরিক্ত আছে উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তাদেরকে আমার হাতে সোপর্দ করুন, আমি ওদের গর্দান উড়িয়ে দেই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এদেরকে একটা প্রান্তরে রেখে

১. ইঙ্গিত তাঁর নিজের দিকে ছিল।

চারিদিকে প্রচুর কাঠ বিছিয়ে আগুন ধরিয়ে দিন! এসব কথা শুনে কোন জবাব না দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একদল বলল, রাসূলাল্লাহ্ আবূ বকরের মতই গ্রহণ করবেন। আর একদল বলল, উমরের মত গ্রহণ করবেন। অন্য একদল বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার মত গ্রহণ করবেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে লোকজনের সম্মুখে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরকে নরম করেন এবং তা তুলা থেকেও নরম হয়ে যায় আবার কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরকে কঠিন বানান এবং তা পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়। হে আবূ বকর! তোমার দৃষ্টান্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মত। তিনি বলেছিলেন ঃ

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১৪ ঃ ৩৬)। হে আবূ বকর! তোমার দৃষ্টান্ত হযরত ঈসা (আ)। তিনি বলেছিলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৮)। আর হে উমর! তোমার দৃষ্টান্ত হযরত নূহ্ (আ)-এর মত। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا.

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না (৭১ ঃ ২৬)। হে উমর! তোমার দৃষ্টান্ত হযরত মূসা (আ)-এর মত। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয়ে মোহর করে দাও, তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না"। (১০ ঃ ৮৮)। তোমরা এখন রিক্তহস্ত। সুতরাং মুক্তিপণ গ্রহণ কিংবা হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আবদুল্লাহ্ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুহায়ল ইব্ন বায়যাকে এর থেকে বাদ রাখুন কেননা, আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের কথা আলোচনা করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব থাকলেন। আবদুল্লাহ্ বলেন, তখন আমি এতো ভীত হয়ে পড়লাম যে, এমনটি আর কোন দিন হইনি। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে আমার উপর বুঝি পাথর বর্ষিত হবে। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সুহায়ল ইব্ন বায়যা ব্যতীত। তখন আমার ভয় কেটে গেল। আল্লাহ্ এ সময় আয়াত নাযিল করলেন ঃ

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى .....

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর পক্ষে সংগত নয়" (৮ ঃ ৬৭-৬৮)। তিরমিযী ও হাকিম আবূ মুআবিয়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়াহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা থেকে প্রায় এ রকমই বর্ণনা করেছেন। আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন মারদুবিয়াহ ও হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা সূত্রে ... ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে অন্যান্য বন্দীদের সাথে (রাসূল (সা)-এর চাচা) আব্বাসও বন্দী হন। জনৈক আনসার তাঁকে বন্দী করেন। আনসাররা তাঁকে হত্যা করার হুমকি দেন। একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে আসে। সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হয়নি। আনসাররা নাকি তাঁকে হত্যা করতে চায়। হযরত উমর বললেন, আমি কি আনসারদের কাছে যাব ? রাসূলুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ যাও। হযরত উমর আনসারদের কাছে গিয়ে বললেন, আব্বাসকে ছেড়ে দাও! আনসাররা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আব্বাসকে ছাড়বো না। উমর বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্‌র এতে সম্মতি থাকে ? তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌র যদি সম্মতি থাকে, তাহলে ওঁকে নিয়ে যাও! হযরত উমর তাঁকে নিয়ে আসলেন। আব্বাসকে উমর আয়ত্তে নিয়ে বললেন, ওহে আব্বাস! ইসলাম কবূল কর! আল্লাহ্‌র কসম, আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চাইতে তোমার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। কারণ, আমি জানি, তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অধিক খুশী হবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বন্দীদের সম্পর্কে আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সাথে পরামর্শ করেন ও এ ব্যাপারে আয়াত নাযিলের বর্ণনা রয়েছে। হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাকিম এর সনদকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এ হাদীছ বর্ণনা করেননি। তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ্ সুফিয়ান ছাওরী সূত্রে ... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন ঃ বন্দীদের ব্যাপারে আপনার সাহাবীদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে– তারা ইচ্ছে করলে মুক্তিপণ নিতে পারে কিংবা ইচ্ছে করলে আগামী বছর (যুদ্ধে) নিজেদের সম-সংখ্যক নিহত হওয়ার শর্তে তাদেরকে হত্যাও করতে পারে। সাহাবীগণ বললেন, মুক্তিপণ কিংবা আমাদের থেকে নিহত হওয়া এ হাদীছটি খুবই অপরিচিত। কেউ কেউ একে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন উবায়দা থেকে। ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন ঃ

لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্যে তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত" (৮ ঃ ৬৮)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন ঃ পূর্ব থেকে বাধা না দিয়ে আমি কোন অন্যায়ের কারণে কাউকে শাস্তি দিই না– এ বিধান যদি আগের থেকে না থাকত, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্যে আমি শাস্তি প্রদান করতাম। ইব্‌ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন।

আমাশ বলেন, পূর্বে যে বিধান ছিল তা হল এই যে, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না। সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও

আতা ইব্ন আবূ রাবাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ ও ছাওরী বলেন ঃ আল্লাহ্র পূর্ব-বিধান হলো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করে দেয়া। ওয়ালিবা (র) ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন, পূর্বের কিতাবে লেখা ছিল গনীমত ও মুক্তিপণ তোমাদের জন্য হালাল। এ কারণে উক্ত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَ لاً طَيِّبًا-

"যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর" (৮ ঃ ৬৯)। হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসঊদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা, হাসান, কাতাদা ও আমাশ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন জারীর এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিমে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ বর্ণিত নিম্নের হাদীছ দ্বারা সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত অবস্থানকারীদের মনে আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, (২) ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্যে সিজদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্যে গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বের কোন নবীর জন্যে হালাল করা হয়নি, (৪) আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেয়া হয়েছে, (৫) অন্যান্য নবীগণ আপন আপন সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

আমাশ আবূ সালিহ্র মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমাদের ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের জন্যে গনীমত হালাল করা হয়নি। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও পাক বলে ভোগ কর।" এভাবে গনীমত ও মুক্তিপণ ভোগ করার জন্যে আল্লাহ অনুমতি দান করেন। আবূ দাঊদ আবদুর রহমান সূত্রে ... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন ঃ বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল জনপ্রতি চারশ' দিরহাম এবং সর্বোচ্চ চার হাযার দিরহাম। এরপরও আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি কোন বন্দী ঈমান আনে ও ইসলাম কবূল করে, তবে তার নিকট থেকে আদায়কৃত মুক্তিপণের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে অধিক কল্যাণ দান করবেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْ اَيْدِيْكُمْ مِنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ-

হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেয়া হয়েছে তার চাইতে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৮ ঃ ৭০)। ওয়ালিবী বলেন, ইব্ন আব্বাস বলেছেন ঃ এ আয়াতটি আমার পিতা আব্বাস প্রসঙ্গে

অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি চল্লিশ উকিয়া১ স্বর্ণ নিজের মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। এরা সকলেই তাঁর ব্যবসায়ে সহযোগিতা করতো। আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি তাঁর থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা পোষণ করি। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ... ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে রাত্রে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ঐ রাতের প্রথম অংশে রাসূলুল্লাহ্‌র আর ঘুম হল না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঘুমুচ্ছেন না কেন ? তিনি বললেন, আমার চাচা আব্বাসকে কষে বাঁধার কারণে তার কান্নার শব্দ শুনে আমার ঘুম আসছে না। একথা শুনার পর সাহাবীগণ গিয়ে আব্বাসের বাঁধন খুলে দিলেন। তখন আব্বাস কান্না বন্ধ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আব্বাস ছিলেন সম্পদশালী ব্যক্তি। তাই তিনি নিজের মুক্তিপণ হিসেবে একশ' উকিয়া প্রদান করেন। আমার মতে, এই একশ' উকিয়া ছিল তাঁর নিজের, তাঁর দুই চাচাত ভাই আকীল ও নাওফিলের এবং তার মিত্র-- বনী হারিছ ইব্‌ন ফাহ্‌রের পুত্র উত্‌বা ইব্‌ন আমরের পক্ষ থেকে। যেমন বর্ণিত আছে যে, আব্বাস যখন দাবী করেছিলেন, আমি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা আপনার বাহ্যিক দিকটা দেখব, আর আপনার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আল্লাহই ভাল জানেন এবং তিনি আপনাকে এর বিনিময় দেবেন। অতএব, আপনার মুক্তিপণ দিতে হবে। আব্বাস বললেন, আমার নিকট কোন সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে সেই মাল কোথায় যা আপনি ও উম্মুল ফযল মাটির নীচে রেখে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি যদি এ যুদ্ধে মারা যাই, তাহলে এ মাল ফযল আবদুল্লাহ্ ও কুছামের সন্তানরদেরকে দিও ? আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল! কেননা, এই লুক্কায়িত সম্পদের কথা আমি ও উম্মুল ফযল ব্যতীত আর কেউই জানে না। এ ঘটনাটি ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে মূসা ইব্‌ন উক্‌বা সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁরা বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগিনা আব্বাসের মুক্তিপণ মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তার মুক্তিপণের একটি দিরহামও মাফ করবে না। বুখারী বলেন ঃ ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান সূত্রে আনাস থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা)-এর নিকট বাহ্‌রায়ন থেকে বিপুল পরিমাণ (সাদাকার) মাল আসে। তিনি বললেন, এসব মাল মসজিদে রেখে দাও। তখন আব্বাস এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি, আমাকে কিছু মাল দিন! রাসূলুল্লাহ্ বললেন, লও! আব্বাস তাঁর কাপড়ের মধ্যে মাল ভর্তি করে নেয়ার জন্যে উঠাতে উদ্যত হলেন, কিন্তু বেশী করে ভর্তি করার কারণে তিনি তা উঠাতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে বললেন, এটি আমাকে উঠিয়ে দেয়ার জন্যে কাউকে আদেশ করুন। তিনি বললেন, না। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনিই আমাকে উঠিয়ে দিন! তিনি বললেন, না। তারপর কাপড় থেকে কিছু মাল ফেলে দিয়ে উঠাতে চাইলে কিন্তু এবারও উঠাতে সমর্থ হলেন না। আবার তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে বললেন, আপনার সাহাবীদের কাউকে একটু উঠিয়ে দিতে বলুন! তিনি বললেন,

১. উকিয়া = ৪০ দিরহাম বা সাড়েদশ তোলা।

না। আব্বাস বললেন, তা হলে আপনিই আমাকে উঠিয়ে দিন, তিনি বললেন, না। এরপর আব্বাস কাপড় থেকে আরও কিছু মাল নামিয়ে কাঁধের উপর উঠিয়ে চলে গেলেন। তার এ অত্যধিক লোভের কারণে বিস্মিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টির আড়াল হলেন। সাদাকার সমুদয় মাল তিনি দান করে দিলেন। এমনকি একটা দিরহাম অবশিষ্ট থাকতেও তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না।

বায়হাকী বলেন, হাকিম ... আবদুর রহমান সুদ্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্বাস ও তাঁর দুই ভাতিজা আকীল ইব্ন আবূ তালিব এবং নাওফিল ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব প্রত্যেকের মুক্তিপণ ছিল চারশ' দীনার করে। এরপর আল্লাহ্ শেষোক্ত দু'জনের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

তারা তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাইলে, তারা তো ইতোপূর্বে আল্লাহ্র সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৮ ঃ ৭১)।

অনুচ্ছেদ

প্রসিদ্ধ মতে বদর যুদ্ধে মুশরিক দলের সত্তরজন নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। সহীহ্ বুখারীতে হযরত বারা ইব্ন আযিবের হাদীছেও বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর সত্তরজন নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়। মূসা ইব্ন উক্বা বলেন ঃ বদর যুদ্ধে যে কয়জন মুসলিম সৈন্য শহীদ হন, তাঁদের মধ্যে ছয়জন কুরায়শ (মুহাজির) এবং আটজন আনসার। আর মুশরিক বাহিনীর মধ্য হতে ঊনপঞ্চাশজন নিহত হয় এবং ঊনচল্লিশজন বন্দী হয়। মূসা ইব্ন উক্বা থেকে বায়হাকীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী তারপরে বলেছেন, মুসলমান শহীদদের সংখ্যা ও মুশরিক নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে ইব্ন লাহ্য়া আসওয়াদের মাধ্যমে উরওয়া থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তারপর বায়হাকী বলেন ঃ হাকিম সূত্রে ... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এগারজন শহীদ হন। চারজন কুরায়শ (মুহাজির) ও সাতজন আনসার। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষ থেকে একুশজনের কিছু বেশী লোক নিহত হয়। তিনি অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চল্লিশজন সহযোদ্ধা বন্দী হন আর তাঁদের নিহতদের সংখ্যাও ছিল অনুরূপ। এরপর বায়হাকী আবূ সালিহ্ সূত্রে ... যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুসলিম বাহিনীতে সর্বপ্রথম শহীদ হন হযরত উমরের আযাদকৃত দাস মাহজা' (مهجع) জনৈক আনসারী। আর মুশরিকদের মধ্য হতে সত্তরজনের অধিক নিহত হয় এবং সমসংখ্যক বন্দী হয়। ইব্ন ওহাব সূত্রে ... উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী বলেন, এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে এ বর্ণনাটিই বিশুদ্ধতর। তারপর বায়হাকী এ মতের সমর্থনে উপরোক্ত হাদীছ ছাড়াও সহীহ্ বুখারীতে আবূ ইসহাক সূত্রে বারা' ইব্ন আযিব বর্ণিত হাদীছের উল্লেখ

করেন। বারা' ইব্ন আযিব বলেন, উহুদ যুদ্ধে নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে তীরান্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। শত্রুরা আমাদের সত্তরজনকে শহীদ করে দেয়। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের একশ' চল্লিশজনকে নিহত ও গ্রেফতার করেন। তন্মধ্যে সত্তরজন বন্দী হয় এবং সত্তরজন নিহত হয়। ইব্ন কাছীর বলেন, বিশুদ্ধ মতে বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শ' থেকে হাযারের মাঝখানে। কাতাদা স্পষ্টভাবে এ সংখ্যা নয় শ' পঞ্চাশজন বলে উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হযরত উমর (রা)-এর হাদীছ থেকে জানা গেছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল হাযারের উর্ধ্বে। কিন্তু প্রথম সংখ্যাই সঠিক। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা নয়শ' ও হাযারের মাঝামাঝি। বদর যুদ্ধে সাহাবাগণের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশজনের কিছু বেশী। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আসছে। ইতোপূর্বে মিক্সাম সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে হাকাম বর্ণিত হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৭ই রমাযান শুইব্নরে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কথা আরও বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবায়র, কাতাদা, ইসমাঈল, সুদ্দী আল-কবীর ও আবূ জা'ফর আল-বাকির।

বায়হাকী কুতায়বা সূত্রে ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে বদর যুদ্ধ লায়লাতুল কদরে হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রমাযানের এগার দিন অবশিষ্ট থাকতে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর। কেননা, ঐ তারিখের সকাল হল বদর যুদ্ধের দিন। বায়হাকী যায়দ ইব্ন আরকাম সূত্রে বলেন, তাকে কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রমাযান মাসের উনিশ তারিখের রাত হচ্ছে কদরের রাত– এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, মীমাংসার দিন হলো দু'দলের পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার দিন। বায়হাকী বলেন, মাগাযী বিশেষজ্ঞদের প্রসিদ্ধ মতে রমাযান মাসের সতের তারিখে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর বায়হাকী বলেন ঃ আবুল হুসাইন ইব্ন বুশরান সূত্রে ... মূসা ইব্ন তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ আইয়ূব আনসারীর নিকট বদর যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (রমযান মাসের) সতের অথবা তের তারিখে কিংবা (রমাযানের) এগার দিন অথবা সতের দিন অবশিষ্ট থাকতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ হাদীছটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের।

হাফিয ইব্ন 'আসাকির কুবাছ ইব্ন আশয়াম আল-লায়ছীর জীবন প্রসঙ্গে ওয়াকিদী প্রমুখের বরাতে লিখেছেন যে, বদর যুদ্ধে কুবাছ মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করতে আসে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকদের পরাজয়ের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। কুবাছ বলেন, মুশরিকদের পরাজয়ের সময় আমি মনে মনে ভাবছিলাম– এমন অবস্থা তো আর কখনও দেখিনি। মহিলারা ব্যতীত সকল পুরুষ যোদ্ধা রণাংগন ছেড়ে পলায়ন করল। আল্লাহ্র কসম, এ যুদ্ধে যদি কেবল কুরায়শ মহিলারা এসে অস্ত্র ধারণ করত, তাহলে তারা মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে প্রতিহত করতে পারত। এরপর খন্দকের যুদ্ধ হয়ে গেলে আমি ভাবলাম, যদি মদীনায় যেতে পারতাম, তাহলে মুহাম্মদ (সা) কী বলেন, তা বুঝার সুযোগ পেতাম। এ সময়ে আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। কুবাছ বলেন, কিছু দিন পর আমি মদীনায় গেলাম এবং লোকজনের কাছে মুহাম্মদ (সা)-এর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা জানান যে, তিনি ঐ মসজিদে সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে বসে আছেন। এরপর আমি তথায়

উপস্থিত হলাম; কিন্তু সঙ্গীদের ভীড়ের মধ্যে তাঁকে চিনতে না পেরে সালাম জানালাম। তখন মুহাম্মদ (সা) বললেন, ওহে কুবাছ ইব্ন আশ্য়াম! বদরের যুদ্ধে তুমিই তো বলেছিলে– আজকের ন্যায় আমি আর কখনও দেখিনি। রণাংগন থেকে মহিলারা ব্যতীত পুরুষরা পলায়ন করেছে। তখন আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। কেননা, এ কথাটি আমি কখনও কারও নিকট ব্যক্ত করিনি। আর ঐ যুদ্ধের সময় এ কথা আমি মুখে বলিনি। তা কেবল আমার মনের মধ্যেই উদয় হয়েছিল। সুতরাং আপনি নবী না হলে এ বিষয়ে অবগত হতে পারতেন না। আসুন, আমি আপনার নিকট ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করি। এভাবে আমি ইসলামে দীক্ষিত হই।

অনুচ্ছেদ

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত কাদের প্রাপ্য, এ প্রশ্নে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। মতবিরোধের কারণ হচ্ছে, মুশরিকরা যখন পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে, তখন সাহাবীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের এক ভাগ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে রাখেন। মুশরিকরা পুনরায় ঘুরে এসে তাঁর উপর আক্রমণ করতে পারে এ আশংকায় তাঁরা তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আর এক অংশ মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকেন। তৃতীয় দল বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা গনীমতের মাল সংগ্রহ করেন। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যদের তুলনায় গনীমতের অধিক হকদার বলে দাবী জানায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ... আবূ উমামা বাহিলী সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি উবাদা ইব্ন সামিতের নিকট সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন ঃ আমরা যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, যুদ্ধের পর গনীমতের মাল নিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং আমাদের আচরণ অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ গনীমতের কর্তৃত্ব আমাদের হাত থেকে তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদান করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে তা সমভাবে বণ্টন করে দেন। ইমাম আহমদও ... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সমহারে বণ্টন করার অর্থ হচ্ছে, বিশেষ কোন একটি অংশকে নয় বরং যারা গনীমত সংগ্রহ করেছিল, যারা শত্রুর পিছনে ধাওয়া করেছিল এবং যারা ময়দানে টিকে থেকে পতাকা সমুন্নত রেখেছিল—এঁদের সকলের মধ্যেই তিনি গনীমত বণ্টন করেন। এভাবে বন্টনের দ্বারা একথা বুঝায় না যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করা হয়নি এবং পৃথক করে তা যথাস্থানে ব্যয় করা হয়নি, যেমন আবূ উবায়দা প্রমুখ এরূপ সন্দেহ করেছেন। বরং রাসূল (সা)-এর যুলফিকার নামক তরবারি বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে অতিরিক্ত হিসেবে নিয়েছিলেন। ইব্ন জারীর বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আবূ জাহ্লের উটের নাকে রূপার হার পরান ছিল। গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) এ উটটি নিজের জন্যে রেখে দেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ মুআবিয়া ইব্ন আমর ... উবাদা ইব্ন সামিত সূত্রে বর্ণনা বলেন, তিনি করেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে বদরে উপস্থিত হই। সেখানে শত্রুর

সাথে মুকাবিলা হয় এবং আল্লাহ্ দুশমনদেরকে পরাজিত করেন। মুসলমানদের মধ্য হতে একটি দল শত্রুদের পিছনে ছুটে এবং তাদেরকে হত্যা করে। আর একটি দল গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। অপর একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে রাখে, যাতে এলোমেলো থাকার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা তাঁর কাছে আসতে না পারে। রাত্রিকালে সৈন্য একে অপরের সঙ্গে যখন মিলিত হল, তখন গনীমত সংগ্রহকারীরা বলল ঃ আমরাই তো গনীমত সংগ্রহ করেছি, এতে অন্য কারও কোন ভাগ নেই। শত্রুর পিছনে ধাওয়াকারীরা বললঃ এ ব্যাপারে তোমাদের দাবী আমাদের থেকে বড় নয়। কারণ, আমরাই গনীমত থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিয়েছি এবং তাদেরকে পরাজিত করেছি। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে ছিলেন, তারা বললেন ঃ আমাদের আশংকা ছিল যে, এরূপ ফাঁকা অবস্থা দেখে শত্রুরা ভিন্ন পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ না করে বসে, তাই আমরা তাঁকে ঘিরে অবস্থান করেছি। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

"লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও (৮ ঃ ১)।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের মধ্যে সেসব বন্টন করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন শত্রু এলাকা আক্রমণ করলে এক-চতুর্থাংশ যোদ্ধাদের দিয়ে দিতেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে এক-তৃতীয়াংশ বন্টন করতেন। তবে তিনি অতিরিক্ত কিছু দেয়া অপসন্দ করতেন। তিরমিযী ও ইব্ন মাজা ছাওরী সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্ন হিব্বান তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে আবদুর রহমান থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং হাকিম একে মুসলিমের শর্ত মতে সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য মুসলিম এ হাদীছটি বর্ণনা করেননি। আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইব্ন হিব্বান ও হাকিম একাধিক সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন, যারা এই এই কাজ করতে পারবে, তাদেরকে এই এই (পুরস্কার) দেয়া হবে। ঘোষণা শুনে যুবকরা দ্রুত সে কাজে অগ্রসর হল এবং বৃদ্ধরা পতাকার কাছে থেকে গেলেন। যখন গনীমত বণ্টনের সময় হল, তখন যুবকরা এসে তাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দাবী করল। বৃদ্ধরা বললেন, আমাদের উপরে তোমরা নিজেদেরকে প্রাধান্য দেবে না। কেননা, আমরা ছিলাম তোমাদের জন্যে প্রাচীন স্বরূপ। যদি তোমরা ফিরে আসতে, তাহলে আমাদের কাছে এসে জড়ো হতে। এভাবে তাঁরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ .... اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে..... এ আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হিসেবে অন্য একটি বর্ণনা আমরা উল্লেখ করেছি। এখানে তার বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। মোটকথা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। তাঁরা মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ বিবেচনায় রেখে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। এ জন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ... قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ (বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।) এরপর বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى

وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

আরও জেনে রেখো যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের (৮ ঃ ৪১)। এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্বের আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে ফায়সালা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাধীন রাখা হয়েছিল এ আয়াতে ঐ নির্দেশেরই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন সে নির্দেশই এখানে প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যা বলা হল, তা আবূ যায়দের বক্তব্য। আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম বলেন ঃ বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত সমুদয় গনীমত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোদ্ধাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। এক-পঞ্চমাংশ সংরক্ষিত রাখেননি। পরবর্তী সময়ে খুমুস বা পঞ্চমাংশের বিধান নাযিল হয় এবং পূর্বের গনীমত বণ্টনের সকল নিয়ম রহিত হয়ে যায়। ওয়ালিবী ইব্ন আব্বাস থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সুদ্দী এ মতই পোষণ করেন। কিন্তু তা তর্কাতীত নয়। কেননা, খুমুসের (পঞ্চমাংশের) আয়াতের পূর্বের ও পরের সবগুলো আয়াতই বদর যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট। আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এটাই দাবী করে যে, এগুলো এক সাথে একই সময়ে নাযিল হয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হয়নি, যাতে রহিতকরণের প্রশ্ন উঠে। এছাড়া বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী বর্ণিত হাদীছে, যাতে তার সেই দুই উটের বর্ণনা আছে, যার কুঁজ হযরত হামযা (রা) কেটে ফেলেছিলেন সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর একটি উট ছিল বদর যুদ্ধের গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) থেকে প্রাপ্ত। আবূ উবায়দ যে বলেছেন, বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে খুমুস বের করা হয়নি, এ হাদীছ তার সাথে সাংঘর্ষিক। বরং এটাই সঠিক যে, বদরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ইমাম বুখারী, ইব্ন জারীর ও অন্যান্য আলিমগণ এই মত পোষণ করেন এবং এটাই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত।

অনুচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধ ২য় হিজরীর ১৭ই রমাযান শুক্রবারে সংঘটিত হয়। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, কোন সম্প্রদায়ের উপর জয়ী হলে রাসূলুল্লাহ তথায় তিন দিন অবস্থান করতেন। সে মতে, বদর রণাংগনে তিনি তিন দিন অতিবাহিত করেন। সোমবার রাত্রে সেখান থেকে রওনা হন। তিনি উটে আরোহণ করে বদরের কুয়োয় নিক্ষিপ্ত লাশদের সম্বোধন করেন এবং সেখান থেকে গনীমতের অঢেল মালামাল ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুশরিক কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ জানানোর জন্যে তিনি পূর্বেই দু'জনকে মদীনায় রওনা করে দেন। তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা। তাঁকে মদীনার উঁচু এলাকায় পাঠান। দ্বিতীয় জন যায়দ ইব্ন হারিছা। তাঁকে পাঠান নিচু এলাকায়। উসামা ইব্ন যায়দ বলেন, আমরা বিজয়ের সুসংবাদ তখন পেলাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়ার দাফন কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছি। রুকাইয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার স্বামী হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশক্রমে যুদ্ধে না যেয়ে মদীনায় থেকে যান। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের ভাগ দেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ছওয়াব লাভের সুসংবাদও দেন। উসামা বলেন, আমার পিতা যায়দ ইব্ন হারিছার আগমন সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি সালাত আদায় করে বসে আছেন এবং লোকজন তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আর তিনি বলছিলেন ঃ উত্বা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ, আবুল বুখতারী 'আস ইব্ন হিশাম, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ ও হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবীহ্ ও মুনাব্বিহ্– এরা সবাই নিহত হয়েছে। আমি বললাম, আব্বা! ঘটনা কি সত্য ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ বেটা, আল্লাহ্র কসম !

বায়হাকী হাম্মাদ ইব্ন সালামা সূত্রে ... উসামা ইব্ন যায়দ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) হযরত উছমান ও উসামা ইব্ন যায়দকে তাঁর রোগাক্রান্ত কন্যার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে মদীনায় রেখে যান। যুদ্ধ শেষে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে যায়দ ইব্ন হারিছা রাসূলুল্লাহ্র উট আয্বার উপরে চড়ে আগমন করেন। উসামা বলেন, আমি এক আশ্চর্যজনক শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখি, যায়দ বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আল্লাহ্র কসম, যুদ্ধবন্দীদেরকে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত এ সংবাদ আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উছমানকে গনীমতের অংশ দিয়েছিলেন। ওয়াকিদী বলেন, বদর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আছীল নামক স্থানে এসে আসরের নামায আদায় করেন। এক রাকআত আদায়ের পর তিনি মুচকি হাসেন। হাসির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি মীকাঈলকে দেখতে পেলাম, তাঁর ডানায় ধুলাবালি লেগে রয়েছে এবং আমার দিকে লক্ষ্য করে মুচকি হেসে বলছেন, আমি এতক্ষণ যাবত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেছি। এছাড়া বদরের যুদ্ধ শেষে হযরত জিবরাঈল (আ) একটি মাদী ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসেন। ঘোড়াটির কপালের চুল ছিল বাঁধা এবং তার মুখ ধুলাবালি থেকে ছিল রক্ষিত। জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্

আমাকে আপনার নিকট এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সন্তুষ্ট না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। আপনি কি তাতে সন্তুষ্ট ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'হ্যাঁ'। ওয়াকিদী বলেন, বর্ণনাকারিগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রওয়াহা ও যায়দ ইব্ন হারিছাকে আছীল নামক স্থান থেকে অগ্রগামী দল হিসেবে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা রবিবারে প্রায় দুপুরের সময় এসে পৌঁছেন। 'আকীক নামক স্থানে আসার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা যায়দ ইব্ন হারিছা থেকে পৃথক হয়ে যান। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা তাঁর সওয়ারীর উপর থেকেই ঘোষণা দিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ করুন; রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিরাপদে আছেন এবং মুশরিকরা মারা পড়েছে ও বন্দী হয়েছে। রবীআর দুই পুত্র, হাজ্জাজের দুই পুত্র, আবূ জাহ্ল, যাম্আ ইব্ন আসওয়াদ ও উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ নিহত হয়েছে এবং সুহায়ল ইব্ন আমরকে বন্দী করা হয়েছে। আসিম ইব্ন আদী বলেন ঃ আমি উঠে তার কাছে যেয়ে বললাম, হে ইব্ন রাওয়াহা! যা বলছ তা কি সত্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম, আগামীকাল রাসূলুল্লাহ্ (সা) বন্দীদের বেঁধে নিয়ে আসবেন। এরপর তিনি উঁচু এলাকায় আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুসংবাদ দিতে থাকেন। আনসারদের ছোট ছোট বালকেরা তাঁর সাথে সুর করে বলতে থাকে 'নিহত হয়েছে আবূ জাহ্ল ফাসিক'। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা যখন বনূ উমাইয়ার আবাসস্থলের কাছে পৌঁছেন, তখন যায়দ ইব্ন হারিছা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনী কাস্ওয়ার উপর চড়ে আগমন করেন এবং মদীনাবাসীদেরকে সুসংবাদ শুনান। যখন তিনি ঈদগাহের কাছে আসলেন, তখন সওয়ারীর উপর থেকেই উচ্চৈঃস্বরে বললেন, রাবীআর দুই পুত্র উত্বা ও শায়বা এবং হাজ্জাজের দুই পুত্র নিহত হয়েছে। উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ, আবূ জাহ্ল, আবুল বুখতারী এবং যামআ ইব্ন আসওয়াদ—এরা সকলেই নিহত হয়েছে এবং সুহায়ল ইব্ন আমর যুল-আনয়াবসহ বহু লোক বন্দী হয়েছে। কেউ কেউ যায়দের কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারছিল না। তারা বলাবলি করতে লাগলো, যায়দ ইব্ন হারিছা তো পরাজিত হয়ে এসেছে। এতে মুসলমানদের মন ভেঙ্গে গেল এবং তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। আসিম ইব্ন আদী বলেন, যায়দ যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়াকে জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে দাফন করে ফিরছিলাম। জনৈক মুনাফিক উসামাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের সর্দার (মুহাম্মদ)ও নিহত হয়েছে। সেই সাথে তার অন্যান্য সঙ্গীরাও নিহত হয়েছে। আর এক মুনাফিক আবূ লুবাবাকে বলল, তোমাদের সাথী, সঙ্গীরা এমনভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে যে, আর কোনদিনও একত্রিত হবে না। যুদ্ধে যায়দের সাথীরাও নিহত হয়েছে, মুহাম্মদও নিহত হয়েছে। এই তো তার উষ্ট্রী, আমরা ওটা চিনি। আর এই যে যায়দ– সে তো ভয়ে ভীত হয়ে কি বল্ছে না বল্ছে তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সে তো পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। আবূ লুবাবা বললেন, আল্লাহ্ তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে দিবেন। ইয়াহূদীরা বলতে লাগল, যায়দ– সে তো পরাজিত হয়েই এসেছে। উসামা বলেন, এসব কথাবার্তা শুনে আমি একান্তে আমার পিতা যায়দের সাথে মিলিত হলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যে সংবাদ দিচ্ছেন তা কি সত্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ বেটা! আল্লাহ্র কসম, আমি যা বলছি তা সবই সত্য। উসামা বলল, আমি এবার নিজেকে শক্ত করে নিলাম এবং ঐ মুনাফিকটির নিকট গিয়ে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের সম্পর্কে

অপপ্রচার চালাচ্ছো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসলে তোমাকে তাঁর সম্মুখে হাযির করা হবে। তখন তিনি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। মুনাফিকটি বলল, এ কথাগুলো আমি লোকজনকে বলতে শুনেছি, তাই বলছি। এরপর বন্দীদেরকে নিয়ে আসা হয়। রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত দাস শাকরানও তাদেরকে নিয়ে আসছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। যুদ্ধবন্দীদের মোট সংখ্যা ছিল ঊনপঞ্চাশজন। ওয়াকিদী বলেন, বন্দীদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল সত্তরজন। এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, মদীনার নেতৃস্থানীয় লোকজন রাওহা নামক স্থানে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয় অভিনন্দন জানান। উসায়দ ইব্ন হুযায়র বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র— যিনি আপনাকে বিজয়ী করেছেন, আপনার চোখ জুড়িয়েছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আপনি শত্রুর মুকাবিলা করবেন তা বুঝতে পারলে আমি বদরে না যেয়ে বাড়িতে থাকতাম না। আমি মনে করেছিলাম, আপনি বাণিজ্য-কাফেলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। শত্রুর উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তা জানলে আমি কিছুতেই বসে থাকতাম না। উসায়েদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যথার্থ বলেছ।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দীসহ মদীনার দিকে রওনা হন। বন্দীদের মধ্যে উক্বা ইব্ন আবূ মুআয়ত ও নযর ইব্ন হারিছও ছিল। গনীমতের দায়িত্ব দেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মাবযূল ইব্ন আমর ইব্ন গনাম ইব্ন মাযিন ইব্ন নাজ্জার-এর উপর। এ সময় মুসলমানদের মধ্য হতে একজন রণোদ্দীপনামূলক কবিতা আবৃত্তি করেন। ইব্ন হিশাম তার নাম বলেছেন আদী ইব্ন আবী যাগবা।

(কবিতা) হে বাসবাস! কাফেলার বাহনগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া অব্যাহত রাখ। যা-তালীহি উপত্যকায় কাফেলা নিয়ে রাত্রি যাপন করা যাবে না এবং উমায়র প্রান্তরে একে আটকান যাবে না। কেননা, বিজয়ী কাফেলার বাহনের গতি রোধ করা যায় না। সুতরাং রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার সুযোগ দেয়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন এবং শয়তান পালিয়ে গেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সাফরা গিরিপথ পার হয়ে উক্ত গিরিপথ ও নাযিয়ার মধ্যবর্তী সায়ার নামক বালুর টিলায় এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকট অবতরণ করেন। সেখানে বসে তিনি মুশরিকদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন। এরপর সেখান থেকে যাত্রা করে যখন রাওহা নামক স্থানে পৌছেন, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণকে আল্লাহ্ যে বিজয় দান করেছেন সেজন্যে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। আসিম সূত্রে বর্ণিত, তখন সালামা ইব্ন সুলামা বললেন ঃ তোমরা আমাদেরকে কি জন্যে মুবারকবাদ দিচ্ছ ? আল্লাহ্র কসম, আমরা তো কতিপয় টাকওয়ালা বৃক্ষের সাথে যুদ্ধ করেছি– যারা ছিল বাঁধা উটের মত, আমরা তাদেরকে যবাহ্ করে দিয়েছি মাত্র। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ ভাতিজা! ওরাই তো এক সময় সমাজের কর্ণধার ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাফরা নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন নযর ইব্‌ন হারিছকে হত্যা করা হয়। মক্কার কয়েকজন আলিমের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব তাকে হত্যা করেছিলেন। এরপর সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে 'আরকুয্-যাবিয়াতে' পৌঁছে উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআয়তকে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ উক্‌বাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে সে রাসূলুল্লাহ্‌কে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! আমার ছোট ছেলেমেয়েদের দেখার জন্যে কে রইল ? তিনি বললেন, 'আগুন'। আবূ উবায়দা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের বর্ণনা মতে, বনী আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবুল আফলাহ্ উক্‌বাকে হত্যা করেন। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা তার মাগাযী গ্রন্থে এ কথাই বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, উক্‌বা ব্যতীত অন্য কোন বন্দীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হত্যা করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, আসিম ইব্‌ন ছাবিত উক্‌বাকে হত্যা করার জন্যে যখন অগ্রসর হলেন, তখন সে বলেছিল, হে কুরায়শ জনগণ! এখানে যতগুলো লোক আছে, তাদের মধ্য হতে আমাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে ? আসিম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করার কারণে। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আতা ইব্‌ন সায়িব, শা'বী থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উক্‌বাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, তখন সে বলেছিল, মুহাম্মদ! আমি একজন কুরায়শী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে হত্যা করছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, এ লোক আমার সাথে কী আচরণ করেছে ? এক দিনের ঘটনা, আমি মাকামে ইবরাহীমের পাশে সালাতে সিজদারত ছিলাম। এ অবস্থায় সে আমার ঘাড়ে পা রেখে সজোরে চাপ দিতে থাকে। অব্যাহত চাপে মনে হচ্ছিল এখনই আমার চোখ দু'টি ফেটে বেরিয়ে যাবে। আর একদিন সিজদারত অবস্থায় সে ছাগলের নাড়িভুঁড়ি এনে আমার মাথার উপর রেখে দেয়। পরে আমার মেয়ে ফাতিমা এসে সেগুলো ফেলে দিয়ে আমার মাথা ধুয়ে দেয়। ইব্‌ন হিশাম বলেন, যুহরী প্রমুখ আলিমগণের বর্ণনা মতে, হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব উক্‌বাকে হত্যা করেছিলেন।

বস্তুত এই দুই ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির। অন্যদের তুলনায় কুফরী কাজে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, বাড়াবাড়ি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কুৎসা রটনায় সব চাইতে অগ্রগামী। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ নযর ইব্‌ন হারিছের মৃত্যুতে তার বোন কুতায়লা বিন্‌ত হারিছ কবিতার মাধ্যমে বিলাপ করে বলেছিল ঃ

يَارَاكِبًا اِنَّ الْاَثِيْلَ مُظِنَّةٌ + مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَاَنْتَ مُوَفَّقُ–

হে আরোহী! আছীল উপত্যকা সম্পর্কে আমি পাঁচ দিন ধরে দুশ্চিন্তায় ভুগছি। আর তোমার আগমন আমার সে দুশ্চিন্তাকে নিশ্চিত করে দিল।

তথায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আমার আশীর্বাদ পৌঁছিয়ে দাও, যাতে তথাকার শরীফ লোকেরা বঞ্চিত না হয়।

(হে ভ্রাতা!) আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি আশীর্বাদ রইল। তোমার জন্যে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। একবার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, আর একবার বন্ধ হচ্ছে।

আমি যদি নযরকে ডাকি, তবে সে কি আমার ডাক শুনবে ? যে মারা গেছে– কথা বলতে পারে না, সে কি করে ডাক শুনবে ?

হে মুহাম্মদ! হে আপন জাতির সম্ভ্রান্ত মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান! ঐতিহ্যগতভাবে যে সম্ভ্রান্ত হয়, সেই প্রকৃত সম্ভ্রান্ত।

আপনি যদি তার উপর করুণা দেখাতেন, তাতে আপনার কি এমন ক্ষতি হত ? অনেক ক্ষেত্রেই তো দেখা যায়, একজন ক্রোধান্বিত বিদ্বেষপরায়ণ যুবক তার প্রতিপক্ষের উপর করুণা করে থাকে।

অথবা আপনি তার মুক্তিপণ গ্রহণ করতেন। কষ্ট করে হলেও তার জন্যে সর্বোচ্চ হারে মুক্তিপণ আদায় করে দেয়া হত।

আপনি যাদেরকে বন্দী করেছিলেন, তাদের মধ্যে নযর তো ছিল আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বন্দীদের মধ্যে যদি কাউকে মুক্তি দেয়া হয়, তবে নযর ছিল তাদের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার সর্বাধিক দাবীদার।

নিজের গোত্রীয় সন্তানদের তরবারি তাকে আঘাত হানছিল এবং রক্তের সম্পর্ক সেখানে আল্লাহ্র হুকুমে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছিল। তাকে হাত-পা বাঁধা ও বেড়ি পরান অবস্থায় টেনে-হেঁচড়ে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। (হে কুতায়লা তুমি ধৈর্য ধারণ কর।)

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ কথিত আছে– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন এ কবিতা পৌঁছে, তখন তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা করার আগে যদি আমার কাছে এ কবিতা পৌঁছতো, তবে তার উপর করুণা দেখাতাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এ স্থানে (আরকুয্-যাবিয়া) ফারওয়া ইব্ন আমর আল-বায়াযি'র আযাদকৃত দাস, রাসূলুল্লাহ্র ক্ষৌরকার আবূ হিন্দ এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। সে মদের একটি মশকে 'হায়স' (খুরমা, ছাতু ও ঘি মিশ্রিত এক প্রকার খাবার) ভর্তি করে রাসূলুল্লাহ্র জন্যে হাদিয়া এনেছিল। রাসূলুল্লাহ্ তা গ্রহণ করলেন এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্যে আনসারদেরকে নির্দেশ দিলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করেন এবং যুদ্ধবন্দীদের মদীনা পৌঁছার একদিন আগেই তিনি সেখানে পৌঁছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুদ-দার গোত্রের নাবীহ্ ইব্ন ওয়াহব আমাকে বলেছেন যে, যুদ্ধবন্দীরা মদীনা পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং বলে দেন "ওদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, মুসআব ইব্ন উমায়রের সহোদর ভাই আবূ আযীয ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম বন্দীদের মধ্যে ছিল। আবূ আযীয বলে, আমার ভাই মুসআব ইব্ন উমায়র আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় একজন আনসারী আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। তখন মুসআব তাকে বলল, একে শক্ত করে বেঁধে তোমার কাছে রেখে দাও! তার মা একজন সম্পদশালী মহিলা। হয়ত বা মুক্তিপণ দিয়ে তোমার নিকট থেকে ওকে ছাড়িয়ে নেবে। আবূ আযীয বলে, বদর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আমি একদল আনসারের সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশ থাকায় তারা

সকাল-বিকাল আহার করার সময় আমাকে রুটি দিত এবং নিজেরা খেজুর খেত। তাদের মধ্যে যার কাছেই রুটি থাকত, তা আমাকে দিয়ে দিত। এতে আমি লজ্জিত হয়ে তাদেরকে রুটি ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তারা তা স্পর্শ না করেই আমাকে পুনরায় দিয়ে দিত। ইব্‌ন হিশাম বলেনঃ এই আবূ আযীয ছিল নযর ইব্‌ন হারিছের পরে মুশরিকদের পতাকাবাহী সেনাধ্যক্ষ। মুসআব যখন তার ভাই আবূ আযীযকে বন্দীকারী আবূ ইয়াসারকে শক্ত করে বাঁধার জন্যে বলেছিলেন তখন আবূ আযীয মুসআবকে বলেছিল, ভাই! আমার সাথে এরূপ করার জন্যে কি তুমি আদিষ্ট ? মুসআব বললেন, তুমি আমার ভাই নও; বরং সে-ই আমার ভাই। এরপর আবূ আযীযের মা জিজ্ঞেস করল, সর্বোচ্চ কত মুক্তিপণ নিয়ে কুরায়শ বন্দীদের ছাড়া হচ্ছে ? বলা হল, চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে। সে মতে তার মা চার হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়।

ইব্‌ন আছীর 'গাবাতুস্-সাহাবা' গ্রন্থে আবূ আযীযের নাম যুরারা লিখেছেন এবং খলীফা ইব্‌ন খাইয়াত তাঁকে সাহাবাদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, আবূ আযীয ছিল মুসআব ইব্‌ন উমায়রের বৈপিত্রেয় ভাই। তাদের আরও একজন বৈপিত্রেয় ভাই ছিল। তার নাম আবুর রূম ইব্‌ন উমায়র। যারা বলেছেন, আবূ আযীয উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে, তারা ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ নিহত ব্যক্তির নাম আবূ 'ইয্‌যা'। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ... সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন, তখন নবী সহধর্মিণী সাওদা বিন্‌ত যামআ আফ্‌রা-পরিবারে অবস্থান করছিলেন। আফ্‌রার দুই পুত্র আওফ ও মুআওয়ায বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়ায় তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখনও পর্দার বিধান প্রবর্তিত হয়নি। সাওদা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ঐ বাড়িতে থাকতেই আমি সংবাদ পেলাম যে, যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হয়েছে। আমি তখন আমার ঘরে ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় দেখলাম, আবূ ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্‌ন আমর কক্ষের একপাশে রয়েছে। আর তার হাত দু'খানি কাঁধের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা। সাওদা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আবূ যায়দের এ অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। বললাম, হে আবূ যায়দ! তোমরা আত্মসমর্পণ করলে কেন ? যুদ্ধ করে সম্মানের সাথে মরতে পারলে না ? সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, হে সাওদা! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আবূ যায়দকে এরূপ বাঁধা অবস্থায় দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারিনি, তাই এরূপ বলে ফেলেছি। মদীনায় যুদ্ধবন্দীদের অবস্থা মুক্তিপণের পরিমাণ ও ধরন সম্পর্কে সামনে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

বদরের ঘটনায় নাজাশীর আনন্দ প্রকাশ

হাফিয রায়হাকী বলেন ঃ আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে...... সানআ নিবাসী আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নাজাশী হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ও তাঁর সংগীদের তাঁর কাছে আসার জন্য সংবাদ দেন। (জা'ফর ও তাঁর সংগীরা ঐ

সময় নাজাশীর আশ্রয়ে আবিসিনিয়ায় থাকতেন)। সংবাদ পেয়ে তাঁরা নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হন। নাজাশী তখন ঘরের মধ্যে পুরনো কাপড় গায়ে ফরাশ ছাড়া মাটিতে বসা ছিলেন। জা'ফর বলেন, নাজাশীকে এ অবস্থায় দেখে আমরা ভড়কে গেলাম। আমাদের চেহারায় ভীতির লক্ষণ দেখে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটা সুসংবাদ দেব, যা তোমাদের আনন্দ দান করবে। তারপর বললেন, তোমাদের দেশ থেকে আমার এক গুপ্তচর এসে বলেছে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন। নবীর শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন। অমুক অমুক বন্দী হয়েছে এবং অমুক অমুক নিহত হয়েছে। পীল বৃক্ষে ঘেরা বদর উপত্যকায় তারা শত্রুদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমার চোখের সামনে যেন ঐ উপত্যকাটি ভাসছে। কারণ, এক সময় আমি সেখানে বনূ যামরার আমার এক মুনীবের উট চরাতাম। জা'ফর (রা) বললেন, আপনার কী হয়েছে ? পুরনো কাপড় গায়ে ফরাশ ছাড়া খালি মাটির উপরে বসে আছেন কেন ? নাজাশী বললেন, ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে আমরা দেখেছি যে, বান্দা যখন আল্লাহ্র কোন নিআমতের কথা মানুষকে শুনাবে, তখন তার উচিত বিনয়ের সঙ্গে শুনানো। আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর নবীকে সাহায্য করার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর জন্যে এরূপ বিনয় ভাব অবলম্বন করেছি।

অনুচ্ছেদ

বদরের বিপর্যয়ের সংবাদ মক্কায় পৌঁছল

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হায়সুমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ খুযাঈ বদরে কুরায়শদের বিপর্যয়ের সংবাদ নিয়ে সর্বপ্রথম মক্কায় পৌঁছে। লোকজন তার নিকট জিজ্ঞেস করল, ওখানকার সংবাদ কী ? সে বলল ঃ উত্বা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, আবুল হাকাম ইব্ন হিশাম, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ, যামআ ইব্ন আসওয়াদ, নাবীহ, মুনাব্বিহ্ এবং আবুল বুখতারী ইব্ন হিশাম— এরা সকলেই নিহত হয়েছেন। হায়সুমান যখন নিহত কুরায়শ নেতাদের নাম একে একে বলে যাচ্ছিল, তখন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া বলল, এ লোকটির যদি জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক থাকে, তবে ওকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর দেখি! তখন তারা হায়সুমানকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সংবাদ কি ? হায়সুমান বলল, এই যে সে তো হাতীমের মধ্যে বসা আছে। আল্লাহ্র কসম, আমি তার পিতা ও ভাইকে নিহত হতে দেখেছি। মূসা ইব্ন উকবা বলেন ঃ বদরে পরাজয়ের সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছল, তারা এর সত্যতা যাচাই করে দেখল। এরপর মহিলারা তাদের মাথার চুল কেটে ফেলল এবং অনেক সওয়ারীও ঘোড়ার পা কেটে দিল। কাসিম ইব্ন ছাবিত রচিত দালায়েল গ্রন্থের বরাতে সুহায়লী উল্লেখ করেছেন ঃ বদরের যুদ্ধ চলাকালে মক্কাবাসীরা শুনতে পায়, এক অদৃশ্য জিন বলে যাচ্ছে ঃ

(কবিতা)

ازار الحنيفيون بدرا وقيعة + سينقض منها ركن كسرى وقيصرا

মক্কার হানীফী বলে দাবীদার কুরায়শরা বদর রণাংগনে এমন এক ঘটনার সম্মুখীন হল, যার প্রভাবে অচিরেই কিসরা ও কায়সারের সিংহাসন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সে ঘটনা লুআই বংশীয় পুরুষদেরকে ধ্বংস করে দিল, আর লজ্জাশীল মহিলারা বেরিয়ে এসে অনুশোচনায় বুক চাপড়াতে থাকল।

বড়ই দুর্ভাগা সে, যে মুহাম্মদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সুপথের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে সে জুলুম করেছে ও হতাশায় ভুগছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হুসাইন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরিমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ রাফি' বর্ণনা করেছেন, আমি আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলাম। আব্বাস পরিবারে ইসলামের প্রবেশ ঘটল। ফলে আব্বাস তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আব্বাস তার সম্প্রদায়কে ভয় করতেন, তাদের বিরোধিতা অপসন্দ করতেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা গোপন করে রাখতেন। তিনি ছিলেন অগাধ সম্পদের মালিক। নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে তাঁর মাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আবূ লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ না করে তার স্থলে 'আস ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরাকে প্রেরণ করে। এ ভাবে কুরায়শদের মধ্যে যারা স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি, তারা নিজেদের স্থলে একজন করে লোক পাঠায়। এরপর বদর যুদ্ধে কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ আবূ লাহাবকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। পক্ষান্তরে আমরা অন্তরে শক্তি ও মর্যাদা অনুভব করি। আবূ রাফি' বলেন, আমি ছিলাম দুর্বল প্রকৃতির লোক। আমার পেশা ছিল তীর বানান। যমযম কূপের পাশে একটি তাঁবুতে বসে আমি তীর বানাবার কাঠ চাছতাম। একদিন আমি সেখানে বসে তীর বানানোর কাজ করছিলাম।

উম্মুল ফযল তখন আমার কাছে বসা ছিলেন। বদর যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে আমরা আত্মতৃপ্তিবোধ করছিলাম। এমন সময় আবূ লাহাব খুব খারাপ অবস্থায় দু'পা টেনে-হেঁচড়িয়ে সেখানে আসলো এবং তাঁবুর একটি টানা রশির কাছে আমার পিঠের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলো। আবূ লাহাবের বসার কিছুক্ষণ পর লোকেরা বলল, এই তো আবূ সুফিয়ান— তাঁর আসল নাম ছিল মুগীরা ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব[১] এসে গেছে। তখন আবূ লাহাব তাকে বলল, আমার কাছে এসো! তুমি তো সব খবরই জান। সে আবূ লাহাবের কাছে গিয়ে বসলো। আর সব লোক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। আবূ লাহাব তাকে বলল, ভাতিজা! সেখানকার ঘটনা কী খুলে বল! সে বলল, আল্লাহ্র কসম! ঘটনা আর বেশী কিছু না। আমরা যখন মুসলমানদের মুকাবিলায় গেলাম, তখন মনে হল যেন আমরা আমাদের গর্দান তাদের হাতে সঁপে দিয়েছি। আর তারা যেমন ইচ্ছা আমাদের কচুকাটা করেছে এবং যেমন ইচ্ছা আমাদের বন্দী করেছে এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র কসম, আমি আমাদের লোকদের তিরস্কার করি না। কারণ, আমরা তখন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর অসংখ্য শুভ্র রঙের সৈন্য দেখেছি। আল্লাহর কসম, তারা কাউকে ছাড় দেয়নি এবং কেউ তাদের সামনে টিকতে পারেনি।

১. ইনি সে মশহুর কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ান নন।

আবূ রাফি' বলেন, আমি হাত দিয়ে তাঁবুর রশি উঁচু করে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, তারা তো ছিলেন ফেরেশতা। এ কথা বলতেই আবূ লাহাব আমার মুখে এক থাপ্পড় মারলো। আমিও তার উপর ক্ষেপে উঠলাম। এরপর সে আমাকে উপরে তুলে ধরে মাটিতে আছাড় মারলো এবং আমার বুকের উপর বসে আমাকে আঘাত করতে লাগলো। আমি ছিলাম দৈহিক দিক দিয়ে দুর্বল এ সময় উম্মুল ফযল তাঁবুর একটি খুঁটি তুলে নিয়ে আবূ লাহাবের মাথায় আঘাত করেন। এতে তার মাথা গুরুতরভাবে যখম হয়। উম্মুল ফযল আরও বললেন, আবূ রাফি'র মুনীব এখানে নেই বলে তাকে দুর্বল ভেবেছ ? এরপর আবূ লাহাব সেখান থেকে লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে চলে গেল। আল্লাহ্‌র কসম, এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তার শরীরে এক প্রকার ফোস্কা (বসন্ত) ওঠে এবং তাতেই সে সাত দিনের মধ্যে মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক থেকে ইউনুস আরো বলেন, আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র তাকে দাফন না করে তিন দিন পর্যন্ত ফেলে রাখে। লাশে পচন ধরে। কুরায়শরা বসন্ত রোগকে প্লেগ রোগের মত ভয় পেত। অবশেষে জনৈক কুরায়শী আবূ লাহাবের পুত্রদ্বয়কে বললো। তোমরা কি হতভাগ্য নির্লজ্জ! তোমাদের পিতার লাশ ঘরের মধ্যে পচে যাচ্ছে। অথচ তোমরা তাকে দাফন করছ না। তারা বলল, এই রোগ ছোঁয়াচে বলে আমাদের ভয় হচ্ছে। সে বলল, তোমরা চল, আমি তোমাদের সহযোগিতা করব। আল্লাহ্‌র কসম, তারা লাশের কাছেও গেল না, গোসলও করাল না; বরং দূর থেকে পানি ছিঁটিয়ে দিল। এরপর মক্কার উচ্চ ভূমিতে নিয়ে একটি প্রাচীরের পাশে পাথরচাপা দিয়ে রাখে। ইউনুস ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে..... হযরত যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) আবূ লাহাবের এই বাড়ি অতিক্রমকালে কাপড় দ্বারা নিজেকে ভালভাবে আবৃত করে নিতেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমাকে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ বলেছেন, কুরায়শরা তাদের নিহত লোকজনের জন্যে কিছু দিন বিলাপ করে। পরে এ কথা বলে লোকেদের বিলাপ করতে বারণ করে যে, মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা জানতে পারলে তোমাদেরকে ভর্ৎসনা করবে। তারা কুরায়শদেরকে আরও বলে দিল যে, মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত বন্দী মুক্ত করার জন্যে কাউকে মদীনায় পাঠিও না। তা না হলে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা মুক্তিপণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবে। বস্তুত এটা ছিল তাদের উপর আল্লাহ্‌র দেয়া শাস্তির চূড়ান্ত অবস্থা। অর্থাৎ নিহতদের জন্যে কাঁদা ও শোকতাপ প্রকাশ বন্ধ রাখা। কেননা, মৃত ব্যক্তির জন্যে কান্নাকাটি করলে শোকাহত ব্যক্তির হৃদয় অনেকটা শান্ত হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিবের তিন পুত্র নিহত হয়। তারা হল যাম'আ, আকীল ও হারিছ। সে তার পুত্রদের শোকে কান্নাকাটি করতে চাচ্ছিল। সে এরূপ চিন্তা-ভাবনা করছিল এমন সময় গভীর রাতে এক শোকাহত নারীর বিলাপধ্বনি তার কানে ভেসে আসে। আসওয়াদ ছিল অন্ধ। তাই সে তার এক ভৃত্যকে বলল, যাও তো দেখে এসো উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কি না ? জেনে এসো, কুরায়শরা তাদের নিহতদের উপর বিলাপ করছে কিনা ? তা হলে

আমিও আবূ হাকীমা অর্থাৎ যামআর জন্যে বিলাপ করবো। কেননা, আমার কলিজা জ্বলে গেছে। রাবী বলেন, ভৃত্য ফিরে এসে তাকে জানাল ঃ এক মহিলা তার উট হারিয়ে যাওয়ায় এ ভাবে বিলাপ করছে। এ কথা শুনে আসওয়াদ একটি কবিতা আবৃত্তি করলো ঃ

اتبكى ان اضل لها بعير + ويمنعها من النوم السهود

ঐ মহিলা কি এ জন্যে বিলাপ করছে যে, তার একটা উট হারিয়ে গিয়েছে এবং এ ভাবে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিচ্ছে ? একটা জওয়ান উট হারানোর জন্যে এরূপ বিলাপ কর না। বরং বদরের ঘটনার জন্যে বিলাপ কর। সেখানে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তুমি বিলাপ কর বদরে নিহত নেতাদের জন্যে; অর্থাৎ বনূ হাসীস, বনু মাখযূম ও আবুল ওয়ালীদের সন্তানদের জন্যে।

যদি তুমি বিলাপ করতে চাও, তবে আবূ আকীল ও বীরশ্রেষ্ঠ হারিছের জন্যে বিলাপ কর।

এদের সকলের জন্যে তুমি বিলাপ করতে থাক, বিলাপে বিরতি দিও না। আর আবূ হাকীমার (যামআ) সাথে তো কারও তুলনাই হয় না।

জেনে রাখ, ওদের মৃত্যুর পর এমন সব লোক নেতা হয়েছে, যদি বদরের যুদ্ধ সংঘটিত না হত, তবে এরা কখনও নেতা হতে পারত না।

অনুচ্ছেদ

কুরায়শ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ আদায়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল আবূ ওয়াদ্দাআ ইব্‌ন যাবীরাতুস সাহ্‌মী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মক্কায় তার এক ছেলে আছে। সে খুব চতুর, ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী। মনে হয় সে তার পিতাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে তোমাদের কাছে আসবে। কুরায়শরা যখন বলাবলি করছিল যে, তোমরা বন্দীদের ছাড়াবার জন্যে খুব তাড়াহুড়া করবা না। তা হলে মুহাম্মদ ও তাঁর সংগীরা মুক্তিপণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবে, তখন মুত্তালিব ইব্‌ন ওয়াদাআ (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বকথিত সেই ছেলেটি) বলল, তোমরা ঠিকই বলেছ, তাড়াহুড়া করা যাবে না। কিন্তু এ কথা বলে সে নিজেই রাতের আঁধারে মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনায় এসে চার হাযার দিরহামের বিনিময়ে তার পিতাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

এই ওদাআ হচ্ছে প্রথম বন্দী যাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়ান হয়। এরপর কুরায়শরা তাদের বন্দীদের মুক্ত করাবার জন্যে পর্যায়ক্রমে মুক্তিপণ পাঠাতে থাকে। তখন মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আখয়াফ সুহায়ল ইব্‌ন আমরের মুক্তির ব্যাপারে আসলো। তাকে বনূ সালিম ইব্‌ন আওফ গোত্রের মালিক ইব্‌ন দাখশাম বন্দী করেছিল। এ প্রসঙ্গে সে নিম্নের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

اسرت سهيلا فلا ابتغى + اسيرا به من جميع الامم

আমি তো সুহায়লকে বন্দী করেছি। তাকে বাদ দিয়ে দলের অন্য কাউকে বন্দী করতে আমি চাইনি।

খুনদুফ গোত্র এ বিষয়ে অবগত আছে যে, যখন তারা অত্যাচারিত হয়, তখন মুকাবিলার জন্যে একমাত্র সুহায়লই বীর পুরুষ হিসেবে অবির্ভূত হয়।

আমি ঠোঁটওয়ালা (ঠোঁটকাটা)-কে আঘাত করলে সে নত হয়ে পড়ে এবং ঠোঁটকাটা চিহ্নধারীর সাথে যুদ্ধ করতে আমি বাধ্য হই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ সুহায়লের নীচের ঠোঁট কাটা ছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রের মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা আমাকে বলেছেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ আমাকে অনুমতি দিন, আমি সুহায়লের সামনের উপর-নীচের দুটো করে চারটা দাঁত উপড়ে ফেলি। এতে তার জিহ্বা ঝুলে থাকবে। ফলে আর কখনও কোথাও দাঁড়িয়ে আপনার বিরুদ্ধে ভাষণ দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তার মুখ বিকৃত করব না। তা হলে আল্লাহ্ আমার মুখ বিকৃত করে দেবেন। যদিও আমি নবী হই না কেন।

এ হাদীছটি মুরসাল বরং মু'যাল।[১] ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমি আর ও জেনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমরকে এ প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে সুহায়ল এমন ভূমিকাও রাখতে পারে যা নিন্দনীয় হবে না। (আমি ইব্‌ন কাছীর) বলি, সে ভূমিকা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর যখন গোটা আরবে বহু লোক মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুনাফিকরা মদীনায় সংঘবদ্ধ হয়, ইসলামের এ দুর্দিনকালে সুহায়ল মক্কায় ভাষণ বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদের সঠিক দীনের উপর অবিচল হয়ে থাকার ব্যপাারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা করা হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মিকরায সুহায়লের ব্যাপারে আলোচনা করে যখন তাদেরকে রাযী করাল, তখন তারা বলল, ঠিক আছে আমাদের পাওনাটা দিয়ে দাও। মিকরায বলল, তোমরা তার স্থলে আমাকে বন্দী কর এবং তাকে ছেড়ে দাও। সে গিয়ে তোমাদের মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেবে। তার কথামত তারা সুহায়লকে ছেড়ে দিল এবং মুকরিযকে বন্দী করে রেখে দিল। ইব্‌ন ইসহাক এ স্থানে মুকরিযের একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম তা উল্লেখ করেননি। ইব্‌ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর থেকে বর্ণনা করেন ঃ বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে আমর ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান— সাখার ইব্‌ন হারবও ছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন তার মা ছিল উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়তের কন্যা। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম বলেছেন, তার মা আবূ মুআয়তের বোন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাকে বন্দী করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। ইব্‌ন ইসহাক

১. মু'যাল হচ্ছে ঐ বর্ণনা, যে বর্ণনার সনদে একাধিক রাবীর নাম অনুল্লিখিত থাকে।

বলেন ঃ আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ানকে বলা হল, তোমার ছেলে আমরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আন। সে বলল, আমার উপর কি একই সাথে রক্ত ও আমার সম্পদ একত্রিত হবে ? তারা হানযালাকে হত্যা করেছে। এখন আবার আমরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হবে ? ওকে তাদের হাতে থাকতে দাও! যতদিন ইচ্ছা তারা ওকে বন্দী করে রাখুক! বর্ণনাকারী বলেন, আবূ সুফিয়ানের ছেলে আমর মদীনায় বন্দী অবস্থায় ছিল। এরই মধ্যে বনূ আমর ইব্ন আওফের শাখাগোত্র বনূ মুআবিয়ার সাআদ ইব্ন নু'মান ইব্ন আক্কাল উমরা করার উদ্দেশ্যে বের হন। তার সাথে ছিল একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী। বয়সে তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ মুসলিম। বাকী' নামক স্থানে তিনি মেষপাল নিয়ে থাকতেন। সেখান থেকেই উমরার জন্যে যাত্রা করেন। উমরা পালন করতে যাচ্ছেন বিধায় তিনি ধারণা করতে পারেননি যে, তাকে মক্কায় আটকে রাখা হবে। কারণ, কুরায়শদের সাথে চুক্তি ছিল, কোন লোক হজ্জ বা উমরা করতে আসলে তার সঙ্গে তারা ভাল ছাড়া মন্দ আচরণ করবে না। কিন্তু সুফিয়ান ইব্ন হারব তার প্রতি জুলুম করল এবং তার পুত্র আমরের বিনিময়ে তাকে মক্কায় বন্দী করে রাখল। এ প্রসঙ্গে আবূ সুফিয়ান নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

ارهط ابن اكال اجيبوا دعاءه + تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا

হে ইব্ন আক্কালের দলের লোকেরা! তোমরা এখন তার ডাকে সাড়া দাও। তোমরা তো পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলে যে, এই বয়োবৃদ্ধ নেতাকে শত্রুদের হাতে অর্পণ করবে না।

কেননা, বনূ আমর দুরাচার ও হীন প্রকৃতির বলে ধরা হবে যদি তারা আটককৃত বন্দীদের মুক্তি না দেয়। হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) এর জবাবে বলেন ঃ'

لوكان سعد يوم مكة مطلقا + لاكثر فيكم قبل ان يؤسر القتلا

সাআদ যদি সেদিন মক্কায় মুক্ত অবস্থায় থাকত, তবে সে নিজে বন্দী হওয়ার আগে তোমাদের অনেককেই হত্যা করতো।

সে হত্যা করতো ধারাল তলোয়ার দিয়ে কিংবা নাব'আ কাঠের তৈরি তীর দিয়ে, যে তীর নিক্ষেপ কালে ধনুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন, বনূ আমর ইব্ন আওফ-এর লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে সাআদ সম্পর্কে সংবাদ জানিয়ে নিবেদন করলো ঃ তিনি যদি আমর ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে তাদের হাতে সমর্পণ করেন, তা হলে তার বিনিময়ে তারা তাদের লোককে ছাড়িয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমরকে তাদের হাতে সমর্পণ করেন। তখন তারা আমরকে তার পিতা আবূ সুফিয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ফলে আবূ সুফিয়ান সাআদ (রা)-কে মুক্ত করে দেয়। ইব্ন ইসহাক বলেনঃ বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে রাসূল (সা)-এর জামাতা— তাঁর কন্যা যয়নবের স্বামী আবুল আস ইব্ন রবী' ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন আবদে শামস ইব্ন উমাইয়াও ছিলেন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ তাঁকে বন্দী করেছিল বনূ হারাম গোত্রের খিরাশ ইব্ন সাম্মা। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবুল 'আস ছিলেন সম্পদে, বিশ্বস্ততায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর মা হালা বিন্ত খুওয়ায়লিদ ছিলেন খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদের বোন।

হযরত খাদীজা (রা) তাঁর কন্যা যয়নবকে আবুল 'আসের সাথে বিবাহ দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার কোন কথা সাধারণত প্রত্যাখ্যান করতেন না। এ ছিল ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তাঁর কন্যা রুকাইয়া মতান্তরে উম্মে কুলছুমকে বিবাহ দেন। (ইসলাম প্রচারের পর) আবূ লাহাব কুরায়শদের বলল, তোমরা মুহাম্মদকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাখার ব্যবস্থা কর। এ উদ্দেশে সে তার পুত্র উতবাকে বলল, তুমি মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক দাও! পিতার নির্দেশে উতবা স্ত্রীকে বাসর রাতের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়। তারপর হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান তাঁকে বিবাহ করেন। এরপর কুরায়শরা আবুল 'আসের কাছে গিয়ে বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তা'হলে তুমি কুরায়শদের যে কোন সুন্দরীকে চাও, তার সাথে তোমাকে বিবাহ দেব। আবুল 'আস বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করবো না এবং তার স্থলে অন্য কোন কুরায়শী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা আমি পসন্দও করি না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জামাতা হিসেবে আবুল 'আসের প্রশংসা করতেন। ইব্ন কাছীর বলেন, আবুল 'আসের প্রশংসামূলক হাদীছ সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ মক্কায় রাসূলুল্লাহ্র ক্ষমতা অর্জিত না হওয়ায় তিনি সেখানে হালাল-হারামের বিধান দিতেন না। যয়নবের ইসলাম গ্রহণের ফলে আবুল 'আসের সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে সক্ষম ছিলেন না। (আমি ইব্ন কাছীর) বলি, মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিবাহ হারাম হওয়ার বিধান ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছরে প্রবর্তিত হয়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা যখন তাদের বন্দীদের ছাড়াবার জন্যে মুক্তিপণ দিয়ে পাঠাল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নব তাঁর স্বামী আবুল 'আসের মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে কিছু মাল দিয়ে পাঠান। ঐ মালের মধ্যে একটা হারও ছিল। হযরত খাদীজা এ হারটি যয়নবের গলায় পরিয়ে আবুল 'আসের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আইশা (রা) বলেন, হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তিনি লোকদেরকে বললেন, যদি তোমরা ভাল মনে কর, তবে যয়নবের বন্দীকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দাও এবং সে যে মাল পাঠিয়েছে তা তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবাগণ বললেন, জী হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে রকমই করা হবে। এরপর তাঁরা আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন এবং যয়নবের প্রেরিত সমস্ত মালামাল ফেরত পাঠালেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বদরের বন্দীদের মধ্যে যাদের বিনা মুক্তিপণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুগ্রহ করে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাদের যে নাম আমাদের কাছে পৌছেছে তারা হলেন ঃ বনূ উমাইয়ার আবুল 'আস ইব্ন রাবী', বনূ মাখযুমের মুত্তালিব ইব্ন হানতাব ইব্ন হারিছ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম। হারিছ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের কোন একজন তাকে বন্দী করে। তাকে তাদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু তারা তাকে মুক্ত করে দেয়। এরপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে চলে যায়। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)

আবুল 'আসের নিকট থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে যয়নবকে মদীনায় আসার সুযোগ করে দিবেন। আবুল 'আস তার এ ওয়াদা পূরণ করেছিলেন। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্র চাচা আব্বাস এবং তাঁর দুই ভাতিজা আকীল ও নাওফিলকে একশ' উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আবুল 'আসকে যিনি বন্দী করেছিলেন তাঁর নাম আবূ আইয়ুব খালিদ ইব্ন যায়দ। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সায়ফী ইব্ন আবূ রিফাআ ইব্ন আইয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূমকে তার গ্রেফতারকারীদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়। তারা তাকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, সে ফিরে গিয়ে নিজেই মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু ফিরে গিয়ে সে আর মুক্তিপণ পাঠায়নি। এ প্রসঙ্গে হাস্সান ইব্ন ছাবিতের কবিতা ঃ

ماكان صيفى ليوفى امانة + قفا ثعلب اعيا ببعض الموارد

"ওয়াদা রক্ষা করার লোক সায়ফী নয়। সে হয়তো ক্লান্ত শৃগালের ন্যায় কোন পানির ঘাটে পড়ে রয়েছে।"

ইব্ন ইসহাক বলেনঃ আবূ ইয্যা আমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উছমান ইব্ন উহায়ব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ ছিল অভাবী লোক, অনেক কন্যা সন্তানের পিতা। সে আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমার কোন সহায়-সম্পদ নেই, আমি অভাবী ও অনেকগুলো সন্তানের পিতা। তাই আমার উপর অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন ও এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। আবূ ইয্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসায় বলেন ঃ (কবিতা)

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّى الرَّسُوْلَ مُحَمَّدًا + بِاَنَّكَ حَقٌّ وَالْمَلِيْكَ حَمِيْدُ

"এমন ব্যক্তি কে আছে, যে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদকে এ বার্তাটি পৌঁছে দিবে যে, আপনি সত্য এবং আল্লাহ প্রশংসার অধিকারী।"

আপনি সত্য ও হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে থাকেন। আপনার সত্যতার উপর মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাক্ষী বিদ্যমান।

আপনি আমাদের মধ্যে এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, যার স্তরসমূহ অতিক্রম করা যেমন সহজ, তেমন কঠিন।

আপনার সাথে যারা যুদ্ধ করে, তারা দুর্ভাগা আর যাদের সাথে আপনার সন্ধি হয়, তারা সৌভাগ্যবান।

কিন্তু আমি যখন বদর যুদ্ধ ও তাতে অংশগ্রহণকারীদের কথা স্মরণ করি, তখন হতাশা ও অনুশোচনায় আমি মুহ্যমান হয়ে পড়ি।"

ইব্ন কাছীর বলেন ঃ এই আবূ ইয্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করে। মুশরিকরা তার জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে উপহাস করতো। ফলে সে পুনরায় তাদের সাথে যোগ দেয়।

সে মুশরিকদের পক্ষে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুনরায় বন্দী হয়। এবারও সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটু অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাকে এ বার ছাড়া হবে না। তুমি তো অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে বলবা যে, আমি মুহাম্মদকে দু'বার ধোঁকা দিয়েছি। তখন তাকে হত্যা করা হয়। উহুদ যুদ্ধের বর্ণনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কথিত আছে, এ ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ 'মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না'। এ প্রবাদ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ্‌র পূর্বে আর কারও থেকে শোনা যায়নি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধে কুরায়শদের বিপর্যয়ের পর উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহী এক দিন হাতীমে-কা'বার কাছে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে বসে ছিল। উমায়র ছিল কুরায়শদের মধ্যে এক জঘন্য প্রকৃতির দুষ্কৃতকারী নেতা। মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবাগণকে যারা নির্যাতন করত, তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত, সে ছিল তাদের অন্যতম। তার ছেলে ওয়াহব ইব্‌ন উমায়র বদর যুদ্ধে বন্দী হয়। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ যুরায়ক গোত্রের রিফাআ ইব্‌ন রাফি' তাকে বন্দী করেছিলেন, ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর— উরওয়া থেকে বর্ণিত। উমায়র বদর যুদ্ধে কুয়োয় নিক্ষিপ্তদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা আলোচনা করলো। বর্ণনা শুনে সাফওয়ান বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এদের নিহত হওয়ার পর আমাদের বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। উমায়র তাকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমার উপর যদি এমন ঋণের বোঝা না থাকতো, যা পরিশোধ করার কোন ব্যবস্থা আমার নেই। আর যদি আমার সন্তানাদি না থাকতো— আমার অবর্তমানে যাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, তবে আমি গিয়ে অবশ্যই মুহাম্মদকে হত্যা করে দিতাম। আরও কারণ হল, আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দী আছে। বর্ণনাকারী বলেন, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া সুযোগ বুঝে বলল, তোমার ঋণের দায়িত্ব আমার তোমার, পক্ষ থেকে আমি তা পরিশোধ করবো। তোমার সন্তানরা আমার সন্তানদের সাথে থাকবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি তাদের দেখাশুনা করবো। আমার থাকবে আর তারা পাবে না, এমনটি কখনও হবে না। তখন উমায়র সাফওয়ানকে বলল, তা হলে বিষয়টি আমার ও তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক। সাফওয়ান বলল, তা-ই করবো। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমায়র তার তরবারি ধারাল ও বিষাক্ত করে নিল। তারপর মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। এ সময় হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কতিপয় মুসলমানের সাথে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ্ মুসলমানদের যে সম্মান দান করেছেন এবং শত্রুদের যে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়েছেন, সে বিষয়গুলো তারা স্মরণ করছিলেন। এমন সময় হযরত উমর দেখতে পেলেন, উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব মসজিদের দরজায় তার উট থামিয়েছে এবং কাঁধে তার তরবারি ঝুলছে। হযরত উমর (রা) বললেন, এই যে কুকুরটি আল্লাহর দুশমন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব, সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে আসেনি। সেই তো আমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং বদর যুদ্ধে আমাদের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে অনুমান করে শত্রুদেরকে জানিয়ে দিয়েছিল। এরপর তিনি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! এই যে আল্লাহ্র দুশমন উমায়র ইব্ন ওয়াহব কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে এখানে এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, উমর এসে ঝুলন্ত তরবারি তার ঘাড়ের সাথে চেপে রেখে বুকের কাপড় জড়িয়ে ধরলেন এবং সাথী আনসারদের বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্র কাছে গিয়ে বস এবং এ দুরাচারের ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা, একে বিশ্বাস করা যায় না। এরপর তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্র কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমর তার ঘাড়েই তরবারি লাগিয়ে রেখেছেন, তখন তিনি বললেন ঃ "হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও হে উমায়র! আমার কাছে এসো। উমায়র রাসূলুল্লাহ্র কাছে গিয়ে বলল, أَنْعِمْ صَبَاحًا সুপ্রভাত! এটাই ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত জাহিলী যুগে পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উমায়র তোমার সম্ভাষণ অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণের ব্যবস্থা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর তা হলো 'সালাম' (আসসালামু আ'লায়কুম), যা হবে জান্নাতীদের সম্ভাষণ। সে বলল, হে মুহাম্মদ। আল্লাহ্র কসম! আমি এ বিষয়ে এখনই অবগত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ 'উমায়র! তুমি কি জন্যে এসেছ ? সে বলল, আমি এসেছি আপনাদের হাতে আটক এই বন্দীর মুক্তির জন্যে। তার ব্যাপারে দয়া করুন! রাসূল (সা) বললেন, তবে তোমার কাঁধে তরবারি কেন ? সে বলল, আল্লাহ্ তরবারির অমঙ্গল করুন। তা কি আমাদের কোন কাজে এসেছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সত্যি করে বল, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলল, ঐ বিষয় ছাড়া আমি আর কোন উদ্দেশ্যে আসিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন. কিছুতেই তা নয়, বরং তুমি ও সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া হাতীমে বসে বদরের কুয়োর নিক্ষিপ্ত কুরায়শদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলে। তুমি না বলেছিলে! আমার যদি ঋণের বোঝা এবং সন্তানদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব না থাকতো, তবে আমি অবশ্যই বেরিয়ে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করে দিতাম। তখন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া তোমার ঋণ ও সন্তানের দায়িত্ব এই শর্তে গ্রহণ করে যে, তুমি আমাকে হত্যা করে দিবে। অথচ আল্লাহ্ তোমার ও তোমার উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছেন। তখন উমায়র বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আকাশের যে সব সংবাদ আমাদের শুনাতেন এবং আপনার উপর যে সকল ওহী অবতীর্ণ হতো, আমরা তা সবই অবিশ্বাস করতাম। আর এ বিষয়টি আমি ও সাফওয়ান ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। সুতরাং আল্লাহ্র কসম! আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানায়নি। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখালেন ও এই স্থানে এনে দিলেন। এরপর সে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের দীনী ভাইকে দীনের জ্ঞান দান কর, তাকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার বন্দীকে ছেড়ে দাও! সাহাবাগণ নির্দেশ মতে তাই করলেন।

একদা উমায়র বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতকাল ধরে আমি আল্লাহ্র নূর নির্বাপিত করার কাজে ছিলাম তৎপর এবং যারা আল্লাহ্র দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদেরকে নির্যাতন করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। এখন আমি চাই, আমাকে অনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে আমি তাদেরকে আল্লাহ্র রাসূল ও ইসলামের দিকে আহবান জানাই। হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়াত দান করবেন। আর যদি তারা হিদায়াত না হয়, তবে বাতিল দীনে থাকার কারণে আমি ঐরূপ শাস্তি

দিব, যেরূপ শাস্তি দিতাম আপনার সাথীদেরকে সত্য দীনে থাকার কারণে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে সে মক্কায় চলে যায়। এদিকে উমায়র ইব্ন ওহাহব যখন মক্কা থেকে বের হয়ে আসছিল, তখন থেকেই সাফওয়ান মক্কাবাসীদের কাছে বলে আসছিল, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, অল্প দিনের মধ্যেই এমন এক ঘটনা জানতে পারবে, যা তোমাদের বদরের ব্যথা-বেদনা ভুলিয়ে দেবে। সে মদীনা থেকে আগত প্রতিটি কাফেলার কাছেই উমায়র সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। অবশেষে এক কাফেলা এসে তাকে উমায়রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সংবাদ দিল। সাফওয়ান তখন শপথ নিল যে, সে আর কখনও তার সাথে কথা বলবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও তাকে দেবে না। ইব্ন ইস্হাক বলে ঃ উমায়র মক্কায় এসে অবস্থান করেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকেন কেউ তার বিরোধিতা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। ফলে তার হাতে অনেকেই ইসলামগ্রহণ করে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ উমায়র ইব্ন ওয়াহব অথবা হারিছ ইব্ন হিশাম যে কোন একজন বদর যুদ্ধের দিনে ইবলীসকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছিল, যখন সে পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং এ কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল যে, "তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না, আমি তা দেখি।" বদর যুদ্ধে সেদিন ইবলীস মুদলাজ গোত্রের নেতা সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশাম-এর আকৃতি ধারণ করে এসেছিল।

অনুচ্ছেদ

এ স্থলে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে কুরআনে অবতীর্ণ আয়াত অর্থাৎ সূরা আনফালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশদভাবে এবং সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠকদের সেখান থেকে অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেয়া হল।

অনুচ্ছেদ

এ পর্যায়ে এসে ইব্ন ইসহাক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি প্রথমে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজিরদের নাম, তারপর অংশগ্রহণকারী আনসার আওস ও খাযরাজদের নাম উল্লেখ করেছেন। শেষের দিকে বলেছেন ঃ মুসলিম মুহাজির ও আনসার যাঁরা সরাসরি যুদ্ধে অং গ্রহণ করেছেন, আর যাঁরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যাননি, কিন্তু তাদেরকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার দেয়া হয়েছে, তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা তিনশ' চৌদ্দ (৩১৪) জন। এঁদের মধ্যে মুহাজির তিরাশি (৮৩), আওস গোত্রের একষট্টি (৬১) এবং খাযরাজ গোত্রের একশ' সত্তর (১৭০) জন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বদরী সাহাবীগণের নাম আরবী বর্ণনামালার ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম, তারপরে আবূ বকর, উছমান ও আলী (রা)-এর নাম লিখেছেন। এই গ্রন্থে বদরী মুসলমানদের নাম আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী লেখা হল। তবে হাফিয যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ রচিত 'আহকামুল কবীর' গ্রন্থের অনুসরণে সর্বপ্রথম বদরীদের মহান নেতা শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উল্লেখ করা হল।

বদরী সাহাবীদের নাম

[আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী]

'আলিফ' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১. উবাই ইব্‌ন কা'আব আন-নাজ্জারী। ইনি ছিলেন সায়্যিদুল কুর্‌রা অর্থাৎ—প্রধান কুরআন বিশেষজ্ঞ।

২. আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম। আবুল আরকামের আসল নাম আবদে মানাফ (ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাযূয়ম) আল-মাখযূমী।

৩. আসআাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ফাকিহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আজলান।

৪. আসওয়াদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছালাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন গানাম। এ হচ্ছে মূসা ইব্‌ন উক্‌বার অভিমত। কিন্তু উমাবী এ নামে সন্দেহ করে বলেছেন, তাঁর নাম সাওয়াদ ইব্‌ন রুযাম ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন 'আদী। এ দিকে ইব্‌ন ইসহাকের উদ্‌ধৃতি দিয়ে সালামা ইব্‌ন ফাযল এ ব্যক্তির নাম বলেছেন— সাওয়াদ ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন ছালাবা। আর ইব্‌ন আইয এ লোকের নাম বলেছেন—সাওয়াদ ইব্‌ন যায়দ।

৫. উসায়র ইব্‌ন আমর আনসারী আবূ সালীত। কারও মতে উসায়র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন ছাবিত খাযরাজী। অবশ্য মূসা ইব্‌ন উকবা বদরী সাহাবীগণের মধ্যে এ নাম উল্লেখ করেননি।

৬. আনাস ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হারিছ আল-আওসী। মূসা ইব্‌ন উকবা এ নাম এ ভাবে বলেছেন। কিন্তু উমাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে 'আনাস'-এর স্থলে উনায়স বলেছেন।

[ইব্‌ন কাছীর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদিম আনাস ইব্‌ন মালিক প্রসংগে উমর ইব্‌ন শাবাতা নুমায়রী...... ছুমামা ইব্‌ন আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিককে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ? জবাবে তিনি বললেন, বদরে না গিয়ে আমি কোথায় থাকবো অকল্যাণ হোক তোমার! মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাআদ ......আনাস ইব্‌ন মালিকের আযাদকৃত গোলাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিককে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক, বদরের যুদ্ধ থেকে কোথায় আমি অনুপস্থিত ছিলাম ? মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী বলেন ঃ আনাস ইব্‌ন মালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বদর যুদ্ধে গিয়েছিলেন। বয়সে তিনি ছোট ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্‌র খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। শায়খ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী তাঁর তাহযীব গ্রন্থে বলেন ঃ আনসারী এরূপ বলেছেন, কিন্তু অন্য কোন মাগাযী লেখক এটা উল্লেখ করেননি।]

৭. আনাস ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার।

৮. উনসাতুল হাবাশী— ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আয়াদকৃত দাস।

৯. আওস ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন মুনযির নাজ্জারী।

১০. আওস ইব্‌ন খাওলা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খাযরাজ আল-খাযরাজী। মূসা ইব্‌ন উকবা এ স্থলে বলেছেন ঃ আওস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন খাওলা।

১১. আওস ইব্‌ন সামিত আল-খাযরাজী— উবাদা ইব্‌ন সামিত-এর ভাই।

১২. ইয়াস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন আবদে ইয়ালীল ইব্‌ন নাশিব ইব্‌ন গাবারা ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন লায়ছ ইব্‌ন বকর— বনূ আদী ইব্‌ন কাআব-এর মিত্র।

‘বা’ আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৩. বুজায়র ইব্‌ন আবূ বুজায়র— বনূ নাজ্জারের মিত্র।

১৪. বাহাছ ইব্‌ন ছা’লাবা ইব্‌ন খুযামা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আম্মারা আল-বালাবী—আনসারীদের মিত্র।

১৫. বাস্‌বাস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ছা’লাবা ইব্‌ন খারশা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন রুশদান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জুহায়না আল-জুহানী— বনূ সাইদার মিত্র। মুসলিম বাহিনীর দু’জন গুপ্তচরের মধ্যে ইনি একজন। অন্যজন ‘আদী ইব্‌ন আবুর-রাগ্‌বা।

১৬. বিশর ইব্‌ন বারা’ ইব্‌ন মা’রূর আল-খাযরাজী। ইনি খায়বারের যুদ্ধে বিষ মিশ্রিত গোশ্‌ত খেয়ে ইনতিকাল করেছিলেন।

১৭. বশীর ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন ছা’লাবা আল-খাযরাজী। তাঁর পুত্রের নাম নু’মান। বলা হয়, হযরত আবূ বকরের হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বায়আত গ্রহণ করেন।

১৮. বশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির— আবূ লুবাবা আল-আওসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাওয়াহা নামক স্থান হতে তাঁকে মদীনায় একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্য গনীমতের অংশ ও পুরস্কার তাঁকে দেয়া হয়।

‘তা’ আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৯. তামীম ইব্‌ন ইয়াআর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন জাদারা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ।

২০. তামীম— খারাশ ইব্‌ন সুম্মা’র আযাদকৃত দাস।

২১. তামীম— বনূ গানাম ইব্‌ন সালামের আযাদকৃত দাস। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম তাঁকে সাআদ ইব্‌ন খায়ছামার আযাদকৃত দাস বলে উল্লেখ করেছেন।

'ছা' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

২২. ছাবিত ইব্‌ন আকরাম ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান।

২৩. ছাবিত ইব্‌ন ছা'লাবা। এই ছা'লাবার পরিচয়ে বলা হত— আল-জাদ' ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন গানাম ইবন কাআব ইব্‌ন সালামা।

২৪. ছাবিত ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন আসীরা ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার আন-নাজ্জারী।

২৫. ছাবিত ইব্‌ন খান্‌সা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার আন-নাজ্জারী।

২৬. ছাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার আন -নাজ্জারী।

২৭. ছাবিত ইব্‌ন হুযাল আল-খাযরাজী।

২৮. ছা'লাবা ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস।

২৯. ছা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মালিক আন-নাজ্জারী।

৩০. ছা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মিহ্‌সান আল-খাযরাজী।

৩১. ছা'লাবা ইব্‌ন আনামা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী আস-সুলামী।

৩২. ছাকিফ ইব্‌ন আমর। ইনি বনূ হাজারের শাখা-গোত্র বনূ সুলায়মের লোক। আর তিনি হচ্ছেন বনূ কাছীর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন দূদান ইব্‌ন আসাদ গোত্রের মিত্র।

'জীম' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

(৩৩) জাবির ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন [মাসউদ ইব্‌ন] আবদুল আশহাল ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন নাজ্জার আন-নাজ্জারী।

(৩৪) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিছাব ইব্‌ন নুমান ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন সালামা আস-সুলামী। ইনি ছিলেন আকাবার শপথকারীদের অন্যতম।

[ইব্‌ন কাছীর বলেন ঃ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম সুলামীও একজন বদরী সাহাবী। ইমাম বুখারী তাঁকে বদরী সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাঈদ ইব্‌ন মানসূর সূত্রে আবূ মুআবিয়া, আমাশ, আবূ সুফিয়ান, জাবির থেকে বর্ণনা করেন। জাবির বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি আমার সংগীদের মধ্যে পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। হাদীছের এ সনদটি মুসলিমের শর্ত পূরণ করে। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন সাআদ বলেন ঃ এ হাদীছটি আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর অর্থাৎ ওয়াকিদীর নিকট পেশ করলে তিনি বলেন, এটা ইরাকবাসীদের একটা ভুল ধারণা। তিনি জাবিরকে বদরী সাহাবী রূপে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ইমাম

আহমদ ইব্ন হাম্বল রাওহ্ ইব্ন উবাদা সূত্রে..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তবে বদর ও উহুদ যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করিনি। আমার পিতা আমাকে এ দু'টি যুদ্ধে যেতে বারণ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে আমার পিতা শাহাদাত বরণ করলে এর পরবর্তী কোন যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত থাকিনি। এ হাদীছটি ইমাম মুসলিম আবূ খায়ছামা, রওহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন]।

৩৫. জাব্বার ইব্ন সাখর আস-সুলামী।

৩৬. জাবর ইব্ন আতীক আনসারী।

৩৭. জুবায়র ইব্ন ইয়াস আল-খাযরাজী।

'হা' অদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৩৮. হারিছ ইব্ন আনাস ইব্ন রাফি' আল-খাযরাজী।

৩৯. হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন মুআয ইব্ন আখী সাআদ ইব্ন মুআয আল-আওসী।

৪০. হারিছ ইব্ন হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে দেন। অবশ্য গনীমতের অংশ ও পুরস্কার তাকে দান করেন।

৪১. হারিছ ইব্ন খাযরমা ইব্ন আদী ইব্ন আবী গানাম ইব্ন সালিম ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন খাযরাজ— বনী যাউর ইব্ন আবদুল আশহাল-এর মিত্র।

৪২. হারিছ ইব্ন সাম্মা আল-খাযরাজী। যাত্রাপথে তাঁর পা ভেঙ্গে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। তবে গনীমতের ভাগ ও যুদ্ধের পুরস্কার তাঁকে দেয়া হয়।

৪৩. হারিছ ইব্ন আরফাজা আল-আওসী।

৪৪. হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন খালদা আবূ খালিদ আল-খাযরাজী।

৪৫. হারিছ ইব্ন নু'মান ইব্ন উমাইয়া আনসারী।

৪৬. হারিছা ইব্ন সুরাকা আন-নাজ্জারী। যুদ্ধের ময়দানে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন কালে হঠাৎ শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে জান্নাতবাসী হন।

৪৭. হারিছা ইব্ন নু'মান ইব্ন রাফি' আনসারী।

৪৮. হাতিব ইব্ন আবূ বালতা' আল-লাখামী— তিনি বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই-এর মিত্র ছিলেন।

৪৯. হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমাইয়া আল-আশজাঈ। আশজাঈ বনূ দাহমানের শাখাগোত্র। ইব্ন ইসহাক ব্যতীত অন্যদের থেকে ইব্ন হিশাম এরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াকিদী তাঁর নাম বলেছেন ঃ হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন আবদে শাম্স ইব্ন আবদূদ। ইব্ন আইয তাঁর মাগাযী গ্রন্থে এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবূ হাতিম

বলেন ঃ আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি যে, হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন আবদে শাম্স একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক।

৫০. হুবাব ইব্ন মুনযির আল-খাযরাজী। কথিত আছে যে, বদর যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের ঝাণ্ডা তাঁরই হাতে ছিল।

৫১. হাবীব ইব্ন আসওয়াদ— ইনি বনূ সালামা গোত্রের শাখা বনূ হারাম-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। মূসা ইব্ন উকবা হাবীব ইব্ন আসওয়াদ-এর পরিবর্তে হাবীব ইব্ন সাআদ বলেছেন। ইব্ন আবূ হাতিম লিখেছেন, হাবীব ইব্ন আসলাম বদরী সাহাবী— যিনি আলে জুশাম ইব্ন খাযরাজ আনসারীর আযাদকৃত দাস।

৫২. হুরাইছ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন আবদে রাব্বিহী আনসারী। যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ-এর ভাই। যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ আযান-এর শব্দমালা স্বপ্নে দেখেছিলেন।

৫৩. হুসাইন ইব্ন হারিছ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফ।

৫৪. হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম— রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা।

'খা' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৫৫. খালিদ ইব্ন বুকায়র— ইয়াস ইব্ন বুকায়র-এর ভাই।

৫৬. খালিদ ইব্ন যায়দ আবূ আইয়ূব নাজ্জারী।[১]

৫৭. খালিদ ইব্ন কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান আনসারী।

৫৮. খারিজা ইব্ন হুমায়র। খাযরাজ গোত্রের বনূ খানসার মিত্র। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিল হারিছা ইব্ন হুমায়র। ইব্ন আইয তাঁর নাম বলেছেন খারিজা।

৫৯. খারিজা ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক-এর শ্বশুর।

৬০. খাব্বাব ইব্ন আরত— বনূ যোহরার মিত্র। তিনি হিজরতের সূচনা লগ্নে মুহাজির। তাঁর মূল নসব বনূ তামীম মতান্তরে খুযাআ।

৬১. খাব্বাব যিনি উতবা ইব্ন গাযওয়ান-এর আযাদকৃত দাস এবং প্রথম দিকের মুহাজির।

৬২. খারাশ ইব্ন সাম্মা সুলামী।

৬৩. খুবায়ব ইব্ন আসাফ ইব্ন উত্বা আল-খাযরাজী।

৬৪. খুরায়ম ইব্ন ফাতিক। ইমাম বুখারী তাঁকে বদরী সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৫. খলীফা ইব্ন আদী আল-খাযরাজী।

৬৬. খুলায়দ ইব্ন কায়স ইব্ন নু'মান ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ আল-আনসারী আস-সুলামী।

৬৭. খুনায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সাআদ ইব্ন সাহ্ম ইব্ন আমর ইব্ন

---

১. ইনিই সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী হিজরতের পর সর্বপ্রথম নবী করীম (সা) যার বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন।

হাসীস ইব্ন কাআব ইব্ন লূওয়াই আস-সাহ্মী। তিনি ছিলেন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাবের কন্যা হাফ্সার স্বামী। বদর যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

৬৮. খাওয়াত ইব্ন জুবায়র আল-আনসারী। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে গমন করেননি। তবু তাঁকে গনীমত ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর পুরস্কার দেয়া হয়।

৬৯. খাওলা ইব্ন আবূ খাওলা আল-আজালী। বনূ আদীর মিত্র এবং প্রথম দিকের মুহাজির।

৭০. খাল্লাদ ইব্ন রাফি'।

৭১. খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ।

৭২. খাল্লাদ ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ্ আল-খাযরাজী।

'যাল' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৭৩. যাক্ওয়ান ইব্ন আবদে কায়স আল-খাযরাজী।

৭৪. যুশ্-শিমালায়ন ইব্ন আব্দ ইব্ন আমর ইব্ন নাযলা। তিনি ছিলেন মুসাআ গোত্রের গাবশান ইব্ন সুলায়ম ইব্ন মালিকান ইব্ন আফসা ইব্ন হারিছা ইব্ন আমর ইব্ন আমির শাখার লোক এবং বনী যুহরার মিত্র। বদর যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। ইব্ন হিশাম বলেন, তাঁর নাম ছিল উমায়র। অতিশয় দরিদ্র হওয়ার কারণে তাঁকে যুশ-শিমালায়ন বলা হত।

'রা' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৭৫. রাফি' ইব্ন হারিছ আল-আওসী।

৭৬. রাফি' ইব্ন আনজাদা। ইব্ন হিশাম বলেন, আনজাদা হচ্ছে রাফি'র মায়ের নাম।

৭৭. রাফি' ইব্ন মুআল্লা ইব্ন লাওযান আল-খাযরাজী। তিনি এ যুদ্ধে শহীদ হন।

৭৮. রিব'ঈ ইব্ন রাফি' ইব্ন হারিছ ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা ইব্ন জাদ্ ইব্ন আজলান ইব্ন যাবী'আ। মূসা ইব্ন উক্বা বলেছেন রিবঈ ইব্ন আবূ রাফি'।

৭৯. রাবী' ইব্ন ইয়াস আল-খাযরাজী।

৮০. রাবীআ ইব্ন আকছাম ইব্ন সাখবুরা ইব্ন আমর ইব্ন লাকীয ইব্ন 'আমির ইব্ন গানাম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা— বনূ আবদে শাম্স ইব্ন আবদে মানাফ-এর মিত্র। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের মুহাজির।

৮১. রাখীলা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খালিদ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন আমির ইব্ন বায়াযা আল-খাযরাজী।

৮২. রিফাআ ইব্ন রাফি' আয্-যুরাকী—খাল্লাদ ইব্ন রাফির ভাই।

৮৩. রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির ইব্ন যুনায়র আওসী— আবূ লুবাবার ভাই।

৮৪. রিফাআ ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ খাযরাজী।

'যা' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৮৫. যুবায়র ইব্ন আওআম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফাত ভাই ও হাওয়ারী বা একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

৮৬. যিয়াদ ইব্ন আমর। মূসা ইব্ন উকবা বলেছেন, যিয়াদ ইব্ন আখরাস ইব্ন আমর আল-জুহানী। ওয়াকিদী বলেছেন, যিয়াদ ইব্ন কাআব ইব্ন আমর ইব্ন আদী ইব্ন রিফাআ ইব্ন কুলায়ব ইব্ন বুরযাআ ইব্ন আদী ইব্ন আমর ইব্ন যাবআরী ইব্ন রুশদান ইব্ন কায়স ইব্ন জুহায়না।

৮৭. যিয়াদ ইব্ন লাবীদ আয-যুরাকী।

৮৮. যিয়াদ ইব্ন মাযীন ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী।

৮৯. যায়দ ইব্ন আসলাম ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন আদী ইব্ন আজলান ইব্ন যবীআ।

৯০. যায়দ ইব্ন হারিছা ইব্ন শুরাহ্বীল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুক্ত দাস।

৯১. যায়দ ইব্ন খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল। উমর ইব্ন খাত্তাবের ভাই।

৯২. যায়দ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারাম আন-নাজ্জারী আবূ তাল্হা (রা)।

'সীন' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৯৩. সালিম ইব্ন উমায়র আল-আওসী।

৯৪. সালিম ইব্ন [গানাম ইব্ন] আওফ খাযরাজী।

৯৫. সালিম ইব্ন মা'কাল— আবূ হুযায়ফার মিত্র।

৯৬. সাইব ইব্ন উছমান ইব্ন মাসঊন আল-জুমাহী— তিনি তার পিতার সাথে এ যুদ্ধে গমন করেন।

৯৭. সুবায়' ইব্ন কায়স ইব্ন আইয আল-খাযরাজী।

৯৮. সুবরা ইব্ন ফাতিক। ইমাম বুখারী এ নাম উল্লেখ করেছেন।

৯৯. সুরাকা ইব্ন আমর আন-নাজ্জারী।

১০০. সূরাকা ইব্ন কাআব আন-নাজ্জারী।

১০১. সাআদ ইব্ন খাওলা। বনূ আমির ইব্ন লুওয়াই-এর মিত্র এবং প্রথম দিকের মুহাজির।

১০২. সাআদ ইব্ন খায়ছামা আল-আওসী। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১০৩. সাআদ ইব্ন রাবী' খাযরাজী। উহুদ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১০৪. সাআদ ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক আল-আওসী। ওয়াকিদী বলেছেন, সাআদ ইব্ন যায়দ ইব্ন ফাকিহ্ আল-খাযরাজী।

১০৫. সাআদ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আবদুল আশহাল আন-নাজ্জারী।

১০৬. সাআদ ইব্ন উবায়দ আল-আনসারী।

১০৭. সাআদ ইব্ন উছমান ইব্ন খালদা আল-খাযরাজী আবূ উবাদা। ইব্ন আইয বলেছেন, আবূ উবায়দা।

১০৮. সাআদ ইব্ন মুআয আল-আওসী। যুদ্ধে আওস গোত্রের ঝাণ্ডা তাঁর হাতেই ছিল।

১০৯. সাআদ ইব্ন উবাদা ইব্ন দালীম আল-খাযরাজী। উরওয়া, বুখারী, ইব্ন আবূ হাতিম, তাবারানী প্রমুখ তাঁকে বদরী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সহীহ্ মুসলিমের একটি বর্ণনা থেকে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঐ বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলাকে ধরার জন্যে সাহাবাদের মতামত গ্রহণ করেন, বারবার মতামত চাওয়ায় সাআদ ইব্ন উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সম্ভবত আমাদের অর্থাৎ মদীনাবাসীদের মতামত চাচ্ছেন--- আল-হাদীছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি ছিলেন সাআদ ইব্ন মুআয। সাআদ ইব্ন উবাদা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত হল ঃ মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে রাস্তা থেকে তাঁকে ফেরত পাঠান হয়। কারও মতে সাআদ ইব্ন উবাদাকে সর্প দংশন করে। ফলে তিনি বদরে যেতে পারেননি। সুহায়লী এ কথা ইব্ন কুতায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১০. সাআদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস— মালিক ইব্ন উহায়ব আয-যুহরী। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের অন্যতম। (عشره مبشره)

১১১. সাআদ ইব্ন মালিক আবূ সাহ্ল। ওয়াকিদী বলেন, বদর যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সাআদ ইব্ন মালিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বের হওয়ার পূর্বেই তিন রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

১১২. সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল আল-আদবী। উমর ইব্ন খাত্তাবের ফুফাত ভাই। কথিত আছে । বদর রণাংগন থেকে মুসলমানগণে প্রত্যাবর্তনের পর সাঈদ সিরিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের ভাগ ও পুরস্কার দান করেন।

১১৩. সুফিয়ান ইব্ন বিশ্‌র ইব্ন আমর খাযরাজী।

১১৪. সালামা ইব্ন আসলাম ইব্ন হুরায়শ আওসী।

১১৫. সালামা ইব্ন ছাবিত ইব্ন ওকাশ ইব্ন যাগাবা।

১১৬. সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওকাশ ইব্ন যাগাবা।

১১৭. সুলায়ম ইব্ন হারিছ আন-নাজ্জারী।

১১৮. সুলায়ম ইব্ন আমর আস-সুলামী।

১১৯. সুলায়ম ইব্ন কায়স ইব্ন ফাহাদ আল-যাযরাজী।

১২০. সুলায়ম ইব্‌ন মিলহান নাজ্জারী। ইনি হারাম ইব্‌ন মিলহানের ভাই ছিলেন।

১২১. সিমাক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন খারাশা আবূ দুজানা। তাঁকে সিমাক ইব্‌ন খারাশাও বলা হয়।

১২২. সিমাক ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী। ইনি পূর্বোল্লিখিত বাশীর ইব্‌ন সাআদের ভাই।

১২৩. সাহ্‌ল ইব্‌ন হানীফ আল-আওসী।

১২৪. সাহ্‌ল ইব্‌ন আতীক আন-নাজ্জারী।

১২৫. সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়স আস-সুলামী।

১২৬. সাহ্‌ল ইব্‌ন রাফি' আন-নাজ্জারী। তাঁর জন্যে ও তাঁর ভাইয়ের জন্যে মসজিদে নববীতে একটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

১২৭. সুহাল ইব্‌ন ওয়াহব আল-ফিহ্‌রী। তাঁর মায়ের নাম ছিল বায়যা।

১২৮. সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান ইব্‌ন মিহ্‌সান ইব্‌ন হারছান। তিনি ছিলেন একজন মুহাজির এবং বনু আবদে শাম্‌স ইব্‌ন আবদে মানাফের মিত্র।

১২৯. সিনান ইব্‌ন সায়ফী আস-সুলামী।

১৩০. সাওয়াদ ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন যায়দ আনসারী। উমাবী বলেছেন, সাওয়াদ ইব্‌ন রিযাম।

১৩১. সাওয়াদ ইব্‌ন গাযিয়াহ্‌ ইব্‌ন উহায়ব আল-বালাবী।

১৩২. সুওয়ায়বিত ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন হারমালা আল-আবদারী।

১৩৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুখশী আবূ মুখশী আত-তাঈ। বনূ আবদে শাম্‌স-এর মিত্র। কারও মতে তার নাম ছিল উযায়দ ইব্‌ন হুমায়র।

'শীন' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৩৪. শুজা' ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন রাবীআ আল-আসাদী, আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা। বনূ আবদে শাম্‌স-এর মিত্র এবং প্রথম দিকের মুহাজির।

১৩৫. শাম্মাস ইব্‌ন উছমান আল-মাখযূমী। ইব্‌ন হিশাম বলেন, প্রথম দিকে তাঁর নাম ছিল উছমান ইব্‌ন উছমান। কিন্তু মুখশ্রী ও অবয়বে জাহিলী যুগের শাম্মাস নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাদৃশ্য থাকায় লোকে তাঁকে শাম্মাস বলতো।

১৩৬. শাকরান— রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম। ওয়াকিদী বলেন, গনীমতের কোন মাল শাকরানকে দেয়া হয়নি। তবে বদরের বন্দীদের দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তাই যাদেরই বন্দী ছিল, তারা প্রত্যকেই তাঁকে কিছু কিছু মাল দেয়। এতে এক এক জনের প্রাপ্য অংশের চাইতে তিনি অধিক মাল প্রাপ্ত হন।

'সোয়াদ' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৩৭. সুহায়ব ইব্‌ন সিনান আর-রূমী— প্রথম দিকের মুহাজির।

১৩৮. সাফ্ওয়ান ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রাবীআ আল-ফিহ্রী— সুহায়ল ইব্ন বায়যার ভাই। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১৩৯. সাখার ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খান্‌সা আস-সুলামী।

'দোয়াদ' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৪০. দাহ্হাক ইব্ন হারিছা ইব্ন যায়দ আস-সুলামী।

১৪১. দাহ্হাক ইব্ন আবদে আমর আন-নাজ্জারী

১৪২. দামরা ইব্ন আমর আল-জুহানী। মূসা ইব্ন উক্বার মতে, তাঁর আসল নাম ছিল দামরা ইব্ন কাআব ইব্ন আমর— যিনি ছিলেন আনসারদের মিত্র ও যিয়াদ ইব্ন 'আমরের ভাই।

'তোয়া' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৪৩. তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ আত-তায়মী। আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্যতম। বদর থেকে মুসলিম মুজাহিদগণ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের অংশ ও যুদ্ধের পুরস্কার দান করেন।

১৪৪. তুফায়ল ইব্ন হারিছ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফ। তিনিও ছিলেন মুহাজির এবং হুসাইন ও উবায়দার ভাই।

১৪৫. তুফায়ল ইব্ন মালিক ইব্ন খান্‌সা আস-সুলামী।

১৪৬. তুফায়ল ইব্ন নু'মান ইব্ন খান্‌সা আস-সুলামী। ইনি পূর্বোল্লিখিত জনের চাচাত ভাই।

১৪৭. তুলায়ব ইব্ন উমায়র ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন আবূ কবীর ইব্ন আব্দ্ ইব্ন কুসাই। ওয়াকিদী এরূপ উল্লেখ করেছেন।

'যোয়া' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৪৮. যুহায়র ইব্ন রাফি' আওসী। বুখারী তাঁর নাম বদরী সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

'আইন' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

১৪৯. আসিম ইব্ন ছাবিত আবুল আফলাহ আনসারী। যিনি রাজী'র মর্মান্তিক ঘটনায় শহীদ হলে মৌমাছির পাল তাঁর মৃতদেহকে ঘিরে রেখে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

১৫০. আসিম ইব্ন 'আদী ইব্ন জাদ্দায়ন আজলানে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে রাওহা থেকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তবে যুদ্ধের পর প্রাপ্ত গনীমতের অংশ ও পুরস্কার তাঁকে দিয়েছিলেন।

১৫১. আসিম ইব্ন কায়স ইব্ন ছাবিত খাযরাজী।

১৫২. আকিল ইব্ন বুকায়র। ইনি ইয়াস, খালিদ ও আমির-এর ভাই।

১৫৩. আমিল ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হাসহাস আন-নাজ্জারী।

১৫৪. আমির ইব্‌ন হারিছ আল-ফিহ্‌রী। ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন আইয থেকে সালামা এরূপই বর্ণনা করেছেন! কিন্তু মূসা ইব্‌ন 'উকবা ও যিয়াদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে তাঁর নাম বর্ণনা করেছেন আমর ইব্‌ন হারিছ।

১৫৫. আমির ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন মালিক আল-'আনাযী। তিনি ছিলেন বনী 'আদীর মিত্র ও মুহাজির।

১৫৬. আমির ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বালাবী আল-কুযাঈ— বনূ সালিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গানাম-এর মিত্র। ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাঁর নাম ছিল আমর ইব্‌ন সালামা।

১৫৭. আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জার্‌রাহ্ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন দাব্বা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন ফিহ্‌র— আবূ 'উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ। ইনি ছিলেন 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথম হিজরতকারীদের অন্যতম।

১৫৮. আমির ইব্‌ন ফুহায়রা— হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের আযাদকৃত গোলাম।

১৫৯. আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ আন-নাজ্জারী।

১৬০. আইয ইব্‌ন মা'ইয ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী।

১৬১. আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন ওকাশ আল-আওসী।

১৬২. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির আল-খাযরাজী।

১৬৩. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আইশা আল-খাযরাজী। পূর্বোল্লিখিত সুবায়'-এর ভাই।

১৬৪. আব্বাদ ইব্‌ন খাশখাশ আল-কুযাঈ।

১৬৫. উবাদা ইব্‌ন সামিত আল-খাযরাজী।

১৬৬. উবাদা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন কায়স।

১৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আরফাতা

১৬৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন খাযমা— পূর্বোল্লিখিত বাহাছ ইব্‌ন ছা'লাবার ভাই।

১৬৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিছাব আল-আসাদী।

১৭০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান আল -আওসী।

১৭১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাদ্ ইব্‌ন কায়স আস-সুলামী।

১৭২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হক্ ইব্‌ন আওস আস-সাইদী। তবে মূসা ইব্‌ন উক্‌বা, ওয়াকিদী ও ইব্‌ন আইয তাঁর নাম আবদু রব ইব্‌ন হক বলে উল্লেখ করেছেন। আর ইব্‌ন হিশাম বলেছেন, আবদু রাব্বিহী ইব্‌ন হক।

১৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমায়র— বনূ হারামের মিত্র এবং আশজা' গোত্রের খারিজা ইব্‌ন হুমায়রের ভাই।

১৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবী' ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী।

১৭৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা আল-খাযরাজী।

১৭৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদে রাব্বিহী ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী যাকে স্বপ্ন যোগে আযানের শব্দমালা দেখান হয়েছিল।

১৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুরাকা আল-আদাবী। তাঁর নাম বদরী সাহাবীদের মধ্যে মূসা ইব্ন উক্বা, ওয়াকিদী ও ইব্ন 'আইয উল্লেখ করেননি। তবে ইব্ন ইসহাক প্রমুখ উল্লেখ করেছেন।

১৭৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা ইব্ন মালিক আল-আজলান— আনসারদের মিত্র।

১৭৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন রাফি'— ইনি বনূ যা'উরাভুক্ত ছিলেন।

১৮০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন 'আমর। তিনি তাঁর পিতার সাথে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে বদরে আসেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে মুশরিকদের পক্ষ ত্যাগ করে মুসলমানদের সঙ্গে মিশে যান এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

১৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক ইব্ন মালিক আল-কুযাঈ আনসারদের মিত্র।

১৮২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির— বালী গোত্রের। ইব্ন ইসহাক তাঁকে বদরী সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন।

১৮৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল আল-খাযরাজী। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ছিল মুনাফিকদের প্রধান।

১৮৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন মাখযূম আবূ সালামা। তিনি উম্মে সালামার প্রথম স্বামী ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১৮৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন নু'মান আস-সুলামী।

১৮৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবস।

১৮৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন আমির ইব্ন আমর ইব্ন কাআব ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন কাআব আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

১৮৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরফাতা ইব্ন আদী আল-খাযরাজী।

১৮৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন হারাম আস-সুলামী আবূ জাবির।

১৯০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমায়র ইব্ন আদী আল-খাযরাজী।

১৯১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন খালিদ আন-নাজ্জারী।

১৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন সাখার ইব্ন হারাম আস-সুলামী।

১৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মাবযূল ইব্ন আমর ইব্ন গানাম ইব্ন মাযিন ইব্ন নাজ্জার। নবী করীম (সা) তাঁকেও আদী ইব্ন আবিয-যাগবার সঙ্গে বদরের গনীমতের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

১৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন আবদুল 'উয্‌যা— প্রথম দিকের মুহাজির।

১৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ আল-হুযালী— বনূ যুহরার মিত্র এবং প্রথম দিকের মুহাজির।

১৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊন আল-জুমাহী। প্রথম দিকের মুহাজির।

১৯৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন বালদামা আস্-সুলামী।

১৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়সা ইব্‌ন নু'মান সুলামী।

১৯৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবর ইব্‌ন 'আমর আবূ 'উবায়স আল-খাযরাজী।

২০০. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছালাবা আবূ আকীল আল-কুযাঈ আল-বালাবী।

২০১. আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আবদে আওফ ইব্‌ন আবদুল হারিছ ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাব যুহরী। আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম।

২০২. আবস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী আস-সুলামী।

২০৩. উবায়দ ইব্‌ন তায়হান। আবুল হায়ছাম ইব্‌ন তায়হানের ভাই। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম উবায়দ নয়, বরং 'আতীক ছিল।

২০৪. উবায়দ ইব্‌ন ছালাবা। ইনি বনূ গানাম ইব্‌ন মালিক গোত্রের লোক ছিলেন।

২০৫. উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমির।

২০৬. উবায়দ ইব্‌ন আবূ 'উবায়দ।

২০৭. উবায়দা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন 'আবদে মানাফ। হুসায়ন ও তুফায়লের ভাই। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যে তিন জন মল্লযুদ্ধে অংশ নেন উবায়দা ছিলেন তাদের অন্যতম। মল্লযুদ্ধে তাঁর হাত কেটে যায়। ফলে তিনি শহীদ হন।

২০৮. ইতবান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমর খাযরাজী।

২০৯. উত্‌বা ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুআবিয়া আল-বাহ্‌রানী। বনূ উমাইয়া ইব্‌ন লাওযানের মিত্র।

২১০. উত্‌বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখার সুলামী।

২১১. উত্‌বা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান ইব্‌ন জাবির। তিনি প্রথম দিকের একজন মুহাজির।

২১২. উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স ইব্‌ন আবদে মানাফ— আল-উমাবী। আমীরুল মু'মিনীন। চার খলীফার অন্যতম এবং আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর সহধর্মিণী রাসূলুল্লাহ্‌র কন্যা রুকাইয়া রোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি মদীনায় থেকে যান। এ রোগে রুকাইয়ার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উছমানকে গনীমতের অংশ দেন ও যুদ্ধের পুরস্কার দেন।

২১৩. উছমান ইব্‌ন মাযউন আল-জুমাহী আবুস সাইব। আবদুল্লাহ্ ও কুদামার ভাই এবং প্রথম হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

২১৪. আদী ইব্ন আবুর রাগাবা আল-জুহানী। তাঁকে ও বাসবাস ইব্ন 'আমরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গুপ্তচর হিসেবে আগে প্রেরণ করেন।

২১৫. ইসমা ইব্ন হুসাইন ইব্ন ওবারা ইব্ন খালিদ ইব্ন 'আজলান।

২১৬. আসীমা— তিনি ছিলেন আশজা' কিংবা বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের শাখা বনূ হারিছ ইব্ন সাওয়ারের মিত্র।

২১৭. আতিয়্যা ইব্ন নুওয়ায়রা ইব্ন আমির ইব্ন আতিয়্যা আল-খাযরাজী।

২১৮. উকবা ইব্ন আমির ইব্ন নাবী আস-সুলামী।

২১৯. উকবা ইব্ন উছমান ইব্ন খালদা খাযরাজী। সাআদ ইব্ন উছমানের ভাই।

২২০. উকবা ইব্ন আমর আবূ মাসঊদ আল-বদরী। সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বহু মাগাযী লেখক বদরী সাহাবীদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

২২১. উকবা ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রাবীআ আল-আসাদী— যিনি ছিলেন খুযায়মা গোত্রের সিংহ তুল্য। তিনি ছিলেন বনূ আবদে শামসের মিত্র ও শুজা' ইব্ন ওয়াহবের ভাই এবং প্রথম সারির মুহাজির।

২২২. উকবা ইব্ন ওয়াহব ইব্ন কালদা— বনূ গাতফানের মিত্র।

২২৩. উকাশা ইব্ন মিহ্সান গানামী— প্রথম দিকের একজন মুহাজির এবং যাঁদের কোন হিসাব নেয়া হবে না বলে ঘোষণা আছে, তিনি হচ্ছেন তাদের অন্যতম।

২২৪. আলী ইব্ন আবূ তালিব আল-হাশিমী। আমীরুল মু'মিনীন— খলীফা চতুষ্টয়ের অন্যতম। বদরে তিন মল্লযোদ্ধার মধ্যে তিনি একজন।

২২৫. আম্মার ইব্ন ইয়াসির আল-'আনাসী আল-মাযহাজী— প্রথম দিকের মুহাজির।

২২৬. আম্মারা ইব্ন হাযম ইব্ন যায়দ আন-নাজ্জারী।

২২৭. উমর ইব্ন খাত্তাব, আমীরুল মু'মিনীন। চার খলীফার অন্যতম এবং অনুসরণীয় প্রথম খলীফাদ্বয়ের একজন।

২২৮. উমর ইব্ন 'আমর ইব্ন ইয়াস। তিনি ছিলেন ইয়ামানবাসী ও বনূ লাওযান ইব্ন আমর ইব্ন সালিম-এর মিত্র। কারো কারো মতে, তিনি রুবায় ও ওয়ারাকার ভাই।

২২৯. আমর ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন ওয়াহব ইব্ন আদী ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির আবূ হাকীম।

২৩০. আমর ইব্ন হারিছ ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ ইব্ন রাবীআ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যাবশা ইব্ন হারিছ ইব্ন ফিহ্র আল-ফিহরী।

২৩১. আমর ইব্ন সুরাকা আল-আদাবী— মুহাজির।

২৩২. আমর ইব্ন আবূ সারাহ আল-ফিহরী— মুহাজির। ওয়াকিদী ও ইব্ন আইয আমরের পরিবর্তে মা'মার বলেছেন।

২৩৩. আমর ইব্‌ন তালক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন গানাম। তিনি বনূ হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৩৪. আমর ইব্‌ন জামূহ্ ইব্‌ন হারাম— আনসারী।

২৩৫. আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গানাম। তাঁর নাম ওয়াকিদী ও উমাবী বদরী মুজাহিদদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

২৩৬. আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন আমার ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির আবূ খারিজা। অবশ্য মূসা ইব্‌ন উকবা বদরীদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

২৩৭. আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হারিছ আল-ফিহ্‌রী। মূসা ইব্‌ন উকবা তাঁকে বদরী বলে উল্লেখ করেছেন।

২৩৮. আমর ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন আয'আর আল-আওসী।

২৩৯. আমর ইব্‌ন মুআয আল-আওসী। সাআদ ইব্‌ন মুআমের ভাই।

২৪০. উমায়র ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন ছা'লাবা। মতান্তরে 'আমর ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন লাবদা ইব্‌ন ছা'লাবা আস্-সুলামী।

২৪১. উমায়র ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জামূহ্ আস-সুলামী। ইব্‌ন আইয ও ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে।

২৪২. উমায়র ইব্‌ন হাম্মাম ইব্‌ন জামূহ্। পূর্বোল্লিখিত 'উমায়রের চাচাত ভাই। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

২৪৩. উমায়র ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খান্‌সা ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মাযিন আবূ দাঊদ আল-মাযিনী।

২৪৪. উমায়র ইব্‌ন 'আওফ। সুহায়ল ইব্‌ন আমরের আযাদকৃত গোলাম। উমাবী ও অন্যান্যরা তাঁর নাম আমর ইব্‌ন 'আওফ বলেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যে হাদীছে আবূ উবায়দাকে বাহ্‌রায়নে প্রেরণের কথা বলা হয়েছে, সেই হাদীছেও 'উমায়রের নাম আমর লেখা হয়েছে।

২৪৫. উমায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উহায়ব আয যুহরী। সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসের ভাই। বদর যুদ্ধের দিন তিনি শহীদ হন।

২৪৬. আনতারা— বনূ সুলায়মের আযাদকৃত গোলাম। কারো কারো মতে, তিনি গোলাম নন, বরং বনূ সুলায়মেরই একজন।

২৪৭. আওফ ইব্‌ন হারিছ আন-নাজ্জারী। তিনি 'আফরা বিন্‌ত 'উবায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা আন-নাজ্জারিয়ার পুত্র। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

২৪৮. উওয়ায়ম ইব্‌ন সা'ইদা আনসারী। বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ গোত্রের।

২৪৯. ইয়ায ইব্‌ন গানাম আল-ফিহ্‌রী। প্রথম দিকের মুহাজির।

'গাইন' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

২৫০. গানাম ইব্ন আওস খাযরাজী। ওয়াকিদী এ নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর বদরী হওয়ার বিষয়ে সবাই একমত নন।

'ফা' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

২৫১. ফাকিহ্ ইব্ন বিশ্র ইব্ন ফাকিহ্ খাযরাজী।

২৫২. ফারওতা ইব্ন 'আমর ইব্ন ওয়াদফা আল-খাযরাজী।

'ক্বাফ' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

২৫৩. কাতাদা ইব্ন নু'মান আল-আওসী।

২৫৪. কুদামা ইব্ন মাযউন আল-জুমাহী। তিনি মুহাজির এবং উছমান ও আবদুল্লাহ্‌র ভাই।

২৫৫. কুতবাত ইব্ন আমির ইব্ন হাদীদা আস-সুলামী।

২৫৬. কায়স ইব্ন সাকান নাজ্জারী।

২৫৭. কায়স ইব্ন আবূ সা'সা'আ আমর ইব্ন যায়দ আল-মাযিনী। বদর যুদ্ধে তিনি পশ্চাৎ বাহিনীতে ছিলেন।

২৫৮. কায়স ইব্ন মিহ্‌সান ইব্ন খালিদ খাযরাজী।

২৫৯. কায়স ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন ছা'লাবা আন-নাজ্জারী।

'কাফ' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

২৬০. কাআব ইব্ন হুমান। তাঁকে ইব্ন জুমার এবং ইব্ন জুমাযও বলা হয়। ইব্ন হিশাম তাঁর নাম কাআব ইব্ন আবশান লিখেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁকে কাআব ইব্ন মালিক ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন জুমাযও বলা হয়। উমাবী তাঁর নাম লিখেছেন কাআব ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন হিবালা ইব্ন গানাম গাস্‌সানী। তিনি ছিলেন বনূ খাযরাজ ইব্ন সা'ইদার মিত্র।

২৬১. কাআব ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স নাজ্জারী।

২৬২. কআাব ইব্ন আমর আবূল ইয়াসার সুলামী।

২৬৩. কুলফা ইব্ন ছালাবা। আল্লাহ্‌র ভয়ে যাঁরা সর্বদা কান্নাকাটি করতেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। মূসা ইব্ন উকবা তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

২৬৪. কুনায ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ইয়ারবূ—আবূ মারছাদ গানাবী। তিনিও ছিলেন প্রথম দিকের একজন মুহাজির।

'মীম' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

২৬৫. মালিক ইব্ন দুখশাম খাযরাজী। তাঁকে ইব্ন দুখশানও বলা হয়।

২৬৬. মালিক ইব্ন আবূ খাওলা আল-জু'ফী— বনূ আদীর মিত্র।

২৬৭. মালিক ইব্‌ন রাবীআ আবূ উসায়দ আস-সাইদী।

২৬৮. মালিক ইব্‌ন কুদামা আল-আওসী।

২৬৯. মালিক ইব্‌ন আমর। ছাকাফ ইব্‌ন আমরের ভাই। তাঁরা দু' জনই মুহাজির এবং বনূ তামীম ইব্‌ন দূদান ইব্‌ন আসাদ-এর মিত্র।

২৭০. মালিক ইব্‌ন কুদামা আল-আওসী।

২৭১. মালিক ইব্‌ন মাসউদ আল-খাযরাজী।

২৭২. মালিক ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন ছুমায়লা আল-মুযানী। বনূ আমর ইব্‌ন আওফ-এর মিত্র।

২৭৩. মুবাশ্‌শির ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানীর আওসী। আবূ লুবাব ও রিফাআর ভাই। বদরে তিনি শহীদ হন।

২৭৪. মুজাযযর ইব্‌ন যিয়াদ বালবী— মুহাজির।

২৭৫. মুহাররিয ইব্‌ন আমির নাজ্জারী

২৭৬. মুহাররিয ইব্‌ন নাযলা আল-আসাদী। তিনি বনূ আবদে শামস-এর মিত্র এবং মুহাজির।

২৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা। বনূ আবদে আশহালের মিত্র।

২৭৮. মুদলিজ ইব্‌ন আমর। তাঁকে মুদলাজও বলা হয়। ছাকাফ ইব্‌ন আমরের ভাই ও মুহাজির।

২৭৯. মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ আল-গানাবী।

২৮০. মিসতাহ্ ইব্‌ন উছাছা ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফ। প্রথম দিকের মুহাজির। কারো কারো মতে তাঁর নাম আওফ।

২৮১. মাসউদ ইব্‌ন আওস— আল-আনসারী আন-নাজ্জারী।

২৮২. মাসঊদ ইব্‌ন খালদা আল-খাযরাজী।

২৮৩. মাসঊদ ইব্‌ন রাবীআ আল-কারী। বনূ যুহরার মিত্র ও মুহাজির।

২৮৪. মাসঊদ ইব্‌ন সাআদ— যাঁকে ইব্‌ন আবদে সা'দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন মাজদা'আ ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন হারিছও বলা হয়।

২৮৫. মাসঊদ ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী।

২৮৬. মুসআব ইব্‌ন উমায়র আবদারী— মুহাজির। বদর যুদ্ধের পতাকা সে দিন তাঁর হাতেই ছিল।

২৮৭. মুআয ইব্‌ন জাবাল খাযরাজী।

২৮৮. মুআয ইব্‌ন হারিছ নাজ্জারী। ইনিই হচ্ছেন আফরার পুত্র এবং আওফ ও মু'আওয়াযের ভাই।

২৮৯. মুআয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ আল-খাযরাজী।

২৯০. মুআয ইব্‌ন মা'ইয আল-খাযরাজী। তিনি আইয-এর ভাই ছিলেন।

২৯১. মা'বাদ ইব্ন আকাদ ইব্ন কুশায়র ইব্ন কাযম ইব্ন সালিম ইব্ন গানাম। তাঁকে মা'বাদ ইব্ন উবাদা ইব্ন কায়সও বলা হয়। ওয়াকিদী কুশায়র-এর পরিবর্তে কাশ'আর বলেছেন। ইব্ন হিশাম বলেছেন কাশ'আর আবূ খামীযা।

২৯২. মা'বাদ ইব্ন কায়স ইব্ন সাখার আস-সুলামী। আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স-এর ভাই।

২৯৩. মুআত্তার ইব্ন উবায়দ ইব্ন ইয়াস আল-বালাবী আল-কুযাঈ।

২৯৪. মুআত্তাব ইব্ন আওফ আল-কুযাঈ— বনূ মাখযূমের মিত্র এবং মুহাজির।

২৯৫. মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র আল-আওসী।

২৯৬. মাকিল ইব্ন মুনযির আস-সুলামী।

২৯৭. মামার ইব্ন হারিছ আল-জুমাহী— মুহাজির।

২৯৮. মাআন ইব্ন 'আদী আল-আওসী।

২৯৯. মুআওয়ায ইব্ন হারিছ আল-জুমাহী। তিনি আফরার পুত্র এবং মুআয ইব্ন আওফ-এর ভাই।

৩০০. মুআওয়ায ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ আস-সুলামী। তিনি সম্ভবত মুআয ইব্ন আমরের ভাই।

৩০১. মিকদাদ ইব্ন আমর আল বুহরানী। তিনি মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রথম দিকের মুহাজির। তাঁর নামে বহু চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণিত আছে। বদর যুদ্ধে তিনি ছিলেন অন্যতম অশ্বারোহী যোদ্ধা।

৩০২. মালীল ইব্ন ওবারা আল-খাযরাজী।

৩০৩. মুনযির ইব্ন আমর ইব্ন খুনায়স সাইদী।

৩০৪. মুনযির ইব্ন কুদামা ইব্ন আরফাজা আল-খাযরাজী।

৩০৫. মুনযির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উক্বা আনসারী— বনূ জাহ্জার্বী গোত্রভুক্ত।

৩০৬. মাহ্জা— হযরত উমর ইব্ন খাত্তাবের আযাদকৃত গোলাম। তিনি ছিলেন মূলত ইয়ামানের অধিবাসী এবং বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ।

'নূন' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৩০৭. নাসর ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদে রাযাহ্ ইব্ন যাফর ইব্ন কাআব।

৩০৮. নু'মান ইব্ন আবদে আমর আন-নাজ্জারী। তিনি দাহ্হাকের ভাই ছিলেন।

৩০৯. নু'মান ইব্ন আমর ইব্ন রিফাআ নাজ্জারী।

৩১০. নু'মান ইব্ন আসর ইব্ন হারিছ। বনী আওসের মিত্র।

৩১১. নু'মান ইব্ন মালিক ইব্ন ছালাবা আল-খাযরাজী। কাওকল নামেও তিনি পরিচিত।

৩১২. নু'মান ইব্‌ন ইয়াসার। বনূ উবায়দের মিত্র। তাঁকে নু'মান ইব্‌ন সিনানও বলা হয়।

৩১৩. নাওফিল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন নাযলা আল-খাযরাজী।

'হা' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৩১৪. হানী ইব্‌ন নাইয়ার আবূ বুরদা বালওয়াবী। তিনি বারা' ইব্‌ন আযিব-এর মামা।

৩১৫. হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া আল-ওয়াকিফী। বুখারী ও মুসলিমে কা'আব ইব্‌ন মালিকের ঘটনা বর্ণিত হাদীছে প্রাসংগিক আলোচনায় হিলাল ইব্‌ন উমাইয়াকে বদরী সাহাবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কোন মাগাযী লেখক তাঁকে বদরী সাহাবী বলে উল্লেখ করেননি।

৩১৬. হিলাল ইব্‌ন মুআল্লা খাযরাজী যিনি রাফি'— ইব্‌ন মুআল্লার ভাই।

'ওয়াও' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৩১৭. ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তায়মী। বনূ আদীর মিত্র এবং মুহাজির।

৩১৮. ওয়াদীআ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাররাদ আল-জুহানী। ওয়াকিদী ও ইব্‌ন আইয-এর বর্ণনানুসারে।

৩১৯. ওয়ারাকা ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন আমর আল-খাযরাজী। রাবী' ইব্‌ন ইয়াসের ভাই।

৩২০. ওয়াহব ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন আবূ সারাহ্। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা, ইব্‌ন আইয ও ওয়াকিদী তাঁকে বনূ আমির ইব্‌ন লুয়াই বংশের বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন ইসহাক তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

'ইয়া' আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নামসমূহ

৩২১. ইয়াযীদ ইব্‌ন আখনাস ইব্‌ন জানাব ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন জার্‌রা আস-সুলামী। সুহায়লী বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন আখনাস, তাঁর পিতা ও তাঁর পুত্র সকলেই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ রকম দৃষ্টান্ত সাহাবাগণের মধ্যে আর দেখা যায় না। ইব্‌ন ইসহাকসহ অনেকেই তাঁদের নাম উল্লেখ করেননি। অবশ্য বায়আতুর রিদওয়ানে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন।

৩২২. ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কায়স খাযরাজী। ইনি সেই ব্যক্তি যাঁকে তাঁর মায়ের দিকে সম্পর্কিত করে ইব্‌ন ফাসহামও বলা হয়ে থাকে। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

৩২৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা আবুল মুনযির আস-সুলামী।

৩২৪. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ্ আস-সুলামী। তিনি মা'কিল ইব্‌ন মুনযিরের ভাই ছিলেন।

কুনিয়াত বিশিষ্ট বদরী সাহাবীগণের নাম

(যাদের নামের পূর্বে 'আবূ' আছে)

১. আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রাবীআ। তাঁর আলোচনা পূর্বে এসে গেছে।

২. আবুল আওয়ার ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন জালিম নাজ্জারী। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম লিখেছেন ঃ আবুল আওয়ার হারিছ ইব্‌ন জালিম। আর ওয়াকিদী লিখেছেন ঃ আবুল আওয়ার কাআব ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন জালিম।

৩. আবূ বকর সিদ্দীক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উছমান।

৪. আবূ হাব্বা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ছাবিত। তিনি ছিলেন বনূ ছাল'বা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ আনসারী গোত্রের লোক।

৫. আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রাবীআ— মুহাজির। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিল মাহশাম।

৬. আবুল হামরা। তিনি হারিছ ইব্‌ন রিফাআ ইব্‌ন আফরার আযাদকৃত গোলাম।

৭. আবূ খুযায়মা ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আসরাম আন-নাজ্জারী।

৮. আবূ সুবরা। আবূ রুহ্‌ম ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার আযাদকৃত গোলাম ও মুহাজির।

৯. আবূ সিনান ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হারছান। তিনি ছিলেন উক্কাশার ভাই। বদর যুদ্ধে তাঁর সাথে তাঁর পুত্র সিনানও ছিলেন। আর তিনি ছিলেন মুহাজির।

১০। আবুস সিয়াহ্ ইব্‌ন নু'মান। কারও কারও মতে, তাঁর নাম ছিল উমায়র ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরুল কায়স ইব্‌ন ছা'লাবা। তিনি পায়ে আঘাত পেয়ে বাধ্য হয়ে রাস্তা থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের অংশ দেন। খায়বরের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১১. আবূ আরফাজা। তিনি ছিলেন বনূ জাহজাবির মিত্র।

১২. আবূ কাবশা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

১৩. আবূ লুবাবা বশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির। পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

১৪. আবূ মারছাদ আল-গানাবী কুনায ইব্‌ন হুসাইন। পূর্বে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. আবূ মাসঊদ আল-বদরী উকবা ইব্‌ন আমর। ইতোপূর্বে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

১৬. আবূ মালীল ইব্‌ন আযআর ইব্‌ন যায়দ আল-আওসী।

অনুচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা

বদর যুদ্ধে সর্বমোট মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল তিনশ' চৌদ্দ জন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইমাম বুখারী বলেছেন, আমর ইব্‌ন খালিদ.... বারা' ইব্‌ন আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই সব সাহাবা বলেছেন, যাঁরা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন— যে, তাঁদের সংখ্যা ছিল তালূতের সাথে জিহাদ করতে যাঁরা নদী অতিক্রম করেছিলেন, তাঁদের সমান। আর তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশের কিছু বেশী। বারা' বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তালূতের সাথে মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ নদী অতিক্রম করতে পারেনি। ইমাম বুখারী ইসরাঈল ও সুফিয়ান ছাওরী সূত্রে ও বারা' (রা) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর বলেন, প্রাচীন আলিমদের নিকট এটাই সুপ্রসিদ্ধ যে, বদরী মুসলমানদের সংখ্যা তিনশ' দশের কিছু বেশী। তিনি আরও বলেন, মাহ্‌মূদ সূত্রে..... বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের ব্যাপারে আমি ও ইব্‌ন উমর ছোট হিসেবে গণ্য হই। ঐ যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাট-এর কিছু বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিল দুইশ' চল্লিশের কিছু বেশী। এ বর্ণনা ছাড়া ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ সূত্রে.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। আর আনসারদের সংখ্যা ছিল দুইশ' ছত্রিশ জন। রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষে ঝাণ্ডা বহনকারী ছিলেন হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। আর আনসারদের ঝাণ্ডার দায়িত্ব ছিল সাআদ ইব্‌ন উবাদার উপর। এ বর্ণনা মতে বদরী সাহাবীগণের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশ' ছয় জন। ইব্‌ন জারীর বলেন, কারও কারও বর্ণনায় এসেছে তিনশ' সাত জন।

আমি বলি, একদল রাসূলুল্লাহ্‌কে যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করে বলেছেন তিনশ' সাত জন। অন্যান্য দল তাঁকে গণ্য না করে বলেছেন তিনশ' ছয় জন। ইব্‌ন ইসহাকের উদ্‌ধৃতি দিয়ে আগেই বলা হয়েছে যে, মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল তিরাশি জন। আওসের একষট্টি এবং খাযরাজের একশ' সত্তর জন। এই সংখ্যা ইমাম বুখারী উল্লিখিত সংখ্যা ও ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণিত সংখ্যা থেকে ভিন্ন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, তাহলে আমি কোথায় অনুপস্থিত ছিলাম?

যাঁরা বদর যুদ্ধে না গিয়েও গনীমত পেয়েছিলেন

বদরী সাহাবীদের তালিকায় এমন কতিপয় লোকের নাম আছে, যাঁরা কোন না কোন যুক্তিসঙ্গত ওযরের কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের ওযর গ্রহণ করেছেন এবং গনীমতের অংশ প্রদান করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক এ ধরনের লোকদের নাম বাছাই করেছেন— যাঁদের সংখ্যা আট কি নয় জন।

১. উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ঃ তিনি তাঁর স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়ার রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার প্রদান করেন।

২. সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ঃ যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন সিরিয়ায়। সেখান থেকে আসার পর তাঁকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার দেয়া হয়।

৩. তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ঃ তিনিও যুদ্ধের সময় সিরিয়ায় ছিলেন। তাঁকেও গনীমতের ভাগ ও পুরস্কার দেয়া হয়।

৪. আবূ যুবাবা বশলীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির ঃ রাওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ জানতে পারলেন যে, মক্কা থেকে সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এদিকে রওনা হয়েছে। তখন তিনি সেখান থেকে তালহাকে মদীনার শাসনভার দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের অংশ দেন এবং যুদ্ধের পুরস্কারও দেন।

৫. হারিছ ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ঃ তাঁকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথ থেকে ফিরিয়ে দেন। পরে তাঁকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার দেয়া হয়।

৬. হারিছ ইব্‌ন সাম্মা ঃ রাওহা নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। তাঁকে গনীমতের ভাগ দেয়া হয়। ওয়াকিদী বলেন, তাঁকে পুরস্কারও দেয়া হয়।

৭. খাওয়াত ইব্‌ন জুবায়র ঃ তিনিও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার দেয়া হয়।

৮. আবুস্ সাবাহ্ ইব্‌ন ছাবিত ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধের জন্যে বের হন। পথে তাঁর পায়ের নলায় একটা পাথরের আঘাত লাগে। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার দান করেন।

৯. ওয়াকিদীর মতে সাআদ আবূ মালিক ও এর মধ্যে একজন। যুদ্ধে গমনের জন্যে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মারা যান। কারও মতে তিনি রাওহায় মারা যান। তাঁকে গনীমতের অংশ ও পুরস্কার দেয়া হয়।

বদর যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন

বদর যুদ্ধে মোট চৌদ্দ জন মুসলমান শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে মুহাজির ছিলেন ছয় জন ঃ

১. উবায়দা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মুত্তালিব। যুদ্ধে তাঁর পা কাটা যায়। এরপর সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মারা যান।

২. উমায়র ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস যুহ্‌রী। তিনি সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের ভাই ছিলেন। আস ইব্‌ন সাঈদ তাকে হত্যা করে। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ষোল বছর। কথিত আছে, বয়স কম হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পথ থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ

দিয়েছিলেন। এতে তিনি খুব কান্নাকাটি করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

৩. যুশ-শিমালায়ন ইব্‌ন আবদে আমর আল-খুযাঈ। তিনি ছিলেন বনূ যুহ্‌রা গোত্রের মিত্র।

৪. সাফওয়ান ইব্‌ন বায়যা'।

৫. আকিল ইব্‌ন বুকায়র আল-লায়ছী— বনূ আদীর মিত্র।

৬. মিহ্‌জা। হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাবের আযাদকৃত গোলাম। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ।

এ যুদ্ধে আনসারদের মধ্য হতে শহীদ হন আট জন ঃ

৭. হারিছা ইব্‌ন সুরাকা। হিব্বান ইব্‌ন আরফা। শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর হারিছার গলদেশে লেগে যায় এবং এতেই তিনি শহীদ হন।

৮. মুআওয়ায ইব্‌ন আফরা এবং তাঁর ভাই —

৯. আওফ ইব্‌ন আফরা।

১০. ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিছ। তাঁকে ইব্‌ন ফুস্‌হাম নামেও ডাকা হয়।

১১. উমায়র ইব্‌ন হুমাম।

১২. রাফি' ইব্‌ন মুআল্লা ইব্‌ন লাওযান।

১৩. সাআদ ইব্‌ন খায়ছামা।

১৪. মুবাশ্‌শির ইব্‌ন আবদুল মুনযির (রা)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে ছিল মাত্র সত্তরটি উট। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুসলিম বাহিনীতে অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন মাত্র দুই জন। একজন হলেন মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ। তাঁর ঘোড়ার নাম ছিল আয্‌জা, মতান্তরে সাবহা। দ্বিতীয়জন হলেন যুবায়র ইব্‌ন আওআম। তাঁর ঘোড়ার নাম ছিল ইয়াসূব। মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল মুসআব ইব্‌ন উমায়রের হাতে। এ ছাড়া মুহাজির ও আনসারদের ভিন্ন ভিন্ন আরও দু'টি ঝাণ্ডা ছিল। মুহাজিরদের ঝাণ্ডা বহনকারী ছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আর আনসারদের ঝাণ্ডা বহনকারী ছিলেন সাআদ ইব্‌ন উবাদা (রা)। মুহাজিরদের মধ্যে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আর আনসারদের মধ্যে পরামর্শ দানকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সাআদ ইব্‌ন মুআয (রা)।

কুরায়শদের সৈন্য, নিহত, বন্দী সংখ্যা ও মুক্তিপণ

কুরায়শ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ছিল সংখ্যায় নয়শ' পঞ্চাশ জন। উরওয়া ও কাতাদা সুনির্দিষ্টভাবে এই সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ওয়াকিদী বলেছেন

যে, তাদের সংখ্যা ছিল নয়শ' ত্রিশ জন। তবে এরূপ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ প্রমাণ সাপেক্ষ। পূর্বে এক হাদীছের উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুরায়শদের সংখ্যা ছিল এক হাযারের বেশী। সম্ভবত সৈন্যদের সাথে আগত বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকেও এই সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়েছে। সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে কুরায়শদের সত্তর জন নিহত ও সত্তর জন বন্দী হয়। এটাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত। কাআব ইব্‌ন মালিক তাঁর কাসীদায় বলেন ঃ (কবিতা) এরপর উট বাঁধার দুর্গন্ধময় স্থানে পড়ে থাকল তাদের সত্তর জন লোক. যাদের মধ্যে উত্‌বা ও আসওয়াদ রয়েছে।

ওয়াকিদী বলেন, এই সংখ্যার উপর ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওয়াকিদীর এই দাবী বিতর্কাতীত নয়। কেননা, মূসা ইব্‌ন উক্‌বা ও উরওয়া এই সংখ্যা স্বীকার করেন না। তারা বলেছেন, ভিন্ন সংখ্যা। এঁরা উভয়েই ইতিহাসের ইমাম। সুতরাং তাঁদের মতামত ব্যতীত ঐকমত্যের দাবী সঠিক নয়। যদিও সহীহ্ হাদীছের মুকাবিলায় তাঁদের মতামত দুর্বল। ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যরা বদর যুদ্ধে কুরায়শদের নিহত ও বন্দীদের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয যিয়া' তাঁর 'আহকাম' গ্রন্থে চমৎকারভাবে তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। বদর যুদ্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, কুরায়শদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিহত হয় আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমী এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রথম পলায়ন করে খালিদ ইব্‌ন আলাম খুযাঈ বা উকায়লী। সে ছিল বনূ মাখযূমের মিত্র। কিন্তু পালায়ন করে তার লাভ হয়নি। কেননা, অচিরেই সে ধরা পড়ে ও বন্দী হয়। সে তার কবিতায় বলেছে ঃ

(কবিতা) আমরা পশ্চাৎ দিকে যখম হয়ে রক্ত ঝরাইনি; বরং রক্ত ঝরেছে আমাদের দেহের সম্মুখ দিক হতে।

কিন্তু তার এ দাবী মিথ্যা। কুরায়শদের মধ্যে সর্বপ্রথম বন্দী হয় উকবা ইব্‌ন আবী মুআয়ত ও নযর ইব্‌ন হারিছ। এ দু'জনকেই বন্দী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে হত্যা করা হয়। তবে কাকে প্রথমে হত্যা করা হয়েছিল, সে বিষয়ে দু'ধরনের বক্তব্য আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন বন্দীকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. আবুল 'আস ইব্‌ন রবী' উমাবী।

২. মুত্তালিব ইব্‌ন হানতাব ইব্‌ন হারিছ মাখযূমী।

৩. সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফাআ।

৪. কবি আবূ ইয্‌যা।

৫. ওয়াহব ইব্‌ন উমায়র উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব আল-জুমাহী।

এ কয়জন ব্যতীত অবশিষ্ট সকল বন্দী থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ্‌র চাচা আব্বাসের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল। অন্য কোন বন্দীর নিকট থেকে এতো অধিক মুক্তিপণ আদায় করা হয়নি। এরূপ করা হয় যাতে রাসূলুল্লাহ্‌র চাচা বলে নমনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে এরূপ সন্দেহের কোন অবকাশ না

থাকে। অথচ যে আনসাররা তাঁকে বন্দী করেছিলেন, তাঁরাই রাসূলুল্লাহ্‌কে তাঁর মুক্তিপণ না নিয়ে ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তাঁর ধার্যকৃত মুক্তিপণ হতে এক দিরহামও কম নিও না। বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণের পরিমাণ সবার জন্যে এক রকম ছিল না, বরং তারতম্য ছিল। সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল চারশ' দিরহাম। কারও থেকে নেয়া হয় চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ। মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, আব্বাসের নিকট থেকে মুক্তিপণ নেয়া হয় একশ' উকিয়া স্বর্ণ। কতিপয় বন্দী মুক্তিপণ আদায়ে ব্যর্থ হলে তাদেরকে মুক্তিপণের পরিমাণ অনুযায়ী কাজে লাগান হয়। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) আলী ইব্‌ন আসিম সূত্রে.... ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে আটককৃত কিছু সংখ্যক বন্দীর দেয়ার মত মুক্তিপণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে আনসার শিশুদের লেখা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, একদিন এক শিশু কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে আসে। মা তার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে শিশুটি বলল, আমার শিক্ষক আমাকে মেরেছে। তখন মা বলল, সে দুরাচার বদরের খুনের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। আর কখনও তার কাছে শিখতে যেও না। এ হাদীছটি শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, তবে এটি সুনানের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত। পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মর্যাদা

এ সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ..... আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিছা ছিল একজন অল্প বয়সী যুবক। বদর যুদ্ধে সে শহীদ হয়ে গেলে তার মা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। হারিছা আমার কত আদরের সন্তান তা আপনি জানেন। সে যদি জান্নাতী হয় তা হলে আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং এ জন্যে ছওয়াবের আশা পোষণ করবো। আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তবে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি কি করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, থাম, পাগল হয়েছ নাকি। জান্নাত কি মাত্র একটি ? অনেক জান্নাত আছে। সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে আছে। এ হাদীছটি অন্য সূত্রে ছাবিত, কাতাদা ও আনাস থেকে বর্ণিত। তাতে আছে, "হারিছা ছিল যুদ্ধের ময়দানের পর্যবেক্ষণকারী এবং "তোমার ছেলে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছে।" এ কথাটির মধ্যে বদরী সাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে এক নিগূঢ় তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। কেননা, হারিছা রণক্ষেত্রে বা যুদ্ধের সারিতে ছিলেন না। বরং দূর থেকে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি হাওয থেকে পানি পান করার সময় হঠাৎ এক তীর এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়। যুদ্ধের সাথে এতটুকু সংশ্লিষ্টতার জন্যে পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে সেই ফিরদাউসে স্থান দেয়া হয়, যা সকল জান্নাতের সেরা জান্নাত, সর্বোত্তম জান্নাত, যেখান থেকে নহর প্রবাহিত হয়ে চলে গিয়েছে অন্যান্য জান্নাতে, যে জান্নাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উম্মতকে বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতের প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্যে প্রার্থনা করবে।

এমতাবস্থায় হারিছার মর্যাদা যদি এতো বড় হয়, তা হলে যারা তিনগুণ বেশী সৈন্য ও অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের মর্যাদা যে কত উঁচু হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এ ছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম নিজ নিজ গ্রন্থে ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ সূত্রে..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বর্ণিত হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হাতিব ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাবাসীদের নিকট এক গোপন চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। এতে হযরত উমর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং বলেন, সে আল্লাহ্, রাসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোক। তুমি কি জান ? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বদরী সাহাবীদের প্রতি সদয় হয়ে বলে দিয়েছেন, 'তোমাদের যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' বুখারীর শব্দমালা হচ্ছে এরূপ— 'সে কি বদরী সাহাবী নয় ? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বদরীদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের যা ইচ্ছা কর। জান্নাত তোমাদের জন্যে অবধারিত কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এ কথা শুনে উমরের দু'-চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। ইমাম মুসলিম কুতায়বা সূত্রে..... জাবির থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা হাতিব-এর এক গোলাম এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাতিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি মিথ্যা বল্ছো, সে জাহান্নামে যাবে না, কারণ সে বদর ও হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল। ইমাম আহমদ মুসলিমের শর্তে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন ঃ সুলায়মান ইব্ন দাউদের সূত্রে.... জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বদর কিংবা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াযীদ..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বদরীদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ-

"তোমরা যা ইচ্ছে কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।" এ হাদীছটি আবূ দাউদও তাঁর কিতাবে ইয়াদীদ ইব্ন হারূন সূত্রে উল্লেখ করেছেন। বায্যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন মারযূক সূত্রে..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আশা করি আল্লাহ্ চাহেন তো তারা কেউই দোযখে যাবে না। হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই একটি সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। লেখক বলেন, এ হাদীছটি কেবল বায্যারই বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এবং এটা সহীহ্ হাদীছের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ অনুচ্ছেদে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের সূত্রে .....মুআয ইব্ন রাফি' আযরাকী থেকে বর্ণনা করেন

যে, তাঁর পিতা রাফি' একজন বদরী সাহাবী। তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল ফেরেশতা নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে আপনারা কিরূপ গণ্য করেন ? তিনি বললেন, মুসলমানদের মধ্যে তারা সর্বোত্তম শ্রেণী। (রাবীর সন্দেহ) অথবা এরূপ কোন বাক্য তিনি বললেন। তখন জিবরাঈল বললেন, ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে এসেছিলেন, তাঁদের মর্যাদাও অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ

মক্কা থেকে হযরত যয়নবের মদীনায় হিজরত

নবী-দুহিতা যয়নব (রা)-এর ব্যাপারে তাঁর বন্দী স্বামী আবুল 'আস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যে ওয়াদা করেছিলেন, সে অনুযায়ী বদর যুদ্ধের এক মাস পর যয়নব মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসেন। এ প্রসংগে ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবুল 'আস বন্দী দশা হতে মুক্তি পাওয়ার পর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারীসহ যায়দ ইব্ন হারিছাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা বাত্নে ইয়াজিজ নামক স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। যয়নব যখন সেখানে এসে পৌছবে, তখন তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। আদেশমত তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। এ ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের এক মাস পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে। আবুল 'আস মক্কায় এসে যয়নবকে তাঁর পিতার কাছে চলে যেতে বললেন। সুতরাং যয়নব যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর যয়নব বরাতে বর্ণনা করেছেন, যয়নব বলেন, আমি মদীনায় চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। এমন সময় উত্বার কন্যা হিন্দ এসে আমার সংগে সাক্ষাত করে বলল, হে মুহাম্মদ তনয়া! শুনতে পেলাম, তুমি নাকি তোমার পিতার কাছে চলে যেতে চাচ্ছ ? আমি বললাম, এমন কোন ইচ্ছে আমার নেই। সে বলল, হে আমার চাচাত বোন। এমনটি করো না। আর যদি যেতেই চাও, তবে পথের খরচ এবং তোমার পিতার কাছে পৌছতে প্রয়োজনীয় পাথেয় যা দরকার তা আমার নিকট থেকে চেয়ে নিও। আমি সব দেব। এ ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ করবে না। পুরুষদের মাঝে যা চল্ছে তা যেন আমাদের মহিলাদেরকে স্পর্শ না করে। যয়নব বলেন, আল্লাহ্র কসম। আমি জানি, সে যা বলছে তা সে অবশ্যই করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকলাম এবং মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছার কথা তার নিকট অস্বীকার করলাম। ইব্ন ইসহাক বলেন, মদীনায় যাত্রার জন্যে যয়নবের প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হলে তাঁর স্বামীর ভাই কিনানা ইব্ন রবী' একটি উট নিয়ে আসলো। যয়নব তাতে সওয়ার হলেন। কিনানা তীর-ধনুক সাথে নিয়ে দিনের বেলায় যয়নবকে সংগে করে রওনা হলো। কিনানা উটের রশি ধরে টেনে চলছিল আর যয়নব হাওদার মধ্যে অবস্থান করছিলেন। কুরায়শরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল এবং তাঁকে ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। যূ-তুয়া নামক স্থানে গিয়ে তারা তাকে ধরে ফেললো। সর্বপ্রথম তাঁর সামনে যেয়ে দাঁড়ায় হাব্বার ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা আল-ফিহ্রী।

হাব্বার বর্শা দ্বারা যয়নবকে ভয় দেখাল। যয়নব হাওদার মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। কথিত আছে, তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। ফলে প্রচণ্ড ভয়ে তাঁর গর্ভপাত ঘটে যায়। তখন তাঁর দেবর কিনানা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং তূণীর হতে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! যে-ই আমার কাছে আসবে, তাকেই আমি তীরবিদ্ধ করব। এ পরিস্থিতি দেখে সবাই পিছিয়ে গেল। আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের একদল লোক সংগে নিয়ে তার সামনে এসে বলল, ওহে, আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ থেকে তুমি বিরত থাক। আমরা তোমার সাথে কথা বলব। কিনানা তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকল। আবূ সুফিয়ান আরও সামনে এসে তার কাছে দাঁড়াল এবং বলল ঃ তুমি এ কাজটি ভাল কর নাই। তুমি প্রকাশ্য দিবালোকে এ মহিলাকে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বের হলে, অথচ তুমি জান, আমরা কত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আর মুহাম্মদের কারণে আমাদের মধ্যে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে! তুমি যদি প্রকাশ্য ভাবে সকলের চোখের সামনে দিয়ে তাকে তার পিতার কাছে নিয়ে যাও, তাতে লোকে ভাববে, বদরে আমাদের পরাজয় ঘটেছে বলে তুমি আজ তাকে এভাবে নিয়ে যেতে পারছ। এটা আমাদের চরম দুর্বলতা ও কাপুরুষতার পরিচয় হবে। আমি কসম করে বলছি, তাকে এখানে আটকে রাখার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই এবং কোন প্রতিশোধস্পৃহাও আমাদের নেই। বরং মেয়েটিকে নিয়ে তুমি ফিরে যাও। এরপর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে এবং লোকে বলবে যে, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, তখন তুমি গোপনে তাকে নিয়ে যেয়ো এবং তার পিতার কাছে পৌঁছে দিয়ো। অবশেষে কিনানা তাই করল। ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন ঃ যয়নবকে যারা ফিরিয়ে নিতে এসেছিল, তারা যখন মক্কায় ফিরে যায়, তখন উত্‌বার কন্যা হিন্দ তাদেরকে তিরষ্কার করে বলেছিল ঃ

افى السلم اعيارا جفاءً وغلظةً + وفى الحرب اشباه النساء العوارك

এ সব লোক কি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গাধার ন্যায় নির্দয় ও কঠোর ? পক্ষান্তরে যুদ্ধের ময়দানে ঋতুমতী নারীর সমতুল্য ?

কেউ কেউ বলেছেন যে, হিন্দ বিনতে উত্‌বা এই কবিতা বলেছিল তখন, যখন কুরায়শরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কায় গিয়েছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর যয়নব আরও কিছু দিন মক্কায় অবস্থান করেন। পরে যখন পরিস্থিতি শান্ত হল, তখন এক রাত্রে কিনানা তাকে নিয়ে বের হল এবং যায়দ ইব্‌ন হারিছা ও তাঁর সংগীর কাছে পৌঁছিয়ে দিল। তাঁরা রাতের বেলা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে উমর ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ সূত্রে..... আইশা থেকে বর্ণনা করেন। এ বর্ণনায় আইশা (রা) মক্কা হতে যয়নবের বেরিয়ে আসা, কুরায়শ কর্তৃক ফিরিয়ে নেয়া ও গর্ভপাতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এরপর বলেছেন, যয়নবকে আনার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় হারিছার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতের আংটি দিয়ে দেন। যায়দ মক্কার এক রাখালের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাকে ঐ আংটিটি দিয়ে বললেন, এটা যয়নবকে দিয়ে

দিবে। রাখাল সেখানে গিয়ে আংটিটি যয়নবকে দিল। যয়নব আংটি দেখে চিনতে পারলেন এবং বললেন, এ আংটি তোমাকে কে দিয়েছে ? রাখাল বলল, মক্কার উপকণ্ঠ থেকে এক ব্যক্তি এটি আমাকে দিয়েছে। এরপর রাত্রিবেলা যয়নব বেরিয়ে সেখানে গেলেন এবং যায়দ তাঁকে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে মদীনায় পৌঁছালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই বলতেন, যয়নব আমার সবচাইতে গুণবতী কন্যা, সে আমার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীছটি আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন যায়নুল আবিদীন-এর নিকট পৌঁছে। তখন তিনি 'উরওয়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এ হাদীছটি আমার কাছে পৌঁছেছে তুমি নাকি এটা বর্ণনা করেছ ? উরওয়া বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও আমি ফাতিমার প্রাপ্য কোন অধিকার অণু পরিমাণও খর্ব করা পসন্দ করি না। আর এরপরে আর কখনও এ হাদীছ আমি বর্ণনা করবো না। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা কিংবা বনূ সালিম ইব্‌ন আওফের লোক আবূ খায়ছামা যয়নব-এর ঘটনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, কবিতাটি আবূ খায়ছামার।

اتانى الذى لا يقدر الناس قدره + لزينب فيهم من عقوق ومأثم

"আমার কাছে সংবাদ এসেছে যয়নবের প্রতি তাদের এমন অন্যায় আচরণ ও অত্যাচারের কথা, যার কল্পনা করাও মানুষের অসাধ্য।

তাকে মক্কা থেকে বের করে আনার মধ্যে মুহাম্মদের কোন গ্লানি নেই। যদিও তখন আমাদের মাঝে যুদ্ধের উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

আবূ সুফিয়ান চরমভাবে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়েছে যমযম নামক ব্যক্তির সাথে মৈত্রী স্থাপন করে ও আমাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে।

আমরা তার পুত্র উমর ও দাসকে আংটাওয়ালা শক্ত জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে ফেলেছি।

আমি কসম করে বলছি, আমাদের সৈন্য বাহিনী, সেনাধ্যক্ষ ও বিশেষ চিহ্নিত বাহিনীর কখনও ঘাটতি হবে না।

তারা কুরায়শ কাফিরদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে এবং আক্রমণের পর আক্রমণ করে তাদের নাকে রশি লাগিয়ে টেনে আনবে।

আমরা তাদের সাথে নাজ্‌দ ও নাখলার আশপাশে যুদ্ধে রত হবো। তারা যদি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তিহামায় শিবির স্থাপন করে, তবে আমরাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবো।

তাদের সাথে আমাদের এ যুদ্ধ চলবে যুগ যুগ ধরে। আমাদের বাহিনী কখনও পিছপা হবে না। আমরা তাদেরকে 'আদ' ও 'জুরহুমের' পরিণতি দেখিয়ে দেব।

এই সম্প্রদায় মুহাম্মদের অনুসরণ না করায় আপন কৃতকর্মের উপর এক দিন অনুশোচনা করবে। কিন্তু সে অনুশোচনায় কোনই লাভ হবে না।

হে পথিক! যদি তুমি আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাত পাও, তবে তাকে এ কথাটি পৌঁছিয়ে দিও যে, তুমি যদি আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ না কর,

তা হলে এই সুসংবাদ (?) গ্রহণ কর যে, ইহকালে তুমি হবে লাঞ্ছিত আর আলকাতরার পোশাক পরিধান করে হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, উপরের কবিতায় আবূ সুফিয়ানের দাস বলে কবি যার প্রতি ইংগিত করেছেন তার নাম আমির ইব্‌ন হাযরামী। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম তার নাম বলেছেন, উক্‌বা ইব্‌ন আবদুল হারিছ ইব্‌ন হাযরামী। তিনি বলেন, আমির ইব্‌ন হাযরামী বদর যুদ্ধে নিহত হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা বলেন ঃ নবী করীম (সা) একবার এক অভিযান প্রেরণ করেন। আমিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলে দেন যে, তোমরা যদি হাব্বার ইব্‌ন আসওয়াদ ও ঐ লোকটিকে ধরতে পার যে হুবারের সাথে যয়নবের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, তবে উভয়কেই পুড়িয়ে দেবে। পরের দিন তিনি আমাদের নিকট লোক পাঠিয়ে জানালেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম— ঐ লোক দু'জনকে ধরতে পারলে আগুনে পুড়িয়ে দেবে; কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম যে, আগুনে পুড়িয়ে মারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্যে শোভা পায় না। তাই এখন জানাচ্ছি, যদি তাদেরকে পাকড়াও করতে পার, তবে হত্যা করে দিও। হাদীছটি এই সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক একাই বর্ণনা করেছেন। এটি সুনানের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত। তবে সুনান সঙ্কলকগণ এ হাদীছ বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী কুতায়বা..... আবূ হুরায়রা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবুল 'আস ফিরে গিয়ে মক্কায় কুফরী অবস্থায় জীবন যাপন করতে থাকেন। অন্যদিকে যয়নব মদীনায় পিতার কাছে অবস্থান করেন। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন আগে আবুল 'আস কুরায়শদের পক্ষে বাণিজ্য উপলক্ষে বের হন। বাণিজ্য শেষে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি একটি মুসলিম সেনাদলের সম্মুখীন হন। সেনাদলটি তাঁর মালপত্র আটক করেন। কিন্তু আবুল 'আস আত্মরক্ষার্থে সেখান থেকে পালিয়ে রাত্রে নিজ স্ত্রী যয়নবের কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। যয়নব তাঁকে আশ্রয় দেন। ভোর বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লোকজন নিয়ে ফজরের সালাত আরম্ভ করেন, তখন যয়নব মহিলাদের সারি থেকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ লোক সকল! শুনে রাখুন, আমি আবুল 'আস ইব্‌ন রবী'কে আশ্রয় দিয়েছি। সালাম ফিরাবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন, 'সালাতের মধ্যে আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা শুনতে পেয়েছ ?' সবাই বললেন, জী-হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না। এখনই শুনলাম, যা তোমরাও শুনেছ। যে কোন সাধারণ মুসলমানেরও কাউকে আশ্রয় দেয়ার অধিকার রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবের কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে প্রিয় কন্যা! তুমি তাকে মর্যাদার সংগে থাকতে দাও! তবে সে একান্তে যেন তোমার নিকট না আসে। কেননা, এখন তুমি তার জন্যে হালাল নও।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যারা আবুল 'আসের মালামাল আটক করেছিলেন, তাদেরকে সেসব মালামাল তাকে ফেরত দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করে নবী করীম (সা) বার্তা পাঠালেন। তাঁরা

আবুল আসের সমস্ত মাল তাঁকে ফেরত দিলেন। নিজেদের কাছে কিছুই রাখলেন না। আবুল আস মাল নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন এবং কুরায়শদের প্রত্যেককে যার যার মাল যথাযথভাবে ফেরত দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমার কাছে কি তোমাদের আর কোন পাওনা বাকী আছে ? সবাই বলল, না। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত। আবুল আস এ সময় কালেমা শাহাদত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন

এরপর তিনি কুরায়শদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্র নিকট থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করি নাই এ কারণে যে, তোমরা হয়তো ধারণা করবে, আমি তোমাদের মালামাল আত্মসাত করবো। আল্লাহ্র ইচ্ছায় এখন যখন তোমাদের মাল যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি, তখন আর আমার ইসলাম গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। এরপর আবুল 'আস মক্কা থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্র নিকট চলে যান। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ দাউদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবকে পূর্ব বিবাহের ভিত্তিতে আবুল আসের নিকট ফিরিয়ে দেন, পুনরায় বিবাহ পড়াননি। ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা এ হাদীছ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীছের সনদে কোন আপত্তি নেই, তবে আমরা এর সূত্র সম্পর্কে অবহিত নই। সম্ভবত দাঊদ ইব্ন হুসায়নের স্মৃতি থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুহায়লী বলেন, আমার জানা মতে ফকীহদের মধ্যে এ মত কেউ-ই পোষণ করেন না। এক বর্ণনায় আছে, ছয় বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবকে তাঁর স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেন। আর এক বর্ণনায় আছে, দুই বছর পর পূর্বের বিবাহের উপর তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ইব্ন জারীর এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে, বিবাহ দোহরাননি। এ হাদীছটি অনেক আলিমকেই বে-কায়দায় ফেলে দিয়েছে। কেননা, তাঁদের নিকট স্বীকৃত মূলনীতি এই যে, কুফরী অবস্থায় বিবাহের পর নির্জনে মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে আর স্বামী কাফির থাকে, তবে সাথে সাথেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু নির্জনে মিলিত হওয়ার পর যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ ঠিক থাকবে। আর ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ না করলে বিবাহ ভেংগে যাবে। কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় যয়নব ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্র নবুওয়াত প্রাপ্তির সময়। আর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন বদর যুদ্ধের এক মাস পর। ওদিকে মুশরিক পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয় ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর এবং আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে। এখন যারা বলছেন, ছয় বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে— হিজরতের সময় থেকে দুই বছর পর। এ হিসেবে তাদের কথা সঠিক। আবার যাঁরা বলেছেন দু'বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্য— মুশরিক পুরুষদের উপর মুসলিম নারীদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান নাযিলের দু'বছর পর। সে হিসেবে এ মতও সঠিক। যা হোক, উভয় অবস্থাতেই একটা কথা স্পষ্ট যে, যয়নবের ইদ্দত এ সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান আসার পর পূর্ণ দুই বছর বা প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং পূর্ব বিবাহের ভিত্তিতে তাঁকে কিভাবে

আগের স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হল ? একদল আলিম এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "হতে পারে যয়নবের ইদ্দত তখনও পূর্ণ হয়নি।" কিন্তু এই সম্ভাবনা গ্রহণ করলে বিষয়টি যয়নবের উপরে গড়ায়। তাঁর স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবে, ইদ্দত তখন শেষ হয়েছিল কি না ? অন্য এক দল আলিম এই হাদীছের মুকাবিলায় প্রথমে উল্লিখিত হাদীছটি পেশ করেছেন, যে হাদীছ ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত থেকে, তিনি আমর ইব্ন শুআয়ব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কন্যা (যয়নব)-কে নতুন ভাবে মহর নির্ধারণ করে ও নতুন করে বিবাহ পড়ায়ে আবুল 'আস ইব্ন রবী'র নিকট ফিরিয়ে দেন। ইমাম আহমদ এ হাদীছকে দুর্বল ও অমূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ এ হাদীছ আমর ইব্ন শুআয়ব থেকে শ্রবণ করেননি, বরং মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আরযামীর কাছ থেকে শুনেছেন। আর আরযামীর বর্ণিত হাদীছ মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। সহীহ্ হাদীছ ঐটাই যা বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) যয়নবের প্রথম বিবাহ ঠিক রাখেন। অনুরূপভাবে দারাকুত্নী বলেছেন, এ বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়। ইব্ন আব্বাস প্রামাণ্য হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবকে প্রথম বিবাহের উপরই আবুল 'আসের নিকট ফিরিয়ে দেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীছের সনদ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বিজ্ঞ আলিমদের মতে কার্যকর পন্থা হচ্ছে ঃ কাফির স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি স্ত্রী প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইদ্দত পালনকালে স্বামীও মুসলমান হয়ে যায়, তবে ঐ স্বামীই এই স্ত্রীর অধিক দাবীদার। ইমাম মালিক, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক এই মত পোষণ করেন। অন্যরা বলেন ঃ যয়নবের ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। যিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবের বিবাহ নতুন ভাবে পড়িয়েছিলেন, তাঁদের বর্ণনা খুবই দুর্বল। যয়নবের এ ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর স্বামীর ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব হয় এবং এতে ইদ্দতের সময় পার হয়ে যায়, তবে শুধু এ কারণেই বিবাহ ভেংগে যাবে না; বরং স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে— ইচ্ছা করলে সে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে যতদিন পারে বিবাহ হতে বিরত থেকে স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় থাকবে। যতদিন অন্য কাউকে বিবাহ না করবে, ততদিন সে ঐ স্বামীর-ই স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। এ মতটি নিঃসন্দেহে যুক্তিসংগত, শক্তিশালী এবং ফিক্হী দৃষ্টিতে মূল্যবান। উক্ত মতের দলীল হিসেবে বুখারী শরীফে "মুশরিক নারী মুসলমান হলে তার বিবাহ ও ইদ্দত" শিরোনামে উল্লিখিত একটি হাদীছ গ্রহণ করা যায়। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইব্ন মূসা.... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদের বিষয়ে মুশরিকদের দু'ধরনের অবস্থান ছিল। একদল ছিল হারবী মুশরিক। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। আর একদল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না এবং তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। হারবী মুশরিকদের কোন মহিলা যদি (ঈমান এনে) হিজরত করে মদীনায় চলে আসত, তা হলে সে ঋতুমতী হয়ে পুনরায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হত না। পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে বিবাহ বৈধ হত। তবে যদি অন্যের সাথে বিবাহের পূর্বেই তার স্বামী হিজরত করে চলে আসত, তা হলে ঐ মহিলাকে তার কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হত। আর যদি তাদের কোন দাস বা দাসী হিজরত করে

চলে আসত, তবে তারা মুক্ত হয়ে যেত এবং মুহাজিরদের যে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ছিল, তারাও তা লাভ করত। এরপর বর্ণনাকারী (আতা) চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসংগে মুজাহিদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন— যা এখানে হুবহু বর্ণনা করা হল। "কোন হারবী মুশরিক মহিলা হিজরত করে আসলে ঋতুস্রাব হওয়া ও পুনরায় পাক না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া যাবে না।" এ কথার অনিবার্য দাবী হল— একবারের ঋতুস্রাব দ্বারা তার জরায়ু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনবার ঋতুস্রাব দ্বারা ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন নেই।" একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ "বিবাহের পূর্বেই যদি তার স্বামী হিজরত করে আসে, তবে তাকে ঐ স্বামীর কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হবে"— এই বাক্যটির দাবীও এই যে, ইদ্দত ও জরায়ু পরিষ্কার হওয়ার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যতদিন পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ না হবে, ততদিনের মধ্যে স্বামী হিজরত করে আসলে তার কাছেই মহিলাকে ফেরত দেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ্‌র কন্যা যয়নবের ঘটনা থেকে এ কথারই প্রমাণ মিলে একদল আলিম এ মতই পোষণ করেন।

অনুচ্ছেদ

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কবিতা রচিত হয়েছে তার মধ্যে ইব্‌ন ইসহাক হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের নিম্নলিখিত কবিতাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম একে হামযার কবিতা বলতে অস্বীকার করেছেন।

হযরত হাযযার কবিতা

الم تر امراً كان من عجب الدهر + وللحين اسباب مبينة الامر-

...... فشدبهم جبريل تحت لوائنا + لدى مأزق فيه مناياهم تجرى-

(অর্থ) তুমি কি এমন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করনি যা যুগের বিস্ময় হিসেবে গণ্য ? আর মৃত্যুর জন্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার স্পষ্ট উপকরণ।

আর এ ঘটনা এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, ঐ সম্প্রদায়কে উপদেশ থেকে উপকৃত হতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও অস্বীকার করার মাধ্যমে উপদেশদাতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

ফলে সন্ধ্যাকালে তারা সদল বলে বদরের দিকে অগ্রসর হল এবং বদর প্রান্তরের পাথুরে ভূমিতে স্থায়ীভাবে আটকা পড়ল।

আমরা তো কেবল বাণিজ্য কাফিলার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। পক্ষান্তরে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। ফলে ঘটনাক্রমে তাদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ বেধে গেল।

আর যখন সংঘর্ষ বেধে গেল, তখন তাদের প্রতি ধূসর বর্ণের তীক্ষ্ণ তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

আর মস্তক ছেদনকারী অলংকার খচিত ঝকঝকে সাদা ধারাল তরবারি দ্বারা আঘাত করা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না।

আর পথভ্রপথভ্রষ্ট উতবাকে আমরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিই এবং শায়বাকে অন্ধকূপের মধ্যে নিহতদের মাঝে উপুড় করে নিক্ষেপ করি।

তাদের যে সব মিত্ররা মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, আমরও সেই সাথে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। ফলে বিলাপকারিণীদের জামার আস্তীন আমরের শোকে ছিঁড়ে-ফেটে গিয়েছে।

আস্তীন বিদীর্ণকারী এসব মহিলা হচ্ছে ফিহ্র গোত্রের শাখা লু-আই ইব্ন গালিব-এর সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত।

এরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক, যারা নিজেদের ভ্রান্তপথে চলার কারণে নিহত হয়েছে। তারা শেষ পর্যন্ত ঝাণ্ডা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং পরাজয়বরণ করা পর্যন্ত তাদের সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসেনি।

তাদের সে ঝাণ্ডা ছিল ভ্রষ্টতার প্রতীক। আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল স্বয়ং ইবলীস। অবশেষে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে খবীছ, বিশ্বাসঘাতকতা করাই তার নীতি।

যখন সে মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতাদের অবতরণ স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, তখন সে বলল, আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম, আজ আর ধৈর্য-ধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

কেননা, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখছো না। আমি আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করছি, কারণ, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী।

সে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, আর তারা তাতে আটকা পড়েছে। সে যে কথাটি তাদেরকে জানায়নি, ঐ কথাটি সে ভাল করেই জানতো।

যে প্রভাতকালে তারা বদরের কূপে পৌঁছায়, তখন তাদের সংখ্যা ছিল এক হাযার। অন্য দিকে আমাদের দলে ছিল শুভ্র রং বিশিষ্ট নর উটের ন্যায় তেজোদীপ্ত তিনশ' যোদ্ধা।

আর আমাদের মাঝে ছিল আল্লাহ্র প্রেরিত সৈনিকগণ। তাঁরা বদরে আমাদেরকে শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করছিলেন। এরপর এ কথা সর্বত্র আলোচিত হতে থাকে।

জিবরাঈল ফেরেশতা আমাদের পতাকাতলে থেকে তাদেরকে এক সংকীর্ণ স্থানে এমন কঠোর আঘাত হানেন যে, তাদের উপর দিয়ে মৃত্যুর হিম শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

এই কবিতার জবাবে রচিত হারিছ ইব্ন হিশামের কবিতার কথা ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তা বাদ দিয়েছি।

হযরত আলী (রা)-এর কবিতা

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালিব নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন। অবশ্য ইব্ন হিশাম একে অস্বীকার করেছেন।

الم تر ان الله ابلى رسوله + بلاءَ عزيزٍ ذى اقتدار وذى فضل........

ناضخوا لدى دار الجحيم بمعزل + عن الشغب والعدوان فى اسفل السفل-

অর্থ ঃ তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কত কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন ? যেমন কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয় উচ্চ পদাধিকারী ও উচ্চ মর্যাদায় আসীন ব্যক্তির।

যে পরীক্ষার দ্বারা কাফিরদের নামিয়ে দেয়া হয়েছে লাঞ্ছনার স্থলে। তাই যারা বন্দী হয়েছে ও নিহত হয়েছে তারা লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছে।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্র প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য মহীয়ান রূপ লাভ করেছে। আর রাসূলুল্লাহ্ তো ইনসাফের সাথেই প্রেরিত হয়েছেন।

তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছেন, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এবং জ্ঞানী লোকদের নিকট তাঁর আয়াতগুলো অতি সুস্পষ্ট।

কিছু লোক এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর ফলে আল্লাহ্র রহমতে তারা তাদের শক্তিকে সংহত করতে সক্ষম হয়েছে।

পক্ষান্তরে কিছু লোক তা অস্বীকার করেছে। তাই তাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে। ফলে আরশের অধিপতি তাদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি বদরের দিন তাঁর রাসূলকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করেছিলেন। আর বিজয়ী করেছিলেন এমন এক ক্ষিপ্ত দলকে যাদের কাজকর্ম ছিল অতি উত্তম।

তাদের হাতে ছিল হালকা সাদা তরবারি, যা দিয়ে তারা শত্রুদের উপর হামলা চালায়। তারা এ তরবারিগুলো নতুনভাবে শানিয়ে ও ধার দিয়ে নিয়েছিল।

এ সব তরবারি দিয়ে তারা শত্রুপক্ষের বহু জাত্যাভিমানী বীর সেনা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী যুবকদেরকে ভূপাতিত করে।

তাদের শোকে বিলাপকারিণী মহিলারা অশ্রু বিসর্জন করেছে। এ সব মহিলা ছোট ও বড় আকারে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ন্যায় অশ্রুবন্যা প্রবাহিত করেছে।

বিলাপকারিণী মহিলারা পথভ্রষ্ট উত্বা, তার পুত্র ও শায়বা এবং আবূ জাহলের মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করে বিলাপ করে যাচ্ছে।

বিলাপকারিণীরা খোঁড়া লোকটির জন্যে বিলাপ করছে এবং ইব্ন জাদআনও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ সব মহিলা শোকের কাল পোশাক পরিহিতা এবং তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

শত্রুদের মধ্য থেকে এমন একটি দল তুমি বদরকূপে দেখতে পাবে, যারা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে রণ-কুশলী ও দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্যকারী।

কেউ তাদেরকে ভ্রষ্টপথের দিকে আহ্বান করেছে। আর তারাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। ভ্রষ্টপথে চলার নানাবিধ সূত্র ও উপায়-উপকরণ আছে, যেগুলো সেদিকে যাওয়ার জন্যে খুবই আকর্ষণীয়।

অবশেষে তারা সীমালংঘন করে ও আর্তনাদ করে জাহান্নামের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে।

এই কবিতার জবাবে লিখিত হারিছের কবিতা ইব্ন ইসহাক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা এখানে তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।

কাআব ইব্ন মালিকের কবিতা

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কা'ব ইব্ন মালিক নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন।

عجبت لامر الله والله قادر + على ما اراد ليس لله قاهر........

لامر اراد الله ان يهلكوا به + وليس لامر حمد الله زاجر-

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্র ফায়সালায় চমৎকৃত। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। আল্লাহ্কে বাধ্য করার শক্তি কারও নেই।

বদরের দিনে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সীমালংঘনকারী এক সম্প্রদায়ের মুকাবিলা করি। আর সীমালংঘনকারীরা মানুষের সাথে জুলুম-অত্যাচারের নীতি অবলম্বন করে থাকে।

তারা সে দিন সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করেছিল এবং আশ-পাশের লোকদেরও যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিল। ফলে তাদের দলে সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যায়।

বনূ কাআব ও বনূ আমির সহ সকলেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। আমরা ছাড়া আর কেউ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল না।

আর আমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল। তাঁর চারপাশে আছে আওস গোত্রের লোক —যারা ছিল রাসূলের জন্যে দুর্গের ন্যায় শক্তিশালী ও সাহায্যকারী।

তাঁর পতাকা তলে রয়েছে বনূ নাজ্জারের দল। হালকা ও সাদা বর্ম পরিধান করে তারা ধূলি উড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা যখন তাদের মুখোমুখি হই, তখন আমাদের প্রতিটি মুজাহিদ তার সাথীকে উৎসাহ যোগায় ও দৃঢ়পদে অবস্থান করে।

আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই এবং আল্লাহ্র রাসূল সত্য নিয়ে জয়ী হন।

তখন সাদা ও হালকা তরবারি খাপ থেকে বের করা হল। দেখে মনে হচ্ছিল তা যেন অগ্নিশিখা। উত্তোলনকারী যেন তোমার দুই চোখের সামনে নাড়াচাড়া করে চোখ ঝলসে দিচ্ছে।

এসব তরবারি দিয়ে আমরা তাদের দলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছি। ফলে তারা ছত্রভংগ হয়ে পড়ে এবং যারা তাদের মধ্যে উদ্ধত, তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

শেষে দেখা গেল, আবূ জাহ্ল উপুড় হয়ে পড়ে আছে, আর উতবাকে তারা বিপর্যস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যায়।

শায়বা ও তায়মীকে তারা রণক্ষেত্রে ফেলে চলে যায়। এরা সকলেই ছিল আরশের অধিপতির অবাধ্য।

এর ফলে তারা তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হল। প্রত্যেক কাফিরের গন্তব্যস্থল হচ্ছে জাহান্নাম।

লৌহ-দণ্ড ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ সে জাহান্নামের অগ্নিশিখা তাদের উপর প্রজ্বলিত হচ্ছে প্রচণ্ড তাপের পূর্ণ যৌবন সহকারে।

রাসূলুল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার কাছে এসো! কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, তুমি তো একজন জাদুকর।

আল্লাহ্র ফায়সালা ছিল কাফিররা এখানে ধ্বংস হবে। আর আল্লাহ্ব ফায়সালা বাতিল করার সাধ্য কারও নেই।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কাআব ইব্ন মালিক আরও বলেন ঃ

الاهل اتى غسان فى نأى دارها + واخبر شئ بالامور عليمها.......

فولوا ودسناهم ببيض صوارم + سواء علينا حلفها وصميمها—

অর্থ ঃ শুনো! বনূ গাস্সানের বাড়ীঘর দূরে হওয়া সত্ত্বেও কি তাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে? আর কোন বিষয়ের সংবাদ সেই উত্তমভাবে বলতে পারে যে সে বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত।

এই সংবাদ যে মাআদ বংশের মূর্খ ও জ্ঞানী সকলে মিলে আমাদের প্রতি তীর-ধনুক তাক করেছে শত্রুতাবশত।

শত্রুতা এ জন্যে যে, দায়িত্বশীল রাসূল যখন আমাদের মাঝে আসলেন, তখন আমরা জান্নাতের আশায় আল্লাহ্র দাসত্ব কবূল করি, অন্য কারও দাসত্ব করি না।

তিনি এমন একজন নবী, যিনি নিজ কওমের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মানের অধিকারী, সৎ গুণাবলীর অধিকারী। তাকে তাঁর বংশীয় ঐতিহ্য মহান ব্যক্তিত্বে গড়ে তুলেছিল।

তারাও অগ্রসর হল, আমরাও অগ্রসর হলাম। যখন আমরা পরস্পরে মুখোমুখি হলাম, তখন আমাদেরকে সিংহের মত মনে হল— যার থাবা থেকে বাঁচার আশা করা যায় না।

আমরা তাদেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত হানি। আমাদের প্রচণ্ড আঘাতে লুআই বংশের বড় বড় নেতা ও বীর অতি শোচনীয় ভাবে গর্তের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়তে লাগলো।

অবশেষে তারা রণে ভংগ দিয়ে পলায়ন করল আর আমরা সাদা ঝলমলে ধারাল তরবারি দ্বারা তাদেরকে সাবাড় করে দিতে লাগলাম এবং এ বিষয়ে তাদের ও তাদের মিত্রদের মধ্যে পার্থক্য করতাম না— সমানে হত্যা করেছি।

এ প্রসংগে কাআব ইব্ন মালিকের আরও কবিতা ঃ

لعمر ابيكما يا ابنى لؤى + على زهو لديكم وانتخاء......

بنصر الله روح القدس فيها + وميكال فيا طيب الملاء–

অর্থ ঃ হে লুআই-এর পুত্রদ্বয়! তোমাদের পিতার শপথ, তোমাদের অহংকার ও গর্বের উপর।

বদর যুদ্ধে তোমাদের অশ্বারোহীরা তোমাদেরকে মোটেই রক্ষা করতে পারেনি। আর মুকাবিলার সময়ও তারা দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে পারেনি।

আমরা আল্লাহ্র নূর নিয়ে সেখানে উপনীত হই, যা আমাদের থেকে অন্ধকার ও আবরণ দূর করে আলোক-উদ্ভাসিত করে দেয়।

তিনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আল্লাহ্র একটি নির্দেশের দিকে আমাদের অগ্রসর করাচ্ছিলেন। আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালায় তা দৃঢ়তা লাভ করে।

এ কারণে বদরে তোমাদের অশ্বারোহী বাহিনী জয়ীও হতে পারেনি এবং তোমাদের নিকট সহীহ্-সালামতে প্রত্যাবর্তনও করতে পারেনি।

অতএব, হে আবূ সুফিয়ান! তাড়াহুড়া করো না; বরং কুদা উপত্যকা হতে উত্তম ঘোড়া বেরিয়ে আসার অপেক্ষা কর।

সে দলের সাথে থাকবে আল্লাহর সাহায্য, থাকবে রূহুল কুদ্স— জিবরাঈল ও মীকাঈল ফেরেশতা। কতই না উত্তম হবে সে দল!

হাস্সান ইব্ন ছাবিতের কবিতা

নিম্নে উল্লিখিত কবিতাটি কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিতের। কিন্তু ইব্ন হিশাম বলেছেন, কেউ কেউ একে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছের কবিতা বলে দাবী করেন।

مستشعرى حلق الماذى يقدمهم + جلد النحيزة ماض غير رعديد......

اعنى رسول الله الخلق فضله + على البرية بالتقوى وبالجود

مستعصمين بحبل غير منجذم + مستحكم من حبال الله مهدود

فينا الرسول وفينا الحق نتبعه + حتى الممات ونصر غير محدود

وافٍ وماضٍ شهاب يستضاء به + بدر انار على كل الاما جيد–

অর্থ ঃ তাদের সম্মুখে ছিলেন এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর বাহ্যিক আলামত ছিল পরিধানে কড়া লাগান শক্ত লৌহ-বর্ম। তিনি ছিলেন কোমলহৃদয়, দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক।

অর্থাৎ— তিনি সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত রাসূল— যাঁকে তিনি তাকওয়া ও বদান্যতা দ্বারা সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

তোমরা ভেবেছিলে যে, তোমাদের কৌলীন্য-আভিজাত্যকে তোমরা রক্ষা করতে পারবে এবং বদরের কুয়োর উপর অন্য কেউ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।[১]

আমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছেড়ে দেয়া মযবুত রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখলাম, কিছুতেই ছাড়লাম না।

আমাদের মাঝে আছেন রাসূল। আমাদের মাঝে আছে সত্য— যা আমরা মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করে যাব এবং আমাদের পক্ষে রয়েছে আল্লাহ্র সীমাহীন সাহায্য।

তিনি ওয়াদা পূরণকারী, দায়িত্ব পালনকারী, উজ্জ্বল নক্ষত্র যার থেকে আলো গ্রহণ করা যায়, পূর্ণিমার চাঁদ— সকল মর্যাদাবানকে তিনি আলোকিত করে দিয়েছেন

হাস্সান ইব্ন ছাবিত আরো বলেন ঃ

الا ليت شعرى هل اتى اهل مكة + ابادتنا الكفار فى ساعة العسر.....

অর্থ ঃ হায়! যদি আমি জান্তে পারতাম সেই সংকট মুহূর্তে আমাদের হাতে কাফিরদের যে ধ্বংসক্রিয়া সংঘটিত হয়, সে সংবাদটি মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছল কি না!

প্রবল আক্রমণে আমরা তাদের নেতৃস্থানীয় বীর পুরুষদেরকে হত্যা করি। ফলে মেরুদণ্ড ভাংগা অবস্থায় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

আমরা আবূ জাহলকে হত্যা করেছি। তার আগে উতবা ও শায়বাকে হত্যা করেছি। এরা সবাই হাত ও গ্রীবার উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

সে দিন আমরা সুওয়াইদকে হত্যা করি। তারপরে উতবাকে এবং ধূলি উড়ার সময় তু'মা-কেও হত্যা করি।

এ ভাবে কত যে সম্মানিত সর্দার-লোকদের হত্যা করেছি— যারা ছিল আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথিতযশা মহান ব্যক্তি।

আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলাম ক্ষিপ্ত চিতা বাঘের সামনে— যারা বারবার তাদের সম্মুখে এসেছিল। এরপরে তারা প্রবেশ করবে গভীর তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে।

তোমার জীবনের কসম! বদরের যুদ্ধের দিনে যখন আমরা মুখোমুখি হই, তখন তোমার সাহায্যে না মালিকের অশ্বারোহী বাহিনী এগিয়ে আসলো, আর না তাদের অন্যান্য মিত্ররা।

উবায়দা ইব্ন হারিছের কবিতা

বদর যুদ্ধের শুরুতে উবায়দা ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, হামযা ও আলী যথাক্রমে উতবা, শায়বা ও ওয়ালীদ ইব্ন উতবার বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ মল্লযুদ্ধে উবায়দা

১. ইব্ন হিশামের সীরাত গ্রন্থে এই পংক্তির পরে নিম্নের পংক্তিটি আছে ঃ

ثم وردنا لم نسمع لقولكم + حتى شربنا رواء غير تصديد-

অর্থ ঃ কিন্তু আমরা সে পানির কাছে পৌঁছলাম। তোমাদের কোন কথা শুনলাম না এবং তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম নির্বিবাদে।

ইব্‌ন হারিছের একটি পা কেটে যায়। সেসময় তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কিন্তু ইব্‌ন হিশাম এ কবিতাটি উবায়দার বলে স্বীকার করেননি।

ستبلغ عنا اهل مكة وقعة + يهب لها من كان عن ذلك نائيا......

অর্থ ঃ অচিরেই মক্‌কাবাসীদের নিকট আমাদের সম্পর্কে একটি ঘটনার সংবাদ গিয়ে পৌঁছবে। সে সংবাদ শুনে এখান থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, তারা ঘাবড়ে যাবে।

উতবা সম্পর্কে, যখন সে পালাচ্ছিল এবং তারপরে শায়বা, আর যে অবস্থায় থাকতে উতবার প্রথম ছেলেটিও (ওয়ালীদ) সম্মত ছিল।

তারা যদি আমার পা কেটে দিয়ে থাকে, তবে এতে আমি বিচলিত নই, কেননা, আমি মুসলমান। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অচিরেই এক সুখময় জীবন আশা করি।

সে জীবন হবে হূরদের সাথে, যারা মূর্তির মত স্বচ্ছ। উচ্চতর জন্নাতে যারা উচ্চ মর্যাদা পাবে তাদের জন্যে নির্ধারিত থাকবে এ সব হূর।

তা পাওয়ার জন্যে আমি এমন এক জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছি, যার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমি অবহিত। আমি তা দ্রুত কামনা করেছি। এমনকি কাছের জিনিসকেও পরিত্যাগ করছি।

পরম দয়ালু সত্তা আপন অনুগ্রহে আমাকে ইসলামের পোশাক দিয়ে সম্মানিত করেছেন— যা আমার যাবতীয় অপরাধকে ঢেকে ফেলেছে।

যে দিন সকাল বেলা আমার সমকক্ষ লোকের পক্ষ থেকে মুকাবিলা করার আহ্বান আসলো, সে দিন তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমার কাছে খারাপ ঠেকেনি।

যখন তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট (মল্লযুদ্ধের) দাবী জানাল, তখন তিনি আমাদের তিনজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকেননি। সুতরাং আমরা আহ্বানকারীদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমরা বর্শা হাতে নিয়ে সিংহের মত গর্জে উঠে তাদের সামনে হাযির হলাম এবং রহমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে পাপিষ্ঠদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকলাম।

এরপর আমরা তিনজনই আপন জায়গায় অবিচল থাকলাম। আর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

ইবন ইসহাক লিখেছেন ঃ বদর যুদ্ধে হারিছ ইবন হিশাম যুদ্ধ না করে দলবল ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতের নিন্দাসূচক কবিতাও রয়েছে।

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আরও বলেন ঃ

يا حار قد عولت غير معول + عند الهياج وساعة الاخساب-

অর্থ ঃ হে হারিছ! যুদ্ধ ও দুর্যোগকালে এমন সব লোকের উপর তুমি নির্ভর করলে, যারা মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিল না।

তখন তুমি এমন উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করেছিলে, যার পা ছিল দীর্ঘকায়, ভাল বংশজাত, দ্রুতগামী ও প্রশস্ত পিঠ বিশিষ্ট।

সম্প্রদায়ের লোকজন তোমার পিছনেই ছিল, কিন্তু বেঁচে থাকার আশায় তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে আসলে! অথচ ঐ সময়টি পলায়নের সময় ছিল না।

হায়! তুমি তোমার সহোদরের দিকেও ফিরে তাকলে না। যখন সে বর্শার আঘাতে মাটিতে পড়ে মরে যাচ্ছিল এবং তার সঙ্গের আসবাবপত্র সব খোয়া যাচ্ছিল।

আল্লাহ্ (মালিক) তার (আবূ জাহ্লের) ব্যাপারে দ্রুত ফায়সালা দিলেন ও তার দলবলকে লাঞ্ছনাকর কলংক দিয়ে ও জঘন্য শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন।

তিনি আরও বলেন ঃ

لقد عمت قريش يوم بدر + غداة الاسر والقتل الشديد.......

অর্থ ঃ বদর যুদ্ধের প্রাতঃকালে কুরায়শরা নির্বিচারে কঠিন ভাবে বন্দীত্ব ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।

আবুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে পরিচালিত সে দিনের লড়াইয়ে যুদ্ধের সাহায্যকারী লোকজনের মধ্যে বাদানুবাদের সময় আমরা প্রস্তুত হলাম। যেদিন রাবীআর দুই পুত্র বিপুল অস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসলেন, সে দিন আমরা তাদেরকে হত্যা করলাম।

আর যখন বনূ নাজ্জার সিংহের ন্যায় গর্জন করে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন হাকীম সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

সে দিন গোটা ফিহ্‌র গোত্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। আর হুয়ায়রিছ তো দূর থেকে তাদেরকে ত্যাগ করে চলে যায়।

তোমরা অপমান ও হত্যার সম্মুখীন হয়েছিলে— যা তোমাদের কণ্ঠশিরার মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

বাহিনীর সমস্ত লোকই দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং পূর্ব পুরুষদের মান-সম্মানের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।

হিন্দ বিন্ত উছাছার কবিতা

হিন্দ বিনত উছাছা ইব্ন আব্বাদ ইবন মুত্তালিব উবায়দা ইব্ন হারিছ ইব্ন মুত্তালিবের মৃত্যুতে নিম্নোক্ত শোকগাথা রচনা করেন ঃ

لقد ضمّن الصفراء مجدا وسؤددا + احلما رصيلا وافر اللب والعقل.....

لطارق ليل او لملتمس القرى + ومستنبح اضحى لديه على رسل-

অর্থ ঃ সাফ্‌রা নামক স্থানটি নিজের মধ্যে সমবেত করেছে সম্মান, নেতৃত্ব, স্বভাবগত সহনশীল এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন গুণ গরিমার লোকদেরকে।

সেই সাফরা এলাকার একজন হচ্ছেন উবায়দা, তুমি তার জন্যে কাঁদো— যিনি ছিলেন মেহমান মুসাফিরের জন্যে নিবেদিত এবং বিপদকালে দুঃস্থ বিধবারা তার কাছে আসতো। তিনি ছিলেন অসহায়দের জন্যে বৃক্ষ স্বরূপ।

তুমি কাঁদো সে সব লোকের উদ্দেশ্যে— যারা প্রত্যেক শীতের মওসুমে দুর্ভিক্ষের কারণে দিগন্তরেখা লাল হয়ে যাওয়ার সময় তার নিকট আসতো।

আর তুমি ইয়াতীমদের স্মরণে কাঁদো— যারা ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হলে তার কাছে এসে আশ্রয় নিত। আরও কাঁদো ডেগের নীচে আগুন জ্বালানোর জন্যে, যা দীর্ঘ দিন যাবত টগবগ করে ফুটতো।

এরপর যদি কখনও আগুনের তেজ কমে যেত, তখন তিনি মোটা মোটা কাঠ দিয়ে সে আগুন আবার প্রজ্বলিত করে দিতেন।

এই ব্যবস্থা তিনি করতেন রাত্রিকালে আগমনকারী পথিক কিংবা আপ্যায়নের প্রত্যাশী লোকদের জন্যে এবং সেসব পথহারা পথিকদের জন্যে— যারা কুকুরের আওয়াজ শুনে সেদিকে অগ্রসর হয়ে তার কাছে উপস্থিত হত।

আতিকার কবিতা

উমাবী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে সাঈদ ইবন কুত্‌ন থেকে বর্ণনা করেন ঃ আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব পূর্বে এক স্বপ্ন দেখেছিলেন। বদর যুদ্ধের পর স্বপ্নের সাথে মিলে যাওয়ায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

الما تكن رؤيا ى حقا ويأتكم + بتأ ويلها فل من القوم هارب......

অর্থ ঃ আমার স্বপ্ন কি বাস্তবে পরিণত হয়নি এবং তার ব্যাখ্যা কি তোমাদের সামনে আসেনি? যখন সম্প্রদায়ের একদল লোক পলায়ন করল।

যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখেছে যে, ধারাল তরবারি কী ভাবে সঞ্চালিত হয়েছে, তখন তোমাদের কাছে আমার সে স্বপ্ন বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

আমি তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছিলাম, মিথ্যা কথা বলি নাই। বস্তুত আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে সে, যে নিজে মিথ্যুক।

হাকীম তো এমনিতে পালায়নি বরং মৃত্যুর ভয়ে সে পালিয়েছে। অবশ্য পালিয়ে যাওয়ার সকল পথই তার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ।

সে দিন তোমাদের মাথার উপরে ছিল ভারতীয় তরবারি এবং বাহরায়নের খত্‌ গোত্রে নির্মিত বর্শা— যা দেখতে চকমকে ও প্রতিপক্ষের উপর বিজয় নিশ্চিত করে।

সে তরবারির ধারাল অংশটি উজ্জ্বলতায় এমন ঝলমল করে যে, যদি কোন গর্জনকারী সিংহরূপ বীরের হাতে পড়ে, তবে তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে হয়।

হায়! আমার পিতার কসম! সে দিন কি অবস্থাই না হয়েছিল, যে দিন মুহাম্মদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। যে দিন তুমুল যুদ্ধের সময় গর্দানসমূহ কর্তিত হয়েছিল।

সে দিন সামনা-সামনি যুদ্ধে পাতলা ধারাল তরবারিগুলো তোমাদের উপর দিয়ে এমন ভাবে অতিক্রম করে গেল, যেমন দক্ষিণের মেঘমালা আকাশ পথ অতিক্রম করে যায়।

এরপর তার অনেক তরবারি কর্ম সম্পাদন করে শীতল হয়ে যায় এবং যে সেগুলোকে দৃঢ়তর করতো, সে ওগুলো ওলট-পালট করে রেখে দেয়।

কী দশা আজ সে সব নিহত লোকদের— যাদের লাশ বদরের পুরনো নোংরা কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর তাদেরই বা কী দুর্দশা, যারা যুদ্ধ করতে এসে আমার ভাইপোর কাছে বন্দী অবস্থায় আছে।

এরা কী দুর্বল নারী ছিল ? নাকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মৃত্যু এসে তাদেরকে সেখানে হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ? আর মৃত্যু তো একটা ফাঁদ হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকে।

তাহলে রণাঙ্গনে মুকাবিলার সময় মুহাম্মদকে তার চাচাত ভাইয়েরা কী প্রকৃতিতে দেখেছিল ? আর অভিজ্ঞতার পরীক্ষা তো যুদ্ধের ময়দানেই হয়ে থাকে।

তরবারির প্রচণ্ড আঘাত তোমাদেরকে কি এমন ভাবে সংকীর্ণ করে ফেলেনি, যা প্রত্যক্ষ করে কাপুরুষরা ঘাবড়ে যায় এবং দিনের বেলায়ই (তরবারির ঝিলিকে) চোখে আকাশের তারা দেখা যায়।

আমি কসম করে বলছি— তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তা হলে তুমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে, তারা সেখানে গিয়ে পড়বে। অশ্ববাহিনী যা পরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

এ যুদ্ধে ব্যবহৃত তরবারির উজ্জ্বলতা যেন সূর্যের কিরণ। সে তরবারির আলোর শিখায় যেন প্রভাতকালীন সূর্যের লালিমা প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

উমাবী তাঁর কিতাবে নিম্নের কবিতাটিও আতিকার বলে উল্লেখ করেছেন।

هلا صبرتم للنبى محمد + ببدر ومن يغشى الوغى حق صابر......

অর্থ ঃ বদর যুদ্ধে নবী মুহাম্মদের জন্যে কেন তোমরা ধৈর্য প্রদর্শন করনি ? আর যুদ্ধে যে জড়িয়ে যায় ধৈর্যশীল হওয়া তার জন্যে অপরিহার্য। তোমরা সেই তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারির আঘাত থেকে কেন ফিরে এলে না, যে তরবারি বহনকারী মু'মিনদের হাতে ঝলসে উঠছিল।

সেই শুভ্র তরবারির সামনে কেন তোমরা সহনশীল হতে পারলে না, যার ফলে চিহ্নিত স্বল্প সংখ্যক মু'মিনের হাতে তোমরা বন্দী হয়ে গেলে।

আর তোমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে এলে। সেই লোক কখনও বীর হতে পারে না, যে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে পলায়ন করে।

মুহাম্মদ তো তোমাদের নিকট সেই বাণী-ই নিয়ে এসেছেন। যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন পূর্ববর্তী নবীগণ। আর আমার ভাইপো (মুহাম্মদ) একজন পুণ্যবান ও সত্যবাদী। তিনি কোন কবি নন।

তোমরা তোমাদের নবীর যে ক্ষতি সাধন করেছ, তা অচিরেই পুষিয়ে যাবে এবং বনূ আমর ও বনূ আমির উভয় গোত্রই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

আবূ তালিব পুত্র তালিবের কবিতা

আবূ তালিবের পুত্র তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে তিনি বদর যুদ্ধে নিহত ও কূপে নিক্ষেপ্ত কুরায়শদের জন্যে শোক প্রকাশ করেছেন। এ সময় তিনি তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

الا ان عينى انفذت دمعها سكبا + تبكى على كعب وما ان ترى كعبا-

অর্থ ঃ শুনে রাখ! আমার চোখ বনূ কাআবের জন্যে কেঁদে কেঁদে অশ্রুশূন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু বনূ কাআবকে সে চোখে দেখেনি।

জেনে রাখ! বনূ কাআব যুদ্ধ-বিগ্রহে পারস্পরিক সহযোগিতা পরিত্যাগ করেছে এবং অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েছে। ফলে কালের করাল গ্রাসে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আর বনূ আমিরের অবস্থা এই যে, প্রত্যুষে বিপদ এসে পড়লে তারা কাঁদতে থাকে। হায়, যদি আমি জানতাম যে, এ উভয় গোত্রের লোকদেরকে কখন নিকট থেকে দেখার সুযোগ হবে?

সুতরাং হে আমার ভাইয়েরা! হে বনূ আবদে শামস ও বনূ নাওফিল। আমি তোমাদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে বলছি, তোমরা আমাদের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিয়ো না।

আর পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠার পর এমন কোন ঘটনা সৃষ্টি করে উপাখ্যানে পরিণত হয়ে যেয়ো না যে, বিপদগ্রস্ত হওয়ার জন্যে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে।

তোমাদের কি জানা নেই যে, 'দাহিস' যুদ্ধের পরিণতি কী হয়েছিল? আর আবূ ইয়াকসূমের যুদ্ধের কথাও কি স্মরণ নেই যখন তারা সৈন্যবাহিনী দিয়ে গিরিপথ ভরে ফেলেছিল?

যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিহত করা না হত, যিনি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই, তাহলে বাঁচার জন্যে তোমরা মাটির নীচে কোন সুড়ংগও খুঁজে পেতে না।

কুরায়শদের মধ্যে আমরা বড় ধরনের কোন অপরাধ করিনি। শুধু এই কাজটি ব্যতীত যে, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম লোকটিকে আমরা হিফাযত করেছি।

তিনি নির্ভরযোগ্য, বিপদের বন্ধু, তাঁর গুণাবলী মাহাত্ম্যপূর্ণ। তিনি কৃপণ নন এবং ঝগড়াটেও নন।

কল্যাণপ্রার্থীরা তাঁর শরণাপন্ন হয়। তারা সর্বক্ষণ তাঁর দুয়ারে ভীড় করে থাকে। তারা এমন একটি নহরের কাছে আসে, যার পানি কখনও হ্রাস পায় না এবং শুকিয়েও যায় না।

আল্লাহর কসম, আমার অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাযরাজ-এর উপর হামলা না করবে।

যিরার ইব্ন খাত্তাবের কবিতা

ইব্ন ইসহাক তাঁর গ্রন্থে মুশরিকদের রচিত এমন কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন, যা বদর যুদ্ধে তাদের নিহত লোকদের শোকগাথা হিসেবে পরিচিত। তার মধ্যে বনূ মুহারিব ইব্ন ফিহ্রির লোক যিরার ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন মিরদাস-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা হল। পরবর্তীতে যিরার ইসলাম গ্রহণ করেন। সুহায়লী তাঁর রচিত রওযাতুল উনুফ্ গ্রন্থে এমন কিছু লোকের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

عجبت لفخر الاوس والحين دائر + عليهم غدا والدهر فيه بصائر.....

وتبكيهم من ارض يثرب نسوة + لهن بها ليل عن النوم ساهر

وذالك انا لا تزال سيوفنا + بهن دم ممن يحاربن ماثر

فان تظفروا فى يوم بد ر فانما + باحمد امسى جدكم وهو ضاهر

وبالنفر الاخيارهم اولياؤه + يحامون فى الا واء والموت حاضر

يعد ابوبكر وحمزة فيهم + ويدعى على وسط من انت ذاكر

اولئك لا من نتجت من ديارها + بنو الاوس والنجار حين تفاخر

ولكن ابوهم من لؤى بن غالب + اذا عدت الانساب كعب وعامر

هم الطاعنون الخيل فى كل معرك + غداة الهياج الاطيبون الاكابر-

অর্থ ঃ আওস গোত্রের অহংকার দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কেননা, আগামীকাল তাদের উপরও মৃত্যুর চাকা ঘুরে আসবে। আর কাল-পরিক্রমার মধ্যে থাকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়।

আমার আরও অবাক লাগে বনূ নাজ্জারের অহংকার দেখে। তাদের অহংকার এ কারণে যে, বদর যুদ্ধে একটি জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আর তারা সেখানে বহাল তবিয়তে রয়েছে।

আমাদের বংশের নিহত লোকগুলো যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে, তবে তাতে কোন চিন্তা নেই। কেননা, তাদের পরে আমরা পুরুষরা তো বেঁচেই আছি। অচিরেই আমরা ধ্বংসাত্মক হামলা চালাব।

---

১. ইব্ন হিশাম এর পরে নিম্নের ছন্দটি উল্লেখ করেছেন ঃ

هما اخوا يالم يعد انعية + تعدو لن يستام جارهما غصبا

অর্থঃ সে দু' গোত্র আমার ভাই তাদের পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে যাদের সম্পর্ক করা হয় না এবং যাদের প্রতিবেশীরা তাদের প্রতি অপহরণের অভিযোগ দেয় না।

হে বনূ আওস। ক্ষুদ্র কেশর বিশিষ্ট দীর্ঘকায় তেজী ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে তোমাদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আমাদের ব্যথিত হৃদয় শান্তি পাবে।

আর সেই ঘোড়ায় চড়ে আমরা বনূ নাজ্জারের মধ্যে ঢুকে পড়বো। এ ঘোড়াগুলো বর্শা ও বর্মধারীদেরও বহন করবে।

আমরা তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলে রাখবো, আর পাখীরা তাদের চার পাশে ঘিরে থাকবে। তখন মিথ্যা আশা ছাড়া তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

ইয়াছরিব অঞ্চলের মহিলারা তাদের শোকে কাঁদবে। সেখানেই তারা রাত কাটাবে এবং নিদ্রাহীন অবস্থায় থাকবে।

আর ঐ অবস্থা এ জন্যে হবে যে, আমাদের তরবারি সর্বদা তাদের রক্ত ঝরাতে থাকবে, যাদের সাথে এ তরবারি যুদ্ধ করবে।

যদি তোমরা বদর যুদ্ধে জয়ী হয়ে থাক, তবে তা এ কারণে যে, আমাদেরই এক লোক আহমদকে তোমরা পেয়ে গেছ— আর তিনি তো বিজয়ীই হন।

আর এমন কিছু লোকজন তাঁর সাথে রয়েছে, যারা সমাজে উত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত এবং তাঁর আপনজন। বিপদ কালে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু মৃত্যু তো সবার জন্যে অবধারিত।

তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন আবূ বকর ও হামযা। আর আলীকে ধরা হয় তাদের মধ্যমণি রূপে— যাকে তুমি স্মরণ করতে পার।

এদের দ্বারাই বিজয় লাভ করা সম্ভব হয়েছে। বনূ আওস ও বনূ নাজ্জারের বংশোদ্ভূত সন্তানদের দ্বারা বিজয় আসেনি— যাদের নিয়ে ওরা গর্ব করে।

তুমি যখন বনূ কাআব ও বনূ আমিরের বংশপঞ্জি গণনা করবে, তখন দেখবে তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হলেন লুয়াই ইব্‌ন গালিব।

এরা প্রতিটি যুদ্ধে অশ্বারোহীদের প্রতি তাক করে বর্শা নিক্ষেপকারী এবং কঠিন দুর্যোগকালে সদাচরণকারী ও পুণ্য সঞ্চয়কারী।

যিরারের উপরোক্ত কবিতার জবাবে কাআব ইব্‌ন মালিক যে কাসীদা আবৃত্তি করেন আমরা কিছু পূর্বে তা উল্লেখ করেছি। যার প্রথম কথা এই ঃ

عجبت لامر الله والله قادر + على ما اراد ليس لله قاهر-

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত দেখে বিস্মিত। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা বাস্তবায়নে সক্ষম। আল্লাহ্‌কে অক্ষম করার শক্তি কারও নেই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আবূ বকর শাদ্‌দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন শুউব নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন।

লেখক বলেন ঃ ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ মুশরিক নারীকে মু'মিন পুরুষের জন্যে হারাম ঘোষণা করলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক তার মুশরিকা স্ত্রী উম্মে বকরকে তালাক দেন। তখন শাদ্দাযা ইব্ন আসওয়াদ উক্ত উম্মে বকরকে বিবাহ্ করে।

تحى بالسلامة ام بكر + وهل لى بعد قومى من سلام........

(অর্থ ঃ) উম্মে বকর তো মহা শান্তিতে জীবন যাপন করছে। কিন্তু আমার স্ব-সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর আমার জীবনে কি কোন শান্তি আছে ?

বদরের কুয়োর কাছে গায়িকা ও মদ্যপায়ীদের কী অবস্থাই না হয়েছে।

বদরের কুয়োর কাছে আবলুস কাঠের পাত্রে উঁচু করে ভর্তি করা কুজের গোশতের কী দশাই না হল!

বদরের পাড় বাঁধা কুয়োর কাছে কত যে মুক্ত উট ও চতুষ্পদ জন্তুর পাল ছিল!

বদরের পাড় বাঁধা কুয়োর কাছে কী পরিমাণ দুর্বার শক্তি ও বড় বড় পেয়ালা ছিল!

আর সেখানে সম্ভ্রান্ত আবূ আলীর কত যে সঙ্গী ছিল— যারা ছিল তার উৎকৃষ্ট মদের আসরের বন্ধু-বান্ধব।

তুমি যদি দেখতে আবূ আকীল ও নিয়াম পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থানকারীদের তৎপরতা।

তবে তুমি সেখানে যাদেরকে পেতে তাদের উপর তুমি মেতে উঠতে। যেভাবে উটের বাচ্চার মা তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে মেতে ওঠে।

রাসূল আমাদের জানাচ্ছেন যে, অচিরেই আমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে। কিন্তু মৃতদের বিচূর্ণ হাড় ও মাথার খুলি কীভাবে জীবন লাভ করতে পারে ?

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এই কাসীদার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন— যাতে কবির মানসিকতা প্রকাশ পায়।

উমাইয়া ইব্ন আবূস্ সালতের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বদর যুদ্ধে নিহত কুরায়শদের জন্যে শোক প্রকাশ করে উমাইয়া ইব্ন আবুস সালত নিম্নের কাসীদাটি আবৃত্তি করেন ঃ

الا بكيت على الكرا + م بنى الكرام اولى الممادح.........

(অর্থ ঃ) কেন তুমি কাঁদছো না সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভ্রান্ত সন্তানদের জন্যে— যারা প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী।

যেমন কেঁদে থাকে কবুতর বৃক্ষের ঝুলন্ত ডালে বসে।

পুঞ্জীভূত যন্ত্রণায় সে কাঁদতে থাকে এবং সন্ধ্যাকালে অন্যান্য প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে সেও প্রত্যাবর্তন করে।

তাদের দৃষ্টান্ত ঐসব বিলাপকারী মহিলা— যারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে।

যে তাদের উপর ক্রন্দন করবে, সে দুঃখের কারণেই ক্রন্দন করবে এবং প্রত্যেক প্রশংসাকারী যথার্থই বলে থাকে।

বদরের প্রান্তরে ও টিলার উপর সর্দারদের কী যে শোচনীয় পরিণতি হয়ে গেল!

বারকায়ন অঞ্চলের নিম্নভূমিতে ও আওয়াশিহ্ অঞ্চলের টিলাগুলোতে কী যে কাণ্ড ঘটে গেল।

কিশোর ও যুবক সর্দার আর উদ্ধত ধ্বংসকারীদের কী পরিণতি যে হল!

তোমরা কি তা দেখতে পাওনা, যা আমি দেখতে পাচ্ছি। অথচ প্রত্যেক দর্শকদের কাছেই তা প্রকাশমান।

মক্কা উপত্যকার তো চেহারাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং তা এক ভয়াল জনপদে পরিণত হয়েছে।

অহংকারের সাথে পদচারণাকারীদের সে যে কী অবস্থা হল— যাদের গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ফর্সা।

তারা ছিল রাজা-বাদশাহদের দরবারের কীট। দুর্গম পথ অতিক্রম করে বিজয় লাভকারী। তারা ছিল অতিভোজী, হুংকারকারী বিশালাদেহী ও সফলকাম নেতা।

তারা ছিল বক্তা, কর্মতৎপর ও সৎ কাজ মাত্রেরই নির্দেশ দানকারী।

তারা রুটির উপর মাছের পেটির মত চর্বি রেখে আপ্যায়ন করতো।

তারা কুয়ার ন্যায় পাত্রের সাথে বড় বড় পাত্র নিয়ে হাউজের মত পাত্রের দিকে ছুটতো।

সে পাত্রগুলো যাচ্ঞাকারীদের জন্যে শূন্য বা এলোমেলো ছিল না।

এ পাত্রগুলো নির্ধারিত ছিল একের পর এক আগমনকারী অতিথিদের জন্যে এবং এগুলো ছিল দীর্ঘ ও প্রসারিত।

তারা শত শত বরং হাযার হাযার গর্ভবতী উট দান করে দেয়।

সে যেন বালাদিহ অঞ্চল থেকে আগমনকারী উটের কাফেলাকে হাঁকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অন্যদের মর্যাদার উপর তাদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ঝুঁকে পড়া পাল্লার ওযনের।

যেমন দানশীল হাত দ্বারা প্রদত্ত জিনিস পাল্লায় ওযন করলে ভারী হয়ে যায়।

একটি দল তাদের সাহায্য পরিত্যাগ করল। অথচ তারা নিজেদের সম্ভ্রম লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করছিল।

তারা শুভ্র ভারতীয় তরবারি দ্বারা অগ্রগামী সৈন্য দলের উপর আঘাত হানছিল।

তাদের আর্তনাদ আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। তাদের কেউ পানির জন্য হাঁক-ডাক করছিল আর কেউ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল।

আল্লাহ্ই হলেন বনূ আলীর হিফাযতকারী, যাদের মধ্যে ছিল বিধবা ও সধবা মহিলারা।

যদি তারা এমন কোন আকস্মিক আক্রমণ না করে থাকে, যা ঘেউ ঘেউকারীকে গর্তে লুকাতে বাধ্য করে।

এমন আক্রমণ যা অনুগত, দূরপাল্লার পথ অতিক্রমকারী ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ঘোটকীর মুকাবিলায় অনুরূপ ঘোটকীর দ্বারা সাধিত হয়।

যে আক্রমণ হয় গোঁফ-দাড়িহীন কিশোরদের দ্বারা— যারা লোমহীন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে হিংস্র সিংহের দিকে কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সম মানের লোকেরা পরস্পরে এমনভাবে মুখোমুখি হয়, যেমন একজন কর মর্দনকারী অন্য একজন কর মর্দনকারীর দিকে এগিয়ে গিয়ে থাকে।

যারা সংখ্যায় এক হাযার, তারপর আরও এক হাযার। এরা ছিল লৌহ বর্ম পরিহিত ও বর্শা নিক্ষেপণে দক্ষ।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্র সহাবাগণ সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তি থাকায় পংক্তি ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আমার মতে এটি একটি সমর্থনহীন প্রত্যাখ্যাত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তির কাসীদা। এর দ্বারা বক্তার চরম মূর্খতা ও অজ্ঞানতা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা সে এখানে মুশরিকদের প্রশংসা ও মু'মিনদের নিন্দা করেছে। আবূ জাহ্ল ও তার দোসরদের অনুপস্থিতিতে মক্কাভূমি তার কাছে উজাড় মনে হয়েছে। যারা ছিল মূর্খ, সীমা লংঘনকারী, দুষ্ট কাফির। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল —যিনি মানবকুলের গৌরব, চাঁদের চাইতেও উজ্জ্বল যার চেহারা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় যিনি মহীয়ান, তাঁর সাথী সত্যানুসারী আবূ বকর সিদ্দীক, যিনি ছিলেন সকল প্রকার কল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র পথে হাযার হাযার অর্থ ব্যয়কারী, অনুরূপভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম, যারা মূর্খতা ত্যাগ করে জ্ঞানের সন্ধানে ছুটেছেন এবং দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে গমন করেছেন— তাদের অবর্তমানে মক্কাভূমি তাঁদের কাছে উজাড় মনে হয় না। আলোর সাথে অন্ধকার ও রাতের সাথে দিনকে তাঁরা ঘুলিয়ে ফেলেন না। বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আরও বহু কবিতা আছে। ইব্ন ইসহাক সেগুলো উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ও পাঠকদের বিরক্তির আশংকায় আমরা এই পর্যন্ত উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত দিলাম।

উমাবী তার মাগাযী গ্রন্থে তাঁর পিতা সূত্রে.... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাহেলী কবিতা আবৃত্তিকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন। সুলায়মান বলেন, এ প্রসঙ্গে যুহরী বলেছেন যে, "তবে দুটি কাসীদা এর ব্যতিক্রম। তার একটি হল উমাইয়া ইবন আবিস সালতের কবিতা— যার মধ্যে বদরী সাহাবীগণের কুৎসা আছে। দ্বিতীয়টি আ'শার কবিতা— যার মধ্যে আখওয়াসের উল্লেখ আছে। তবে এ হাদীছটি গরীব— অপরিচিত এবং এর একজন বর্ণনাকারী সুলায়মান ইব্ন আরকামের বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য।

অনুচ্ছেদ

বনূ সুলায়মের যুদ্ধ

হিজরী ২য় সালে বনূ সুলায়মের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধ শেষে রমাযানের শেষ দিকে কিংবা শাওয়াল মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় সাত দিন অবস্থান করার পর তিনি নিজেই বনী সুলায়মের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ এ সময় মদীনায় রাসূলুল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে সিবা' ইব্ন আরফাতা গিফারী অথবা অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মে মাকতূমকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বনূ সুলায়মের কুদর নামক এক পানির কুয়া পর্যন্ত পৌঁছেন। এখানে তিন দিন অবস্থান করেও শত্রুদের কোন সন্ধান না পেয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। শাওয়ালের অবশিষ্ট দিন ও যিলকা'দা মাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং কুরায়শ বন্দীদের একটি দলকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন।

অনুচ্ছেদ

সাবীক যুদ্ধ বা ছাতুর যুদ্ধ

হিজরী ২য় সালের যিলহাজ্জ মাসে সাবীক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে কারকারাতুল কুদর যুদ্ধও বলা হয়। সুহায়লী বলেন ঃ কারকারা অর্থ সমতলভূমি এবং কিদ্র এক প্রকার পাখীর নাম, যার গায়ের রং ধূসর। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও ইয়াযীদ ইব্ন রূমান প্রমুখ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত। ইব্ন কাআব ছিলেন আনসারগণের মধ্যে বিজ্ঞ আলিম। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে পরাজিত কুরায়শরা যখন মক্কায় পৌঁছল এবং আবূ সুফিয়ানও মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল, তখন সে কসম খেয়ে বসলো যে, মুহাম্মদের সাথে আর একটি যুদ্ধ না করা পর্যন্ত সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হবে না। এরপর কসম রক্ষার্থে সে দু'শ' কুরায়শ আশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হল। নজ্দ অতিক্রম করে মদীনা থেকে বার মাইল দূরে নীব নামক পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হল। ঐ রাত্রেই সে বনূ নযীর গোত্রে উপস্থিত হয়ে হুয়াই ইব্ন আখতাবের বাড়ীতে আসে। তার ঘরের দরজায় শব্দ করলে হুয়াই ইব্ন আখতাব ভীত হয়ে পড়ে এবং দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে ফিরে এসে বনূ নযীরের সর্দার ও কোষাধ্যক্ষ সাল্লাম ইব্ন মিশকামের বাড়ীতে যায়। বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সাল্লাম ইব্ন মিশকাম তাকে অনুমতি দেয়। এরপর তাকে উত্তম রূপে আপ্যায়িত করে মুসলমানদের গোপন সংবাদ সরবরাহ করে। এরপর সে রাতের শেষ ভাগে আপন সৈন্যদের সাথে মিলিত হয় এবং একদল কুরায়শ সৈন্যকে মদীনার দিকে পাঠিয়ে দেয়। তারা মদীনার উপকণ্ঠে আরীয নামক স্থানে এসে খেজুর গাছের শুকনা ডাল একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা সেখানে একটি ক্ষেতে কর্মরত জনৈক আনসারী ও তার এক মিত্রকে দেখতে পেয়ে উভয়কে হত্যা করে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধরার জন্যে অগ্রসর হন। ইব্ন হিশাম বলেন, যাত্রাকালে তিনি মদীনা

দেখাশুনার দায়িত্ব আবূ লুবাবা বশীর ইব্ন আবদুল মুনযির-এর উপর ন্যস্ত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কারকারাতুল কিদর পর্যন্ত পৌঁছে জানতে পারলেন আবূ সফিয়ান ও তার সৈন্যরা পালিয়ে গেছে— তাই তিনি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে যান। মুসলমানরা সেখানে মুশরিকদের ফেলে যাওয়া প্রচুর রসদ সম্পদ লাভ করেন। মুশরিকরা তাদের বোঝা হালকা করার জন্যে এগুলো ফেলে যায়। প্রাপ্ত মালের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ছাতু। এ কারণে এই যুদ্ধকে ছাতুর যুদ্ধ বা সাবীক যুদ্ধ বলা হয়। মুসলিম সেনাগণ বলেছিল— ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমরা কি এটাকে জিহাদ হিসেবে গণ্য করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ সুফিয়ান এই অভিযান সম্পর্কে এবং সাল্লাম ইব্ন মিশকামের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

وانى تخيرت المدينة واحدا + لحلف فلم اندم ولم اتلوم الخ

অর্থ ঃ মদীনায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যে আমি একজন লোককে বাছাই করেছি এবং এতে আমি লজ্জিত বা নিন্দিত হইনি।

সাল্লাম ইব্ন মিশকাম আমাকে মূল্যবান লাল ও কাল মদ তৃপ্তি সহকারে পান করায় অথচ তখন আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

যখন তাকে সৈন্য দলের নেতৃত্ব প্রদান করা হলো তখন আমি বললাম সম্মান ও গনীমতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এর দ্বারা তাকে আমি বিব্রত করতে চাচ্ছিলাম না। ভালভাবে চিন্তা করে অগ্রসর হও। কেননা, এ সম্প্রদায় কিন্তু নির্ভেজাল লুআই বংশের লোক। জুরহুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া লোক এরা নয়।

ইব্ন মিশকামের সাথে আমার সাক্ষাত কোন এক আরোহীর রাত্রের সামান্য বিরতিকালের অবস্থানের মত ছিল, যে নেহাত অসহায়ের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই এসেছে। বন্ধুত্বের কারণে নয়।

হযরত আলী ও ফাতিমার বিবাহ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যুহ্রীর বরাতে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিজরী ২য় সালে তিনি ফাতিমাকে সহধর্মিণী রূপে নিজ ঘরে তুলে আনেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে আমার অংশে একটি উট পাই। ঐ দিন নবী করীম (সা) 'ফায়' থেকে প্রাপ্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে আরও একটি উট আমাকে প্রদান করেন। এরপর যখন আমি নবী দুহিতা ফাতিমাকে স্ত্রী রূপে নিজ ঘরে তোলার সংকল্প করলাম, তখন বনূ কায়নুকা'র এক ইয়াহূদী স্বর্ণকারকে ঠিক করলাম যে, তাকে নিয়ে ইযখির ঘাস সংগ্রহ করবো এবং পরে তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ আমার বিবাহের ওলীমায় খরচ করবো। এ উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে আমি আমার উট দুটোর জন্যে গদি, বস্তা ও রশির ব্যবস্থা করছিলাম। উট দুটোকে আমি জনৈক আনসারীর বাড়ীর পার্শ্বে বসিয়ে রাখি। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম, উট দুটোর কুজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং উভয় উটের বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা খুলে নেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে

পারলাম না। আমি নিকটস্থ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কাজ কে করেছে? তারা জানাল, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এ কাজ করেছেন। এখন তিনি এ ঘরের মধ্যে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীদের সাথে মদপান করছেন। সেখানে তাঁর সাথে আছে তাঁর গায়িকা দাসী ও কতিপয় সঙ্গী-সাথী। গায়িকাটি গানের ছন্দে বলেছিল, "ওহে হামযা! মোটাতাজা উষ্ট্রদ্বয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।" এ কথা শুনে হামযা তলোয়ার হাতে উট দুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওগুলোর কুজ কেটে নিলেন আর তাদের তখন পেট চিরে কলিজা বের করে নিয়ে আসলেন। হযরত আলী বলেন, আমি তখন নবী করীম (সা)-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর কাছে যায়দ ইব্ন হারিছা উপস্থিত ছিল। আমাকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজকের ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনার সম্মুখীন আমি কখনও হইনি। হামযা আমার উট দুটোর উপর জুলুম করেছেন। তিনি উট দুটির কুজও পেট কেটে ফেলেছেন। এখন তিনি ঐ ঘরের মধ্যে একদল মদ্যপায়ীর সাথে অবস্থান করছেন। তখন নবী করীম (সা) তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিলেন এবং তা গয়ে দিয়ে সেদিকে রওনা হলেন। আর আমি ও যায়দ ইব্ন হারিছা তাকে অনুসরণ করে চললাম। হেঁটে হেঁটে তিনি ঐ ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন যে ঘরে হামযা অবস্থান করছিলেন। তিনি অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে তিনি হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত। চোখ দুটো লাল। তিনি নবী করীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর দৃষ্টি উপরে উঠিয়ে তাঁর হাঁটুর দিকে তাকালেন। এরপর দৃষ্টি আরও উপরে উঠিয়ে তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা তো আমার পিতার গোলাম। একথা শুনে নবী করীম (সা) বুঝলেন যে, হামযা এখন নেশাগ্রস্ত। তাই তিনি পেছনের দিকে হেঁটে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আর আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে আসলাম।

ইমাম বুখারী কিতাবুল মাগাযীতে ঘটনাটি এ ভাবে বর্ণনা করেছেন। মাগাযী ছাড়া বুখারী শরীফে আরও বহু স্থানে বিভিন্ন শব্দমালায় এ ঘটনার বর্ণনা আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে খুমুস বা পঞ্চমাংশ বের করা হয়েছিল। কিন্তু আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধের গনীমত বণ্টনের পর খুমুসের বিধান অবতীর্ণ হয়। তবে অনেকেই এ মতের বিরোধিতা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী, ইব্ন জারীর প্রমুখ। আমরা তাফসীর গ্রন্থে এবং এই কিতাবেও ইতোপূর্বে এ মতটি যে ভুল তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ঘটনায় হামযা ও তার সঙ্গীদের মদ্যপান প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, তখনও মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি। তদুপরি হযরত হামযা (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। আর মদ্যপান নিষিদ্ধ হয় উহুদ যুদ্ধের পরে। এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে আলিমগণ বলেছেন যে, নেশাগ্রস্ত লোকের জ্ঞান রহিত হয়ে যায়— এ কারণে তালাক[১] স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার কথা অগ্রাহ্য করা হয়। ফিক্হশাস্ত্রে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) সুফিয়ানের বরাতে.... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যাকে বিবাহ করার জন্যে তাঁকে প্রস্তাব দেয়ার সংকল্প করলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আমার তো কোন অর্থ-সম্পদ নেই। কিছু দিন পর পুনরায় সংকল্প করলাম

এবং তাঁর নিকট এসে প্রস্তাব দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন অর্থ-সম্পদ আছে কি ? আমি বললাম, নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাকে ঐ দিন যে খিতমী বর্মটি দিয়েছিলাম তা কোথায় ? আমি বললাম, সেটি তো আমার কাছেই আছে। তিনি বললেন, আমার নিকট নিয়ে এসো। এরপর আমি সে বর্মটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌছিয়ে দিলাম। ইমাম আহমদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদের মধ্যে একজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী রয়েছেন। আবূ দাউদ ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল সূত্রে.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ হযরত ফাতিমার সাথে আলীর বিবাহ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ফাতিমাকে (মহর হিসেবে) কিছু দাও! আলী (রা) বললেন, আমার কাছে দেয়ার মত কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার খিতমী বর্মটি কোথায় ? এ হাদীছ ইমাম নাসাঈ হারূন ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে.... আইয়ুব সাখতিয়ানী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ কাছীর ইব্‌ন উবায়দ হিমসী সূত্রে.... জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলীর সাথে ফাতিমার বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর আলী তাঁকে বাসর ঘরে নিয়ে আসতে মনস্থ করেন। কিন্তু ফাতিমাকে কিছু না দেয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ তা করতে নিষেধ করেন। আলী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে তো তেমন কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার বর্মটি দিয়ে দাও। এরপর আলী তাঁর বর্মটি ফাতিমাকে প্রদান করার পর বাসর ঘরে যান।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয-এর মাধ্যমে.... মুজাহিদ সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফাতিমা বিবাহের প্রস্তাব আসে। তখন আমার এক দাসী আমাকে বলল, আপনি কি জানেন রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে ফাতিমার বিবাহের প্রস্তাব এসেছে ? আমি বললাম, তা তো জানি না। দসী বলল, হ্যাঁ তার সম্পর্কে প্রস্তাব এসেছে। আপনি কেনো রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট যাচ্ছেন না ? আপনি গেলে তিনি আপনার সাথেই ফাতিমাকে বিবাহ দিবেন। আমি বললাম, আমার কাছে তো তেমন কিছুই নেই, যা দিয়ে বিবাহ করতে পারি। দাসী বললো, আপনি গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনার সাথে তাঁকে বিবাহ দিবেন। হযরত আলী বলেন, দাসীর বারবার অনুরোধে অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলাম। কিন্তু যখন তাঁর সম্মুখে গিয়ে বসলাম, তখন আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর প্রভাব ও ভয়ে আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ, তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি ? আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। এরপর তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি ফাতিমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার জন্যে এসেছ! আমি বললাম, জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার কাছে কোন মাল আছে— যা মহরানা হিসেবে প্রদান করে তাকে হালাল করে নেবে ? আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে সে রকম কিছুই সেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তোমাকে আমি যে বর্মটি দিয়েছিলাম, তা কী করেছ ? কসম আল্লাহ্‌র! সেই খিতামী বর্মটির মূল্য হবে চার দিরহাম। আমি বললাম, সে বর্মটি আমার নিকট আছে। এরপর

১. হানাফী মাযহাব অনুসারে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাকও কার্যকরী হয়ে যায়। ——সম্পাদকদ্বয়

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমাকে আমার সাথে বিবাহ দিলেন এবং বললেন, বর্মটি তার নিকট পাঠিয়ে দাও। এতে সে তোমার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমার বিবাহের এটাই ছিল দেনমহর।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত আলীর ঔরসে ফাতিমার গর্ভে তিন পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রত্রয় হচ্ছেন হাসান, হুসাইন ও মুহ্সিন। কিন্তু মুহ্সিন শিশুকালেই ইন্তিকাল করেন। আর কন্যাদ্বয় হলেন উম্মে কুলছুম ও যয়নব। বায়হাকী আতা ইব্ন সাইব সূত্রে আলী থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফতিমাকে বিবাহোত্তর বিদায়কালে উপঢৌকন হিসেবে একটি পশমী চাদর, একটি পানির মশক ও ইযখির ঘাসভর্তি একটি চামড়ার বালিশ প্রদান করেন। ইমাম বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানদা রচিত' কিতাবুল মা'আরিফা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী ফাতিমাকে বিবাহ করেন হিজরী প্রথম সালের পর এবং ঘরে তুলে আনেন তার পরবর্তী সালে।

বায়হাকীর বর্ণনা মতে, ফতিমার সাথে আলীর বাসর হয় তৃতীয় হিজরীর প্রথম দিকে। কিন্তু উপরোল্লিখিত উষ্ট্রদ্বয়ের ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বদর যুদ্ধের অল্প দিন পরেই বাসর হয় এবং সে হিসেবে ২য় হিজরীর শেষ দিকেই হওয়া প্রমাণিত হয়।

অনুচ্ছেদ

হিজরী দ্বিতীয় সালে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা

(১) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশার সাথে রাসূলে করীমের বিবাহের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি। (২) এবং ঐ বছরে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে এবং সে প্রসঙ্গে মু'মিন ও মুশরিকদের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে মোট চৌদ্দ জন শহীদ হন। অন্যদিকে কুরায়শ মুশরিক বাহিনীর সত্তরজন নিহত হয়। (৩) বদর যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর আবূ লাহাব আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু হয়। (৪) বদর যুদ্ধে মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ও মু'মিনদের মহাবিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে যায়দ ইব্ন হারিছা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন তাঁরা দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া ইনতিকাল করেছেন এবং তাঁর দাফন কাজও সম্পন্ন হয়েছে। অসুস্থ রুকাইয়াকে দেখাশুনা করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তার স্বামী হযরত উছমান ইব্ন আফফান মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এ কারণে উছমানকে বদরের গনীমতের অংশ প্রদান করা হয় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে পুরস্কার দান করবেন। (৫) এই বছরে কিবলা পরিবর্তন হয় এবং (৬) মুকীম অর্থাৎ বাড়ীতে অবস্থানকারীদের সালাতের রাকআত সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। (৭) এই সালে রমাযানের রোযা ফরয হয়। (৮) এ বছরেই যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয় এবং (৯) সাদাকায়ে ফিতরা ওয়াজিব করা হয়। (১০) এসময়ে মদীনার মুশরিকরা মুসলমানদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং (১১) মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায় যথা বনূ কায়নূকা', বনূ নযীর, বনূ কুরায়যা ও বনূ

হারিছার ইয়াহূদীরা মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। (১২) মদীনার অধিকাংশ মুশরিক ও ইয়াহূদী মুখে ইসলামের ঘোষণা দেয়, কিন্তু অন্তরে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পূর্বের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর অটল থাকে আর কিছু সংখ্যক দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে— না ইসলামের দিকে, না পূর্বের ধর্মের দিকে। যেমনটি এদের অবস্থা আল্লাহ্ কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ (১৩) এই সালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেকগুলি রক্তপণের কথা লিখে দেন, যা তাঁর তলোয়ারের খাপে আটকানো থাকত। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ কারও কারও মতে (১৪) হযরত আলীর পুত্র হাসান এই সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ওয়াকিদী বলেছেন, ইব্‌ন আবূ সাবুরা ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আবূ জা'ফর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরী দ্বিতীয় সালের যিলহাজ্জ মাসে হযরত আলী ফাতিমাকে বাসর ঘরে আনেন। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এই বর্ণনা যদি সঠিক হয়, তা হলে প্রথম মতটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০২-২০০৩/অঃ সঃ/৪২১৫-৩২৫০